কোরআন শরীফ

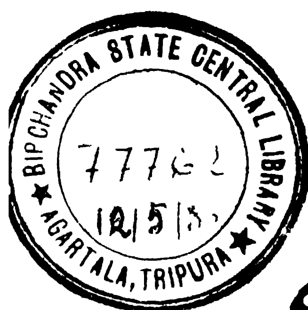
মূল কোরআন শরীফ হইতে অনুবাদিত
ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তাফসীর অবলম্বনে টীকা লিখিত

"পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ভৃত্য"।

*　　*　　*

"পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর মসী হয়, তৎপর (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বরের বাণী সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় ঈশ্বর বিজেতা ও জ্ঞানময়"।
(কোরআন, সূরা লোকমান, ৩ রকু)

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
অনুবাদিত





হরফ প্রকাশনী ॥ এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট । কলকাতা-৭ ॥ দূরালাপণী-৩৪-৫৫৮৩

FIRST BENGALI TRANSLATION OF THE QURAN
REPRINTED AFTER EIGHTY FIVE YEARS

BENGALI TRANSLATION AND TAFSIR OF THE HOLY QURAN

(COMPLETE IN ONE VOLUME)

by

Bhai Girish Chandra Sen

কলিকাতা, ১৮২৯ শক
৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট,
"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেস"
কে. পি. নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হরফ প্রকাশনীর পক্ষে
আবদুল আজীজ আল্-আমান কর্তৃক
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭
হইতে প্রকাশিত

সরকার প্রদত্ত স্বল্প মূল্যের কাগজে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ শিল্পী
আমিনুর রহমান

বর্ণমালা
১/১বি, জাননগর রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
হইতে বেগম মরিয়ম কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

সুরা

প্রত্যেক সুরার নাম সেই সুরার অন্তর্গত আয়াত বিশেষের কোন একটি বিশেষ শব্দ অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। কেবল সুরা ফাতেহা ও সুরা এখ্লাস এই নিয়মের বহির্ভূত। নিম্নে সুরা সকলের নামের অর্থ ও তৎসমুদায়ের পত্রাঙ্ক লিখিত হইল।

সিপারা

সমগ্র কোরআন ত্রিশ ভাগে বিভক্ত। সিপারা শব্দের অর্থ ত্রিশ ভাগের একভাগ। প্রত্যেক ভাগের ভিন্ন ভিন্ন নাম। কোন্ পৃষ্ঠার কোন্ সূরার কোন্ আয়াত হইতে কোন্ ভাগ আরম্ভ হইয়াছে নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল।

মঞ্জেল

প্রকাশকের নিবেদন

পবিত্র কোরআন শরীফ নিয়ে যখন সামান্য কিছু পড়াশুনা শুরু করি তখন এই মহাগ্রন্থের দুটি অনুবাদের প্রয়োজন বিশেষরূপে উপলব্ধি করি—একটি ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের অন্যটি মাওলানা আক্রাম খাঁ-র। সৌভাগ্যক্রমে দুটি অনুবাদই অল্প সময়ের মধ্যে পেয়ে যাই—দুষ্প্রাপ্য প্রথম গ্রন্থটি নির্দ্বিধায় আমার হাতে তুলে দেন জনাব শেখ খয়রাত আলী এবং দ্বিতীয়টি আপন সংগ্রহ থেকে পড়তে দেন অনুবাদকের পৌত্র জনাব গওসল আনাম খান। এঁদের দুজনের কাছেই আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদটি সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোরআন শরীফের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। প্রথম অনূদিত হলেও এই গ্রন্থটি পড়তে পড়তে আমি গ্রন্থকারের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হই। অসংখ্য আরবী, ফার্সী ও উর্দু তফসীর গ্রন্থ থেকে, বলা যেতে পারে সাগর মন্থন করে, যে অমানুষিক পরিশ্রমে তিনি যে ভাবে সারটুকু বাঙালী পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন তাতে আমার কৃতজ্ঞচিত্ত বার বার পরম তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। এ ধরনের তফসীর আমি ইতিপূর্বে পাঠ করিনি। এ অনুবাদের বড় বৈশিষ্ট্য হল কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার উল্লেখ এবং ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ; প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা তো আছেই। ইতিপূর্বে আমরা যে কোরআন শরীফ প্রকাশ করেছি তাতে কেবল অনুবাদ আছে, তফসীর বা ব্যাখ্যা নেই। অসংখ্য পাঠকের কাছ থেকে তফসীরের দাবী আসতে থাকায় আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ঐতিহাসিক অনুবাদ গ্রন্থটির শুদ্ধতা ও গুণাবলী বিচার করে এটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। আমার সেই ইচ্ছাকে দ্রুত রূপায়ণে গতি সঞ্চার করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর নিরন্তর তাগিদ আসতে থাকে, তাগিদ দেন শ্রীরণব্রত সেন। এঁদের সদিচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয় অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার অনুরোধ। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে গ্রন্থটির মুদ্রণকার্য আরম্ভ করি। বর্ণমালার কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারিদের অসংখ্য ধন্যবাদ—মাত্র দু মাসের মধ্যে তাঁরা এই বিরাট গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য সম্পন্ন করে দেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং গ্রন্থ পরিচিতি লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, কোরআন শরীফ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী রচনা করেছেন শ্রীরণব্রত সেন—তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন হাদীস শরীফ গ্রন্থের সম্পাদক রফিক উল্লাহ্ এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের (ডিপার্টমেণ্ট অব ইসলামিক স্টাডিস) মুহম্মদ মজহার ইসলাম ও মুহম্মদ করিম সাহেব। ভ্রমসংশোধনী দেখেছেন সংস্কৃত কলেজের শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী এবং শ্রীরসিক বিহারী গোস্বামী। এঁদের সকলকে আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিখিলবিশ্বের মহান অধিপতি হে করুণাময় মহান আল্লাহ্! আপনি আমাদের সকলের অজ্ঞানতাকে ক্ষমা করুন, পাপ মার্জনা করুন, হৃদয় জ্যোতির্ময় করুন, চলার পথকে করুন সহজ, সুন্দর এবং আলোকোজ্জ্বল। আমীন!!

সোলেমানপুর
রাজীবপুর
২৪ পরগণা

ভূমিকা

পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ভাষায় বাইবেল পুস্তক অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে প্রচার হওয়ায় সাধারণের পক্ষে তাহা যাহার পর নাই সুলভ হইয়াছে। তজ্জন্যই দেবাত্মা ঈসার দেবচরিত্র ও তাঁহার স্বর্গীয় জীবন-প্রদ উপদেশ সকল বাইবেলে সহজে পাঠ করিতে পারিয়া নানা দেশের নানা জাতীয় অগণ্য লোক আলোক ও জীবন লাভ করিয়াছে। কিন্তু বিধানমণ্ডলীভুক্ত ভূমণ্ডলের একটি প্রধান ও পরাক্রান্ত জাতি মোসলমান, তাঁহাদের মূল বিধান-পুস্তক কোরআন শরীফ শুদ্ধ তাঁহাদের মধ্যেই দুরূহ আরব্য ভাষারূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে বদ্ধ রহিয়াছে। অন্য জাতির নিকট মোসলমানেরা কোরআন বিক্রয় পর্যন্ত করেন না, অপর লোকে তাহা পড়িবে দূরে থাকুক স্পর্শ করিতেও পায় না। অন্য জাতির মধ্যে আরব্য ভাষার চর্চাও বিরল। কেহ কোরআন হস্তগত করিতে পারিলেও ভাষাজ্ঞানের অভাবে তাহার মর্ম কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ইহা কতিপয় মোসলমান মৌলবীর একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। মৌলবী শাহ্ রফিয়োদ্দীন উর্দু ভাষায় শাহ্ আলী আল্লাহ্ ফতেহোর রহমাম নামে পারস্য ভাষায় কোরআনের অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা মূল পুস্তকের সঙ্গে একত্র সংবদ্ধ আছে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না। সেই অনুবাদিত পুস্তকদ্বয় সুপ্রাপ্য হইলেও উর্দু ও পারস্য ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা অন্ধজনের পক্ষে দর্পণের ন্যায় নিষ্ফল। ইংরাজী ভাষায় কোরআনের অনুবাদ প্রচার হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ-দেশে তাহা সচরাচর প্রাপ্য নহে। অপিচ যাঁহারা ইংরাজী জানেন না তাঁহাদের পক্ষে উহা প্রাপ্য হওয়া না হওয়া তুল্য। আমি আরব্য ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক বন্ধু বঙ্গভাষায় মূল কোরআন অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, এ বিষয়ে আমি কোন কোন মোসলমান বন্ধু কর্তৃকও বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হই। কোরআন অধ্যয়ন ও তাহা অনুবাদ করাই আরব্য-ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ার আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্ধুদিগের আগ্রহে ও স্বীয় কর্তব্যানুরোধে ঈশ্বর কৃপায় আমি এক্ষণ কোরআন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিয়াছি।

যাহাতে কোরআনের মূল "আয়ত" (প্রবচন) সকলের অবিকল অনুবাদ হয়, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন করা হইয়াছে। তদনুরোধে বঙ্গ ভাষার লালিত্য রক্ষার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারা যায় নাই। কিন্তু আরব্য-ভাষার প্রণালী বঙ্গীয়-ভাষার প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গালা বাম দিক্ হইতে লিখিত হইয়া থাকে, আরবী ঠিক তাহার বিপরীত দক্ষিণ দিক্ হইতে লিখিত হয়। বচন-বিন্যাস প্রণালীও সেইরূপ। সাধারণতঃ কর্তৃপদ পূর্বে স্থাপিত ও সমাপিকা ক্রিয়া অন্তে সংযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার বাক্য সমাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়শঃ আরব্য বাক্যের আরম্ভে সমাপিকা ক্রিয়ার ও অন্তে কর্তৃপদের প্রয়োগ হয়। অনেক স্থলে বঙ্গ-ভাষার কর্তৃকারক ব্যক্ত-ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে, আরব্য-ভাষায় তাহার বিপরীত; অর্থাৎ কর্তৃকারক অব্যক্ত ক্রিয়াপদ ব্যক্ত হইয়া থাকে; ক্রিয়া পদের পুরুষ, লিঙ্গ ও বচনের চিহ্ন দ্বারা কর্তা নির্ণয় করিতে হয়। অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত করিতে

আরব্য ভাষা যেরূপ অনুকূল এমন পূর্ণ ভাষা যে সংস্কৃত তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে পরাস্ত। আরবীয় একটি কথার ভাব ব্যক্ত করিতে বাঙ্গলা ভাষায় প্রায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ কথা প্রয়োগ করিতে হয়। এই উভয় ভাষার পদ-বিন্যাস প্রণালী ইত্যাদির বহু বিভিন্নতাহেতু কোরআনের প্রবচন সকল আরবী ভাষার রীতি অনুসারে বাঙ্গলা ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত শ্রুতিকটু ও দুর্বোধ হইয়া উঠে, অতএব আমাকে অনুবাদে বঙ্গ-ভাষার বচন-বিন্যাস প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইয়াছে। বিশদরূপে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে-যে স্থানে দুই-একটি অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা ( ) এই চিহ্নের মধ্যে ব্যবস্থাপিত করা গিয়াছে। দুরূহ বাক্যের টীকা ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল প্রায়ই কোরআনের পারস্য ভাষ্য-পুস্তক "তফসীর হোসেনী" এবং "শাহ আবদোল কাদেরের' উর্দু-ভাষ্য অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমি কোরআনোক্ত বাক্যের অর্থবোধ ও অনুবাদে এই দুই ভাষ্য হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

কোরআন শব্দের অর্থ, পাঠ,—কোরআনের অপর নাম "কলামাল্লাহ" (ঈশ্বর-বাণী)। সময়ে সময়ে মহাপুরুষ মোহম্মদ জগতের কল্যাণার্থ প্রচার করিতে যে সকল প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহাই পুস্তকে একত্র সংবদ্ধ হইয়া কোরআন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মোসলমানেরা ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া কোরআনকে অত্যন্ত সম্মান করেন। কোরআন অধ্যয়ন ও শ্রবণে বহু পুণ্য লিখিত আছে। সমুদায় মোসলমান কোরআনের মতানুসারে চলিতে বাধ্য। কোরআনকে কোনরূপ অতিক্রম করিলে মহাপাতকী হইতে হয়। কোরআন পাঠকালে পাঠকের নিম্নলিখিত নীতি সকল পালন করা বিধেয়। যথা—দন্তধাবন, ওজু (বিশেষ নিয়মানুসারে হস্ত পদ-মুখাদি প্রক্ষালন) করিয়া অধ্যেতা শুদ্ধ ভূমিতে শুদ্ধ সঙ্কল্প সহকারে পশ্চিমাভিমুখে বসিবেন। তিনি মসজেদে বসিতে পারিলে উত্তম হয়। কোরআন শরীফকে বিশুদ্ধ উচ্চাসনের উপর অর্থাৎ রহল ইত্যাদির উপর সংস্থাপন করিবেন। প্রথমতঃ "অউজু বেল্লাহ" (ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই) ও "বেসমেল্লাহ" (ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি) উচ্চারণ করিয়া দীনভাবে ও বিনীত অন্তরে শুদ্ধরূপে পড়িবেন। অধ্যেতা "সূরা তওবা" ব্যতীত প্রত্যেক "সূরার" (অধ্যায়ের) পূর্বে 'বেসমাল্লাহ" বলিবেন, এবং অধ্যয়ন কালে অন্য কোন কথা উচ্চারণ করিলে পুনর্বার পাঠারম্ভ করার পূর্বে "বেসমাল্লাহ" বলিবেন এবং ইহা বোধ করিবেন যে, তিনি পরমেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছেন ও যেন তাঁহাকে দেখিতেছেন। যদি এরূপ অবস্থা না হয় তবে তিনি মনে করিবেন যে, ঈশ্বর তাঁহাকে দেখিতেছেন ও নিষেধবিধি করিতেছেন; সুসংবাদজনক প্রবচন পাঠে প্রফুল্ল হইবেন, এবং ভীতিজনক প্রবচন অধ্যয়নকালে ভীত ও রোরুদ্যমান হইবেন।

মূল কোরআন শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিবার জন্য ত্রিশ-বত্রিশ প্রকার আক্ষরিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোরআনের বঙ্গীয় অনুবাদ পুস্তকে আরবীয় সেই সকল আক্ষরিক চিহ্ন ব্যবহারে প্রয়োজনাভাব বলিয়া তাহার প্রয়োগ হইল না। প্রত্যেক আয়তের অন্তে বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরআনের প্রত্যেক সূরার অন্তর্গত আয়ত সকলের সংখ্যা ১, ২, ৩ করিয়া প্রত্যেক আয়তের অন্তে ও সমুদায় আয়তের সংখ্যার সমষ্টি সূরার আরম্ভে লিখিত আছে। কোরআন অধ্যয়নকালে বিশেষ বিশেষ আয়তে মস্তক অবনত করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিরত থাকিতে হয়। এইরূপ নমন কার্যকে "রকু" বলে। কোরআন পাঠের বা নমাজে ব্যবচ্ছেদরূপে "রকু"

ব্যবহৃত হয়। সূরা সকলের প্রারম্ভে প্রত্যেক সূরার "রকুর" সমষ্টি লিখিত আছে। কোরআনের ভিন্ন ভিন্ন সূরার অন্তর্গত নির্দিষ্ট ১২টি আয়তে সেজ্‌দার (নমস্কারের) বিধি আছে। কোরআন শরীফ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত, সেই এক এক ভাগের নাম "সিপারা"। প্রত্যেক ভাগকে আবার চারি অংশে পৃথক পৃথক করা হইয়াছে। প্রত্যেক অংশের শেষভাগে ক্রমে "রোবা" ও "নোস্‌ফা" এবং "সোলোসা" (চতুর্থাংশ, অর্ধাংশ এবং তৃতীয়াংশ) এরূপ লিখিত আছে। যে-যে বচন হইতে "সিপারা" সকলের আরম্ভ, সেই সেই বচনের প্রথম শব্দানুসারে সেই সমস্ত সিপারার নাম হইয়াছে। যথা, "আলম্মা", "সইয়কুলু" ও "তেল্‌করুরোসোলো"। নরপতি হোজ্জাজের রাজত্বকালে তাঁহার আদেশে কোরআনের এইরূপ বিভাগ হয়। আবার সমগ্র কোরআন ৬০ ভাগে বিভক্ত, এই প্রত্যেক ভাগের নাম "খর্ব" এবং আরও অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাকে "মানকা" বলে। কোরআন পাঠ ও তাহা ক্রমে মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্য এই সকল বিভাগ হইয়াছে। ন্যূনকল্পে তিন দিন ও অনধিক চল্লিশ দিনের মধ্যে কোরআন সম্পূর্ণ পাঠ করা বিধি। মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রচার-বন্ধু মহাত্মা ওসমান শুক্রবার রজনীতে কোরআন পাঠ আরম্ভ করিয়া বৃহস্পতিবার সমাপ্ত করিতেন। তদনুসারে কোরআন সাত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভাগের নাম "মঞ্জেল"। সিপারা, খর্ব, মানকা ও মঞ্জেল অনুসারে কোরআন ১১৭ ভাগেও বিভক্ত। অনুবাদিত কোরআন তদ্রূপ নিষ্ঠা ও প্রণালী অনুসারে কেহ অধ্যয়ন মুখস্থ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা নাই, এজন্য সেই সকল বিভাগাদির নাম ও চিহ্নাদি যথাস্থানে প্রয়োজিত হইল না। কোন্ কোন্ সিপারা ও মঞ্জেল কোন্ কোন্ স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে সূচীতে কেবল তাহা প্রদর্শিত হইল, এক আয়তের সঙ্গে যে স্থানে অন্য আয়াতের বিশেষ যোগ, সেখানে + যোগ চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

অনুবাদকস্য

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ঈশ্বর কৃপায় কোরআনের অনুবাদ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল। প্রথম বারের মুদ্রিত সহস্র পুস্তক বহুকাল নিঃশেষিত হইয়াছে। অনেক গ্রাহক পুস্তক চাহিয়া প্রাপ্ত হন নাই। প্রায় তিন বৎসরে দ্বিতীয় সংস্করণের কার্য সমাপ্ত হইল। মুদ্রাযন্ত্র নিজের আয়ত্তাধীন না থাকাতে মুদ্রাঙ্কনে ঈদৃশ কালগৌণ ও বহু অসুবিধা হইয়াছে।

এবার মূল কোরআনের প্রত্যেক আয়তের সঙ্গে পুনরায় মিলাইয়া সংশোধন করা গিয়াছে। প্রথম সংস্করণে যে কিছু ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছিল, আশা করি এই দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা আর বড় লক্ষিত হইবে না। কোরআনের অনুবাদ সুখবোধ ও সুপ্রাঞ্জল হয়, অনেকে এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। এবার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল করিতে যথাসাধ্য চেষ্ট করা গিয়াছে। কিন্তু পাঠকদিগের মনে করা কর্তব্য যে, অবিকল আক্ষরিক অনুবাদে অনুবাদকের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। বিশেষতঃ কোরআন সুদুরূহ ধর্মগ্রন্থ, তাহার বঙ্গানুবাদে অনেক স্থানে সাধারণ প্রচলিত সহজ শব্দ প্রয়োজিত হইয়া উঠে না। স্থানে স্থানে ধর্ম সম্বন্ধীয় আরব্য শব্দের বাঙ্গলা অনুবাদেতে কিছু কঠিন প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে। ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া মুক্তভাবে অনুবাদ করিতে হইলে ভাষার উপর

অনেক দূর কর্তৃত্ব চলে। একটি আয়তাংশের অবিকল অনুবাদ, যথা—"যে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে, তাহা অল্পই" ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া এ বিষয়টি অনুবাদ করিলে "অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিতেছে," লিখা যাইতে পারে, তাহা অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু কোরআনের অনুবাদে এরূপ অনুবাদ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। কোরআন শব্দে শব্দে অবিকল অনুবাদ করা অনুবাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক স্থলে কোরআনে প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ততা ও জটিলতাতেও তাহা দুর্বোধ হইয়াছে। ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত উহা বোধগম্য হয় না। ভাষাজ্ঞানে ও শব্দবিন্যাসে অনুবাদকের দারিদ্র্য ও অযোগ্যতা আছে; এ স্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব সংস্করণে কেবল তফ্‌সীর হোসেনী ও শাহ্ আব্দোল কাদেরের ফায়দা বলিয়া চিহ্নিত ব্যাখ্যান অবলম্বন করিয়া ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল। এবার সুপ্রসিদ্ধ আরব্য ভাষ্য পুস্তক তফ্‌সীর জলালিন অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে কিছু কিছু টীকা সংযোজিত করা গিয়াছে। তফ্‌সীর হোসেনী হইতেও নূতন কিছু ব্যাখ্যা সংগৃহীত হইয়াছে। পরন্তু এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রত্যেক রকুর আয়তের সংখ্যা তত্তৎ রকুর শেষভাগে নিবদ্ধ হইল। কোরআনের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ রকুতে কি কি বিষয় সন্নিবেশিত, এবার তাহার বিস্তীর্ণ নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা গেল। এই মহাগ্রন্থের কোথায় কোন্ বিষয় আছে, নির্ঘণ্টের অভাবে তাহা সহজে কেহ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিতেন না। এক্ষণ নির্ঘণ্টের সাহায্যে অনায়াসে প্রত্যেক বিষয় উপলব্ধ হইবে। প্রতি রকুর অন্তর্গত বিষয়ের নির্ঘণ্ট করা গিয়াছে। তবে অনেক রকুতে বিভিন্ন নানা প্রসঙ্গ জড়িত ও পুনরুক্তি আছে, তজ্জন্য সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত প্রধান বিষয়টি নির্ঘণ্টে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন কোন রকুর দুই তিনটি নির্ঘণ্টও করা গিয়াছে। এবার মূল কোরআনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করা গেল। এ বিষয়টি একজন বন্ধু কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি এই অনুবাদিত পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিবার জন্য তাহা আমার হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

অনুবাদকস্য।

কোরআনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব

হজরত মোহম্মদ কোরআন বিবৃত করিলে পর সর্বপ্রথমে তাহা পুস্তকে আবদ্ধ বা কোনরূপে একত্র সংবদ্ধ হয় নাই। হজরতের স্বর্গারোহণের এক বৎসর পরে তাঁহার প্রধান প্রচারবন্ধু আবুবেকর ও ওমর সেই সমস্ত বচন একত্র করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, কোরআনের বচন সমূহ এক্ষণ মোসলমানদিগের অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে বটে, কিন্তু এই সময় গ্রন্থে না বদ্ধ করিলে তাঁহাদিগের মৃত্যুর সহিত এই অমূল্য সম্পত্তি বিলোপপ্রাপ্ত হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধ-বিগ্রহে মোসলমানেরা যে প্রকার আনন্দের সহিত আত্মপ্রাণ আহুতি দিতেছে, তাহাতে হজরতের সমকালীন শ্রোতাদিগের সংখ্যা শীঘ্রই লয় প্রাপ্ত হইবে। জয়দ নামক জনৈক মদীনাবাসী পণ্ডিত উৎসাহের সহিত এই সংগ্রহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহু পরিশ্রমের নানা স্থান হইতে খর্জুর-পত্রে লিখিত, শ্বেত প্রস্তরে খোদিত এবং

মনুষ্যের বক্ষে চিত্রিত আয়ত সকল সংগ্রহ করেন*। এই সংগৃহীত বচন সকল প্রথমতঃ আমীর আবুবেকরের নিকটে ছিল, পরে তাঁহার মৃত্যুকালে হফ্‌সা নাম্নী হজরতের পত্নীর নিকটে গচ্ছিত থাকে। নেতৃবর ওমর ফারুক যাবজ্জীবন এই গ্রন্থকেই মান্য করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমীর ওসমানের সময় নানা স্থানে ইহার প্রতিলিপি বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সমস্ত পরস্পর এত বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছিল যে, তাহার জন্য মোসলমানমণ্ডলী-মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে ওস্‌মান পুনরায় সেই জয়দের দ্বারা কোরআন সংগ্রহ করিয়া তাহাই সমস্ত মোসলমানকে মান্য করিতে বাধ্য করেন। তিনি এই নূতন গ্রন্থের বহু খণ্ড প্রতিলিপি করাইয়া সমস্ত প্রধান নগরে প্রেরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বলিখিত সমস্ত কোরআন অগ্নিতে দগ্ধ করাইয়া ফেলেন।

জয়দ সংগ্রহকালে গ্রন্থমধ্যে কোন প্রকারে আপনার পাণ্ডিত্য প্রয়োগ করেন নাই, তিনি যেখানে যেমন পাইয়াছেন তেমনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহার অধ্যায় সকল পর পর না হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে লিখিত দেখা যায়। এমন কি সূরা সকলের মধ্যে আয়াতেরও এমন গোলযোগ যে, তাহাতে অনেক স্থলে অসংলগ্ন বোধ হইয়া থাকে।

কোরআন ১১৪ ভাগে বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় ইহার সাত প্রকার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুইখানি মদীনায়, তৃতীয় মক্কায়, চতুর্থ কুফানগরে, পঞ্চম বসোরায়, ষষ্ঠ সিরিয়া দেশে এবং সপ্তম খানি এরূপ কদর্য ছিল যে, তাহাকে সামান্য সংস্করণ বলিয়া লেখকেরা স্থানের উল্লেখ করেন নাই। এই সাতখানি সংস্করণে আয়াতের সংখ্যা লইয়াই বিশেষ গোলযোগ হইয়াছিল।

কোরআনের ২৯টি অধ্যায়ের পূর্ব্বে অব্যক্ত সাংকেতিক অক্ষর সংযুক্ত আছে, কোন সূরায় তিনটি কোন সূরায় একটি। মোসলমানেরা বলেন, হজরত ভিন্ন আর কেহ ইহার অর্থ জ্ঞাত ছিল না, তথাপি কেহ কেহ আনুমানিক অর্থ করিয়া থাকেন। যেমন,—সূরা বকরার প্রথমে আছে, "আ, ল ম" কেহ বলেন, ইহার সংকেত আল্লাহ লতিফ মজিদ অর্থাৎ ঈশ্বর দয়ালু ও মহিমান্বিত। কেহ বলেন, "আনা, নি, মেন্নি" অর্থাৎ, আমা হইতে এবং আমাতে। আর এক স্থানে লিখিত আছে, আল্লাহু, জেব্রিল, মোহম্মদ। অর্থাৎ ঈশ্বর কোরআনের স্রষ্টা, জেব্রিল বা পবিত্রাত্মা কোরআনের অবতারণ করেন, এবং মোহম্মদ কোরআনের প্রচারক ইত্যাদি অনেক আনুমানিক ব্যাখ্যা আছে। আবার কেহ বলেন, এই তিন অক্ষরের অর্থ "৭১" অর্থাৎ ইহা দ্বারা ঈশ্বর জানাইয়াছেন ৭১ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভাবে জগতে পরিগৃহীত হইবে।

কোরেশ জাতির কথোপকথনের ভাষাতেই কোরআনের অধিকাংশ পূর্ণ। কোন কোন অংশ একটু ভিন্ন বলিয়াও বোধ হয়। ইহার পদবিন্যাস এবং রচনা কৌশল এত চমৎকার যে, একজন বর্ণজ্ঞানবিহীন লোকের মুখ হইতে তাহা অনর্গল নির্গত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অলৌকিক ব্যাপার, সন্দেহ নাই। এই জন্য অনেক আয়াতে

তিনি প্রথমে হজরতের ক্রীতদাস ছিলেন, এবং খাদিজা বিবির পরই আলী, তৎপর তিনি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া হজরত তাঁহার দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি যে কোরআন সংগ্রহ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দর্পের সহিত এইরূপ উক্তি আছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, ইহার ন্যায় একটি আয়াত বর্ণন করিতে পারে? বাস্তবিক তৎকালে আরব দেশে পণ্ডিত, রচয়িতা, কবি এবং সুবক্তার অভাব ছিল না। সেই শ্রেণীর অসংখ্য লোক হজরতের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া কোরআন শ্রবণ করিত, এবং পরিশেষে বলিয়া যাইত যে, এ ব্যক্তি নিশ্চয় কোন ভূতের সাহায্যে এ প্রকার অলৌকিক কথা প্রকাশ করিতেছে। লবিদ নামক তৎকালের প্রধান কবি পৌত্তলিক ছিলেন, এক দিন তিনি হঠাৎ একটি আয়াত শ্রবণমাত্র বলিলেন, এ প্রকার ভাষা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বলিতে পারেন না। এই বিশ্বাসে তিনি তখনি এস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং যে সকল অবিশ্বাসী এই ধর্মকে নিন্দা করিয়া রহস্যজনক কাব্য সকল লিখিতেছিল, তিনি তাহার প্রত্যুত্তর দিয়া চিরজীবন ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

কোরআন ২৩ বৎসরে সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিল। ৯৬ অধ্যায়ের প্রথম পাঁচ আয়াত প্রথম বারে আসিয়াছিল। যখন কোন নূতন আয়াত আগমন করিত, হজরতের মুখ হইতে প্রকাশমাত্র তাঁহার অনুগামিগণ তাহা লিখিয়া লইতেন, ইহা তাঁহারা পরস্পর নকল করিয়া লইয়া আপনাদিগের নিকটে রাখিতেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক কণ্ঠস্থ করিয়াই রাখিতেন। যখন সেই সমস্ত মূল সংগৃহীত লিপি একত্রিত করা হইল, তখন যেমন পাওয়া গেল অমনি একটি বাক্সে এমন বিশৃঙ্খল ভাবে রাখা হইয়াছিল যে, কোন্ সূরা কোন্ আয়ত কোন্ সময় অবতীর্ণ হইয়াছি . ৩ ২। প্রায় স্থির করা যায় নাই।

মৌলবী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

[১৮৩৫-১৯১০]

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর দশটি প্রধান ধর্ম দশটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর আবদ্ধ ছিল। ধর্মান্তরকরণ ও ধর্মপ্রচার পদ্ধতিতে একের ধর্ম অন্যের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে তাহা ইতিহাসে দেখা যায়। ধর্মগুলি আবহমানকাল সূক্ষ্মভাবে পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিয়াছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আচার অনুষ্ঠান ও ভাষার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ পরস্পরে পরস্পরের ধর্মগুলি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে এই ঘটনা অতি আধুনিক। ইহাকেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নববিধান নামে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই নব অভিযানে যে সকল মহাত্মা প্রেরিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতর ভাই গিরিশচন্দ্র সেন একজন।

"তিনকোটি মুছলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা, তাহাতে কোর্‌আনের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা ১৮৭৬ খৃঃ পর্যন্ত এদেশের কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তখন আরবী পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত মোসলমানের অভাব বাংলাদেশে ছিল না। তাঁহাদের মধ্যকার কাহারও কাহারও যে বাংলা সাহিত্যের উপরও যথেষ্ট অধিকার ছিল, তাঁহাদের রচিত বা অনুবাদিত বিভিন্ন পুস্তক হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তাঁহাদের একজনেরও ঘটিয়া উঠে নাই। এই গুরু কর্তব্যভার বহন করার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প নিয়া, সর্বপ্রথমে প্রস্তুত হইলেন বাংলার একজন হিন্দুসন্তান, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন—বিধান-আচার্য কেশবচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে। গিরিশচন্দ্রের এই অসাধারণ সাধনা ও অনুপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।"*

এই ভাগবতজীবনের অপূর্ব কাহিনী এবং তাঁহার প্রেরণার উৎসের পরিচয় এই পুস্তকে স্বল্পপরিসরে উপস্থিত করা হইল।

১৮৩৫ খৃঃ ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় পাঁচদোনা গ্রামে ভাই গিরিশচন্দ্রের জন্ম এবং ১৯১০ খৃঃ ঢাকা সহরে তাঁহার ইহজীবনের অবসান ঘটে। নবাব আলিবর্দী খাঁর দেওয়ান দর্পনারায়ণ রায়ের বংশে তাঁহার জন্ম। পারস্য ভাষায় সুলেখক বলিয়া এই বংশের সুনাম ছিল। পিতা মাধবরাম রায় তাঁহার দশম বর্ষ বয়সের সময় পরলোক গমন করেন। তাঁহারা তিন ভাই ও দুই ভগিনী ছিলেন। তাঁহার মাতৃদেবী দীর্ঘকাল ইহলোকে থাকিয়া পুত্রকন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী প্রভৃতিকে স্নেহ আশীর্বাদ দিয়া ৯৪ বৎসর বয়সে পাঁচদোনায় নিজ

* "কোর্‌-আন্‌ শরীফ"—ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্তৃক বাংলায় অনুবাদিত এবং ৯৫, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ১৯৩৬ খৃঃ শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে মৌলানা আক্রাম খাঁ লিখিত ভুমিকা দ্রষ্টব্য।

আলয়ে ১৩০৪শে বৈশাখ ইহলোক ত্যাগ করেন। পুত্র গিরিশচন্দ্র তখন কৃতি এবং কলিকাতা হইতে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভাই আশুতোষ রায়, ঢাকা হইতে বঙ্গচন্দ্র রায়, ভাই মহিমচন্দ্র সেন প্রভৃতিকে লইয়া গিয়া "নবসংহিতা অনুসারে" তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

গিরিশচন্দ্র ধী-সম্পন্ন ছিলেন। পঞ্চমবর্ষে তাঁহার হাতেখড়ি হয়। সপ্তমবর্ষে তিনি পিসামহাশয়ের নিকট পাশীভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। বার বৎসর বয়সে কুলগুরু তাঁহাকে শিবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। কয়েক বৎসর পরে বড়দাদা তাঁহাকে ঢাকায় নিজের কাছে আনিয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য পোগোজ স্কুলে ভর্তি করেন। ইংরাজী শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গিরিশচন্দ্রকে ঐ স্কুল ছাড়াইয়া মোনসী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট পাশী সাহিত্য শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। তিনি যখন ১৮।১৯ বৎসরে উপনীত হন তখন তাঁহার ছোটোদাদা তাঁহাকে নিজের কাছে ময়মনসিংহে আনিয়া মৌলবীর নিকট উচ্চ পাশী সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং স্থানীয় কাছারীতে নকলনবীশীর কাজে নিযুক্ত কবেন। নকলনবীশীর কাজ তাঁহার মনোমত হয় না। অর্থকরী উদ্দেশ্যে ঐ সকল শিক্ষায় তাঁহার মনে ঘৃণা হইল। তখন তিনি নূতন করিয়া স্থানীয় পাঠশালায় সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। পাঠশালায় তাঁহার উন্নতি দেখা দিল। প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি হার্ডিঞ্জ স্কুলে নর্মাল শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে হার্ডিঞ্জ বঙ্গ-বিদ্যালয়ে এবং পরে ময়মনসিংহ স্কুলে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কার্যে নিযুক্ত হন। পাঠশালায় তাঁহার রচনাশক্তি প্রকাশ পায়। এখন শিক্ষকতার সহিত তিনি রীতিমত সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। "ঢাকাপ্রকাশ" পত্রিকায় তিনি সংবাদ ও প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ঐ সময় তিনি "বনিতা বিনোদ" নামে একটি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে তিনি যে পাশীসাহিত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও এখন তাঁহার সাহিত্যচর্চার বিষয় হইল। পাশীভাষায় লিখিত সেখ শাদীর "গোলেস্তান" পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করিয়া "হিতোপাখ্যানমালা" বইটি প্রকাশ কবেন। এই বইটি শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার ভিতর সাহিত্যচর্চার সহিত সমাজসেবার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। দেশে তখন স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অভাব ছিল। এক ধনীর সাহায্যে তিনি একটি অবৈতনিক মহাবিদ্যালয় গঠন করেন ও সেখানে নিজেই বিনা বেতনে মহিলাদিগের শিক্ষা দিতে থাকেন। দেশে নীতি ও ধর্ম বিস্তারের জন্য তাঁহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয় ও সেজন্য যথাসাধ্য করিতে থাকেন।

১৮৫৭ খৃঃ ২২ বৎসর বয়সে ব্রহ্মময়ী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নীর বয়স তখন ৯ বৎসর। দিনের কার্য শেষ করিয়া রাত্রে তিনি পত্নীকে শিক্ষা দিতেন ও নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া পত্নীর জ্ঞান ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিতেন। ঐ সময়ে ছোটোদাদার সঙ্গে একত্রে থাকিয়া এইভাবে তাঁহার জীবন একটি ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ছোটোদাদার মৃত্যু হওয়ায় তিনি একান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন। ময়মনসিংহ জেলাস্কুলের এক ব্রাহ্ম শিক্ষক তাঁহার প্রিয় ছিলেন। তিনিই এখন তাঁহার বিশেষ বন্ধু হইয়া উঠিলেন। পূর্বেই গিরিশচন্দ্রের ভগিনীপতি কালীনারায়ণ গুপ্ত ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মসমাজ একটি ধর্মসভার মত জ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক চিন্তার সহায়তা করিত। তখন সমাজে এইরূপ একটি সভার একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরে ব্রাহ্মসমাজে যে সামাজিক সংস্কার প্রবল

ভাব ধারণ করে, ঐ সময় সে ভাব আসেনি, তখন হিন্দু থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়া যাইত। প্রথমে গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন কিন্তু ঐ বন্ধুটি তাঁহাকে এখন ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ করিলেন। সেখানে তাঁহারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচিত "ব্রাহ্মধর্ম" ও "ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান" পাঠ ও "নমস্তে সতে..." স্তোত্র আবৃত্তি শুনিতেন এবং তাহা ভাল লাগায় গৃহে পত্নীর সহিত ঐ আবৃত্তি অভ্যাস করিতেন। তাঁহার নিষ্ঠা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহার উপর ব্রহ্মমন্দিরের উপাচার্যের কার্যভার দান করেন। তিনি ঐ কার্য যত্নের সহিত করিতে থাকেন। এই সময় হইতে ঢাকা পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় আরম্ভ হয়। বিধাতা অপূর্ব কৌশলে গিরিশচন্দ্রকে গড়িয়া তুলিয়া নববিধানের নূতন পথে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

১৮৬৫ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে ঢাকা হইয়া নৌকায় ময়মনসিংহে আসেন। ঐ নৌকায় তিনি বিখ্যাত "True Faith" পুস্তকটি রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকাটি নববিধানের নূতন ধর্ম-সাধনার নির্যাস। কেশবচন্দ্র ময়মনসিংহে পেঁৗছিলে চারিদিকে উত্তেজনা দেখা দিল।

আচার্য কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, প্রসঙ্গ এবং উপাসনা নূতন প্রাণের সঞ্চার করিল; পাপমুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুলতা, অনুতাপ, প্রার্থনা এবং ভগবৎপ্রেরণায় সমুজ্জ্বল প্রাণপ্রদ উপাসনা ও বিশ্বাস অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দান করিতে লাগিল। ১৮৬৭ খৃঃ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ময়মনসিংহে আসেন। তাঁহার নিকট গিরিশচন্দ্র ভালরূপে ব্রাহ্মধর্ম সাধন শিক্ষা করেন। গিরিশচন্দ্র পত্নীকে লইয়া ঐরূপ উপাসনা, প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। ১৮৭০ খৃঃ গিরিশচন্দ্র একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন, কিন্তু পক্ষাধিক কাল যাইতে না যাইতে শিশুটি ইহজগৎ ছাড়িয়া যায়। পত্নীর শরীর মন ইহাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তিনিও অল্পকাল মধ্যে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। গিরিশচন্দ্রের সংসার শূন্য হইয়া গেল। গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় গিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির নিকট কিছুদিন থাকিবার মনস্থ করিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর আসিয়া মনে অপার শান্তি অনুভব করিলেন। পরে কিছুদিন তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হন এবং ফিরিয়া আসিয়া কার্যে যোগদান করেন। ঐ সময় তাঁহার ছাত্রদিগের ভিতর কৃষ্ণকুমার মিত্র, বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, শ্রীনাথ চন্দ প্রভৃতি ছিলেন।

১৮৭১ খৃঃ উৎসবের সময় অঘোরনাথ ময়মনসিংহে যান। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর অন্তরের প্রেরণা অনুসারে করিয়া তিনি স্থায়ীভাবে ব্রহ্মানন্দের দলে যোগ দেওয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং ১৮৭২ খৃঃ ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের পণ্ডিতের কাজ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়া ব্রহ্মানন্দের নিকট ১৮৭৪ খৃঃ প্রচারক ব্রত গ্রহণ করেন। সেই দিন হইতে তাঁহার জীবনে সাংসারিক কোলাহলের অবসান হইল, নিঃস্ব প্রচারক পরিবারের গৃহ তাঁহার গৃহ হইল। নিত্য উপাসনা ও প্রার্থনা তাঁহার অন্নজল হইল, ট্রাস্ট ফণ্ড বা পুঁজি অর্থের ভাবনা নাই, অর্থ উপার্জনের চিন্তা নাই। একমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া জীবনের পরিণতির পথে গিরিশচন্দ্র অগ্রসর হইলেন।

ঐ সময়ের চিত্র তাঁহার "আত্মজীবনে" এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের পণ্ডিতের কার্য পরিত্যাগ পূর্বক কলিকাতায় ১৩নং

মির্জাপুর স্ট্রীটস্থ "ভারতাশ্রমে" স্থিতি করিলে পর ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন আমার প্রকৃতি ও রুচি বুঝিয়া আমাকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত করেন। আমি ছাত্রীদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়াইতাম, আমার নামে কিছু বেতন নির্ধারিত ছিল, উহা আমি গ্রহণ করিতাম না, প্রচারভাণ্ডারে অর্পিত হইত।"

"ভারতাশ্রমে" তখন শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রনাথ বসু, উমানাথ গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ মহাত্মাগণ সপরিবারে বাস করিতেন। ব্রহ্মানন্দ নিয়মিত কলুটোলা হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রাতঃকালীন উপাসনা ও কাজকর্মে যোগ দিতেন। অধ্যয়ন, পুস্তক রচনা, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা, শিক্ষকতা, দেশবিদেশে প্রচার, ব্রহ্মমন্দির ও আশ্রমের কার্য ভাগ করিয়া সকলে মিলিয়া করিতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাদেরই একজন হইয়া গেলেন কেবল কার্যের অংশ নয়, সকল ভাব ও সাধনার অংশও পাইলেন। ব্রহ্মানন্দের সমন্বয়ের ভাব তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিল। শিক্ষকতা এবং সাহিত্য-চর্চার অভিজ্ঞতা এখন নূতন প্রেরণা—নূতন রূপ ধারণ করিল। গিরিশচন্দ্র এতদিন পার্শী ভাষা ও সাহিত্যের যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিকট এখন অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। তিনি নূতন করিয়া দুরূহ আরবীভাষা শিক্ষার জন্য লক্ষ্ণৌ সহরে রওনা হইলেন। সেখানে তিনি খ্যাতনামা মৌলবীদিগের সহিত পরিচিত হইলেন। আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

"মোসলমান জাতির মূল ধর্মশাস্ত্র কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া এসলাম ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য আমি ১৮৭৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌনগরে আরব্যভাষা চর্চা করিতে গিয়াছিলাম।" তখন তাঁহার বয়স ৪২ বৎসর। যে বয়সে মানুষ জীবনের কার্য একপ্রকার শেষ করিয়া বিশ্রাম কামনা করে, সেই বয়সে গিরিশচন্দ্র নবীন উৎসাহে দুরূহ শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু অসুবিধার ভিতর এক মৌলবীর সাহায্যে ঐ কঠিন ভাষা আয়ত্ত করিয়া আরব্য ইতিহাস ও ইসলাম ধর্মের সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করিলেন। পূর্বেই পার্শী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন এই তিন ভাষার জ্ঞান নূতন দৃষ্টিতে প্রয়োগ করিয়া তিনি ঐ সকল ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে কি ভাবে প্রেরণা দান করিয়াছিলেন, তাহার একটি নিদর্শন আত্ম-জীবনে দেখা যায়।

"একবার প্রচারের সময় জাহাজে অবস্থিতিকালে কবিবর শেখ সাদি প্রণীত বুস্তান নামক নীতিপূর্ণ পারস্য পদ্যগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলাম।...আমি আচার্যদেবকে বুস্তানের "প্রেমমত্ততা" পরিচ্ছেদের কিয়দংশের অনুবাদ প্রচারক্ষেত্র হইতে উপহার দিয়াছিলাম। তিনি তাহা পাইয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন—এই অমূল্য উপহার পাইয়া আমি চরিতার্থ হইয়াছি। আমাকে এইরূপ উপহার দিবে।"

সকল ধর্মের অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ উপভোগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ নিজে তৃপ্ত হইতেন সহযোগী প্রচারকবৃন্দকেও সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন। ১৮৭৯ খৃঃ চারিটি প্রধান ধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মোসলমান ধর্ম সমন্বয়ের আলোকে অধ্যয়নের জন্য চারি জনকে নির্বাচন করেন—গিরিশচন্দ্রকে সে সময় মোসলমান ধর্মের অধ্যাত্ম ব্রত দেন। এই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি নূতন ভাবে অগ্রসর হইলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"১৮৮১ সালের শেষ ভাগে আমি ময়মনসিংহে যাইয়া স্থিতি করি,

সেখানে কোরআন শরীফ কিয়দ্দুর অনুবাদ করিয়া প্রতিমাসে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার জন্য সমুদ্যত হই।" ছয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ "কোরূ-আনূ শরীফের" প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় অনুবাদকের বক্তব্যে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি কোরআনের অনুবাদ পূর্বে সমাপ্ত করিয়া পরে তাহা মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এরূপ নহে; বরং পূর্বে কোরআনের দুই এক সূরার কিয়দংশ ব্যতীত পাঠও করি নাই; তাহার একটি শব্দের অর্থও কোন মৌলবির নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া লই নাই। অন্যদীয় আনুকূল্য নিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধ তফ্সিরাদি গ্রন্থের সাহায্য লইয়া ক্রমশঃ পড়িয়াছি ও অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি।"

সমন্বয়-ধর্মের আলোকে বিধাতার প্রেরণার দ্বারাই গিরিশচন্দ্র এই দুঃসাধ্য কর্ম সুসম্পন্ন করেন। ভগবানের প্রেরণাই তাঁহার অবলম্বন— তাঁহার সাফল্যের মূল— তাই গ্রন্থে নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। বইটি প্রকাশিত হইলে কলিকাতা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব আরবীশিক্ষক আহ্মদউল্লা প্রমুখ উদার স্বাধীনচেতা মৌলবিগণ একত্রে ঐ অজ্ঞাতনামা অনুবাদকের উদ্দেশে এই পত্র প্রকাশ করেন ঃ

"As we are Mahommedans by faith and birth, our best and hearty thanks are due to the author for his disinterested and patriotic effort and the great troubles he has taken to diffuse the deep meaning of our Holy and Sacred religious book the Koran, to the public."

"The version of the Koran above quoted has been such a wonderful success that we would wish the author would publish his name to the public, to whom he has done such a valuable service, and thus gain a personal regard from the public."

বাংলা তর্জমা—"আমরা বিশ্বাসে ও জাতিতে মোসলমান। আপনি নিঃস্বার্থভাবে জনহিত সাধনের জন্য যে, এতাদৃশ চেষ্টা ও কষ্টসহকারে আমাদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের গভীর অর্থ প্রচারে সাধারণের উপকার সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এজন্য আমাদিগের অত্যুত্তম ও আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়।"

"কোরূ-আনের উপরিউক্ত অংশের অনুবাদ এতদূর উৎকৃষ্ট ও বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমাদিগের ইচ্ছা, অনুবাদক সাধারণসমীপে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন। যখন তিনি লোকমণ্ডলীর এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সেবা করিতে সক্ষম হইলেন, তখন সেই সকল লোকের নিকটে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার উপযুক্ত সম্মানলাভ করা উচিত।"

আত্মপ্রকাশ করিয়া গিরিশচন্দ্র "অনুবাদকের বক্তব্যে" লিখিলেন— "আজ কোরআনের অনুবাদ সমাপ্ত দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত। হর্ষ এই যে, এতকালের পরিশ্রম সার্থক হইল। বিষাদ এই যে, ইহার প্রথমাংশ শ্রীমদাচার্য কেশবচন্দ্র সেনের করকমলে অর্পণ করিয়াছিলাম; তিনি তাহা পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছিলেন ও তাহার সমাপ্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; শেষাংশ আর তাঁহার চক্ষুর গোচর করিতে পারিলাম না। ঈশ্বর তাঁহাকে আমাদের চক্ষুর অগোচর করিলেন। তিনি এই অনুবাদের এরূপ পক্ষপাতী ছিলেন যে, তাহার নিন্দা কেহ করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না। আজ অনুবাদ সমাপ্ত দেখিলে তাঁহার কত না আহ্লাদ হইত, দাসও তাঁহার কত আশীর্বাদ লাভ করিত।"

মোসলমান ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া তিনি অধ্যয়ন ও অনুবাদের পরিধি বাড়াইয়া চলিলেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণয় ও সামঞ্জস্যসাধনে অগ্রসর হইলেন। একটির পর একটি পুস্তক প্রকাশিত হইতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে, বাম হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া চলিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থের তালিকা পরিশেষে প্রদত্ত হইল। ঐ সকল পুস্তক রচনায় অভিধানিক অর্থকে দিব্য প্রেরণায় মিলাইলেন। যে বিধাতা যুগের পর যুগ রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহার হস্তের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তিনি অতি সহজে সকল ভেদবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত হইয়া ১৪০০ বৎসরের পূর্বের ঐ ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক ও অনুগামীদিগের সহিত আত্মিকভাবে মিলিত হইলেন। তাহার ফলে তিনি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ঐ বিধানে যে সকল নূতন জীবন ও শিক্ষা দেখা গিয়াছে পূর্বাপর যোগ দেখিয়া তাহাকে নিপুণভাবে অখণ্ড শাশ্বত জীবনস্রোতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-

"পরলোকগত মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত আলোচনা ব্যতীত তাঁহাদের জীবনের গূঢ়তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অবগত হওয়ার অন্য উপায় নাই। সহস্র সহস্র বৎসর গত হইল তাঁহারা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি জীবনচরিতের ভিতর দিয়াই তাঁহারা স্ব স্ব জীবনের আলোক বিকীর্ণ করিয়া নরনারীর আত্মাকে আলোকিত করিতেছেন।

"পশ্চিম-এশিয়া মহাতেজস্বী পুণ্যবত্ন মহাপুরুষদিগের আকর। তুরস্ক ও আরব্যভূমিতে কিয়ৎকাল অন্তর এক এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সূর্যের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে এত অধিক জ্যোতির্মান্ ধর্মপ্রবর্তক পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই।"

ভাই গিরিশচন্দ্রের প্রধানতম কার্য এই সকল গ্রন্থ রচনা। তদুপরি তিনি প্রচার কার্যালয়ের কার্যের অংশ নিষ্ঠার সহিত করিয়া যান। 'ধর্মতত্ত্ব" প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা, প্রতি পরিবারের সহিত যোগ রক্ষা, পারিবারিক জীবন গঠনে সহায়তা করা, ব্রাহ্মমন্দিরে, আশ্রমে ও পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে উপাসনা, উৎসব অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা ও অংশগ্রহণ প্রভৃতিতে তাঁহারা নিত্য ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি আশ্রমে প্রাতঃকালে সংক্ষেপে ব্যাকুলতা ও ভাব ভরে যে উপাসনা করিতেন তাহা তরুণদিগেরও প্রাণ স্পর্শ করিত। প্রচারের জন্য শ্রীদরবারের বা প্রচারকগণের সভার নির্দেশ অনুসারে তিনি পাঞ্জাব হইতে ব্রহ্মদেশে এবং উত্তরভারত হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত প্রচার উপলক্ষে গিয়াছিলেন। "ধর্মতত্ত্ব" পত্রিকা ও তাঁহার নিজস্ব পত্রিকা "মহিলা"য় ঐ সকল প্রচার বৃত্তান্তের সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা মণ্ডলীর অন্তরে বল ও দিব্য প্রেরণা আনিয়া দিত। ঐ সকল প্রবন্ধে স্থানীয় ধর্ম ও সামাজিক জীবন বিষয়েও আলোচনা দেখা যায়। তাঁহার উচ্চচরিত্র, সরলতা, সত্য-বাদিতার জন্য ব্রাহ্ম, হিন্দু, মোসলমান সকল পরিবারেই শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইত। মোসলমান ধর্ম ও শাস্ত্রে জ্ঞান এবং উর্দু ও হিন্দি বলিবার ক্ষমতা থাকায় মোসলমান সমাজে তিনি সুপরিচিত হইয়া ছিলেন, বহু মোসলমান কন্যাগণ তাঁহাকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন—পত্রাদি লিখিতেন। একাধারে বৈরাগ্যপূর্ণ, গম্ভীর, দৃঢ় প্রকৃতি এবং কোমল হৃদয়ের সমাবেশ গিরিশচন্দ্র সর্বত্রই উন্নতভাবের সৃষ্টি করিতে পারিতেন।

ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে মহিলাদিগের শিক্ষায় নিযুক্ত করেন। তিনি আজীবন ঐ ব্রতকে সম্মান করিয়াছিলেন। নিজের দায়িত্বে "মহিলা" পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া "বামাবোধিনী পত্রিকা" ও "পরিচারিকা" পত্রিকার অভাব মোচন করিয়াছিলেন। "মহিলার" সংবাদ এবং "ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের" বক্তৃতা এবং নানা প্রবন্ধ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। আমার স্মরণে আছে আমাদের শৈশবে অনুমান ৫।৬ বৎসর বয়সে তিনি একবার আমাদের ভাগলপুরের "জবলাবাংলা" বাড়ীতে আসিয়া কিছুদিন ছিলেন। তিনি উন্মুক্ত বারান্দায় একটি ক্যাম্পখাটে শুইয়া খাঁকের ও পালকের কলমে "মহিলা" পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ, মোসলমান শাস্ত্র প্রভৃতি অনুবাদ করিতেন—চারিদিকে উর্দু, পার্সী ও আরবী পুস্তকরাশি ছড়ান থাকিত; পরণে ধুতি গায়ে ফতুয়া ও নাগরা পাদুকা থাকিত। আমার মাতৃদেবীকে তিনি "মা" সম্বোধন করিতেন। আমরা নিঃশব্দে তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। শুনিয়াছি এইরূপ বহু পরিবারে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সকলের সহিত মেলামেশা এবং সুমিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সকল পরিবারে নিত্য উপাসনা, বৈরাগ্য ও পবিত্রতা, পাঠ অধ্যয়ন ও সেবার অভ্যাস যাহাতে বিস্তৃত হয় তাহার চেষ্টা করিতেন।

ভাই গিরিশচন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁহার কর্মপরায়ণতা। এক সময় তিনি ঢাকায় গিয়া কিছুদিন থাকেন। সেই সময় তিনি অন্যান্য কার্যের সহিত "বঙ্গবন্ধু" পত্রিকা সম্পাদনার ভার নেন এবং পত্রিকাটির উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার রচনার ভিতর আনুপূর্বিক বিবরণ দিবার প্রচেষ্টা সকলকেই আকৃষ্ট করিত—সেইজন্য তাঁহাকে "সত্যবাদী" গিরিশচন্দ্র বলা হইত। ঐ আনুপূর্বিকতা মনোরঞ্জনকরও হইত। সত্যবাদিতাই তাঁহার রাজভক্তির ভিতর প্রকট হইয়াছিল। তিনি "ভারতে ইংরাজশাসন" নামে একটি পুস্তিকায় যে যে সকল ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সকলের মনোমত না হইলেও, তাঁহার দৃঢ়চিত্ততা ও সৎ-সাহসের পরিচয় পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। তিনি চিরদিন ব্রহ্মচর্য-জীবন যাপন করেন; সাদাসিধা নিরামিষ আহার ও স্থূল পরিধেয় ব্যবহার করিতেন। "নব বৃন্দাবন" অভিনয়ে আচার্য কেশবচন্দ্র তাঁহাকে মৌলবীর অংশ অভিনয় করিতে দেন। এই সাধাসিধা মানুষটি যখন মৌলবীর বেশে মঞ্চে উপস্থিত হন কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। "আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়াছিলেন।" তিনি প্রকৃতির ভক্ত ছিলেন। প্রচারের সময় যখনই নৌকায় যাইতে হইত তখন তিনি নৌকার ছাদের উপরে উঠিয়া নির্জনে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিতেন—যখনই কোন নূতন স্থানে যাইতেন যে সকল curio সম্ভব হইত সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। ব্রহ্ম-সহবাস-প্রিয়তা ছিল এই সকলের মূলে। রাত্রে আহারান্তেই তিনি শয়ন করিতেন—তিন-চারি ঘণ্টা নিদ্রার পর উঠিয়া নিশাকালেই উপাসনা করিয়া লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিতেন এবং পুনরায় প্রয়োজন হইলে নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশের তারিখ দেখিলেই বুঝা যায় তাহা কি অশেষ পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসের ফল।

১৯০৮-১৯০৯ খৃঃ তাঁহার [illegible] হয় এবং হৃদ্‌রোগ দেখা দেয়। ধর্মবন্ধুগণ ও প্রচারাশ্রমের যুবকেরা তাঁহার সেবার জন্য ব্যস্ত হন। শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে নিজের পরিবারে কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা করেন। ভাই গিরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত আই সি এস্ কোন্নগরে গঙ্গার ধারে এবং পুরীতে তাঁহার থাকার

ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিছুতেই বিশেষ উপকার হইল না। তখন ভাই গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন যে এই রোগ আরামে সারিবার নয়, পরলোক হইতে আহ্বান আসিয়াছে। তাঁহার অন্তরে স্বদেশপ্রেম ছিল অতি প্রবল। তিনি স্বদেশে ঢাকায় শেষ দিনগুলি কাটাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঢাকায় গিয়া সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইল— সাধু দর্শনে প্রত্যহ আশপাশের গ্রাম হইতে আত্মীয়স্বজন স্বদেশবাসীগণ আসিয়া দেখা করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইং ১৫ই আগষ্ট ১৯১০ খৃঃ (৩০শে শ্রাবণ) প্রাতে ১০ ঘটিকায় জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কর্মবীর মহাসাধক ভাই গিরিশচন্দ্র পরম জননীর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিলেন। দীন বৈরাগী প্রেরিত-প্রবর ভাই গিরিশচন্দ্রের পরিত্যক্ত দেহ লইয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলে পবিত্র অগ্নি-সংযোগ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ যে 'সমন্বয়-ধর্ম" ভাই গিরিশচন্দ্রে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন তাহারই সৌরভ সেই অগ্নির ধূমে উত্থিত হইল—হিন্দু-মোসলমান ঐক্য ঘোষিত হইল ঃ

"Church Universal which is the deposit of all ancient wisdom and receptacle of all modern science, which recognises in all prophets and saints a harmony, in all scriptures unity and through all dispensations a continuity, which abjures all that separates and divides and always magnifies unity and peace, which harmonises reason and faith, yoga and bhakti, asceticism and social duty in their highest forms, and which shall make of all nations and sects one kingdom and one family in the fullness of time."—New Samhita.

বাংলা অর্থ।—"যে ধর্ম-সমাজ সমস্ত প্রাচীন জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার এবং সমুদায় আধুনিক বিজ্ঞানের আধার, যাহা সমস্ত মহাজন এবং সাধুগণের মধ্যে সামঞ্জস্য, তাবৎ ধর্মশাস্ত্রের ভিতর একতা এবং সমস্ত ধর্মবিধানের মধ্যে পূর্বাপর যোগ স্বীকার করে; যাহা সকল প্রকার পার্থক্য এবং বিভিন্নতা-সম্পাদক বিষয় পরিত্যাগ করে এবং সর্বদা একতা এবং শান্তির মহিমা ঘোষণা করে; যাহা জ্ঞান এবং বিশ্বাস, যোগ এবং ভক্তি, বৈরাগ্য এবং সামাজিক উচ্চতম কর্তব্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে; যাহা পূর্ণ সময়ে সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়কে এক রাজ্যে ও এক পরিবারে পরিণত করিবে।"

জনৈক মোসলমান বন্ধু গিরিশচন্দ্রের পরলোক গমনের সংবাদ শুনিয়া নববিধান প্রচারাশ্রমে পত্র লিখেন—"আজ বঙ্গীয়-মোসলমানদিগের একজন সুহৃদ্ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। হায়! কে আর এখন আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত করিয়া মোসলমানদিগকে ইস্লামের বিষয় শিক্ষা দিবে?"—"ধর্মতত্ত্ব" ১৬ ভাদ্র, ১৮৩২ শক।

বাংলাভাষায় মোসলমান ধর্মশাস্ত্র সঙ্কলন কার্য ভাই গিরিশচন্দ্রের মহান কীর্তি। ভাই গিরিশচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় (১) মোসলমান-ধর্মবিষয়ক এবং (২) নববিধান-বিষয়ক।

মুসলমানধর্ম-বিষয়ক গ্রন্থাবলী :

(১) সম্পূর্ণ সটীক "কোর্-আন্ শরীফ" (১৮৮১-১৮৮৬)।

(মূল হইতে প্রধান তিনটি তফ্সিরের টীকা সহ আনুপূর্বিক বাংলা অনুবাদ)

(২) "প্রবচনাবলী" (আরবি হইতে অনুবাদিত) ১৮৮৫।

(৩) হদিস্ বা মেসকাত্ মসাবিহ (১৮৯২-৯৮ খৃঃ) এসাতোল্লমান টীকা সহ বাংলা অনুবাদ।

(৪) মহাপুরুষ-চরিত ১ম (১৮৮২-৮৬ খৃঃ)।

(মহাপুরুষ এব্রাহিম, মুসা, দাউদের জীবনচরিত। আদি বাইবেল, কোর্-আন্ শরীফ, পারস্য পুরাবৃত্ত মেরাজেন্নালনবুয়ৎ, জন্নাতেওত্ত-তয়ারিখ, খোলাসতোল্ আম্বিয়া ইত্যাদি হইতে সংকলিত)

(৫) মহাপুরুষ-চরিত ২য় (১৮৮৫-৮৭)।

(মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবন চরিত)

(৬) এমাম হাসান ও হোসায়নের জীবনী (১৯০৯ খৃঃ)।

(রওজতোশ্ শোহদা নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন মূল পারস্য গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত)

(৭) চারিজন ধর্মনেতা (১৯০৯)।

(মহাপুরুষ মোহাম্মদের প্রথম খলিফা চতুষ্টয় : আবুবকর; ওমর; ওসমান ও আলির জীবন বৃত্তান্ত)

(৮) চারিটী সাধ্বী মুসলমান নারী (১৯০৯)।

(দেবী খাদিজা, ফতেমা, আয়েশা ও তপস্বিনী রাবেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রাচীন পারস্য গ্রন্থ মেরাজেন্নাল নবুওয়ৎ এবং তেজকরতোল আউলিয়া হইতে সংকলিত)

(৯) তাপসমালা (১৮৮০-১৮৯৬)।

(৯৬ জন মোসলমান তপস্বীদিগের জীবনবৃত্তান্ত। মহামান্য মৌলানা শেখ ফরিদোদ্দিন আত্তা বিরচিত তেজ করতোল আউলিয়া নামক মূল পারস্য পুস্তক হইতে সংকলিত।

(১০) মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এস্লাম ধর্ম (১৯০৬)।

(মহাপুরুষ মোহাম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কোর্আন, হদিস্ প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত তদীয় ধর্মের সারসংগ্রহ ও সমালোচনা)

(১১) হাফেজ ১ম (১৮৭৭)।

(মহাপ্রেমিক খাজা হাফেজ প্রণীত দেওয়ান হাফেজ নামক মূল পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

(১২) হিতোপাখ্যানমালা ১ম (১৮৫৫) ও পরিবর্ধিত (১৮৭৬)। (কবি শেখ সাদি প্রণীত গোলেস্তাঁ হইতে সংকলিত)

(১৩) হিতোপাখ্যানমালা ২য় (১৮৭৬)।

(কবি শেখ সাদি প্রণীত বুস্তাঁ হইতে সংকলিত)

(১৪) হিতোপাখ্যানমালা ১ম ও ২য় হইতে মনোনীতাংশ।

(১৫) মহালিপি (১-১০) (১৯০৮ খৃঃ)।

(পরম সাধু মখ্দুম শরফোদ্দিন আমমদ মনিরী কর্তৃক পারস্য ভাষায় লিখিত মূল শততম পত্রাবলীর ভিতর দশটীর বঙ্গানুবাদ)

(১৬) ধর্ম-সাধন নীতি (১৯০৬ খৃঃ)।

(মহাদার্শনিক আবু হামেদ মোহাম্মদ গজালী বিরচিত কিমিয়ায় সাদতের উর্দু অনুবাদ আক্সির হেদায়তের "তেরাজেদ্বাল আবেদিন" ও "মফ্-হাজেদ্বাল আবেদিন" গ্রন্থ হইতে অনুবাদ ও সংকলন)

(১৭) নীতিমালা ১ম (১৮৭৭ খৃঃ)।

(কিমিয়ায় সাদতের উর্দু অনুবাদ "আক্সির হেদায়ত" পুস্তকের অনুবাদ)

(১৮) তত্ত্বরত্নমালা (১৮৮২-৮৭)।

(মস্তে কোওয়র ও মৌলবী জালালোদ্দীন রোমী প্রণীত মস্নবি মৌলবী রোম নামক পারস্য পুস্তক হইতে সংকলিত)

(১৯) দরবেশী (১৮৭৮-১৯০১)

(কিমিয়ার সাদত প্রভৃতি মূল মোহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্র হইতে সংকলিত মোসলমান সাধকদিগের বৈরাগ্য তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর বিশেষ বিবরণ)

(২০) ধর্ম-বন্ধুর প্রতি কর্তব্য (১৮৭৫ খৃঃ)।

(কিমিয়ার সাদত ও তেজ করতোল আউলিয়া নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে সংকলিত)

(২১) তত্ত্বকুসুম (১৮৮১)।

(গোলসানে আস্রার নামক মূল পারস্য গ্রন্থ হইতে সংকলিত)

(২২) কোরাণের রচনাবলী।

নববিধান-বিষয়ক গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী।

[পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সর্বপ্রথম জীবনী ও উক্তি সংগ্রহ] (১৮৭৮) ও পরিবর্ধিত (১৮৮৭)।

(২) কোচবিহার বিবাহের বৃত্তান্ত (১৮৮৭)।

(কোচবিহার-বিবাহ বিষয়ে যে সকল অপপ্রচার করা হয় প্রত্যক্ষদর্শীরূপে তাহার খণ্ডন)

(৩) ব্রহ্মময়ী চরিত (সহধর্মিণীর জীবনী) ১৮৬৯।

(৪) সতী-চরিত (রাণী শরৎকুমারীর জীবন)।

(৫) "আত্ম-জীবন" (১৯১৩)।

(৬) "বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম"।

(প্রবন্ধাকারে "ধর্মতত্ত্বে" ১৮২৮-২৯ শকে প্রকাশিত হয়)

(৭) "পাঞ্জাবে ধর্মপ্রভাব" ("ধর্মতত্ত্বে" প্রবন্ধ ১৯০৫ খৃঃ)

(৮) প্রচার-বৃত্তান্ত ("ধর্মতত্ত্বে" ও "মিরার" প্রকাশিত।)

(৯) "তুহ্ফতুল মোহাদিন"।

(রাজা রামমোহনের লিখিত মূল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ "ধর্মতত্ত্বে" ১৮২০-২১ শকে প্রকাশিত)

(১০) "তত্ত্বসন্দর্ভমালা" (ধর্মজীবনের পত্তনভূমি) ১৯১৫।

(১১) "ভারতে ইংরাজশাসন" ১৯০৫।

(১২) "মহিলা" পত্রিকা ১৮৯৬ খৃঃ হইতে প্রকাশিত হয়।

(১৩)-(১৫) লক্ষ্ণৌ, লাহোর ও বাঁকিপুর হইতে নবী সরিয়ৎ (নববিধান),

তালিমোল ইমান (ধর্মশিক্ষা), ইমান্ কেয়া চিজ হ্যায় (True faith) প্রভৃতি তাঁহার রচিত কয়েকটি উর্দু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

আমরা মোসলমান সাহিত্যের সহিত অপরিচিত বলিয়া ভাই গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর মূল্য অবধারণ করিতে অক্ষম। যাঁহারা মোসলমান সাহিত্য ও ইতিহাসজ্ঞ তাঁহারাই জানেন যে ভাই গিরিশচন্দ্র বাংলা ভাষায় মোসলমান সাহিত্য, জীবন ও ধর্মের পরিচয় দিয়া বাংলা সাহিত্যকে কতদূর সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় ভাই গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর তাঁহার কার্যের সূত্র ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজে, কিংবা মোসলমান সমাজে কেহই মোসলমান ধর্মের চর্চা এবং অন্যান্য ধর্মের সহিত তাহার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেন নাই। ভাই বলদেব নারায়ণ ও অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করিয়াছিলেন দেখা যায়। ভাই গিরিশচন্দ্র যে সকল অমূল্য আরবী, পার্শী ও উর্দু গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করিয়া যান তাহাও কেহ নাড়িয়া দেখেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে যখন স্তূপীকৃত ঐ সকল গ্রন্থ ও পুঁথি আমার হস্তে অর্পিত হয় তখন তাহা মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। আমি তাহা সঙ্গে সঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিই। কিন্তু তখন তাহা হইতে কিছু উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। ভাই গিরিশচন্দ্র "হাফেজের" অপরাধ অনুবাদ করিয়াছিলেন; অযত্নে পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যায়। "হদিস্" গ্রন্থের যে অংশ তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান তাহা আজও কেহ সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

সমন্বয়াচার্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধকগণ যে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, গত আশি বৎসর ঐ নব বিধান সাহিত্য সাধক, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিককে নববিধানের সমন্বয়মার্গ প্রদর্শন করিয়াছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, মোসলমানকে পরস্পরের নিকটতর করিয়া এক নূতন মানবপরিবার রচনায় অগ্রসর করিয়াছে। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের অনুশীলন নয়—সেই সঙ্গে ভাষ্যকারদিগের সরল শিশুস্বভাব ও পবিত্র চরিত্র, বৈরাগ্য ও সত্যানুরাগ, দীনতা ও তেজস্বিতা, বিশ্বাস ও কর্তব্যনিষ্ঠা এবং স্বচ্ছ প্রেরণা মানব-জীবনকে গৌরবের আসন দান করিয়াছে।

আল-কোরআনের আহ্বান

কোরআন শরীফ আল্লাহ্‌র বাণী। মানুষের জীবনকে সুন্দর, পবিত্র ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্য এ মহাগ্রন্থে আল্লাহ্‌ নানান বিধি-নিষেধের উল্লেখ করেছেন, সহজতম উপদেশ দান করেছেন, মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্যই আল্-কোরআনের অবতারণা। সুতরাং কোরআন শরীফ হল বিশ্বমানুষের জন্য ঐশ্বরিক সংবিধান. এ মহাগ্রন্থে পাওয়া যাবে ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে সঠিক চলার অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ।

বিপুলায়তন কোরআন শরীফে মানুষের জন্য উপদেশাবলী ও কর্মপন্থার নির্দেশ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। আমরা এখানে তার সামান্য অংশ চয়ন করলাম। এই অংশটুকু পাঠ করলে মানবীয় জীবনে কোরআন শরীফের গুরুত্ব যে কতখানি আশা করি সে সম্পর্কে পাঠকের মনে কিছুটা ধারণা গড়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কোরআন শরীফ হল অসীম জ্ঞানভাণ্ডার—প্রতিটি বাক্যই অভ্রান্ত সত্য-নির্দেশক। বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফ এখন সহজলভ্য। যাঁরা এ গ্রন্থটি এখনো পাঠ করেননি- আমরা তাঁদের, যত দ্রুত সম্ভব, গ্রন্থটি সম্পূর্ণ পাঠ করতে অনুরোধ জানাই।

মানুষের সৃষ্টি ও তার পরিণতি. সাংসারিক ও পার্থিব জীবনে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে আল-কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশগুলি লক্ষ্য করুন :

[উদ্ধৃতিগুলির শেষে '২ (১১৮)' এরূপ সাংকেতিক সংখ্যা দ্বারা মূলের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। প্রথম সংখ্যা সূরার, বন্ধনীর মধ্যস্থিত সংখ্যাটি আয়াত (বাক্য)-নির্দেশক। প্রথম উদ্ধৃতিটির শেষে মূলের উৎস হিসেবে '৩ (১৪০)' এর উল্লেখ আছে। এখানে ৩ সংখ্যক সূরার ১৪০ নং আয়াতের উদ্ধৃতি বুঝতে হবে।]

অত্যাচার

আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। ৩ (১৪০)
অত্যাচারীদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ১৪ (২২)

আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরিক করা (অন্য কিছুকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ করা) হল সবচেয়ে বড় অত্যাচার।

…কেউ অত্যাচার করার পর অনুশোচনা (তওবা) করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ্‌ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫ (৩৯)

কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। ৪২ (৪২)

…তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদের ভালবাসেন না। ৫ (৬৪)

…নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ৪২ (৪০)

অনাথ বা পিতৃহীনের প্রতি আচরণ

...পিতৃহীনদের প্রতি রূঢ় হয়ো না এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না। ৯৩ (৯-১০)

...তাদের (পিতৃহীনদের) উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলেমিশে থাক, তবে তো তারা তোমাদের ভাই। ২ (২২০)

এবং পিতৃহীনকে তাদের ধনসম্পদ সমর্পণ করবে এবং উৎকৃষ্টের সাথে নিকৃষ্ট বদল করবে না, এবং তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে মিশ্রিত করে গ্রাস করো না ; এ মহাপাপ। ৪ (২)

পিতৃহীনদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় ; এবং তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি তা গ্রাস করে ফেলো না। ৪ (৬)

পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। ১৭ (৩৪)

নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে। ৪ (১০)

অনুতাপ বা ক্ষমা প্রার্থনা

...যারা তওবা (অনুশোচনা) করে, নিজেদের সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের ধর্মকে নির্মল করে, তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবে এবং বিশ্বাসীদের আল্লাহ্‌ মহাপুরস্কার দেবেন। ৪ (১৪৬)

যারা দৃষ্টির অগোচর তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। ৬৭ (১২)

অপব্যয়, অপচয়

পানাহার করবে কিন্তু অপচয় করবে না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। ৭ (৩১)

আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও পথচারীকেও ; এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা অবশ্যই শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। ১৭ (২৬-২৭)

যখন ও (বৃক্ষ বা লতা ইত্যাদি) ফলবান হয় তখন ওর ফল আহার করবে, আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয় (গরীব-দুঃখীদের) দান করবে এবং অপব্যয় করবে না, কারণ তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না। ৬ (১৪১)

অপবাদ, পরনিন্দা

আমি অপবাদ রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৭ (১৫২)

দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। ১০৪ (১)

মন্দকথার প্রচারণা আল্লাহ্‌ ভালবাসেন না...৪ (১৪৮)

কেউ কোন দোষ বা পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। ৪ (১১২)

...তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।... ৪৯ (১১)

...তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না... ৪৯ (১২)

...(তোমরা) একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।...৪৯ (১২)

এবং অনুসরণ করো না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়, যে কল্যাণ কার্যে বাধাদান করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী—পাপিষ্ঠ। ৬৮ (১০-১২)

যারা সাধ্বী, নিরীহ ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। ২৪ (২৩)

যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাঁদের আশিবার কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না ; এরাই তো সত্যত্যাগী। ২৪ (৪)

অহংকার

আল্লাহ্ উদ্ধত ও অহংকারীদের ভালবাসেন না। ৫৭ (২৩)

...তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ উদ্ধত ও অহংকারীদের ভালবাসেন না। ৫৭ (২৩

পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না - তুমি তো কখনই পদভরে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। ১৭ (৩৭)

অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না ; কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না। ৩১ (১৮)

সুতরাং তোমরা জাহান্নামের (নরকের) দরজায় সেখানে চিরস্থায়ী হবার জন্য প্রবেশ কর। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। ১৬ (২৯)

অশ্লীলতা

তিনি (আল্লাহ্) অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন নিষেধ করেন। ১৬ (৯০)

অবৈধ যৌন-সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এ অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। ১৭ (৩২)

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী—ওদের প্রত্যেককে একশো কশাঘাত করবে ; আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের অভিভূত না করে...৪২ (২)

বিশ্বাসীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে ; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ২৪ (৩০)

বিশ্বাসী নারীদের বল তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। ২৪ (৩১)

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। ৪০ (১৯)

যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়...তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। ৪২ (৩৭-৪০)

আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরের কু-চিন্তা সম্বন্ধে আমি অবহিত আছি। ৫০ (১৬)

···যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে...তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের (স্বর্গের)—যাতে ওরা চিরকাল থাকবে। ২৩ (২-১১)

অতএব যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাদের আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা উচিত। ৪ (৭৪)

আত্মীয়-পরিজন

আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে···১৭ (২৬)

জ্ঞাতিবন্ধন ছিন্ন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন ; ৪ (১)

আল্লাহ্ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন। ১৬ (৯০)

সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদের ও থেকে কিছু দেবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে। ৪ (৮)

কিয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রাখ এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। ৩৯ (১৫)

আমানত, গচ্ছিত সম্পদ

আল্লাহ্ তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ আমানত আমানতকারীর কাছে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। ৪ (৫৮)

যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে। ২ (২৮৩)

যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই জান্নাতে (স্বর্গে) সম্মানিত হবে। ৭০ (৩২-৩৫)

ইহকাল ও পরকাল

ইহলোকের ভোগ সামান্য ! এবং হে সংযমী তার জন্য পরলোকই উত্তম। ৪ (৭৭)

পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ৩ (১৮৪)

...পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া ও কৌতুক বই আর কিছুই নয়, এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়...৬ (৩২)

তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা ও ধনে-জনে প্রাচুর্যলাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, ওর উপমা বৃষ্টি, যা দিয়ে উৎপন্ন শস্য-সম্ভার অবিশ্বাসীদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, সবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়।···৫৭ (২০)

...যে ব্যক্তি পরকাল পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে মশগুল রয়েছে, তার জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ৫৭ (২০)

··তোমরা যে সৎকাজ কর আল্লাহ্ তা জানেন এবং তোমরা পরকালের পাথেয় সংগ্রহ কর, এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। ২ (১৯৭)

···তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ ; কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে (পারলৌকিক জীবনে) তা উত্তম ও স্থায়ী....৪২ (৩৬)

ওজন, মাপ

ন্যায্য ওজনের মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না। ৫৫ (৯)

মাপ দেবার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে—এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। ১৭ (৩৫)

সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকেদের প্রাপ্যবস্তু কম দেবে না, এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না—তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের পক্ষে এইটিই কল্যাণকর। ৭ (৮৫)

যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য বড় আক্ষেপ! যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন তাদের জন্য মাপে তখন কম করে দেয় —ওরা কি ভাবে না যে ওরা পুনরুত্থিত হবে মহাদিনে, যেদিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে? এ প্রকার আচরণ অনুচিত। ৮৩ (১-৭)

মাপ পূর্ণমাত্রায় দেবে, যারা মাপে কম দেয় তাদের মত হয়ো না এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। লোকেদের তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। ২৬ (১৮১-৮৩)

কপট, ভণ্ড, মুনাফেক

কপটব্যক্তি নরকের নিম্নস্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না। ৪ (১৪৫)

কপট ও অবিশ্বাসী লোকসকলকে আল্লাহ্ নরকে একত্র করবেন। ৪(১৪০)

মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী' —কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়।…যখন তারা বিশ্বাসীগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে 'আমরা বিশ্বাসী'—আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা তামাসা করে থাকি। ২ (৮, ১৪)

কর্ম ও তার ফল

…যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি নিশ্চয়ই তাদের দোষত্রুটিগুলি দূর করে দেব এবং তাদের কর্মের উত্তম ফলদান করব। ২৯(৭)

প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী, একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না।

প্রত্যেকের স্থান তার কর্মানুযায়ী, কারণ আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। যেদিন সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জাহান্নামের সন্নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন ওদের বলা হবে, তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদের দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। ৪৬(১৯-২০)

যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য এ পৃথিবীতে কল্যাণ আছে এবং পরলোকে আরো উৎকৃষ্ট। ১৬(৩০)

কেউ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু একটিরই প্রতিফল দেওয়া হবে। ৬(১৬০)

প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না ৬(১৬৪)

তা (কোন মানুষ) একে অপরের কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে না এবং মানুষ তাই পায় যা সে করে। ৫৩(৩৮-৩৯)

পৃথিবীর ওপরে যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে ওদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ। ১৮(৭)

...(আল্লাহ্) জন্ম ও মৃত্যু তোমাদের পরীক্ষা করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? ৬৭(২)

মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু ওরা নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। ১০৩(২-৩)

সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে কারণ ওদের কৃতকর্ম ওদের দেখানো হবে কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ করলে তাও দেখবে। ৯৯(৬-৮)

কৃপণ

..যারা কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। ৬৫(১৬)

যারা কার্পণ্য করে, তারা তো নিজেদেরই প্রতি কার্পণ্য করে। ৪৭(৩৮)

যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তা গোপন করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না ৪(৩৭)

দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। যে অ সঞ্চয় করে এবং তা বার বার গণনা করে। সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে করে রাখবে। কখনো না—সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায় (নরকের নাম হোতামা কি, তা কি তুমি জান? এ আল্লাহ্র প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয় গ্রাস করে। এ ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভে। ১০৪(১-৯)

...এবং আল্লাহ্ তাদের যা প্রদান করেছেন তা থেকে (সৎ কাজে) ব্যয় কর তাদের কি ক্ষতি হত? ৪(৩৯)

যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। ৫৭(২৪)

কোরআন শরীফ

পরম করুণাময় আল্লাহ্, তিনিই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। ৫৫(১, ২)

এ সেই মহাগ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই—সাবধানীদের জন্য এ গ্রন্থ পথ-নির্দেশক। ২(৩)

এ কোরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ। ৪৫(২০)

কোরআন সৎপথের দিশারী, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি। ৪৫(১১)

নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এ সংরক্ষণ করব ১৫(৯)

দান, জাকাত

অধিক পাওয়ার আশায় অন্যকে কিছু দিও না। ৭৪(৬)

তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল। ২(২৭১)

যে সকল লোক রাতদিন গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের ধন দান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে পুরস্কার। ২(২৭৪)

দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করো না। ২(২৬৪)

যে দানের পর কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে মিষ্টি কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম। ২(২৬৩)

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ কল্যাণকারীদের ভালবাসেন। ৩(১৩৪)

তোমরা কখনো পুণ্যলাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মমতার জিনিষ (তোমরা যে জিনিষ ভালবাস) আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর। ৩(৯২)

যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য এবং কারো প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য; সে তো সন্তোষলাভ করবেই। ৯২(১৮-২১)

তুমি বদ্ধমুষ্টি (কৃপণ) হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্ত হয়ো না। হলে—তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। ১৭(২৯)

এবং তুমি নিজেই যখন সম্পদলাভের প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে থাক তখন ওদের (তোমার কাছে যারা সাহায্য প্রার্থনা করে) যদি বিমুখই কর ওদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। ১৭(২৮)

দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান করে তাদের দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ৫৭(১৮)

তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে দিই, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। মন্দ জিনিষ দান করার সংকল্প করো না —যেহেতু তোমরা তা গ্রহণ কর না— যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। ২(২৬৭)

যারা আপন ধন আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্য বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে, প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্য দানা। এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। ২(২৬১)

ধন-সম্পদ

তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো এক পরীক্ষা—এবং নিশ্চয়, আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে মহাপুরস্কার। ৮(২৮)

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার নৈকট্যলাভের সহায়ক হবে না— তবে নৈকট্যলাভ করবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে ··৩৪(৩৭)

···তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহ্‌র স্মরণে উদাসীন না করে— যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ৬৩(৯)

(যে সম্পদ আল্লাহ্ দিয়েছেন) ··তা পিতৃহীন বালক-বালিকার অভাবগ্রস্ত ও

থচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য াাবর্তন না করে। ৫৯(৭)

এবং তার ধনসম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না যখন তার অধঃপতন ঘটবে। (৩৬)

ধৈর্য

আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। ৩(১৪৬)

তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। ২(৪৫)

তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গেই রয়েছেন। ৮(৪৬)

...তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্যধারণে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা কর। ৩(২০০)

হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন। ২৫(২০)

তারাই ধৈর্যশীল যারা তাদের ওপর কোন বিপদ এলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই কাছে ফিরে যাব।' ২(১৫৬)

নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ ও ফসলের লোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং তুমি ধৈর্যশীলদের শুভসংবাদ দাও। ২(১৫৫)

ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। ভালর দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; ফলে যারা তোমার সাথে শত্রুতায় আছে তারা হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল...৪১(৩৫)

পরোপকার

আল্লাহ্ পরোপকারীদের পছন্দ করেন। ৩(১৪৮)

তুমি ধৈর্য ধারণ কর—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরোপকারীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ১১(১১৫)

বিচার, সাক্ষ্যদান, মীমাংসা

আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়-পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। ৪(৫৮)

...তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে—যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক—আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে চল, তবে (জেনে রাখো) যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। ৪(১৩৫)

হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার করা থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত না করে। ৫(৮)

সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর—তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। ৫(৮)

আর তিনিই (আল্লাহ্) শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। ৭(৮৭)

…দুই দলের মধ্যে বিবাদ বাধলে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।
বস্তুতঃ আপোষ করা অতি উত্তম। ৪(১২৮)

পরস্পর শলা-পরামর্শ ও কানাঘুষার মধ্যে কোন সুফল নেই ; হ্যাঁ যদি দান-খয়রাত বা সৎকর্ম বা মানুষের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসা সম্পর্কে ওসব অনুষ্ঠিত হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিবাদ-মীমাংসার কাজে সচেষ্ট আমি তাকে নিকটবর্তী সময়ের মধ্যেই অতি বড় প্রতিদান ও প্রতিফল দান করব।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। ২৯ (৮)

তোমার প্রতিপালক তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা না করতে এবং মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। ওদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবিত থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও ওদের বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং ওদের ভর্ৎসনাও করো না, ওদের সাথে সম্মানসূচক নম্রকথা বলো, অনুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! ওদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে ওরা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। ১৭(২৩-২৪)

তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। ৯(২৩)

নৃষ সৃষ্টি

তাকে (মানুষকে) সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, এ নির্গত হয় নরের মেরুদণ্ড ও নারীর পাঞ্জরাশির মধ্য হতে। ৮৬(৬-৭)

তিনি ওকে (মানুষকে) শুক্র হতে সৃষ্টি করেন, পরে ওর বিকাশ-সাধন করেন। অতঃপর ওর জন্য পথ সহজ করে দেন ; অতঃপর ওর মৃত্যু ঘটান এবং ওকে সমাধিস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি ওকে পুনর্জীবিত করবেন। ৮০(১৯-২১)

মানুষকে আমি শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি। ৯০(৪)

আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে। অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে ওকে আরো এক রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান! এরপর অবশ্যই তোমরা মৃত্যু বরণ করবে, অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। ২৩ (১২-১৬)

মৃত্যু

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। ৩(১৮৫)

মৃত্যু-যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে, এ হতে তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ। ৫০(১৯)

তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। ৪(৭৮)

এবং আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হবে না, কেন না ওর মেয়াদ অবধারিত। ৩(১৪৫)

সৎকাজ

তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। ২(১৪৮)

তোমরা সৎকর্মে আদেশ দেবে এবং অসৎকর্মে নিষেধ করবে আর আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস রাখবে।

সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে দূর করে দেয়। ১১(১৪)

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয় তাদের দোষত্রুটিগুলো দূর করে দেব এবং তাদের কর্মের উত্তম ফলদান করব। ২৯(৭)

যারা সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, তার ফল তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না। ২(১১২)

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে; এবং এসকল লোকই হবে সফলকাম। ৩(১০৪)

যে সৎকাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে। ৪৫(১৫)

পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ঘটাবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় এবং আশার সঙ্গে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। ৭(৫৬)

সত্য-মিথ্যা

…তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ৯(১১৯)

মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাৎ। ৫১(১০)

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো না। এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। ২(৪২)

যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? ১৮(১৫)

আমি সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তাহা সত্যসত্যই অবতীর্ণ হয়েছে। ১৭(১০৫)

বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে—নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবে। ১৭(৮১)

যখন অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয় তখন আবর্জনা (খাদ) উপরিভাগে আসে। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। ১৩(১৭)

সুদ

আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। ২ (১৭৬)

•••তোমরা ক্রমবর্ধমান হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।…৩ (১৩০)

সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও।… ২(২৭৮)

যদি (খাতক) অভাবী হয়, তবে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি ঋণ মাফ করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, যদি তোমরা তা জানতে। ২(২৮০)

পরের ধনে তোমাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই উদ্দেশ্যে তোমরা যা সুদে দিয়ে থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না ; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য জাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়—তারাই সমৃদ্ধিশালী। ৩০(৩৯)

ক্ষমা

ক্ষমা করা উত্তম কাজ। ২(২৬৩)

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ (সেই) কল্যাণকারীদের ভালবাসেন। ৩(১৩৪)

…যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। ৪২(৪০)

কেউ ধৈর্যধারণ করলে এবং ক্ষমা করে দিলে তা হবে বীরত্বের কাজ। ৪২(৪৩)

বিবিধ

অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না। ২(১৫২)

তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করবে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। ২(১৮৫)

তোমরা কৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই অধিক দেব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। ১৪(৭)

তারা যেন অল্প হাসে এবং কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অধিক কাঁদে।

যখন দুঃখ দৈন্য তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই বিনীত ভাবে আহ্বান কর। ১৬(৫৩)

এবং তোমরা পুণ্য সাধনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পুণ্য সাধকদের ভালবাসেন। ২(১৯৫)

প্রতিশ্রুতি পালন কর, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ৎ তলব করা হবে। ১৭(৩৪)

পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং পাপীদের পরিণাম অবলোকন কর। ৩(১৩৭)

সমস্ত মানবমণ্ডলী একজাতি। ২(২১৩)

আমি তাকে (মানুষকে) কি দুটি পথই দেখাই নি ? সে তো কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করেনি। তুমি কি জান—কষ্টসাধ্য পথ কি ? এ হচ্ছে ঃ দাসমুক্তি। অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান পিতৃহীন আত্মীয়কে। অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে। তদুপরি বিশ্বাসীদের এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের ও দয়াদাক্ষিণ্যের উপদেশ দেয়। ৯০(১১-১৭)

কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, নিশ্চয়ই আছে কষ্টের সাথে স্বস্তি। অতএব যখন অবসর পাও পরিশ্রম করো এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ কর। ৯৪(৫-৮)

(দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে)। যে অর্থ সঞ্চয় করে এবং তা বার বার গণনা করে। সে ধারণা করে যে তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনও না—সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হোতামায় (নরকের নাম)। হোতামা কি, তা কি তুমি জান ? এ আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করে। এ ওদের পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভে। ১০৪(১-৯)

তুমি কি দেখেছ তাকে যে কর্মফলকে অস্বীকার করে? সে তো সেই যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সে সমস্ত নামাজ আদায়কারীদের, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন, যারা তা করে (নামাজ পড়ে) লোক দেখানোর জন্য এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে। ১০৭(১-৭)

· জেনে রাখ যে আল্লাহ্ সাবধানীদের সাথে থাকেন। ২(১৯৪)

এবং তোমরা একে অন্যের ধন অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, এবং মানুষের ধনসম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণকে উৎকোচ দিও না। ২(১৮৮)

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না। ২(৪২)

আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দেশের বুকে অনর্থ (শান্তি ভঙ্গ) করে বেরিও না। ২(৬০)

···তোমরা কেউ কারও রক্তপাত করবে না···২(৮৪)

আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম যে পরোপকারী হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্ম-সমর্পণ করে···৪(১২৫)

আর তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর, যারা পাপ করে পাপের সমুচিত শাস্তি তাদের দেওয়া হবে। ৬(১২০)

···আর ফসল তোলার দিনে ওর দেয় (বাগানের ফলমূল এবং ক্ষেতের শস্য থেকে কিছু অংশ গরীবদের দেওয়া আল্লাহ্ নির্ধারিত করেছেন—কতটা দেওয়া হবে তা মালিকের উপর নির্ভর করবে) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। ৬(১৪১)

···সাবধানতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। ৭(২৬)

প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। ৭(৩১)

···আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত এ মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তা রদ করার কেউ নেই। ১০(১০৭)

প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিকতর জ্ঞানীজন। ১২(৭৬)

তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না, ওদের এবং তোমাদের আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই ওদের হত্যা করা মহাপাপ। ১৭(৩১)

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না...১৭(৩৬)

আল্লাহ্‌র কাছে ওদের (কুরবানী করা পশুর) মাংস এবং রক্ত পৌঁছায় না বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা (আন্তরিকতা) পৌঁছায়। ২২(৩৭)

যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারে এ উদ্দেশ্যে কি তারা দেশ ভ্রমণ করেনি? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। ২২(৪৬)

···তোমরা যথাযথভাবে নামাজ পড়, জাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! ২২(৭৮)

যারা নিজেদের নামাজে বিনয়নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে, যারা জাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,...এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই হবে অধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের—যাতে ওরা চিরকাল থাকবে। ২৩(২-১১)

পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদন কর, এ তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড...৫(৩৮)

(বিশ্বাসী নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে।) তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ করে থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষোদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন-অঙ্গ-সম্বন্ধে-অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ২৪(৩১)

আল্লাহ্‌র উপাসনা করার ও অসৎ (বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল (প্রেরিত পুরুষ) পাঠিয়েছি। ১৬(৩৬)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী' তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার? ৪১(৩৩)

মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তিবোধ করে না কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। ৪১(৪৯)

মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহঙ্কারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। ৪১(৫১)

তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল... ৪২(৩০)

যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ক্ষমা করে দেয়; যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামাজ পড়ে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্মসম্পাদন করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে,...যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে।..৪২(৩৭-৪০)

যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদের সাবধানী হবার শক্তিদান করেন। ৪৭(১৭)

আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুতি সমস্ত কিছু। ৫১(২২)

পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ হয়; আল্লাহ্‌র পক্ষে এ খুবই সহজ। ৫৭(২২)

আল্লাহ্ এ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রসূলের, রসূলের স্বজনগণের এবং পিতৃহীন বালক-বালিকার অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।...৫৯(৭)

হে বিশ্বাসীগণ! জুম্মার দিনে যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে, এইটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা বাইরে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। ৬২(৯-১০)

আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না... ৬৪(১১)

...যে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন...৬৪(১১)

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা... ৬৫(১৫)

তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁর আদেশ শোন, তাঁর আনুগত্য কর ও ব্যয় কর; এতে তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ রয়েছে, যারা কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। ৬৫(১৬)

তোমরা গোপনেই কথা বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। ৬৭(১৩)

উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ কর, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অর্ধরাত্রি জাগতে পার কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশী।... ৭৩ (২-৪)

উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল। ৭৩(৬)

তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু পূর্বাহ্ণে সঞ্চয় করবে তোমরা তা আল্লাহ্‌র নিকট উৎকৃষ্টতররূপে এবং পুরস্কার হিসাবে বর্ধিত পরিমাণে পাবে। ৭৩(২০)

এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার ভূষণ পবিত্র কর, অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। ৭৪(৩-৫)

এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। রাত্রিতে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর ৭৬(২৫-২৬)

ধর্মের জন্য কোন জোর জবরদস্তি নেই।...২(২৫৬)

আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। ৩(৬৮)

অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন ৩(৭৩)

যারা আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ২(২৭)

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব (ঐশী গ্রন্থ) এবং

নবীগণকে (প্রেরিত পুরুষ) বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহ্র ভালবাসায় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ-দান করলে নামাজ যথাযথভাবে পড়লে ও জাকাত (দান) করলে এবং প্রতিশ্রুতি পালন করলে আর দুঃখ কষ্ট যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যবাদী এবং সাবধানী। ২(১৭৭)

আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা বিশ্বাস করে, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যান। ২(২৫৭)

কিয়ামত ও দোজখ (নরক)

যে সকল মানুষ সৎকর্মশীল এবং পুণ্যপথযাত্রী, যাঁরা তাঁদের মহান প্রতি-পালকের প্রতি বিশ্বাসী, নির্ভরশীল এবং কৃতজ্ঞ—আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। কিয়ামতের (শেষ বিচারের দিনের) পর তাঁদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত স্বর্গীয় সুখ-সম্ভোগ। কিন্তু যারা দুর্জন, অকৃতজ্ঞ—যারা পৃথিবীতে কেবল অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়িয়েছে; যারা কৃপণ সত্যত্যাগী পাপী—তাদের জন্য রয়েছে কঠোর দুর্ভোগ। জীবন-মৃত্যুর মত কিয়ামত (বিচারের দিন বা কর্মফল দিবস) সত্য, কিয়ামতের দিনে সকলেরই বিচার হবে—সেদিন দুর্জনদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে যা উল্লেখ করেছেন —তার কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ পরিবেশ এবং দোজখের (নরকের) মধ্যে অকৃতজ্ঞদের প্রতি কঠোরতম শাস্তির কিছু আভাস এ সকল উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাবে। এগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়—পৃথিবীতে সৎ হয়ে চলা, এক আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণ করে কল্যাণ-কর্মে আত্মলীন হওয়া। বিচার-দিন নির্ধারিত আছে; সেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বহু ফাটল হবে, এবং পর্বত উন্মূলিত হয়ে মরীচিকাবৎ হবে, জাহান্নাম (নরক) প্রতীক্ষায় থাকবে, এ হবে সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগযুগ ধরে অবস্থান করবে, সেখানে ওরা কোন শীতল বস্তু উপভোগ করবে না, পানীয়ও নয়—আস্বাদ গ্রহণ করবে কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের, এটিই উপযুক্ত প্রতিফল, কারণ ওরা (পাপীরা) হিসাবের (শেষ বিচারের দিনের কর্মফলের) আশংকা করত না (ফলে ইচ্ছামত পৃথিবীতে পাপাচার করেছে)। ৭৮(১৭-২৭)

সেদিন (বিচারের দিন) জিব্রাঈল ও ফেরেশ্তাগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে। এদিন সুনিশ্চিত; অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। ৭৮(৩৮-৩৯)

সেদিন প্রথম শিঙ্গা-ধ্বনি বিশ্বকে প্রকম্পিত করবে, পরে দ্বিতীয় শিঙ্গা-ধ্বনি হবে, সেদিন হৃদয় সন্ত্রস্ত হবে, মানুষের দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে।...এতো কেবল এক মহাগর্জন, এবং তখনই ময়দানে ওদের আবির্ভাব হবে। ৭৯ (৬-৯, ১৩-১৪)

যেদিন কিয়ামত উপস্থিত হবে, মানুষ তার ভ্রাতা, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের পরিহার করবে। সেদিন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না

করে, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেকের মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি-ধূসর ও কালিমাচ্ছন্ন হবে ; এরাই সত্যপ্রত্যাখানকারী ও দুষ্কৃতিকারী। ৮০(৩৩-৪২)

সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে, যখন নক্ষত্র খসে পড়বে, পর্বতসমূহ যখন অপসারিত হবে, যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী (আরবদের পরম সম্পদ কিন্তু তার দুধ ও বাচ্চাকে কিয়ামতের ভয়ে ত্যাগ করা হবে) উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য পশুর একত্র সমাবেশ হবে, সমুদ্র যখন স্ফীত হবে, দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে, যখন আমলনামা (কর্মবিবরণী) উন্মোচিত হবে, যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, জাহান্নামে যখন অগ্নি উদ্দীপিত হবে এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি (সৎকর্ম বা অসৎকর্ম, পাপ বা পুণ্য) নিয়ে এসেছে। ৮১ (১-১৪)

(বিচারের দিন) যাকে তার আমলনামা (পার্থিবজীবনের সে যা করেছ তার বিবরণী) ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজেই হয়ে যাবে, এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পশ্চাৎ দিক হতে (বাঁ হাতে) দেওয়া হবে সে তার ধ্বংসের জন্য বিলাপ করবে এবং জাহান্নামে (নরকে) প্রবেশ করবে। সে তার স্বজনদের মধ্যে (পৃথিবীতে) আনন্দে ছিল, সে ভাবত যে সে কখনই আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যাবে না। ৮৪(৭-১৪)

তোমার কাছে কি কিযামতের সংবাদ এসেছে, সেদিন অনেকেই হবে অধোবদন, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। ওদের অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে পান করান হবে ; ওদের জন্য যরারী (কাঁটা গাছ—যা অত্যন্ত বিষাক্ত এবং কিছুতে খায় না, যা মরু অঞ্চলে জন্মায়) ব্যতীত খাদ্য থাকবে না—যা ওদের পুষ্ট করবে না এবং ওদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না। ৮৮(১-৭)

আমি তোমাদের লেলিহান অগ্নিসম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি ; ওতে প্রবেশ করবে সেই যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৯২(১৫-১৬)

মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কি ? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান ? সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত। ১০১ (১-৫)

কিয়ামতের দিন আমি ওদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় ওদের সমবেত করব। ওদের অবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন ওদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দেব। ১৭(৯৭)

এবং অপরাধীদের তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নমের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। ১৭(৮৬)

যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক ; তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া এবং উদরে যা আছে তা গলে যাবে এবং ওদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্গর। যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওতে। (বলা হবে) 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা।' ২২(১৯-২২)

দূর হতে অগ্নি যখন ওদের দেখবে তখন ওরা এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে এবং যখন ওদের হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে

নিক্ষেপ করা হবে তখন ওরা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (ওদের বলা হবে) আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। ২৫(১২-১৪)

যেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিন হবে কঠিন সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, 'হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম।' 'হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।' ২৫(২৬-২৮)

কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বে। সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে ; তবে যাদের আল্লাহ্ রক্ষা করতে ইচ্ছা করবেন তারা নয়। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ ওরা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। বিশ্বপ্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে বিশ্ব, আমালনামা উপস্থিত করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হবে।...৩৯(৬৭-৭০)

সত্যপ্রত্যাখানকারীদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হবে।...ওদের বলা হবে, 'জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য ওখানে প্রবেশ কর।' কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল। ৩৯(৭১-৭২)

যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে : উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে। ওদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদের অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে ··৪০(৭১-৭২)

ওদের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হলে তুমি ওদের দেখতে পাবে, অপমানে অবনত এবং ভয়ে ওরা অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।···ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে।...৪২(৪৫)

অপরাধীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের শাস্তিভোগ করবে, ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে।···ওরা চীৎকার করে বলবে, 'হে মালিক (নরকের অধিকর্তা) তোমার প্রতিপালক আমাদের নিঃশেষ করে দিন।' সে বলবে, 'তোমরা তো এ ভাবেই থাকবে।' ৪৩(৭৪-৭৭)

সেদিন একবন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহায্যও পাবে না। ৪৪(৪১)

নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ (একপ্রকার বিষাক্ত কাঁটা গাছ) হবে পাপীর খাদ্য। গলিত তাম্রের মত ; তা উদরে ফুটতে থাকবে, ফুটন্ত পানীর মত। আমি বলব, 'ওকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যে। অতঃপর ওর মস্তকে ফুটন্ত পানী ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও এবং বল, আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। তোমরা তো এ শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।' ৪৪ (৪৩-৫০)

শোন, যেদিন ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহ্বান করবে, যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনতে পাবে মহাগর্জন, সেদিনই উত্থানের দিন। ৫০ (৪১-৪২)

সেদিন দেখবে বিশ্বাসী পুরুষ বিশ্বাসী নারীগণকে, তাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে।···সেদিন কপটচারী পুরুষ ও কপটচারী নারী বিশ্বাসীদের বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু পাই।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরভাগে আশিস এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।··· মোহ তোমাদের (কপটচারীদের) মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুহকাচ্ছন্ন করে রেখেছিল; আল্লাহ্ সম্পর্কে মহাপ্রতারক তোমাদের প্রতারিত করেছিল···জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটিই তোমাদের যোগ্যস্থান, কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম! ··৫৭ (১২-১৫)

···যার আমলনামা (কর্মলিপি) তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হত, এবং আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত। আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজেই এল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।' ফেরেশ্তাদের বলা হবে, 'ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। পুনরায় শৃঙ্খলিত কর—সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে, সে মহান আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদান অন্যকে উৎসাহিত করত না।' অতএব এই দিন সেখানে আর কোন সুহৃদ থাকবে না এবং ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত কোন খাদ্য থাকবে না, যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না। ৬৯ (২৫-২৭)

ফেরেশ্তা এবং রূহ্ (আত্মা) আল্লাহ্র দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে এমন একদিনে (কিয়ামতের দিনে) যেদিনটি পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। ৭০(৪)

জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য হতে পলায়ন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল; যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করত এবং তা আঁকড়িয়ে ধরে রাখত। মানুষ তো স্বভাবতই অতিশয় অস্থিরচিত্ত। সে বিপদগ্রস্ত হলে হাহুতাশ করতে থাকে এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে। ৭০ (১৭-২১)

তবে তারা নয় (নরকগামী) যারা নামাজ পড়ে, যারা তাদের নামাজে সদা নিষ্ঠাবান, যাদের সম্পদের মধ্যে (গরীবদের জন্য) একটি অংশ নির্ধারিত রয়েছে, প্রার্থী ও অপ্রার্থীর (বঞ্চিতের), এবং যারা কর্মফলদিবসকে সত্য বলে জানে, যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত—তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন নয় যা হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,···এবং যারা আমানত (গচ্ছিত) ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা (সত্য) সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের নামাজে যত্নবান তারাই সম্মানিত হবে স্বর্গে। ৭০(২২-৩৫)

সেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। তোমরা যাকে অস্বীকার করতে আজ তোমরা চল তারই দিকে। তিনটি কুণ্ডলীর আকারে উত্থিত ধূম্র-পুঞ্জের ছায়ার দিকে চল, যে ছায়া শীতল নয় এবং যা অগ্নিশিখার উত্তাপ হতে রক্ষা করে না, এ উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ অট্টালিকাতুল্য স্ফুলিঙ্গ অথবা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী-সদৃশ, যেদিন দুর্ভোগ তাদের যারা মিথ্যা আরোপ করে। ৭৭(২৮-৩৪)

বেহেশ্‌ত (স্বর্গ)

যারা এক আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণকারী, যারা তাদের নামাজে (উপাসনায়) বিনম্র, দানশীলতায় উদার, সৎকর্মে উৎসাহী, পিতৃহীন আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকে, তারাই সফলকাম, তারাই হবে বেহেশ্‌তের (স্বর্গের) অধিবাসী। স্বর্গীয় সুখ-সম্ভোগ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ কোরআন শরীফে যা বর্ণনা করেছেন তার কিছু অংশ এই ঃ

যারা বিশ্বাস করে (এক আল্লাহ্‌তে) ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে জান্নাত (স্বর্গ), যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; এটিই মহাসাফল্য। ৮৫(১১)

অনেকের বদনমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল, নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত। সুমহান জান্নাতে—সেখানে তারা অসার বাক্য শুনবে না, সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা-সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পান-পাত্র, সারি সারি উপাধান, এবং বিছানা গালিচা। ৮৮(৮-১৬)

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন—যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাদের স্বর্ণ-কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে। এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। ২২(২৩)

তাদের (আল্লাহ্‌র বিশুদ্ধচিত্ত দাসের) জন্য আছে নির্ধারিত জীবনোপকরণ ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত, সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরা, শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা মাতালও হবে না। তাদের সঙ্গে থাকবে লজ্জা-নম্র, আয়তলোচনা তম্বিগণ সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ৩৭(৪১-৫০)

তোমরাই যারা আমার আয়াতে (বাক্যে) বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণ করেছিলে ; তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ আনন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। ওদের খাদ্যও পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্রে ; সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়, সমস্ত কিছু। ...৪৩(৬৯-৭১)

সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে—প্রস্রবণবহুল জান্নাতে, ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ; ওদের আয়তলোচনা হূর (স্বর্গীয় নারী) দেব। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তোমার প্রতিপালক তাদের জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন নিজ অনুগ্রহে। এটাই মহাসাফল্য। ৪৪(৫১-৫৭)

সেদিন আল্লাহ্‌ নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সাক্ষীদের অপদস্থ করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে বিচ্ছুরিত হবে এবং যারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণত্ব দান কর এবং ক্ষমা কর, তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান' ৬৬(৮)

ধর্মে বাড়াবাড়ি নিষেধ

ধর্মকে কেন্দ্র করে যখন আমাদের দেশে অকল্যাণ ও অশান্তির সৃষ্টি হয় তখন আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। ইসলাম অর্থ শান্তি—সুতরাং ধর্মকে কেন্দ্র করে

অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে না অথচ ব্যাপারটা প্রায়শই ঘটে থাকে। বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনার স্থান এটা নয়। আমরা কেবল এ সম্পর্কে আল-কোরআনের নির্দেশগুলির কিছু অংশ উদ্ধৃত্র করব।

ধর্মকে কেন্দ্র করে অশান্তির মূলে আছে অসহিষ্ণুতা। আমরা পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহীন। ফলে অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করি এবং ধর্মান্ধ হয়ে উঠি। সেই ধৈর্যহীনতা থেকেই অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে। ধৈর্য সম্পর্কে আল্-কোরআনের উদ্ধৃতি সমূহ 'মানুষ ও তার কর্তব্য' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে—এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অশান্তির দ্বিতীয় কারণ ধর্মে অত্যধিক বাড়াবাড়ি। অথচ আল্লাহ্ বলেন "...কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না।" ২ (১৯০)

ধর্মে জোর জবরদস্তির কোন স্থান নেই। নিজের ধর্মমত জোর করে অন্যের উপর চাপান বাঞ্ছনীয় নয়, করলে ধর্মের প্রতি অত্যাচার করা হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত "আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন যে তার ধর্মকে সাহায্য করে" ২২ (৪০)। জোর জবরদস্তিতে নিজের ধর্মকে সাহায্য করা হয় না বরং আল্লাহ্র নির্দেশকে অবহেলা করা হয়। "ধর্মের জন্য কোন জোরজবরদস্তি নেই, নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।" ২ (২৫৬) পবিত্র আচরণেব মাধ্যমে নিজ ধর্ম-সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বাঞ্ছনীয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ইসলামের অভ্যুদয়-লগ্নে ধর্মের উদাব রীতি-নীতি এবং সৌন্দর্যগুলি হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনাচরণের মাধ্যমে এমন ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়েছিল এবং মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে স্বইচ্ছায় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেখানে জবরদস্তির কোন স্থান ছিল না। হজরত মুহম্মদের (দঃ) প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল কেবল কোরআনের আয়ত (বাক্য) গুলি জগদ্বাসীর কাছে প্রচার করা, সত্য এবং মিথ্যাকে মানুষের কাছে তুলে ধরা, জ্যোতি এবং অন্ধকারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা..."তোমাকে (হজরত মুহাম্মদকে দঃ) ওদের ওপর জবরদস্তি করার জন্য প্রেরণ করা হয়নি ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরআনের সাহায্যে উপদেশ দান কর" ৫০ (৪৫)। সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি কেউ মিথ্যাকে আশ্রয় করে থাকে, জ্যোতির্ময়ের উদার অভ্যুদয়ের পরও যদি কেউ অন্ধকারে নিমগ্ন থাকে তার বিচার করবেন আল্লাহ্—হজরত মুহম্মদের (দঃ) তাতে কোন দায়িত্ব নেই—তিনি কেবল প্রচারক। লক্ষ্য করুন ঃ..."ওরা (যাদের কাছে কোরআনের আয়ত পেঁছি দেওয়া হয়েছে) যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার (হজরত মুহম্মদের দঃ) কর্তব্য তো কেবল-স্পষ্ট বাণী পেঁছি দেওয়া"। ১৬(৮২)। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হজরত মুহম্মদ (দঃ) পৃথিবীর মানুষের জন্য হলেন প্রচারক এবং স্পষ্ট সতর্ককারী ঃ "আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি" ৪৮(৮), "আমি (মুহম্মদ সঃ) তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল" ১৭(৯৩)। আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে বলেছেন রসূলের কাজ হল কেবল প্রচার করা ঃ "প্রচার করা ছাড়া রসূলের অন্য কোন কর্তব্য নেই" ৫(৯৯)—জোরজবরদস্তি করে নিজ ধর্মমতে অন্যকে দীক্ষা দিতে আল্লাহ্ কোথাও নির্দেশ দেন নি।

কোরবানী সম্পর্কেও আমরা অনেকেই বাড়াবাড়ি করে থাকি। কোরবানীকে উপলক্ষ্য করে আমরা অনেকেই ধনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠি, কোন কোন সময়

এমনও হয় যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মনে আঘাত দিয়ে ফেলি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ এইঃ "আল্লাহ্‌র কাছে ওদের মাংস এবং রক্ত পৌঁছায় না বরং তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা পৌঁছায়" ২২(৩৭)। এখনেও জোর দেওয়া হয়েছে ধর্মনিষ্ঠার ওপর —বাড়াবাড়িকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে।

বাস্তবে চলার পথে অনেক সময় আমাদের আর একটি বেদনাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস না করে পৃথিবীর অনেক মানুষ ও সম্প্রদায় কোন বস্তু, দ্রব্য বা মূর্তিকে আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র অংশ বলে মনে করেন এবং তাদের মত বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী তাঁদের আল্লাহ্‌র উপাসনা করেন। এতে অনেক বিশ্বাসী ব্যক্তি অসন্তুষ্ট ও অধৈর্য হয়ে প্রাণহীন বস্তুগুলিকে (অংশীবাদীগণ যাদের ঈশ্বর বলেন) গালাগালি দিতে শুরু করে। এইসব অবিবেকী মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ কঠোর কণ্ঠে বলেন ঃ "এবং তারা (অংশীবাদীগণ) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের ডাকে তাদের তোমরা গালি দেবে না, তারা (সীমানালংঘন করে) অজ্ঞানবশতঃ আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে ৬(১০৮)।" যে অন্যের উপাস্যকে গালিগালাজ করে বুঝতে হবে সে তার আল্লাহ্‌র প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নয়। আল্লাহ্ সকল মানুষকে গর্বিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তাছাড়া এভাবে গালিগালাজের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাব বাড়বে—যা আল্লাহ্ কখনই ভালবাসেন না। এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসস্থাপনকারী প্রত্যেক মানুষকে এই অপূর্ব আয়তটির তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে অনরোধ জানাই। পূর্বেই বলেছি ইসলাম বাড়াবাড়ি ও জবরদস্তি সমর্থন করে না। কোরআন শরীফের ১০৯ তম সূরার সেই বিখ্যাত ষষ্ঠ আয়তটি পড়ুনঃ "তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)।" অর্থাৎ যে যার ধর্মমতে থাকতে চায় থাকুক—যেন কোথাও কোন জবরদস্তি না হয়। তবে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য ধর্মের প্রচারের নির্দেশ দান করে আল্-কোরআন—কেননা মানুষ মাত্রই আলোর পিপাসী, তারা অন্ধকার পিছনে ফেলে আলোকোজ্জ্বল পথে চলতে চায়—কোরআন সেই জ্যোতির্ময় পথের দিশারী।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিখ্যাত হাদীস স্মরণ করছিঃ "লোকেরা বললো, 'হে রসূলুল্লাহ্! পৌত্তলিকদের অভিশাপ দিন।' তিনি বললেন, 'আমি কখনো অভিশাপ দেবার জন্য প্রেরিত হইনি বরং শুধু দয়া প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

ইসলাম ও অংশীবাদ

ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয়। পৃথিবীতে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে—ইসলাম তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই ধর্মমতের সঙ্গে অন্যান্য অনেক ধর্মমতের মিল আছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল ধর্মমতেই অনেক বিষয় মিল লক্ষ্য করা যায়। কোন ধর্মই মানুষকে মিথ্যা কথা বলতে উপদেশ দেয় না, চুরি-ডাকাতিকে সমর্থন করে না, পিতা-মাতার অবাধ্য হতে বলে না, কোন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে না। ইসলাম ধর্মও এগুলিকে সমর্থন করে না, কোন অংশীবাদী ধর্মও এগুলিকে

প্রশ্রয় দেয় না ; ইসলাম ও অংশীবাদী ধর্মে এতসব মিল থাকা সত্ত্বেও নিখিল বিশ্বের দ্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র স্বরূপকে কেন্দ্র করে উভয় ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে আল্লাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করানো কিংবা আল্লাহ্‌র অংশ ভাবার নামই 'অংশী' স্থাপন করা। এক আল্লাহ্‌ ছাড়া বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই হল অংশীবাদী ধর্মমত বিশ্বাস করা। ইসলাম এটা সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌ এক, অনাদি, সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সকল কিছুর নির্ভরস্থল—তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই ঃ "আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত ; তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।···তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি হতে নির্গত হয় ও আকাশ হতে যা কিছু বর্ষিত হয় ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্‌ তা দেখেন।" ৫৭ (২-৪)

"তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহঙ্কারের অধিকারী ; ওরা যাকে অংশী স্থির করে আল্লাহ্‌ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্‌ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" ৫৯ (২৩-২৪)

তিনি কোনদিন মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না, তিনি জনক নন, তিনি জাতকও নন। বিরুদ্ধবাদীগণ একত্রিত হয়ে যখন হজরত মুহম্মদের (দঃ) কাছে আল্লাহ্‌র স্বরূপ জানতে চাইল তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয় ঃ "(হে মুহম্মদ, তুমি) বল, 'তিনি আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়' আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে নির্ভর (স্থল)। তিনি জনক নন এবং জাতকও নন। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" ১১০ (১-৪)

অবতারবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। তবে প্রয়োজনবোধে মহান আল্লাহ্‌ এই পৃথিবীর মানুষকে পথপ্রদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন ঃ···"পর্যায়ক্রমে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি" ··২ (৮৭) ; "প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রসূল"···১০ (৪৭) ; "আল্লাহ্‌র উপাসনা করার ও অসৎ (বিশৃঙ্খলা) বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি।" ১৬ (৩৬)

এই প্রতিনিধিগণও মানুষ, একেবারেই রক্তমাংসের মানুষ। "তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।" ২৫ (২০) এঁরা অবতার নন—সকলেই আল্লাহ্‌র দাস। তবে পার্থক্য এই যে এঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা আছে। এঁরা কখনই আল্লাহ্‌র অংশ নন।

এক আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে আল্লাহ্‌ ভাবা বা তাঁর অংশ বলে স্বীকার করা এবং সেই বিশ্বাসে তাঁকে অর্চনা করা ইসলামে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্-কোরআনে বার বার বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"

"তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য স্থির করো না।" ৫১ (৫১)

"তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাথে অন্য কোন উপাস্য নেই ; যদি থাকত তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইত।" ২৩ (৯১)

যারা পরমপ্রভু আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য উপাস্য স্থির করে তারাই অংশীবাদী।

কোরআন শরীফের এই একেশ্বরবাদ বহুবছর পূর্বে বেদ ও উপনিষদে কিভাবে এসেছে সে বিষয়ের উপর এখানে সামান্য আলোকপাত করা যেতে পারে।

"সুপ্রাচীনকালে সরল আর্যগণ প্রকৃতির প্রতিটি বিস্ময়কর ঘটনা ও কার্যে একটি করে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এই অনুমান ও কল্পনার ফলেই অগ্নি বায়ু ইন্দ্র পূষা ত্বষ্টা সোম সূর্য উষা বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি অসংখ্য দেবতার উদ্ভব হল। সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এই আর্যগণই উপলব্ধি করলেন প্রকৃতির সকল কাজ একই নিয়মে চলে। ফলে তাঁরা এসব কিছুর মূলে একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করলেন। তাঁরা বললেন : এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই। এক হতেই সব। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্ন সূক্তটিতে সকল কার্যকরণের মূলে ঐশ্বরিক বলের ঐক্যের কথা সুন্দর রূপে বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতির অনন্ত কার্য পরম্পরাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবের নামে স্তুতি করা হয় সে কার্য পরম্পরায় একতা দেখে বেদের ঋষিগণ স্বীকার করে নিয়েছেন যে দেবগণের কার্যসমূহ ভিন্ন নয়, তারা একই দৈব ক্ষমতার অধীন, একজন ঈশ্বরই তাঁদের পরিচালিত করছেন, তাঁদের যে দৈবক্ষমতা তা সেই পরমেশ্বরেরই দান, সকল কিছু তাঁরই অধীন, সকল কিছুই সেই অনন্ত অসীম দয়াময়ের কৃপার ফল। সুতরাং ঈশ্বর বহু নন, এক। তিনি অসীম, তিনি করুণাময়, তিনি হতেই সব কিছুর সৃষ্টি, তিনি হতেই সব কিছুর লয়। তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্ন সূক্তে সর্বমোট বাইশটি ঋক্‌ আছে। প্রতিটি ঋকের শেষে এই কথাটি আছে : 'মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্‌' অর্থাৎ 'মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং' যার বাংলা অর্থ 'দেবগণের মহৎ বল একই।' সায়ণাচার্য এর অর্থ করেছেন 'দেবানাং এবং মুখ্যং অসুরত্বং···প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্যং।' পণ্ডিত Wilson-এর অর্থ হল : 'great and unequalled is the might of the Gods'. বেদের অভ্রান্ত ব্যাখ্যাদাতা মহাপণ্ডিত Max Muller এর অর্থ করেছেন : 'The great divinity of the Gods is one'. 'The divine power of the Gods is unique' বলেছেন Muir. অর্থাৎ সব কিছুর মূলে সেই সর্বশক্তিমানের লীলাখেলা বিরাজমান। ঐশ্বরিক বল এবং দেবতাদের কাজ—এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বনিখিলের সর্বত্র যে কাজ হয়ে চলেছে প্রকৃতপক্ষে তার মূলে কোন দেবতা নেই (আর্যগণ 'দেবতা আছে' এরূপ কল্পনা করে এক একটি দেবের নাম দিয়েছিলেন মাত্র), আছেন কেবলমাত্র এক ঈশ্বর। সকল কিছুই তাঁর অধীন, তাঁর নিয়ন্ত্রণে সকল কিছুই। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় নেই। প্রথম মণ্ডলে ঋষির মনে একেশ্বর সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে 'যিনি এ ছয় লোক স্তম্ভন করেছেন, যিনি জন্মরহিত রূপে নিবাস করেন তিনি কি সেই এক' (১৷১৬৪৷৬)? এ প্রশ্নই তৃতীয় মণ্ডলের পঞ্চান্ন সূক্তে স্থিতিলাভ করেছে ঐশ্বরিক বল ও দেবতাদের কাজের সমন্বয়ের মধ্যে, বাষট্টি সূক্তে তা জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রী 'বরেণ্যং ভর্গঃ' অর্থাৎ বরণীয় জ্যোতি ("আল্লাহ্‌ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি,···আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্যোতির দিকে পথনির্দেশ করেন" ২৪।৩৫। সুতরাং কোরআন শরীফেও এই 'বরেণ্যং ভর্গঃ' বা বরণীয় জ্যোতির সমর্থন পাচ্ছি) রূপে নিখিল মানব হৃদয়ে বিস্তার

লাভ করেছে। এ সকল সূক্তে ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন নেই। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত, তিনি এক এবং তিনিই অদ্বিতীয়।...প্রকৃতির নানান বিস্ময়কর ক্রিয়াকাণ্ডের মর্মমূলে মহান ঈশ্বরের অস্তিত্বই তাঁরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন।"[১]

একেশ্বর চিন্তা উপনিষদে আরো ব্যাপক এবং গভীর। শঙ্করভাষ্য মতে 'যে বিদ্যায় ব্রহ্মকে পাওয়া যায় তাই উপনিষদ।' উপনিষদের এই ব্রহ্ম চিন্তা রামমোহনের মধ্যে বিরাট আলোড়ন এনেছিল। তিনি লিখেছেনঃ "এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক সর্বত্রব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাহারি উপাসনা প্রধান।"[২] রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তা আরো সুস্পষ্ট, আরো প্রখর এবং জীবন-সর্বস্ব। মোট কথা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মহান ভারত-ভূমিতে একেশ্বর চিন্তা বারে বারে নানান ভাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হবার পূর্বেই, একেশ্বর চিন্তা ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

এই একেশ্বরবাদই ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি। এ বিষয়ে সেখানে কোন আপোষ নেই। অংশীবাদ সম্পর্কে তাই আল্-কোরআনে কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। অংশীবাদ সম্পর্কে কোরআন শরীফের উক্তিগুলির কিছু অংশ এইঃ

"তুমি কি সে ব্যক্তির (নমরূদের) কথা ভেবে দেখনি যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্রাহীম বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান তুমি তাকে পশ্চিমদিক থেকে উদয় করাও।' সে (নমরূদ) তখন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।" ২ (২৫৮)

"অতঃপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে (ইব্রাহীম) নক্ষত্র দেখে বলল, 'ঐটিই আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন ঐটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।' অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'এটি আমার প্রতিপালক।' যখন সেটি অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথ ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।' অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর, তা থেকে আমি নির্লিপ্ত।' নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।" ৬ (৭৬-৭৯)।

"আমি (আল্লাহ্) অবশ্য এর পূর্বে ইব্রাহীমকে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলাম। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এই যে মূর্তিগুলি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ, এগুলি কি?' ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।' সে বলল, 'তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ, তোমাদের পিতৃপুরুষগণও ছিল।' ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না

---

১ ঋগ্বেদ ১ম খণ্ডের ভূমিকা। পৃ ১৬-১৭

২ ভূমিকাঃ উপনিষদ ২য় খণ্ড—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃ ২৮

তুমি কৌতুক করছ ?' সে বলল, 'বরং তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি।' 'শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।' অতঃপর সে ওদের প্রধানটি (মূর্তিটি) ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, যাতে ওরা এর (প্রধান মূর্তিটির) শরণাগত হয়। ওরা বলল, 'আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করল কে ? নিশ্চয়ই সে সীমালংঘনকারী।' কেউ কেউ বলল, 'এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি ; তাকে বলা হয় ইব্রাহীম।' ওরা বলল, 'তাকে লোক সম্মুখে উপস্থিত কর, যাতে ওরা সাক্ষ্য দিতে পারে।' ওরা বলল, 'হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের দেবতাগুলির প্রতি এরূপ করেছ ?' সে বলল, 'এদের (মূর্তিগুলির) এই প্রধানই (সব চেয়ে বড় মূর্তিটি) এ (মূর্তি ভাঙার কাজ) করেছে। এদের জিজ্ঞাসা করে দেখ না যদি এরা কথা বলতে পারে।' তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, 'তোমরাই সীমালংঘনকারী ?' অতঃপর ওদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং ওরা বলল, 'তুমি তো ভালই জান যে এরা (মূর্তিগুলি) কথা বলে না।' ইব্রাহীম বলল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না ?' 'ধিক্ তোমাদের এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের ! তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?' ২১ (৫১-৬৭)।

তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কেবল প্রতিমার পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ ! তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণ দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁরই উপাসনা কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট (মৃত্যুর পর) প্রত্যাবর্তিত হবে।" ২৯ (১৭)।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান কর, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় দাস, তোমরা তাদের আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক্। তাদের কি চলার পা আছে ? তাদের কি ধরার হাত আছে ? কিংবা তাদের কি শোনার কান আছে ?" ৭ (১৯৪-৯৫)

"আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না"···১০ (১০৬)

"ওরা (অংশীবাদীগণ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ওদের কোন অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না ; এটিই চরম বিভ্রান্তি ! ওরা এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতিই ওর উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এ অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্ট এ সহচর !" ২২ (১১-১৩)

"যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা। যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি ওরা জানত।" ২৯ (৪১)

"আল্লাহ্ সঠিকভাবে বিচার করেন, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ওরা যাদের ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম।" ৪০ (২০)

"তোমরা (অংশীবাদীগণ) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও। এবং মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কিছু নিয়ে চলে যায় এ-ও তারা ওর নিকট হতে

উম্ধার করতে পারবে না। অক্ষম যাচ্ঞাকারী ও যার নিকট যাচ্ঞা করা হয় তা! ওরা আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করে না। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।" ২২ (৭৩-৭৪)

অংশীবাদীগণ আল্লাহ্‌র অংশী করলেও একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ আল্লাহ্‌কেও বিশ্বাস করেন। আল্‌-কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে ঃ "(অংশীবাদীদের) জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা জান তবে বল, 'এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার?' ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি?' ওরা বলবে', 'আল্লাহ্‌।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?' জিজ্ঞাসা কর, 'যদি তোমরা জান, তবে আমাকে বল, সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি রক্ষা করেন এবং যাঁর উপর (কোন) রক্ষক নেই?' ওরা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বল, 'তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?" ২৩ (৮৪-৮৯)

"তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহ্‌কে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর।" ৪১ (৩৭)

কোরআন শরীফে বার বার বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ এক, তাঁর কোন অংশী নেই, কোন সমকক্ষ নেই। যদি কোন সমকক্ষ থাকত তা হলে অবশ্য উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিত এবং সৃষ্টিজগতে তার প্রভাব পড়ত। পূর্বে উদ্ধৃত ২৩ (৯১) সংখ্যক আয়তে আমরা পড়েছি ঃ "তাঁর (আল্লাহ্‌র) সাথে অন্য কোন উপাস্য নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইত।"

ঠিক একই কথার প্রতিধ্বনি শুনি অন্যত্র ঃ "ওদের (অংশীবাদীদের) কথামত যদি তাঁর (আল্লাহ্‌র) সঙ্গে আরও উপাস্য থাকত তবে তারা আরশ-অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত।" ১৭ (৪২)

"এক ব্যক্তির প্রভু অনেক যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এদের দুজনের অবস্থা কি সমান?" ৩৯(২৯)

সুতরাং সমুদায় প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। তিনি এক এবং মহান দয়ালু। তিনি সকলের উপর সর্বশক্তিমান। তার উপরে কেউ নেই। তিনি আমাদের একমাত্র উপাস্য।

গ্রন্থপঞ্জী

(বিশ্বের, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের, বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত কোরআন ও তদ্‌বিষয়ক গ্রন্থাবলীর একটি বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকা প্রণয়নে প্রথমে ভাষানুযায়ী ও পরে কালানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই তালিকাটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

আরবী

আবুল কাশিম জারউল্লাহ্ মাহমুদ ইবনে ওমর আল-যামাক্কারী, আল্ কুরান মা তফ্‌সির-ই-হিল কাশ্‌শাফ আন্ হাকাইক ইত্'তান্‌জিল। ১৮৫৬। কোরআনের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য এবং মুতাজিলা মতবাদ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা সমন্বিত।

মুহম্মদ উস্‌মান আল্ মারগাবি, আল্ কুরান উল্‌মজিদ। ১৮৯৫, দু' খণ্ডে সম্পাদিত।

জালালুদ্দিন আবদুর রহ্‌মন ইবনে আবুবকর, আল্ কুরান-উশ্-শরীফ। ১৮৯৬। ছয় খণ্ডে প্রকাশিত।

গুস্তাভাস ফ্লুগেল, নুজুম আল্-ফুরকান ফি আত্রাফিল কুরআন। লিপসিস্, ১৮৯৬

আবুল কাশিম জারুল্লা, মাহমুদ ইবনে ওমর আজ-যামাক্কারী আল্ কুরান-উল-আজিম। ১৯০০ (২য় সং)। ৩ খণ্ড।

শেখ তান্তাবি জওহারী, আল্-জওয়াহির ফি তফসীর আল-কোরআনুল হাকীম। ইজিপ্ট, ১৯১৩

রেভারেণ্ড আলফাসে মেগানা, তিনটি সুপ্রাচীন কোরআনের পত্রাবলী, সম্ভবতঃ ইসলাম-পূর্ব যুগের। ১৯১৪

আহ্‌মদ রব্বানি, আল্ হিদায়া ইলা সিরাত-আল্-মুস্তাকিম। ঢাকা, ১৯১৬

কাজিম বক্‌স, কালিদ-ই-খাজাইন-ই-কুরআনি। ১৯৩৭

ইসমাইল ইব্‌ন-ই-কাসির-আল-আরাশি, তফসীর-উল-কুরান-ইল-আজিম। ১৯৩৭। চার খণ্ডে সমাপ্ত।

মুহম্মদ রশিদ রাদা, তফসীর আল-কুরান-আল-হাকিম তফসীরাল মানার। কায়রো, দারুল মানার, ১৯৫৩ (৪র্থ সং)।

…তারাইকাল কুরআন মাহ্‌জুজিয়াম, কুল হামাল্লুর, মাদ্রাসা দারুল হিকমাত, ১৯৫৪।

মহম্মদ ফাউদ অব্‌দ-আল-রাকি, তফসীর আয়াত আল-কুরান আল-হাকিম। কায়রো, দারুল আখইয়া লুল কতুব, ১৯৫৫। এডওয়ার্ড মন্‌টলেট-এর (Edward Montlet) সম্পাদিত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।

আহ্‌মদ মুস্তাফা আল্ মারাগি, তফ্‌সির আল্-মারাগি। কায়রো, ১৯৬২-৬৬ (৩য় সং)।

সৈয়দ মহমুদ শকরি আল-আলুসি রুহুল মাআনি, ফি তফসির ইল কুরান ইল আজিম। কায়রো—
আবদুল্লা বিন-আহমদ বিন মাহমুদ আল-নাসাফিল, তফসির আল-নাসাফি। দু' খণ্ড। বেরুত (লেবানন)—

ফারসী

আবদুল আজিজ দেহ্লভি এবং হুসেন ওয়াজ কাশিফ, কুরান-ই-মজিদ (তফ্সীর-ই হোসায়নি ও আজিজি)। কোরআনের একই সঙ্গে ফার্সী ও উর্দু অনুবাদ। ১৮৮৭—
বসিরু-উল-মুলুক, কুরান-ই-করিম। তেহেরান, ১৮৯৭ (২য় সং)।
আলি আসগর হিকমত, কাশফুল আসরার। তেহেরান, ১৯১৩-২১
আবদুল্লাহ্ সুফিয়ান বিন শাইদ আন সুরি, তফসীর কুরআন আল্ করিম। রামপুর, ১৯৬৫
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভি অনূদিত তর্জুমাতুল কুরআন মোসুম। বোম্বাই—

উর্দু

আবদুল কাদির, কুরান-ই-মজিদ কাবায়দুল তর্জমা। --১৮৮৬। গোলাম মুহম্মদ গওস, কাবায়দুর রহমান কি আদাবি কুরআন,
মুহম্মদ সিদ্দিকি হাসান খাঁ, তর্জুমান-উল-কুরান বে লতিফ ইল বায়ান। লাহোর ১৮৮৬-৯৬। চৌদ্দ খণ্ডে সমাপ্ত।
মুহম্মদ ইহ্তিসামুদ্দিন, তফ্সীর আকসিরি আজম। মোরাদাবাদ, ১৮৮৬-১৯০৫।
মুহম্মদ আলি, বায়ান উল কুরআন। লাহোর, ১৮৮৬-১৯২৪। আরবী মূল, সটীক উর্দু অনুবাদ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত।
আবু মুহম্মদ ইব্রাহীম, তফসীর-ই-খলিল। আরা, ১৮৮৮
আবদুল করিম, মওয়াহিব-উল-মুরুম ফি তফসীর ইল আহকাম। কলিকাতা, ১৮৮৯
মুহম্মদ আক্রাম খাঁ, কুরান-ই-মজিদ মুতরজম। ১৮৯৪। সটীক হিন্দুস্থানী ও বাংলা অনুবাদ।
নাজির আহ্মদ, কুরান-ই-মজিদ মুতরজম। ১৮৯৯
সৈয়দ আহমদ খাঁ, তফসীর-উল-কুরআন। আলিগড় ও আগ্রা, ১৯০৩-০৪। সাত খণ্ডে প্রকাশিত।
সৈয়দ মুহম্মদ হাসান, গায়াত-উল-বুরহান ফি তাবিল-উল-কুরান। আমরোহা, ১৯০৪
আবদুল কাদির, কুরান মজিদ মুতরজম মা মুদিহুল কুরান, ১৯০৬
থানসুল্লা অমৃতসরী, তফসীর-ই-থানি। অমৃতসর, ১৯০৭-৩১
নাদির আহমেদ, কুরান-ই-মজিদ মুতরজ মা পরহঙ্গ-ই-জদিদ। ১৯০৯
আহমদ হাসান, আহ্সান-উৎ তফ্সীর। দিল্লী, ১৯০৯-১২
মুহম্মদ ইনসাল্লাহ্, তফ্সীর-উল-কুরআন। লাহোর, ১৯১০-১৩
এম্ আবুল ফজল, উর্দু তরজুমা-ই-মজিদ। এলাহাবাদ, ১৯১৩

আসরফ আলি, মুজিজ নুমা হামাইল শরীফ। —১৯২৮
আবদুল হক, হাক্কানি, তফসীর-ই-হাক্কানি। দিল্লী, ১৯২৮ (ষষ্ঠ সং)। তিন খণ্ডে প্রকাশিত।
হুসেন ওয়াজ কাসিফি, তফসীর-ই-হুসাইনি বা তফসীর-ই-কাদরি। লখ্নৌ, ১৯২৮। দু' খণ্ডে সমাপ্ত।
শাহ্ আবদুল কাদির দেহ্লভি, তফসীর মুদি-উল-কুরআন। কানপুর, ১৯২৮
আবুল কালাম আজাদ, তর্জুমান-উল-কুরআন। দিল্লী, ১৯৩১-৬১। তিন খণ্ডে সম্পন্ন। ৩য় সংস্করণ, সাহিত্য আকাদমি, ১৯৬৪
আতাউর রহ্মান সাদিক, তফসীর-ই-জুবদাত-উল-বায়ান আদ্কার-ই-মহ্বুবিল কানন। দিল্লী, ১৯৩৪
মুহম্মদ সালিম, আল্ বায়ানত। অমরাবতী, ১৯৩৪
আহ্মদ উদ্দিন, বায়ান-উল-লিন্নাস। অমৃতসর, ১৯৩৫। সাত খণ্ডে সম্পন্ন।
ইজ্হার-উল-হাসান, খুলাসাত-ই-কুরআন। কলিকাতা, ১৯৩৯। পারা আমের অনুবাদ।
খুজাবা হাসান নিজামে, কুরান মজিদ কা তারতি বি উদু' তর্জুমা।—১৯৪০
সৈয়দ আবুল আলা মৌদুদি, তর্জুমান উল কুরান। পাঠানকোট, ১৯৪৬। তিন খণ্ডে প্রকাশিত।
আবুল মাউদুদি, তফিম উল কুরআন। লাহোর, ১৯৫১-৫৪। দু' খণ্ডে প্রকাশিত। রামপুর, ১৯৫৮
আবদুল মজিদ দারিয়াবদি, কুরআন মজিদ। লাহোর, ১৯৫২-৫৪
মুহম্মদ সানা উল্লাহ্, সৈয়দ আবদুল্লা জালালি, ও তফসীর-ই-মাজহারি। দিল্লী, ১৯৬১-৬৫। নয় খণ্ডে প্রকাশিত।
মুহম্মদ সুলেমান, আল-জামিয়াল-ও-আল-কামাল। লাহোর, ১৯৬২
আবদুল বারি নাদবি, নিজাম-ই-সালা-ও-ইস্লা। করাচি, ১৯৬২
বিনোবা ভাবে, রুহ্-উল-কুরান। সর্বোদয়, বারাণসী, ১৯৬৩
আবু সালিম মুহম্মদ আবদুল হাই, আসান তফসীর। রামপুর, ১৯৬৪
মুহ্মান মুখতার ও সুফী গুলাম মুস্তাফা, হিকমৎ-ই-কুরান। লাহোর— ফতেমুহ্সুনাদ খাঁ, নুর-ই-হিদায়াত। জলন্ধর—
আশরাফ আলি থানভি, আল-কুরান-উল-হাকিম। করাচি ও লাহোর—
মহম্মদ-উল-হাসান এবং সবির আহমেদ উসমানি, কুরান-উল-হাকিম। করাচি—, দু' খণ্ডে প্রকাশিত।
শা সাফিউদ্দিন দেহ্লভি, কুরআন-ই-করিম। লখ্নৌ—
আবদুল কাদির ও রফিউদ্দিন, কুরান মজিদ কা উদু' তরজুমা। লাহোর—
শা রাফউদ্দিন, কুরআন মজিদ। লখ্নৌ—
আবদুল্লা ইয়াসিন হাসানি, রুহি কুরআন ইয়া আস্ল-ই-ইস্লাম। —
ইমামুদ্দিন ইবন্-ই-খাতির, তফ্সীর ইবন্-ই-খাতির। করাচি—
সৈয়দ আহ্মদ খাঁ, তফ্সীর-উল-কুরআন। লাহোর—
গুলাম দস্তগির, তালিম-ই-কুরআন। হায়দ্রাবাদ—

বাংলা

গিরিশচন্দ্র সেন, কোরআন শরীফ। কলিকাতা, ১৮৮১-৮৫। তফ্সীর-ই হোসাইনি ও তফ্সীর-ই কাদেরির ভাষ্য সমন্বিত বঙ্গানুবাদ। তিন খন্ড। মৌলানা আক্রাম খাঁর ভূমিকা সমন্বিত চতুর্থ সংস্করণ (নববিধান), ১৯৩৬। পঞ্চম সংস্করণ, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৭

নইমুদ্দিন, কোরআন শরীফ। কলিকাতা, ১৮৯১-৯৩

কিরণ গোপাল সিংহ, কোরআন। কলিকাতা, ১৯০৮। ৭৮-১১৪ সংখ্যক সুরার পদ্যে বঙ্গানুবাদ।

গোল্ডসাক (W. Goldsack) ও পেট্রিগ্রু (W. W. Pettigrew), কোরআন শরীফ। ১৯০৮-২০। আরবী মূল তৎসহ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা।

আবুল হায়াল আবদুল করিম, কোরআন শরীফ। কলিকাতা, ১৯১৪

মৌলবী তস্লিমুদ্দিন আহমদ, কোরআন। রংপুর, ১৯১৫

করিম বক্স, কোরআন শরীফ। প্রথম পারার মূল ও বঙ্গানুবাদ। কলিকাতা, ১৯১৬। ত্রিশ সংখ্যক পারার মূল ও বঙ্গানুবাদ, ১৯১৮

মুহম্মদ রুহুল আমিন, কোরআন শরীফ। আম পারার বঙ্গানুবাদ। কলিকাতা, ১৯২৬। কোরআন, বঙ্গানুবাদ, ১৯২৪। আরবী মূল ও বাংলা টীকা সহ প্রকাশিত, ১৯২৬।

তসলিমুদ্দিন আহমদ, কোরআন। কলিকাতা, ১৯২২-২৫। তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

ইয়ার আহ্মদ, আমপারা বাংলা তফসীর। কলিকাতা, ১৯২৩ (২য় সং)। বাংলা অনুবাদ ও মন্তব্য সমন্বিত।

আবুল ফজল আবদুল করিম, কোরআন শরীফ মুতারজাম। কলিকাতা, ১৯২৪। আরবী মূল, বঙ্গানুবাদ ও টীকা। ২য় সংস্করণ, ১৯২৮

মুহম্মদ রুহুল আমিন, কোরআন শরীফ পারা আম। কলিকাতা, ১৯২৭। মূল আরবী ও বঙ্গানুবাদ।

আবদুল রসিদ সিদ্দিকি, মহা কোরআন কাব্য, ১৯২৭। আরবী মূল সহ আম পারা অংশের বাংলা-পদ্যানুবাদ।

মুহম্মদ আক্রাম খাঁ, কোরআন শরীফ। কলিকাতা, ১৯২৯। আরবী মূল ও বঙ্গানুবাদ। দু' খণ্ডে সমাপ্ত।

আবদুল আজিজ হিন্দি, কোরআন শরীফ। ১৯৩১। আম পারার নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ ও মন্তব্য সমন্বিত।

হাজী আলি, কোরআন কণিকা। ১৯৩১। কোরআনের কতিপয় অধ্যায়ের পদ্যানুবাদ।

মুহম্মদ আবদুল হাকিম ও মুহম্মদ আলি হাসান, কোরআন শরীফ। ১৯৩১। ভূমিকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সমন্বিত।

আবুল ফজল আবুল করিম, কোরআন শরীফ পারা আম। ১৯৩১। আরবী মূল, অনুবাদ ও মন্তব্য সমন্বিত। আল্ কোরআন, ১৯৩৮ (২য় সং)। মূল, অনুবাদ ও পাদটীকা সমন্বিত।

এ. বৌথক, কোরআন শরীফ পারা আম। ১৯৩৩। ত্রিংশ পারার বঙ্গানুবাদ।

ইয়ার আহ্মদ, কোরআন শরীফ পারা আম। ১৯৩৪। আরবী মূল, বঙ্গানুবাদ ও টীকা সম্বলিত।

মুহম্মদ গোলাম আকবর, তফসীর-ই-আম পারা। ১৯৩১। কোরআনের ত্রিংশ

অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ ও টীকা সম্বলিত।
মুহম্মদ আজহার উদ্দিন, কোরআন আলো। ১৯৩৬ (২য় সং)।
বসন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, পবিত্র কোরআন প্রবেশ। ১৯৩৭। কোরআনের নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ।
মৌলবী নাকিবুদ্দিন খাঁ, কোরান-ই-মজিদ মুতরজম। ১৯৩৮। ত্রিংশ পারার বঙ্গানুবাদ ও টীকা। গ্রন্থকার কর্তৃক আরবী মূল ও টীকা সহ কোরআনের বঙ্গানুবাদ ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
মুহম্মদ তাইমুর, কোরআন পারা-ই-আম। ১৯৩৯। আম পারার অনুবাদ ও টীকা।
আসানুল্লাহ্, কোরআন। ১৯৪১। বাংলা ভাষায় কোরআনের উপদেশাবলী।
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মহাবাণী সুরা-ই-ফতেহা। ১৯৪২। বঙ্গানুবাদ ও টীকা।
হাফিজ মুহম্মদ আজহার হাসান, কোরআন পরিচয়। কলিকাতা, ১৯৫৩
গোলাম মুস্তাফা, আল্ কোরআন। ঢাকা, ১৯৫৭
বিনোবা ভাবে, কোরআন সার। সর্বোদয়. কলিকাতা, ১৯৬৫। চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।
কাজি আবদুল ওদুদ, পবিত্র কোরআন। কলিকাতা, ১৯৬৬। প্রথম খণ্ড, ১-১৪ পারা সম্বলিত।
আলি হায়দার চৌধুরী, কোরআন শরীফ। ঢাকা, ১৯৬৭
মুহম্মদ [illegible], আল্-কোরআন তর্জমা ও তফসীর। কলিকাতা, ১৯৭০-৭৫। মূল আরবী ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ পাঁচ খণ্ডে অনূদিত।
শেখ আবদুল ওয়াহেদ, কোরআন শরীফ। কলিকাতা, ১৯৭১
মোবারক করিম জওহর, কোরআন শরীফ। হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৪। আধুনিক বাংলায় প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ।
ড. ওসমান গণি, কোরআন শরীফ কলিকাতা, ১৯৭৬

হিন্দী

আবদুল কাদের, কোরান-ই-মজিদ। ১৯১৬। গ্রন্থকার কৃত মুদি-উল্-কোরআন নামক গ্রন্থের হিন্দী সংস্করণ।
খাজা হাসান নিজামি, কোরআন মজিদ। দিল্লী, ১৯২৮
আহ্মদ সাহা, আল্ কোরআন। রাজপুর, ১৯৩৫
আহ্মদ বসির, কোরআন শরীফ। লাখ্নৌ ১৯৬১ (৪র্থ সং)।
বিনোবা ভাবে, কোরান সার। সর্বোদয়, বারাণসী, ১৯৬৬। অচ্যুতভাই দেশপাণ্ডে কর্তৃক মূল মারাঠী থেকে হিন্দীতে অনূদিত।
ফতা মুহম্মদ, কোরআন মজিদ। রামপুর, ১৯৭১ (৩য় সং)। মুহম্মদ ফারুক খাঁ কর্তৃক হিন্দীতে অনূদিত।

অসমীয়া

তায়েব উল্লাহ্, উম্মুল কোরআন। গৌহাটি, ১৯৫৭
হাকিম এ. আহ্মেদ, বেদ আউর কুরআন। গৌহাটি, ১৯৬২
মুহম্মদ সাদের আলি, পবিত্র কোরআন। গৌহাটি, ১৯৭০ (২য় সং)।
আতা-উর-রহ্মান, কোরআন শরীফ। আরবী মূল সহ অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ। চার খণ্ডে সমাপ্ত।

ওড়িয়া

শেখ মনসুর, কোরআন আলোক। কটক, ১৯৫১

গুজরাতী

সুফী মির মুহম্মদ ইয়াকুব, The Holy Quran (পবিত্র কোরআন)। বোম্বাই, ১৯৩০। দু'খণ্ডে প্রকাশিত।

গুরুমুখী

নুর মুহাম্মদ, The Holy Quran (পবিত্র কোরআন), লাহোর—।

তামিল

ই. এম্. আবদুল রহমান, আনোয়ার-উল কুরআন কাদসামিল্লাহ্। কুট্টানাল্লুর, ১৯৫০। আনোয়ার-উল কুরআন তবারক, ১৯৫৮। আনোয়ার-উল কুরান হাতিম গাতাফামা, ১৯৬১। আনোয়ার-উল কুরআন এন্নম তির্মুরায় পিরকাচম, মাদ্রাজ, ১৯৬১

বি. এম্. এ. বাচাগান, তিরুক কুরান তামিজুরাই। মাদ্রাজ, ১৯৫৫

মুহম্মদ আবদুল কাদির, তবসের-উল-হামিদ ফি তফসীর-ইল-কুরান-ইল মজিদ। মাদ্রাজ, ১৯৫৮। আরবী মূল সহ ছ' খণ্ডে প্রকাশিত।

—মামারাই কুরানিন সানি পোটানাইকাল, ১৯৬৯

সৈয়দ ইব্রাহীম, মনোহর কুরআন। তিরুচি, ১৯৬৯

আবদুল কাদির সাহেব, কুরআন-ইল-মজিদ। মাদ্রাজ। আরবী মূল, চার খণ্ডে প্রকাশিত।

তেলেগু

চিলুকুনি নারায়ণারারু, কুরআনু শরীফ। অনন্তপুর, ১৯৩৮

মালয়লাম

সি. ডবলিউ. আহ্মদ, পরিশুদ্ধ কোরআন। কজিকোড, ১৯৬১। ছ' খণ্ডে প্রকাশিত।

মৌলভি জি. এন্. আহ্মদ, পরিশুদ্ধ কোরআন। কোট্টায়ম, ১৯৭৫

পাঞ্জাবী

গুরুদিৎ সিং, কুরআন শরীফ। ওয়াজিরাবাদ, ১৯১১

মুহম্মদ ইয়ুসুফ, কুরআন মজিদ। কাদিয়ান (পাঞ্জাব), ১৯৩২

সেবা সিং, কুরআন দি কুন্জি। অমৃতসর।

লাতিন

1. Josephe Patriarche, Al Corano. Leidus, Entypographia Erpeniama Linguirum. Oruntalium, 1617.
2. Gustaves Flugel, Concordantic Corani, 1842.
3. —Al-Kuran Elmushafusseri, 1932.

ইংরাজী

Randal Taylor, The Al Coran of Mahomet Prophet. মোহম্মদের জীবনী সহ আরবী থেকে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষান্তরিত। London, 1688.

George Sale, The Koran. London, 1795. প্রাথমিক ভূমিকা সম্বলিত।

J. M. Rodwell, The Koran. London, 1861. গ্রন্থের সুরাসমূহ কালানুক্রমিক বিন্যস্ত। টীকা ও নির্ঘণ্ট সম্বলিত। New York, 1921 ও 1924. G. Margoliouth-এর ভূমিকা সম্বলিত সংস্করণ, London, 1909. দ্বিতীয় সংস্করণ, 1926.

E. W. Lane, Selections from the Kuran. London, 1879

E. H. Palmer, The Quran. Oxford, 1880. 'Sacred Books of the East' গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ ও নবম খণ্ড। R. A. Nicholson-এর ভূমিকা সহ 'World's Classics' সিরিজের ৩২৮ সংখ্যক গ্রন্থ হিসাবে পুনর্মুদ্রণ। London, 1954.

E. M. Wherry, A Comprehensive Commentary on the Quran. London 1882-86. George Sale-এর অনুবাদ ও তৎসহ লেখক-কৃত টীকা ও নির্দেশপঞ্জী।

D. S. Margohoults, The Commentary of El-Baidawi on Sura III. London, 1894. আরবী ভাষা শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অনূদিত।

Mirza Abul Fazl, Lessons from the Koran. Calcutta, 1908. Selections from the Koran. Allahabad, 1910

Abul Fazl, The Quran. Allahabad, 1911. মূল আরবী ও তৎসহ ইংরাজী অনুবাদ।

Mirza Abul Fadl, The Quran. Allahabad, 1911-12. আরবী মূল ও ইংরাজী অনুবাদ সহ দু'খণ্ডে সম্পাদিত।

R. A. Dellanport, The Koran : Al-Coran of Mohammad. London ও New York, 1914. George Sale-এর অনুবাদ ও মহম্মদের জীবনীসহ গ্রন্থকার কর্তৃক সম্পাদিত।

Rev. Alphanse Mengana & Agres Smith Lewis, Leaves from three Ancient Qurans possibly pre-uthmanic with a list of their variants, 1914.

Anjuman Tareqqi Islam, The Holy Quran. 1915. অনুবাদ ও টীকা।

Hazrat Mirza Bashirudddin Muhammed Ahmed, Quran-i-Majid. Punjab, 1915. অনুবাদ ও টীকা।

Muhammed Ali, The Holy Quran. Lahore 1917. মূল, অনুবাদ ও টীকা। ২য় সংস্করণ, 1920.

Edward Dension Ross, The Quran. London ও New York, 1920. George Sale-এর অনুবাদ ও টীকা সহ সম্পাদিত।

Rev. H. U. Weitbrecht Stanton, Selections from the Quran. London, 1922.

E. H. Palmer, The Quran. Oxford University Press, 1928.

Mohammad Marmaduke Pickthal, The Meaning of the Glorious

Koran. London, 1930. New York, 1953. মূল, অনুবাদ ও টীকা।

Mirza Hairat, The Koran. Delhi, 1930. তিন খণ্ডে প্রকাশিত।

Hafiz ghulam Sarwar, The Quran. Singapore, 1931.

A. F. Badshah Hussain, The Holy Quran. Lucknow, 1931. সিয়া মতালম্বীদের উপযোগী করে সম্পাদিত।

Maulvi Mohammed Ali, The Holy Quran. Lahore, 1935.

Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran. 1936-38. মূল, অনুবাদ ও টীকা।

Abdul Majid, The Holy Quran. Lahore, 1943. মূল আরবী থেকে অনূদিত। সঙ্গে ব্যাকরণগত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে কোরআনের তুলনামূলক বিচার এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

Abdulla Yusuf Ali, The Holy Quran. New York, 1946. মূল, অনুবাদ ও টীকা সহ তিন খণ্ডে সম্পাদিত।

Hazrat Mirza Bashruddin, The Holy Quran. Sadr Anjuman Ahmadiya, 1947. অনুবাদ ও টীকা।

Duncan Grunlus, The Gospel of Islam. Theosophical Publishing House, Madras, 1948

Arthur J. Arbery, The Koran Interpreted. London ও New York, 1955. দু' খণ্ডে প্রকাশিত।

Henry Mercur, The Koran. London, 1956. ফরাসী ভাষা থেকে Lucien Tramlett কর্তৃক অনূদিত ও Abdel Karim Wazzani দ্বারা চিত্রিত।

W. J. Dawood, The Quran. Penguin book, Middlesex, 1956.

Hashim Amir Ali, The Student and the Quran Asia Publishing House, Bombay, .1961.

Vinoba Bhabe, The Essence of Quran. Sarvodaya, Varanasi. 1962.

Syed Abdul Latif, Al Quran. Hyderabad, 1969.

Md. Manzoor Nomani, The Quran and You. Lucknow, 1971. মুহম্মদ আসিফ কিদোয়াইয়ের তর্জমা।

Md. Zafrulla khan, The Koran : The Eternal Revelation Vouchsafed to Muhammad. London, 1971. মূল ও অনুবাদ।

Hashim Amir Ali, The Message of the Quran. London, 1974. মূল ও অনুবাদ।

ফরাসী

Sieur du Ryer, The Al-Coran of Mahomet. 1688. Prophet Mahommed-এর জীবনী সহ আরবী থেকে ফরাসী অনুবাদ।

M. Savary, Mahomet : Le Koran. Paris, 1733. মূল, অনুবাদ ও টীকা সম্বলিত।

Andro du Pver, L'Al-Coran de Mahomet. Amsterdam, 1746.

M. Kasimirski, Le Koran. Paris, 1844. Bibliotheque edition, 1909. মূল, অনুবাদ ও টীকা। Le Koran Analyse d'apres la traduction. Paris, 1878. 'Bibliotheque Orientale' সিরিজের চতুর্থ খণ্ড। Lahomet. Le Koran, Paris, 1908.

M. Mouis Massignon, Le Letaphor Dans le Coran. Paris, 1943.

ইতালীয়

Aquilio Fracassi, Il Corano. Milan, 1917

ডাচ

M. Kasimerski, M. Ullmann & G. Weil, De Koran Voerahgegaan door hatleven Van Mohammad. Rotterdam, 1905.

স্পেনীয়

Benigo de Murgniondo, El AlCoran. Madrid, 1875.

বিষয় নির্ঘণ্ট

[সূরা ও আয়াত অনুসারে]

[বিশালায়তন কোরআন শরীফের কোথায় কোন বিষয়ের উল্লেখ আছে তা সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এ জন্যে বহু পরিশ্রম করে আমরা এই বিষয়-নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছি। এই বর্ণানুক্রমিক বিষয়-নির্ঘণ্ট থেকে যে কোন বিষয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী জানতে পারবেন। যেমন অনাথদের বিষয় যদি কেউ জানতে চান তা হলে বিষয়-নির্ঘণ্টে অনাথ শব্দটি দেখুন। প্রথমে সূরার ক্রমিক সংখ্যা এবং বন্ধনীর মধ্যে উক্ত সূরার আয়াত বা বাক্যের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।]

কোরআন শরীফ

সুরা ফাতেহা*

প্রথম অধ্যায়

৭ আয়ত

(দাতা† দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরেই সম্যক প্রশংসা। ২ + তিনি দাতা ও দয়ালু। ৩। + বিচারদিবসের অধিপতি। ৪। আমরা তোমাকেইমাত্র অর্চনা করিতেছি, এবং তোমার নিকটে মাত্র সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ৫। তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। ৬। + যাহাদিগের প্রতি আক্রোশ হইয়াছে, এবং যাহারা পথভ্রান্ত তাহাদের পথ নয়, যাহাদের প্রতি তুমি কৃপা করিয়াছ তাঁহাদিগের পথ প্রদর্শন কর। ৭।

* বিশেষ বিশেষ সময়ে ও বিশেষ বিশেষ ঘটনাসূত্রে কোরানের এক এক সুরা (অধ্যায়) অবতীর্ণ হইয়াছে। ফাতেহা সুরা সম্বন্ধে এরূপ উল্লিখিত আছে যে, একদা মহাপুরুষ মোহম্মদ মক্কার প্রান্তরের পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে "হে মোহম্মদ", এই শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, গগনমার্গে স্বর্ণময় সিংহাসনের উপর একজন জ্যোতিষ্মান পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ ইহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ তিনি "হে মোহম্মদ", এই শব্দ শ্রবণ করিলেন। খদিজাদেবীর পিতৃব্যপুত্র অরকা পুরাতন ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বর্তমান সময়ে আরব দেশে যে, একজন স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক সমুদিত হইবেন জানিতেন। তিনি এই ব্যাপার অবগত হইয়া হজরত মোহম্মদকে বলিলেন, "যখন তুমি এই শব্দ শ্রবণ করিবে পলায়ন করিও না, কি বলা হয় মনোযোগপূর্বক শুনিও"। হজরত তদনুসারে কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। তখন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের মুখে এই কথা শ্রবণ করিলেন, "হে মোহম্মদ, আমি জেব্রিল, তুমি এই দলের নবী" (স্বর্গীয় সংবাদদাতা)। তৎপর বলিলেন, "আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও তাঁহার দাস।" অপিচ বলিলেন, "বল বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরেই সম্যক্ প্রশংসা" ইত্যাদি ফাতেহা সুরার শেষ বচন পর্যন্ত উচ্চারিত হইল। (তফসির ফায়দা)।

† "রহমান" শব্দের অর্থ 'দাতা' লিখিত হইল। কিন্তু "রহমান" শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রলয়ান্তে চরমকালে পুনর্বার মানবীয় অস্তিত্বের প্রদাতা। মোসলমানদিগের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর পর আত্মা দেহের সঙ্গে কবরের ভিতরে বাস করে। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে এক সময় জগতের প্রলয় হইবে। তখন ভূগর্ভস্থ ভগ্ন ও বিচূর্ণ দেহসকল পুনর্গঠিত ও সজীব হইয়া ঈশ্বরের বিচারাসনের সমীপে আগমন করিবে। ঈশ্বর বিচারান্তে সাধু বিশ্বাসী লোকদিগকে নিত্য স্বর্গে ও কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাসী সত্যধর্মদ্রোহীদিগকে

সুরা বকরা*

দ্বিতীয় অধ্যায়

২৮৬ আয়ত, ৪০ রকু

(দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১।)

ইহাতে নিঃসন্দেহ, এই পুস্তকই† ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য পথ-প্রদর্শক। ২। ‡ যাহারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং আমি যে উপজীবিকা দিয়াছি তাহা ব্যয় করে। ৩। ‡ এবং তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যাহা অবতারণ করিয়াছি, তাহা যাহারা বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে তাহারা স্বীয় প্রতিপালক কর্তৃক সুপথে আছে এবং তাহারা পরিত্রাণ লাভের যোগ্য। ৪ + ৫। যাহারা ঈশ্বরদ্রোহী হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে হয় ভয় প্রদর্শন কর বা না কর তাহাদের পক্ষে তুল্য, তাহারা বিশ্বাস করিবে না। ৬। ঈশ্বর তাহাদিগের অন্তঃকরণ ও কর্ণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ও তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ আছে, এবং তাহাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। ৭। (রকু ১, আয়ত ৭)

এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ লোক আছে যে, তাহারা বলিয়া থাকে, "আমরা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখি, বাস্তবিক তাহারা বিশ্বাসী নহে। ৮। তাহারা ঈশ্বরকে ও বিশ্বাসী লোকদিগকে বঞ্চনা করে, বস্তুতঃ তাহারা নিজের জীবনকে ব্যতীত

অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন। এই পুনর্জীবনদানের জন্য ঈশ্বরের এক নাম "রহমান"। এই নাম বিশেষভাবে কেবল তাঁহাতেই প্রযোজ্য হয়। এই প্রকার পুনর্জীবন ও উত্থান ব্যাপারকে "কেয়ামত" বলে। মোসলমানদিগের পূর্ববর্তী ইহুদী ও খ্রীষ্টবাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও পারলৌকিক মত এইরূপ।

* এই সুরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়। মদিনায় মালেক নামক ইহুদী এই কথা বলিয়া বিশ্বাসী লোকদিগের মনে সন্দেহ উৎপাদন করিতেছিল যে, পরমেশ্বর প্রাচীন গ্রন্থসকলে যাহার উল্লেখ করিয়াছেন এই গ্রন্থ সেই গ্রন্থ নহে। এই সংশয় অপনোদন করিবার জন্য বিশ্বাসীদিগের প্রশংসা ও অবিশ্বাসী ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের গ্লানিসূচক এই সুরা অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা,)

ইহার ব্যবচ্ছেদক বর্ণ আলেফ, লাম, মিম। এই বর্ণত্রয়ের নানা তফসির গ্রন্থে নানারূপ সাঙ্কেতিক অর্থ লিখিত আছে। তফসির হোসেনীতে "আমি সুবিজ্ঞ ঈশ্বর" এরূপ লিখিত।

† ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিবেন বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থসকলে স্বীকার করিয়াছেন, অথবা যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে সংরক্ষিত ছিল, "এই পুস্তকই" বলিতে সেই পুস্তককে লক্ষ্য করা হইয়াছে। (তফসির হোসেনী)

‡ ঈশ্বরের উক্তি হজরত মোহম্মদের প্রতি।

বঞ্চনা করে না, এবং তাহারা বুঝিতে পারে না। ৯। তাহাদের অন্তরে রোগ আছে, পরন্তু ঈশ্বর তাহাদের রোগ প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য ক্লেশজনক শাস্তি আছে, যেহেতু তাহারা অসত্য বলিতেছে। ১০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, "ভূমণ্ডলে অহিতাচরণ করিও না," তাহারা বলিল, "আমরা হিতকারী ইহা বৈ নহি।" ১১। জানিও নিশ্চয় তাহারা অহিতকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ১২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, "লোকে যেমন বিশ্বাস করিয়াছে তদ্রূপ তোমরাও বিশ্বাস কর।" তাহারা বলিল. "নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করিতেছে আমরা কি তদ্রূপ বিশ্বাস করিব?" জানিও নিশ্চয় তাহারাই নির্বোধ, কিন্তু বুঝিতেছে না। ১৩। এবং যখন বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহারা বলে, "আমরা বিশ্বাসী," ও যখন নিভৃতে স্বীয় শয়তানদিগের সঙ্গে (আপন দলপতিগণের সঙ্গে) বাস করে তখন বলে, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গী, আমরা উপহাস করি, ইহা বই নহে।"। ১৪। ঈশ্বর তাহাদিগকে উপহাস করেন*, এবং তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে তাহাদিগকে অবকাশ দেন, তাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৫। ইহারাই তাহারা যাহারা সুপথের বিনিময়ে বিপথকে ক্রয় করিয়াছে, অনন্তর ইহাদের বাণিজ্যে লাভ হয় নাই ও ইহারা সুপথগামী নহে। ১৬। ইহাদের দৃষ্টান্ত যথা, —কেহ অগ্নি প্রজ্বলিত করিল, পরে যখন তাহা তাহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিল, ঈশ্বর তাহা হইতে অগ্নির জ্যোতিঃ প্রত্যাহার করিলেন, এবং তাহাকে অন্ধকারে রাখিলেন ও কিছু দেখিতে পাইল না। ১৭। তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; অপিচ তাহারা পরিবর্তিত হয় না। ১৮। অথবা আকাশের সেই মেঘের ন্যায় যাহাতে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ আছে, তাহারা গর্জনবশতঃ মৃত্যুভয়ে স্ব স্ব কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেছে; ঈশ্বর ধর্মদ্রোহীদিগের আক্রমণকারী। ১৯। সত্বরই বিদ্যুৎ তাহাদের দৃষ্টি হরণ করিবে; যখন (বিদ্যুৎ) তাহাদিগকে জ্যোতিঃ প্রদান করে তাহারা তাহাতে চলিতে থাকে, যখন তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন দণ্ডায়মান থাকে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় তাহাদের চক্ষু, কর্ণ হরণ করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশীল। ২০। [ব, ২, আ, ১৩]

হে লোকসকল, যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের সেই প্রতিপালককে অর্চনা কর, তাহাতে তোমরা রক্ষা পাইবে। ২১। †যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা, আকাশকে চন্দ্রাতপ করিয়াছেন, এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন, পরে তাহা হইতে ফলপুঞ্জ তোমাদের উপজীবিকার জন্য উৎপাদন করেন, সেই ঈশ্বরকে অর্চনা কর, ঈশ্বরের সদৃশ নিরূপিত করিও না, অপিচ তোমরা জ্ঞাত আছ। ২২। আমি যাহা আপন দাসের প্রতি অবতারণ করিয়াছি, তাহাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে তৎসদৃশ এক সূরা

---

* "ঈশ্বর তাহাদিগকে উপহাস করেন" এই কথার তাৎপর্য ঈশ্বর তাহাদিগকে উপহাসের প্রতিফল দান করেন। (ত, হো, ।)

† ধর্মে পরিণামে সম্পূর্ণ সম্পদ পূর্বে কিছু ক্লেশ, যেমন বারিবর্ষণের পরিণামে শস্যোৎপত্তি, কিন্তু তাহার প্রথমে বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ। কপট লোকেরা প্রথমে ক্লেশ দেখিয়াই ভয় পায়, এবং তাহাদের সঙ্কট উপস্থিত হয়। যেমন বিদ্যুৎ কখনও প্রজ্বলিত ও কখনও অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ কপট লোকদিগের মনে কখনও ধর্ম স্বীকার কখনও অস্বীকার হইয়া থাকে। (ত, কা,)

উপস্থিত কর ; যদি তোমরা সত্যব্রত হও তবে ঈশ্বর ব্যতীত স্বীয় সাক্ষিগণকে আহ্বান কর। ২৩। পরন্তু যদি করিলে না, তবে নিশ্চয় করিতে পারিবে না ; অতএব যে অগ্নির ইন্ধন মনুষ্য, সেই নরকাগ্নি ও প্রস্তরপুঞ্জ সম্বন্ধে সাবধান হও ; (তাহা) ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের জন্য সঞ্চিত আছে। ২৪। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য করিয়াছে তাহাদিগকে (হে মোহম্মদ,) তুমি এই সুসংবাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য স্বর্গের উদ্যানসকল আছে, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালীসকল প্রবাহিত হইতেছে ; যখন তাহা হইতে ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে তখন তাহারা বলিবে, আমাদিগকে পূর্বে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে ইহা সেই ফল ; আকারে পরস্পর সাদৃশ্য গৃহীত হইবে*, এবং সেখানে তাহাদের জন্য পুণ্যবতী ভার্যাসকল থাকিবে ও তাহারা তথায় নিত্যকাল বাস করিবে। ২৫। নিশ্চয় ঈশ্বর মশকের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবের উদাহরণ দিতে লজ্জিত হন না, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী তাহারা জানে যে, তাহাদের প্রতিপালকের এই (রূপ দৃষ্টান্ত) সত্য ; কিন্তু ঈশ্বরদ্রোহী লোকেরা পরে বলে, "এই উদাহরণে ঈশ্বর কি অভিপ্রায় করেন ?" ইহা দ্বারা তিনি অনেককে পথভ্রান্ত ও অনেককে পথ প্রদর্শন করিতেছেন ; এতদ্দ্বারা দুষ্ক্রিয়াশীল লোক ব্যতীত অন্যে পথচ্যুত হয় না†। ২৬। যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকার তাহা বন্ধনের পর ভঙ্গ করে, এবং ঈশ্বর সম্মিলন-বিষয়ে যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা লঙ্ঘন করে, এবং পৃথিবীতে অহিতাচরণ করে, ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত। ২৭। কেমন করিয়া তোমরা ঈশ্বরদ্রোহী হও ; অবস্থা এই —তোমরা নির্জীব ছিলে পরে তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে সংহার করিবেন, ইহার পর তিনি জীবন দান করিবেন ; অবশেষে তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রতিগমন। ২৮। তিনি সেই, যিনি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় তোমাদিগের জন্য সৃজন করিয়াছেন, তৎপর নভোমণ্ডলের প্রতি মনোযোগী হইয়া সপ্ত স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। ২৯। (র, ৩, আ, ৯)

এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক দেবগণকে বলিলেন যে, "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে দলপতি সৃজন করিব।" তাহারা বলিল, "তুমি কি এমন লোককে তথায় সৃজন করিবে যাহারা সেই স্থানে অত্যাচার ও শোণিতপাত করিতে থাকিবে ? আমরা তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকি ও তোমার পবিত্রতা স্বীকার করি।" তিনি বলিলেন, "যাহা তোমরা জ্ঞাত নও, নিশ্চয় আমি তাহা জ্ঞাত আছি।" ৩০। এবং তিনি আদমকে সকল পদার্থের নাম শিখাইয়াছিলেন, তৎপর তৎসমুদয় দেবগণের নিকট উপস্থিত করিলেন, পরে বলিলেন, "যদি তোমরা সত্যবাদী তবে এই সকলের নাম আমাকে জ্ঞাপন কর।" ৩১। তাহারা বলিল, "পবিত্রতার সহিত তোমাকে স্মরণ করিতেছি (হে ঈশ্বর,) যাহা তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছ তদ্ব্যতীত আমাদের

---

* কথিত আছে যে স্বর্গোদ্যানের ফলের আকার পৃথিবীর ফলের আকারের ন্যায়, কিন্তু আস্বাদনে বিভিন্নতা আছে। (ত, ফা,)

† ঈশ্বর কোরানে মশক ও ঊর্ণনাভ ইত্যাদি জীবের আখ্যায়িকা দৃষ্টান্তস্থলে বলিয়াছেন। অবিশ্বাসী লোকেরা তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে অর্থ গ্রহণ না করিয়া বিপথগামী হইয়াছে, এবং বিশ্বাসীরা মনোযোগবিধানে তাহার মর্ম গ্রহণ করিয়া আলোক লাভ করিয়াছেন। (ত, ফা,)

কোন জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমি জ্ঞাতা ও সুবিজ্ঞাতা।" ৩২। ঈশ্বর বলিলেন, "হে আদম, তুমি তাহাদিগকে তাহাদের নাম জ্ঞাপন কর;" অনন্তর যখন সে তোমাদিগের নিকটে তাহাদের নাম ব্যক্ত করিল তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে কি বলি নাই যে, সত্যই আমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের গুপ্ত বিষয় জ্ঞাত আছি ও তোমরা প্রকাশ্যে যাহা করিতেছ, এবং যাহা গুপ্ত রাখিতেছ তাহা অবগত হইতেছি?" ৩৩। এবং যখন আমি দেবগণকে বলিলাম, "তোমরা আদমকে প্রণাম কর," তখন শয়তান ব্যতীত সকলে প্রণাম করিল, সে অগ্রাহ্য করিল, অবাধ্য হইল ও ধর্মদ্রোহীদিগের অন্তর্গত হইল। ৩৪। এবং আমি বলিলাম, "হে আদম, স্বর্গে তুমি সস্ত্রীক বাস করিতে থাক ও তোমরা দুইজনে তাহার (খাদ্য) যথা ইচ্ছা সুখে ভক্ষণ কর, এবং এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, তবে তোমরা অপরাধীদিগের অন্তর্গত হইবে।" ৩৫। অনন্তর শয়তান তাহাদিগকে তথা হইতে বিচালিত করিল, তৎপর তাহারা যাহাতে (যে সম্পদে) ছিল তাহা হইতে নিষ্ক্রামিত হইল, এবং আমি বলিলাম, তোমরা অধোগামী হও, তোমরা পরস্পরের শত্রু, ভূমণ্ডলে তোমাদিগের জন্য বাসস্থান ও কিছু-কাল ফলভোগ হইবে। ৩৬। পরে আদম স্বীয় প্রতিপালকের নিকট কয়েক কথা শিক্ষা করিল*, অনন্তর তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্তন-কারী ও দয়ালু। ৩৭। আমি বলিয়াছিলাম যে, "তথা হইতে একযোগে তোমরা অধোগমন কর, পরে যদি তোমাদের নিকটে আমা হইতে উপদেশ উপস্থিত হয় তখন যে ব্যক্তি সেই উপদেশের অনুসরণ করিবে তাহার কোন ভয় থাকিবে না, সে শোকার্ত হইবে না।" ৩৮। এবং যাহারা ধর্মবিদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহারা নরকাগ্নির অধিবাসী, সেখানে তাহারা নিত্যনিবাসী হইবে। ৩৯। (র, ৪, আ, ১০)।

হে এস্রায়েল বংশীয় লোকসকল, আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি সেই দান স্মরণ কর, এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিব; পরন্তু আমা হইতে ভীত হও†। ৪০। আমি যাহা (কোরান) প্রেরণ করিলাম

* ঈশ্বর আদমের অন্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইভাবে প্রার্থনা করিও, তাহা হইলে তোমাকে ক্ষমা করা যাইবে। (ত, ফা,)

† ইয়কুবের বংশোদ্ভব লোক এস্রায়েল জাতি, এই এস্রায়েল বংশে ধর্মপ্রবর্তক মহাত্মা মুসা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট "তওরাত" গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়। তিনি এস্রায়েল জাতিকে মেসরের ঈশ্বরদ্রোহী অত্যাচারী রাজা ফেরওনের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া কেনান দেশে আনয়নপূর্বক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা ঈশ্বরের নিকটে সেই দেশের অধিকার প্রার্থনা করে। ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে এই মর্মে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, "তোমরা যদি তওরাতের বিধি অনুসারে চল এবং আমি যে যে পেগাম্বরকে (তত্ত্ববাহককে) প্রেরণ করিব, তাহাদের অনুবর্তী হও, তাহা হইলে কেনান দেশ তোমাদের অধিকারে রাখিব।" তখন তাহারা সেই অঙ্গীকারে বদ্ধ থাকে, পরে বিপথগামী হয়, অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে, উৎকোচগ্রাহী ও শাস্ত্রীয় প্রশ্নসকলের অসত্য মীমাংসাকারী হয়। তোষামোদের অনুরোধে সত্যে অসত্য আরোপ করে, প্রভুত্বের অভিলাষী হয়, স্বর্গীয় তত্ত্ববাহকদিগকে অগ্রাহ্য করে, তওরাত গ্রন্থে তত্ত্ববাহকদিগের চরিত্র যেরূপ লিখিত ছিল তাহার পরিবর্তন করে। এক্ষণ

তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের সঙ্গে যাহা (যে পুস্তক) বিদ্যমান (এই পুস্তক) তাহার সত্যতার প্রতিপাদক*, ইহার প্রতি তোমরা প্রথম ঈশ্বরদ্রোহী হইও না ও আমার নিদর্শন সকলের জন্য নিকৃষ্ট মূল্য গ্রহণ করিও না†, এবং পরে আমা হইতে সাবধান হইও। ৪১। এবং তোমরা সত্যের সঙ্গে অসত্যকে মিশ্রিত ও সত্যকে গোপন করিও না, এবং তোমরা তো জ্ঞাত আছ ? ৪২। এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, জকাত‡ প্রদান কর ও উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গে উপাসনা কর। ৪৩। তোমরা কি লোকদিগকে সৎবিষয়ে আদেশ কর, এবং আপনাদিগকে ভুলিয়া যাও ও তোমরা গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাক, অনন্তর অর্থবোধ করিতেছ না কি ? ৪৪। সহিষ্ণুতা ও উপাসনাযোগে আনুকূল্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ইহা কঠিন ; কিন্তু বিনীত লোকদিগের পক্ষে কঠিন নয়। ৪৫। + যাহারা জানে যে, তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবে ও তাঁহার প্রতি তাহারা প্রত্যাবর্তনকারী (তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে।) ৪৬ (র, ৫, আ, ৭)।

হে এস্রায়েল বংশীয় লোকসকল, আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি আমার সেই দান স্মরণ কর, এবং নিশ্চয় আমি সমুদয় লোকের উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি। ৪৭। যে দিবস কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কিঞ্চিৎ উপকার লাভ করিবে না ও তাহার অনুরোধ স্বীকৃত এবং তাহার নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না ও তাহারা সাহায্য পাইবে না, তোমরা সেই (বিচারের দিনকে) ভয় করিও। ৪৮। এবং (স্মরণ কর,) আমি যখন ফেরাওয়নীয় সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা তোমাদের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতেছিল, তোমাদের পুত্রসন্তানদিগকে বধ করিতেছিল, এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখিতেছিল, ও ইহাতে তোমাদের প্রতিপালক হইতে গুরুতর পরীক্ষা ছিল। ৪৯। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়াছিলাম, পরে তোমাদিগকে রক্ষা ও ফেরাওয়নীয় লোকদিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম, এবং তোমরা দর্শন করিতেছিলে। ৫০। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি মুসার সঙ্গে চত্বারিংশৎ

ঈশ্বর নিজের অনুগ্রহ ও তাহাদিগের অবাধ্যতা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। "তোমাদিগকে" স্থলে তোমাদের পূর্বপুরুষদিগকে বুঝাইবে। ইহুদী জাতিই এস্রায়েল বংশীয় (ত, হো,)

শামদেশ তুরস্কের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে স্থিত। এদেশের এক নগরের নাম কেনান। এই নগরে মুসার পূর্বপুরুষ ইয়ুসেফের পিতা ইয়কুব বাস করিতেন। এই কেনানকে কেহ কেহ শামদেশ বলিয়াছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ পারস্য অভিধানকার গয়সোদ্দিন কেনান ইয়কুবের অধিষ্ঠিত নগর-বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* ধর্মপুস্তক "তওরাতে" বর্ণিত আছে যে, যিনি তত্ত্ববাহকরূপে ধর্মগ্রন্থসহ প্রকাশিত হইবেন, যদি তিনি "তওরাতকে" সত্য বলেন তবে তিনি সত্য তত্ত্ববাহক, অন্যথা মিথ্যা। (ত, ফা,)

† "নিদর্শন সকলের জন্য নিকৃষ্ট মূল্য গ্রহণ করিও না।" ইহার অর্থ সাংসারিক প্রীতির অনুরোধে ধর্মকে পরিত্যাগ করিও না। (ত, হো,)

‡ বার্ষিক আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্মোদ্দেশে দান করাকে "জকাত" বলে, প্রত্যেক মোসলমান এইরূপ দানে ধর্মতঃ বাধ্য।

রজনীর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তৎপর সে চলিয়া গেলে তোমরা গোবৎসকে আশ্রয় করিলে*, এবং তোমরা দুর্বৃত্ত হইলে। ৫১। অবশেষে ইহার পরে আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলাম যেন তাহাতে তোমরা ধন্যবাদ দিবে। ৫২। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি মুসাকে পুস্তক ও প্রমাণ দান করিয়াছিলাম যেন তোমরা সত্য পথ প্রাপ্ত হও। ৫৩। এবং (স্মরণ কর,) যখন মুসা আপন সম্প্রদায়কে বলিল, "হে আমার মণ্ডলীস্থ লোকসকল, নিশ্চয় তোমরা গোবৎসকে (উপাস্য রূপে) গ্রহণ করিয়া নিজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিয়াছ, অতএব স্বীয় সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যুন্মুখ হও, অতঃপর স্ব স্ব জীবনকে বিনাশ কর, তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকটে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ," অনন্তর ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিলেন, নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্তনকারী ও দয়ালু। ৫৪। এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমরা বলিতেছিলে, "হে মুসা, যে পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরকে স্পষ্ট দর্শন না করিব সে পর্যন্ত কখনও তোমাকে বিশ্বাস করিব না ; পরে তোমাদের উপর বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল ও তোমরা তাহা দেখিতেছিলে। ৫৫। তৎপর তোমাদের প্রাণত্যাগের পরে আমি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছিলাম, যেন তোমরা ধন্যবাদ কর। ৫৬। এবং তোমাদের উপর বারিবাহকে চন্দ্রাতপ করিয়াছিলাম ও তোমাদের প্রতি "মান্না ও সলওয়া" উপস্থিত করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম) যে, "বিশুদ্ধ বস্তুসকল তোমাদিগকে দান করিলাম, তাহা ভক্ষণ কর ;" এবং তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই ; নিজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতেছিল। ৫৭। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি

* ইহার ইতিহাস এরাফ সূরাতে বিবৃত হইবে।

† ফেরওয়ন সমগ্র হইলে পর এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা মুক্ত হইয়া শামদেশে যাত্রা করিলেন। তখন প্রান্তরে মহাবাত্যায় তাঁহাদের পটমণ্ডপ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সমুদয় দিন মেঘ তাঁহাদের উপর ছায়া দান করিয়া রৌদ্র নিবারণ করে। "মান্না" ও "সলওয়া" তাঁহাদের আহারার্থ উপস্থিত হইত। "মান্না" এক প্রকার ক্ষুদ্র মিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, রজনীতে এস্রায়েল সৈন্যের চতুর্দিকে পুঞ্জ-পরিমাণে বর্ষিত হইত। প্রাতঃকালে তাঁহারা তাহা সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করিতেন। সলওয়া এক প্রকার পশু। সন্ধ্যাকালে এই পশু দলে দলে আসিয়া বেড়াইত, সৈন্যগণ তাহাদিগকে বধ করিয়া কবাব করিয়া খাইতেন। (ত, ফা,)।

সলওয়া এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী, তাহা ইমন দেশে দৃষ্ট হয়। এই পক্ষী তৃণপত্রে বসিয়া সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া থাকে। অরণ্যে এস্রায়েল সৈন্যের চতুষ্পার্শ্বে এই সকল পক্ষী বাতাহত হইয়া দলে দলে ভূতলে পড়িয়া যাইত, এবং এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা সেই সকলকে ধরিয়া আনিয়া কবাব করিয়া খাইতেন। "তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে নাই, নিজের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতেছিল", এই কথার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর বলিতেছেন যে, "আমি বলিয়াছিলাম, এই বিশুদ্ধ বস্তু তোমাদিগকে দান করা যাইতেছে, ভক্ষণ কর, কল্যকার জন্য ভাবিও না।" তাঁহারা সেই আজ্ঞাপালনে বিমুখ হইলেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ঈশ্বর "আমার প্রতি" ইত্যাদি এই উক্তি করিলেন। (ত, হো,)

বলিয়াছিলাম, "এ গ্রামে প্রবেশ কর, পরে এই স্থানের যথা ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর, এবং প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে আসিয়া বল যে আমরা ক্ষমা চাহিতেছি, আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং অবশ্য হিতকারী লোকদিগকে অধিক দান করিব*। ৫৮। অনন্তর যাহারা দুষ্ট লোক ছিল তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল তাহারা তাহার বিপরীতাচরণ করিল, পরে আমি সেই সকল দুষ্ট লোকের অসদাচরণ-জন্য তাহাদের উপর স্বর্গ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম। ৫৯। (র ৬, ৩ আ, ১৩)।

এবং যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য জল প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আমি বলিয়াছিলাম, "তুমি স্বীয় যষ্টি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর"; অনন্তর তাহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ নির্গত হইল, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার ঘাট জানিতে পারিল. (আমি বলিলাম) ঈশ্বরপ্রদত্ত জীবিকা হইতে ভক্ষণ ও পান কর, আর তোমরা পৃথিবীতে অত্যাচারীরূপে অত্যাচার করিয়া ফিরিও না†। ৬০। এবং যখন তোমরা বলিলে, "হে মুসা, আমরা একবিধ খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করিতে পারিব না, অতএব আমাদের জন্য তোমার ঈশ্বরকে আহবান কর, ক্ষেত্রে শাক, কাঁকড়ি, গোধুম, মসুর, পলাণ্ডু জন্মে, তিনি যেন আমাদিগের নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য বাহির করেন"। সে বলিল, "তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে উৎকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করিতে চাহ? কোন নগরে অবতীর্ণ হও, পরে তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা নিশ্চয় তোমাদের জন্য হইবে"; পরে তাহাদের উপর দুর্দশা ও দরিদ্রতা নিপতিত এবং তাহারা ঈশ্বরের আক্রোশের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইল; যেহেতু তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছিল না ও তত্ত্ববাহকদিগকে অযথা বধ করিতেছিল, অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া এরূপ ঘটিল, এবং তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিতেছিল। ৬১। (র, ৭, আ, ২)।

নিশ্চয় যাহারা মোসলমান ও যাহারা মুসায়ী ও ঈসায়ী এবং ধর্মহীন তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকার্য করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের পুরস্কার আছে, এবং তাহাদিগের প্রতি ভয় নাই, তাহারা দুঃখ পাইবে না‡। ৬২। এবং (স্মরণ কর,)

* এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে স্বীয় পাপের জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, এই বৃত্তান্ত মায়দা সুরাতে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। একদা তাঁহারা অরণ্যে আহার প্রাপ্ত হন না. ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এক গ্রামের নিকট উপস্থিত করিয়া এই আদেশ করেন, "গ্রামের দ্বারে প্রণাম করিতে করিতে যাও, এবং পাপ ক্ষমা হউক বলিতে থাক।" (ত, ফা,)

† সেই অরণ্যে জল ছিল না। এক প্রস্তর হইতে বারটি প্রস্রবণ নির্গত হয়। এস্রায়েল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বারটি দল ছিল, এক-এক দল এক-এক প্রস্রবণের জল পান করিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে যে দলের লোক হউক না কেন বিশ্বাসী হইলেই স্বর্গের শান্তিবারি লাভ করিবে, দলের বিশেষত্বের প্রাধান্য নাই। (ত, ফা,)

‡ ঈশ্বরের অনুগ্রহ কোন বিশেষ দলের প্রতি নহে, বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল হইলেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ হয় ও তাঁহার নিকট পুরস্কার পাওয়া যায়। এস্থলে এই

যখন তোমাদিগ হইতে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করি ও তোমাদের মস্তকোপরি তূর পর্বত উত্থাপন করি তখন (বলিয়াছিলাম,) "আমি যাহা দান করিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর, এবং ইহাতে (তওরাতে) যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, ভরসা যে তোমরা আশ্রয় পাইবে"* । ৬৩ । অবশেষে ইহার পরে তোমরা ফিরিয়া আসিলে, অনন্তর যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও কৃপা না থাকিত তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। ৬৪। এবং সত্য সত্যই তোমরা জ্ঞাত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবাসরে বিধি লঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে, "তোমরা জঘন্য মর্কট হইয়া যাও"† । ৬৫ । অনন্তর যাহারা তাহার (সেই নগরের) সম্মুখে ও তাহার পশ্চাতে ছিল তাহাদিগের নিমিত্ত আমি এই ব্যাপারকে শাসন এবং সংসারবিরাগীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিলাম। ৬৬। এবং (স্মরণ কর,) যখন মূসা স্বজাতিকে বলিয়াছিল, "নিশ্চয় ঈশ্বর একটি গোহত্যা করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন।" তাহারা বলিয়াছিল, "তুমি কি আমাদিগকে উপহাস করিতেছ?" মূসা বলিয়াছিল, "ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই যে, আমি অজ্ঞান লোকদিগের অন্তর্গত হইব।" ৬৭। তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন, তাহা (উক্ত গো) কিদৃশী;" সে বলিল, "সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয় সেই গো প্রাচীনা নয় ও নবীনা নয়, এ তন্মধ্যে মধ্যমবয়স্কা, অতএব যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা সম্পাদন কর"। ৬৮। তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে, তাহার বর্ণ কিরূপ?" সে বলিল, "সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয় সেই গো পীতবর্ণ, তাহার বর্ণ অতীব পীত, উহা দর্শকগণকে সন্তোষ প্রদান করে"। ৬৯। তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের জন্য স্বীয় ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদিগের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে, তাহা কিরূপ? আমাদের প্রতি সেই গো সন্দেহ-স্থল, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা সৎ পথ প্রাপ্ত হইব"। ৭০। সে বলিল, "সত্যই তিনি বলিতেছেন, নিশ্চয় সে গো ভূমিকর্ষণে ও ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনে ব্যবহৃত হয় নাই, সে নির্দোষ, তাহাতে তিলাঙ্ক নাই"। তাহারা বলিল, "এক্ষণ

উক্তি এ কারণে হইল যে, এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা "আমরা পেগম্বরের সন্তান ও নানা প্রকারে ঈশ্বরের নিকট শ্রেষ্ঠ", এই ভাবিয়া অহঙ্কারী হইয়াছিল। (ত, কা,)

* ঈশ্বর মূসার অধীনতা স্বীকার ও তওরাতের বিধিসকল পালন বিষয়ে এস্রায়েল জাতি হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিধি অবতীর্ণ হইলে অতিশয় কঠিন বলিয়া তাঁহারা তাহা পালন করিতে অসম্মত হন ও অবাধ্য হইয়া উঠেন। তাহাতে ঈশ্বরের আদেশে তূর পর্বত (বাইবেল গ্রন্থে সায়না পর্বত লিখিত) তাঁহাদের উপর দণ্ডায়মান, সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নি, পশ্চাদ্ভাগে জলপূর্ণ নদী প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহারা উপায় না দেখিয়া ব্যাকুল অন্তরে অধোবদনে পড়িয়া থাকেন, সেই সময় ঈশ্বর বলেন, "আমি যাহা দান করিয়াছি গ্রহণ কর" ইত্যাদি। (ত, হো)

† এরাফ সূরাতে ইহার বিস্তীর্ণ ইতিহাস বিবৃত হইবে।

তুমি সত্য উপস্থিত করিয়াছ"। অনন্তর তাহারা তাহাকে (গো-পশুকে) হত্যা করিতে অপ্রস্তুত সত্ত্বেও তাহা করিল।* ৭১। (র, ৮, আ, ১০)

এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তদ্বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করিতেছিলে, এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে ঈশ্বর তাহার প্রকাশক হইলেন। ৭২। অনন্তর আমি বলিলাম, "তাহার (হত গোর) অঙ্গ বিশেষ দ্বারা তাহাকে (হত ব্যক্তিকে) আঘাত কর"। এইরূপে ঈশ্বর মৃতকে জীবিত করেন, এবং তোমাদিগকে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যেন তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়† । ৭৩। অতঃপর তোমাদিগের অন্তঃকরণ কঠিন হইল, অনন্তর তাহা পাষাণ সদৃশ বরং কাঠিন্যে তদপেক্ষা অধিক হইল, নিশ্চয় কোন প্রস্তর আছে যে তাহা হইতে প্রস্রবণ সকল নিঃসৃত হয়, নিশ্চয় তাহাদের কোনটি বিদীর্ণ হইয়া যায়, অনন্তর তাহা হইতে জল নির্গত হয়, এবং নিশ্চয় তাহাদের কোনটি ঈশ্বরের ভয়ে অধঃপতিত হইয়া থাকে, এবং তোমরা যাহা করিতেছ তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ৭৪। অনন্তর (হে বিশ্বাসী লোকসকল,) তোমরা কি আশা কর যে, ইহারা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে? নিশ্চয় ইহাদের একমণ্ডলী ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিতেছে, তৎপর তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার পরিবর্তন করিতেছে ও তাহারা তাহা জ্ঞাত আছে। ৭৫। এবং যখন তাহারা বিশ্বাসী লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে যে, "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি"; এবং যখন নির্জন হয় পরস্পর বলে, "ঈশ্বর তোমাদের নিকটে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাহাদিগকে কি বলিতেছ? তাহা হইলে তাহারা সেই প্রমাণ দ্বারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের সঙ্গে বিচার করিবে, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না"‡? ৭৬। তাহারা কি জানে না যে, তাহারা

* উপরি-উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গোর নাম মজহবা, উহা একজন ধার্মিক যুবার নিকট ছিল। এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা প্রচুর মূল্য দানে তাহা হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনিয়া বধ করেন। অধিক মূল্য দানে গো ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া প্রথমে তাঁহারা তৎকার্যে উদ্যত হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে গো ক্রয় করিয়া হত্যা করিতে বাধ্য হন; তাহারা ঈশ্বরের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া গোবৎসের মূর্তি পূজা করিতেছিলেন, এই গোহত্যা তাঁহাদের সেই গোমূর্তি পূজারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইল। (ত, হো)

† কথিত আছে যে, এস্রায়েল জাতির একজন নিহত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে হত্যাকারীকে না পাওয়াতে ঈশ্বর বলিলেন, "একটি গো হত্যা কর ও সেই হত পশুর অঙ্গবিশেষ দ্বারা নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাত কর, তাহাতে সে জীবিত হইয়া কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ব্যক্ত করিবে। পরে সেইরূপ আচরণ করিলে হত ব্যক্তি জীবিত হইয়া হত্যাপরাধী স্বীয় পিতৃব্য-পুত্রদিগের নাম উল্লেখ করিল। তদনন্তর হত্যাকারিগণ হত্যাপরাধের শাস্তি প্রাপ্ত হইল। (ত, হো,)।

‡ ইহুদীদিগের মধ্যে যাহারা কপট ছিল, তাহারা তোষামোদের অনুরোধে তাহাদের পুস্তকে যে হজরত মোহম্মদের প্রসঙ্গ ছিল মোসলমানদিগের নিকটে বর্ণনা করিত, এবং যাহারা বিরোধী ছিল তাহারা সেই সকল লোকের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিত স্বীয় শাস্ত্রের তত্ত্ব মোসলমানদের নিকটে কেন প্রচার করিতেছে? (ত, ফা,)

যাহা গোপনে করে ও যাহা প্রকাশ্যে করে ঈশ্বর তাহা জানেন ? ৭৭। এবং তাহাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, তাহাদের (অসৎ) কামনা জ্ঞান ব্যতীত কোন গ্রন্থ-জ্ঞান নাই, এবং তাহারা কল্পনা ছাড়া নহে। ৭৮। অনন্তর যাহারা স্বহস্তে পুস্তক লিখে, তৎপর সামান্য মূল্যে গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে বলে যে, ইহা ঈশ্বরের নিকট হইতে (সমাগত), ধিক্ তাহাদিগকে : অবশেষে তাহাদের হস্ত যাহা লিপি করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে ধিক্, তাহাদের ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য তাহাদিগকে ধিক্। ৭৯। এবং তাহারা বলে, "নরকাগ্নি নির্ধারিত কয়েকদিন ব্যতীত আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না"। জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি ঈশ্বর হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছ যে, পরে ঈশ্বর কখনও স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করিবেন না। তোমরা কি ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহা না জান তাহা বলিতেছ ? ৮০। হাঁ, যাহারা পাপ করিয়াছে, ও স্বীয় পাপ যাহাদিগকে ঘেরিয়াছে, তাহারা নরকাগ্নির নিবাসী, তাহারা তথায় সর্বদা থাকিবে। ৮১। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা স্বর্গলোকনিবাসী, তাহারা তথায় সর্বদা থাকিবে। ৮২। (র, ৯, আ, ১৩)

এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি এস্রায়েল জাতিকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও পূজা করিও না, পিতা-মাতার প্রতি এবং স্বগণের প্রতি ও নিরাশ্রয়ের প্রতি এবং দরিদ্রদিগের প্রতি সদাচরণ করিও, এবং লোকদিগকে সৎকথা বলিও ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিও, এবং ধর্মার্থ দান করিও ; তৎপর তোমরা অল্প সংখ্যক ব্যতীত অগ্রাহ্য করিলে ও তোমরা অগ্রাহ্যকারী। ৮৩। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি তোমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিলাম যে, তোমরা পরস্পরের শোণিতপাত করিও না, এবং পরস্পর আপনাদিগকে আপন গৃহ হইতে তাড়াইও না, তৎপর তোমরা সম্মত হইলে, তোমরাই সাক্ষী। ৮৪। পরন্তু তোমরা সেই সকল লোক, যে পরস্পর আপনাদিগকে হত্যা করিতেছ ও তোমরা আপনাদের একদলকে তাহাদিগের গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিতেছ, এবং তাহাদের প্রতি পাপাচরণ ও অত্যাচার করিতে একজন অন্য জনের সহায় হইতেছ, তাহারা বন্দী হইয়া তোমাদের নিকটে আসিলে তোমরা তাহাদিগকে "ফাদিয়া"* (বিনিময়) কর ; প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে তাড়িত কর, তাহা তোমাদের সম্বন্ধে অবৈধ, অনন্তর তোমরা কি কোন গ্রন্থকে বিশ্বাস করিয়া কোন গ্রন্থের প্রতি বিপক্ষতাচরণ কর ? তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করে তাহাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ও বিচার দিবসে তাহারা গুরুতর শাস্তিতে প্রত্যানীত হইবে, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ৮৫। ইহারা সেই সকল লোক যাহারা পরলোকের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিয়াছে, অতএব ইহাদের সম্বন্ধে দণ্ড লঘু হইবে না, এবং ইহারা সাহায্য পাইবে না। ৮৬। (র, ১০, আ, ৪)

এবং সত্যসত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি ও তাহার অন্তে ক্রমান্বয়ে প্রেরিত পুরুষ-সকলকে আনিয়াছি, এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল অলৌকিকতা-সকল দান করিয়াছি ও পবিত্রাত্মাযোগে তাহার প্রতি বল বিধান করিয়াছি†, পরে

* কোন বন্দীকে ক্রয় করিলে যে বস্তু দ্বারা ক্রয় দ্বারা করা হয়, তাহাকে "ফাদিয়া" বলে। এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা স্বজাতীয় কোন লোককে বন্দী পাইলে তাহার বিনিময়ে অন্য বন্দীকে ক্রয় করিয়া ক্রীতদাস করিয়া রাখিতেন।

† পবিত্রাত্মাই জেব্রিল, জেব্রিল সর্বদা মহাত্মা ঈসার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। (ত, ফা,)

যখন কোন প্রেরিত পুরুষ যাহা তোমাদের অন্তর ভালবাসিত না তাহা লইয়া তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল, ভাল, তোমরা তখন অহংকার করিলে ? অবশেষে তোমরা এক দলকে বধ করিলে ও এক দলকে মিথ্যাবাদী বলিলে*। ৮৭। এবং তাহারা বলে যে, "আমাদের অন্তঃকরণ আবৃত" বরং তাহাদের বিরুদ্ধাচারের জন্য তাহাদের প্রতি ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, পরন্তু তাহারা যাহা বিশ্বাস করে তাহা অল্প। ৮৮। এবং তাহাদের সঙ্গে যে গ্রন্থ আছে তাহার প্রমাণকারী গ্রন্থ (কোরান) ঈশ্বরের নিকট হইতে যখন তাহাদের সন্নিধানে অবতীর্ণ হইল, তাহারা পূর্ব হইতে ধর্মদ্রোহীদিগের উপর জয়াণ্বেষণ করিতেছিল, অবশেষে তাহাদের নিকটে তাহারা যাহার জ্ঞান রাখিত তাহা উপস্থিত হইলে তাহা অস্বীকার করিল ; অতএব সেই ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত হয়†। ৮৯। যাহার বিনিময়ে তাহারা জীবনকে বিক্রয় করিয়াছে তাহা অসৎ, এই যে ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ, তাহারা বিদ্বেষবশতঃ তাহার বিরোধী হইয়াছে, ঈশ্বর স্বীয় অনুগ্রহে আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় তাহা অবতারণ করেন ; অনন্তর তাহারা (পরমেশ্বরের) ক্রোধের পর ক্রোধে প্রত্যাবর্তিত হইল।‡ এবং ঈশ্বরদ্রোহীদিগের জন্য বিষম শাস্তি আছে। ৯০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে, "ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস কর", তাহারা বলিল, "আমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ আমরা তাহা বিশ্বাস করিতেছি," এবং উহা ব্যতীত যাহা, তাহারা তাহার বিরোধী হইল, প্রকৃতপক্ষে ইহা (এই কোরান) সত্য, তাহাদের নিকটে যাহা (যে পুস্তক) আছে তাহার প্রমাণকারী, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে তবে ইতিপূর্বে ঈশ্বরের সংবাদবাহকদিগকে কেন বধ করিয়াছিলে ? । ৯১। এবং সত্য-সত্যই মুসা উজ্জ্বল নিদর্শনসকল সহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল ; পরে তোমরা তাহার অগোচরে গোবৎসকে আশ্রয় করিলে ও তোমরা অন্যায়াচারী হইলে। ৯২। এবং যখন আমি তোমাদের হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম ও তোমাদের উপর তুরগিরি উত্থাপন করিয়া বলিলাম, "যাহা আমি দান করিলাম তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর ও শ্রবণ কর" ; তাহারা বলিল, "শুনিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম"$; তাহারা স্বীয় বিদ্রোহিতাবশতঃ আপন অন্তরে গোবৎসের (প্রেম) পান করিল, বল (হে মোহম্মদ.) যদি তোমরা ধার্মিক,

* ইহুদিরা প্রেরিত পুরুষ ইয়হা ও জকরিয়াকে হত্যা করিয়াছিল। (ত, ফা,)।

† ইহুদিরা খ্রীষ্টবাদীদিগের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক কালে স্বীয় ধর্মগ্রন্থকে সপ্রমাণ করিতে যাইয়া বলিত যে সত্বরই ভবিষ্যৎ সংবাদবাহক উপস্থিত হইবেন। এক্ষণ তাহারা সেই সংবাদবাহক হজরত মোহম্মদকে অস্বীকার করিল। (ত, ফা,)

‡ ইহুদীরা মহাপুরুষ ঈসাকে ও বাইবেলকে অগ্রাহ্য করিয়া একবার ঈশ্বরের কোপে পতিত হয় ; পুনর্বার মহাপুরুষ মোহম্মদ ও কোরানকে অস্বীকার করিয়া ক্রোধে পতিত হইল। (ত, হো)

$ "শুনিলাম ও অগ্রাহ্য করিলাম" এই কথার তাৎপর্য, তাহারা মুখে গ্রাহ্য করিল এবং জীবনে অগ্রাহ্য করিল। এই বাক্যের প্রথমাংশ ইহুদীদিগের প্রতি, শেষাংশ ইহুদীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে হজরত মোহম্মদের প্রতি উক্ত হইয়াছে।

তবে তোমাদের ধর্ম যাহা আদেশ করিতেছে তাহা অকল্যাণ!*। ৯৩। বল, যদি ঈশ্বরের নিকটে অপর লোক অপেক্ষা তোমাদের জন্য বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে তবে মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও†। ৯৪। এবং পূর্বে তাহাদের হস্ত যাহা প্রেরণ করিয়াছে‡ সেই কারণে তাহারা তাহা (মৃত্যু) কখনও আকাঙ্ক্ষা করিবে না, পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৯৫। অবশ্য তুমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনের প্রতি অন্য লোক অপেক্ষা এবং অনেকেশ্বরবাদীদিগের অপেক্ষা অধিক আসক্ত পাইবে, তাহাদের এক-এক জন সহস্র বৎসর আয়ু প্রদত্ত হয় এরূপ ইচ্ছা করে, এবং (এই প্রকার) জীবন প্রদত্ত হইলেও তাহা তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে না ও তাহারা যাহা করে ঈশ্বর তাহার দর্শক। ৯৬। (র, ১১, আ, ৯)

বল, যে ব্যক্তি জেব্রিলের বিরোধী হয় (সে কেমন অনিষ্ট করে?) কেননা নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আদেশে তোমার অন্তরে ইহা (কোরআন) অবতারণ করে. তাহার (ইহুদির) হস্তে যে গ্রন্থ আছে ইহা তাহার সত্যতার প্রতিপাদক ও বিশ্বাসীদিগের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা। ৯৭। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার দেবগণের ও তাঁহার প্রেরিতগণের এবং জেব্রিল ও মেকাইলের বিরোধী হয় পরে নিশ্চয় ঈশ্বর সেই ধর্মবিরোধীর বিরোধী হন। ৯৮। এবং সত্য-সত্যই আমি তোমার নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শন সকল উপস্থিত করিয়াছি, এবং দুর্বৃত্ত লোক ব্যতীত কেহ তাহার বিরোধী হয় না। ৯৯। কেমন, যখন তাহারা প্রতিজ্ঞা বন্ধন করিল তখন তাহাদের একদল তাহা পরিত্যাগ করিল, এবং তাহাদের অধিকাংশ বিশ্বাস করিতেছে না। ১০০। এবং যখন ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাদের সন্নিধানে প্রেরিত পুরুষ তাহাদের সঙ্গে যাহা (যে পুস্তক) আছে তাহার সত্যতা প্রতিপাদন করিতে আগমন করিল, সেই যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের একদল ঐশীগ্রন্থকে আপন পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা ইহা জ্ঞাত নহে$। ১০১। এবং সোলয়মানের রাজত্ব কালে দৈত্যগণ যাহা অধ্যয়ন করিত, তাহারা উহার অনুসরণ করিয়াছে, সোলেয়মান ধর্মবিরোধী হয় নাই; কিন্তু দৈত্যগণ ধর্মবিরোধী হইয়াছিল, তাহারা লোকদিগকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা দিত, এবং বাবেল নগরে দুই দেবতা হারুত-মারুতের প্রতি যাহা (সংঘটিত হইয়াছিল ইহারা উহার অনুসরণ করিতেছে,) কিন্তু তাহারা যে পর্যন্ত না ব্যক্ত করিতেছিল যে আমরা পরীক্ষায় পড়িয়াছি, অতএব তোমরা কাফের হইও না, সে পর্যন্ত কাহাকেও শিক্ষাদান করিত না; পরে লোকে

* এস্থলে এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, তোমরা ধার্মিক নও, কল্পিত ধার্মিক। যেহেতু ধর্ম ধার্মিককে অকল্যাণে আদেশ করেন না। অধর্ম হইতেই অকল্যাণ হয়। (তে, হো,)

† ইহুদীরা বলিয়া থাকে যে, মৃত্যুর পর স্বর্গে কেবল আমরাই যাইব, আমাদের শাস্তি হইবে না। ঈশ্বর বলিলেন, যদি তোমরা স্বর্গে যাইবে, তবে মৃত্যুকে কেন ভয় কর?

‡ ইহার তাৎপর্য, পেগাম্বরদিগকে হত্যা করা ও ঈশ্বরতত্ত্ব অস্বীকার করাবশতঃ ইহুদীরা যে পাপের দণ্ড ঈশ্বরের নিকটে সঞ্চয় করিয়াছে, সেই ভয়ে তাহারা মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

$ ইহুদী সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ কোরআনকে অস্বীকার করে। (ত, হো,)

যাহা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তাহাদের নিকটে তাহা শিক্ষা করিত ; এবং তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত কাহারও ক্ষতি করিতে পারে না, এবং তাহারা তাহা শিক্ষা করে যাহাতে তাহাদেরই ক্ষতি হয় লাভ হয় না, এবং সত্য-সত্যই তাহারা জ্ঞাত আছে যে, যে ব্যক্তি তাহা (ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা) ক্রয় করিয়াছে পরকালে তাহার কোন লাভ হয় নাই, তাহার বিনিময়ে যে আত্মবিক্রয় করিয়াছে নিশ্চয় তাহা মন্দ, তাহারা তাহা বুঝিলে ভাল ছিল।* ১০২। এবং নিশ্চয় তাহারা যদি বিশ্বাসী হইত, বৈরাগ্য অবলম্বন করিত, তবে নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে উত্তম পুরস্কার হইত, যদি তাহারা বুঝিত, ভাল ছিল। ১০৩। (র, ২২, আ, ৭)

হে বিশ্বাসী লোকসকল, "রাআনা"† এই শব্দ উচ্চারণ করিও না, এবং বলিও আমাদিগকে লক্ষ্য কর ও শ্রবণ কর, এবং ঈশ্বরদ্রোহী লোকদিগের জন্য ক্লেশজনক শাস্তি আছে। ১০৪। গ্রন্থাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরদ্রোহী হইয়াছে তাহারা এবং অংশীবাদীরা তোমাদের প্রতি ঈশ্বর হইতে কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় ইহা ভালবাসে না. এবং ঈশ্বর নিজ কৃপাগুণে যাহাকে ইচ্ছা হয় বিশেষত্ব দান করেন, ঈশ্বর মহান সমুন্নত। ১০৫। আমি কোন নির্দশনের যাহা খণ্ডন করি, অথবা বিস্মৃত করাইয়া থাকি তাহা অপেক্ষা উত্তম বা তত্তুল্য

---

* ইহুদিরা নিজের ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দুই উপায়ে লোকে লাভ করে। সোলয়মানের সময়ে মনুষ্য ও দৈত্যগণ একত্র ছিল। লোকে দৈত্যগণের নিকটে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। ইহুদিরা বলে সোলয়মান হইতে আমরা এই বিদ্যা লাভ করিয়াছি, সোলয়মান ইহারই বলে মনুষ্য ও প্রেতলোকের উপর কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ঈশ্বর কহিতেছেন যে, ইহা ধর্মবিরুদ্ধ কার্য, ধার্মিক সোলয়মানের এরূপ কার্য নহে। তাঁহার সময় দানবগণই শিক্ষা দান করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ হারুত ও মারুত এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, ইহুদিরা এরূপও বলিয়া থাকে। হারুত ও মারুত দুই দেবতার নাম, তাহারা মনুষ্যের আকারে বাবেল নগরে আপনাদের পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যে কোন ব্যক্তি তাহা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইত তাঁহারা প্রথমতঃ বলিতেন যে, ইহাতে ধর্মের হানি হয়, আমরা এজন্য শাস্তি পাইতেছি। তৎপর একান্ত বাধ্য করিলে তাঁহারা শিক্ষা দান করিতেন। ঈশ্বর পরীক্ষা করিতে চাহেন। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, এইরূপে পারলৌকিক কল্যাণ হয় না, বরং অকল্যাণ হয়, এবং সংসারে ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারে না। (ত, ফা,)

† হজরত মোহম্মদ যখন সাধারণকে উপদেশ দিতেন তখনই ইহুদিরা কোন কথা বুঝিতে না পারিলে তাহা বুঝিয়া লইবার জন্য কিংবা উপহাসের ভাবে "রাআনা" বলিত. "রাআনা" শব্দের অর্থ আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর, কিন্তু ইহুদিদিগের অভিধানে "রাএনা" শব্দে নির্বোধকে বুঝায়। তাহাদের অনেকে "রাএনাকেই" "রাআনার" ন্যায় উচ্চারণ করিত। ইহুদিদিগের দৃষ্টান্তে মোসলমানেরাও কখন কখন প্রেরিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া "রাআনা" বলিত। এ জন্য ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তোমরা স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি "রাআনা" শব্দ প্রয়োগ করিও না। (ত, ফা,)

(নিদর্শন) আনয়ন করিয়া থাকি ; তুমি কি জ্ঞাত হও নাই যে ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ? ১০৬। তোমরা কি জান নাই যে দ্যুলোক ও ভূলোকের রাজত্ব ঈশ্বরেরই, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের বন্ধু ও সহায় নাই ? ১০৭। ইতিপূর্বে যেমন মূসাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তোমরাও কি আপনাদের তত্ত্ববাহককে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাহ ?* এবং যে ব্যক্তি অবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের বিনিময় করে, পরে নিশ্চয় সে সরল পথ হারায়। ১০৮। তোমাদের বিশ্বাস লাভের পর তোমাদিগকে যেন ঈশ্বরদ্রোহী করিয়া তোলে গ্রন্থধারীদিগের অনেকে আন্তরিক বিদ্বেষবশতঃ তাহাদের জন্য সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর ইহা ভাল বাসিয়াছে, যে পর্যন্ত ঈশ্বর স্বীয় আজ্ঞা উপস্থিত না করেন তোমরা ক্ষমা করিতে থাক ও উপেক্ষা করণ†, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১০৯। তোমরা নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর, এবং সৎকার্য দ্বারা যাহা নিজের জন্য পূর্বে পাঠাইবে ঈশ্বরের নিকটে তাহা প্রাপ্ত হইবে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দর্শক। ১১০। এবং তাহারা বলে যাহারা মূসায়ী ও ঈসায়ী লোক হয় তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ কখন স্বর্গে যাইবে না, তাহাদের ইহাই আকিঞ্চন ; বল, (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আপনাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ১১১। হাঁ, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের দিকে আপনার আনন স্থাপন করিয়াছে, এবং সৎকর্মশীল হইয়াছে, পরে তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কার আছে ও তাহার সম্বন্ধে ভয় নাই, সে শোকগ্রস্ত হইবে না। ১১২। (র, ১৩,আ, ৮)

এবং মূসায়ীরা বলে যে, ঈসায়িগণ কিছুই নয়, এবং ইসায়ীরা বলে, মূসায়িগণ কিছুই নয়, ইহারা সকলেই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ; এইরূপ যাহারা জ্ঞানহীন তাহারাও ইহাদের ন্যায় কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের যে বিষয় লইয়া বিবাদ তদ্বিষয়ে ঈশ্বর বিচারদিবসে ইহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ১১৩। এবং যাহারা ঈশ্বরের মন্দির সকলে তাঁহার নাম চর্চা করিতে দিতেছে না ও তাহা উৎসন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী কে ? সেই সকল লোকের উচিত নহে যে, শঙ্কিত না হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদের জন্য পৃথিবীতে দুর্গতি ও পরলোকে কঠিন শাস্তি আছে‡। ১১৪।

---

* মহাপুরুষ মূসাকে তাঁহার অনুবর্তিগণ পরীক্ষা করিবার জন্য নানা প্রশ্ন করিয়াছিল। ঈশ্বর এসলাম ধর্মাবলম্বীদিগকে বলিতেছেন যে, তোমরা কি ইহুদিদিগের প্ররোচনায় সেইরূপ তোমাদের তত্ত্ববাহককে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে ? (ত, হো,)

অর্থাৎ ইহুদিরা যেমন আপনাদের তত্ত্ববাহক মূসার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাদিগের ন্যায় তোমরা আপন দলের তত্ত্ববাহককে সন্দেহ করিও না। (ত, ফা,)

† পরে আজ্ঞা হইয়াছিল যে, ইহুদিদিগকে মদিনার নিকট হইতে দূর করিয়া দাও। (ত, ফা,)

‡ ঈসায়ীদের সম্বন্ধে এই উক্তি ; ঈসায়ীরা আপনাদিগকে ন্যায়াচারী ইহুদিদিগকে অত্যাচারী মনে করিয়া বলিত, ইহুদিরা প্রভু ঈসার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে, এবং আমরা তাঁহাকে মান্য করিয়াছি। পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, ঈসায়ীরা যখন প্রবল হইয়াছিল তখন বয়তোল-মকদ্দস মন্দির এবং ইহুদিদিগের অপর

এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিক ঈশ্বরের, অতএব যে দিকে তোমরা মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই ঈশ্বরের আনন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রমুক্ত ও জ্ঞানী। ১১৫। এবং তাহারা বলে, ঈশ্বর সন্তান গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনি নির্বিকার, বরং ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যাহা আছে তাহা তাঁহারই ও সকলে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্তী। ১১৬। তিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের স্রষ্টা, এবং যখন তিনি কোন কার্য করেন তখন তাহার জন্য 'হও' মাত্র বলেন ইহা বৈ নহে, তাহাতেই হয়। ১১৭। এবং অজ্ঞান লোকেরা বলিয়া থাকে যে, "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কেন কথা কহেন না, এবং কেন আমাদিগের নিকটে নির্দশন আসিতেছে না ?" এইরূপে ইহাদের বাক্যের ন্যায় ইহাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বলিয়াছে, ইহাদিগের অন্তরের পরস্পর সাদৃশ্য আছে, নিশ্চয় আমি বিশ্বাসী-মণ্ডলীর জন্য নির্দশনসকল ব্যক্ত করিয়া থাকি*। ১১৮। নিশ্চয় আমি যথার্থভাবে তোমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শকরূপে পাঠাইয়াছি, এবং নারকীদিগের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসিত হইবে না†। ১১৯। এবং ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা তুমি তাহাদের ধর্মের অনুসরণ না করিলে কখনও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না, বল, নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশই সেই উপদেশ, এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে তাহার পর যদি তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর তবে ঈশ্বরের (শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার) তোমার কোন বন্ধু ও সহায় নাই। ১২০। যাহারা আমি যে গ্রন্থ তাহাদিগকে দিয়াছি তাহার বিশুদ্ধ অধ্যায়নরূপে অধ্যয়ন করে তাহারা এতৎপ্রতি (কোরআন গ্রন্থে) বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, এবং যে সকল লোক ইহাকে অগ্রাহ্য করিতেছে, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে অনিষ্টকারী‡। ১২১। (র, ১৪, আ, ৯)

মন্দির সকল উৎসন্ন করিয়াছিল। বয়তোল্‌মকদ্দস শামদেশে মহাপুরুষ সোলয়মান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, দাউদ তাহার নির্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। (ত, ফা,)

* ইহুদিদিগের সম্বন্ধে এই উক্তি ; অর্থাৎ বর্তমান কালের ইহুদিরা যেরূপ বলিতেছে, পূর্বতন ইহুদিমণ্ডলীও স্বীয় পেগাম্বরকে এরূপ বলিয়াছিল। (ত, ফা,)।

† মহাপুরুষ মোহম্মদ একদিন নিবেদন করিয়াছিলেন, "যদি তুমি অবিশ্বাসী ইহুদিদিগের জন্য একটি ভয়ঙ্কর শাস্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে তাহা হইলে তাহারা গুরুতর শাস্তির ভয়ে সরল ধর্মপথে উপনীত হইত।" এই উক্তির উত্তরে ঈশ্বর তাঁহার নিকটে এই নিদর্শন অর্থাৎ এই প্রবচন প্রেরণ করেন। তাহার তাৎপর্য এই যে, এই অবিশ্বাসীরা নরকলোক-নিবাসী, ইহারা কেন বিধানে বিশ্বাস করিল না এ বিষয়ে আমি তোমাকে প্রশ্ন করিব না। তোমার কার্য প্রত্যাদেশ প্রচার করা আমার কার্য পাপীদিগের বিচার করা। (ত, হো,)

অর্থাৎ তোমার প্রতি এরূপ দোষারোপ হইবে না। (ত, ফা,)

‡ সেলামের পুত্র অবদোল্লা নামক ইহুদি "তওরাত" গ্রন্থ সত্যভাবে পাঠ করিয়া কোরআনে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক সবান্ধবে এস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুতালেবের পুত্র জাফেরের সঙ্গে আফ্রিকা হইতে যে একদল ঈসায়ী আসিয়াছিল, তাহারা বাইবেল গ্রন্থ প্রকৃতরূপে পাঠ করিয়া মোসলমান হইয়াছিল। অতএব "যাহারা আমার প্রদত্ত পুস্তক" ইত্যাদি উক্ত

হে এস্রায়েল বংশীয় লোক সকল, যাহা আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি সেই মৎপ্রদত্ত সম্পদ স্মরণ কর, নিশ্চয়, আমি সকল লোকের উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। ১২২। এবং সেই দিনকে ভয় কর যে দিনে কেহ কাহার কিছু উপকার করিবে না ও কাহা হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না, এবং পাপ-ক্ষমার অনুরোধ কাহাকেও ফল বিধান করিবে না ও তাহাদিগকে সাহায্য করা যাইবে না। ১২৩। এবং (স্মরণ কর) যখন এব্রাহিমকে তাহার প্রতিপালক কয়েক কথার পরীক্ষা করিলেন, পরে সে তাহা পূর্ণ করিল, তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় আমি তোমাকে মনুষ্য জাতির নেতা করিতেছি"। সে বলিল, "আমার বংশের লোকদিগকেও করিবে", তিনি বলিলেন, "অত্যাচারীদিগের প্রতি আমার অঙ্গীকার পঁহুছে না" ১২৪। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি মনুষ্যের জন্য শান্তিস্থান ও প্রত্যাবর্তন ভূমি কাবা মন্দির নির্মাণ করিলাম, এবং (বলিলাম,) তোমরা এব্রাহিমের স্থানকে উপাসনাভূমি কর, আমি এব্রাহিম ও এসমায়িলকে আদেশ করিয়াছিলাম যেন প্রদক্ষিণকারী ও নির্জনতাব্রতধারী, উপাসনাকারী, প্রণামকারী লোকদিগের জন্য আমার মন্দিরকে পবিত্র রাখে*। ১২৫। এবং (স্মরণ কর,) যখন এব্রাহিম বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, এই নগরকে তুমি শান্তিযুক্ত কর, ইহার অধিবাসী-দিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে জীবিকারূপে ফলদান কর", তিনি বলিলেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বরদ্রোহী তাহাকে আমি অল্প ভোগ করিতে দিব, তৎপর উপায়হীন করিয়া তাহাকে নরকের দিকে আনয়ন করিব, (তাহা) মন্দ স্থান"। ১২৬। এবং যখন এব্রাহিম ও এস্মায়িল মন্দিরের প্রাচীর সকল উন্নত করিয়া তুলিল, তখন (বলিল), "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগ হইতে গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা।" ১২৭। "হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদিগকে তুমি স্বীয় অনুগত করিয়া লও ও আমাদিগের সন্তানদিগকে আপন অনুগত মণ্ডলী করিয়া লও, এবং আমাদিগকে উপাসনাপ্রণালী প্রদর্শন কর ও আমাদিগের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর, নিশ্চয় তুমি প্রত্যাবর্তনকারী ও কৃপালু।" ১২৮। "হে আমাদের প্রতিপালক, এবং তাহাদিগের (বংশ) হইতে তাহাদিগের নিকটে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ কর, তাঁহারা তাহাদিগের নিকট তোমার নিদর্শন সকল পাঠ করিবেন ও তাহাদিগকে ধর্মপুস্তক ও জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন, নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা।" ১২৯। (র, ১৫, আ, ৮)

যাহারা আত্মজ্ঞানবিহীন তাহারা ব্যতীত কে এব্রাহিম-প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়? এবং সত্যসত্যই আমি তাহাকে ইহলোকে গ্রহণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের অন্তর্গত। ১৩০। যখন তাহার প্রতিপালক

হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনার ধর্মগ্রন্থ যথার্থরূপে পাঠ করে, কিংবা তাহার অনুসরণ করে সে কোরআনে বিশ্বাসী হয়। (ত, হো,)

* এস্মায়িল মহাপুরুষ এব্রাহিমের পুত্র, ইনিই মোসলমানদিগের আদি পুরুষ। এব্রাহিমের অপর পুত্র এস্হাকের বংশে ইহুদিজাতি উৎপন্ন হয়। এব্রাহিম এস্মায়িলকে সঙ্গে করিয়া মক্কার মন্দির নির্মাণ করেন। কালক্রমে সেই মন্দিরে প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। পরে হজরত মোহম্মদ সেই সকল প্রতিমা বিনাশ করিয়া তাহাতে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাহাকে বলিলেন, "অনুগত হও" সে বলিল, "বিশ্ব-পালকের অনুগত হইলাম।"
১৩১। এবং এব্রাহিম ও ইয়াকুব স্বীয় পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়াছিল যে, "হে আমার পুত্রগণ, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করিয়াছেন, অতএব ধর্মাবলম্বী না হইয়া প্রাণত্যাগ করিও না"।
১৩২। যখন ইয়াকুবের মৃত্যু সংঘটিত হয় তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? সেই সময় সে আপন পুত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "আমার অভাব হইলে তোমরা কোন্ বস্তুর উপাসনা করিবে?" তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষ এব্রাহিম ও এস্মায়িল এবং এস্হাকের ঈশ্বরের উপাসনা করিব, সেই ঈশ্বর একমাত্র, এবং আমরা তাঁহারই অনুগত"।
১৩৩। সেই মণ্ডলী চলিয়া গিয়াছে, তাহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছে তাহা তাহাদেরই জন্য, ও তোমরা যাহা সঞ্চয় করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য, এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তদ্বিষয়ে তোমাদের নিকট প্রশ্ন হইবে না।
১৩৪। তাহারা বলে, "মুসায়ী হও বা ঈসায়ী হও তবে পথ প্রাপ্ত হইবে, তুমি বল, বরং এব্রাহিমের ধর্ম সত্য, এবং তিনি অনেকেশ্বরবাদী ছিলেন না।
১৩৫। তোমরা বল, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং যাহা এব্রাহিমের প্রতি ও যাহা এস্মায়িল, এস্হাক, ইয়াকুব এবং (তাঁহাদের) সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা মুসার ও ঈসার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে, এবং যাহা অপর তত্ত্বাহকগণের প্রতি তাঁহাদের প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতি (বিশ্বাস স্থাপন করিলাম,) তাহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রভেদ করিতেছি না, এবং আমরা তাঁহারই অনুগত।
১৩৬। অনন্তর তোমরা যাহাতে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ যদি তৎপ্রতি তদ্রূপ তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে তবে নিশ্চয় আলোক পাইতে পারে, এবং যদি বিমুখ হয় তবে তাহারা বিরোধী, ইহা বৈ নহে, অতএব সত্বরই ঈশ্বর তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইবেন, এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা*।
১৩৭। ঈশ্বর প্রদত্ত বর্ণ আছে, এবং বর্ণদান বিষয়ে ঈশ্বর অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? ও আমরা তাঁহারই উপাসক†।
১৩৮। (বল,) ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছ? এবং তিনি আমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্য ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য, এবং আমরা তাঁহার প্রেমানুগত।
১৩৯। তোমরা কি বলিযা থাক যে, এব্রাহিম, এস্মায়িল ও এস্হাক ও ইয়াকুব এবং সন্তানগণ মুসায়ী কিংবা ঈসায়ী ছিল? জিজ্ঞাসা কর, (হে মোহম্মদ,) তোমরা

---

* এই সকল প্রবচন অবতীর্ণ হইলে পর ইহুদিরা তত্ত্বাহকের অধীনতা স্বীকারে অসম্মত হইল। ঈসায়িগণও মোসলমানদিগের বিরোধী হইয়া গর্ব করিতে লাগিল যে, আমাদের জল-সংস্কার আছে, তোমাদের তাহা নাই। ঈসায়ীদিগের জলসংস্কার এই যে, সন্তান প্রসূত হইলে পর সাত দিন অন্তর তাহাকে তীর্থজলে স্নান করায়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, ইহা দ্বারা সন্তান শুদ্ধ হয়। ইহা মুসায়ী ধর্মসঙ্গত নহে, ত্বকছেদ সংস্কার স্থানে ঈসায়ীদের এই জলসংস্কার। নিম্নলিখিত আয়তোক্ত ঐশ্বরিক বর্ণের অর্থ ঐশ্বরিক ধর্ম-সংস্কার। (ত, হো,)

† ঈসায়ী লোকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে, তাহারা যাহাকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করিত তাহাকে পীত বর্ণে রঞ্জিত, পীত বসনে আচ্ছাদিত করিত। তজ্জন্য এই প্রবচন ঈসায়ীদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইল। (ত, ফা,)

অধিক জ্ঞানী, না ঈশ্বর ? এবং যে ব্যক্তি নিজের নিকটে বিদ্যমান ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সাক্ষ্য গোপন করিতেছে তাহা অপেক্ষা অত্যাচারী কে ? তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ১৪০। সেই এক সম্প্রদায় ছিল নিশ্চয়ই চলিয়া গিয়াছে, তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য ও তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য, তাহারা যাহা করিতেছে তন্নিমিত্ত তোমাদিগের প্রতি প্রশ্ন হইবে না। ১৪১। (র, ১৬, আ, ১১)

এক্ষণ নির্বোধ লোকরা বলিবে যে, যে কেব্‌লাতে তাহারা ছিল তাহাদের সেই কেব্‌লা হইতে তাহাদিগকে কিসে ফিরাইল*, বল, পূর্ব ও পশ্চিম ঈশ্বরের, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন সরল পথের অভিমুখে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১৪২। এবং আমি তোমাদিগকে এইরূপ অসাধারণ মণ্ডলী প্রস্তুত করিয়াছি যে, তোমরা লোকের নিকটে সাক্ষী হইবে, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পদদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যায় তাহাকে ছাড়িয়া যে ব্যক্তি (স্বতন্ত্র) প্রেরিত পুরুষের অনুগত হয় তাহাকে জানিবার জন্য ব্যতীত তুমি যাহার অভিমুখে ছিলে আমি সেই কেব্‌লা নির্ধারণ করি নাই+, এবং সংবাদবাহক তোমাদের নিকটে সাক্ষী হইবে, নিশ্চয় (এ বিষয়টি) গুরুতর, কিন্তু ঈশ্বর যাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদের জন্য নহে, এবং ঈশ্বর (এরূপ) নহেন যে, তোমাদের ধর্ম নষ্ট করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর লোকের প্রতি প্রেমিক ও অনুগ্রহকারী‡ ১৪৩। নিশ্চয় আমি (হে মোহম্মদ,) আকাশের দিকে তোমার আনন প্রত্যাবর্তিত দেখিতেছি, অতএব তুমি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে সেই কেব্‌লার দিকে অবশ্য আমি তোমাকে ফিরাইব,$

* যাহার অভিমুখে নমাজ পড়া হয় তাহাকে কেব্‌লা বলে। মোসলমানদিগের কেব্‌লা কাবা। পূর্বে বয়তোল্‌মকদ্দস কেব্‌লা ছিল। মহাপুরুষ মোহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় আগমন করিয়া বয়তোল্‌মকদ্দসের অভিমুখে নমাজ পড়িয়াছিলেন। পরে কাবা মন্দিরের দিকে নমাজ পড়িতে আদিষ্ট হইলেন। তখন ইহুদিগণ ও অনেক মোসলমান সন্দেহ করিতে লাগিল যে, এ কিরূপ তত্ত্ববাহক ? যাহা সকল তত্ত্ববাহকের কেব্‌লা ছিল তাহাকে পরিত্যাগ করা ত তত্ত্ববাহকের লক্ষণ নহে। অতএব ঈশ্বর পূর্বেই বলিলেন যে, লোকে এরূপ বলিবে। (ত, হো,)

\+ পদদ্বয়ের উপর ফিরিয়া যায়, এস্থলে ইহার অর্থ স্বতন্ত্র প্রেরিত পুরুষ হজরতকে অস্বীকার করে।

‡ ঈশ্বর এই প্রবচন মোসলমান মণ্ডলীর প্রতি এইভাবে ব্যক্ত করিলেন যে, তোমাদিগের মধ্যে পূর্ণতা, শত্রুদিগের মধ্যে অপূর্ণতা। প্রথমতঃ তোমরা সমুদয় প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু মুসায়ী ও ঈসায়ী লোকেরা কোন প্রেরিতকে মান্য করে, কাহাকে বা মান্য করে না। দ্বিতীয়তঃ তোমাদের কেব্‌লা কাবা, যাহা এব্রাহিমের সময় হইতে নির্দিষ্ট আছে। এব্রাহিম মুসা ও ঈসার পূর্ববর্তী প্রেরিত ; মুসায়ী ও ঈসায়ীদিগের কেব্‌লা পরে নিরূপিত হইয়াছে। এরূপ সকল বিষয়ে তোমরা শ্রেষ্ঠ, অপর মণ্ডলী নিকৃষ্ট। তোমাদিগের হইতে শিক্ষালাভ কর। তাহাদের আবশ্যক, তোমাদের অন্য মণ্ডলীর নিকটে শিক্ষা করা প্রয়োজন। (ত, ফা,)

$ এ পর্যন্ত বয়তোল্‌মকদ্দস অর্থাৎ জেরুজিলমের অভিমুখে নমাজ হইতেছিল,

অনন্তর তুমি কাবার দিকে আপন মুখ ফিরাও, তোমরা (হে মোসলমানগণ,) যে স্থানে আছ পরে তথা হইতে আপনাদিগের মুখ সেইদিকে ফিরাও, এবং নিশ্চয় যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা জানিবে যে, ইহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য, এবং যাহা তাহারা করে তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ১৪৪। এবং যাহাদিগকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে, যদি তুমি তাহাদের নিকটে সমুদয় নিদর্শন উপস্থিত কর তাহারা তোমার কেব্‌লার অনুসরণ করিবে না, এবং তুমিও তাহাদের কেব্‌লার অনুসরণকারী নও, এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের কেব্‌লার অনুসরণকারী নহে, এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান সমাগত হইয়াছে তুমি তাহার পর যদি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর তবে নিশ্চয় তুমি একজন অত্যাচারী হইবে। ১৪৫। আমি যাহাদিগকে পুস্তক দান করিয়াছি তাহারা তাহা এরূপ জানিতেছে যেরূপ আপনাদিগের সন্তানদিগকে জানিতেছে, এবং নিশ্চয় তাহাদের একদল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করিতেছে। ১৪৬। ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে (আগত) সত্য, অতএব তুমি সংশয়ীদিগের অন্তর্গত হইও না। ১৪৭। (র, ১৭, আ, ৬)

এবং প্রত্যেকের জন্য এক দিক আছে, সে সেইদিকে মুখ ফিরায়, অতএব (হে মোসলমানগণ,) কল্যাণের দিকে অগ্রসর হও, তোমরা যেদিকে থাক না কেন, ঈশ্বর তোমাদের সকলকে (কেয়ামতে) একত্র করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১৪৮। এবং তুমি যে স্থানে যাইবে (হে মোহম্মদ,) স্বীয় আনন মস্‌জেদোল্‌হরামের দিকে ফিরাইও* এবং নিশ্চয় ইহা তোমার প্রতিপালক হইতে (আগত) সত্য, এবং তোমরা যাহা করিতেছ তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। ১৪৯। এবং তুমি যে স্থানে যাইবে স্বীয় আনন মস্‌জেদোল্‌হরামের দিকে ফিরাইও ও তোমরা যে স্থানে থাকিবে স্বীয় মুখ সেই দিকে ফিরাইও, তাহা হইলে তাহাদের যে সকল লোক অত্যাচার করিয়াছে তাহারা ভিন্ন অন্য লোকের তোমাদিগের প্রতি আপত্তি থাকিবে না, পরন্তু তাহাদিগকে ভয় করিও না, এবং আমা হইতে ভীত হইও, এবং তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রতি আমার দান পূর্ণ করিব, এবং তোমরা তাহাতে পথ প্রাপ্ত হইবে। ১৫০। যথা আমি তোমাদিগের দল হইতে তোমাদিগের নিকট প্রেরিত পুরুষ পাঠাইয়াছি, যেন সে তোমাদিগের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করে ও তোমাদিগকে শুদ্ধ করে, এবং উচ্চ জ্ঞান ও গ্রন্থ শিক্ষা দেয়, এবং তোমরা যাহা জান না তাহার শিক্ষা দান করে। ১৫১। অতএব আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ও বিদ্রোহী হইও না। ১৫২। (র, ১৮, আ, ৪)

কিন্তু প্রেরিত পুরুষের মন কাবার দিকে নমাজ পড়িতে সমুৎসুক ছিল। তিনি বারংবার উর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া থাকিতেন যে, এ বিষয়ে কোন আজ্ঞা প্রাপ্ত হন কি-না, তাহাতেই এই প্রবচন অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা,)

মক্কায় মস্‌জেদের নাম মস্‌জেদোলহরাম। হারাম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ। উক্ত মস্‌জেদের চতুঃসীমার মধ্যে এই কয়েকটি কার্য নিষিদ্ধ যথা ;—মনুষ্য হত্যা করা, কোন জীবকে উৎপীড়ন করা, বৃক্ষাদি উৎপাটন করা, পতিত ধন গ্রহণ করা। (ত, ফা,)।

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমরা সহিষ্ণুতা ও উপাসনা বিষয়ে সাহায্য অন্বেষণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের সহায়। ১৫৩। এবং বলিও না, যে সকল লোক ঈশ্বরের পথে নিহত হইয়াছে, তাহারা মরিয়াছে, বরং জীবিত হইয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ। ১৫৪। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ভয় ও অন্নাভাব ও ধনহানি ও প্রাণহানি এবং ফলহানি ইহার কোন একটি দ্বারা পরীক্ষা করি, এবং সহিষ্ণুদিগকে সুসংবাদ দান করি। ১৫৫। + যখন আপনাদের সঙ্কট উপস্থিত হয় তখন যাহারা বলে নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরেরই ও নিশ্চয় আমরা তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী। ১৫৬। + এবং এই সকল লোক, ইহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্ষমা ও কৃপা, এবং এই সকল লোক, ইহারা সৎপথগামী। ১৫৭। নিশ্চয় সফা ও মরওয়া গিরি ঈশ্বরের নিদর্শন বিশেষ, অতএব যে ব্যক্তি মক্কা মন্দিরে হজ্ব কার্য করে, কিংবা ওমরা করে, এই দুইকে প্রদক্ষিণ করা তাহার প্রতি অপরাধ নহে; এবং যে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে সৎকর্ম করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) মর্যাদাভিজ্ঞ ও জ্ঞাতা*। ১৫৮। নিশ্চয় আমি যাহা কিছু নিদর্শন ও উপদেশ প্রেরণ করিয়াছি তাহা মানব মণ্ডলীর জন্য গ্রন্থে ব্যক্ত করিলে পর যাহারা তাহা গোপন করে, এই তাহারাই, তাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন, এবং অভিসম্পাতকারিগণ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে†। ১৫৯। + কিন্তু যাহারা মন পরিবর্তন ও সৎকর্ম করিয়াছে ও ব্যক্ত করিয়াছে, পরে আমি তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিব ও আমি প্রত্যাবর্তনকারী দয়ালু। ১৬০। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও ধর্মদ্রোহীর অবস্থায় মরিয়াছে, তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ও দেবগণের এবং সমুদয় লোকের অভিসম্পাত। ১৬১। + তাহারা তাহাতে (সেই অভিসম্পাতে) সর্বদা থাকিবে, তাহাদিগ হইতে শাস্তি খর্ব করা হইবে না ও তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না। ১৬২। এবং তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র, সেই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি দাতা ও দয়ালু। (র, ১৯, আ, ১১)।

নিশ্চয় স্বর্গ ও মর্ত্য সৃজনে ও দিবা-রজনীর পরিবর্তনে এবং সমুদ্রেচালিত

* মক্কায় সফা ও মরওয়া নামক দুইটি ক্ষুদ্র পর্বত আছে। এই দুই পর্বতের মধ্যে ব্যবধান দুই শত পদভূমি। হাজী লোকেরা সেই ভূমিতে দৌড়াইয়া থাকে। এই কার্যটিও হজ্ব ক্রিয়ার অন্তর্গত। নির্দিষ্ট কালে বিশেষ ব্রতধারী হইয়া মক্কা তীর্থ দর্শনকে হজ্ব বলে, যাহারা হজ্ব করে তাহাদিগকে হাজী বলে। ওমরা হাজীদিগের ব্রতবিশেষ। তাহা এরূপ; হজ্ব ক্রিয়ার এহরাম বাঁধিয়া মক্কার অদূরবর্তী "তনইম" নামক স্থানে কয়েকবার নমাজ পড়িয়া মক্কাতে আগমন পূর্বক মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়। মক্কার নিকটে যাইয়া বিধিপূর্বক হজ্ব করার সঙ্কল্প করাকে "এহরাম" বলে। অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি হজ্ব ইত্যাদি করিতে যায় তাহার পক্ষে "সফা" ও "মরওয়া" গিরির মধ্যস্থ ভূমিতে ধাবমান হওয়া দূষ্য নহে। পৌত্তলিক লোকেরা অজ্ঞানতাবশতঃ উক্ত পর্বতদ্বয় প্রদক্ষিণ করিত বলিয়া এসলাম ধর্মাবলম্বিগণ এ বিষয়ে সঙ্কুচিত ছিল, এক্ষণ ঈশ্বর একার্যে বিধি দিলেন। (ত, হো,)

† ইহুদিদিগের ধর্ম পুস্তক তওরাতে আরবীয় অন্তিম তত্ত্বাহকের অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের প্রসঙ্গ ছিল। ইহুদিরা ঈর্ষাবশতঃ সেই কথা গোপন করিয়াছে। এই আয়াতে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে।

পোতে যাহাতে লোকে লাভ করে, এবং ঈশ্বর আকাশ হইতে বারিবর্ষণপূর্বক তদ্দ্বারা ভূমিকে যে তাহার মৃত্যুর পর জীবন দান এবং তদুপরি বিবিধ জন্তু সঞ্চারিত করিয়াছেন তাহাতে ও বায়ুমণ্ডল এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারে সত্যই বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল রহিয়াছে। ১৬৪। এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে এমন লোক আছে যে, সে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের অংশী সকলকে গ্রহণ করে, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির ন্যায় তাহাদিগকে প্রীতি করে, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী তাহারা ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর প্রেমিক। এবং যাহারা অহিতাচরণ করিয়াছে তাহারা তখন যে শাস্তি দেখিবে হায়! যদি তাহা দেখিত! ঈশ্বরের জন্যই পূর্ণ ক্ষমতা, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা। ১৬৫। (স্মরণ কর) যখন অগ্রণী লোকেরা অনুযায়ীবৃন্দের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিবে ও শাস্তিভোগ করিতে থাকিবে, এবং তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইবে। ১৬৬। এবং সেই অনুযায়িগণ বলিবে যে যদি আমাদের প্রতিগমন হইত, তাহা হইলে আমাদের প্রতি যেমন তাহারা (অগ্রণিগণ) বিরাগী হইয়াছে আমরাও তাহাদের প্রতি বিরাগী হইতাম; এইরূপ ঈশ্বর তাহাদের কার্যাবলী যে তাহাদের সম্বন্ধে আক্ষেপে পরিণত ইহা তাহাদিগকে দেখাইবেন, এবং তাহারা নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইবে না*। ১৬৭। (র, ২০, আ, ৪)

হে লোক সকল, তোমরা পৃথিবীতে যাহা বৈধ, শুদ্ধ তাহাই ভক্ষণ করিও, এবং শয়তানের পদানুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু†। ১৬৮। তোমরা দুষ্কর্মে ও নির্লজ্জ কার্যে (লিপ্ত হও,) এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত নও তাহা বল, ইহা ব্যতীত সে তোমাদিগকে আদেশ করিবে না। ১৬৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে, ঈশ্বর যাহা প্রেরণ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর, তাহারা বলিবে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে আমরা যে বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি বরং তাহার অনুসরণ করিব, যদিচ তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝিত না ও পথভ্রান্ত ছিল। ১৭০। কেহ কোন বিষয় ডাকিয়া বলিলে যে ব্যক্তি আহ্বান শব্দ ও ধ্বনি ভিন্ন শুনিতে পায় না ধর্মদ্রোহিগণ তাহার অনুরূপ, তাহারা বধির, মূক ও অন্ধ; অতএব তাহারা বুঝিতে পারে না‡। ১৭১। হে বিশ্বাসী লোক সকল, বিশুদ্ধ বস্তু হইতে আমি যাহা তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়াছি তাহা ভক্ষণ কর, ঈশ্বরের গুণানুবাদ কর, যদি তোমরা তাঁহাকে পূজা করিয়া থাক। ১৭২।

---

* লোকে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে পূজা করে পরলোকে তাহারা সেই পূজকদিগকে পরিত্যাগ করিবে। তখন পূজকগণের আশা ভঙ্গ হইবে ও আক্ষেপ করিবে, তাহাদের আক্ষেপে কোন ফল দর্শিবে না। (ত, ফা,)

† আরবীয় লোকেরা এব্রাহিম প্রবর্তিত ধর্মকে বিকৃত করিয়া ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিতে থাকে। মৃত ও অবৈধ পশুদিগকে জবহ্ করে, গৃহপালিত অহিংস্র পশুদিগের মধ্যে কতকগুলিকে অশুদ্ধ স্থির করে। এনাম সূরাতে তদ্বিবরণ বিবৃত আছে। তাহারা বরাহমাংসকে বৈধ মনে করে। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করেন। (ত. ফা,)

‡ অর্থাৎ কাফেরদিগকে উপদেশ দান করা আর পশুদিগকে ডাকিয়া উপদেশ দেওয়া তুল্য। পশুরা যেমন ধ্বনি ব্যতীত কিছুই বুঝিতে পারে না, তত্ত্বোপদেশ সম্বন্ধে কাফেরগণও তদ্রূপ। যাহার ধর্মজ্ঞান নাই সে ধর্মজ্ঞানীর কথা গ্রাহ্য করে না। (ত, ফা,)

তোমাদিগের সম্বন্ধে শব, শোণিত ও বরাহমাংস এবং যাহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হইয়াছে ইহা বৈ নিষিদ্ধ নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার ও সীমা লঙ্ঘন না করিয়া বিপদাকুল হইয়াছে তাহার পক্ষে দোষ নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু*। ১৭৩। নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা গ্রন্থে অবতারণ করিয়াছেন তাহা যে সকল লোক গোপন করে ও তদুপরি সামান্য মূল্য গ্রহণ করে তাহারা স্ব স্ব পাকস্থলীতে অগ্নি বৈ ভক্ষণ করে না, বিচার দিবসে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না, ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন না তাহাদের জন্য দুঃখকর শাস্তি আছে। ১৭৪। ইহারাই যাহারা সৎপথের পরিবর্তে বিপথ, ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করে, ইহারা নরকাগ্নিতে কেমন ধৈর্য ধারণ করিবে! ১৭৫। এই সেই কারণে ঈশ্বর সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, এবং নিশ্চয় যাহারা গ্রন্থ মধ্যে পরিবর্তন করিয়াছে তাহারা বিরুদ্ধাচারে বহু অগ্রসর†। ১৭৬। (র, ২১, আ. ৯)

তোমরা আপনাদের আনন পূর্ব ও পশ্চিমাভিমুখে আবর্তন কর, তাহাতে পুণ্য নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও পরকাল ও দেবগণ এবং গ্রন্থ ও তত্ত্ববাহকগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং ধন, তৎপ্রতি অনুরাগসত্ত্বে আত্মীয়দিগকে, অনাথদিগকে, দরিদ্রদিগকে ও পথিকদিগকে এবং ভিক্ষুকদিগকে ও দাসত্ব মোচনার্থ দান করিয়াছে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে ও জাকাত দিয়াছে, এবং যখন যাহারা অঙ্গীকার করে আপনাদের সেই অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকে, এবং যাহারা ধনহীনতায় ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তাহাদেরই পুণ্য, ইহারাই তাহারা যাহারা সত্য বলিয়াছে, ইহারাই তাহারা যাহারা ধর্মভীরু। ১৭৭। হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের সম্বন্ধে হত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যা করা লিখিত হইয়াছে, স্বাধীন স্বাধীনের তুল্য, দাস দাসের তুল্য, নারী নারীর তুল্য; যে ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার পক্ষ হইতে নিজের জন্য কিছু ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে তৎপর বিধির অনুসরণ করিয়া তাহার চলা এবং সদ্ভাবে (হত্যার মূল্য) পরিশোধ করা (কর্তব্য), ইহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে লঘু করা হইল, অনন্তর ইহার পরে যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিবে তাহার জন্য দুঃখকর শাস্তি আছে‡। ১৭৮। এবং তোমাদের জন্য বিনিময় হত্যাতেই জীবন, হে বুদ্ধিমান লোক সকল, তাহা হইলে তোমরা রক্ষা

* যে অবস্থায় কেহ কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, শাস্ত্রের সীমা অতিক্রম করে নাই, সেই অবস্থায় ক্ষুধা, ক্লান্তি ও অবসন্নতাবশতঃ মৃত্যুর আশঙ্কা হইলে শব ইত্যাদি ভক্ষণে দোষ নাই। (ত, হো.)

† ইহুদিগণ তাহাদের ধর্মগ্রন্থ হইতে আরবীয় ভবিষ্যৎ তত্ত্ববাহকের প্রসঙ্গে গোপন এবং সংসারানুরোধে অনেক বচনের পরিবর্তন করিয়াছে। (ত, ফা,)

‡ স্বাধীন স্বাধীনের তুল্য, দাস দাসের তুল্য, নারী নারীর তুল্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, পদমর্যাদানুসারে প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি অপর স্বাধীন ব্যক্তির তুল্য, এরূপ পরস্পর দাস দাসের এবং নারী নারীর তুল্য। যেমন কাফেরদিগের মধ্যে হীন জাতি ও উচ্চ জাতি এবং ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ প্রচলিত আছে, তদ্রূপ প্রভেদ নাই। হত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ স্বগণ বিনিময়ে হত্যা না করিয়া অর্থগ্রহণে সম্মত হইলে হত্যাকারীর কর্তব্য যে অর্থ দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করে। ইহাই সহজ বিধি হইয়াছে। পূর্বতন সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করার বিধিই নির্ধারিত ছিল। (ত, ফা,)

পাইবে* । ১৭৯ । যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইবে তখন সম্পত্তি থাকিলে পিতামাতা ও স্ব গণের জন্য বৈধরূপে নির্ধারণ করা তোমাদিগের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, ঈশ্বর ভীরু লোকদিগের সম্বন্ধে ইহা উচিত† । ১৮০ । অনন্তর ইহা (অন্তিম নির্ধারণ বাক্য) শ্রবণের পর যে জন ইহার ব্যতিক্রম করে, তখন ইহার অপরাধ তাহারই প্রতি হয়, যে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া থাকে ইহা বৈ নহে. নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা । ১৮১ । অবশেষে কেহ অন্তিম নির্ধারণকারীর পক্ষে অসরলতা কিংবা অপরাধ আশঙ্কা করিয়া তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিলে তাহাতে দূষ্য নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ১৮২ । (র, ২২, আ, ৫)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগের প্রতি যেরূপ রোজা (উপবাসব্রত) লিখিত হইয়াছিল তদ্রূপ তোমাদের জন্য লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তোমরা ধৈর্যশীল হইবে । ১৮৩ । কতিপয় দিবস (রোজার জন্য) নির্ধারিত, তবে তোমাদের মধ্যে যে কেহ পীড়িত কিংবা দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত আছে তাহার সম্বন্ধে অন্য কয়েকদিন নির্ধার্য, এবং যে ব্যক্তি ইহাতে সক্ষম হইয়া (পালন করিতে চাহে না,) একজন দরিদ্রকে অন্ন বিতরণ করা প্রায়শ্চিত্ত, পরন্তু যে ব্যক্তি অধিক সৎকার্য করে তাহার পক্ষে কল্যাণ, যদি জ্ঞাত আছ তবে রোজা পালন করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ হয় । ১৮৪ । সেই রমজান মাস, যাহাতে মানববৃন্দের পথ প্রদর্শক এবং সৎপথ ও মীমাংসার উচ্চ নিদর্শন কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে‡ । অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে উপস্থিত হইবে সে তাহাতে অবশ্য রোজা পালন করিবে, এবং যে ব্যক্তি পীড়িত বা দেশ-ভ্রমণে রত তাহার নিমিত্ত অন্য দিন সকলের গণনা থাকিবে. তোমাদের জন্য সহজ হয় ঈশ্বর আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং তোমাদের দুঃসাধ্য হয় ইচ্ছা করেন না ; এবং (ইচ্ছা করেন) যে, তোমরা দিনের সংখ্যাকে পূর্ণ কর, এবং তোমাদিগকে যে সৎ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত কর, সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ থাকিবে । ১৮৫ । +এবং যখন (হে মোহম্মদ,) আমার দাসগণ আমার বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন নিশ্চয় আমি নিকটে থাকি. আমি প্রার্থীর প্রার্থনা গ্রহণ করি, এবং যখন কেহ আমার নিকটে প্রার্থনা করে তখন আমার আজ্ঞাধীন হওয়া ও আমাকে বিশ্বাস করা তাহার উচিত, তাহাতে সে পথ প্রাপ্ত হইবে । ১৮৬ । রোজার রজনীতে স্ত্রী সংসর্গ

* অর্থাৎ বিচারকদিগের উচিত যে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করিতে ত্রুটি না করেন । তাহাতে ভবিষ্যতে হত্যা নিবারিত হইবে । (ত, ফা,)

† কাফেরদিগের ব্যবস্থামতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সন্তান, সন্তানের মধ্যেও পুত্র সন্তানমাত্র । এক্ষণ বিধি হইল যে, পুত্র ব্যতীত প্রয়োজনানরূপ অন্য ঘনিষ্ঠ স্বগণও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অংশ পাইতে অধিকারী ।

‡ রমজান মাসেই কোরআনের প্রকাশারম্ভ হয়, অথবা সমগ্র কোরআন স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয় । তথা হইতে সূরার পর সূরা কিংবা আয়াতের পর আয়াত লোকের হিতসাধনকল্পে সমাগত হইতে থাকে । যখন এই সময়ে আত্মার অন্নস্বরূপ প্রবচন সকল মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরিত হইল, তখন তৎস্মরণার্থ এই মাসে শারীরিক অন্ন গ্রহণে লোকের সঙ্কুচিত হওয়া বিধেয়, ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় । শুদ্ধ রমজান মাসে রোজা পালনের এই উদ্দেশ্য । (ত, হো,)

তোমাদের জন্য বৈধ হইল, তাহারা (নারিগণ) তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাহাদের আবরণ, তোমরা যে আপনাদের জীবনের ক্ষতি করিয়াছ ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত আছেন, অনন্তর তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছেন, এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন* অতএব এক্ষণ তাহাদের সঙ্গে সহবাস কর, এবং ঈশ্বর তোমাদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিয়া চল, যে পর্যন্ত তোমাদের পক্ষে প্রত্যূষে কৃষ্ণসূত্র হইতে শুভ্রসূত্র দৃষ্ট না হয় সে পর্যন্ত পান ভোজন করিতে থাক, অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর এবং যখন মস্জেদে নির্জনবাসী হইবে তখন স্ত্রী সঙ্গ করিবে না, ইহা ঈশ্বরের নিষেধ ; অতএব তাহার (স্ত্রীর) নিকটবর্তী হইও না ; এইরূপ পরমেশ্বর লোকের জন্য আপন নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন যেন তাহারা ধর্মভীরু হয়। ১৮৭। তোমরা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরের ধন অন্যায়রূপে ভোগ করিও না, এবং তাহা বিচারপতিগণের নিকট পর্যন্ত আনয়ন করিও না, তাহাতে তাহারাও অধর্মাচারে লোকের ধনের অংশ গ্রহণ করিবে, তোমরা ইহা জানিতেছ†। ১৮৮। (র, ২৩, আ, ৬,)

নবীন চন্দ্রোদয়ের বিষয়ে (হে মোহম্মদ,) তোমাকে তাহারা প্রশ্ন করিবে, বলিও তাহা মনুষ্যের সময় নির্ধারণজন্য ও হজ্জক্রিয়ার জন্য ; এবং গৃহে তোমাদের প্রত্যাগমন পশ্চাদ্ভাগ দিয়া (এহরাম বন্ধনের পর) শ্রেয়ঃ নহে, (ইহাতে কল্যাণ হয় না,) কিন্তু বিষয়বিরাগী লোকদিগেরই কল্যাণ হয়, তোমরা গৃহে তাহার দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিও এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, তাহাতে উদ্ধার পাইবে‡। ১৮৯। এবং যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় ঈশ্বরের পথে তাহাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করিও ও সীমা লঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না। ১৯০। এবং যে স্থানে তাহাদিগকে পাইবে তথায় তাহাদিগকে সংহার কর, এবং তাহারা তোমাদিগকে যে স্থান হইতে নির্বাসিত করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে নির্বাসিত কর, হত্যা অপেক্ষা ধর্মদ্রোহিতা গুরুতর, এবং মস্জেদোল-হরামের নিকটে তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও না যে পর্যন্ত না তথায় তাহারা তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, পরন্তু যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে (তথায়) সংগ্রাম

* যখন রোজার বিধি প্রবর্তিত হয় তখন হইতে মোসলমানগণ সমগ্র রমজান মাস স্ব-স্ব ভার্যার নিকটে গমন করিতেন না, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় রজনীতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভোজন করিতেন না। ইতিমধ্যে অনেক লোক অক্ষম হইয়া গোপনে স্ত্রী-সঙ্গ ও ভোজন করিতে লাগিল। তাহাতেই এই প্রবচন অবতীর্ণ হয় যে, নিশান্তে যে পর্যন্ত শুভ্র সূত্র নয়নগোচর না হয় উপরি-উক্ত বিষয়ে বিধি রহিল। কিন্তু নির্জনবাসের সময় দিবা-রজনী সর্বক্ষণ স্ত্রীসংসর্গে নিষেধ হইল। (ত, ফা,)

† বিচারপতিদিগের নিকট আনয়ন করিও না, ইহার অর্থ বিচারপতিকে সহায় করিয়া কাহারও সম্পত্তি ভোগ করিও না। (ত, ফা,)

‡ কাফেরদিগের ত্রুটির মধ্যে এই একটি ত্রুটি ছিল যে, যখন তাহারা হজ্ব ক্রিয়ার এহরাম বন্ধন করিত তখন প্রয়োজন হইলে হজ্ব না করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত, তদবস্থায় তাহারা দ্বারদেশ দিয়া গৃহে প্রবেশ না করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগে ছাদের উপর উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিত। ঈশ্বর তাহা অকর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন, এবং দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। (ত, ফা,)

করে তোমরাও তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও, কাফেরদিগের প্রতি এইরূপ শাসন। ১৯১। পরন্তু তাহারা নিবৃত্ত থাকিলে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু*। ১৯২। যে পর্যন্ত না ধর্মবিদ্রোহিতা হয় ও ঈশ্বরের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় সে পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর, পরে যদি নিবৃত্ত হয় তবে অত্যাচারীর উপর ব্যতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই†। ১৯৩। মান্যমাস মান্য মাসের তুল্য, পরস্পর সম্মাননার বিনিময় হইয়া থাকে, অনন্তর কেহ (সেই মাসে) তোমাদিগকে আক্রমণ করিলে যেমন তোমাদিগকে সে আক্রমণ করিল তোমরাও তাহাকে আক্রমণ করিও, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, এবং জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্মভীরু লোকদিগের সঙ্গে থাকেন ‡। ১৯৪। এবং তোমরা ঈশ্বরের পথে অর্থ ব্যয় কর ও মৃত্যুর হস্তে আত্মসমর্পণ কর এবং হিতানুষ্ঠান কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীকে প্রীতি করেন। ১৯৫। ঈশ্বরের জন্য হজ্ব ও ওমরাব্রত পূর্ণ কর, পরন্তু যদি তোমরা বাধা-প্রাপ্ত হও তবে জবহ্ করিবার জন্য যে পশু হস্তগত হয় (তাহা প্রেরণ কর,) এবং যে পর্যন্ত জবহ্ করার পশু তাহার স্থানে উপস্থিত না হয় সে পর্যন্ত তোমরা আপন মস্তক মুণ্ডন করিও না; তবে যদি তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত থাকে কিংবা তাহার মস্তকে কোন ক্লেশ থাকে তবে তৎপ্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রোজা বা সেদ্কা$ কিংবা জবহ্ করা বিধেয়, তোমরা নিরাপদ হইলে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্ব ক্রিয়ার সঙ্গে ওম্রা ব্রতের ফল লাভ করিল তাহার প্রতি সহজলভ্য কোন পশু জবহ্ করা বিধি, তবে কেহ (তদ্যোগ্য) পশু প্রাপ্ত না হইলে তাহার জন্য হজ্বক্রিয়ার সময়ে তিন দিন, এবং তোমাদের প্রত্যাবর্তনকালে সাত দিন (রোজা পালন বিধি), এই দশ দিনেতেই পূর্ণতা; যাহার পরিবারস্থ লোক মস্জেদোল্ হরামের প্রতিবাসী নহে তাহাদের জন্য (এই ব্যবস্থা) হইল, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও যে ঈশ্বর মহা শাস্তিদাতা§। ১৯৬। (র, ২৪, আ, ৭)

---

* অর্থাৎ ইহার পর যদি তাহারা মোসলমান হয় গৃহীত হইবে। (ত, ফা,)

† অত্যাচারের নিবৃত্তি হয়, লোকে ধর্ম ছাড়িয়া বিপথগামী না হইতে পারে ও ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচলিত থাকে এই উদ্দেশ্যেই কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রামের বিধি হইয়াছে। কাফেরগণ বশীভূত থাকিলে যুদ্ধ অনাবশ্যক। মনুষ্যের মনের উপর ধর্ম নির্ভর করে, বলপূর্বক মোসলমান করাতে কোন ফল নাই। (ত, ফা,)

‡ যদি কোন কাফের মান্যমাসকে সম্মান করিয়া সেই মাসে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তবে তোমরা তাহার সাথে যুদ্ধ করিও না। মক্কাবাসী ধর্মবিদ্রোহিগণ সচরাচর এইরূপ মাসে মোসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার করিত, মোসলমানেরা তখন কেন ত্রুটি করিবে? জিল্কয়দা মাসে হজরত মোহম্মদ ওমরাব্রত উদযাপন করিবার জন্য মক্কায় গিয়াছিলেন, সেই সময় এই বচন অবতীর্ণ হয়। যে সকল মাসে হজ্ব ক্রিয়া হয় তাহাই মান্য মাস। (ত, ফা,)

$ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিগকে দান করা সেদ্কা।

§ এক্ষণ হজ্ব ইত্যাদির বিধি প্রদর্শিত হইতেছে; তাহার নিয়ম এই; প্রথমতঃ এরহাম বন্ধন অর্থাৎ বিধিপূর্বক হজ্ব ক্রিয়ার সংকল্প করা, পরে তৎকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার দিন অরফাতে উপনীত হওয়া। অরফাত হাজ্বীদিগের দণ্ডায়মান হওয়ার স্থান, উহা মক্কার নয় ক্রোশ অন্তর একটি বিস্তৃত প্রান্তর মাত্র। হাজ্বী-

হজ্জ্ব ক্রিয়ার মাস সকল নির্ধারিত* অনন্তর যে ব্যক্তি তাহাতে হজ্ব কর্মে ব্রতী হয় সে হজ্ব ক্রিয়াকালে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না ও দুষ্ক্রিয়া করিবে না, পরস্পর বিবাদ করিবে না, এবং তোমরা যে সৎকর্ম কর ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন, অপিচ (মক্কা যাইতে) পাথেয় গ্রহণ করিও, পরন্তু নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ পাথেয় সংসার-বিরাগ, এবং হে জ্ঞানবান্ লোক সকল, তোমরা আমাকে ভয় করিও। ১৯৭। (হজ্ব কর্মের সময়ে) তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকটে গৌরব (অর্থলাভ) অন্বেষণ করিলে তোমাদের পক্ষে অপরাধ হইবে না।+ অবশেষে যখন তোমরা

লোকেরা তথায় দণ্ডায়মান হইয়া "লব্বয়েক" (দণ্ডায়মান হইলাম তোমার নিকটে) বলেন ও দুইবার উপাসনা করেন, তৎপর তথা হইতে যাত্রা করিয়া মশারেল্ হরামে যাইয়া রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। এই স্থানে হাজীলোকেরা মস্তক মুণ্ডন ও কোরবানি অর্থাৎ ধর্মার্থ বলিদান করেন। অনন্তর ঈদোৎসবের উষাকালে হাজিগণ মক্কার বাজার মিনায় যাইয়া শয়তানের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সকল নিক্ষেপ ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম উন্মোচন করিয়া থাকেন। পরে মক্কাতে যাইয়া তাহাদিগকে কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তদনন্তর তাঁহারা সফা ও মরওয়া গিরির মধ্যভূমিতে ধাবমান হন, পুনর্বার মিনায় যাইয়া তিন দিবস বাস ও পূর্বানুরূপ প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মক্কায় যাইয়া প্রদক্ষিণ কার্য সমাপ্ত করেন। ইহাই হজ্ব কার্য। ওম্‌রা ব্রতের প্রণালী এই ;—যে দিবস ইচ্ছা এহরাম বন্ধন ও কাবা প্রদক্ষিণ করা এবং সফা ও মরওয়া গিরির অন্তর্বর্তী ভূমিতে ধাবমান হওয়া, পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম উন্মোচন করা। হজ্ব ও ওমরাতে কোরবানীর আবশ্যক করে না। কিন্তু তিনটি কারণের কোন একটি কারণ উপস্থিত মতে কোরবানীর বিধি আছে। প্রথমতঃ এহরাম বন্ধনান্তর ব্রতধারা হাজী শত্রু বা ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্রত পালনে অক্ষম হইলে, তিনি কাহারও যোগে কোরবানীর পশু প্রেরণ করিবেন, মক্কাতে সেই পশু জবহ্ হইলে তিনি এহরাম হইতে মুক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ হাজী কোনরূপ যন্ত্রণাগ্রস্ত কিংবা মস্তকের ক্লেশে ক্লিষ্ট হইলে এহরাম সত্ত্বেই মস্তক মুণ্ডন করিতে পারেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কোরবানীর পশু প্রেরণ, বা তিন দিন রোজা পালন, কিংবা ছয়জন দরিদ্রকে ভোজ্যদান। তৃতীয়তঃ হজ্ব ও ওম্‌রা ভিন্ন ভিন্নভাবে না করিয়া একযোগে দুই ব্রত পালন করিলে কোরবানী আবশ্যক। কোরবানীর যোগ্য পশু প্রাপ্ত না হইলে হজ্ব ক্রিয়ার সময়ে তিন দিন রোজা এবং ক্রিয়ান্তে সপ্তাহ রোজা সর্ব-শুদ্ধ দশ দিন রোজা পালন বিধি। কোরবানীর যোগ্য পশু ন্যূনকল্পে এক ব্যক্তির জন্য একটি ছাগ এবং সাত ব্যক্তির জন্য একটি গো কিংবা একটি উষ্ট্র নির্ধারিত আছে। মক্কাবাসীদিগের জন্য হজ্ব ও ওমরাব্রতে কোরবানীর বিধি নাই। আরবীয় পৌত্তলিক লোকেরা প্রতিমা উদ্দেশ্যে হজ্ব করিত এক্ষণ সেই বিধি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নির্ধারিত হইল। (ত, হো,)

* এমাম শাফীর মতে শওয়াল ও জিল্‌কয়দা মাস এবং জেল্‌হজ্ব মাসের নয় দিবস ও ঈদের সমুদায় রজনী ; এবং প্রধান এমামের মতে ঈদের দিবা ও হজ্বের প্রবৃত্ত হওয়ার দিবসের মধ্যে গণ্য।… …(ত, হো,)

+ হজ্ব করিতে যাইয়া বাণিজ্য-ব্যবসার দ্বারা অর্থোপার্জনে নিষেধ নাই। (ত, ফা,)

অরফা হইতে প্রতিগমন করিবে তখন মশারোল্ হরামের নিকটে ঈশ্বরকে স্মরণ করিও, এবং তিনি যেমন তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তোমরাও তদ্রূপ তাঁহাকে স্মরণ করিও, এবং নিশ্চয় তোমরা ইতিপূর্বে ভ্রান্তদিগের অন্তর্গত ছিলে। ১৯৮। অতঃপর যে স্থান হইতে লোকে প্রতিগমন করে তথা হইতে তোমরা প্রতিগমন করিও, এবং ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ১৯৯। অনন্তর যখন তোমরা ধর্মক্রিয়া সমাপ্ত করিবে স্বীয় পিতা পিতামহকে যেরূপ স্মরণ করিতে তখন তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিক স্মরণরূপে ঈশ্বরকে স্মরণ করিও,* পরন্তু লোকের মধ্যে কেহ বলিয়া থাকে, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সংসারে দান কর," তাহার জন্য পরলোকে কোন লভ্য নাই। ২০০। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বলিয়া থাকে, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সংসারে কল্যাণ ও পরলোকে কল্যাণ দান কর এবং অগ্নিদণ্ড হইতে রক্ষা কর"। ২০১। *এই সকল লোক যাহা করিয়াছে, ইহাদের তাহার জন্য ফল লাভ আছে, ঈশ্বর বিচারে সত্বর।* ২০২। এবং নির্দিষ্ট দিবস সকলে ঈশ্বরকে স্মরণ করিও,† পরন্তু কেহ দুই দিবসের মধ্যে গমনে সত্বর হইলে, তাহার সম্বন্ধে কোন দোষ নাই, এবং যে ব্যক্তি বিলম্ব করিবে অবশেষে তাহার পক্ষে কোন দোষ নাই, যে ব্যক্তি ধর্মভীরু তাহার নিমিত্ত (এই বিধি,) ও ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও নিশ্চয় তোমরা তাঁহার দিকে সমুত্থিত হইবে। ২০৩। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে, সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে তাহার উক্তি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) প্রফুল্ল করিতেছে, অতএব সে স্বীয় অন্তরে যাহা আছে তদ্বিষয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে মহাবিরোধী‡। ২০৪। এবং যখন সে প্রভুত্ব লাভ করে তখন পৃথিবীতে প্রয়াস পায় যেন তাহাতে অত্যাচার করে, এবং ক্ষেত্র ও পশু সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলে, ঈশ্বর অত্যাচারকে প্রীতি করেন না। ২০৫। এবং যখন তাহাকে বলা হয় যে ঈশ্বরকে ভয় কর, তখন অহঙ্কার তাহাকে অপরাধে আক্রান্ত করে, অতএব নরক তাহার লাভনীয়, নিশ্চয় তাহা কুস্থান। ২০৬। এবং লোকমণ্ডলীর মধ্যে এমন লোক আছে যে, সে পরমেশ্বরের প্রসন্নতার উদ্দেশ্যে

* পৌত্তলিকতার সময় আরবের সম্ভ্রান্ত লোকেরা মক্কার বিশেষ বিশেষ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদের বংশের ও পিতা পিতামহদিগের খ্যাতি প্রতিপত্তি ঘোষণা করিয়া গৌরব প্রকাশ করিত। এক্ষণ আদেশ হইল যে, যেরূপ পিতৃপুরুষদিগকে স্মরণ করিবে তদ্রূপ ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে।

† "তস্‌বির" অর্থাৎ ঈশ্বর স্মরণের ও প্রশংসার জন্য তিন দিবস নির্দিষ্ট। পৌত্তলিকতার সময়ে লোক হজ্ব ক্রিয়ার অবসানে তিন দিন এবং ঈদোৎসবান্তে আমোদ করিয়া বেড়াইত ও বাজার বসাইত, এবং স্ব স্ব পূর্ব পুরুষদিগের গুণ কীর্তন করিত। এক্ষণ ঈশ্বর তৎপরিবর্তে, তিন দিবস ঈশ্বরগুণানুকীর্তনের বিধি দিলেন। যাহার ইচ্ছা হয় সে দুই দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তিন দিন অবস্থিতি করা শ্রেয়ঃ। (ত, ফা,)

‡ কপট লোকদিগের এই অবস্থা, তাহারা প্রকাশ্যে তোষামোদ করে ও ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলে, "আমি অন্তরে তোমার প্রতি অনুরাগী।" কিন্তু বিবাদে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করে না, সুযোগ পাইলে হত্যায় প্রবৃত্ত হয় ও লুণ্ঠন করে। (ত, ফা,)

আত্মবিক্রয় করে, ঈশ্বর সেবকগণের প্রতি প্রসন্ন* । ২০৭ । হে বিশ্বাসী লোকসকল, পূর্ণ এসলামধর্মে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদচিহ্নের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদিগের পক্ষে স্পষ্ট শত্রু । ২০৮ । অপিচ তোমাদিগের নিকটে নিদর্শন সকল উপস্থিত হওয়ার পর যদি তোমাদের পদস্খলন হয় তবে জানিও ঈশ্বর বিজ্ঞাতা ও ক্ষমতাশীল । ২০৯ । ঈশ্বর ও দেবগণ মেঘরূপ চন্দ্রাতপের মধ্যে আসিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবেন ও তাহাদের কার্যের নিষ্পত্তি হইবে, তাহারা ইহা ব্যতীত প্রতীক্ষা করে না, ঈশ্বরের দিকে কার্য সকলের প্রত্যাবৃত্তি হইয়া থাকে† । ২১০ । (র, ২৫, আ, ২০)

এস্রায়েল সন্ততিদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদিগকে আমি কি পরিমাণ উজ্জ্বল *নিদর্শন সকল দান করিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দান আপনার নিকটে উপস্থিত* হওয়ার পর তাহার পরিবর্তন করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) তীব্র শাস্তিদাতা । ২১১ । যাহারা ঈশ্বরদ্রোহী তাহাদের জন্য সাংসারিক জীবন সজ্জিত হয়, তাহারা বিশ্বাসী লোকদিগকে উপহাস করিয়া থাকে, এবং যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছে তাহারা বিচারদিবসে সেই সকল লোকের উপর আসন পরিগ্রহ করিবে, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাকেন । ২১২ । কতকগুলি লোক এক সম্প্রদায়ে বদ্ধ ছিল, পরে ঈশ্বর সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক তত্ত্বাহকগণকে প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে সত্যগ্রন্থ অবতারণ করিলেন যেন তাহারা যে বিষয়ে লোকে বিবাদ করিতেছে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শাসন করে, এবং যাহাদের নিকটে প্রমাণ সকল উপস্থিত হওয়ার পর তাহাদিগকে (গ্রন্থ) প্রদত্ত হইয়াছে আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষপ্রযুক্ত তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধাচারী হয় নাই, যাহারা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বীয় ইচ্ছায় সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ; এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন‡ । ২১৩ । তোমরা কি স্বর্গে গমন

* বিশ্বাসী লোকের এই অবস্থা, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতার জন্য জীবন সমর্পণ করেন । (ত, ফা,)

† যাহারা কোরআন ও সংবাদবাহকের প্রতি অবিশ্বাসী, তাহারা প্রতীক্ষা করে যে, ঈশ্বর আসিয়া দেখা দিবেন, এবং প্রত্যেককে কর্মানুরূপ ফল বিধান করিবেন । (ত, ফ,,)

‡ পরমেশ্বর প্রত্যেক সম্প্রদায়কে বিভিন্ন পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করেন নাই । এক পথ অবলম্বন করিতে সমুদায় লোকের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ । যখনই লোক ঈশ্বর নির্দেশিত পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিয়াছে তখনই তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঈশ্বর তত্ত্বাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন । যখন গ্রন্থধারী লোকেরা গ্রন্থের অন্যথাচরণ করিয়াছে তখন অন্য গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে । সমুদায় তত্ত্বাহক এবং গ্রন্থ এই এক পথ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে । ইহার দৃষ্টান্ত যথা ;—স্বাস্থ্য এক, রোগ অগণ্য । একপ্রকার রোগ হইলে সেই রোগের অনুরূপ একবিধ ঔষধ ও একবিধ ব্যবস্থা হইয়া থাকে । আবার অন্য প্রকার রোগ হইলে তদনুরূপ অন্যবিধ ঔষধও ব্যবস্থা হয় । এক্ষণ অন্তিম পুস্তক কোরআনে যাহাতে সমুদায় রোগের উপশম হয় এইরূপ পথ প্রদর্শিত হইয়াছে । (ত, ফা.)

করিবে মনে করিতেছ ? এদিকে যাহারা তোমাদিগের পূর্বে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের অবস্থা তোমরা প্রাপ্ত হও নাই ; তাহাদিগকে দুঃখ-বিপদ্ আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহারা বিকম্পিত হইয়াছিল, এতদূর পর্যন্ত যে তত্ত্ববাহক ও তাহার অনুবর্তী বিশ্বাসিগণ বলিতেছিল যে, কবে ঈশ্বরের আনুকূল্য পৌঁছিবে, জানিও ঈশ্বর আনুকূল্যদানে সমীপবর্তী। ২১৪। তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে যে, কিরূপে ধন ব্যয় করিবে, বলিও, তোমরা ধন যাহা ব্যয় করিবে তাহা পিতামাতার জন্য, স্বজনবর্গের জন্য, অনাথবৃন্দের জন্য ও দরিদ্রকুলের জন্য এবং পথিকদিগের জন্য করিবে, এবং তোমরা যে সৎকর্ম করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন*। ২১৫। তোমাদের সম্বন্ধে সংগ্রাম লিখিত হইয়াছে, এবং উহা তোমাদের পক্ষে দুষ্কর, হয়তো এমন বিষয়ে তোমরা বিরক্ত হইবে যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদিগের জন্য কল্যাণ, হয়তো যাহা তোমাদের জন্য অমঙ্গল সেই বস্তুতে তোমাদিগের প্রীতি আছে, (তাহা) ঈশ্বর জানেন, এবং তোমরা জান না। ২১৬। (র, ২৬, আ, ৬)

তাহারা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বলিও (হে মোহম্মদ,) সেই সময়ে সংগ্রাম করা গুরুতর (পাপ,)† এবং ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা ও তাঁহার সঙ্গে ও মস্‌জেদোল্ হরামের সঙ্গে বিদ্রোহাচরণ করা এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে তথা হইতে নিষ্কাশিত করা ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর (অপরাধ,) হত্যা করা অপেক্ষা ধর্মদ্রোহিতা গুরুতর, এবং যে পর্যন্ত তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম হইতে বিচ্যুত না করে সে পর্যন্ত সক্ষম হইলে অবিশ্রান্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা স্বধর্মে বিমুখ হয়, পরে ধর্মদ্রোহী থাকিয়া প্রাণত্যাগ করে, অনন্তর ইহারা তাহারাই যে, ইহলোকে পরলোকে তাহাদের সমুদায় ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, তাহারাই যাহারা নরকলোকে বাস করিবে, তথায় সর্বদা থাকিবে। ২১৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা ধর্মোদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ এবং যুদ্ধ করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরানুগ্রের আশা রাখে, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২১৮। তাহারা সুরাপান ও দ্যূত ক্রীড়াবিষয়ে তোমাকে (হে মোহম্মদ,) প্রশ্ন করিতেছে, এই দুই

* জমুহের পুত্র ওমর যে একজন মান্য গণ্য ধনী লোক ছিলেন, তিনি হজরতের নিকটে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে আমার প্রচুর সম্পত্তি আছে, তাহা কি প্রণালীতে ব্যয় করিব ? তাহাতে ঈশ্বর এই আদেশ করেন।

† হজরত মোহম্মদ নির্বাসনের দ্বিতীয় বৎসরে হজনের পুত্র আব্‌দোল্লাকে আপনার এক দল সহচর সঙ্গে দিয়া রতলতখলা নামক স্থানে প্রেরণ করিয়েছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তায়েফ হইতে আগত কোরেশ জাতীয় বণিক্‌দিগের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে বিপক্ষদলের প্রধান পুরুষ ওমর ও খেজর নামক দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। তখন রজব মাসের নবীনচন্দ্র মোসলমানদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহারা জানিতেন না যে, জমাদিয়ুস্সানি মাসের অবসান ও রজব মাসের আরম্ভ, এই সময়ে সংগ্রাম নিষিদ্ধ, এই কথা প্রচার হইলে কাফেরগণ কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মোহম্মদ অবৈধকে বৈধ করিল, নিজের শিষ্যদিগকে রজব মাসে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল। সেই সময়ে মোসলমানেরা নিষিদ্ধ মাস বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিলেন, তাহাতেই এই বচন অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

বিষয়ে গুরুতর অপরাধ, এবং লোকের লাভও আছে ; কিন্তু এই দুইয়ে লাভ অপেক্ষা অপরাধ গুরুতর।* তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কেমন দান করিব ? বল, অধিক দান কর, এইরূপ ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করেন, সম্ভবতঃ ইহলোক ও পরলোক বিষয়ে তোমরা চিন্তা করিবে। ২১৯।+এবং তাহারা নিরাশ্রয় লোকের সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বল, তাহাদের কুশলসম্পাদন শ্রেয়ঃ ; যদি তাহাদের সঙ্গে তোমরা বাস কর তবে তাহারা তোমাদের ভ্রাতা এবং পরমেশ্বর হিতকারী লোক হইতে অহিতকারীকে চিনিয়া থাকেন, এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে দৃঢ় আক্রমণ করিতেন, নিশ্চয়ই ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা। ২২০। এবং অনেকেশ্বরবাদিনী নারী যে পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করে তাহাকে বিবাহ করিও না, এবং অনেকেশ্বরবাদিনী (সৌন্দর্যে ও ধন-সম্পদ দানে) তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা বিশ্বাসিনী দাসী শ্রেষ্ঠা, এবং যে পর্যন্ত বিশ্বাসী না হয় অনেকেশ্বরবাদীকে কন্যা সম্প্রদান করিও না, অনেকেশ্বরবাদী পুরুষ তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা বিশ্বাসী দাস শ্রেষ্ঠ, সেই সকল লোকেরা নরকাগ্নির দিকে নিমন্ত্রণ করে ও ঈশ্বর স্বর্গের দিকে ও ক্ষমার দিকে স্বীয় আজ্ঞায় আহ্বান করেন, এবং মনুষ্যের জন্য স্বীয় নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন যেন তাহাতে তাহারা উপদেশ লাভ করিতে পারে÷। ২২১। (র, ২৭, আ, ৫)

মহাত্মা ওমর ও জবলের পুত্র মোয়াজ সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়াবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তখন সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়া আরবীয় লোকের মধ্যে বৈধরূপে প্রচলিত ছিল। এই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরের এই বাণী অবতীর্ণ হয়। সুরাপানে উষ্ণতা বৃদ্ধি, ভুক্তান্নের জীর্ণতা সম্পাদন, বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ ইত্যাদি শারীরিক বিষয়ে লাভ আছে। তখন দ্যূতক্রীড়ায় দরিদ্রদিগের লাভ ছিল, এরূপ রীতি ছিল যে, ক্রীড়ায় যে ব্যক্তি জয়ী হইত সে দরিদ্রদিগকে দান করিত। (ত, হো,)

সুরাপান ও দ্যূতক্রীড়াসম্বন্ধে অনেকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক আয়াতে এই দুয়ের দোষ বিবৃত আছে। মায়দা সুরার আয়াতে সুরাপান স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ। অপিচ যে বস্তু মাদকতার কারণ তাহাও অবৈধ হইয়াছে। যে সকল ক্রীড়ায় অর্থের প্রয়োগ হয় সেই সমস্ত ক্রীড়াও নিষিদ্ধ। (ত, হো,)

÷ মশ্‌বদ নামক একজন বীরপুরুষ অসহায় মোসলমানদিগকে গোপনে মক্কা হইতে মদিনায় লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তথায় এনাক নাম্নী একজন অনেকেশ্বরবাদিনী পরমরূপবতী নারীর সঙ্গে তাহার পূর্বাবস্থায় গুপ্ত প্রণয় ছিল। সে মক্কায় উপনীত হইলে এনাক তাহার নিকট আসিয়া সম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। মশ্‌বদ বলে, "এক্ষণ এস্‌লাম ধর্ম তোমার ও আমার মধ্যে সম্মিলনের অন্তরায় হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যভিচারের ভাবে সম্মিলন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।" এই কথা শুনিয়া এনাক বলিল, "তবে তুমি আমাকে ভার্যারূপে গ্রহণ কর।" মশ্‌বদ বলিল, "এ বিষয় প্রেরিত পুরুষের আদেশের উপর নির্ভর করে।" অনন্তর সে মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া হজরতের নিকট সবিশেষ নিবেদন করিল, তাহাতেই "যে পর্যন্ত অনেকেশ্বরবাদিনী বিশ্বাস স্থাপন না করে' এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপিচ সেই সময় রওয়াহার পুত্র

এবং তাহারা ঋতু সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বল (হে মোহম্মদ,) উহা অশুচি, অতএব ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগকে তোমরা পৃথক করিবে, এবং যে পর্যন্ত তাহারা শুচি না হয় তাহাদের নিকটবর্তী হইও না, তাহারা শুদ্ধ হইলে পর (স্নান করিলে) তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বর যে আদেশ করিয়াছেন, সেই ভূমি দিয়া তাহাদের নিকটে যাইও, সত্যই ঈশ্বর প্রত্যাবর্তনকারী ও শুদ্ধাচারীদিগকে প্রেম করেন* । ২২২ । তোমাদিগের স্ত্রী-সকল তোমাদের ক্ষেত্র, অতএব যে রূপে ইচ্ছা হয় ক্ষেত্রে আগমনপূর্বক স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও† এবং ঈশ্বর হইতে ভীত হইও, জানিও নিশ্চয় তোমরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, এবং বিশ্বাসী লোকদিগকে সুসংবাদ দান করিও । ২২৩ । তোমরা সদনুষ্ঠান এবং আত্মসংযমন ও লোকের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে স্বীয় শপথ করিতে ঈশ্বরকে ছল করিও না, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা‡ । ২২৪ । তোমাদের অযথা উক্তির শপথে ঈশ্বর তোমাদিগকে দোষী করেন না, কিন্তু তোমাদের মন যাহা করে তজ্জন্য তিনি তোমাদিগকে দোষী করেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ২২৫ । যাহারা স্বীয় ভার্যাগণের সম্বন্ধে শপথ করে তাহাদের জন্য চারি মাস কাল প্রতীক্ষণীয়, পরে যদি প্রত্যাবর্তন

আব্দোল্লা অবাধ্যতার জন্য স্বীয় কাফ্রি দাসীকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন । দাসী হজরতের নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করে । হজরত আব্দোল্লার নিকটে দাসীর অবস্থা অনুসন্ধান করেন । আব্দোল্লা বলিলেন যে, "সে নমাজ পড়ে ও রোজা পালন করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বরও প্রেরিত পুরুষকে প্রেম করে, কিন্তু বড় অবাধ্য ও কলহকারিণী ।" ইহা শুনিয়া হজরত বলিলেন, "সে ধর্মবিশ্বাসিনী, অতএব তাহার সঙ্গে তুমি সদ্ব্যবহার কর ।" অতঃপর আব্দোল্লা তাহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন । ইহা দেখিয়া অনেক লোক আব্দোল্লা কৃষ্ণাঙ্গী দাসীকে বিবাহ করিল বলিয়া তাহার নিন্দা করিতে লাগিল, তাহাতেই এই বচনের শেষাংশ অবতীর্ণ হয় । (ত, হো)

* ইহুদিগণ স্ব স্ব স্ত্রীর ঋতুকালে দূরে থাকে, তাহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টি করে না, তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন ও একত্র ভোজন অবৈধ বলিয়া জানে । ঈসায়ী পুরুষেরা ইহার বিপরীত আচরণ করে, তাহারা ঋতুমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথোপকথন ও একত্র ভোজন বরং একত্র শয়ন ও ক্রীড়াদি করিয়া থাকে । ওহদার পুত্র সাবেত স্বীয় ভার্যা ঋতুমতী হইলে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে এ বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন । তাহাতেই ঈশ্বরের এই বাণী অবতীর্ণ হয় । (ত, হো,)

† "স্বীয় জীবনের জন্য অগ্রে প্রেরণ করিও," এই কথার তাৎপর্য স্বীয় জীবনের জন্য সন্তান কামনা কর, অথবা স্ত্রীসঙ্গের পূর্বে এরূপ সঙ্কল্প কর ও অবৈধ সহবাস হইতে প্রবৃত্তিকে সংযত রাখ । ঐ

‡ রহওয়ার পুত্র আব্দোল্লা স্বীয় ভগিনীপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের নামের শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহার সঙ্গে কথা কহিবেন না ও তাহার হিতানুষ্ঠান করিবেন না, এবং তাহার শত্রুগণের সঙ্গে তাহার সম্মিলন সম্পাদন করিবেন না । এই সূত্র উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর হজরতকে এই প্রত্যাদেশ করেন । (ত, হো,)

করে, (শপথ ত্যাগ করে) তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু।* ২২৬। এবং যদি পুরুষ স্ত্রীবর্জনের উদ্যোগ করে তবে নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২২৭। এবং বর্জিতা নারিগণ ঋতু তৃতীয়কাল পর্যন্ত আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিবে, এবং যদি তাহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস করে তবে ঈশ্বর তাহাদের গর্ভে যাহা সৃজন করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের পক্ষে উচিত নহে, এবং যদি ইতিমধ্যে তাহাদিগের স্বামিগণ হিতাকাঙ্ক্ষা করে তবে তাহারা তাহাদিগকে প্রতিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত, পুরুষদিগের যেরূপ সেই স্ত্রিগণের উপর বৈধাচারে (স্বত্ব,) স্ত্রিগণেরও তদ্রূপ, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা। ২২৮। (র, ২৮, আ, ৭)

বর্জন দুইবার মাত্র, পরে বিধিমতে রক্ষা করা অথবা সকুশলে বিদায় করিয়া দেওয়া বিহিত,† এবং ঈশ্বরের অনুশাসন নরনারী পালন করিতে পারিবে না এই আশঙ্কা ব্যতীত স্ত্রিগণকে যে কিছু দান করা হইয়াছে তাহা প্রতিগ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে. অনন্তর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে দম্পতী দ্বারা ঈশ্বরের অনুশাসন প্রতিপালিত হইবে না, তবে স্ত্রী বিনিময় প্রতিদান করিলে উভয়ের পক্ষে অপরাধ নহে, ইহা ঈশ্বরের ব্যবস্থা, অতএব তাহা উলঙ্ঘন করিও না, যাহারা পরমেশ্বরের বিধিকে অতিক্রম করে পরে তাহারাই যাহারা অত্যাচারী‡। ২২৯। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) বর্জন করে তবে তাহার পর যে পর্যন্ত তদ্ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সে বিবাহিতা না হয় (পূর্বোক্ত) পুরুষের জন্য সেই নারী বৈধ নহে, পরে (দ্বিতীয়) পুরুষ তাহাকে বর্জন করিলে যদি উভয়ে বোধ করে যে পরমেশ্বরের অনুশাসন প্রতিপালন করিতে পারিবে তবে এমতাবস্থায় পরিণয়ে

* আমি স্বীয় পত্নীর নিকটে যাইব না, কেহ এরূপ শপথ করিলে সে চারি মাস পত্নীর সঙ্গ না করিয়া শপথের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, অন্যথা স্ত্রী ত্যাগ করিবে। (ত, ফা,)

† পৌত্তলিকতার সময়ে স্ত্রী বর্জনের নির্ধারিত সংখ্যা ছিল না। এক স্ত্রীকে দশবার বর্জন করিয়া পুরুষ পুনর্বার তাহাকে প্রতিগ্রহণ করিতে পারিত। একদা একটি স্ত্রীলোক হজরতের সহধর্মিণী মহামান্যা আয়েশার নিকটে আসিয়া আপন স্বামীর অত্যাচারের বিষয় এরূপ নিবেদন করিয়াছিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে পুনঃ পুনঃ বর্জন ও প্রতিগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ দিতেছে। এই বিবরণ হজরতের কর্ণগোচর হইলে দুই বার মাত্র বর্জনবিধিপ্রবচনের অভ্যুদয় হয় (ত, হো,)

‡ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম বর্জনে এই বিধি। দ্বিতীয় বর্জনের পর পুনর্গ্রহণের বিধি নাই। তবে ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাহার স্বত্ব প্রদান করিতে সক্ষম হইলে তাহাকে রাখিতে পারে। সেইরূপ গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া কর্তব্য। যাহা দান করা হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিবে, এই উদ্দেশ্য করিয়া স্ত্রীকে আবদ্ধ করিবে না। যখন কোনরূপে উভয়ের মিলন হইবে না, নিরুপায়ের অবস্থা, এবং পুরুষের পক্ষে স্বত্ব পরিশোধে ত্রুটি হইতেছে না, তখন সকল লোক মিলিয়া স্ত্রীর সঙ্গে কিছু নির্ধারণ করিবেন, এবং পুরুষকে সম্মত করাইয়া বর্জন করাইবেন। (ত, ফা,)

প্রত্যাবর্তন করা উভয়ের পক্ষে দোষাবহ নহে, এবং ইহা ঈশ্বরের বিধি, তিনি জ্ঞানী লোকদিগের জন্য ইহা বিবৃত করিতেছেন। ২৩০। এবং যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে বর্জন কর পরে যখন তাহারা নির্ধারিত সময় প্রাপ্ত হয় তখন তাহাদিগকে বিধিমতে রক্ষা করিও অথবা বিধিমতে বিদায় করিয়া দিও, এবং তাহাদিগকে ক্লেশ দিবার জন্য আবদ্ধ রাখিও না, তাহা করিলে সীমা লঙ্ঘন করিবে, যে ব্যক্তি ইহা করে নিশ্চয় সে নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, এবং তোমরা ঈশ্বরের বচন সকলের প্রতি বিদ্রূপ করিও না, তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দান ও তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য জ্ঞান ও গ্রন্থযোগে যাহা তোমাদের নিকট অবতারণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিও, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও ও জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। ২৩১। (র, ২৯, আ, ৩)

এবং যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে বর্জন কর পরে তাহারা স্বীয় নির্দিষ্টকাল প্রাপ্ত হয় তখন প্রকৃষ্ট রীতি অনুসারে পরস্পর সম্মত হইলে স্বীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত হইতে তাহাদিগকে বারণ করিও না, এই আজ্ঞা, এতদ্বারা তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী তাহাদিগকে উপদেশ করা যাইতেছে, ইহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ ও অতিশয় বিশুদ্ধ, ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তোমরা জ্ঞাত নহ। ২৩২। এবং পূর্ণ দুই বৎসর কাল সন্তানকে স্তন্যদান মাতার কর্তব্য, যে ব্যক্তি স্তন্যপানের কাল পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে এই বিধি, যে লোকের সন্তান তাহার উপর স্ত্রীর যথোচিত ভরণপোষণের ভার, কোন ব্যক্তিকে তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত ক্লেশ দেওয়া যায় না, আপন সন্তানের জন্য মাতাকে ও পিতাকে ক্লেশ দান অবিধেয়, এবং উত্তরাধিকারীর প্রতিও এবংবিধ নিয়ম, পরন্তু যদি (পিতা মাতা) পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ অনুসারে সন্তানকে স্তন্যপান হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহে তবে তাহাদিগের প্রতি অপরাধ নাই,* এবং তোমাদের যাহা দেয় তাহা সম্যক্ সমর্পণ করিয়া যদি তোমরা স্বীয় সন্তানগণকে (ধাত্রীযোগে) দুগ্ধপান করাও তবে তোমাদিগের প্রতি দোষ নাই, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, জানিও তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা দর্শন করেন। ২৩৩। এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা গতাসু হইয়া ভার্যাগণকে পরিত্যাগ করে, সেই (পরিত্যক্ত) স্ত্রীলোকেরা চারিমাস দশ দিন কাল আপনাদিগকে প্রতীক্ষায় রাখিবে, পরে নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে যথাবিহিত যাহা করে তাহাতে তোমাদের প্রতি কোন দোষ নাই, এবং তোমরা যাহা কর ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত আছেন†। ২৩৪। এবং নারিগণের প্রতি অভিলাষ

* যে স্থলে স্ত্রীবর্জন হইয়া গেল, এবং স্তন্যপায়ী সন্তান রহিল সে স্থলে মাতা দুগ্ধ দানের জন্য দুই বৎসর কাল আবদ্ধ থাকিবেন, পিতা তাহার ব্যয় নির্বাহ করিবেন। পিতার অভাব হইলে সন্তানের উত্তরাধিকারী তাহার ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং পিতা মাতা নির্দিষ্ট দুই বৎসরের পূর্বে দুগ্ধ ছাড়াইতে সক্ষম, পিতা অন্য কাহারও যোগে দুগ্ধ পান করাইয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু ইহার পরিবর্তে সম্পত্তির কোন স্বত্ব কর্তন করিতে তাঁহার অধিকার নাই। (ত, ফা,)

† বর্জনান্তে তিন ঋতুর পর বিবাহের নির্দিষ্ট কাল। স্বামীর মৃত্যু হইলে চারিমাস দশ দিন প্রতীক্ষণীয়। গর্ভানুভূত না হইলে এই দুই কাল নিরূপিত, কিন্তু গর্ভ হইলে প্রসবকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষণীয়। (ত, ফা,)

তোমরা ইঙ্গিত বাক্যে প্রকাশ করিলে অথবা স্বীয় অন্তরে গোপন করিয়া রাখিলে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নহে, পরমেশ্বর জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে স্মরণ করিবে, কিন্তু যথাবিধি উক্তি (ইঙ্গিত বাক্য) বলা ব্যতীত তাহাদিগকে গোপনে বিবাহের অঙ্গীকার জানাইবে না, এবং যে পর্যন্ত লিখিত সময় উপস্থিত না হয় উদ্বাহবন্ধনে সমুদ্যত হইবে না, এবং জানিও তোমাদের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর নিশ্চয় তাহা জ্ঞাত হন, অতএব তাঁহাকে ভয় করিও, ও জানিও সত্যই ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও গম্ভীর* । ২৩৫ । (র, ৩০, আ, ৪)

স্ত্রিগণকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য কোন নির্ধারণ নিরূপণ কর নাই, এমন অবস্থায় যদি তোমরা তাহাদিগকে বর্জন কর তাহা হইলে তোমাদিগের পক্ষে দোষ নাই, এবং (সেই বর্জিত নারিগণ) সম্পন্ন বা দরিদ্র হইলে তদবস্থানুসারে তাহাদিগকে ধন দান করিবে, ধন সমুচিত রূপে দেয়, এবং হিতানুষ্ঠানকারী-দিগের প্রতি এই বিধি । ২৩৬ । এবং তাহাদিগকে সংস্পর্শ করার পূর্বে ও তাহাদিগের সম্বন্ধে ঔদ্বাহিক দান নির্ধারণ করার পর যদি তোমরা তাহাদিগকে বর্জন কর তবে স্ত্রীদিগের ক্ষমা করা অথবা যাহার হস্তে বিবাহবন্ধন হয় তাহার ক্ষমা করা ব্যতীত নির্ধারিত ঔদ্বাহিক দানের অর্ধাংশ (তোমাদের দেয়,) এবং তোমাদিগের ক্ষমা (নির্ধারিত অর্থ না চাহিলেও দান করা (বৈরাগ্য হয়, এবং তোমরা আপনাদের মধ্যে হিতসাধনে বিস্মৃত হইও না, তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দর্শক† । ২৩৭ । তোমরা নমাজ সকলকে বিশেষতঃ মধ্যম নমাজকে রক্ষা করিও, এবং ঈশ্বরের নিকটে বাধ্যভাবে দণ্ডায়মান থাকিও‡ । ২৩৮ । অনন্তর যদি

* স্ত্রী স্বামী কর্তৃক বর্জিত হইয়া যে পর্যন্ত নির্ধারিত কাল প্রতীক্ষায় থাকে সে পর্যন্ত কাহারও উচিত নহে যে তাহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হয়, অথবা বিবাহের স্পষ্ট অঙ্গীকার করে । কিন্তু অন্তরে সে এরূপ সংকল্প করিতে পারে যে, সময় উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিব, অথবা অন্য লোকে প্রস্তাব করিবার পূর্বে ইঙ্গিতে এরূপ ভাবে তাহাকে জানাইতে পারে যে, তোমাকে সকলেই প্রীতি করিবে, অথবা এরূপ বলিবে যে, আমার বিবাহে ইচ্ছা আছে । (ত, ফা,)

† উদ্বাহ উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীকে সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন । এই দানকে "মহর" বলে । উদ্বাহসময়ে, "মহর" নির্ধারিত না হইলেও উদ্বাহ সিদ্ধ হয় । "মহর" অর্থাৎ ঔদ্বাহিক দান বা যৌতুক নির্ধারণ পরেও হইতে পারে । যদি ঔদ্বাহিক দান নির্ধারণের ও সহবাসের পূর্বে স্ত্রী বর্জিতা হয় তবে সেই দান তাহাকে অর্পণ করিতে স্বামী বাধ্য নহে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অর্থানুকূল্য করা উচিত । ঔদ্বাহিক দান নির্ধারণের পর ও সহবাসের পূর্বে বর্জন করা হইলে নির্ধারিত দানের অর্ধাংশ দিতে হইবে । কিন্তু যদি স্ত্রী ক্ষমা করে অর্থাৎ গ্রহণ করিতে না চাহে, এবং যিনি বিবাহ বন্ধন ও ভঙ্গ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত তিনি ক্ষমা করেন, তবে তাহা না দিলেও চলে । কিন্তু স্বামীর পক্ষে উহা অপেক্ষা করিয়া দান করা শ্রেয়ঃ । (ত, ফা,)

‡ দিবা রজনীর মধ্যস্থিত নমাজ মধ্যম নমাজ, উহা অসরের নমাজ অর্থাৎ অপরাহ্ণিক নমাজ । এই নমাজের প্রতি দৃঢ়তা অধিক প্রয়োজন । স্ত্রীবর্জনবিধিস্থানে নমাজের বিধি হওয়ার কারণ এই যে, সাংসারিক ব্যাপারে মগ্ন হইয়া লোকে

তোমরা (শত্রু হইতে) ভয় প্রাপ্ত হও, তবে আরোহী থাক বা পদাতিক থাক, পরে যখন নির্ভয় হইবে তোমরা যাহা (যে নমাজ) জানিতে না পরমেশ্বর তোমাদিগকে যেমন তাহা শিক্ষা দিয়াছেন তখন তদনুসারে তাঁহাকে স্মরণ করিও*। ২৩৯। এবং তোমাদিগের মধ্যে যে সকল লোক প্রাণ ত্যাগ করে ও ভার্যাদিগকে রাখিয়া যায়, সংবৎসরকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে (ভার্যাদিগকে) গৃহের বাহির না করিয়া সম্পত্তি-দানবিষয়ে নির্ধারণ করা বিধেয়, যদি তাহারা বাহির হইয়া যায় তবে তাহারা নিজের সম্বন্ধে যথাবিধি যাহা করিল তজ্জন্য তোমাদের প্রতি দোষ নাই, এবং ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুনণ†। ২৪০। বর্জিত নারিগণকে যথাবিধি ধন দান ধর্মভীরু লোকদিগের সম্বন্ধে বিধি। ২৪১। পরমেশ্বর তোমাদিগের জন্য এইরূপে প্রবচন সকল ব্যক্ত করেন যেন তোমরা জ্ঞান লাভ করিতে পার। ২৪২। (র, ৩১, আ, ৭)

যাহারা আপন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল তোমরা কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর নাই ? তাহারা বহুসহস্র লোক ছিল যে, মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছিল, পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মৃত্যু হউক" তৎপর তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন, নিশ্চয় ঈশ্বর মনুষ্যের প্রতি একান্ত দয়ালু, কিন্তু অধিকাংশ লোক ধন্যবাদ করে না‡। ২৪৩। এবং পরমেশ্বরের পথে সংগ্রাম করিও, ও জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর

ঈশ্বরপূজা ভুলিয়া যাইতে পারে, এ নিমিত্ত আপরাহ্নিক নমাজের দৃঢ়তা রক্ষা করার বিধি হইয়াছে, যেহেতু এই সময়েই সাংসারিক ব্যস্ততা অধিক হয়। (ত, ফা,)

* সংগ্রামকালে কি পদাতিক কি আরোহী সকলের প্রতি এই উক্তিযোগে উপাসনা করার বিধি হইল। তখন উপাসনা কেবলাভিমুখে হউক বা না হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। (ত, হো,)

† পূর্বে এই রীতি ছিল যে, বিধবা হওয়ার পর নারী এক বৎসর কাল বিশেষ নিয়মে বন্ধ থাকিতেন, জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিতেন, বেশভূষায় নিবৃত্ত থাকিতেন। মজর বংশীয়া নারী হইলে হয় তিনি স্বামীর গৃহে বন্ধুগণের সঙ্গে বাস করিতেন, নয় তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার জন্য তথায় অন্য গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ওবর বংশীয়া হইলে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র পটমণ্ডপ স্থাপিত হইত, তিনি সংবৎসর কাল সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না, উপজীবিকা স্বামীর বন্ধুগণ হইতে গ্রহণ করিতেন। যখন নির্দিষ্ট গৃহ হইতে বাহিরে আগমন করিতেন সেইকাল হইতে জীবিকা বন্ধ হইত। যে সময় হজরত মদিনায় পদার্পণ করিলেন তখন তায়েফ নিবাসী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাঁহার পিতা-মাতা ও এক স্ত্রী এবং এক পুত্র ছিল, সে আপন ত্যক্ত সম্পত্তি পিতা-মাতা ও পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেয়, স্ত্রীর জন্য অংশ নির্দেশ করে না। তখন স্বামীর সম্পত্তি হইতে স্ত্রীর জীবিকা প্রাপ্য ইত্যাদি বিষয়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ পূর্বতন কোন মণ্ডলীর কয়েক সহস্র লোক ধন-সম্পত্তি লইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহারা ভয় পাইয়া শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইল, মৃত্যুভয়ে ভীত হইল, দৈববলে তাহাদের বিশ্বাস হইল না। অনন্তর এক স্থানে উপনীত হওয়ার পর তাহাদের সকলের মৃত্যু হয়। সপ্তাহান্তে প্রেরিত-পুরুষের আশীর্বাদে তাহারা সকলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া অনুতাপ করে। এস্থলে এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুভয়ে যুদ্ধ না করিলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। (ত, ফা,)

শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২৪৪। কে সে যে পরমেশ্বরকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করে? পরে পরমেশ্বর তাহার জন্য উহার দ্বিগুণ বহুগুণ (পুরস্কার) দান করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর (জীবিকা) সঙ্কোচ ও বিস্তৃত করেন, তাঁহার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে*। ২৪৫। মুসার পরলোকান্তে এস্রায়েল বংশীয় এক প্রধান দলের প্রতি কি তুমি দৃষ্টি কর নাই? যখন তাহারা আপনাদের তত্ত্ববাহককে বলিল যে, "আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর, আমরা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিব," সে বলিল, "যদি তোমাদিগের সম্বন্ধে যুদ্ধ লিখিত হয়, তোমরা যুদ্ধ করিবে না এরূপ কি প্রস্তুত?" তাহারা বলিল, "আমাদের এমন কি হইয়াছে যে, আমরা ঈশ্বরের পথে যুদ্ধ করিব না? বস্তুতঃ আমরা আপন আলয় হইতে ও সন্তানগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি;" পরে যখন তাহাদের প্রতি সংগ্রাম লিখিত হইল, তখন তাহাদিগের অল্প কয়েক জন ব্যতীত সকলেই পশ্চাৎপদ হইল; পরমেশ্বর দুর্বৃত্তদিগকে জ্ঞাত আছেন†। ২৪৬। এবং তাহাদিগের পেগাম্বর তাহাদিগকে বলিল; "সত্যই ঈশ্বর তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা নিযুক্ত করিয়াছেন;" তাহারা বলিল, "আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে? এবং রাজত্বে তাহা অপেক্ষা আমাদের স্বত্ব অধিক, সে প্রচুর ধনৈশ্বর্যসম্পন্ন নহে"; সে বলিল, "ঈশ্বর তোমাদের জন্য তাহাকেই মনোনীত করিয়াছেন, এবং জ্ঞান ও শরীরবিষয়ে তাহাকে অধিক বিস্তৃতি প্রদান করিয়াছেন ও ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় স্বীয় রাজ্য দান করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর উদারস্বভাব ও জ্ঞানী"‡। ২৪৭। এবং তাহাদিগকে তাহাদের সংবাদবাহক বলিল, "নিশ্চয় তাহার রাজত্বের লক্ষণ এই যে, তোমাদের নিকটে এক মঞ্জুষা উপস্থিত হইবে, তন্মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত শান্তিপত্র এবং মুসা ও হারুণের বংশোদ্ভব লোকের

* ঈশ্বরকে ঋণদান করার তাৎপর্য ধর্মযুদ্ধে অর্থ ব্যয় করা। জীবিকা সঙ্কোচের অর্থাৎ দরিদ্রতার চিন্তা করিবে না, ঈশ্বরের হস্ত প্রসারিত আছে। (ত, ফা,)

† মুসার পরলোকান্তে কিয়ৎকাল এস্রায়েল বংশীয় লোকের সুখের অবস্থা ছিল। পরে যখন তাঁহাদিগের চরিত্র মন্দ হইল তখন শত্রু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। জবালুত নামক একজন ধর্মদ্রোহী রাজা তাঁহাদের হস্ত হইতে রাজ্যের কিয়দংশ কাড়িয়া লইল ও তাঁহাদিগের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল ও অনেককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। অবশিষ্ট লোকেরা পলায়ন করিয়া জেরুজিলাম নগরে যাইয়া তদানীন্তন পেগাম্বর মহাত্মা শমুয়েলের নিকটে প্রার্থনা করিল যে, "আমাদের জন্য একজন ভাগ্যবান রাজা নিযুক্ত করুন। ভাগ্যবান্ দলপতি ব্যতীত আমরা যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহি।" (ত, ফা,)

‡ পূর্বে তালুতের বংশীয় কোন ব্যক্তি রাজত্ব করে নাই। এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের দৃষ্টিতে এজন্য তিনি ঘৃণিত হইলেন। তখন ঈশ্বর পেগাম্বরের হস্তে একটি যষ্টি প্রদান করিয়া আদেশ করিলেন যে, এই যষ্টির অনুরূপ দীর্ঘ যাহার দেহ হইবে রাজত্বে তাহারই অধিকার। এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববাহক স্বীয় মণ্ডলীকে বলিলেন, শারীরিক বল ও বিদ্যাবুদ্ধি যোগে কেহ রাজত্ব পাইবে না, যে ব্যক্তি এই যষ্টিতুল্য দীর্ঘকায় হইবে তাহারই রাজত্ব হইবে। তালুতের কলেবর উক্ত যষ্টির অনুরূপ দীর্ঘ হইল, তিনি রাজ্যলাভ করিলেন। (ত, ফা,)

পরিত্যক্ত অবশিষ্ট বস্তুজাত আছে, দেবগণ উহা বহন করিবে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে নিশ্চয় তাহাতে নিদর্শন সকল আছে*। ২৪৮। (র, ৩২, আ, ৬)

পরে যখন তালুত সসৈন্যে বহির্গত হইল, তখন সে, (সৈন্যগণকে) বলিল, "নিশ্চয় ঈশ্বর একটি জলপ্রণালী দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন, যে ব্যক্তি তাহা হইতে জল পান করিবে সে আমার দলস্থ নহে, এবং যে ব্যক্তি তাহা পান করিবে না, স্বহস্তে গন্ডূষ মাত্র ব্যতীত পান করিবে না, তবে নিশ্চয় সে আমার লোক ;" কিন্তু তাহাদের অল্প লোক ভিন্ন সকলেই তাহা হইতে পান করিল পরে যখন সে ও তাহার সহচর বিশ্বাসিগণ তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গেল তখন তাহারা বলিল, "অদ্য জবালুত ও তাহার সৈন্যের (সম্মুখে উপস্থিত) হইতে আমাদের ক্ষমতা নাই।" যে সকল লোক পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহারা বলিল, "অনেকবার হইয়াছে যে, ঈশ্বরের আজ্ঞায় অল্প লোক বহু লোকের উপর জয় লাভ করিয়াছে, এবং ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের সহায়†। ২৪৯। যখন তাহারা জবালুত ও তাহার সৈন্যগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন বলিল, "হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ধৈর্য দান কর ও আমাদের চরণ দৃঢ় কর, এবং কাফেরদিগের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর"। ২৫০। অনন্তর ঈশ্বরের আজ্ঞায় তাহারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিল ও দাউদ জবালুতকে বধ করিল, এবং ঈশ্বর তাহাকে রাজ্য ও বিচক্ষণতা প্রদান করিলেন, সে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল তিনি তাহাকে তাহা শিক্ষা দিলেন ; এবং

---

* এস্রায়েল বংশীয়েরা এক পেটিকা প্রাপ্ত হন। সেই পেটিকায় মহাপুরুষ মুসা ও হারুণের প্রসাদ দ্রব্য সকল স্থাপিত ছিল। এস্রায়েল সন্ততিগণ যুদ্ধকালে দলপতির অগ্রে অগ্রে তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন ও শত্রুকে আক্রমণ করিতেন ; তাহাতে ঈশ্বর শত্রুর উপর তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করিতেন। যখন তাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন তখন শত্রুগণ তাঁহাদিগ হইতে সেই পেটিকা কাড়িয়া লইয়া যায়। এক্ষণ তালুত রাজা হইয়া রাত্রিকালে স্বীয় গৃহদ্বারে উহা প্রাপ্ত হন। এইরূপ সহজে মঞ্জুষা পাইবার কারণ এই যে, শত্রু-রাজ্যের যেস্থানে তাহা স্থাপিত ছিল সে দেশে ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়, পাঁচটি নগর সংক্রামক রোগে উৎসন্ন হইয়া যায়। উক্ত মঞ্জুষাকে এই বিপদের কারণ জানিয়া শত্রুপক্ষীয় লোকেরা দুইটি বলীবর্দের উপর তাহা স্থাপনপূর্বক রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেয়। কথিত আছে দুই ফেরেস্তা পেটিকাবাহী বলীবর্দদ্বয়কে তাড়াইয়া তালুতের দ্বারদেশ পর্যন্ত আনিয়া উপস্থিত করে। (ত, ফা,)

† সমুদায় লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তালুতের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তালুত নির্ধারণ করিয়াছিলেন যে, যাহারা নির্ভীক যুবক তাহারাই আমার সঙ্গে রণক্ষেত্রে যাইতে পারিবে। সেরূপ অশীতি সহস্র লোক যাত্রা করিল। তালুত পথে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। এক দিন জল পাওয়া গেল না, পরে এক জলপ্রণালীর নিকটে তিনি সসৈন্য উপস্থিত হইলেন। বলিলেন যে, এই প্রণালী হইতে যে ব্যক্তি এক গন্ডূষের অধিক জল পান করিবে সে আমার দলস্থ লোক নহে, সে আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তিন শত তের জন লোকমাত্র পান করিল না, অন্য সকলেই স্বেচ্ছানুসারে জল পান করিয়া দলচ্যুত হইল। (ত, ফা.)

যদি ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর এক দল দ্বারা অন্য দলকে দূর না করিতেন নিশ্চয় পৃথিবী উৎসন্ন হইত, কিন্তু ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগের প্রতি পরম সদয়*। ২৫১। এ সকল ঐশ্বরিক বচন, তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) আমি সত্যরূপে তাহা পাঠ করিতেছি, নিশ্চয় তুমি পেগাম্বরদিগের অন্তর্গত। ২৫২। এই সকল প্রেরিত পুরুষ, ইহাদের মধ্যে একজনের উপর অন্য জনকে আমি শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি,† কাহার কাহার সঙ্গে ঈশ্বর কথা কহিয়াছেন,‡ এবং ইহাদের কাহার পদ উন্নত করিয়াছেন, এবং আমি মরয়মের পুত্র ঈসাকে অলৌকিকতাদানে ও পবিত্রাত্মাযোগে সাহায্য দান করিয়াছি, এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সেই প্রেরিত পুরুষদিগের অন্তে যাহারা ছিল তাহার স্পষ্ট নিদর্শন সকল প্রাপ্তির পর পরস্পর বিবাদ করিত না, কিন্তু বিরোধ করিলে$ পরে তাহাদিগের কেহ ধর্মবিশ্বাসী হইল ও তাহাদের কেহ ধর্মদ্রোহী হইল, এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন তবে তাহারা সংগ্রাম করিত না, কিন্তু ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা করেন। ২৫৩। (র, ৩৩, আ, ৫)

হে বিশ্বাসী লোকসকল, আমি তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছি, যাহাতে ক্রয় বিক্রয়, বন্ধুতা ও অনুরোধ থাকিবে না সেই দিন আসিবার পূর্বে তাহা ব্যয় কর, এবং সেই কাফেরগণই অত্যাচারী। ২৫৪। এবং পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই,

* তিন শত জন সেনার মধ্যে মহাপুরুষ দাউদ ও তাঁহার পিতা এবং তাঁহার ছয় ভ্রাতা ছিলেন। দাউদ তিন খণ্ড প্রস্তর পথ হইতে কুড়াইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উভয় দলে সমরসজ্জা হইলে জবালুত স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বলিল, "তোমাদের সকলের জন্য একাকী আমি উপস্থিত, আমার সম্মুখীন হইতে থাক।" তখন পেগাম্বর দাউদের পিতাকে আহবান করিয়া বলিলেন যে, "তুমি স্বীয় পুত্রগণকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" দাউদের পিতা দাউদকে প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার ছয় ভ্রাতাকে আনিয়া দেখাইলেন। দাউদের ভ্রাতৃগণ দৃঢ়োন্নত বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। দাউদ পশুপাল চরাইতেন, তাঁহার কলেবর বীর পুরুষোচিত ছিল না। তথাপি প্রেরিত পুরুষ দাউদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জবালুতকে পরাস্ত করিতে পারিবে?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, পারিব।" অতঃপর দাউদ জবালুতের সম্মুখে যাইয়া সেই তিন প্রস্তর দ্বারা কৌশলপূর্বক তাহাকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাহাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর তালুত দাউদকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তালুতের মৃত্যুর পরে দাউদ রাজা হন। অজ্ঞ লোকেরা বলিয়া থাকে যে, যুদ্ধ পেগাম্বরদিগের কার্য নহে। এই ইতিহাস দ্বারা জানা যায় যে, ধর্মযুদ্ধ পূর্বেও প্রচলিত ছিল, ধর্মযুদ্ধ না থাকিলে অত্যাচারী লোকেরা দেশ ছারখার করিত। (ত, ফা,)

† ঈশ্বর কোন তত্ত্ববাহককে মণ্ডলীবিশেষের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, কাহাকে বা মানবজাতি সাধারণের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত তত্ত্ববাহক অপেক্ষা শেষোক্ত তত্ত্ববাহকের শ্রেষ্ঠতা আছে। (ত, হো,)

‡ মহাপুরুষ আদম ও মহাপুরুষ মূসা এবং মহাপুরুষ মোহাম্মদের সঙ্গে পরমেশ্বর কথা কহিয়াছিলেন। (ত, হো,)

$ ঈসায়ী ও মূসায়ী লোকেরা সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বিরোধ করিয়াছে। (ত, হো,)

তিনি জীবন্ত ও অটল, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত নহেন, দ্যুলোকে যাহা ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা তাঁহারই, কে আছে যে তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার নিকটে শাফায়ত (পাপীর পাপ মুক্তির জন্য অনুরোধ) করে ? তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তিনি তাহা জানেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তদতিরিক্ত তাঁহার জ্ঞানের কোন বিষয়ে মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না, তাঁহার সিংহাসন ভূলোক ও দ্যুলোককে অধিকার করিয়াছে, এবং এ দুইয়ের সংরক্ষণ তাঁহার প্রতি ভারবহ নহে, তিনি উন্নত ও মহান্ । ২৫৫ । ধর্মের জন্য বলপ্রয়োগ নাই, নিশ্চয় পথভ্রান্তির পর পথ প্রকাশ পাইয়াছে, অবশেষে যে ব্যক্তি প্রতিমার প্রতি বিমুখ হইয়া পরমেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিবে নিশ্চয় সে দৃঢ় অবলম্বনকে ধারণ করিবে, তাহা ছিন্ন হইবে না, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা । ২৫৬ । পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের নেতা, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যান । ২৫৭ । যাহারা কাফের, প্রতিমা তাহাদিগের নেতা, সে তাহাদিগকে জ্যোতি হইতে অন্ধকারে লইয়া যায় ; তাহারা নরকাগ্নির অধিবাসী, তথায় তাহারা সর্বদা বাস করিবে । ২৫৮ (র, ৩৪, আ, ৫)

তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি কর নাই, যে ব্যক্তি এব্রাহিমের সঙ্গে তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিবাদ করিয়াছিল ? তাহাকে ঈশ্বর রাজত্ব দিয়াছিলেন ; যখন এব্রাহিম বলিল, "যিনি আমার প্রতিপালক তিনি জীবন দান ও সংহার করেন ;" সে বলিল, "আমি জীবন রক্ষা করি ও বধ করিয়া থাকি ;" এব্রাহিম বলিল, "পরন্তু নিশ্চয় ঈশ্বর সূর্যকে পূর্ব দিক্ হইতে আনয়ন করেন, তবে তুমি তাহাকে পশ্চিম দিক্ হইতে লইয়া আইস, অবশেষে সেই ঈশ্বরদ্রোহী পরাস্ত হইল, বস্তুতঃ ঈশ্বর অত্যাচারী লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না* । ২৫৯ । অথবা যেমন সেই ব্যক্তি কোন গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার গৃহ ছাদের উপর পতিত ছিল† সে বলিল, "ঈশ্বর ইহাকে কি প্রকারে ইহার বিনাশের পর সজীব করিবেন ?" অনন্তর পরমেশ্বর তাহাকে শত বৎসর জীবনশূন্য রাখিলেন, অতঃপর জীবন দান করিলেন ; কত বিলম্ব হইল ? (ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলে) সে বলিল, "একদিন কিংবা একদিনের অধিক ;" তিনি বলিলেন, "বরং তুমি একশত বৎসর বিলম্ব করিয়াছ, অনন্তর তোমার অন্ন ও তোমার জলের প্রতি দৃষ্টি কর তাহা বিকৃত হয় নাই, এবং

---

* নোমরুদ নামক এক ঈশ্বরদ্রোহী রাজা ছিলেন, সে রাজ্যৈশ্বর্যের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন । প্রজাগণ তাঁহাকে বা তাঁহার প্রতিমূর্তিকে ঈশ্বরভাবে পূজা করিত । এব্রাহিম তাহার প্রজা ছিলেন, অথচ তাহাকে সেরূপ পূজা করেন নাই । রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যে, "আমি স্বীয় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকে পূজা করি না ।" রাজা বলিলেন, "আমিই ঈশ্বর ।" এব্রাহিম উত্তর করিলেন, "আমি রাজাকে ঈশ্বর বলি না, তিনিই ঈশ্বর যিনি প্রাণ দান ও প্রাণ সংহার করিতে পারেন ।" তখন রাজা দুই জন কারাবাসীকে কারাগার হইতে আনয়ন করিলেন, তাহার এক জনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছিল তাহাকে মুক্তি দিলেন, অপর ব্যক্তি কিয়দ্দিনের জন্য বন্দী হইয়াছিল তাহার শিরচ্ছেদন করিলেন । (ত, ফা,)

† গৃহ, ছাদের উপর পতিত হওয়ার অর্থ প্রথমে ছাদ পড়িয়া যায়, পরে গৃহের প্রাচীরাদি পতিত হয় । (ত, হো,)

তোমার গর্দভের প্রতি দৃষ্টি কর এবং আমি মানববৃন্দের জন্য তোমাকে নিদর্শন করিব, দেখ (গর্দভের) অস্থি সকলকে আমি কিরূপ সঞ্চালন করিতেছি, এবং তৎপর সেই সকলকে মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছি ;" অনন্তর যখন তাহার নিকটে তাহা প্রকাশিত হইল তখন সে বলিল, "নিশ্চয় জ্ঞাত হইলাম ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতা-শালী*।" ২৬০। এবং যখন এব্রাহিম বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি কি প্রকারে মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও ;" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর না ?" এব্রাহিম বলিল, "হাঁ, (বিশ্বাস করি,) কিন্তু তাহাতে আমার মনের প্রবোধ হইবে ;" তিনি বলিলেন, "চারিটি পক্ষী গ্রহণ কর, তৎপর নিজের নিকটে তাহাদিগকে চিনিয়া লও, তৎপর তাহাদের মাংসখণ্ড সকল প্রত্যেক পর্বতে নিক্ষেপ কর, তৎপর তাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা দ্রুতগতি তোমার নিকটে চলিয়া আসিবে, এবং জানিও ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ†। ২৬১। (র, ৩৫, আ, ৩)

* যাহার সম্বন্ধে এই ঘটনা হইয়াছিল তিনি আজিজ নামক প্রেরিত পুরুষ। নোজন্ত নসর নামক একজন কাফের রাজা ছিলেন। সেই রাজা এস্রায়েল বংশীয় লোকের উপর জয়লাভ করিয়া জেরুজিলাম নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। জেরুজিলাম নগরই উল্লিখিত গ্রাম। নোজন্ত নসর তথাকার নিবাসী এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার কিয়ৎকাল পরে মহাপুরুষ আজিজ তথায় উপস্থিত হন। তিনি নগরের অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এস্থানে আর কেমন করিয়া বসতি হইবে।" তখন সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে তিনি শত বৎসর অন্তে পুনর্বার জীবিত হন। তৎকালে তাহার পানীয় ও খাদ্য দ্রব্য তাহার নিকটে পূর্বা-বস্থায় স্থাপিত ছিল, আরোহণের গর্দভটি মরিয়া অস্থিতে পরিণত হইয়াছিল, তখন তাহা তাহার সাক্ষাতে জীবিত হইল। সেই এক শত বৎসরের মধ্যে এস্রায়েল জাতি মুক্ত হইয়া পুনর্বার উক্ত নগরে আসিয়া বসতি করিয়াছিল। আজিজ জীবিত হইয়া নগর জনাকীর্ণ দেখিলেন। (ত, ফা,)

† ময়ূর, কুক্কুট, কাক, পারাবত এই চারি পক্ষী আনীত হইয়াছিল। সকলকে মারিয়া এক পর্বতে সমুদায়ের মস্তক, অপর পর্বতে পালক, অন্য পর্বতের উপর ডানা, আর এক পর্বতের উপর অপর অঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিয়া প্রথমোক্ত পক্ষীকে আহ্বান করিলে তাহার মস্তক শূন্যে উত্থিত হইল, তৎপর তাহার বক্ষ, ডানা ও পালক ইত্যাদি দ্রুতবেগে আসিয়া তাহাতে সংলগ্ন হইল। অপর তিনি পক্ষীর সম্বন্ধেও এরূপ ঘটিল। (ত, ফা,)

ময়ূর প্রভৃতি চারিটি পক্ষী হত্যা করার তাৎপর্য সাধনাস্ত্রে চারিটি কুপ্রবৃত্তিকে বলিদান করিয়া নিত্য জীবন লাভ করা। ময়ূর সৌন্দর্যবিকাশ ও বেশবিন্যাসের আলয়, তাহার মস্তক ছেদন কর, অর্থাৎ বাহ্যিক চাকচিক্য প্রকাশে নিবৃত্ত থাক। কুক্কুট কামাসক্ত তাহাকে ছেদন কর, অর্থাৎ আপনাকে কামবন্ধন হইতে মুক্ত কর। কাক লোভী তাহার শিরশ্ছেদন কর, অর্থাৎ লোভ ও কামনা বিসর্জন দেও। কপোত আসঙ্গ-লিপ্সু তাহার কণ্ঠ ছিন্ন কর, ইহার অর্থ লোক-সহবাসের আসক্তি পরিত্যাগ কর। অপিচ দেহস্থিত অনলানিলমৃৎসলিল এই চতুর্ভূতের চতুর্বিধ বিকার। সেই বিকার সকলকে সাধনাস্ত্রে ছিন্ন করিতে হইবে।

যেমন একটি শস্যবীজ সাতটি শস্যমঞ্জরী উৎপাদন করে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয়, পরমেশ্বরের পথে যাহারা স্বীয় সম্পত্তি ব্যয় করে তাহাদের অবস্থা তদ্রূপ, এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় ঈশ্বর দ্বিগুণ প্রদান করেন, এবং ঈশ্বর দাতা ও জ্ঞাতা। ২৬১। যাহারা ঈশ্বরের পথে আপনাদের ধন ব্যয় করে, তৎপর ধনের উপকার স্থাপনের অনুসরণ করে না*, এবং (গ্রহীতাদিগকে) ক্লেশ দেয় না,† তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে ও তাহাদিগের ভয় নাই, এবং তাহারা সন্তাপিত হইবে না। ২৬২। দানের পরে ক্লেশ প্রদান করা অপেক্ষা কোমল কথা বলা ও ক্ষমা করা শ্রেয়ঃ, এবং ঈশ্বর নিরাকাঙ্ক্ষ ও প্রশান্ত। ২৬৩। হে বিশ্বাসী লোক সকল, উপকার স্থাপন ও ক্লেশ দান করিয়া যে ব্যক্তি লোক প্রদর্শনের জন্য স্বীয় ধন দান করে, পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না তাহার ন্যায় তোমাদিগের ধর্মার্থ দানকে তোমরা ব্যর্থ করিও না, সে মৃত্তিকাবৃত কঠিন প্রস্তরের ন্যায়, যেমন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়, পরে তাহাকে মৃন্মুক্ত করিয়া ফেলে, (দান প্রদর্শকগণ) যাহা করে তাহারা তাহার কিছুরই উপর অধিকার রাখে না, এবং ঈশ্বর ধর্মদ্রোহী লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না‡। ২৬৪। এবং যাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য ও আপন অন্তরের বিশ্বাসের জন্য দান করে তাহারা উচ্চভূমিস্থিত উদ্যানের ন্যায়, যথা, তাহাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইল, পরে তাহার দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হইল, পরন্তু যদি তাহাতে প্রচুব বৃষ্টিপাত নাও হয় শিশির বিন্দু (উপকার করিয়া থাকে,) তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর দেখিতেছেন$। ২৬৫।

অনলের বিকার অহংকার, অনিলের বিকার কামাসক্তি, মৃত্তিকার বিকার মলিনতা সলিলের বিকার লোভ। ঈশ্বরের জন্য এই চারি শারীরিক ভাবের কণ্ঠ ছেদন কর, পরে চারিকে বিশ্বাস প্রেমজ্ঞানেতে জীবিত কর। (ত, হো,)

* উপকার স্থাপন করার অর্থ উপকার করিবার জন্য দান গ্রহীতাকে ঋণী করা। দীনদরিদ্রের উপর উপকার স্থাপন করিলে দানের আর পুরস্কার কি? অপিচ ধনে ঈশ্বরের স্বত্ব, ধনী ধনবাহক ভিন্ন নহে, গ্রহীতা ধনাধিকারী ঈশ্বরের নিকটে ঋণী থাকিবে, ধনবাহকের নিকটে নহে। (ত, হো,)

† ক্লেশ দান, অর্থাৎ দান করিবার সময় দীন ভিক্ষুকদিগকে কটূক্তি ও তাড়না করা। (ত, হো,)

‡ উপরের দৃষ্টান্তে ধর্মার্থ দানের পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে। যথা একটি বীজ বপন করিলে সাতটি মঞ্জরী জন্মে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। এই প্রবচনের দৃষ্টান্তে দানের সাত্ত্বিকতার আবশ্যকতা বিবৃত হইয়াছে। প্রদর্শনের অনুরোধে দান করা, না, যেমন, অল্প মৃত্তিকাবৃত প্রস্তরের উপর বীজ বপন করা, বারিবর্ষণে সেই মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়, বীজ অঙ্কুরিত হয় না। (ত, ফা,)

$ বৃষ্টিপাত অর্থে অধিক ধন দান, শিশিরপাত অর্থে অল্প দান। শুদ্ধ সংকল্প হইয়া দান করিলে বহু দানের বহু ফল হয়, অল্প দানের অল্প ফল হইয়া থাকে। যেমন উৎকৃষ্ট ভূমিতে ঈশ্বর বারিবর্ষণ করিলেও উপকার হয়, শিশির-পাতেও উপকার হয়। শুদ্ধ সংকল্পবিহীন হইয়া যত অধিক ব্যয় করা যায় তত ক্ষতি। কেন না তদবস্থায় অধিক ধন দান করিলে দান প্রদর্শনও অধিক হয়। যেমন মৃত্তিকাবৃত প্রস্তরগত বীজের উপর যত অধিক বারিবর্ষণ হয় তত মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যায়। (ত, হো,)

কেহ কি ইহা ভালবাসে যে তাহার জন্য দ্রাক্ষা ও খোর্মা ফলের উদ্যান হয় ও তাহার ভিতর দিয়া জলপ্রণালী প্রবাহিত থাকে, তাহার জন্য তথায় নানা প্রকার ফল জন্মে ও সে বৃদ্ধত্ব লাভ করে, এবং তাহার সন্তানগণ দুর্বল হয়, অতঃপর এই অবস্থায় সেই উদ্যানে অগ্নি সহ বাতাবর্ত আসিয়া প্রবেশ করে, পরে উহা দগ্ধ হইয়া যায় ? এইরূপ ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়ত সকল ব্যক্ত করেন, আশা যে তোমরা চিন্তা করিবে * । ২৬৬ । (র, ৩৬, আ, ৬)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, তোমাদের উপার্জিত যে ধন বিশুদ্ধ ও আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত্র হইতে যাহা উৎপাদন করি তাহা ব্যয় করিও, মন্দ বস্তু দান করিতে সংকল্প করিও না ; প্রকৃতপক্ষে তৎপ্রতি নয়ন মুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরা গ্রহণকারী নহ. এবং জানিও পরমেশ্বর নিষ্কাম ও প্রশংসিত† । ২৬৭ । শয়তান তোমাদের সঙ্গে দরিদ্রতার অঙ্গীকার করে ও গর্হিত কর্মে আদেশ করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বর স্বীয় ক্ষমা বিষয়ে ও সম্পদ দানে তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেন ; এবং ঈশ্বর প্রমুক্তস্বভাব ও জ্ঞানী‡ । ২৬৮ । +যাহাকে ইচ্ছা হয় তিনি জ্ঞান প্রদান করেন ও যাহার প্রতি জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে পরে নিশ্চয় তাহাকে বহু কল্যাণ দেওয়া গিয়াছে, এবং জ্ঞানবান লোক ব্যতীত কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না । ২৬৯ । এবং তোমরা যাহা (ধর্মার্থে) দান করিয়াছ অথবা কোন সৎসংকল্পে সংকল্প করিয়াছ, নিশ্চয়

* যৌবনকালে কেহ উদ্যান লাভ করিয়া মনে করিল যে, বৃদ্ধকালে তাহা দ্বারা উপকার লাভ করিবে। কিন্তু সেই সময় তাহা দগ্ধ হইয়া গেল। উপকার স্থাপনকারী দাতাদিগের অবস্থা এইরূপ ; পরিণামে তাহাদের দানের ফল বিনষ্ট হয়। (ত, হো,)

† অনেক সদাশয় দয়াবান লোক খোর্মা ফলের সময়ে সুপক্ব উত্তম খোর্মাপুঞ্জ বিদেশাগত দীন-দরিদ্র লোকেরা ভক্ষণ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে লোকের অগোচরে মস্জেদের প্রান্তে রাখিয়া দিতেন। এক দিন এক জন বিষয়াসক্ত ধনবান লোক কতকগুলি খোর্মা ফল অন্যায়োপার্জিত অর্থে ক্রয় করিয়া প্রকাশ্যে আনয়নপূর্বক সেই সকল বিশুদ্ধ খোর্মার সঙ্গে মিশাইয়া রাখিয়াছিল। ঈশ্বর এই দানকে অবিশুদ্ধ দান বলিলেন, বিশুদ্ধ বস্তু দান করিতে আদেশ করিলেন। (ত, হো,)

দান গৃহীত হওয়ার স্বত্ব এই যে, যে বস্তু বৈধ তাহা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান করিবে, অবৈধ বস্তু দিবে না। "তৎপ্রতি নয়ন মুদ্রিত করা ব্যতীত তোমরা তাহার গ্রহণকারী নহ।" ইহার অর্থ বাধ্য না হইয়া তোমরা অবিশুদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিবে না, কেন না, ঈশ্বর নিষ্কাম, তাঁহার কামনা নাই, তিনি প্রশংসিত ; অর্থাৎ উত্তম উত্তমকেই মনোনীত করেন। (ত, ফা,)

‡ যখন ধন দান করিলে আমি দরিদ্র হইয়া যাইব মনে এরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় ও গর্হিত কার্যে সাহস হয় এবং ঈশ্বরের উত্তেজনা বাক্য শুনিয়াও দান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পায়, তখন জানিও এই ভাব শয়তানের নিকট হইতে আসিয়াছে। এবং যখন মনে এরূপ ভাব হয় যে দান করিলে পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভ হইবে, তাঁহার নিকটে কোন অভাব নাই, চাহিলেই পাওয়া যাইবে, তখন জানিও এই ভাব ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। (ত, ফা,)

ঈশ্বর তাহা জানেন, কুক্রিয়াশীল লোকদিগের কোন সাহায্যকারী নাই* । ২৭০ । যদি তোমরা ধর্মার্থ দান প্রকাশ কর তবে তাহা ভাল† । যদি তাহা গোপন কর ও তাহা দীন-দরিদ্রদিগকে দান কর তবে তাহাও তোমাদের জন্য উত্তম, এবং ইহা তোমাদের অনেক পাপ দূর করিয়া থাকে, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অবগত । ২৭১ । তাহাদের উপদেশ (হে মোহম্মদ,) তোমার জন অপ্রয়োজন, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ও তোমরা যাহা সদ্ব্যয় কর পরে (তাহা) তোমাদের হিতের নিমিত্ত হয়, এবং পরমেশ্বরের আনন উদ্দেশ্য না করিয়া তোমরা দান করিও না, তোমরা যে শুভ দান করিবে তা তোমাদের নিকটে প্রেরিত হইবে, এবং তোমরা উৎপীড়িত হইবে না । ২৭২ । এই সকল দীনহীনের জন্য, (দান বিধেয়) যাহারা ঈশ্বরের পথে বদ্ধ রহিয়াছে, পৃথিবীতে পর্যটন করিতে পারে না ; ধনাকাঙ্ক্ষা করে না বলিয়া লোকেরা যাহাদিগকে মূর্খ মনে করে তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিতেছ, তাহারা ব্যগ্র হইয়া লোকের নিকট প্রার্থনা করে না ; এবং তোমরা যে ধর্মার্থ দান কর অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন‡ । ২৭৩ । (র, ৩৭, আ, ৭)

যে সকল লোক দিবা-রজনী প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় ধন দান করে, পরে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কার আছে ; এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা সন্তাপিত হইবে না । ২৭৪ । যাহাদিগকে শয়তান আক্রমণ করিয়া মতিচ্ছন্ন করিয়াছে তাহারা যেরূপ (সমাধি হইতে) উত্থিত হইবে, যাহারা কুসীদ গ্রহণ করে তাহারাও তদনুরূপ উত্থিত হইবে বৈ নহে ; ইহা এ জন্য যে, তাহা বলিয়াছে যে বাণিজ্য কুসীদ গ্রহণ সদৃশ ইহা ব্যতীত নহে, কিন্তু ঈশ্বর বাণিজ্যকে বৈধ ও সুদ গ্রহণকে অবৈধ (নির্ধারণ) করিয়াছেন ; অতএব যে স্বীয় প্রতিপালক হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে সে (এ কার্যে) বিরত থাকিবে ; পরিশেষে যাহা গত হইয়াছে তাহা তাহার জন্য, এবং তাহার কার্য ঈশ্বরেতে (সমর্পিত,) কিন্তু যাহারা (কুসীদ গ্রহণে) পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহারা নরকাগ্নির নিবাসী, তথায় তাহারা সর্বদা বাস করিবে$ । ২৭৫ । পরমেশ্বর সুদকে (সুদের

---

* কোন সংকল্প করিলে তাহা পূর্ণ করা বিধি । সংকল্প ভঙ্গ করিলে অপরাধী হইতে হয় । সংকল্প ঈশ্বরোদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কিছুর সম্বন্ধে হওয়া সঙ্গত নহে । এইমাত্র বলিবে যে আমি ঈশ্বরের জন্য অমুককে দান করিব । (ত, ফা,)

† প্রকাশ্য দানে অন্য লোকের উৎসাহ হয়, এই জন্য উত্তম । (ত, ফা,)

‡ যাহারা ঈশ্বরের পথে বদ্ধ রহিয়াছেন, উপার্জন করিতে পারেন না স্বীয় অভাব প্রকাশ করেন না, যথা হজরতের অনুবর্তিগণ স্বীয় উদ্যান গৃহ অট্টালিকা পরিত্যাগ পূর্বক হজরতের সহবাসে থাকিয়া জ্ঞানলাভ ও ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, এবং এক্ষণও যাঁহারা কোরআন অভ্যাস, ধর্ম সাধনায় রত, এমন লোকদিগকে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হয় । (ত, ফা,)

$ হজরত মোহম্মদ যে দিবস মক্কা জয় করেন সেই দিবস সুদ গ্রহণের অবৈধতার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন । ওমর বংশীয় ও মঘয়রা মুখ্জমী বংশীয় লোকদিগের মধ্যে সুদের আদান-প্রদান চলিতেছিল । ওমর পরিবারের লোকেরা এইভাবে সন্ধি স্থাপন করিল যে, অন্য লোকের নিকট তাহাদের সুদ গ্রহণ স্থির

মূদ্রা দ্বারা কৃত সৎকর্মকে) বিফল করেন, ধর্মার্থ দানকে গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর সমুদয় অপরাধী কাফেরকে প্রেম করেন না*। ২৭৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে ও ধর্মার্থ দান করিয়াছে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের জন্য পুরস্কার আছে, তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা সন্তাপিত হইবে না। ২৭৭। হে বিশ্বাসী লোকসকল, পরমেশ্বরকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক তবে সুদের যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা পরিত্যাগ কর। ২৭৮। অনন্তর যদি তোমরা ইহা না কর (নিবৃত্ত না হও) তবে ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিবাদ ইহা জ্ঞাত হইও এবং নিবৃত্ত হইলে তোমাদের জন্য মূলধন রহিল, তোমরা উৎপীড়ন করিও না, এবং উৎপীড়িত হইবে না। ২৭৯। এবং যদি (অধমর্ণ) রিক্তহস্ত হয় তবে অর্থাগম পর্যন্ত প্রতীক্ষণীয়, এবং যদি (তোমাদের) জ্ঞান থাকে তবে, (তাহাকে) দান করিলে তোমাদের পক্ষে মঙ্গল†। ২৮০। এবং যে দিবস তোমরা ঈশ্বরের নিকট প্রতিগমন করিবে সেই দিনকে ভয় কর, তৎপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা (যে সৎকর্ম) করিয়াছে তাহা তাহাদের প্রতি পূর্ণ প্রদত্ত হইবে, এবং তাহারা উৎপীড়িত হইবে না। ২৮১। (র, ৩৮, আ, ৮,)

হে বিশ্বাসী লোক সকল, যখন তোমরা নির্দিষ্ট কালের জন্য ঋণদানে পরস্পর কার্য করিবে তখন তাহা লিখিয়া লইবে, এবং তোমাদের মধ্যে লেখকের উচিত যে ন্যায্যরূপে লিখে, এবং ঈশ্বর যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন লেখক তদ্রূপ লিখিতে অসম্মত হইবে না, অবশেষে উচিত যে লিখে, এবং যাহার স্বত্ব সে লিখিবার বিবরণ বলিয়া দিবে, এবং তাহার উচিত যে স্বীয় প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং সেই ঋণের

রহিল, তাহাদের নিকটে অন্যের সুদ গ্রহণ রহিত হইল। সুদ দানে মঘয়রা পরিবারের অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। তাহারা এই বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল যে, আমরা কি দুর্ভাগ্য! ওমর বংশীয় লোকের সম্বন্ধে কুসীদের সম্বন্ধ রহিত হইল, আমরা এখনও এই বিপদে আক্রান্ত রহিলাম। অনন্তর তাহারা মক্কার শাদনকর্তা আতাবের নিকট এ বিষয় নিবেদন করে। আতাব এই ব্যাপার হজরতকে লিখিয়া জানান। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* সুদ গ্রহণে ধন অধিক সঞ্চিত হউক না কেন পরিণামে তাহা দুঃখের কারণ হয়। এবুন আব্বাস বলিয়াছেন যে, সেই ধন হইতে যাহা দান করা যায় বা অন্য কোন সৎকর্ম করা হয়, তাহা ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয় না। সে কার্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। (ত, হো,)

† ২৭৮ সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হইলে ওমরবংশীয় লোকেরা বলিল যে, "ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিবাদ করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই।" তাহারা প্রাপ্য সুদ পরিত্যাগ করিয়া মূলধন গ্রহণেই সম্মত হইল, কিন্তু মঘয়রা বংশীয় লোকেরা দরিদ্রতাবশতঃ মূলধন দিতে কিছুদিনের জন্য অবসর প্রার্থনা করিল। ওমর বংশীয়েরা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সত্বর মুদ্রা আদায়ের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহাতে অর্থাগম পর্যন্ত প্রতীক্ষণীয় এই ভাবের আয়াত অবতীর্ণ হয়। "যদি জ্ঞান থাকে" বাক্যে ঐহিক পারত্রিক কুশল সম্বন্ধে যদি জ্ঞান থাকে এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। (ত, হো,)

কিছু ক্ষতি না করে, পরন্তু যাহার স্বত্ব সে যদি অবোধ কিম্বা দুর্বল অথবা পাণ্ডুলিপি করিতে অক্ষম হয় তবে তাহার একজন কার্যকারক ন্যায্যরূপে বিবরণ লিখিবে, এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে, পরন্তু যদি দুইজন পুরুষের অভাব হয় তবে একজন পুরুষ ও তোমাদের মনোনীত এমন দুই জন স্ত্রীলোক সাক্ষী (যথেষ্ট) যদি তাহাদের এক স্ত্রী বিস্মৃত হয় তবে তাহাদের অন্য স্ত্রী স্মরণ করাইয়া দিবে, এবং সাক্ষিগণ আহূত হইলে অস্বীকার করিবে না ; তাহা (ঋণপত্র) ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক তাহার কিয়ৎকাল পর্যন্ত লিখিতে শৈথিল্য করিবে না, এই লিখা ঈশ্বরের নিকট অতিশয় ন্যায্য এবং সাক্ষ্যের নিমিত্ত সুদৃঢ়, ইহা তোমাদের সন্দেহের যোগ্য নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় ব্যবসায় যাহাতে আপনাদের মধ্যে হস্তে হস্তে আদান-প্রদান হয়, তাহাতে লেখা না হইলে তদ্বিষয়ে তোমাদের দোষ নাই, যখন তোমরা পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর তখন সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে ও লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দিবে না, এবং যদি তাহা কর তবে নিশ্চয় তোমাদের অপরাধ ; এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও ও পরমেশ্বর তোমাদিগকে শিক্ষা দান করেন ও পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ। ২৮২। এবং যদি তোমরা দেশ পর্যটনে থাক ও লেখক প্রাপ্ত না হও তবে বন্ধক হস্তগত করা উচিত ; পরন্তু তোমরা আপনাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করিলে যে ব্যক্তি বিশ্বাসভাজন হইয়াছে আপনার গচ্ছিত ধন তাহার পরিশোধ করা বিধেয়, এবং আপন প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করা উচিত ও সাক্ষ্য গোপন করিও না. এবং যে ব্যক্তি তাহা গোপন করে নিশ্চয় তাহার মন অপরাধী, তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অবগত। ২৮৩। (র. ৩৯, আ, ২)

দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং তোমাদের অন্তরের বিষয় যদ্যপি প্রকাশ কর কিম্বা তাহা গোপন কর তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বর তাহার হিসাব গ্রহণ করিবেন, অনন্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিয়া থাকেন ; এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ২৮৪। প্রেরিত পুরুষ তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তৎপ্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিয়াছে এবং বিশ্বাসী লোকেরা প্রত্যেকে ঈশ্বরকে. তাঁহার দেবগণকে ও তাঁহার পুস্তক সকলকে এবং প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং তাঁহার প্রেরিত পুরুষগণের মধ্যে প্রভেদ করে নাই, এবং তাহারা বলিয়াছে যে, "আমরা শ্রবণ মাত্র আজ্ঞা পালন করিলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, এবং তোমার নিকট আমাদিগের প্রতিগমন।" ২৮৫। ঈশ্বর কাহাকেও তাহার শক্তির অতিরিক্ত ক্লেশ দান করেন না ; সে যে কার্য করিয়াছে তাহা তাহার জন্য, সে যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা তাহার জন্য, (তাহারা বলে,) "হে আমার প্রতিপালক, আমরা বিস্মৃত হইলে কিম্বা দোষ করিয়া থাকিলে তুমি আমাদিগকে আক্রমণ করিও না ; হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদের উপর সেরূপ গুরুভার স্থাপন করিও না যদ্রূপ আমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগের উপর স্থাপন করিয়াছ ; হে আমাদের প্রতিপালক, এবং যাহা আমরা সহ্য করিতে অক্ষম তাহা আমাদের উপর অর্পণ করিও না, আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে মার্জনা কর, এবং আমাদিগকে দয়া কর, তুমি আমাদের প্রভু, অতএব ধর্মদ্রোহী দলের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর। ২৮৬। (র, ৪০, আ, ৩)

সূরা আল এমরান*

তৃতীয় অধ্যায়

২০০ আয়াত, ২০ রকু

(দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)

আলম্মা। ১। †সেই পরমেশ্বর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই; তিনি জীবন্ত, অটল। ২। তিনি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) সত্য গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, যাহা ইহার পুরোবর্তী ইহা তাহার সত্যতার প্রতিপাদক, এবং ইতিপূর্বে লোকদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য তওরাত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন, এবং অলৌকিকতা অবতারণ করিয়াছেন‡। ৩। নিশ্চয় যে সকল

---

* কয়েকজন ঈসায়ী মদিনায় আগমন করিয়া হজরত মোহম্মদের সঙ্গে মহাত্মা ঈসার বিষয়ে বিচার করিতে চাহিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ হওয়ার পর হজরত তাঁহাদিগকে এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলেন, "আমরা এসলাম ধর্মের বসনে আচ্ছাদিত আছি, ঐশ্বরিক ধর্মের অবতংস কর্ণে ধারণ করিয়াছি।" হজরত আজ্ঞা করিলেন, "পরমেশ্বরের সঙ্গে স্ত্রী পুত্রের সম্বন্ধ তোমাদিগকে এসলাম ধর্ম হইতে দূরে রাখিয়াছে।" ঈসায়ীরা বলিলেন, "আমরা ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করি। যদি ঈসা ঈশ্বরের পুত্র না হন তবে তাঁহার পিতা কে?" হজরত উত্তর করিলেন, "আমাদের ও তোমাদের ধর্মে ঈশ্বরের মৃত্যু স্বীকার উচিত নহে। তোমরা ঈসাকে ঈশ্বর বলিয়া থাক, কিন্তু ঈসা মৃত্যুর শরবত পান করিয়াছিলেন, এবং তোমরা মরয়মের গর্ভে ঈসাকৃতির ছবি ঈশ্বর কর্তৃক নিহিত হইয়াছে এরূপ মনে করিয়া থাক, আবার তোমাদের মতে ঈশ্বর মূর্তিনির্মাতা শিল্পী নহেন, এ দুই বিপরীত ভাব। অপিচ তোমরা বল যে, ঈসা গমনাগমন ও পান-ভোজন করিতেন, নিদ্রিত ও জাগরিত হইতেন, কিন্তু জানিও পরমেশ্বর এ সকল শারীরিক ক্রিয়া হইতে মুক্ত।" এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর এই সূরার প্রথম কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়। সূরার প্রথমে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বে ও অমরত্বের প্রসঙ্গ তদনন্তর প্রেরিতত্বের প্রসঙ্গ হইয়াছে। (ত, হো,)

এই সূরার আদি বাক্য "আলম্মা" বকরা সূরারও আদি শব্দ ইহাই, কিন্তু বকরায় "আলম্মার" অর্থ "আমি ঈশ্বর সুবিজ্ঞ।" এখানে "আলম্মার" অন্যরূপ অর্থ। ইহার এক এক বর্ণের এক এক প্রকার অর্থ ও ভাব। প্রথম বর্ণের অর্থ ঐশ্বরিক প্রচুর দান, দ্বিতীয় বর্ণের অর্থ তাঁহার মহা সাক্ষাৎকার, তৃতীয় বর্ণের অর্থ তাঁহার পুরাতন প্রেম। (ত, হো,)

† যাহা ইহার পুরোবর্তী ইত্যাদি উক্তির অন্বয় এ রূপে হইবে; যে যে গ্রন্থ এই কোরআন গ্রন্থের পূর্ববর্তী অর্থাৎ তওরাত ও ইঞ্জিল, সে সকলের সত্যতার প্রতিপাদক এই কোরআন। তিনি (ঈশ্বর) ইতিপূর্বে লোকদিগকে পথ প্রদর্শন

লোক ঐশ্বরিক নিদর্শনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, এবং পরমেশ্বর পরাক্রান্ত ও প্রতিফলদাতা। ৪। নিশ্চয় ভূলোকস্থ ও দ্যুলোকস্থ কোন বিষয় ঈশ্বরের নিকট গুপ্ত নহে। ৫। সেই তিনি যিনি ইচ্ছানুসারে জরায়ু কোষে তোমাদিগকে গঠন করেন, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি পরাক্রান্ত ও নিপুণ। ৬। সেই তিনি যিনি তোমার প্রতি গ্রন্থ (কোরআন) অবতারণ করিয়াছেন, তাহার কোন কোন আয়ত সুদৃঢ়, গ্রন্থের মূল সেই সকল ও অপর সকল পরস্পর সাদৃশ্যকারী, পরন্তু যাহাদিগের অন্তরে বক্রভাব আছে তাহারা গোলযোগ করার উদ্দেশ্যে ও তাহার মর্মবোধের উদ্দেশ্যে তাহার সেই সদৃশ্যাত্মক প্রবচনের অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার মর্ম ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ জানে না, জ্ঞানপ্রবীণ লোকেরা বলিবে যে, যে সকল আমাদের পরমেশ্বরের নিকট হইতে আগত তৎসমুদয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং সুবোধ লোক ব্যতীত অন্যে উপদেশ গ্রহণ করে না*। ৭। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করিও না, আমাদিগকে নিজের নিকট হইতে অনুগ্রহ দান কর, নিশ্চয় তুমি দাতা। ৮। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি সেই দিনে, (বিচার দিবসে) লোকসংগ্রহকারী, তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ ; নিশ্চয় ঈশ্বর অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করেন না। ৯। (র, ১, অ, ৯)

যে সকল লোক ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগের ধন ও তাহাদিগের সন্তান ঈশ্বরের নিকটে তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন ফলদায়ক হইবে না, এবং ইহারাই তাহারা যে নরকাগ্নির উদ্দীপক। ১০। † যেমন ফেরাওনীয় লোকদিগের এবং তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদিগের রীতি ছিল (ইহাদেরও সেইরূপ,) তাহারা আমার নিদর্শন সকলে অসত্যারোপ করিয়াছিল, অবশেষে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদিগের অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা†। ১১। যে সকল লোক ধর্ম-

করিবার জন্য তওয়াত ও ইঞ্জিল অবতারণ করিয়াছেন। মূলের অনুবাদে অন্বয়ানুসারে পদস্থাপন করিতে গেলে দুই আয়তকে এক আয়ত করিতে হয় বলিয়া তাহা করা গেল না।

* এই সূরায় ঈসায়ী লোকদিগকে শিক্ষাদান করা হয়। তাঁহারা সাধ্বী মরয়মকে ঈশ্বরের ভার্যা ও মহাপুরুষ ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া থাকেন। দাসত্ব অপেক্ষা ঈসার উচ্চপদ আবশ্যক এইরূপ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহবাণী শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তাঁহারা ব্যক্ত করেন। এ জন্য পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য সকলের মধ্যে এমন সাদৃশ্যাত্মক বাক্য আছে যাহার অর্থ স্পষ্ট নহে, পথভ্রান্ত লোকেরা আপন বুদ্ধি অনুসারে তাহার অর্থ করিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল লোক জ্ঞানেতে প্রবীণ তাহারা গ্রন্থের মূলস্বরূপ অন্য প্রবচনের সঙ্গে মিলাইয়া বুঝিল, না বুঝিলে ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করিয়া বলে, "ইহা পরমেশ্বর উত্তম জানেন, বিশ্বাস দ্বারা আমাদের কার্য।" (ত, ফা,)

† ফেরাওয়নীয় সম্প্রদায় অসত্য বলিয়া যেমন মহাপুরুষ মূসার প্রতি দোষারোপ করিয়াছিল, তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও তদ্রূপ পেগাম্বর আদ ও সমুদকে মিথ্যাবাদী ভাবিয়া ঈশ্বরের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিল ও আপনাদের তত্ত্ব-বাহকদিগের অলৌকিকতাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, সেই রীতি অনুসারে ইহুদী ও ঈসায়ীরা হজরত মোহম্মদের উপর অসত্যারোপ করিতেছে। (ত, হো,)

দ্রোহী তাহাদিগকে বল, "তোমরা পরাভূত হইবে ও নরকের দিকে সমাহৃত হইবে, এবং তাহা কুস্থান। ১২। নিশ্চয় পরস্পর মিলিত দুই দলে তোমাদের জন্য নিদর্শন-সকল আছে, এক দল ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়াছিল, এবং অপর দল কাফের ছিল, (মোসলমান সৈন্য) তাহাদিগকে আপনাদের দুই জনের সদৃশ চক্ষুর দর্শনে দর্শন করিতেছিল, এবং পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন আপন সাহায্যে বল বিধান করিয়া থাকেন, নিশ্চয় এ বিষয়ে চক্ষুষ্মান লোকদিগের নিমিত্ত একান্ত উপদেশ আছে*। ১৩। লোকের জন্য নারীর প্রতি সন্তানগণের প্রতি ও পুঞ্জীভূত রজত কাঞ্চনভাণ্ডারের প্রতি ও চিহ্নিত অশ্ব ও চতুষ্পদ (গবাদিপশু) এবং শস্য ক্ষেত্রের প্রতি শারীরিক প্রেম সজ্জীকৃত, এ সকল পার্থিব জীবনের সম্পত্তি, এবং ঈশ্বরের নিকটে শুভ প্রত্যাবর্তন। ১৪। বল, (হে মোহম্মদ,) ইহার মধ্যে কি উত্তম তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিব? বিষয়নিবৃত্ত লোকদিগের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে স্বর্গোদ্যান সকল আছে, তাহার নিম্নে† পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহারা তাহাতে চিরকাল থাকিবে, এবং (তাহাদের জন্য) পুণ্যবতী ভার্যা সকল ও ঈশ্বরের সন্তোষ থাকিবে, দাসদিগের প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টিকারী। ১৫। যাহারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী হইয়াছি, অতএব আমাদিগের অপরাধ তুমি ক্ষমা কর, অগ্নিদণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, (সেই বিষয়নিবৃত্ত লোকদিগের অবস্থা এইরূপ)। ১৬। তাহারা সহিষ্ণু, সত্যবাদী, বাধ্য, বদান্য, প্রাতঃকালে ক্ষমাপ্রার্থী ১৭। ঈশ্বর এই সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং দেবগণ ও পণ্ডিতগণ সাক্ষ্যদান করিয়াছেন যে, তিনি ন্যায়েতে বিদ্যমান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি পরাক্রান্ত নিপুণ। ১৮। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে যে ধর্ম তাহা এসলাম ধর্ম, এবং যাহারা গ্রন্থ লাভ করিয়াছে জ্ঞান তাহাদের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পর আপনাদের মধ্যে শত্রুতা ব্যতীত তাহারা তাহা (এসলাম ধর্ম) অগ্রাহ্য করে নাই, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের বিরোধী হইয়াছে নিশ্চয় ঈশ্বর সত্বর তাহার বিচার করিবেন। ১৯। অনন্তর যদি তাহারা (হে মোহম্মদ,) তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করে তবে তুমি বলিও আমি ঈশ্বরের জন্য স্বীয় আনন উৎসর্গ করিয়াছি, এবং যাহারা আমার অনুসরণ করিয়াছে, (তাহারা উৎসর্গ করিয়াছে,)‡ যাহারা গ্রন্থ প্রাপ্ত তাহাদিগকে ও অশিক্ষিতদিগকে বল, তোমরা কি এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছ? অবশেষে তাহারা যদি ধর্মানুগত হয় তবে নিশ্চয় পথ প্রাপ্ত হইবে, এবং যদি বিমুখ হয় তবে সংবাদ প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি অন্য কিছুই নহে, এবং পরমেশ্বর দাসদিগের প্রতি দৃষ্টিকারী। ২০। (র, ২, আ, ১১)

নিশ্চয় যে সকল লোক ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করে ও সংবাদ-বাহকদিগকে অযথা বধ করে, এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা ন্যায়েতে আদেশ

* বদরের যুদ্ধে তিন জন মোসলমান সৈন্যের সম্মুখে তিন জন করিয়া কাফের সৈন্য ছিল। কিন্তু মোহম্মদীয় সেনারা কাফেরদিগের তিন জনের স্থলে দুই জন দেখিতেন। তাঁহারা ভয় প্রাপ্ত না হন এ জন্য ঈশ্বর এরূপ বিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর, ঈশ্বর-কৃপায় মোসলমানেরা জয়ী হন। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ সেই উদ্যানতরুর নিম্নে। (ত, হো,)

‡ ঈশ্বরের জন্য স্বীয় আনন উৎসর্গ করার অর্থ আপন মন, বাক্য, সঙ্কল্প ও কার্য ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করা। (ত, হো,)

করিয়া থাকে তাহাদিগকে বধ করে, তুমি তাহাদিগকে দুঃখকর শাস্তির সংবাদ দান কর। ২১। ইহারা সেই সকল লোক যাহাদিগের ঐহিক-পারত্রিক কার্য বিনষ্ট হইয়াছে ও যাহাদিগের কোন সহায় নাই। ২২। যাহাদিগকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে ও ঐশ্বরিক গ্রন্থের দিকে যাহারা আহূত হইতেছে যেন তাহারা আপনাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করে, তুমি কি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই? তৎপর তাহাদের একদল অগ্রাহ্য করিল, বস্তুতঃ তাহারা অগ্রাহ্যকারী*। ২৩। ইহা এজন্য যে, তাহারা বলিয়া থাকে নির্দিষ্ট কিয়দ্দিন ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না, যে সমস্ত অপলাপ করিতেছে তাহাতে যে তাহারা আপন ধর্মেই প্রতারিত। ২৪। অনন্তর সেই দিনে যখন আমি নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে একত্রিত করিব তখন কিরূপ হইবে? প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা সম্যক্ দেওয়া যাইবে ও তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ২৫। তুমি বল, হে রাজ্যাধিপতি ঈশ্বর, তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয় রাজ্য দান করিয়া থাক ও যাহা হইতে ইচ্ছা হয় রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর, এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় উন্নত কর ও যাহাকে ইচ্ছা হয় অবনত কর, তোমার হস্তে কল্যাণ, তুমি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ২৬। তুমি রজনীকে দিবাতে ও দিবাকে রজনীতে আনয়ন কর, এবং মৃত্যু হইতে জীবন, জীবন হইতে মৃত্যু নিষ্ক্রামণ কর, এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাক। ২৭। বিশ্বাসিগণ বিশ্বাসী লোক ব্যতীত কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না, যাহারা তাহা করে অনন্তর তাহাদিগ হইতে তোমাদের সাবধান হওয়া ভিন্ন ঈশ্বর হইতে কিছুর মধ্যে নহে†, ঈশ্বর স্বতঃ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, এবং পরমেশ্বরের প্রতিই পরাবৃত্তি। ২৮। বল (হে মোহম্মদ,) আপন অন্তরে তোমরা যাহা গোপন করিয়া থাক, বা যাহা প্রকাশ কর ঈশ্বর তাহা জানেন, এবং দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা জানেন, এবং পরমেশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ২৯। প্রত্যেক ব্যক্তি যে সৎকর্ম করিয়াছে এবং যে অসৎ কর্ম করিয়াছে যেদিন সাক্ষাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবে সে ইচ্ছা করিবে যে যদি তাহার ও উহার (সেই অসৎ কর্মের) মধ্যে দূরতা

* ইহুদীদিগের সম্বন্ধে এই উক্তি। তাঁহাদের এক দল প্রস্তরাঘাতের বিধি অমান্য করিয়াছিলেন। এনাম সূরায় এই বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। হজরত একদল ইহুদীকে এসলাম ধর্মে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহাতে অমান নামক ইহুদী বলিল, "হে মোহম্মদ, ধর্মজ্ঞানীদিগের সভায় আমি তোমার সঙ্গে বিচার করিব।" হজরত বলিলেন, "তওরাত গ্রন্থের যে পত্রে আমার বর্ণনা আছে তাহা উপস্থিত কর।" সে তাহা উপস্থিত করিতে অসম্মত হইল। ঈশ্বর হজরতের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, ইহুদীদিগের তওরাত গ্রন্থ-যোগেই আহ্বান কর। হজরত তাহা করিলে ইহুদীরা অগ্রাহ্য করিল। গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহারা তাওরাত গ্রন্থের অল্প জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। এ স্থানে "ঐশ্বরিক গ্রন্থে" তাওরাত গ্রন্থ। (ত, হো,)

† তাহারা "ঈশ্বর হইতে কিছুর মধ্যে নহে।" এই কথার তাৎপর্য এই যে, ধর্মে দৃঢ় প্রাপ্তির পূর্বে ধর্মদ্রোহিগণ হইতে অল্পবিশ্বাসীর অনিষ্টাশংকা হয়, সে ঐশ্বরিক ধর্মের কিছুই প্রাপ্ত হয় না। (ত, হো)

হইত, (ভাল ছিল)* ঈশ্বর স্বতঃ তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন, ও ঈশ্বর দাসগণের প্রতি কৃপালু। ৩০। (র, ৩, আ, ১০)

বল, যদি তোমরা ঈশ্বরকে প্রেম কর তবে আমার অনুসরণ কর, ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রেম করিবেন, এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু†। ৩১। বল পরমেশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও, অনন্তর যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্মদ্রোহীদিগকে প্রেম করিবেন না। ৩২। নিশ্চয় ঈশ্বর আদমকে ও নূহাকে ও এব্রাহিমের সন্তান ও এম্‌রানের সন্তানকে (এক জন হইতে উৎপন্ন অন্য জনকে) সমস্ত লোকের উপর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা‡। ৩৩+৩৪। (স্মরণ কর,) যখন এম্‌রানের ভার্যা বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমি নিশ্চয় তোমার জন্য সংকল্প করিয়াছি যে, আমার গর্ভে যাহা (যে সন্তান) আছে সে মুক্ত হইবে$ অতএব তুমি আমা হইতে (তাহাকে) গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৩৫। অনন্তর যখন সে তাহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি কন্যা প্রসব করিলাম;' এবং সে যাহা প্রসব করিল ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত আছেন, (সে বলিল,) এ কন্যার তুল্য পুত্র নহে, সত্যই আমি ইহার নাম মরয়ম রাখিলাম, এবং সত্যই আমি নিষ্কামিত শয়তান হইতে ইহাকে ও ইহার সন্তানগণকে তোমার আশ্রয়ে রাখিতেছি। ৩৬। পরে তাহার প্রতিপালক তাহাকে (সেই কন্যাকে) শুভ গ্রহণে গ্রহণ করিলেন ও শুভ বর্ধনে তাহাকে বর্ধিত করিলেন, এবং জকরিয়ার প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলেন, যখন জকরিয়া মন্দিরে তাহার নিকটে আগমন করিল তখন তাহার সমীপে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "মরয়ম, তোমার জন্য ইহা কোথা হইতে হইল?" সে বলিল, "ইহা পরমেশ্বরের নিকট হইতে হইয়াছে;"

* অর্থাৎ সে আপন কর্ম দেখিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছু হইবে। (ত, হো,)

† যদি কেহ কাহারও প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে তাহার উচিত যে, আপন মতানুসারে না চলিয়া প্রণয়াস্পদের মতানুবর্তী হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে তিনি দাসের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, সে পাপ না করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের এই ইচ্ছার অনুবর্তী হয়, সে-ই তাহার প্রেম ও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকে। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ মরয়মের পিতার নাম এম্‌রান। মহাপুরুষ মুসার পিতার নামও এম্‌রান। এ স্থলে মরয়মের পিতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ এই সকল পেগাম্বরের সন্তানদিগের যোগ্যতা অনুসারে ঈশ্বর কোন কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন, এ স্থলে এই তাৎপর্য। (ত, ফা,)

$ এম্‌রান যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সেই সম্প্রদায়ে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল যে, পিতা-মাতা স্বীয় কোন কোন সন্তানকে নিজেদের সেবা হইতে মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত রাখিতেন, চিরজীবনের জন্য তাহার প্রতি কোন সংসারিক কার্যভার অর্পণ করিতেন না। সেই সন্তান সর্বদা ধর্মমন্দিরে ধর্মসাধনায় রত থাকিতেন। এম্‌রানের পত্নী গর্ভবতী হইলে তিনিও তদ্রূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। "সে মুক্ত হইবে" ইহার অর্থ এই যে, সেই সন্তান পিতা-মাতার আশ্রয় হইতে মুক্ত হইবে। (ত, ফা,)

নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় অগণ্য উপজীবিকা দান করেন*। ৩৭। সেই স্থানে জকরিয়া স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা করিল, বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আপন নিকট হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি প্রার্থনার শ্রোতা"। ৩৮। এবং সে উপাসনাস্থলে উপাসনাতে দণ্ডায়মান ছিল, অবশেষে দেবগণ ডাকিয়া বলিল, "নিশ্চয় ঈশ্বর ইয়হার বিষয়ে তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন, সে ঈশ্বরের এক উক্তির বিশ্বাসী,† স্ত্রীবিরাগী, শ্রেষ্ঠ এবং সাধুগণের মধ্যে সুসংবাদবাহক হইবে"। ৩৯। সে বলিল, "হে মম প্রতিপালক, কিরূপে আমার সন্তান হইবে, নিশ্চয় আমার বৃদ্ধত্ব লাভ হইয়াছে, এবং আমার পত্নী বন্ধ্যা;" "তিনি বলিলেন, "এই প্রকার, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া থাকেন।" ৪০। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন নিদর্শন নির্ধারণ কর; "তিনি বলিলেন, "তোমার জন্য এই নিদর্শন যে তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত করা ভিন্ন কথা কহিতে পারিবে না, তোমার প্রতিপালককে বহু স্মরণ কর, এবং প্রাতঃ-সন্ধ্যা বন্দনা কর‡। ৪১। (র, ৪, আ, ১১)

এবং তখন দেবগণ বলিল, "অয়ি মরয়ম, নিশ্চিত ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন ও তোমাকে শুদ্ধ করিয়াছেন, এবং তোমাকে জগতের নারীকুলের উপর স্বীকার করিয়াছেন"। ৪২। "অয়ি মরয়ম, তুমি আপন প্রতিপালকের অনুগত

* পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে পুত্র সন্তানকে উৎসর্গ করার নিয়ম। এম্‌রানের সহধর্মিণী কন্যা প্রসব করিয়া স্বকৃত সংকল্পের জন্য সংকুচিত হইলেন। পরে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কেহ বলিতেছেন সেই কন্যাকেই ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি তাহাকে মন্দিরে লইয়া যাও। তদনুসারে তিনি মরয়মকে উপাসনালয়ে লইয়া যান। ধর্মযাজকগণ প্রথমতঃ তাঁহাকে মন্দিরে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। পরে স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহারা কোন আপত্তি করেন না। জকরিয়ার পত্নী কন্যার মাতৃস্বসা ছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য মন্দিরের পার্শ্বে একটি কুটির নির্মিত হইয়াছিল। দিবাভাগে তিনি তথায় বাস করিতেন। রজনীতে জকরিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইতেন। একদা জকরিয়া দেব এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিলেন যে, যাহা সেই সময়ে উৎপন্ন হয় না এমন ফল মরয়ম ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। জকরিয়া বৃদ্ধ ও অপুত্রক ছিলেন। তখন এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি বৃদ্ধ বয়সে আশা করিলেন যে, ঈশ্বরকৃপায় আমিও সন্তান লাভ করিতে পারিব। তৎপর সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলেন। (ত, ফা,)

† ঈশ্বরের এক উক্তির বিশ্বাসী, এই কথার তাৎপর্য এই যে, পরমেশ্বরের এক আজ্ঞা যে ঈসা, ইয়হা তাহার সাক্ষ্য দান করিবেন। ঈসা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই কথা মহাপুরুষ ইয়হা পূর্বেই লোকের নিকটে ঘোষণা করিয়াছিলেন। মহাত্মা ঈসাকে পরমেশ্বর স্বীয় "আজ্ঞা" উপাধি দান করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জনক ব্যতিরেকে কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মিয়াছিলেন। (ত, ফা,)

‡ যে দিন মহাত্মা ইয়হা মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হইলেন, সেই দিন হইতে তিন দিন জকরিয়া কথা কহিতে সক্ষম হন নাই। তখন জকরিয়ার একোনশত বৎসর তাঁহার সহধর্মিণীর অষ্ট নবতি বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল এবং এই সময়ে তাঁহার গর্ভের সঞ্চার হয়। (ত, ফা,)

হইয়া থাক ও প্রণত হও, এবং উপাসনাকারীদিগের সঙ্গে উপাসনা কর"। ৪৩। ইহা (হে মোহম্মদ,) অন্তর্জগতের তত্ত্ব, ইহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছি, এবং যখন আপন লেখনী তাহারা নিক্ষেপ করিতেছিল যে তাহাদিগের মধ্যে কে মরয়মকে প্রতিপালন করিবে, তখন তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না, এবং যখন তাহারা বিতণ্ডা করিতেছিল, তখন তুমি তাহাদিগের নিকটে ছিলে না* । ৪৪। (স্মরণ কর, হে মোহম্মদ,) যখন দেবগণ বলিল, "মরয়ম, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাকে আপন এক উক্তির সুসংবাদ দান করিতেছেন, তাঁহার নাম মরয়ম নন্দন ঈসা মসীহ্, তিনি ইহ-পরলোকে মান্য এবং (ঈশ্বরের) নিকটবর্তীদিগের অন্তর্গত। ৪৫। "সে দোলারোহণে ও পৌঢ়াবস্থায় লোকের সঙ্গে কথা কহিবে, এবং সাধুদিগের অন্তর্গত হইবে† ।" ৪৬। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে, আমাকে পুরুষ স্পর্শ করে নাই," তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন সেইরূপ সৃজন করিয়া থাকেন, যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদন করেন, তাহাকে হও বলিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন নহে, তাহাতেই হয়। ৪৭। এবং তিনি তাহাকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান, এবং তওরাত ও বাইবেল শিক্ষা দিবেন। ৪৮। এবং এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের সম্বন্ধে প্রেরিত করিবেন, সে বলিবে, "নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি-পালকের নিদর্শন সহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মৃত্তিকা দ্বারা পক্ষিবৎ মূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুৎকার করি, পরে ঈশ্বরের আজ্ঞায় পক্ষী হয়, এবং আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করি ও মৃতকে জীবিত করিয়া থাকি, এবং তোমরা যাহা আহার কর, আপন গৃহে যাহা সঞ্চয় কর, তাহা তোমাদিগকে বলিয়া থাকি, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ইহাতে নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে‡ । ৪৯। এবং তোমাদের হস্তে যে তওরাত আছে আমি তাহার সত্যতার প্রতিপাদক এবং তাহাতে তোমাদের প্রতি যে কিছু অবৈধ হইয়াছে আমি তোমাদিগের জন্য বৈধ করিব, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট

* যখন মন্দিরের উপাসকগণ মরয়ম দেবীর জননীর স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন সকলেই তাহাকে প্রতিপালন করিতে উৎসুক হইলেন। এ বিষয়ে উক্তি ধরা হইল, প্রত্যেকে স্ব স্ব লেখনী যদ্দ্বারা তওরাত গ্রন্থ লিপি করিয়াছেন স্রোতস্বতীতে বিসর্জন করিলেন। জকরিয়া দেবের লেখনী ব্যতীত সকলের লেখনী স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া গেল। এই নিদর্শনে তিনি মরিয়ম দেবীর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। (ত, ফা,)

† মহাত্মা ঈসা যখন স্তন্যপায়ী শিশু ছিলেন, দোলায় দোলায়মান হইতেন সেই সময়ে কথা কহিয়াছিলেন। এরূপ শিশু কথা কহিতে পারে না, ইহা ঈসা দেবের একটি অলৌকিক ক্রিয়া। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি কথা কহিয়াছিলেন, অর্থাৎ তখন লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

‡ এই আয়তে ও নিম্নোক্ত দুই আয়তে মহাপুরুষ ঈসার সম্বন্ধে উক্তি। কথিত আছে যে, মহাত্মা ঈসা চর্মচটিকাবৎ পক্ষিমূর্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্মাণ করিয়া তদুপরি ফুৎকার করিতেন, তাহাতে উহা জীবিত হইয়া উড়িয়া যাইত। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে এই একটি অলৌকিক ক্রিয়া। পরন্তু গুপ্ত কথা বলিয়া দিতেন, এবং ইঙ্গিতে রোগীকে আরোগ্য, মৃতকে জীবিত করিতেন। (ত, হো,)

হইতে নিদর্শন সকল সহ তোমাদিগের সমীপে আসিয়াছি, অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং আমার অনুগত হও। ৫০। নিশ্চয় পরমেশ্বর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব তাঁহাকে পূজা কর, ইহাই সরল পথ।" ৫১। অনন্তর যখন ঈসা তাহাদের মধ্যে ধর্মদ্রোহিতা বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঈশ্বরের দিকে আমার সাহায্যকারী, কে আছে?" তখন ধর্মবন্ধুগণ বলিল, "আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী, আমরা পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তুমি সাক্ষী হও যে, আমরা ঈশ্বরানুগত*। ৫২। হে আমাদের প্রতিপালক, যাহা তুমি অবতারণ করিয়াছ আমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, এবং তোমার প্রেরিত পুরুষের অনুবর্তী হইলাম, তুমি আমাদিগকে সাক্ষীদিগের সঙ্গে লিপি কর। ৫৩। তাহারা চতুরতা করিল, এবং ঈশ্বর চতুরতা করিলেন, ঈশ্বর চতুরশ্রেষ্ঠ†। ৫৪। (র, ৫, আ, ১১)

(স্মরণ কর,) যখন পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন, "হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমার গ্রহণকারী ও আপন অভিমুখে তোমার সমুত্থাপনকারী এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগের মধ্য হইতে তোমার সংশোধনকারী, অপিচ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত কাফেরদিগের উপর তোমার অনুবর্তী লোকদিগের স্থাপনকারী, পরে আমার অভিমুখে তোমাদিগের পরাবৃত্তি, অবশেষে তোমরা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছিল তদ্বিষয়ে আমি তোমাদের মধ্যে বিচার করিব। ৫৫। অনন্তর যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি ইহ-পরলোকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিব, এবং তাহাদের জন্য সাহায্যকারী নাই। ৫৬। এবং কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, পরে আমি তাহাদিগের প্রাপ্য তাহাদিগকে পূর্ণ দান করিব, এবং ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না। ৫৭। এই (হে মোহম্মদ) তোমার নিকটে আমি বিজ্ঞানোপদেশ ও নির্দশন সকলের ইহা (এই বচন) পাঠ করিতেছি। ৫৮। নিশ্চয় ঈসার অবস্থা ঈশ্বরের নিকটে আদমের অবস্থার তুল্য, তিনি তাহাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, তৎপর তাহাকে বলিলেন "হও" তাহাতে সে হইল‡। ৫৯।

---

* এই আয়াতের ভাব এই যে, এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের জন্য মহাপুরুষ ঈসা প্রকৃত রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, ইহারা আমার প্রবর্তিত ধর্ম গ্রহণ করিবে না, তখন ইচ্ছা করিলেন অন্য কেহ তাঁহার ধর্ম প্রচার করে। পরে তাঁহার ধর্মবন্ধুদিগের দ্বারা সেই ধর্মের প্রচার হয়। এক্ষণও এস্রায়েল বংশীয় অল্প লোক এই ধর্মে স্থিতি করিতেছে (ত, ফা,)

† তদানীন্তন ইহুদী পণ্ডিতগণ তাহাদিগের শাসনকর্তাকে মহাপুরুষ ঈসার বিরুদ্ধে এ বলিয়া উত্তেজিত করিয়াছিল যে, এ ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী, এ তওরাতের বিধির বিপরীত অর্থ লোকদিগকে বুঝাইতেছে। শাসনকর্তা মহাত্মা ঈসাকে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করে। ইত্যবসরে ঈসার নিকট হইতে তাঁহার বন্ধুগণ পালাইয়া যায়। তখন পরমেশ্বর উক্ত মহাপুরুষকে স্বর্গে গ্রহণ করেন, তাঁহার এক মূর্তি মাত্র থাকে। তাহাকে তাহারা আনিয়া ক্রুশে বিদ্ধ করে। এই জন্য উক্ত হইয়াছে "তাহারা (ইহুদীরা) চতুরতা করিল, এবং ঈশ্বর চতুরতা করিলেন"। (ত, ফা,)

‡ হজরত মোহম্মদের সঙ্গে ঈসায়ী লোকেরা এই কথা লইয়া অত্যন্ত বিতন্ডা করিয়াছিল যে ঈসা ঈশ্বরের ভৃত্য নহেন তাঁহার পুত্র, যদি তিনি তাঁহার পুত্র

তোমার প্রতিপালক হইতেই সত্য হয়, অতএব তুমি সংশয়াত্মাদিগের অন্তর্গত হইও না। ৬০। অনন্তর তোমার এতৎ জ্ঞান প্রাপ্তির পরে যাহারা এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা করিতে থাকে তখন তুমি বলিও এস নিজের সন্তানদিগকে ও তোমাদের সন্তানদিগকে, এবং নিজের স্ত্রীগণকে ও তোমাদের স্ত্রীগণকে এবং নিজের প্রাণকে ও তোমাদের প্রাণকে আহ্বান করি, অতঃপর কাতর প্রার্থনা করি, পরিশেষে মিথ্যাবাদীর প্রতি পরমেশ্বরের অভিসম্পাত বলি*। ৬১। নিশ্চয় ইহা সত্য বৃত্তান্ত, পরমেশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর তিনি পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ। ৬২। অনন্তর যদি তাহারা গ্রাহ্য না করে তবে নিশ্চয় ঈশ্বর দুরাচারদিগকে অবগত হন। ৬৩। (র, ৬, আ, ৮)

তুমি বল, হে গ্রন্থধারী লোক সকল, তোমরা আমাদিগের ও তোমাদের উভয়ের মধ্যে এক সরল উক্তির দিকে এস যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিব না, তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশীরূপে স্থাপন করিব না, এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমরা কেহ আমাদের কাহাকেও ঈশ্বর গণ্য করিব না ; পরে যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে তবে তোমরা বল যে, এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে আমরা ঈশ্বরানুগত। ৬৪। হে গ্রন্থধারী লোক সকল, এব্রাহিমের বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা করিও না, তাহার পরলোকের পর ব্যতীত তওরাত ও বাইবেল অবতীর্ণ হয় নাই, অনন্তর তোমরা কি জানিতেছ? † ৬৫। জানিও তোমরা সেই লোক যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল তদ্বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করিয়াছ‡ পরে যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নাই কেন তদ্বিষয়ে তোমরা বিতর্ক করিতেছ?$ এবং ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তোমরা জ্ঞাত নহ। ৬৬। এব্রাহিম ইহুদী বা ঈসায়ী ছিল না, কিন্তু সে সত্য ধর্মাধীন আজ্ঞাবহ ছিল, এবং অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত ছিল না। ৬৭। নিশ্চয় এব্রাহিমের সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে তাহারা সুযোগ্য লোক, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং এই সংবাদবাহক ও

না হন তবে বল কাহার পুত্র? তদুত্তরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয় যে, আদমের পিতা মাতা ছিল না, ঈসারও ছিল না, আশ্চর্য কি? (ত, ফা,)

* পরমেশ্বর হজরত মোহম্মদকে বলিতেছেন, এতদূর বুঝাইলে পরও যদি ঈসায়ী সম্প্রদায় গ্রাহ্য না করে তবে মীমাংসার জন্য এই এক উপায় আছে যে, উভয় পক্ষের সকলে স্বয়ং স্ত্রী পুত্রগণ সহ আগমন করুক, এবং এই প্রার্থনা করুক, যে আমাদের মধ্যে যে কেহ মিথ্যাবাদী তাহার উপর অভিসম্পাত ও দণ্ড অবতীর্ণ হউক। অতঃপর হজরত স্বয়ং ফাতেমা দেবী ও মহাত্মা আলি এবং এমাম হাসন ও এমাম হোসেনকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। জ্ঞানবান্ ঈসায়িগণ এ বিষয়ে যোগ না দিয়া করদানে অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইলেন। (ত, ফা,)

† ইহুদী ও ঈসায়ীদিগের এই এক বিতণ্ডা ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বলিত এব্রাহিম আমাদের ধর্মাবলম্বী ছিলেন। (ত, ফা,)

‡ হজরত মোহম্মদের বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান ছিল। যেহেতু তওরাত ও বাইবেলে তাঁহার বর্ণনা ছিল। ইহুদী ও ঈসায়ীরা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিবর্তন করিয়া ফেলে। (ত, হো,)

$ এ বিষয়ে ইহুদী ও ঈসায়ীদিগের জ্ঞান নাই, অর্থাৎ এব্রাহিম ইহুদী না ঈসায়ী, তাহাদের পুস্তকে ইহার কোন উল্লেখ নাই। (ত, হো,)

বিশ্বাসিগণ এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের বন্ধু হন*। ৬৮। গ্রন্থধারীদিগের একদল তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে সমুৎসুক, তাহারা নিজের আত্মাকে বিপথগামী ভিন্ন করিতেছে না ও তাহারা বুঝিতেছে না। ৬৯। হে গ্রন্থধারী লোকসকল, কেন ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইতেছ? এবং তোমরাই ত সাক্ষ্যদান করিতেছ✣। ৭০। হে গ্রন্থধারী লোকসকল, কেন অসত্যের সঙ্গে সত্যকে মিশাইতেছ ও সত্য গোপন করিতেছ, এবং তোমরা জ্ঞাত আছ☫। ৭১। (র, ৭, আ, ৯)

এবং গ্রন্থধারী লোকদিগের একদল বলিল যে, "প্রথম দিবসে বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহার শেষের প্রতি বিরুদ্ধাচারী হও, ভরসা যে তাহারা ফিরিয়া যাইবে"। ৭২। এবং যাহারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তোমরা তাহাদিগকে ভিন্ন বিশ্বাস করিও না; বল (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশই উপদেশ, (বিশ্বাস করিও না,) তোমাদিগকে যাহা দেওয়া যায় তদ্রূপ কোন এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়; অথবা (বিশ্বাস করিও না,) (মোসলমানগণ,) তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের সঙ্গে বিরোধ করিবে, বল হে (মোহম্মদ,) নিশ্চয় ঈশ্বরের সম্পত্তি ঈশ্বরের হস্তে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় দান করেন, ঈশ্বর প্রমুক্তস্বভাব ও জ্ঞানী। ৭৩। তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় স্বীয় অনুগ্রহে তাহাকে চিহ্নিত করেন; ঈশ্বর বদান্য ও মহান। ৭৪। গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে কেহ আছে যে, যদি তুমি তাহাকে এক কেন্তারের রক্ষক কর সে তোমাকে তাহা পরিশোধ করিবে$ এবং তাহাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, যদি তুমি তাহাকে এক দিনারের রক্ষক কর§ যে পর্যন্ত তুমি তাহার উপর দণ্ডায়মান না হও সে তাহা পরিশোধ করিবে না, ইহা এ জন্য যে, তাহারা বলিয়া

* কতিপয় ঈসায়ী ও ইহুদী মোসলমানদিগের সঙ্গে তর্কবিতর্কস্থলে বলিয়াছিল যে, এব্রাহিমকে সম্মান করিতে আমরাই যোগ্য, যেহেতু এব্রাহিম ইহুদী ও নসরানী (ঈসায়ী) ছিলেন। হজরত মোহম্মদ আপনাকে এব্রাহিমের ধর্মাবলম্বীরূপে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহারা বিদ্বিষ্ট ছিল। এই প্রবচন তাহাদের উক্তি খণ্ডনের জন্য অবতীর্ণ হয়। যথা সেই সময়ে যে সকল লোক এব্রাহিমের ধর্মের অনুসরণ করিয়াছিল ও এক সংবাদবাহক (মোহম্মদ) এবং তাঁহার অনুবর্তী বিশ্বাসিগণ ধর্ম সম্বন্ধে সুযোগ্য লোক। (ত, হো,)

✣ অর্থাৎ তোমরাই সাক্ষ্য দান করিয়া থাক যে, তওরাত ও বাইবেল সত্য, এবং হজরত মোহম্মদের বর্ণনা উভয় গ্রন্থে আছে। (ত, হো,)

☫ স্বার্থোদ্দেশ্যে ইহুদিগণ তওরাতের কোন কোন বিধি বিলুপ্ত কোন কোন কথা অর্থান্তরিত করিয়াছিল, এবং কোন কোন উক্তি গোপন করিয়াছিল, সকলকে তাহা জানিতে দিত না। যথা অন্তিম তত্ত্ববাহকের কথা প্রচ্ছন্ন করিয়াছিল। (ত, ফা,)

$ এক সহস্র দুই শত উকিয়ায় এক কেন্তার ও চল্লিশ দেরহামে এক উকিয়া, আড়াই মাষায় এক দেরহাম হয়। এ স্থানে এক কেন্তার পরিমিত স্বর্ণ বা রজত বুঝাইবে।

§ আড়াই সিকায় এক দিনার হয়।

থাকে যে অশিক্ষিতদিগের সম্বন্ধে আমাদের পথ (নীতি) নাই, এবং তাহারা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলে ও তাহারা (ইহা) জ্ঞাত আছে*। ৭৫। হাঁ যে জন স্বীয় অঙ্গীকারপূর্ণ করে, এবং বিষয়-বিরাগী হয় তবে নিশ্চয় ঈশ্বর সেই বিরাগীদিগকে প্রেম করেন। ৭৬। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের ও আপনাদের শপথের বিনিময়ে কিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করে, তাহারা সেই লোক যাহাদের জন্য পরলোকে কোন লভ্য নাই এবং কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবেন না ও তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিবেন না, এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন না ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে†। ৭৭। এবং নিশ্চয় তাহাদিগের মধ্যে একদল আছে যে, গ্রন্থে আপনাদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করিয়া থাকে যেন তোমরা তাহাদিগকে গ্রন্থাধিকারী লোক বলিয়া জানিতে পার,‡ অথচ তাহারা গ্রন্থাধিকারী নহে, এবং তাহারা বলে তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে (আগত), অথচ তাহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে (আগত) নহে, তাহারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়া থাকে, এবং (ইহা) তাহারা জানিতেছে। ৭৮। কোন মনুষ্যের জন্য উপযুক্ত নহে যে, ঈশ্বর তাহাকে গ্রন্থ, প্রত্যাদেশ ও প্রেরিতত্ব প্রদান করেন তৎপর সে লোকদিগকে বলে যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা আমার সেবক হও ; কিন্তু তোমরা যেমন গ্রন্থ শিক্ষা দিতেছিলে ও যেমন তোমরা পড়িতেছিলে তদ্রূপ ঈশ্বরগত হও$। ৭৯। এবং

* কোরেশ বংশীয় এক ব্যক্তি সেলামের পুত্র আবদোল্লার নিকটে দ্বিশতাধিক সহস্র টাকা অর্থাৎ এক কেন্তার স্বর্ণ বা রৌপ্য গচ্ছিত রাখিয়াছিল। সেলামের পুত্র তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন। ফন্তাজ নামক ইহুদীর নিকট একটি দিনার গচ্ছিত রাখা হয়, সে তাহার অপচয় করে। ইহুদীরা বলে যাহারা তওরাত গ্রন্থে জ্ঞান রাখে না তাহার মূর্খ, সেই মূর্খদিগের ধন আত্মসাৎ করায় দোষ নাই। কেহ কহ বলে বিধর্মাবলম্বীর ধন আমরা গ্রহণ করিতে অধিকার রাখি, তওরাতে এরূপ বিধি আছে। "যে পর্যন্ত তুমি তাহার উপর দণ্ডায়মান না হও" এই উক্তির অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত তুমি তাহার নিকটে যাইয়া যাচ্ঞা না কর। (ত, ফা,)

† অল্প মূল্যে ঈশ্বরের অঙ্গীকার ও আপনাদের শপথ বিক্রয় করার অর্থ এই যে, ইহুদী পণ্ডিতেরা কয়েক মন যব শস্য ও কয়েক গজ বস্ত্র আশরফের পুত্র কাব হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধর্ম পুস্তকে উল্লিখিত স বাদবাহক হজরত মোহম্মদের বর্ণনার অন্যথাচরণ করিয়াছে, এবং এইরূপ অপহরণ করিয়া সাধারণের নিকটে শপথপূর্বক তাহা অস্বীকার করিয়াছে। (ত, হো,)

ইহুদীদিগের সঙ্গে ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে শপথ দিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রত্যেক পেগম্বরের সহায় থাকিবে। পরে তাহারা সাংসারিক লাভের জন্য মিথ্যা শপথ করাকে উচিত মনে করিল। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ তাহারা স্বয়ং কথা বানাইয়া কোরআনের ন্যায় উচ্চারণে পাঠ করিয়া অশিক্ষিত লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করে। (ত, ফা,)

$ ইহুদীদিগের অপলাপের উল্লেখ করিয়া ঈসায়ীদিগের অপলাপের প্রসঙ্গ করা হইতেছে। তাহারা মহাত্মা ঈসার সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, তিনি ঈশ্বরকে শ্লাঘা করিয়াছেন, এবং গ্রন্থ ও প্রেরিতত্ব বিষয়ে লোকের উক্তি খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থাদি লাভের যোগ্য নহে। পরে

তোমাদিগকে তাহাদের আদেশ করা সঙ্গত নয় যে, তোমরা দেবগণকে ও ধর্ম-প্রবর্তক-গণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর, যখন তোমরা মোসলমান হইয়াছ তাহার পর তোমাদিগকে কি তাহারা কাফের বলিবে ? ৮০। (র, ৮, আ, ৯)

এবং (স্মরণ কর, হে মোহম্মদ,) যখন পরমেশ্বর সংবাদবাহকগণ হইতে অঙ্গীকার লইলেন যে, আমি যে সুবিজ্ঞতা ও গ্রন্থ তোমাদিগকে দান করিয়াছি, অতঃপর তোমাদের সঙ্গে এই যাহা আছে তাহার সত্যতার প্রতিপাদক কোন পেগাম্বর তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, একান্তই তোমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং একান্তই তোমরা তাহাকে সাহায্য দান করিবে, তিনি বলিলেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করিলে ? ও এ বিষয়ে আমার অঙ্গীকার গ্রাহ্য করিলে ? তাহারা বলিল, "আমরা অঙ্গীকার করিলাম," তিনি বলিলেন, "অনন্তর সাক্ষী থাকিও, এবং আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষীদিগের অন্তর্গত"*। ৮১। অনন্তর ইহার পর যাহারা ফিরিয়া গিয়াছে, তাহারাই, যাহারা দুষ্ক্রিয়াশীল ছিল। ৮২। অবশেষে তাহারা কি নিরীশ্বর ধর্ম অন্বেষণ করিতেছে ? যাহা কিছু স্বর্গে ও মর্তে আছে সেই সকল ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঈশ্বরের অনুগত, এবং তাহার অভিমুখে প্রত্যাগমনকারী। ৮৩। বল, (হে মোহম্মদ,) আমরা ঈশ্বরের প্রতি ও যাহা আমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা এব্রাহিমের প্রতি, এস্‌মাইলের প্রতি, এস্‌হাকের প্রতি, ইয়াকুবের প্রতি ও (তাহার) সন্তানগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, এবং যাহা মুসাকে, ঈসাকে ও সংবাদ-বাহকদিগকে তাহাদের প্রতিপালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে সে সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহাদের কোন ব্যক্তিকে আমরা প্রভেদ করিতেছি না, আমরা তাঁহার অনুগত। ৮৪। এবং যে ব্যক্তি এস্‌লাম ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, পরে তাহার (সেই ধর্ম) গৃহীত হইবে না, এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইবে। ৮৫। যে দল আপন বিশ্বাস লাভের ও প্রেরিত পুরুষের সত্যতার সাক্ষীদানের এবং তাহাদের প্রতি প্রমাণ সকল উপস্থিত হওয়ার পর কাফের হইয়াছে, তাহাদিগকে ঈশ্বর কেমন করিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন ? এবং ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ৮৬। এই সকল লোকে, তাহাদের প্রতিফল এই যে, তাহাদের উপর ঈশ্বরের, দেবগণের ও সমুদয় মনুষ্যের অভিসম্পাত হয়। ৮৭। সর্বদা তাহারা তাহাতে থাকিবে, তাহাদিগ হইতে শাস্তি খর্ব করা হইবে না ও তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে না। ৮৮+(কিন্তু) যে সকল লোক ইহার পর অনুতাপ† ও সৎকর্ম করিল তাহারা ব্যতীত ; অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল

স্বীয় মণ্ডলীকে বলিয়াছেন যে, তোমরা আমাকে সেবা কর। কিন্তু ঈসায়ী-দিগের ন্যায় তোমরা বল, ইহাদিগকে যেমন গ্রন্থ শিক্ষা দিতেছ ও স্বয়ং গ্রন্থ পড়িতেছ তদ্রূপ তোমরা ঈশ্বরগত হও। যাহারা ঈশ্বরগত লোক তাহারা ইহ-পরলোকের মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ নির্ভর স্থাপন-পূর্বক অন্য কাহারও শরণাপন্ন হয় না। (ত, হো,)

* পরমেশ্বর সংবাদবাহকদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কথার তাৎপর্য এই যে, সংবাদবাহকদিগের বিষয়ে এস্রায়েল বংশীয়গণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ত, ফা,)

† আরব্য "তওবা" শব্দের অর্থে অনুতাপ শব্দ ব্যবহৃত হইল। তওবার প্রকৃত অর্থ পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সাধুতার মধ্যে ফিরিয়া আসা। অনুতাপের

দয়ালু। ৮৯। নিশ্চয় যাহারা আপন ধর্মলাভের পর ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তৎপর তাহারা ধর্মদ্রোহিতায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের অনুতাপ কখন গৃহীত হয় না, এবং ইহারাই যাহারা পথভ্রান্ত। ৯০। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী ছিল ও ধর্মদ্রোহী অবস্থায় মরিয়াছে, ধরাপূর্ণ সুবর্ণ যদ্যপি তাহারা তাহার বিনিময়স্বরূপ প্রদান করে তাহাদের কোন ব্যক্তি হইতে কখনও গৃহীত হইবে না, সেই এই লোক যে, ইহাদিগের জন্য যন্ত্রণাকর দণ্ড আছে, ইহাদিগের সাহায্যকারী নাই*। ৯১। (র, ৯, আ, ১১)

যে পর্যন্ত তোমরা যাহা ভালবাস তাহা ব্যয় না করিবে সে পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করিবে না, এবং যাহা ব্যয় করিয়া থাক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন†। ৯২। তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এস্রায়েল নিজের প্রতি যাহা অবৈধ নির্ধারিত করিয়াছিল তদ্ব্যতীত সমুদয় খাদ্য এস্রায়েল সন্ততিদিগের জন্য বৈধ ছিল, বল (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তওরাত আনয়ন কর, অবশেষে তাহা পাঠ কর। ৯৩। পরিশেষে ইহার পরে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপর অসত্য যোগ করে, ইহারাই যাহারা অত্যাচারী লোক। ৯৪। বল, ঈশ্বর সত্য বলিয়াছেন, অতএব সত্যধর্মানুগত এব্রাহিমের ধর্মের অনুসরণ কর, এবং সে অংশীবাদী ছিল না। ৯৫। নিশ্চয় প্রথমে যে মন্দির লোকের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা মক্কাস্থ কল্যাণযুক্ত ও জগতের পথপ্রদর্শক (মন্দির)‡। ৯৬। তাহাতে উজ্জ্বল নিদর্শন আছে, (উহা) এব্রাহিমের দণ্ডায়মান ভূমি ; যে কেহ তন্মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়, এবং ঈশ্বরের জন্য সেই মন্দিরে হজ্জ করা তদভিমুখে পথ পাইতে

অর্থ পশ্চাৎ তাপ, অর্থাৎ পাপ করার পর যে তজ্জন্য মনে সন্তাপ হয় তাহাকে অনুতাপ বলে। অনুতাপ হইলেই পাপী পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, এই জন্যই এই শব্দ তওবার অর্থরূপে গৃহীত হইল।

ইহুদিগণ প্রথমে স্বীকার করে যে, হজরত মোহম্মদ বাস্তবিক সংবাদবাহক, পরে তাহা অস্বীকার করে, এবং সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হয়। ইহাদিগের অনুতাপ কখন গৃহীত হইবে না, অর্থাৎ ইহারা এরূপ অনুতাপেরই অধিকারী হইবে না যেগৃহীত হয়। (ত, ফা,)

* যদি কোন ঈশ্বরদ্রোহী নরক দণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহার বিনময়ে পৃথিবীপূর্ণ সুবর্ণ দান করে তাহা গৃহীত হইবে না। যাহাদিগের ঈশ্বর-দ্রোহিতার অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে পরলোকে তাহারা অগণ্য দুঃখজনক শাস্তি প্রাপ্ত হয়। (ত, হো,)

† যে বস্তুতে মনের অত্যন্ত অনুরাগ তাহার দানই শ্রেষ্ঠ দান, এই দানে বিশেষ পুণ্য হয়। ইহুদীদিগের প্রসঙ্গে এই আয়ত এই জন্য উক্ত হইল যে, স্বীয় দেশাধিপত্যে তাহাদের অত্যন্ত আসক্তি ছিল। সেই কারণে তাহারা ধর্মপ্রবর্তকের অনুগামী হয় নাই। অতএব বলা যাইতেছে যে, যে পর্যন্ত তাহারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে তাহা উৎসর্গ না করিবে বিশ্বাসের ভূমি লাভ করিতে পারিবে না। (ত, ফা,)

‡ হজরত আলিকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের পূজার জন্য কি কাবা প্রথম মন্দির ? তিনি তদুত্তরে বলেন, না, তৎপূর্বেও উপাসনামন্দির ছিল। কিন্তু

ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে (বিধি) এবং যে কেহ বিরুদ্ধাচারী হয় নিশ্চয় ঈশ্বর জগতে নিরাকাঙক্ষ*। ৯৭। বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, তোমরা কেন ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার সাক্ষী। ৯৮। বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাকে কেন ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতেছ, তাহার জন্য সেই সরল পথের বক্রতা অন্বেষণ করিতেছ ও তোমরাই সাক্ষী আছ, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহা অজ্ঞাত নহেন। ৯৯। হে বিশ্বাসিগণ, যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে যদি তোমরা তাহাদের কোন দলের অনুগত হও তবে তাহারা তোমাদের বিশ্বাস প্রাপ্তির পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী করিবে। ১০০। এবং যখন তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের নিদর্শন পাঠ হইতেছে ও তোমাদের মধ্যে তাঁহার প্রেরিত পুরুষ বিদ্যমান, তখন তোমরা কেমন করিয়া কাফের হইবে, অবশেষে যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়াছে নিশ্চয় সে সরলপথের দিকে উপদিষ্ট হইয়াছে। ১০১। (র, ১০, আ, ১০)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত ভয়ে ভীত হও, এবং তোমরা

পরমেশ্বর প্রথম যে মন্দিরকে লোকের জন্য শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন ও তাহাতে আগমন কৃপা ও ধর্মালোকলাভের কারণ করিয়াছেন তাহা কাবা। এ বিষয়ে কাবাকে প্রথম মন্দির বলা যায়। (ত, হো,)

কাবা শব্দের অর্থ উন্নত, ভূমি অপেক্ষা উন্নত, অথবা গৌরবে উন্নত বলিয়া এই মন্দির কাবা নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং পাশা খেলায় ব্যবহার্য চতুষ্কোণ গজদন্ত খণ্ডকে কাব বলে, কাবাও চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। এই কাব হইতে কাবা নাম হইয়া থাকিবে।

* কাবাতে যে সকল নিদর্শন আছে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ এব্রাহিমের পদাঙ্ক এক নিদর্শন। একটি প্রস্তরে এই পদাঙ্ক আছে। উহা এক নিদর্শন নহে, বরং চারিটি নিদর্শন। ১ পাষাণে উক্ত মহাপুরুষের পদাঙ্ক হওয়া, ২ তন্মধ্যে সমগ্র পদতল প্রকাশিত হওয়া, ৩ দীর্ঘকাল তাহা অক্ষুন্ন ভাবে স্থায়ী হওয়া, ৪ সেই প্রস্তর বহু প্রাকৃতিক বিপ্লব সহ্য করিয়া রক্ষিত হওয়া। এতদ্ভিন্ন কাবাতে অন্য বহুবিধ অলৌকিক নিদর্শন আছে। সেই মন্দিরের আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ ও অন্য পাপ হইতে নিরাপদ হওয়া যায়। যে ব্যক্তি এমাম শাফিব বিধি অনুসারে কাবাভিমুখে গমনের পাথেয় ও বাহন এবং এমাম মালেকের বিধি অনুসারে শারীরিক স্বাস্থ্য ও চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে হজ করা বিধি। প্রধানতম এমাম বলেন পাথেয়, বাহন ও শারীরিক স্বাস্থ্য এ সমুদয় যাঁহার আছে কাবায় গমনের তাহারই অধিকার। যে কেহ বিরুদ্ধাচারী হয়, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর জগতে নিরাকাঙক্ষ; ইহার অর্থ এই যে, জগতের লোকের বিরুদ্ধাচারে ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না। (ত, হো,)

ইহুদীদিগের এই সন্দেহ ছিল যে, মহাপুরুষ এব্রাহিম শামদেশের লোক ছিলেন। তিনি তথায় বাস করিয়া বয়তোল্ মকদ্দস্‌কে কেবলা করিয়াছিলেন। মোসলমানেরা কাবাকে কেবলা বলিয়াছেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া মক্কাতে এব্রাহিমের পদচিহ্ন হইবে? ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তিনি এব্রাহিমের দ্বারাই প্রথম উপাসনার মন্দির কাবা নির্মাণ করেন। অনেক প্রকার গৌরবের নিদর্শন চিরকাল হইতে এখানে আছে। এব্রাহিমের প্রকৃত স্থান ইহাই। (ত, ফা,)

বিশ্বাসী না হইয়া মরিও না। ১০২। এবং তোমরা পরমেশ্বরের রজ্জুকে একযোগে দৃঢ়রূপে ধারণ কর, বিচ্ছিন্ন হইও না, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ কর, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তোমরা তাঁহার কৃপায় পরস্পর ভ্রাতা হইলে, এবং তোমরা অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ছিলে তিনি তাহা হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, এইরূপে ঈশ্বর তোমাদের জন্যে আপন নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন যেন তোমরা পথ প্রাপ্ত হও। ১০৩। এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান করে বৈধ কার্যে বিধি ও অবৈধ কার্যে নিষেধ করে এমন এক মণ্ডলী তোমাদের মধ্যে হওয়া উচিত, ইহারা সেই লোক যাহারা মুক্ত হইবে। ১০৪। যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও আপনাদের নিকটে নিদর্শন সকল উপস্থিত হইলে পর পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তোমরা তাহাদের সাদৃশ হইও না, এবং ইহারাই যাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে*। ১০৫। + সে দিবস মুখ শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে, অনন্তর যাহাদিগের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইবে (তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমরা কি বিশ্বাস প্রাপ্তির পর কাফের হইয়াছ? তবে যেমন ধর্মদ্রোহী হইয়াছ তজ্জন্য শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর+। ১০৬। এবং কিন্তু যাহাদিগের মুখ শুভ্র হইল তাহারা ঈশ্বরের কৃপার মধ্যে আছে, তাহারা তাহাতে সর্বদা থাকিবে। ১০৭। ঈশ্বরের এই বচন সকল, ইহা তোমাদের নিকটে সত্যভাবে পড়িতেছি, ঈশ্বর লোকের জন্য অত্যাচার ইচ্ছা করেন না। ১০৮। এবং যাহা আকাশে ও যাহা পৃথিবীতে আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং ঈশ্বরের দিকে সমুদয় ক্রিয়ার প্রত্যাবর্তন। ১০৯। (র, ১১, আ, ৮)

তোমরা লোকের জন্য নির্বাচিত শুভ মণ্ডলী‡, বৈধ কার্যে বিধি দান ও অবৈধ কার্য নিষেধ করিতেছ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ এবং যদি গ্রন্থধারী লোক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করে তবে নিশ্চয় তাহাদের কল্যাণ হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী আছে ও তাহাদের অধিকাংশই পাষণ্ড। ১১০। তাহারা কখনও তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ ক্লেশ বৈ দুঃখ দিবে না, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে তোমাদের দিকে পৃষ্ঠ দান করিবে, অতঃপর তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া যাইবে না। ১১১। যে স্থলে তাহাদিগকে ঈশ্বরের অবলম্বন ব্যতীত মনুষ্যের অবলম্বনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই স্থলে তাহাদিগের প্রতি লাঞ্ছনার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের আক্রোশে প্রত্যাগত, এবং তাহাদের প্রতি দরিদ্রতার প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা এ

---

* মদিনার নিবাসিগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল। এসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে উভয় দল পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই যুদ্ধে বহু লোকের জীবন নষ্ট হয়। একদিন ইহুদিগণ মোসলমানদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া বিবাদে উত্তেজিত করে, তাহাতে ঈশ্বর মোসলমানদিগকে সাবধান করিতেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিরোধী ছিলে, এক্ষণ সদ্ভাব সম্মিলনের সম্পদ্ অনুভব কর, ইহুদী-দিগের ন্যায় বিবাদ করিয়া উৎসন্ন হইও না। (ত, ফা,)

+ যে সকল মোসলমান মুখে এসলাম ধর্মের কলেমা বলে ও তাহাদের অন্তরের ভাব বিপরীত, সেই দিনে অর্থাৎ বিচারের দিনে তাহাদের মুখ কাল হইবে। (ত, ফা,)

‡ এই মণ্ডলী সকল মণ্ডলী অপেক্ষা দুইটি গুণে শ্রেষ্ঠ। এক ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করা, দ্বিতীয় একত্বে বিশ্বাস করা। কোন ধর্মের এরূপ একত্বের বন্ধন নাই। (ত, ফা,)

কারণে হইয়াছে যে, তাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের বিরোধী হইতেছিল, এবং অযথা তত্ত্ববাহকদিগকে বধ করিতেছিল, ইহা এ কারণে যে, অপরাধ করিয়াছে ও সীমা লঙ্ঘন করিতেছিল। ১১২। তাহারা সকলে তুল্য নহে, গ্রন্থাধিকারীদিগের একদল দণ্ডায়মান, তাহারা রাত্রিকালে ঈশ্বরের নিদর্শন সকল পড়িয়া থাকে ও তাহারা প্রণত হয়*। ১১৩। তাহারা ঈশ্বরকে ও পরকালকে বিশ্বাস করে, এবং বৈধকর্মে বিধি ও অবৈধ কর্মে নিষেধ করে, এবং দানেতে সত্বর হয়, এই সকল লোক সাধু। ১১৪। এবং তাহারা যে কিছু শুভ কার্য করে পরে কখনও তৎপ্রতি কৃতঘ্নতা করা হইবে না, এবং ঈশ্বর ধর্মভীরু লোকদিগকে জ্ঞাত আছেন। ১১৫। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগের ধন তাহাদিগের সন্তান কখনও তাহাদিগ হইতে ঈশ্বরের (শাস্তি) কিছুই দূর করিবে না, এবং এই সকল লোক নরকাগ্নির নিবাসী, তথায় তাহারা সর্বদা থাকিবে। ১১৬। তাহারা এই সাংসারিক জীবনে যাহা ব্যয় করে তাহা, আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে এমন কোন জাতির শস্যক্ষেত্রে সঞ্চারিত শীতল বায়ুসদৃশ, পরে উহা তাহাকে বিনষ্ট করিল, এবং ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারাই নিজের প্রতি অত্যাচার করিতেছে†। ১১৭। হে বিশ্বাসিগণ, আপনার লোক ব্যতীত অন্যকে তোমরা আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে না, তাহারা তোমাদের অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করে না, তোমাদিগকে ক্লেশ দিতে ভালবাসে, নিশ্চয় তাহাদের মুখ দিয়া শত্রুতা প্রকাশ পায়, এবং নিশ্চয় তাহাদের হৃদয় যাহা গুপ্ত রাখিয়াছে তাহা গুরুতর, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তবে তোমাদের জন্য নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিলাম‡। ১১৮। হে লোক সকল, তোমরা অবগত হও, তোমরা তাহাদিগকে প্রীতি করিতেছ ও তাহারা তোমাদিগকে প্রীতি করে না, এবং তোমরা সমুদয় গ্রন্থকে বিশ্বাস করিয়া থাক, এবং তাহারা যখন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলিয়া থাকে যে, আমরাও বিশ্বাস করি, এবং যখন নির্জনে থাকে তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশবশতঃ অঙ্গুলি দংশন করে; বল, আপন ক্রোধে তোমরা

---

* কথিত আছে, যখন সেলামের পুত্র আবদোল্লা ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইহুদী-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন, তখন ইহুদিগণ কুৎসা রটনা করিয়া বলিতেছিল যে, ইহারা আমাদের দলের অতি নিকৃষ্ট লোক, প্রাচীন সাধুলোকের বিরোধী হইয়া আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে। তাহাতেই পরমেশ্বর এই আয়ত প্রেরণ করেন যে, গ্রন্থাধিকারী ধর্মবিশ্বাসিগণ তাহাদের দলের কাফেরদিগের তুল্য নহে। গ্রন্থাধিকারীর একদল দণ্ডায়মান, অর্থাৎ ঈশ্বরের শাসনে এসলাম ধর্মে অবস্থিত, এই দলের অন্তর্গত সেলামের পুত্র আবদোল্লা ও তাহার বন্ধুগণও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী রোমনগরের আট ব্যক্তি, বখরাণের চল্লিশ ও হবসের বত্রিশ জন। ইহারা এসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন ও কোরআন শিক্ষা ও ব্যবস্থার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† ঈশ্বর বলিতেছেন, শীতল বাত্যাহত শস্যক্ষেত্র দ্বারা যেমন ক্ষেত্রাধিকারীর কিছু লাভ হয় না, তদ্রূপ অনুপযুক্তভাবে যে সকল বস্তু যে ব্যক্তি ব্যয় করে তদ্দ্বারা তাহার কোন উপকার হয় না। যেমন শীতল বায়ু ক্ষেত্রকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ অসরল ভাব ধনদাতার জীবনকে বিনাশ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ ধর্মদ্রোহী লোকের সঙ্গে বিশ্বাসীর বন্ধুতা করা উচিত নহে, তাহারা সর্বদা শত্রু। (ত, ফা,)

মরিয়া যাও, নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়স্থ বিষয়ের জ্ঞাতা। ১১৯। এবং যদি তোমাদিগের প্রতি কল্যাণ উপস্থিত হয় তবে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে, এবং যদি তোমাদিগের প্রতি অকল্যাণের সঞ্চার হয় তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও ঈশ্বরকে ভয় কর তবে তাহাদিগের শঠতা তোমাদিগকে কিছুই পীড়া দিবে না, তাহারা যাহা করিতেছে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা ঘেরিয়া রহিয়াছেন। ১২০। (র, ১২, আ, ১০)

এবং (স্মরণ কর হে মোহম্মদ,) যখন তুমি প্রভাতে স্বীয় পরিজনের নিকট হইতে বহির্গত হইলে* ও সংগ্রামোদ্দেশ্যে বিশ্বাসীদিগকে যথাস্থানে স্থাপন করিলে, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা ছিলেন। ১২১। (স্মরণ কর,) যখন তোমাদের দুই দল ভীরুতা প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছিল ও ঈশ্বর তাহাদিগের সহায় ছিলেন, বিশ্বাসীদিগের উচিত যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে† । ১২২। এবং সত্যসত্যই ঈশ্বর তোমাদিগকে বদরে (বদরের যুদ্ধে) সাহায্য দান করিয়াছেন, তোমরা দুর্দশাপন্ন হইয়াছিলে; অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, ভরসা যে, তোমরা ধন্যবাদ করিবে। ১২৩। (স্মরণ কর,) যখন তুমি বিশ্বাসীদিগকে বলিতেছিলে, "যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন সহস্র অবতীর্ণ দেবতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য দান করেন তোমাদের কি লাভ হইবে না?" ১২৪। বরং যদি তোমরা সহিষ্ণু ও ঈশ্বরভীরু হও, এবং তাহারা এই স্বীয় আবেগে তোমাদিগের প্রতি সমাগত হয়

* হেজরীর তিন সালে শওয়াল মাসের সপ্তম দিবসে ওহোদের যুদ্ধ হয়। আবু সুফিয়ান মহাপুরুষ মোহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মক্কা হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করে। তিন সহস্র আরোহী ও পদাতিক সৈন্য তাহার সঙ্গে ছিল। তন্মধ্যে সাত শত কবচধারী পুরুষ ও দুই শত অশ্ব ছিল। এই সকল সৈন্যসহ আবু সুফিয়ান ওহোদগিরির পার্শ্বে আসিয়া শিবির স্থাপন করে। হজরতের ইচ্ছা ছিল যে মদিনায় অবস্থান করেন, নগরেই তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বদরের যুদ্ধে যে সকল বীর পুরুষ গমন করে নাই তখন তাহারা সত্বর শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। হজরত সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধের উদ্যোগী হইলেন। পথে আবুর পুত্র আবদোল্লা সসৈন্যে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। হজরত সাত শত সৈন্য শত্রুদলের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ওহোদপর্বতকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া মদিনার দিকে পদার্পণ করেন। তিনি জবয়রের পুত্র আবদোল্লাকে পঞ্চাশ জন ধনুর্ধর পুরুষের সঙ্গে ওহোদ গিরির যে দিকে প্রবেশদ্বার ছিল তাহা রক্ষার জন্য ও সৈন্যদিগের সহায়তার জন্য তথায় থাকিতে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে গমন করেন। ঈশ্বর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, সেই প্রাতঃকালে তুমি আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলে। (ত, ফা,)

† আবুর পুত্র আবদোল্লা কাফের ছিল। মদিনা তাহার বাসস্থান। হজরত যখন সসৈন্যে নগরের বাহির হইয়াছিলেন সেও সংগ্রামে তাঁহার সহযোগী হইয়াছিল। পরে সে আমাদের কথানুসারে কার্য হইল না, এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। তাহার কুমন্ত্রণায় অপর দুই দল হজরতকে ছাড়িয়া প্রস্থান করে। পরে সেই দুই দলের দলপতিদিগের চেষ্টায় তাহারা ফিরিয়া আইসে। (ত, ফা,)

তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র চিহ্নিত দেবতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন*। ১২৫। এবং তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ হয়, তদ্দ্বারা তোমাদিগের অন্তর সান্ত্বনা লাভ করিবে এ জন্য ঈশ্বর ব্যতীত ইহা করেন নাই, পরাক্রান্ত নিপুণ ঈশ্বরের নিকট ব্যতিরেকে সাহায্য নাই। ১২৬। তাহাতে দেবগণ কাফেরদিগের এক দলকে সংহার করে, কিম্বা পরাস্ত করে, পরে তাহারা অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া যায়। ১২৭। কি তাহাদের দিকে (প্রসন্নভাবে) প্রতিগমন করা কি তাহাদিগকে শাস্তিদান করা এ কার্যের কিছুই তোমার জন্য নহে, পরন্তু নিশ্চয় তাহারা দুর্বৃত্ত। ১২৮। এবং দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দেন, ঈশ্বর ক্ষমাকারী দয়ালু†। ১২৯। (র, ১৩, আ, ৯)

* এইরূপ জনশ্রুতি যে, বদরের যুদ্ধের দিন প্রেরিত পুরুষ অগ্রে ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর প্রথমে এক সহস্র পরে তিন সহস্র অবশেষে পাঁচ সহস্র দেবসৈন্য সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

ওহোদের যুদ্ধে বদরের যুদ্ধের প্রসঙ্গ এ জন্য হইল যে, এই দুই যুদ্ধের একটিতে জয় লাভ তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা দান, অপরটিতে পরাজিত হওয়া তজ্জন্য ধৈর্যধারণ আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ ওহোদের যুদ্ধের বিবরণ এই: প্রথমতঃ শত্রুপক্ষীয় প্রধান পুরুষেরা ক্রমে ক্রমে নিহত হইলে শত্রুসৈন্যগণ পলায়িত হয়। মদিনার লোকেরা তাহাদের শিবির আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করে। একদল ধনুর্ধারী পুরুষ পর্বতের সঙ্কীর্ণ পথ রক্ষার জন্য হজরত মোহম্মদ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া বিশেষরূপে সতর্ক করিয়াছিলেন যে, আমাদের জয় হউক বা পরাজয় হউক তোমরা এ স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না। তাহারা এই আজ্ঞা অমান্য ও সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পরাজিত বিপক্ষ সৈন্যদিগের শিবির লুণ্ঠন করিবার জন্য সেই স্থানে দশ জন মাত্র সেনা রাখিয়া চলিয়া আইসে। প্রেরিত পুরুষের আদেশ অগ্রাহ্য করার অপরাধের ফল মোসলমান সৈন্যগণের ভোগ করিতে হইল। অলিদের পুত্র খালেদ এবং আবু জেহেলের পুত্র অক্রেমা যে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল গিরিবর্ত্ম রক্ষকশূন্য দেখিয়া একদল সৈন্যসহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানের রক্ষক জবেয়রের পুত্র আবদোল্লাকে সহচরগণ সহ বধ করিয়া অপর মোসলমান সৈন্যের পশ্চাতে ধাবিত হইল। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে হজরত মোহম্মদের পিতৃব্য হমজা এবং তাঁহার অনেক ধর্মবন্ধু প্রাণত্যাগ করিলেন, একদল পলাইয়া গেলেন, কেবল একদল হজরতের রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। পরে এতদূর হইল যে শত্রুনিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে হজরতের দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি হত ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে ওহোদগিরির গুহায় যাইয়া প্রবেশ করেন। শত্রুদল মক্কাভিমুখে চলিয়া যায়। (ত, ফা,)

† ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষকে বলিতেছেন, দাসের কোন অধিকার নাই, ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা করেন। যদিচ কাফেরগণ তোমাদের শত্রু ও তাহারা দুষ্কর্মে রত, কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে পথ দেখাইতে বা শাস্তি দিতে পারেন। (ত, ফা,)

হে বিশ্বাসিগণ, দ্বিগুণের পর দ্বিগুণ কুসীদ গ্রহণ করিও না ; এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও তবে ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে*। ১৩০। সেই অগ্নিকে ভয় করিও যাহা কাফেরদিগের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ১৩১। এবং ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাবহ হও, তবে ভরসা যে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে। ১৩২। এবং তোমরা আপনাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও স্বর্গলোকের দিকে ধাবমান হও, এবং আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় তাঁহার বিস্তৃতি, উহা ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য প্রস্তুত। ১৩৩। যাহারা সুখে ও দুঃখে দান করে ও ক্রোধ সম্বরণ করে, এবং লোককে ক্ষমা করে, ঈশ্বর (সেই সকল) সৎকর্মশীল লোককে প্রেম করেন† । ১৩৪। এবং যাহারা কুকর্ম করিয়া কিংবা নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করে, পরে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ঈশ্বর ব্যতীত কে তাহাদের পাপ ক্ষমা করিয়া থাকে ? এবং তাহারা যাহা (যে পাপ) করিয়াছে তৎপ্রতি জ্ঞাতসারে দৃঢ় হয় না‡। ১৩৫। এই তাহারাই যাহাদিগের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে ক্ষমা লাভ এবং যাহার ভিতরে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত এবং স্বর্গোদ্যান হয় ; সেখানে তাহারা সর্বদা থাকিবে, সৎক্রিয়াশীলদিগের (এই) উত্তম পুরস্কার। ১৩৬। নিশ্চয় তোমা দর পূর্বে ঘটনীয় সকল হইয়া গিয়াছে, অতএব পৃথিবী ভ্রমণ কর, এবং পরে মিথ্যাবাদীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে দেখ$। ১৩৭। লোকের জন্য এই উক্তি এবং ধর্মভীরুদিগের জন্য এই পথপ্রদর্শন

* সুদের প্রসঙ্গ এস্থানে এজন্য হইয়াছে যে, সুদ গ্রহণে দুই প্রকার দুর্বলতা উপস্থিত হয়। এক নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণে সাধনানুকূল্য খর্ব হয়, ধর্মযুদ্ধ এক উচ্চ সাধনা। দ্বিতীয়তঃ সুদ গ্রহণে অত্যন্ত কৃপণতা প্রকাশ পায়, আপন লাভ ব্যতিরেকে সুদগ্রাহী লোকেরা অর্থ দ্বারা কাহার উপকার করিতে চাহে না, বিনিময় আকাঙ্ক্ষা করে। যাহার ধনের প্রতি এরূপ কার্পণ্য সে কেমন করিয়া প্রাণ দিতে পারে ? (ত, ফা,)

† কথিত আছে যে, প্রধানতম এমামকে কেহ চপেটাঘাত করিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "আমিও তোমাকে চপেটাঘাত করিতে পারি, কিন্তু করিব না, আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকটে অভিসম্পাত প্রার্থনা করিতে পারি, অথচ করিব না।" ইত্যাদি বলিয়া তিনি তাহাকে শান্তভাবে ক্ষমা করিলেন।

‡ এই আয়াত বন্‌হান্ নামক ব্যক্তির উপলক্ষ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল। একটী রূপবতী নারী বন্‌হানের নিকটে খোর্মা ফল ক্রয় করিতে আগমন করে। বন্‌হানের মন তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হয়। উত্তম খোর্মা দিব এই ছল করিয়া তাহাকে নির্জন গৃহে লইয়া যায় ও তাহার প্রতি অসদভিপ্রায় প্রকাশ করে। নারী বন্‌হানকে ভর্ৎসনা করিয়া বলে, "ঈশ্বরকে ভয় কর, আমার শুদ্ধ দেহকে কলঙ্কিত করিও না।" তাহাতে বন্‌হানের অনুতাপ ও ঈশ্বরে ভয় হয়। সে তৎক্ষণাৎ হজরত মোহম্মদের নিকটে আসিয়া সবিশেষ নিবেদন করে। তিনি বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বলেন, "আমি তোমাদের সাক্ষাৎ বিদ্যমানসত্ত্বে তোমরা ঈদৃশ কুকার্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ ?" ঈশ্বর অনুতপ্তদিগের আশার নিমিত্ত এই আয়াত প্রেরণ করেন। কাহার কাহার মতে পাপানুষ্ঠানে উদ্যত অন্য দুই তিন ব্যক্তির উপলক্ষে এই প্রবচনের অবতারণা হয়। (ত, হো,)

$ ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণের সঙ্গে বিবাদ করা কাফেরদিগের প্রাচীন রীতি।

ও উপদেশ। ১৩৮। অবসন্ন ও বিষন্ন হইও না, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তোমরাই উন্নত*। ১৩৯। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হও তবে নিশ্চয় সেই দলও (ধর্মদ্রোহী দল) তৎসদৃশ আঘাত প্রাপ্ত হইবে, আমি লোকের মধ্যে এই দিনের পরিবর্তন করিয়া থাকি, এবং তাহাতে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত হন, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে হইতে সাক্ষী গ্রহণ করিয়া থাকেন, ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না। ১৪০। +এবং তাহাতে ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে সংশোধিত ও অবিশ্বাসীদিগকে বিলুপ্ত করিয়া থাকেন†। ১৪১। তোমরা কি মনে করিতেছ যে, স্বর্গে প্রবেশ করিবে? ও তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্মযুদ্ধ করিয়াছে, এবং যাহারা সহিষ্ণু এক্ষণ ঈশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত নহেন? ১৪২। সত্যসত্যই তোমরা মৃত্যুকে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বেই আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলে, পরে নিশ্চয় তোমরা তাহাকে দর্শন করিয়াছ ও তোমরা প্রতীক্ষা করিতেছিলে। ১৪৩। (র, ১৪, আ, ১৪)

এবং মোহম্মদ প্রেরিত ভিন্ন নহে, নিশ্চয় তাহার পূর্বে প্রেরিতের অন্তর্ধান হইয়াছিল, অবশেষে যদি সে মরিয়া যায় কিম্বা হত হয় তোমরা কি পশ্চাৎপদ হইবে? এবং যে ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হয় সে তখন কখনও ঈশ্বরকে কিছুই প্রপীড়ন করে না, কৃতজ্ঞ লোকদিগকে ঈশ্বর সত্বর পুরস্কার দান করেন‡। ১৪৪। ঈশ্বরের ইচ্ছা

সকল দেশের বিবরণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাইবে যে, প্রথমে ধর্মপ্রবর্তকদিগের প্রতি এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে, কিন্তু পরিণামে মিথ্যাবাদীদিগের দুর্দশা হইয়াছে। ওহোদের সংগ্রামে সত্তর জন প্রধান মোসলমান নিহত হন, এবং যুদ্ধ তাহাদিগের পক্ষে প্রতিকূল হয়, এ জন্য ঈশ্বর মোসলমানদিগকে সাহস দিতেছেন। (ত, ফা,)

* ওহোদের সংগ্রামে হজরত গিরিগুহায় প্রচ্ছন্ন হইলে এবং বিপক্ষ দলের নেতা আবু সুফিয়ান পর্বতশৃঙ্গে জয়পতাকা স্থাপন করিলে মোসলমান সেনাগণ অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য এই আয়াত অবতারণ করেন। ইহার ভাব এই যে, পদমর্যাদায় তোমরা উন্নত, তোমরা যুদ্ধে হত হইলেও স্বর্গ লাভ করিবে। ধর্মদ্রোহী লোকেরা নরকে যাইবে, বদরের যুদ্ধে তোমাদের জয় হইয়াছে। (ত, হো,)

† জয়-পরাজয়ের স্থিরতা নাই, তাহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। যুদ্ধে নিহত হইলে মোসলমানদিগের স্বর্গ লাভ হয়। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে পরীক্ষা করা এবং মোসলমানদিগকে সংশোধন করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল। নতুবা কাফেরগণের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন নহেন। (ত, ফা,)

‡ এই ওহোদের যুদ্ধে অনেক প্রধান প্রধান মোসলমান বীর পুরুষ পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, ধর্মপ্রবর্তক মোহম্মদ মারা পড়িয়াছেন বলিয়া একজন কাফের ঘোষণা করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে হজরত আহত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবর ও একান্ত দুর্বল হইয়া এক গর্তের ভিতরে পড়িয়াছিলেন। প্রথমতঃ মোসলমানেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, তাঁহার মৃত্যুতে সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পরে হজরত গর্ত হইতে উঠিয়া আসিয়া যে সকল লোক উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে সমবেত করিয়া পুনর্বার সংগ্রামের আয়োজন করিলেন। ইতিমধ্যে কাফের সৈন্যদল চলিয়া গেল। অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে, প্রেরিত

ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় না, (মৃত্যুর) নির্দিষ্ট সময় লিখিত আছে, এবং যে ব্যক্তি সাংসারিক লাভ আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহা হইতে তাহাকে দান করি ও যে ব্যক্তি পারলৌকিক লাভ আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহা হইতে তাহাকে দান করি, এবং অবশ্য আমি কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দিব। ১৪৫। এবং অনেক তত্ত্ববাহক ছিল যে, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বহু ঈশ্বরপরায়ণ লোক যুদ্ধ করিয়াছিল, পরে ঈশ্বরের পথে তাহাদের বিপদ উপস্থিতিবশতঃ তাহারা অবহেলা করে নাই ও দুর্বল হয় নাই, এবং নিরুপায় হইয়া পড়ে নাই, পরমেশ্বর সহিষ্ণুদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন। ১৪৬। এবং তাহারা বলিয়াছিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের অপরাধ ও আমাদিগের কার্য এবং আমাদের সীমালঙ্ঘন আমাদিগের জন্য ক্ষমা কর ও আমাদিগের চরণকে দৃঢ় কর, এবং ধর্মদ্রোহীদলের উপর আমাদিগকে সাহায্য দান কর, ইহা ব্যতীত তাহাদিগের কথা ছিল না। ১৪৭। পরিশেষে ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐহিক পুরস্কার ও পারত্রিক উত্তম পুরস্কার দান করিয়াছেন. এবং ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রীতি করেন। ১৪৮। (র, ১৫, আ, ৫)

হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা কাফেরদিগের আজ্ঞা বহন কর, তবে তাহারা তোমাদিগকে পশ্চাৎপদ করিয়া ফিরাইবে, পরে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইবে*। ১৪৯। বরং পরমেশ্বর তোমাদিগের বন্ধু এবং তিনি উত্তম সাহায্য-কারী। ১৫০। যাহার সম্বন্ধে কোন নিদর্শন অবতারণ করা হয় নাই তাহাকে ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী করিয়াছে বলিয়া সত্বর আমি ধর্মদ্রোহীদিগের অন্তরে বিভীষিকা স্থাপন করিব, নরকাগ্নি তাহাদিগের স্থান, এবং (তাহা) অত্যাচারীদিগের জন্য মন্দ বাসস্থান। ১৫১। এবং যখন তোমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতেছিলে সত্যসত্যই ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে সে সময় পর্যন্ত আপন অঙ্গীকার সপ্রমাণ করিয়াছেন ; যে সময় হইতে তোমরা কার্যে কাপুরুষতা ও বিরোধ করিলে এবং যাহা তোমরা ভালবাসিতেছিলে তাহা তোমাদিগকে প্রদর্শন করিলে পর তোমরা অপরাধ করিলে, তোমাদের মধ্যে কেহ সংসার চাহিতেছিল ও তোমাদের মধ্যে কেহ পরলোক চাহিতেছিল ; তৎপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগ হইতে তোমাদিগকে বিমুখ করিলেন, এবং সত্য সত্যই তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি কৃপাবান্†। ১৫২। যখন তোমরা

পুরুষ জীবিত থাকুন বা না থাকুন ধর্ম ঈশ্বরের, তোমরা তাহাতে অটল থাক। হজরতের পরলোকান্তে অনেক লোক ধর্ম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। যাহারা ছিল তাহাদিগেরই অধিক পুণ্য। (ত, ফা,)

* এই যুদ্ধে যে সকল মোসলমানের অন্তর ভগ্ন হইয়াছিল ধর্মদ্রোহী ও কপট লোকদের কেহ কেহ সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে অনুযোগ করিতে লাগিল, কেহ হিতৈষণা বাক্যে এইরূপ বুঝাইতে লাগিল যেন ভবিষ্যতে তাহারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ না করে। এজন্য ঈশ্বর সাবধান করিতেছেন যে, কাফেরগণ কর্তৃক প্রতারিত হইও না। (ত, ফা,)

† ওহোদের যুদ্ধে প্রথমতঃ মোসলমানদিগের পক্ষে জয়শ্রী ছিল। তাঁহারা কাফেরদিগকে সংহার করিতেছিলেন ও তাহারা পলায়ন করিতেছিল, এবং বিজয়ের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ধন লাভ হইবে বলিয়া কাহারও আনন্দ হইয়াছিল, এসলাম ধর্মের জয় হইল বলিয়া কাহারও হর্ষ হইয়াছিল। যখন

উপরে উঠিতেছিলে ও কাহারও প্রতি মনোযোগ করিতে ছিলে না, এবং প্রেরিত পুরুষ তোমাদের পশ্চাতে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছিলেন, তৎপর তিনি তোমাদিগকে শোকের পর শোক পুরস্কার দিলেন ; তবে যাহা তোমাদের ত্রুটি হইয়াছে ও যাহা তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ তৎপ্রতি দুঃখ করিও না, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা*। ১৫৩। অতঃপর শোকান্তে তোমাদের প্রতি তিনি বিশ্রাম প্রেরণ করিলেন (সেই বিশ্রাম কি ?) তন্দ্রা, উহা তোমাদের এক দলকে আচ্ছাদন করিতেছিল এবং এক দল যে নিশ্চয় তাহাদের আত্মা তাহাদিগকে চিন্তাযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্য কল্পনা, মূর্খতার কল্পনা করিতেছিল, বলিতেছিল, "আমাদের জন্য কি কিছু কার্য আছে ?" বল তুমি (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় সমুদায় কার্য ঈশ্বরের জন্য, কপট লোকেরা ত তোমার নিমিত্ত যাহা প্রকাশ করিতে পারে না তাহা আপন অন্তরে গোপন করিয়া থাকে। তাহারা বলে, "যদি আমাদের নিমিত্ত কোন কার্য থাকিত তবে আমরা এ স্থানে হত হইতাম না ;" তুমি বল, যদি তোমরা আপন গৃহেও থাকিতে নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে হত্যা লিখিত হইয়াছে তাহারা অবশ্য আপন হত্যাভূমির দিকে বহির্গত হইল ; এবং তাহাতে তোমাদের হৃদয়ে যাহা আছে ঈশ্বর তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন ও তদ্দ্বারা তোমাদের অন্তরে যাহা আছে সংশোধিত করিতেছিলেন ; এবং ঈশ্বর হৃদয়ের ভাবের

মোসলমানগণ কর্তৃক প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা অগ্রাহ্য হইল তখনই যুদ্ধের অবস্থা ফিরিয়া গেল। এক আদেশ অমান্য এই যে, হজরত পঞ্চাশজন বাণবর্ষী পুরুষকে রক্ষকরূপে গিরিবর্ত্মে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। যখন বাণবর্ষী সৈনিকগণ আপন দলে বিজয় ও বিক্রয় দর্শন করিল, তখন জয়ের অংশী হইতে ও শত্রুশিবির লুণ্ঠন করিতে তাহাদের ইচ্ছা হয়, তাহারা আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দশজনমাত্র ধনুর্ধর সেনা রাখিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আইসে। তাহাতে পলায়িত শত্রুগণ সুযোগ পাইয়া গিরিবর্ত্মের দিক দিয়া আসিয়া মোসলমান সৈন্যদিগকে আক্রমণপূর্বক পরাস্ত করে। ২য় আদেশ লঙ্ঘন এই যে, যখন শত্রুগণ পলায়ন করিতেছিল ও মোসলমান সেনারা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন হজরত পশ্চাৎ হইতে আমার নিকট আইন সে দিকে যাইও না বলিয়া ডাকিতেছিলেন। ধন লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে তাহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই। (ত, ফা,)

ধৈর্যধারণ করিলে তোমাদিগকে বিজয়ী করিব, ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার ছিল। যখন মোসলমান সৈন্যগণ অধৈর্য হইয়াছিল তখন পরাজিত হইল। (ত, হো,)

* তোমরা উপরে উঠিতেছিলে, ইহার তাৎপর্য পর্বতের উপর দিয়া পলায়ন করিতেছিলে। শোকের পর শোক, এক শোক প্রেরিত পুরুষের মৃত্যু সংবাদে অপর শোক ধর্মবন্ধুদিগের প্রাণত্যাগে, অথবা এক শোক পরাজয় স্বীকারের অপর শোক লুণ্ঠন সামগ্রী হস্তচ্যুত হওয়া। তোমরা বিপদে ধৈর্য শিক্ষা করিবে, এই উদ্দেশ্যে তোমাদিগের প্রতি এই শাস্তি হইল। (ত, হো,)

তোমরা প্রেরিত পুরুষকে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছ, এ জন্য তোমাদিগকে মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইল। অতএব কিছু ক্ষতি হউক বা লাভ হউক আজ্ঞানুসারে চলিবে, একথা স্মরণ রাখিও। (ত, ফা,)

জ্ঞাতা* । ১৫৪ । দুই দলের সাক্ষাৎকারের দিন নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক প্রস্থান করিয়াছে তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহার কিছুর জন্য† শয়তান তাহাদিগকে বিচলিত করিয়াছে বৈ নহে, এবং সত্যসত্যই ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন,‡ একান্তই ঈশ্বর ক্ষমাশীল, গম্ভীর । ১৫৫ । (র, ১৬, আ, ৭)

হে বিশ্বাসিগণ, যাহারা কাফের হইয়াছে তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না, তাহারা আপন ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে যখন তাহারা দেশ ভ্রমণে গেল ও ধর্মযোদ্ধা হইল বলিয়াছিল, যদি তাহারা আমাদের নিকটে থাকিত মরিত না ও হত হইত না, তাহাতে ঈশ্বর তাহাদের অন্তরে এই (ভাবকে) আক্ষেপে পরিণত করিতেছেন, পরমেশ্বর জীবন দান ও প্রাণ হরণ করেন, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার দর্শক । ১৫৬ । এবং যদি ঈশ্বরের পথে তোমরা হত হও বা মরিয়া যাও তবে নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে ক্ষমা ও দয়া আছে,$ তাহারা যাহা সংগ্রহ করে তদপেক্ষা উত্তম । ১৫৭ । এবং যদি তোমরা মরিয়া যাও বা নিহত হও তবে অবশ্য তোমরা ঈশ্বরের দিকে সমুত্থিত হইবে । ১৫৮ । পরে ঈশ্বরের দয়াবশতঃ তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের জন্য কোমল হইলে (যদি তুমি কঠিন প্রকৃতি কঠোর হৃদয় হইতে তবে অবশ্য তোমার দিক্ হইতে তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত, অতএব তাহাদিগকে মার্জনা কর ও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং এ কার্যে তাহাদের সঙ্গে মন্ত্রণা কর, পরন্তু যখন তুমি উদ্যোগ করিয়াছ তখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, নিশ্চয় ঈশ্বর নির্ভরকারীকে প্রেম করেন। ১৫৯ । যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য দান করেন তবে তোমাদিগের উপর বিজেতা নাই, এবং যদি তিনি

এই পরাজয়ের যাঁহাদের মৃত্যু এবং যাঁহাদের পলায়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল হইয়াছে, এবং যাঁহারা রণক্ষেত্রে অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারা ভীত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন তৎপর তাঁহাদের ভয় বিভীষিকা দূর হয়। এতক্ষণ হজরতও মূর্ছা প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলে সকলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পুনর্বার সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। যাহারা অল্প বিশ্বাসী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল, "আমাদের জন্য কি কিছু কার্য আছে ?" অর্থাৎ ঈদৃশ পরাজয়ের পর আমরা কি আর কোন কার্য করিতে পারিব ? সমুদয় ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছে, আমাদের আর কি সাধ্য আছে ? এই উক্তির গূঢ় মর্ম এই যে আমাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য হয় নাই, তজ্জন্য এতগুলি লোক মারা পড়িল। ঈশ্বর এই কথার উত্তর দান করিলেন ও বুঝাইয়া দিলেন যে, কপট ও সকল ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের ঐ বিষয়ে কৌশল ছিল। (ত, ফা,)

† কিছুর জন্য অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষের আদেশ অমান্য করার জন্য। (ত, হো,)

‡ ইহা দ্বারা জানা যায় যে, এই যুদ্ধে যাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহারা অপরাধী রহিল না। (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ কেহ সৎকার্যোদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মরিলে বা মারা পড়িলে সেই বহির্গমনের জন্য আক্ষেপ করা উচিত নয়। তাহা করিলে ঈশ্বরের বিধির প্রতি, পরলোকের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। ঐহিক হিত দেখিতে হইবে না। সংসারে দৃষ্টি করা কাফেরদিগের স্বভাব। (ত, ফা,)

তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন তবে তাঁহার অভাবে সেই ব্যক্তি কে যে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবে? অতএব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসিদিগের নির্ভর করা আবশ্যক। ১৬০। এবং সংবাদবাহক হইতে অন্যায় হয় না ও যে ব্যক্তি অপচয় করে সে যাহা অপচয় করিল কেয়ামতের দিনে তাহা লইবে, তৎপর প্রত্যেক ব্যক্তি যে কার্য করিয়াছে তাহা (তাহার ফল) সম্যক্ প্রদত্ত হইবে, এবং তাহারা অত্যাচরিত হইবে না*। ১৬১। পরন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তোষের অনুসরণ করিয়াছে সে কি ঈশ্বরের কোপে প্রত্যাগত ব্যক্তির তুল্য? এবং উহার স্থান নরক ও কুস্থান। ১৬২। এই লোক ঈশ্বরের নিকটে পদস্থ† এবং তাহারা যাহা করিতেছে ঈশ্বর তাহার দর্শক। ১৬৩। সত্য সত্যই ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি উপকার বিধান করিয়াছেন, যখন তাহাদের মধ্যে তাহাদের জাতি হইতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন. সে তাহাদের নিকটে তাঁহার বচন পাঠ করিতেছে ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করিতেছে, এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা দিতেছে, এবং নিশ্চয় তাহারা পূর্বে একান্তই স্পষ্টপথ ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ১৬৪। যখন এক বিপদ্ তোমাদিগকে প্রাপ্ত হইল নিশ্চয় তোমরা কি তাহার দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইয়াছ? তোমরা বলিয়াছ, "ইহা কোথা হইতে হইল?" বল (হে মোহম্মদ,) ইহা তোমাদের জীবন হইতে হইয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী।‡ ১৬৫। উভয় দলে

* এই আয়াতে মোসলমানদিগকে সান্ত্বনা দান করা হইতেছে। তোমাদের উচিত নয় যে, তোমরা মনে কর প্রেরিত পুরুষ আমাদিগকে বাহ্যে ক্ষমা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে ক্রোধ আছে, পরে তিনি এক সময় সেই ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। জানিও অন্তরে একরূপ বাহ্যে অন্যরূপ প্রেরিত পুরুষদিগের এ প্রকার স্বভাব নহে। অথবা এই আয়তে মোসলমানগণকে এপ্রকার প্রবোধ দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা হজরতের সম্বন্ধে এরূপ মনে করিবে না যে, তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু অপচয় করিয়াছেন, অর্থাৎ গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। হয় তো ইহা বুঝাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, যে সকল ধনুর্ধর পুরুষ লুণ্ঠিত সামগ্রী গ্রহণ করিবার জন্য স্বস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে কি হজরত অংশ দিতেন না, কিম্বা তিনি কোন দ্রব্য কি লুকাইয়া রাখিতেন? কথিত আছে বদরের যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিছু হারাইয়া গিয়াছিল। কেহ বলিয়াছিল হয় তো হজরত নিজের জন্য তাহা রাখিয়াছেন, সম্ভবতঃ তদুপলক্ষেই এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, ফা,)

† প্রেরিত পুরুষ ও অন্য লোক তুল্য নহে। সাধারণ লোকের ন্যায় প্রেরিত পুরুষের দ্বারা লোভের কার্য হয় না। (ত, ফা.)

‡ অর্থাৎ তোমরা বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফেরকে বধ করিয়াছিলে, এবং সত্তর জনকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলে। এই যুদ্ধে তোমাদের দলের সত্তর জন হত হইয়াছে, তবে ক্ষুণ্ণ কেন হইতেছ? ইহা আপন অপরাধের জন্য হইয়াছে। যেহেতু তোমরা আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ। অথবা এই অপরাধ ছিল যে, তোমরা অর্থ গ্রহণ করিয়া বদরে বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলে। হজরত বলিয়াছিলেন, "এই সত্তর জনকে ছাড়িয়া দিলে তোমাদের সত্তরজন যুদ্ধে হত হইবে।" (ত, ফা,)

সাক্ষাৎকার-দিবসে তোমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা ঈশ্বরের আদেশানুসারে হইয়াছে, বিশ্বাসীদিগকে প্রকাশ করিতে এবং যাহারা কপট তাহাদিগকে প্রকাশ করিবার জন্য হইয়াছে, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল এস, এবং ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, কিম্বা (কাফেরদিগকে) দূর কর। তাহারা বলিল, "যদি আমরা যুদ্ধ করিতে জানিতাম, নিশ্চয় তোমাদিগের অনুসরণ করিতাম ;" তাহারা সেই দিন বিশ্বাসোন্মুখ লোকদিগের অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতার অভিমুখে নিকটতর ছিল ; যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা তাহা আপন মুখে বলিয়াছে ; তাহারা যাহা গোপন করিতেছিল ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত*। ১৬৬+১৬৭। যাহারা বসিয়া রহিয়াছে ও স্বীয় ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে, "আমাদের কথা মান্য করিলে তাহারা হত হইত না ; "বল, (হে মোহম্মদ ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আপনাদের মৃত্যুকে দূর কর। ১৬৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের পথে হত হইয়াছে তাহারা মরিয়াছে মনে করিও না, বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত আছে, তাহাদিগকে উপজীবিকা প্রদত্ত হইতেছে। ১৬৯ +ঈশ্বর নিজ কৃপা গুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাহারা আনন্দিত, যাহারা তাহাদের পশ্চাতে আছে, (এক্ষণও) তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই, তাহাদের জন্য আনন্দিত, যেহেতু তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা শোক প্রাপ্ত হইবে না। ১৭০। তাহারা ঈশ্বরের দানেও (তাঁহার) করুণায় আনন্দিত হয়, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর-বিশ্বাসীদিগের পুরস্কার নষ্ট করেন না। ১৭১। (র, ১৭, আ, ১৬)

যাহারা নিজের প্রতি যে আঘাত পঁহুছিয়াছে তাহার পর ঈশ্বরকে ও প্রেরিত পুরুষকে স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম ও ধৈর্য ধারণ করিয়াছে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে+। ১৭২। এই তাহারা যে তাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য লোক সমবেত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় কর ;" পরে উহা তাহাদিগের বিশ্বাস বৃদ্ধি করিল, এবং তাহারা বলিল,

এই আয়াতে কপট লোকদিগের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা বলে যখন সংগ্রাম উপস্থিত হইবে আমরা যাইয়া যোগ দিব, অথবা এরূপ বলে যে, আমরা যুদ্ধের রীতি-নীতি জ্ঞাত নহি। অন্তরে গর্ব করে যে, আমাদের পরামর্শ গ্রাহ্য হয় না, ইহাদের যুদ্ধবিদ্যায় জ্ঞান নাই। এই কথাতে তাহারা ধর্মদ্রোহিতার নিকটবর্তী হইয়াছে ও বিশ্বাস হইতে দূরে পড়িয়াছে। (বোধসুলভার্থ দুই আয়াত একত্রীকৃত)। (ত, ফা,)

যে দিন বিপক্ষ দলের নেতা আবু-সুফিয়ান ওহোদ হইতে প্রতিগমন করিল, হজরত সেই দিন অপরাহ্ণে মদিনায় চলিয়া আসিলেন। সেদিন শওয়াল মাসের সপ্তম দিবস শনিবার ছিল। রবিবার দিন প্রাতঃকালে তিনি শত্রুদিগের পশ্চাতে ধাবমান হইবার জন্য ওহোদের সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন. এবং যাহারা ওহোদের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল তাহাদিগকে যাইতে বারণ করিলেন। ধর্ম-বন্ধুগণ আহত দুর্বল শরীরে আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শত্রুর অনুসরণে মক্কাভিমুখে চলিলেন। হম্‌রায়ল্‌ আসদ নামক স্থানে তাঁহাদের শিবির সন্নিবেশিত হয়। তাঁহারা সোমবার রাত্রিতে প্রবল অগ্নি উদ্দীপন করিয়া মক্কাবাসীদিগকে বিজ্ঞাপন করেন যে, আমরা ভীত ও দুর্বল হই নাই। এই সময় পরমেশ্বর এই আয়াত অবতারণ করেন। (ত, হো,)

"আমাদের জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট ও তিনি উত্তম কার্য সম্পাদক*"। ১৭৩। অনন্তর তাহারা ঈশ্বরেরর দান ও কৃপার সঙ্গে পুনর্মিলিত হইল, অশুভ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতার অনুসরণ করিয়াছিল, ঈশ্বর মহান্, পরম কৃপালু। ১৭৪। ইহারা শয়তান ভিন্ন নহে যে, আপন বন্ধুদিগকে ভয় দেখায়, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে তাহাদিগকে ভয় করিও না, আমাকে ভয় করিও†। ১৭৫। এবং যাহারা অধর্মে ধাবমান তাহারা (হে মোহম্মদ,) তোমাকে বিষাদিত করিবে না, নিশ্চয় তাহারা ঈশ্বরের কিছু ক্ষতি করিবে না, ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে, পরলোকে তাহাদিগকে কিছুই লভ্য প্রদান না করেন, এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে‡। ১৭৬। নিশ্চয় যাহারা ধর্মের বিনিময়ে অধর্মকে ক্রয় করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরে কিছুই ক্ষতি করিবে না ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১৭৭। এবং ধর্মদ্রোহিগণ যেন মনে করে না যে, তাহাদের জীবনের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে আমি অবকাশ দিতেছি, অপরাধে বর্ধিত হওয়ার জন্য আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি ইহা ব্যতীত নহে, তাহাদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি আছে। ১৭৮। যদবস্থায় তোমরা আছ (হে কপটগণ,) তদবস্থায় বিশ্বাসীদিগকে রাখিবেন ঈশ্বর (সেরূপ) নহেন, এত দূর পর্যন্ত যে তিনি পবিত্রতা হইতে অপবিত্রতা ভিন্ন করেন, এবং তোমাদিগকে যে গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞাপন করিবেন ঈশ্বর (সেরূপ) নহেন, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা নিজের প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে গ্রহণ করেন, অতএব ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতদিগকে তোমরা বিশ্বাস করিও, এবং যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও ধর্মভীরু হও তবে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার আছে। ১৭৯। এবং তাহারা যেন মনে না করে যে, ঈশ্বর নিজ কৃপাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে যাহারা কৃপণতা করে উহা তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঘটিবে, বরং উহা তাহাদের অমঙ্গলের জন্য হইবে, তাহারা যে বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছে সত্বর কেয়ামতের দিনে উহা তাহাদিগের গ্রীবার বন্ধন করা হইবে ; এবং স্বর্গ-মর্তের উত্তরাধিকারিত্ব ঈশ্বরেরই, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা$। ১৮০। (র, ১৮, আ, ৯)

---

* আবু-সুফিয়ান এসলাম-সৈন্যের মূলোৎপাটনমানসে পুনর্যাত্রায় উদ্যোগী হইয়াছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ হজরত হম্রায়লুআসদে পঁহুছিয়াছেন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভীত হইল। পথে মদিনার যাত্রিক একদল বণিক্কে পাইয়া বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া বলিল যে, যে স্থানে তোমরা মোহম্মদীয় লোক দেখিতে পাইবে তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে যে, আমি সসৈন্যে তাহাদিগকে উৎসন্ন করিতে আসিতেছি। সেই সকল লোক হম্রায়লুআসদে আসিয়া মোসলমানদিগকে আবু-সুফিয়ানের বক্তব্য জ্ঞাপন করিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা কিছুই ভীত হইলেন না। বরং দৃঢ়তার সহিত তাঁহারা "আমাদের জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট" ইত্যাদি বিশ্বাসের কথা বলিলেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি তদ্রূপ কথা কহিত শয়তান তাহাকে শিক্ষা দিত। (ত, ফা,)

‡ কপট লোকেরা যখন বিশ্বাসীদিগের দুঃখ-বিপদ্ দেখিত তখনই অবিশ্বাসের কথা বলিত। (ত, ফা,)

$ হদিসে অর্থাৎ প্রেরিতের বাক্য ও কার্য বিবরণ পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বর যাহাদিগকে ধন দিয়াছেন তাহারা জাকাত দান না করিলে বিচারের দিনে সেই ধন

যাহারা বলিয়াছিল যে, ঈশ্বর নির্ধন আমরা ধনী. সত্য সত্যই ঈশ্বর তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা এবং তাহাদিগের দ্বারা অন্যায়-রূপে প্রেরিত পুরুষগণের হত্যা হওয়া এক্ষণ আমি লিখিব, এবং বলিব তোমরা প্রদাহকারিণী শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর*। ১৮১। তোমাদের হস্ত পূর্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তাহারই জন্য ইহা†, "নিশ্চয় ঈশ্বর দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহেন।" ১৮২। যাহারা বলিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, আমাদের নিকটে বলি আনীত হইলে তাহা হুতাশন ভক্ষণ না করা পর্যন্ত আমরা প্রেরিতকে বিশ্বাস করিব না, (তাহাদিগকে) বল, আমার পূর্বে নিদর্শন সকলসহ প্রেরিত পুরুষগণ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন, এবং যাহা তোমরা বলিতেছ যদি সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদিগকে বধ করিলে‡? ১৮৩। অনন্তর যদি তাহারা তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) অসত্যারোপ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয় তোমার পূর্বে নিদর্শন সকল ও উজ্জ্বল গ্রন্থ ও ক্ষুদ্র গ্রন্থ সকল সহ সমাগত প্রেরিতদিগের প্রতিও অসত্যারোপ করিয়াছে। ১৮৪। প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যু আস্বাদন করিবে, এবং কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে সম্যক্ পুরস্কার দেওয়া যাইবে ইহা ভিন্ন নহে, পরন্তু যে ব্যক্তি নরকাগ্নি হইতে দূরীকৃত এবং স্বর্গে সমানীত, পরে নিশ্চয় যে প্রাপ্তকাম হইল, সাংসারিক জীবন প্রবঞ্চনার সম্পত্তি ভিন্ন নহে। ১৮৫। অবশ্য তোমাদিগকে ধন ও জীবনবিষয়ে পরীক্ষা করা হইবে, এবং তোমাদের পূর্বে যাহাদের গ্রন্থ দান করা হইয়াছে তাহাদিগ হইতে

দ্বারা বিষোদ্গারী ভয়ংকর বিষধরমূর্তি নির্মিত হইবে। এই সর্প আসিয়া সেই ব্যক্তির গ্রীবা ও মুখ জড়াইয়া ধরিবে ও তাহাকে ভৎসনা করিবে। যে বস্তু পূর্বে কোন ব্যক্তির অধিকারে ছিল না পরে অধিকারভুক্ত হয় এইরূপ অধিকারকে উত্তরাধিকার বলে। স্বর্গ ও মর্তের উত্তরাধিকারিত্ব ঈশ্বরের, ইহার অর্থ এই যে, স্বর্গ ও মর্তনিবাসীদিগের অভাব হইলে তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঈশ্বর হন। ইহা বাহ্যিক ভাবে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সম্পত্তি যাহাদের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল, তাহাদের অভাবে সেই সম্পত্তি তাহার প্রকৃত স্বামী ঈশ্বরের হস্তগত হয়। (ত, হো,)

* ইহুদীরা, "ঈশ্বরকে ঋণ দান কর" আয়াত শ্রবণ করিয়া বলিতেছিল, ঈশ্বর আমাদের নিকট ঋণপ্রার্থনা করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর দরিদ্র আমরা ধনী। (ত, শা,)

† তোমাদের হস্ত পূর্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে, ইহার অর্থ তোমরা পূর্বে যে দুষ্কর্ম করিয়াছ।

‡ কোন কোন প্রেরিতের দ্বারা এই অলৌকিক ক্রিয়া হইয়াছিল যে, কোন দ্রব্য ঈশ্বরের বলিরূপে রাখা হইত, এক প্রকার অগ্নি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিত। তখনই জানা যাইত যে সেই বলি ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এক্ষণ ইহুদিগণ ছলনা করিয়া বলিতেছে যে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে যাহা হইতে আমরা এইরূপ অলৌকিকতা দর্শন না করিব তাহাকে যেন বিশ্বাস না করি। ইহা তাহাদের প্রবঞ্চনা ভিন্ন নহে। এক এক সংবাদবাহক এক এক প্রকার অলৌকিকতা লাভ করিয়াছেন। সকলের এক প্রকার অলৌকিকতা কেন হইবে? (ত, ফা,)

প্রচুর দুঃখ শুনিবে* যদি তোমরা সহিষ্ণু ও ধর্মভীরু হও তবে নিশ্চয় ইহা সাহসের কার্য হয়। ১৮৬। এবং (স্মরণ কর,) যখন গ্রন্থপ্রাপ্ত লোকদিগকে ঈশ্বর অঙ্গীকার করাইলেন যে, অবশ্য তোমরা লোকের জন্য তাহা ব্যক্ত করিবে, এবং তাহা গোপন করিবে না, পরে তাহারা তাহা (সেই অঙ্গীকারকে) আপনাদের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল ও তৎ পরিবর্তে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিল, পরন্তু তাহারা যাহা গ্রহণ করিতেছে তাহা নিকৃষ্ট। ১৮৭। তাহাদিগকে কখনও মনে করিও না যে, যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাহারা আহ্লাদিত এবং যাহা তাহারা করে নাই তজ্জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে†। পরন্তু কখন তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার মধ্যে মনে করিও না, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১৮৮। এবং স্বর্গ ও মর্তের রাজত্ব ঈশ্বরের ও তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। ১৮৯। (র, ১৯, আ, ৯)

নিশ্চয় স্বর্গ-মর্তের সৃজনে ও দিবা-রজনীর পরিবর্তনে অবশ্য বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে‡। ১৯০। তাহারা শয়নে ও উপবেশনে ও দণ্ডায়মানে ঈশ্বরকে স্মরণ করে, এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে, (বলে) "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি ইহা নিরর্থক সৃজন কর নাই, পবিত্রতা তোমারই, অবশেষে তুমি অগ্নিদণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ১৯১। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যাহাকে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করাইয়াছ, নিশ্চয় তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছ, পরিশেষে নিশ্চয় অত্যাচারীদিগের জন্য সাহায্যকারী নাই। ১৯২। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা ঘোষণাকারীকে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বিশ্বাসের দিকে ডাকিতেছেন যে, আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী হও, পরে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; হে আমাদের প্রতিপালক, অবশেষে আমাদের অপরাধ আমাদের জন্য ক্ষমা কর, এবং আমাদিগ হইতে মলিনতা সকল দূর কর, এবং আমাদিগকে সাধুতা সহকারে মৃত্যুগ্রস্ত কর। ১৯৩। হে আমাদের প্রতিপালক, স্বীয় প্রেরিত পুরুষের যোগে তুমি আমাদের সম্বন্ধে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছ

* প্রচুর দুঃখ শুনিবে, ইহার অর্থ প্রেরিত ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে অনেক দুঃখজনক কথা শুনিবে। (ত, হো,)

† হজরত ইহুদীদিগের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলে, এবং এরূপ প্রকাশ করে যে, তাহারা সত্য উত্তর দান করিয়াছে, এবং তজ্জন্য তাহারা প্রশংসা পাইতে ইচ্ছা করে। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অথবা কপট লোকদিগের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়; যথা তাহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছে, হজরত প্রত্যাগমন করিলে তাহারা তদ্বিষয়ে নানা ছল কৌশল করিয়াও প্রশংসা পাইতে অভিলাষী হয়। (ত, হো,)

‡ কোরেশগণ ইহুদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, মুসার অলৌকিক নিদর্শন কি ছিল? তাঁহারা হজরত মুসার যষ্টি ভুজঙ্গরূপে পরিণত হওয়া ও হস্তে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাওয়ার বিষয় বলিলেন। পরে ঈসায়ীদিগের নিকটে ঈসার অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হজরত ঈসার রোগীকে আরোগ্য ও মৃতকে জীবন দান বিষয়ে বলিলেন। পরে মোসলমানদিগের নিকটে হজরতের অলৌকিকতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

তাহা আমাদিগকে দান কর, কেয়ামতের দিনে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না, নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকারের অন্যথা কর না।" ১৯৪। অনন্তর তাহাদের ঈশ্বর তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, (বলিলেন) নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে স্ত্রী হউক কিম্বা পুরুষ হউক, আমি অনুষ্ঠানকারীর অনুষ্ঠান বিফল করি না, তোমাদের কতকলোক, কতক লোকের (তুল্য,)* পরন্তু যাহারা দেশান্তরে গিয়াছে ও আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে ও আমার পথে প্রপীড়িত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও হত হইয়াছে, একান্তই আমি তাহাদিগের অপরাধ তাহাদিগ হইতে দূর করিব, এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইব, যাহার ভিতরে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, ঈশ্বরের নিকট হইতে পুরস্কার হয়, এবং সেই ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে উত্তম পুরস্কার আছে। ১৯৫। নগর সকলের ধর্মদ্রোহীদিগের গমনাগমন তোমাকে যেন (হে মোহম্মদ,) প্রতারিত না করে†। ১৯৬। (এই) ভোগ ক্ষুদ্র, অতঃপর তাহাদের বাসস্থান নরক, এবং (উহা) মন্দ স্থান। ১৯৭। কিন্তু যাহারা আপন ঈশ্বরকে ভয় করিয়াছে, তাহাদের জন্য স্বর্গলোক সকল, যাহার ভিতরে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা সর্বদা থাকিবে, ঈশ্বরের আতিথ্য (লাভ করিবে,) পরমেশ্বরের নিকটে যাহা মঙ্গল তাহা সাধুদিগের জন্য হয়। ১৯৮। নিশ্চয় গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরে ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিনম্র, ঈশ্বরের প্রবচনের বিনিময়ে ক্ষুদ্র মূল্য গ্রহণ করে না, এই তাহারা, যাহাদিগের পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের জন্য আছে, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর। ১৯৯। হে বিশ্বাসিগণ, ধৈর্য ধারণ কর, পরস্পরকে দৃঢ় রাখ ও নিবিষ্ট থাক, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে। ২০০। (র, ২০, আ, ১১)

সূরা নেসা

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৭ আয়াত, ২৪ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে লোক সকল, যিনি এক ব্যক্তি হইতে তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন ও তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃজন করিয়াছেন, এবং এই উভয় হইতে বহু পুরুষ

* তোমরা কতক কতক লোকের তুল্য, ইহার অর্থ পরস্পর তুল্য। (ত, হো,)

† ধর্মদ্রোহী পৌত্তলিক লোকগণ নগরে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যাদি করিতেছে ও ধন-সম্পদ লাভ করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে, বিশ্বাসী ও ধার্মিক লোকেরা দুঃখ-দরিদ্রতার ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তুমি প্রতারিত হইবে না। তাহাদের সুখ ও আনন্দ ক্ষণিক, ধার্মিকদিগের জন্য নিত্য স্বর্গ রহিয়াছে। (ত, হো,)

ও নারী বিস্তার করিয়াছেন, তোমরা আপনাদের সেই প্রতিপালককে ভয় কর, এবং যাঁহার নামে পরস্পর যাচ্‌ঞা করিয়া থাক সেই ঈশ্বরকে ও বান্ধবতাকে ভয় কর*, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগের পরিদর্শক হন। ১। এবং অনাথাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি প্রদান কর, শুদ্ধতার সঙ্গে অশুদ্ধতার বিনিময় করিও না, এবং তাহাদের সম্পত্তিকে নিজের সম্পত্তির সঙ্গে যোগ করিয়া ভোগ করিও না, নিশ্চয় ইহা গুরুতর অপরাধ†। ২। এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার, পরন্তু যদি আশঙ্কা কর যে ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না তবে এক নারীকে (বিবাহ করিবে,) অথবা তোমাদের দক্ষিণ-হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে (পত্নী স্থলে গ্রহণ করিবে,) ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্তী‡ ৩। এবং তোমরা স্ত্রীদিগকে সহর্ষে তাহাদের

* মদিনাতে এই সূরার প্রকাশ হয়। বিভিন্ন বর্ণ ও আকৃতি সত্ত্বে ঈশ্বর তোমাদিগকে এক আদমের শরীর হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি সেই আদমের দেহ হইতে তাঁহার পত্নী হবাকে সৃজন করিয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ যে, হবা আদমের কুক্ষাস্থি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বব এই উভয় হইতে নর-নারী বিস্তার করিয়াছেন, অর্থাৎ উত্তরোত্তর বংশবৃদ্ধি করিয়াছেন। ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ঈশ্বরকে ভয় করিও। পরস্পর সাহায্য লাভার্থ ও অনুগ্রহের জন্য যাঁহার নাম করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক সেই ঈশ্বরকে এবং বান্ধবতাকে অর্থাৎ বন্ধুতা ও স্নেহ-প্রেমের ব্যাঘাত হওয়াকে ভয় করিও। (ত, হো.)

† এই আয়াত গৎফান বংশীয় এক ব্যক্তির সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তাহার ভ্রাতা এক শিশু পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছিল। সে ভ্রাতার সম্পত্তি অধিকার করে। ভ্রাতুষ্পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃধন তাহাব নিকটে প্রার্থনা করিলে সে তাহা প্রদানে শৈথিল্য কবিতে থাকে। তাহাতে হজরত মোহম্মদের নিকটে এ বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে হজরত এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। পরে গৎফানী মহা পাপ হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন বলিয়া ভ্রাতাব সমুদায় সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রদান করে। (ত, হো,)

যে বালকের পিতার মৃত্যু হয় তাহার অভিভাবকের উচিত যে, সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার ধনে হস্তক্ষেপ না করে, ব্যয়ে বিরত থাকিয়া তাহা সাবধানে রক্ষা করে, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই ধন তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। (ত, ফা,)

‡ একজন নিরাশ্রয়া নারী এক ব্যক্তির আশ্রয়ে ছিল। সেই পুরুষ উক্ত নারীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। পরে তাহার ইচ্ছা হইল, যে, সেই স্ত্রীলোক-টিকে বিবাহ করিয়া অনাথার প্রতি যাহা কর্তব্য ও তাহার জন্য যেরূপ নির্ধারণ করা উচিত তাহা করে। তাহার মন্দ স্বভাব ও অন্য নানা কারণ উহার প্রতিবন্ধক হইল। মহামান্যা আয়েশার নিকটে কেহ ইহার প্রসঙ্গ করে, তাঁহা দ্বারা হজরত ইহা শুনিতে পান, তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। যথা অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার কবিতে না পারিলে তাহাকে বিবাহ করিবে না। দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে ইহার অর্থ যে নারী তোমার অধিকারে আছে, যাহার উপর তুমি কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছ। (ত, হো,)

যৌতুক দান করিবে, পরন্তু যদি তাহারা আপনা হইতে সন্তোষপূর্ব্বক তাহার কোন নিজের দ্রব্য তোমাদিগকে প্রদান করে তবে সেই উপযুক্ত সুরসদ্রব্য ভোগ কর। ৪। এবং সম্পত্তি, যাহা পরমেশ্বর তোমাদের জন্য স্থির করিয়াছেন অবোধদিগকে প্রদান করিও না, তাহা হইতে তাহাদিগকে খাওয়াইবে ও তাহাদিগকে পরাইবে এবং তাহাদের প্রতি উত্তম কথা কহিবে*। ৫। এবং অনাথাদিগকে বিবাহের যোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত পরীক্ষা কর, পরে যদি তাহাদিগের যোগ্যতা প্রাপ্ত হও, তবে তাহাদের সম্পত্তি তাহাদিগকে সমর্পণ করিবে, এবং তাহারা বড় হইয়া উঠিল বলিয়া তাহা সত্বর ও বাহুল্যরূপে ভোগ করিবে না, যাহারা ধনী তাহারা অবশেষে ধৈর্য্য ধারণ করিবে, এবং অপিচ যাহারা নির্ধন তাহারা উপযুক্তরূপে ভোগ করিবে, পরিশেষে যখন তোমরা তাহাদিগের সম্পত্তি তাহাদিগের প্রতি সমর্পণ করিবে তখন তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী গ্রহণ করিও, এবং ঈশ্বর প্রচুর বিচারকারী। ৬। যাহা পিতা-মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে তাহা হইতে পুরুষের অংশ, এবং যাহা পিতা-মাতা ও স্বগণ †পরিত্যাগ করে তাহা অল্প বা অধিক হউক তাহা হইতে নারীর অংশ (এরূপ) অংশ নির্দ্ধারিত হয়। ৭। এবং যখন বণ্টন হইবে তখন স্বগণ ও নিরাশ্রয় এবং দরিদ্র উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে তাহা হইতে দান করিবে, এবং তাহাদিগকে প্রিয় বাক্য বলিবে। ৮। যদি তাহারা দুর্ব্বল সন্তান আপনাদের পশ্চাতে রাখিয়া যায় তাহাদিগের (সেই বালকদিগের) সম্বন্ধে তাহাদের ভয় হওয়া উচিত‡ পরন্তু উচিত যে ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং উচিত যে অটল বাক্য বলে। ৯। নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার

* অর্থাৎ তোমরা অবোধ বালকের সম্পত্তি তাহার হস্তে দিবে না, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান লাভ করিলে সম্পত্তি তাহার হস্তে সমর্পণ করিবে। কিন্তু তাহাকে প্রিয়বাক্য বলিবে, অর্থাৎ এইরূপ প্রবোধ দিবে যে, এই ধন তোমারই, আমার নয় আমি কেবল তোমার হিত সাধন করিয়া থাকি। (ত, ফা,)

নিজের সম্পত্তি ইহার অর্থ অনাথা নারী বা নিরাশ্রয় বালক-বালিকার যে সম্পত্তির রক্ষণের ভার তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা। (ত, হো,)

† পৌত্তলিকতার সময়ে আরব্য লোকদিগের এই নীতি ছিল যে, স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশু বালকগণকে উত্তরাধিকারিত্বের সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হইত, এবং লোকে বলিত যাহারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে, অস্ত্রাঘাতে শত্রুকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের ধন লুণ্ঠন করিতে সক্ষম, তাহারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে; হজরত যখন মদিনায় চলিয়া যান তখনও উত্তরাধিকারিত্বের এই নিয়ম ছিল। তৎপর এক দিন অমকহা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক হজরতের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল যে, আমার স্বামী ওসু বহু সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, আমার গর্ভসম্ভূত তাঁহার তিন শিশু কন্যা বিদ্যমান। ওসের পিতৃব্য পুত্রগণ আমাকে এবং সেই কন্যাগণকে বঞ্চিত করিয়া সমুদায় সম্পত্তি অধিকার করিয়াছে, আমরা অন্নবস্ত্রে কষ্ট পাইতেছি। হজরত ওসের পিতৃব্য পুত্রদিগকে ডাকিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার উপরি উক্ত উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম জ্ঞাপন করিয়া সেই অন্যায়াচারকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিল। এই উপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ পরে সন্তানদিগের পক্ষে ক্ষতি না হয় তোমরা তাহা ভাবিবে। (ত, ফা,)

করিয়া অনাথদিগের ধন ভোগ করে তাহারা নিজের পাকস্থলীতে অগ্নি ভিন্ন ভোজন করে না, এবং অবশ্য তাহারা নরকে যাইবে। ১০। (র, ১, আ, ১০)

তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে ঈশ্বর নির্ধারণ করিতেছেন যে, দুই জন কন্যার অংশের অনুরূপ এক জন পুত্রের (অংশ) হইবে, পরন্তু যদি দুইয়ের অধিক কন্যামাত্র হয় তবে যাহা (মৃত ব্যক্তি) পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার দুই তৃতীয়াংশ ভাগ তাহাদের জন্য হইবে, এবং যদি এক কন্যা হয় তবে তাহার জন্য অর্ধাংশ ; যদি তাহার সন্তান থাকে তবে সে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার ষষ্ঠাংশ তাহার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য হইবে, পরন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে তবে তাহার পিতা তাহা উত্তরাধিকারী, কিন্তু তাহার মাতার জন্য, তৃতীয় ভাগ পরন্তু যদি তাহার কয়েক ভ্রাতা থাকে তবে তাহার মাতার জন্য ষষ্ঠ ভাগ, (মৃত ব্যক্তি কর্তৃক) এ বিষয়ে যে নির্ধারণ করা হয় সেই নির্ধারিত পূর্ণ হওয়ার পর, (ইহা হইবে,) অথবা তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানগণের ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর হইবে, তোমরা জ্ঞাত নও যে কল্যাণ সাধনে তাহাদের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর নিকটবর্তী, (ইহা) ঈশ্বর কর্তৃক নিরূপিত, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ*। ১১। এবং যাহা তোমাদের স্ত্রীগণ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহাদের সন্তান না থাকিলে তোমাদের নিমিত্ত তাহার অর্ধাংশ, পরন্তু যদি তাহাদের সন্তান থাকে তবে তাহারা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তোমাদের জন্য তাহার চতুর্থাংশ, এ বিষয়ে যাহা নির্ধারণ করা হয় (ইহা) তাহা পূর্ণ হওয়ার অথবা ঋণ পরিশোধ হওয়ার পরে হইবে, এবং তোমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়াছ যদি তোমাদের সন্তান না থাকে তবে তাহাদিগের জন্য তাহার চতুর্থাংশ, পরন্তু যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে যাহা তোমরা পরিত্যাগ করিয়াছ তাহাদের জন্য তাহার অষ্টমাংশ হইবে, তোমরা এ সম্বন্ধে যে নির্ধারণ কর সেই নির্ধারণ পূর্ণ ও ঋণের পরিশোধ হওয়ার পর (ইহা) হইবে, এবং যাহা হইতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় সে যদি নিঃসন্তান ও পিতৃহীন পুরুষ হয়, অথবা (তদ্রূপ) নারী হয় এবং তাহার এক ভ্রাতা ও ভগিনী থাকে তবে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ষষ্ঠাংশ, পরন্তু যদি এতদপেক্ষা অধিক হয় তবে তাহারা তৃতীয় অংশের মধ্যে অংশী হইবে, এ সম্বন্ধে যে নির্ধারণ করা হয় সেই নির্ধারণ পূর্ণ

* এই আয়াতে সন্তান এবং পিতা-মাতা এই দুইয়ের উত্তরাধিকারিত্বের বিধি হইতেছে, যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং কন্যা সন্তান থাকে তবে দুই কন্যার তুল্য অংশ এক পুত্র প্রাপ্ত হইবে। যদি কেবল কন্যাসন্তান থাকে তবে এক কন্যাস্থলে অর্ধাংশ, অধিক কন্যাস্থলে দুই তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান ও অনেক ভ্রাতা ভগিনী থাকিলে তাহার মাতা ষষ্ঠাংশ পাইবে, এবং তাহার অভাব হইলে মাতা তৃতীয়াংশের অধিকারিণী। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকিলে পিতা ষষ্ঠাংশের অধিকারী। সন্তানের অভাব হইলে পিতা মূলোত্তরাধিকারী হইবেন। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি প্রথমতঃ তাহার কোফন ও সমাধির কার্যে ব্যবহার করিবে, তৎপর তদ্দ্বারা তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে, পরে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহার নির্ধারণ অনুসারে এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করিবে। ইহার পরে যাহা থাকিবে উত্তরাধিকারিত্বে তাহার বিভাগ হইবে। এই বিভাগ কার্যে বুদ্ধির অধিকার নাই, এ বিষয়ে ঈশ্বর নির্ধারণ করিতেছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা সুবিজ্ঞ। (ত, ফা,)

হওয়ার পর বা ক্ষতিবিহীন ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর (ইহা) হইবে,* পরমেশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও প্রশান্ত। ১২। এ সকল ঈশ্বরের নির্ধারিত, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইবে সে স্বর্গে তথায় সর্বদা অবস্থানকারিরূপে নীত হইবে, যাহার (বৃক্ষের) নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, এবং ইহাই মহা চরিতার্থতা। ১৩। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অবাধ্য হয় ও তাঁহার নির্ধারিত সীমা উল্লঙ্ঘন করে সে নরকাগ্নিতে তথায়

* এস্থলে ভ্রাতা-ভগিনীর উত্তরাধিকারিত্বের বিধি। এ বিষয়ে পিতা-পুত্রের সঙ্গে ভ্রাতা ভগিনীর উত্তরাধিকারিত্ব বর্তে। ভ্রাতা-ভগিনী প্রকৃত, অপ্রকৃত এবং বৈমাত্র এই ত্রিবিধ। এক পিতার ঔরসে এক মাতার গর্ভে যে নরনারীর জন্ম তাহারা পরস্পর প্রকৃত ভ্রাতা ভগিনী, যাহাদের মাতা এক পিতা স্বতন্ত্র তাহারা অপ্রকৃত ভ্রাতা-ভগিনী, যাহাদিগের পিতা এক মাতা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর বৈমাত্র ভ্রাতা ভগিনী, উত্তরাধিকারিত্বে এই তিনের সম্বন্ধ আছে। এক জন হইলে ষষ্ঠাংশ, অনেক জন হইলে তৃতীয়াংশ পাইবে। ইহার মধ্যে স্ত্রীপুরুষের তুল্যাধিকার। প্রকৃত ও বৈমাত্র ভ্রাতা-ভগিনী উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে ধনস্বামীর সন্তানসদৃশ, পিতা ও সন্তানের অভাব হইলে প্রথমতঃ প্রকৃত ভ্রাতা-ভগিনীর, তদভাবে বৈমাত্র ভ্রাতা-ভগিনীর অধিকার। এই সূরার অন্তভাগে ইহাদের উত্তরাধিকারিত্ব বিবৃত আছে। অতঃপর আদেশ হইয়াছে যে, প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির অন্তিম নির্ধারণের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে যে, অপরের ক্ষতি করা হইয়াছে কি-না। ক্ষতি দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক, সম্পত্তির তৃতীয়াংশের অধিক বিতরণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হওয়া, তৃতীয়াংশ পর্যন্তই বিতরণ করা প্রচলিত নিয়ম। দ্বিতীয়তঃ যে জন উত্তরাধিকারিত্বের অংশ পাইবে পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের অধিক দান করিয়া লোকান্তরিত হওয়া ; ইহা গ্রাহ্য নহে। যদি সমুদায় উত্তরাধিকারী সম্মত হন এই দুই নির্ধারণ রক্ষা করিতে পারেন, অন্যথা খণ্ডন করিতে সমর্থ। এই যে পাঁচ প্রকার উত্তরাধিকারিত্ব উক্ত হইল ইহা সম্পত্তির অংশীদিগের জন্য, এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার উত্তরাধিকারী আছে তাহাকে মূলোত্তরাধিকারী বলা যায়। উহাকে আরব্য ভাষায় "অসুব" বলে, তাহার আর অংশ হয় না। প্রকৃত মূলোত্তরাধিকারী পুরুষ হইয়া থাকে, স্ত্রীলোক নয়। ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে পুত্র ও পৌত্র, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পিতা ও পিতামহ, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র, চতুর্থ শ্রেণীতে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্র এবং পিতৃব্যপৌত্র। এক এক শ্রেণীতে কতিপয় ব্যক্তি হইলে যাহার সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সে-ই অগ্রগণ্য, যেমন পৌত্র অপেক্ষা পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতা, তৎপর বৈমাত্র ভ্রাতা অপেক্ষা প্রকৃত ভ্রাতা অগ্রগণ্য। অপর সন্তান ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে পুরুষের সঙ্গে নারীও মূলোত্তরাধিকারী হয়, অন্য স্থলে নয়। যদি এই দুই প্রকার উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে অন্য প্রকার হইয়া থাকে, তাহা এরূপ ঘনিষ্ট স্বগণ যাহার সঙ্গে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং অন্য অংশী নাই ; যথা দৌহিত্র, মাতামহ, ভাগিনেয়, মাতুল, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা, এবং ইহাদের সন্তান, ইহারাও মূলোত্তরাধিকারী স্থলে গণ্য। (ত, ফা,)

তৃতীয়াংশের অধিক ধন নির্ধারিত হইলে অন্তিম নির্ধারণে ক্ষতি, মৃত ব্যক্তির যাহা নাই এমন কিছু দানে অঙ্গীকার করাতে ঋণে ক্ষতি। (ত, হো,)

সর্বদা অবস্থানকারিরূপে নীত হইবে, এবং তাহার জন্য গ্লানিজনক শাস্তি আছে। ১৪। (র, ২, আ, ৪)

এবং তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা কুকার্যে উপস্থিত হয় পরে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে স্বজাতীয় চারি জনের সাক্ষ্য চাহিবে, যদি সাক্ষ্য প্রদত্ত হয় তবে তাহাদিগকে শমন যে পর্যন্ত বিনাশ করে অথবা ঈশ্বর তাহাদের জন্য কোন পথ নির্ধারণ না করেন সে পর্যন্ত গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে*। ১৫। এবং তোমাদের মধ্যে যে দুই ব্যক্তি তাহাতে (সেই দুষ্কর্মে) উপস্থিত হয়, তোমরা তাহাদিগকে শাস্তিদান করিবে, পরে যদি তাহারা প্রত্যাবর্তন করে, এবং সাধু হয় তবে তাহাদিগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যাবর্তনকারী দয়ালু†। ১৬। যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দুষ্কর্ম করে তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন গ্রহণ করা ঈশ্বরের পক্ষে, ইহা ভিন্ন নহে; তৎপর তাহারা সত্বর প্রত্যাবর্তন করে, পরে ইহারাই, যে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ১৭। এবং যে ব্যক্তি পাপ কর্ম করিতে থাকে তাহার জন্য প্রত্যাবর্তন নাই, এ পর্যন্ত যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে নিশ্চয় আমি এক্ষণ প্রত্যাবর্তিত হইলাম, কিন্তু যাহারা মরিতে চলিয়াছে তাহাদের জন্য (প্রত্যাবর্তন) নহে, তাহারা কাফের, এই তাহারাই, তাহাদের জন্য আমি দুঃখজনক শাস্তির আয়োজন করিয়াছি‡। ১৮। হে বিশ্বাসিগণ, বলপূর্বক স্ত্রীগণের স্বত্ব গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে অবৈধ, স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে কোন দ্রব্য দান করিয়াছ তাহা গ্রহণ পূর্বক পুনর্বিবাহে তাহাদিগকে নিষেধ করিও না, এবং বৈধ-রূপে তাহাদের সঙ্গ করিবে, পরন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর তবে হয় তো এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে যে যাহাতে ঈশ্বর প্রচুর কল্যাণ করিয়া থাকেন$। ১৯। এবং যদি

* স্ত্রীর ব্যাভিচারের শাসন সম্বন্ধে এই বিধি হইল যে, চারি জন মোসলমান পুরুষের সাক্ষ্য দান আবশ্যক হইবে। এক্ষণ পর্যন্ত তাহার মীমাংসা হইল না, তদ্বিষয়ে অঙ্গীকার রহিল। পরে নূর সূরাতে উহার মীমাংসার আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, ফা,)

† দুই স্ত্রী পুরুষ দুষ্কর্ম করিলে এই সময়ে সামান্য শাস্তিদানের আজ্ঞা হইল, প্রত্যাবর্তন করিলে অর্থাৎ অনুতাপ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে শাস্তিদানের নিষেধ হইল। পরে যখন ব্যাভিচারীর শাসনের মীমাংসা বাক্য অবতীর্ণ হইল তখনও এ বিষয়ে অন্য নির্ধারণ হয় নাই। এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের ভিন্ন মত, কাহারও মতে ইহাই সিদ্ধান্ত, কাহার মতে শিরশ্ছেদন, কাহারও মতে অন্য কিছু। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অনুতাপ গৃহীত হয় না, তাহার পূর্বে অনুতাপ হওয়া আবশ্যক। (ত, ফা.)

$ এই আয়াতে দুইটি বিধি, যথা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের বিবাহ বিষয়ে স্বাধীন, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা তাহাকে বলপূর্বক বিবাহ করিতে ও অন্য পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহে বাধা দিতে পারে না। সে ভয় দেখাইয়া ভ্রাতার প্রদত্ত ধন সেই স্ত্রী হইতে হস্তগত করিবার অধিকারী নহে। দ্বিতীয় বিধি এই যে, গম্ভীর ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে জীবন যাপন করিবে, তাহাদের মধ্যে মন্দভাব থাকিতে কিছু পারে, ভালও থাকিতে পারে, কুচরিত্রের সঙ্গে কুব্যবহার করা উচিত নয়। (ত, ফা,)

তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীর পরিবর্তন ইচ্ছা কর, এবং তাহাদের এক জনকে কেন্তার (বহুধন) দান করিয়াছ* তবে তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিবে না, তোমরা স্পষ্ট অপলাপ ও অপরাধ করিয়া কি তাহা গ্রহণ করিবে ? । ২০ । এবং কি প্রকারে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে ? বস্তুতঃ পরস্পর তোমাদের একজন হইতে অন্য জনের প্রতি স্বত্ব হইয়াছে ও তাহারা তোমাদিগের হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে† । ২১ । এবং যাহা নিশ্চয় অতীত হইয়াছে তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ যে সকল নারীকে বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, নিশ্চয় ইহা দুষ্কর্ম, আক্রোশবিশিষ্ট ও কুপথ‡ । ২২ । (র, ৩, আ, ৮)

তোমাদের সম্বন্ধে তোমাদিগের মাতা, কন্যা, ভগিনী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, মাতৃস্বস্রেয়ী এবং যে তোমাদিগকে স্তন্য দান করিয়াছে সে (ধাত্রী), এবং সহস্তন্যপায়িনীরূপা ভগিনী, তোমাদের ভার্যার মাতা ও যাহার সঙ্গ করিয়াছ সেই ভার্যার যে কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে (প্রতি পালিত) সে (ইহারা) অবৈধ ; পরন্তু যদি তাহার সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাক তবে (সেই কন্যা) তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নহে, এবং যাহারা তোমাদের ঔরসজাত সেই তোমাদের পুত্রগণের ভার্যা (অবৈধ), ও দুই ভগিনীর মধ্যে যোগ করা অবৈধ, কিন্তু যাহা গত হইয়াছে তাহা নয়, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ২৩ । + এবং সধবা নারী (অবৈধ), কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে ঈশ্বর তাহাকে তোমাদের সম্বন্ধে লিপি করিয়াছেন, এবং এ সকল ব্যতীত তোমাদের জন্য বিধি হইয়াছে যে তোমরা আপন ধন দ্বারা (কাবিন যোগে) সুরক্ষক অব্যভিচারী হইয়া (বিবাহ) অন্বেষণ কর, অনন্তর যদ্দারা তোমরা সেই নারীগণ হইতে ফল ভোগ করিলে (বিবাহজন্য) পরে উহা তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত যৌতুকরূপে দান কর, এবং নির্ধারণ করার পর যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হও তদ্বিষয়ে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ$ । ২৪ । এবং যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি (অর্থাভাবশতঃ) এই ক্ষমতা প্রচুর প্রাপ্ত না হয় যে স্বাধীনা বিশ্বাসিনী কন্যাকে বিবাহ করে তবে তোমাদের বিশ্বাসিনী দাসীদিগের যাহাদিগকে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে তাহাদিগকে (বিবাহ করিবে,) এবং ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাস

* ৬০ সের রৌপ্যে বা স্বর্ণে এক কেন্তার হয় ।

† স্বামী যে স্ত্রীর সঙ্গ করিলেন মহর অর্থাৎ ঔদ্বাহিক দান সম্পূর্ণরূপে সেই স্ত্রীর অধিকারভুক্ত হয়, সেই দান প্রতিগ্রহণ করিয়া তাহাকে বিদায় করা যাইতে পারে না । (ত, ফা,)

‡ যাহা হইয়াছে সে বিষয়ে এক্ষণ কোন কথা নাই, অর্থাৎ পৌত্তলিকতার সময়ে তোমরা যে এ বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিতে না এস্লাম ধর্মগ্রহণের পর আর সে অপরাধ রহিল না । এক্ষণ হইতে বিমাতাকে বিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে । (ত, ফা,)

$ সধবাকে বিবাহ করা অবৈধ, কিন্তু যদি সেই নারীর উপর অধিকার লাভ হয়, তবে তাহাকে বিবাহ করিতে বিধি আছে । যেমন কোন পতিবিদ্যমানা কাফের নারী বন্দী হইয়া হস্তগত হইয়াছে, যিনি তাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছেন তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন । (ত, ফা,)

উত্তম জ্ঞাত, তোমরা পরস্পরের*, অতএব তাহাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং তাহারা অব্যভিচারিণী বিশুদ্ধা হইলে ও গুপ্ত বন্ধু গ্রহণ না করিলে বিধিমতে তাহাদিগকে ঔদ্বাহিক দান প্রদান কর, পরন্তু যদি তাহারা (বিবাহে) আবদ্ধ হইয়া দুষ্কর্মে উপস্থিত হয়, তবে তাহাদের প্রতি স্বাধীনা স্ত্রীর শাস্তির অর্ধেক (হইবে,) তোমাদের যে ব্যক্তি কুকর্মকে ভয় করে তাহার জন্য ইহা, ধৈর্য ধারণ কর তবে তোমাদের মঙ্গল, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ২৫। (র, ৪, আ, ৩)

ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছেন যে, তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের পথ তোমাদিগের জন্য ব্যক্ত করেন ও তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন, এবং তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন ও ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ২৬। এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছেন যে, তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন, এবং যাহারা কুকামনার অনুসরণ করে তাহারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা মহা কুটিলতায় কুটিল হও। ২৭। এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে, তোমাদিগ হইতে (ভার) লঘু করিয়া লন, মনুষ্য দুর্বল সৃষ্ট হইয়াছে†। ২৮। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে বাণিজ্য হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা আপনাদের ধন অন্যায়রূপে পরস্পরের মধ্যে ভোগ করিও না, এবং আপনাদের জীবনকে বধ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি দয়াবান হন‡। ২৯। এবং যে ব্যক্তি দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার দ্বারা ইহা করে, পরে অবশ্যই আমি তাহাকে নরকানলে আনয়ন করিব, ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ হয়$। ৩০। যাহা নিষেধ করা যাইতেছে সেই মহা(পাপ) হইতে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে আমি তোমাদের দোষ সকল তোমাদিগ হইতে দূর করিব, এবং তোমাদিগকে গৌরবের নিকেতনে প্রবেশ করাইব§। ৩১। ঈশ্বর যদ্দ্বারা তোমাদের কাহাকে কাহার উপরে

* তোমরা সমবিশ্বাসী কিম্বা এক আদমের বংশসম্ভূত বলিয়া পরস্পরের সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছ (ত, হো,)

† বিবাহ বিষয়ে তোমরা লঘু হও, বিপদে না পড়, ঈশ্বর এরূপ ইচ্ছা করেন। (ত, হো,)

‡ ক্রোধযোগে ও দ্যূতক্রীড়া, উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্য, মন্দ ব্যবসায়, মিথ্যা শপথ, অস্বত্বে স্বত্বারোপ ও সাক্ষ্য দান এবং বল প্রয়োগ দ্বারা যে ধন উপার্জন করিয়া ভোগ করা হয় তাহাই অন্যায় ভোগ। এ স্থলে "আপনাদের" অর্থ এই যে, প্রকৃত পক্ষে সমুদায় বিশ্বাসী এক, পরস্পর আত্মীয়। "আপনাদের জীবনকে বধ করিও না" অর্থাৎ পাপকার্য করিয়া কিম্বা অবৈধ বস্তু ভোগ করিয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের অধীনতা স্বীকারে তাহার চরিতার্থতা সাধন করিয়া আপনাদের জীবনকে নষ্ট করিও না। অজ্ঞান পৌত্তলিকগণ যেমন আপনাকে পুত্তলিকার উদ্দেশ্যে বলি দান করে, কিম্বা মৃত্যুজনক বিপদ্‌জনক স্থানে আপনাকে স্থাপন করে তোমরা সেরূপ করিবে না। যাহা তোমাদের মৃত্যুর কারণ হয় এরূপ কোন কার্য করিবে না। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ এই বলিয়া অহংকার করিও না যে, আমরা মোসলমান, আমরা কেন নরকে যাইব ? তোমাদিগকে নরকে প্রেরণ করা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ। (ত, ফা,)

§ কোরআনে বা হাদিসে যে পাপের জন্য নরক ভোগ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে,

শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন তোমরা তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও না, পুরুষদিগের জন্য তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহাতে স্বত্ব, নারীদিগের জন্য তাহারা যাহা লাভ করিয়াছে তাহাতে স্বত্ব, এবং ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার করুণা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হন*। ৩২। এবং যাহা পিতা-মাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করিয়াছে আমি প্রত্যেকের জন্য তাহার উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিয়াছি ও যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারে বন্ধ হইয়াছ পরে তাহাদিগকে তাহাদের স্বত্ব প্রদান করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বসাক্ষী হন।+ ৩৩। (র, ৫, আ, ৮)

পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের এক জনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন বলিয়া, এবং তাহারা (পুরুষেরা) নিজের ধন ব্যয় করে বলিয়া ; পরন্তু সাধবী নারীগণ বাধ্যা হয়, তাহারা গোপনীয়ের (দাম্পত্য ধর্মের) সংরক্ষিকা ঈশ্বর সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া ; এবং তোমরা যে সকল নারীর অবাধ্যতা আশঙ্কা করিয়া থাক তাহাদিগকে উপদেশ দান কর ও শয়নাগারে তাহাদিগকে যাইতে বারণ কর, এবং তাহাদিগকে প্রহার কর, যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের প্রতি কোন পথ অন্বেষণ করিও না ; নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ ও মহান্‡। ৩৪। এবং যদি (হে বিচারকগণ, তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ

ঈশ্বরের আক্রোশ ও নির্ধারিত শাস্তির কথা আছে, তাহাই মহাপাপ, যাহা করিতে নিষেধমাত্র হইয়াছে, তাহা সামান্য দোষ। (ত, ফা,)

* আর্যা আয়েশা প্রেরিত মহাপুরুষের নিকটে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ ধর্মযুদ্ধের অধিকারী হইয়াছে, নারীগণ তাহার ফললাভে বঞ্চিত। পুরুষ নানা প্রকারে উপার্জন করিবার ক্ষমতা রাখে, নারীগণ দুর্বলা ও তাহাদের অভাব প্রচুর এমতাবস্থায় তাহাদের অপেক্ষা পুরুষেরা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বিগুণ অংশ গ্রহণ করে, ইহা ভাবিয়া আমার আক্ষেপ হইতেছে। হায়! আমি যদি পুরুষ হইতাম তাহা হইলে আমি ধর্মযুদ্ধের পুণ্যের ও উত্তরাধিকারিত্বের তুল্যাংশের অধিকারী হইতাম। এতদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহার ভাব এই, প্রত্যেকের আচরণের সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ রহিয়াছে, উভয়ের পবিত্রতা ও ধর্মাচারের উপর পুণ্য নির্ভর করে। প্রত্যেকের স্বত্ব ও অংশ নির্ধারিত রহিয়াছে। একজন অন্য জনের স্বত্ব আকাঙ্ক্ষা করিবে না। ঈশ্বর সমুদায় জানেন, তিনি যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

+ অধিকাংশ লোক একাকী হজরতের নিকটে মোসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের আত্মীয়-স্বগণ কাফের ছিল। পরে হজরত দুই জন দুই জন মোসলমানকে পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহারা এক জন অন্য জনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। যখন তাহাদের জ্ঞাতি-কুটুম্ব মোসলমান হইল তখন এই বাণী অবতীর্ণ হয় যে, স্বজন আত্মীয়গণ উত্তরাধিকারী, কিন্তু যাহাদিগের সঙ্গে তোমরা ভ্রাতৃবন্ধনে জীবদ্দশায় তাহাদিগের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিবে, মৃত্যুকালে তাহাদের জন্য কিছু নির্ধারণ করিবে। (ত, ফা,)

‡ এক স্ত্রী অবাধ্যা হইয়া স্বামীর প্রতি অত্যন্ত বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিল। তাহাতে স্বামী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করে। স্ত্রী আপন পিতার নিকটে যাইয়া দুঃখ প্রকাশ করে ও পিতার সঙ্গে যোগ দিয়া হজরতের

আশঙ্কা কর তবে পুরুষের স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী ও স্ত্রীর স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত করিবে, যদি তাহারা মীমাংসা করিয়া দিতে ইচ্ছা করে তবে ঈশ্বর উভয়ের প্রতি অনুকূল হইবেন ; নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও জ্ঞাতা হন। ৩৫। এবং ঈশ্বরকে পূজা কর ও তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না, এবং পিতা, মাতা, স্বগণ, নিরাশ্রয়, দরিদ্র, স্বজন-প্রতিবেশী, পরজন-প্রতিবেশী ও পার্শ্ববর্তী সঙ্গী এবং পরিব্রাজক, এ সকলের প্রতি এবং তোমাদের হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর ; যাহারা অহংকারী আত্মাভিমানী হয় নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না*। ৩৬। †যাহারা কৃপণতা করে ও লোকদিগকে কৃপণ হইতে বলে, এবং ঈশ্বর নিজ কৃপাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা গোপন করে (ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না,) এবং আমি কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ৩৭। এবং যাহারা লোকদিগকে প্রদর্শনের জন্য নিজের ধন ব্যয় করে এবং পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না, (তাহাদের প্রতি ঈশ্বর তদ্রূপ অপ্রসন্ন) এবং শয়তান যে ব্যক্তির বন্ধু (যে তাহার) কুবন্ধু। ৩৮। এবং

নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে স্বামীর প্রহারের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে। হজরত প্রহারের বিনিময়ে স্বামীকে প্রহার করিতে আজ্ঞা করেন। পিতা ও কন্যা উভয়ে ইহার উদ্যোগী হয়। হজরত ইতিমধ্যে এই প্রত্যাদেশ শ্রবণপূর্বক কন্যা ও কন্যার পিতাকে ডাকিয়া বলেন যে, "আমি এক প্রকার কার্যের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর অন্যরূপ কার্যের ইচ্ছা করিয়াছেন। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহাই কল্যাণজনক।" পুরুষ স্ত্রীলোকের ভরণপোষণকারী, সংরক্ষক, কার্যনির্বাহক, এ জন্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা অধিক। পরন্তু বুদ্ধি, জ্ঞান, গাম্ভীর্য, বিবেচনা ও চিন্তাশক্তির আধিক্য বশতঃ এবং ধর্মযুদ্ধে, উপবাসব্রতে ও নানা প্রকার উপাসনায় ও কঠোর সাধনায় প্রচুর যোগ্যতা লাভজন্য এবং ধনাধিকারিত্বে প্রাধান্যবশতঃ নারী অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা। সমুদায় ধর্মপ্রবর্তক ও আচার্য পুরুষ। সমুদায় উন্নত বিষয়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। "নারী গোপনীয়ের সংরক্ষিকা" এ কথার অর্থ দাম্পত্য ধর্মের, সতীত্ব ও পবিত্রতার পালয়িত্রী। নারীদিগকে এরূপ প্রহার করিবে না যাহাতে তাহাদের কোন অঙ্গ আহত ও ইন্দ্রিয়বিকৃত হয়। তাহাতে তাহাদের অন্তর কোমল হয়, তাহারা দাম্পত্যস্বত্বের সম্মান রক্ষা করিতে পারে, প্রথমতঃ তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ ও শিক্ষা দিবে। অবাধ্যতার আশঙ্কা হইলে উপদেশ, অবাধ্যতা প্রকাশ পাইলে ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া, পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতাচরণ হইলে সামান্য প্রহার বিধি। (ত, হো,)

* প্রথমতঃ ঈশ্বরের প্রতি পরে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন, এইরূপ ক্রমানুয়ে স্বজন প্রতিবেশী ও পরজন প্রতিবেশী প্রভৃতির প্রতি কর্তব্য পালন বিধি। প্রতিবেশী পরজন অপেক্ষা প্রতিবেশী স্বজনের সম্বন্ধে কর্তব্য গুরুতর। তৎপর সহচর অর্থাৎ যাহারা এক কার্যে সহযোগী যথা এক শিক্ষকের দুই ছাত্র, এক প্রভুর দুই ভৃত্য। যাহারা আত্মম্ভরী, অহংকারী, আত্মতুল্য কোন ব্যক্তিকে গণ্য করে না, যে সকল লোকই ইহাদের প্রতি কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ ধনদানে কৃপণতা করা ঈশ্বরের নিকটে যেরূপ গর্হিত, সৎকার্য প্রদর্শনের

যদি তাহারা ঈশ্বরকে ও পরকালকে বিশ্বাস করিত ও ঈশ্বর যাহা উপজীবিকারূপে তাহাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিত তবে তাহাদের সম্বন্ধে কি (ক্ষতি) ছিল ? এবং পরমেশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৩৯। নিশ্চয় ঈশ্বর বিন্দু পরিমাণও অত্যাচার করেন না, এবং যদি সৎকার্য হয় তবে তিনি তাহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আপনার নিকট হইতে মহা পুরস্কার দান করিয়া থাকেন। ৪০। অনন্তর কেমন হইবে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং ইহাদের প্রতি তোমাকে সাক্ষী আনয়ন করিব*। ৪১। যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও প্রেরিত পুরুষের সম্বন্ধে অপরাধ করিয়াছে তাহারা সে দিবস ইচ্ছুক হইবে যেন তাহাদের উপর ভূমি সমতা প্রাপ্ত হয় ও তাহারা ঈশ্বর হইতে কোন কথা গোপন রাখিতে পারিবে না†। ৪২। (র, ৬, আ, ৯)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা মত্তভাবস্থাপন্ন হইয়া যাহা বলিয়া থাক তাহা বোধ হওয়া পর্যন্ত এবং পথপর্যটনকারী হওয়া ব্যতিরেকে শুক্রক্ষরণের অবস্থায় স্নান করা পর্যন্ত নমাজের নিকটে যাইও না, এবং যদি তোমরা পীড়িত হও বা পর্যটনে প্রবৃত্ত থাক, অথবা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আগমন করে, কিম্বা তোমরা স্ত্রীসঙ্গ কর তখন জল প্রাপ্ত না হও তবে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা করিও, পরে তাহা আপনাদের মুখে ও আপনাদের হস্তে আকর্ষণ করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর মার্জনাকারী ও ক্ষমাকারী‡। ৪৩। যাহাদিগকে গ্রন্থের অংশ দেওয়া গিয়াছে তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই ? তাহারা

জন্য দান করাও তদ্রূপ। যাহার যে স্বত্ব তাহাকে তাহা পূর্বোক্তরূপ সাত্ত্বিক ভাবে দান করিলে ঈশ্বরের নিকটে গৃহীত হয়। পরকালে আশা ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া দান করিবে। (ত, ফা,)

* প্রেরিত পুরুষ আপন মণ্ডলীস্থ লোকের বাক্য ও কার্যকলাপের সাক্ষ্য দান করিবেন। (ত, হো,)

† বিচারের দিনে প্রত্যেক মণ্ডলীর ও প্রত্যেক যুগের লোকদিকের অবস্থা সেই যুগের প্রেরিত পুরুষের ও সাধু পুরুষদিগের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে। বিরোধীর বিরুদ্ধ ভাব সাধকের সাধনা বিবৃত হইবে। তখন বিরোধী লোকেরা ইচ্ছা করিবে যে, আমরা মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া যাই, আমরা এরূপ আচরণ না করিলে ভাল ছিল। (ত, ফা,)

‡ এক দিন অওফের পুত্র অবদোর্‌রহমানের আলয়ে কতিপয় ধর্মবন্ধু মিলিয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখন সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। তাঁহারা সুরাপানে মত্ত ও বিহ্বল হইয়া উঠিলে আজানের ধ্বনি শ্রবণ করেন, সকলে যাইয়া নমাজে যোগ দেন। যিনি এমাম (আচার্য) ছিলেন, তিনি অধিক পান করিয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি নমাজের এক বচনস্থলে অন্য বচন পড়িতে লাগিলেন। তাহাতেই "মত্তভাবস্থাপন্ন হইয়া যাহা বলিয়া থাক তাহা বোধ হওয়া পর্যন্ত নমাজের নিকটে যাইও না," এই বাণী অবতীর্ণ হয়। সুরা সেবনে বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত হইয়া কেবল নমাজের নিকটে, মস্‌জেদে যাওয়া নিষেধ তাহা নয়, তদবস্থায় সকল প্রকার সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়াই নিষেধ। এমাম শাফির মতে পুরুষের কোন অঙ্গ পরাঙ্গনার অঙ্গ স্পৃষ্ট হইলে উভয়বিধ অজু অসিদ্ধ হয়। এমাম মালেকের

পথভ্রান্তিকে ক্রয় করিতেছে এবং ইচ্ছা করিতেছে যে, তোমরাও পথভ্রান্ত হও। ৪৪। এবং ঈশ্বর তোমাদের শত্রুদিগকে উত্তম জ্ঞাত ও ঈশ্বরই (তোমাদের) যথেষ্ট বন্ধু, ঈশ্বরই যথেষ্ট সাহায্যকারী। ৪৫। ইহুদিদিগের কতক লোক প্রবচনকে তাহার স্থান হইতে পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং তাহারা (ভাবের রসনায়) বলিয়া থাকে যে, আমরা শুনিয়াছি ও গ্রাহ্য করি নাই, এবং শ্রোতা না হইয়া (বলিয়া থাকে) শ্রবণ কর, আপনাদের রসনায় "রা আণাকে" জড়িত করে,* এবং ধর্মেতে গর্ব করিয়া থাকে, যদি তাহারা শ্রবণ করিলাম ও গ্রাহ্য করিলাম এবং শ্রবণ কর, আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর বলিত, তবে অবশ্য তাহাদের পক্ষে উত্তম ও সরল ছিল; কিন্তু তাহাদের ধর্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, পরন্তু তাহারা অল্প ব্যতিরেকে বিশ্বাস করে না। ৪৬। হে গ্রন্থপ্রাপ্ত লোক সকল আমি তোমাদের সঙ্গে যাহা (যে গ্রন্থ) আছে, আমি তাহার সত্যতার প্রতিপাদক, আমি যাহা অবতারণ করিয়াছি, মুখমণ্ডল বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, পরে আমি তাহা তাহার পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইব, অথবা শনিবাসরীয় লোককে যেরূপ অভিসম্পাত করিয়াছি তাহাদিগকে সেইরূপ অভিসম্পাত করিব; এবং ঈশ্বরের কার্য সম্পাদিত হয়†। ৪৭।

মতে কামভাবে নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে অজু অসিদ্ধ হয়, এমাম আজমের মতে স্ত্রীসঙ্গ হইলে অসিদ্ধ। (ত, ফা,)

কোন যুদ্ধযাত্রার কালে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাত্রিকালে এস্লাম সৈন্য এক জলশূন্য স্থানে শিবির স্থাপন করেন। রজনী প্রভাত হওয়ার পূর্বে তথা হইতে যাত্রা করিবেন তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে নমাজের সময়ে কোন জলাশয়ের নিকটে উপনীত হইতে পারিবেন। ঘটনাক্রমে আর্য্যা আয়েশার মুক্তার হার হারাইয়া যায়। তাহার অন্বেষণে বিলম্ব হয়, সূর্যোদয় হইয়া পড়ে। উপাসকগণ হজরত আবুবকরের নিকটে এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। আবুবকর আর্য্যা আয়েশার পটমণ্ডপে যাইয়া তথায় হজরতকে নিদ্রাবস্থায় প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় দুহিতা আয়েশাকে এই বিলম্বের কারণে অনেক অনুযোগ করেন। ইতিমধ্যে প্রেরিত পুরুষ জাগরিত হন। তিনি সহচরদিগকে ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়া আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি অন্তর স্থাপন করেন। তাহাতেই যে স্থানে জলের অভাব হইবে সেখানে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা কর, এইরূপ বাণী অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* বকর সুরায় "রা আণা" উক্তির বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

† হজরত মোহম্মদ কয়েক জন ইহুদি জ্ঞানবান্ লোককে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "হে ইহুদি-বন্ধুগণ, ঈশ্বরকে ভয় কর, এস্লাম ধর্মরূপ বৃত্তের পরিধিতে পদ স্থাপন কর, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এই বাক্য ও আজ্ঞা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর হইতে তোমাদের নিকটে উপস্থিত করিয়াছি। তিনি সত্য, তিনি তোমাদিগকে তওরাত গ্রন্থে আমার তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য তোমাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছেন।" তাহারা এই কথা শুনিয়া বিদ্বেষবশতঃ বলিল, "আমরা তোমার পরিচয় রাখি না, তোমার ও কোরআনের বর্ণনা অবগত নহি," তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুখমণ্ডল বিলুপ্ত হওয়ার অর্থ এই চক্ষু ভ্রূ ওষ্ঠ

নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে অংশী স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না, এবং এতদ্ভিন্ন যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী করিয়াছে নিশ্চয় সে মহা অপরাধকে বাঁধিয়া লইয়াছে। ৪৮। যাহারা আপন জীবনকে শুদ্ধ বলিতেছে তুমি কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর নাই ? বরং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় শুদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং তাহারা একটি সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না। ৪৯। দেখ (হে মোহম্মদ,) কেমন তাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যকে সম্বন্ধ করিতেছে, এবং এই স্পষ্ট অপরাধই যথেষ্ট। ৫০। (র, ৭, আ, ৭)

যাহাদিগকে গ্রন্থের স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই ? তাহারাও জেব্‌ত ও তাগুতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং তাহারা কাফেরদিগের সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যাহারা পথে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগের অপেক্ষা এই সকল লোক অধিক পথদর্শী*। ৫১। এই তাহারাই যাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং যাহাকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন পরে তুমি তাহার জন্য সাহায্যকারী পাইবে না। ৫২। তাহাদের জন্য কি রাজত্বের স্বত্ব আছে ? (যদি স্বত্ব লাভ করে) তবে সেই সময়ে তাহারা লোকদিগকে খর্জুরের খোসা পরিমাণও দান করিবে না। ৫৩। ঈশ্বর নিজ করুণাগুণে তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তদুপলক্ষে কি তাহারা লোকের প্রতি বিদ্বেষ করে ? অনন্তর নিশ্চয় আমি এব্রাহিমের সন্তানদিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান দান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে প্রকাণ্ড রাজত্ব দিয়াছি। ৫৪। অবশেষে তাহাদের কোন লোক তৎপ্রতি (গ্রন্থের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং

নাসিকাদির কোন চিহ্ন থাকিবে না। "তাহা তাহার পৃষ্ঠের দিকে ফিরাইব" অর্থাৎ মুখমণ্ডলকে পৃষ্ঠদেশের দিকে স্থাপন করিব, তাহাতে তাহাদের মুখ পশ্চাৎদিকে থাকিবে। এ স্থলের "শনিবাসরীয় লোক" তাহারা যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করিয়া শনিবারে মৎস্যশিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। (ত, হো,)

* কোরেশ বংশীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তি মক্কা নগরে এক সভায় বলিয়াছিলেন, "আমাদের ধর্মপ্রণালী এই যে, আমরা কাবাদর্শনে আগত যাত্রিকদিগের অতিথিসৎকার করিয়া থাকি, কাবাকে জঞ্জালমুক্ত রাখি, আত্মীয়-স্বগণের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করি, মাননীয় পিতৃপিতামহের রীতি অনুসারে প্রতিমাপূজায় রত আছি। সম্প্রতি মোহম্মদ এক ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে, মনঃকল্পিত কথা ও রীতি-নীতিকে ধর্ম বলিতেছে, সে আমাদের পৈতৃক ধর্মের নিন্দা করে, এবং আমাদিগকে কাফের এবং অজ্ঞান বলে।" সভাস্থ ইহুদিগণ এই সকল কথা শুনিয়া বলিল, "তোমাদের ধর্ম অতিশয় সত্য এবং তোমাদিগের রীতি-নীতি বিশুদ্ধ।" তখন কোরেশ দলপতি আবু-সুফিয়ান বলিল, "আমরা এক সময়ে তোমাদের ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিব। এক্ষণ তোমরা আমাদের প্রতিমা সকলকে প্রণাম কর।" তখন ইহুদিরা কোরেশদিগের উপাস্য প্রতিমা জেব্‌ত ও তাগুতকে প্রণাম করিল, এবং বলিল, পথে বিশ্বাস স্থাপনকারী লোক অপেক্ষা অর্থাৎ মোসলমানদিগের অপেক্ষা ইহারা অধিক পথদর্শী। ঈশ্বর ইহুদীদিগের এই কপটতা ও অধর্মাচারের সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো,)

তাহাদের কোন লোক তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে, (তাহাদের জন্য) প্রদীপ্তানল নরক যথেষ্ট*। ৫৫। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শন সকলের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে, আমি অবশ্য তাহাদিগকে অনলে প্রবেশ করাইব, যখন তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইবে তখন তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে অন্য চর্ম দিব, যেন তাহারা শাস্তির আস্বাদ প্রাপ্ত হয়; নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত নিপুণ হন। ৫৬। এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইব, যাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা চির অধিবাসী হইবে; তথায় তাহাদের জন্য সাধ্বী নারী সকল থাকিবে এবং আমি তাহাদিগকে শান্তিযুক্ত ছায়াতে প্রবেশ করাইব†। ৫৭। নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা গচ্ছিত সামগ্রী তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া দেও, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবে তখন ন্যায়ানুসারে আজ্ঞা করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগকে যে উপদেশ দান করেন তাহা উত্তম, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও দ্রষ্টা হন‡। ৫৮। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা পরমেশ্বরের

* পরমেশ্বর সর্বদা এব্রাহিমের বংশের মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণও তাঁহার বংশের মহত্ত্ব আছে। অবিবেচক লোকেরা তাহা স্বীকার করে না। (ত, ফা,)

† তাহাই শান্তিযুক্ত ছায়া সূর্য যাহাকে নষ্ট করিতে পারে না। আরবদেশে সূর্যোত্তাপ অতিশয় প্রখর। তদ্দেশনিবাসীরা ছায়াকে অত্যন্ত সুখের সামগ্রী বলিয়া জানেন। এ স্থলে ছায়া নিত্য সুখশান্তি। যদি কেহ বলে স্বর্গলোকে সূর্য নাই, তাহার সন্তাপজনক উত্তাপ নাই, তবে এইরূপ ছায়ার উল্লেখ কেন? ইহার তাৎপর্য কি? এই ছায়ার অর্থ বিশ্বাসীদিগের প্রতি ঈশ্বরের আশ্রয় ও তাঁহার করুণা। উহা সর্বদা স্বর্গবাসীদিগের মস্তকে স্থাপিত থাকিবে, সেই ছায়ার অভাব হইবে না। (ত, হো,)

‡ যে দিবস মক্কা জয় হইল সে দিবস হজরত মোহম্মদ তলহার পুত্র ওস্মানের নিকটে কাবা মন্দিরের কুঞ্চিকা চাহিয়া পাঠাইলেন। কুঞ্চিকা তাহার মাতা সলাকার নিকটে ছিল। ওস্মান সলাকার নিকটে যাইয়া তাহা চাহিল। সলাকা অসম্মত হইয়া বলিল যে, "এই কুঞ্চিকা তোমা হইতে গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু তোমাকে ফিরিয়া দেওয়া হইবে না। আবদোদ্দারের সময় হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা আমাদের হস্তে আছে।" ওস্মান অনেক অনুরোধ করিয়াও জননী হইতে কুঞ্চিকা গ্রহণ করিতে পারিল না। হজরত মস্জেদোলহরামের দ্বারে কুঞ্চিকার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বিলম্ব দেখিয়া আবুবকর ও ওমর সলাকার গৃহদ্বারে আসিয়া ওস্মানকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওস্মান শীঘ্র চলিয়া আইস, হজরত অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন।" তখন সলাকা কুঞ্চিকা পুত্রকে দান করিয়া বলিল, "ভাল তুমি গ্রহণ কর, পরে ইহা প্রতিগ্রহণ করিবে।" অনন্তর ওস্মান চাবি আনিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত করে। হজরত হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবামাত্র আব্বাস উঠিয়া বলিলেন, "আর্য, জমজমের জলদানের ভার যেমন আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, মন্দিররক্ষকতার ভারও অর্পিত হউক।" ওস্মান এই কথা শুনিয়া হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হজরত বলিলেন, "ওস্মান, কুঞ্চিকা আমার হস্তে দান কর।" ওস্মান কুঞ্চিকা

আজ্ঞাবহ হও, এবং প্রেরিত পুরুষের এবং তোমাদের আজ্ঞাপ্রচারকের আজ্ঞাবহ হও, পরন্তু যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধ কর ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী থাকিলে তবে তাহা ঈশ্বরের দিকে ও প্রেরিত পুরুষের দিকে উপস্থিত কর, ইহা উত্তম এবং পরিণামানুসারে অত্যুত্তম* । ৫৯ । (র, ৮, আ, ৯)

প্রদানে উদ্যত হইতেই আব্বাস পুনর্বার সেই কথা বলিলেন। পুনরায় ওস্‌মান হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হজরত ওস্‌মানকে বলিলেন, "যদি ঈশ্বরের প্রতি ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস রাখ তবে কুঞ্চিকা আমাকে দাও।" ওস্‌মান "এই ঈশ্বরের গচ্ছিত দ্রব্য আপনি গ্রহণ করুন" বলিয়া প্রদান করিল। অতঃপর হজরত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তখন চাবি তাঁহার হস্তে ছিল। মহাত্মা আলি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "প্রেরিত মহাপুরুষ, যেমন জমজমের জলদানের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তদ্রূপ মন্দিররক্ষকতার পদে মণ্ডলীর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন।" ইত্যবসরে হজরত অনুপ্রাণিত হইলেন। তখন আজ্ঞা করিলেন, "আলি, আমি তোমাদিগকে যে সকল কার্যের কথা বলি তাহাতে শুদ্ধ অপর লোকের উপকার হয় মনে করিও না, মানবমণ্ডলী হইতে তোমাদিগেরও হিত হইবে," ইহা বলিয়াই তিনি ওস্‌মানকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে তলহার পুত্র, তুমি কুঞ্চিকা গ্রহণ কর, ইহা তোমার হইল।" অনন্তর ওস্‌মান হজরতের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কুঞ্চিকা আপন ভ্রাতা সলবার হস্তে অর্পণ করিল। আদ্যাবধি কাবার কুঞ্চিকা ওস্‌মানবংশীয় লোকের হস্তে আছে। যদিচ এই বিশেষ বিরোধ-স্থলে গচ্ছিত সামগ্রী প্রত্যর্পণ করিবার জন্য এই প্রত্যাদেশ বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি এই আজ্ঞা সাধারণ গচ্ছিত সামগ্রী সম্বন্ধে হয়। (ত, হো)

হজরত মোহম্মদ অলিদের পুত্র খালেদকে এক দল সৈন্যের অধিপতি করিয়া অম্মার ইয়াসারকে তাঁহার সহচর করিয়া দেন। কতকগুলি বিদ্রোহী লোক খালেদ আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া পলায়ন করে। সেই দলে একজন মোসলমান ছিল। সে অম্মারের নিকটে আসিয়া বলিল, "আমার স্বগণ জ্ঞাতি পলায়ন করিয়াছে, আমি নিজের বিশ্বাস প্রচার করিবার জন্য আপন আলয়ে বাস করিতেছি, এস্‌লাম ধর্ম আমার হস্তাবলম্বন করিলে থাকিব, অন্যথা পলায়ন করিব।" অম্মার তাহাকে অভয়দান করিল। অম্মারের আজ্ঞানুসারে সে সপরিবারে গৃহে বসিয়া রহিল। প্রত্যূষে খালেদ সেই বিদ্রোহী জাতিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের নিবাসে সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। উপরি উক্ত আশ্রয়-প্রার্থী লোকটি ব্যতীত অন্য কেহই গৃহে ছিল না। সে সপরিবারে বন্দী হইয়া খালেদের নিকটে আনীত হইল। অম্মার বলিল, "এ ব্যক্তি মোসলমান, এ আমা কর্তৃক আশ্রিত ও অভয়প্রাপ্ত হইয়াছে।" খালেদ বলিলেন, "সেনাপতি বিদ্যমানসত্ত্বেও তাঁহার আদেশ ও পরামর্শ ব্যতিরেকে কাহাকেও অভয় দান করা নীতিবিরুদ্ধ।" এ বিষয়ে খালেদ ও অম্মারের পরস্পর অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। পরে উভয়ে হজরতের নিকটে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। হজরত সেই আশ্রয়-দানকে স্থির রাখিয়া দলপতির আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও আশ্রয় দান করিবে না এরূপ আদেশ করিলেন। তখন এই আয়াত অর্থাৎ আজ্ঞাপ্রচারকের আজ্ঞা-বহ হও ইত্যাদি উক্তি অবতীর্ণ হইল। (ত, হো,)

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা মনে করিতেছে যে, নিশ্চয় তাহারা তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা শয়তানের প্রতি কর্তৃত্ব লইয়া যাইবে ইচ্ছা করিতেছে, বস্তুতঃ তাহার সঙ্গে বিরুদ্ধাচার করিতে তাহারা আদিষ্ট হইয়াছে, এবং শয়তান ইচ্ছা করিতেছে যে, তাহাদিগকে মহা ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত করে। ৬০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তৎপ্রতি ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি তোমরা উন্মুখ হও, তুমি কপটদিগকে দেখিতেছ তোমা হইতে তাহারা বিমুখ হইতেছে। ৬১। অনন্তর যাহা তাহাদের হস্ত পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য যখন তাহাদিগের প্রতি বিপদ উপস্থিত হইবে তখন কেমন ঘটিবে ? তৎপর তোমার নিকটে আসিয়া ঈশ্বরের শপথ করিবে (ও বলিবে) যে, কল্যাণ ও সদ্ভাব ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি নাই*। ৬২। তাহারা সেই সকল লোক, তাহাদিগের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর জ্ঞাত ; অবশেষে তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, তাহাদিগকে উপদেশ দেও এবং তাহাদিগকে তাহাদের অন্তরে সঞ্চারক বাক্য বল। ৬৩। এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা মান্য করা উদ্দেশ্য ব্যতীত আমি কোন প্রেরিত পুরুষকে প্রেরণ করি নাই,

---

আধিপত্যপ্রাপ্ত লোক, রাজা ও রাজপুরুষ এবং যে কোন ব্যক্তি বিশেষ কার্যে নিযুক্ত, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে চলা আবশ্যক। তাঁহারা ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞার স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ করিতে বলিলে তাহা গ্রাহ্য করিবে না। দুই মোসল্মানের বিবাদস্থলে একজন যদি বলে চল শরাব (শাস্ত্র বিধির) অনুসরণ করি, তাহাতে অপর ব্যক্তি যদি বলে যে, আমি শরা জানি না, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে সে ব্যক্তি কাফের। (ত, ফা,)

* মদিনা নগরে একজন ইহুদি ও একজন কপট মোসলমান কোন বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিল। ইহুদি বলিল, "চল হজরত মোহম্মদের নিকটে।" কপট বলিল, "চল তোমাদের দলপতি আশ্রফের নিকটে।" অবশেষে উভয়ে বিবাদ মীমাংসার জন্য হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। হজরত ইহুদির স্বত্ব বলবৎ রাখিলেন। উক্ত কপট তাহাতে অসম্মত হইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "চল ওমরের নিকটে।" তখন তিনি হজরতের আদেশে মদিনায় বিচারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কপট ভাবিয়াছিল সে এস্লাম ধর্মাবলম্বী বলিয়া ওমর তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন। উভয়ে তাঁহার নিকটে গেল। ইহুদী তাঁহাকে নিবেদন করিল যে, "আমরা হজরতের নিকটে গিয়াছিলাম, তিনি আমার পক্ষ সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" ওমর কপটকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "ইহুদি যাহা বলিতেছে সত্য, কিন্তু আমি সেই আজ্ঞায় সম্মত নহি, আপনার নিকটে বিচার প্রার্থনা করি।" ওমর বলিলেন, "তোমরা ক্ষণকাল এ স্থানে স্থির থাক, আমি গৃহের ভিতর হইতে আসিয়া তোমাদের মধ্যে সত্য ভাবে বিচার করিব।" তখন ওমর কোষমুক্ত করবাল হস্তে ধারণাপূর্বক গৃহ হইতে বাহির হইয়া কপটের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং বলিলেন, "যে ব্যক্তি এমন বিচারকের বিচারে সম্মত নয়, তাহার শাস্তি এরূপ হওয়া শ্রেয়ঃ।" হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হজরতের নিকটে আসিয়া হত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে, এবং শপথপূর্বক বলে যে, আমরা কল্যাণ ও সদ্ভাব ভিন্ন কিছুই চাহি না, তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সে দিন ওমর "ফারুক" উপাধি প্রাপ্ত হন। (ত, ফা,)

এবং যখন ইহারা নিজের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তখন যদি তোমার নিকটে আসিত, পরিশেষে ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং প্রেরিত পুরুষ ইহাদের জন্য ক্ষমা চাহিত, তবে ঈশ্বরকে প্রত্যাবর্তনকারী দয়ালু প্রাপ্ত হইত। ৬৪। অবশেষে তোমার ঈশ্বরের শপথ, তাহাদের পরস্পর বিবাদে তোমাকে বিচারক নিযুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা বিশ্বাসী হইবে না, তৎপর তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাতে তাহারা নিজ অন্তঃকরণে কঠিন বোধ করিবে না, এবং গ্রহণীয়রূপে গ্রহণ করিবে*। ৬৫। এবং যদি আমি তাহাদের সম্বন্ধে লিখিতাম যে, তোমরা আপনাদিগকে বধ কর ও আপন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাও তবে তাহাদের অল্প সংখ্যক ভিন্ন উহা করিত না এবং যে বিষয়ে উপদেশ করা হইয়াছে যদি তাহারা তাহা করিত তবে নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল ও (বিশ্বাসের) দৃঢ়তা বিষয়ে প্রবল হইত। ৬৬। +এবং আমি একান্তই তখন নিজের নিকট হইতে তাহাদিগকে মহাপুরস্কার দান করিতাম। ৬৭। +এবং একান্তই তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করিতাম। ৬৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের আদেশ মান্য করে, পরে তাহারা তাহাদের সহযোগী হয় প্রেরিত পুরুষের যোগে যাহাদের প্রতি ঈশ্বর দান করিয়াছেন এবং যাহারা সত্যাচারী ও ধর্মযুদ্ধে হত ও সাধু, এবং তাহারা উত্তম সহচর। ৬৯। ঈশ্বর হইতে এই দান এবং ঈশ্বরই জ্ঞানবান যথেষ্ট। ৭০। (র, ৯, আ, ১১)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনাদের অস্ত্র ধারণ কর, বিভিন্নরূপে বহির্গত হও, অথবা দলবদ্ধ হইয়া বাহির হও। ৭১। এবং পরে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কতক লোক আছে যে, একান্তই বিলম্ব করিয়া থাকে, পরিশেষে যদি তোমরা বিপদ্‌গ্রস্ত হও তাহারা বলে, "যখন আমরা তাহাদের সঙ্গী ছিলাম না তখন নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন"। ৭২। এবং যদি ঈশ্বর হইতে তোমরা সমৃদ্ধি লাভ কর তবে যেন তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে কখনও বন্ধুতা ছিল না, তাহারা বলে,

* যখন জোবয়র ও হাতেব হজরতের বিচারালয় হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন, মেক্‌দাদ তাহাদের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "কাহার সম্বন্ধে স্বত্বাধিকারিত্বের আদেশ হইল। হাতেব বলিলেন, "ইহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্বন্ধে স্বত্ব স্থির হইয়াছে।" এই কথা বলিবার কালে স্বর বিকৃত করিয়া ও মুখ ফিরাইয়া অগ্রাহ্যের ভাব প্রকাশ করিলেন। তখন একজন ইহুদি সেখানে উপস্থিত ছিল। সে হাতেবের এই ভাব দেখিয়া বলিল, "ইহারা কেমন লোক, ইহারা মোহম্মদকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করে, এদিকে তাঁহার আদেশের প্রতি অস্থাশ ন্য। মুসার সময়ে এস্রায়েল বংশীয় কতকগুলি লোক কোন অপরাধ করিয়াছিল, তাহাতে মুসা আদেশ করেন, তোমাদের এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এই যে, তোমরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হত হও, তৎক্ষণাৎ সকলে আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া পরস্পর হত্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে সপ্ততিসহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিল। আপনাদের প্রেরিত পুরুষকে কখনও তাহারা অমান্য বা অবিশ্বাস করে নাই।" কয়সের পুত্র সাবেত এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিলেন যে, "যদি হজরত আমাকে আদেশ করেন যে আত্মহত্যা কর, আমি তখনই এই আজ্ঞা পালন করিব।" অন্য দুই-তিন জনও এই কথা বলিলেন। তখন ঈশ্বরের এই আজ্ঞা হয়। (ত, হো,)

"হায় ! যদি আমরা তাহাদের সঙ্গে থাকিতাম তবে মহা লাভে লাভমান হইতাম।"* ৭৩। পরিশেষে যাহারা সাংসারিক জীবনকে পরলোকের জন্য বিক্রয় করে, তাহাদের উচিত যে ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাকে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়া হত হয় বা জয়ী হয়, পরে অবশ্য আমি তাহাকে মহাপুরস্কার দান করি†। ৭৪। এবং যাহারা বলিয়া থাকে যে, "হে আমাদের প্রতিপালক, ইহার অধিবাসী অত্যাচারী, এই গ্রাম হইতে আমাদিগকে বাহির কর ও তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য কার্য সম্পাদক নিযুক্ত কর, এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।" তোমাদিগের কি হইয়াছে যে সেই দুর্বল স্ত্রী-পুরুষদিগের নিমিত্ত ও বালকদিগের নিমিত্ত এবং ঈশ্বরের পথে তোমরা যুদ্ধ করিবে না ?‡ ৭৫। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করে, এবং যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারা পুত্তলিকার পথে সংগ্রাম করে, অতএব তোমরা শয়তানের প্রেমাস্পদদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের প্রতারণা দুর্বল। ৭৬। (র, ১০, আ, ১৩)

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি কর নাই যে, তাহাদিগের জন্য বলা হইল যে, তোমরা স্বীয় হস্ত বন্ধ করিয়া রাখ, (যুদ্ধে নিবৃত্ত থাক,) নমাজকে প্রতিষ্ঠিত কর, জাকাত দান কর (তাহাতে সম্মত হইল,) পরে যখন তাহাদের সম্বন্ধে যুদ্ধ লিখিত হইল অকস্মাৎ তাহাদের একদল ঈশ্বরকে যেরূপ ভয় করা উচিত সেই প্রকার কিম্বা তদপেক্ষা অধিক ভয়ে লোককে ভয় করিতে লাগিল এবং বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের সম্বন্ধে সংগ্রাম কেন লিপি করিলে ? এক অল্প সময় পর্যন্ত কেন আমাদিগকে অবকাশ দিলে না ?" তুমি বল, সাংসারিক লাভ ক্ষুদ্র, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ভীরু হয় তাহার জন্য পরলোক উৎকৃষ্ট, তাহারা সূত্রপরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না$। ৭৭। যে স্থানে তোমরা থাকিবে এবং যদি তোমরা

* অর্থাৎ এই সকল লোক কপট, ইহারা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলে না, বরং আপনাদের লাভক্ষতি গণনা করে। যে কার্যে লোকের ক্লেশ দেখে, সে কার্য হইতে তাহারা দূরে থাকে ও তাহাতে যোগ দেয় নাই বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করে, এবং লাভ দেখিলে সে কার্যে যোগ দেয় নাই বলিয়া অনুতাপ করিয়া থাকে ও শত্রুর ন্যায় হিংসা করে। (ত, ফা,)

† মোসলমানদিগের উচিত যে, পার্থিব জীবনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং যেন মনে করেন যে, ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নানা প্রকার লাভ আছে। (ত, ফা,)

‡ দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ আবশ্যক। এক ঈশ্বরের ধর্মকে বিস্তার করা, ২য় যে সকল উপায়হীন মোসলমান কাফেরদিগের হস্তে পড়িয়া উৎপীড়িত ও বিড়ম্বিত হইতেছে তাহাদিগকে উদ্ধার করা। মক্কা নগরে এরূপ বহুসংখ্যক মোসলমান উৎপীড়িত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নানা কারণে বাধ্য হইয়া হজরতের সঙ্গে মক্কা হইতে প্রস্থান করিতে পারেন নাই। তাহাতে মক্কাবাসী পৌত্তলিকগণ তাঁহাদিগকে পুনর্বার পৌত্তলিক করিবার জন্য বিশেষরূপে উৎপীড়ন করে। (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ প্রথমতঃ মক্কানিবাসী মোসলমানেরা পৌত্তলিকগণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইলে ঈশ্বর সেই পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিতে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,

সুদৃঢ় উচ্চ দুর্গেও বাস কর মৃত্যু সেস্থানে তোমাদিগকে ধরিবে। যদি তাহাদের প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তাহারা বলে, "ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে" এবং যদি কিছু মন্দ উপস্থিত হয় বলে, "ইহা তোমা হইতে হইয়াছে," বল, সমুদায় ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, অবশেষে সেই দলের কি অবস্থা হইবে যাহারা কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিকটবর্তী নহে* ? ৭৮। যে কিছু কল্যাণ তোমার প্রতি উপস্থিত হয় তাহা ঈশ্বর হইতে এবং যে কিছু অকল্যাণ তোমার প্রতি উপস্থিত হয় তাহা তোমার জীবন হইতে হয়; আমি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) লোকের জন্য প্রেরিত পুরুষরূপে পাঠাইয়াছি, এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য-দানে যথেষ্টণ। ৭৯। যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা পালন করে নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে এবং যাহারা অমান্য করে আমি তোমাকে তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই‡। ৮০। এবং তাহারা বলিয়া থাকে যে, আজ্ঞা প্রতিপালিত হইতেছে, পরে যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে বহির্গত হয়, তাহাদের এক দল তুমি যাহা বলিয়া থাক তাহার বিরুদ্ধে রজনীতে মন্ত্রণা করে; তাহারা রাত্রিতে যাহা বলে ঈশ্বর তাহা লিখিয়া রাখেন, অতএব তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর ও ঈশ্বর কার্যসম্পাদনে যথেষ্ট। ৮১। অনন্তর তাহারা কি কোরআনে প্রণিধান করিতেছে না? এবং যদি তাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে (সমাগত) হইত তবে তাহারা একান্তই তাহাতে প্রচুর ব্যতিক্রম পাইত$। ৮২। যখন তাহাদের

ধৈর্য ধারণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরে যুদ্ধের আদেশ হইলে বিশ্বাসী মোসলমানেরা তাহাতে উৎসাহী হইয়া উঠিলেন, যাহারা অল্প বিশ্বাসী অসরল ছিল তাহারা অপসৃত হইল, ঈশ্বরের ন্যায় মনুষ্যকে ভয় করিতে লাগিল ও মৃত্যুভয়ে ভীত হইল। (ত, ফা,)

* এস্থানেও কপটদিগের প্রসঙ্গ; যদি যুদ্ধে সুব্যবস্থা হয় ও জয়ী হওয়া যায়, তবে বলে যে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, হজরতের উদ্যোগ নৈপুণ্যের কোন কথাই বলে না। কোন ব্যতিক্রম হইলে হজরতের উপর দোষারোপ করে। এক্ষণ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, জয়-পরাজয়াদি সমুদায় ঘটনার মূলে ঈশ্বর আছেন। প্রেরিত পুরুষের আয়োজন উদ্যোগের মূলেও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। কোন দুর্ঘটনা হইলেও জানিবে যে, তদ্দ্বারা ঈশ্বর তোমাদিগকে তোমাদের অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক করিতেছেন। (ত, ফা,)

† কেহ কেহ এই আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; যথা, হে মনুষ্য, তোমার প্রতি যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়া থাকে, যে অকল্যাণ হয় তাহা তোমার পাপের জন্য হইয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ "যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা পালন করে নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে" ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রেরিত পুরুষ যা বলেন ঈশ্বরের আদেশে বলিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার আজ্ঞা পালন করা ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা তুল্য। "যাহারা অমান্য করে আমি তোমাকে হে মোহম্মদ, তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।" ইহার অর্থ এই যে, তুমি তাহাদের অবাধ্যতা বিদ্রোহিতা আদি পাপকে পোষণ কর, এরূপ আমি আদেশ করি নাই। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ মনুষ্য প্রত্যেক অবস্থার অনুরূপ কথা বলিয়া থাকে। তাহার ক্রোধের অবস্থায় দয়ার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, দয়ার অবস্থায় ক্রোধের প্রতি দৃষ্টি থাকে না।

নিকটে ভয় ও নির্ভয়ের কোন বিষয় উপস্থিত হয় তাহারা তাহা রটনা করে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহার অনুসন্ধান লয় যদি তাহারা প্রেরিত পুরুষ পর্যন্ত, তাহাদের কার্যসম্পাদক পর্যন্ত তাহা প্রত্যানয়ন করিত তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহা করিতে সক্ষম উহারা অবশ্য তাহা জ্ঞাত হইত ; তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে একান্তই অল্পসংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসরণ করিতে*। ৮৩। অনন্তর (হে মোহম্মদ,) পরমেশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, তোমার জীবনে ব্যতীত তোমাকে প্রপীড়িত করা হইবে না, বিশ্বাসিগণকে উত্তেজিত কর, সত্বরই ঈশ্বর কাফেরদিগের সমর বন্ধ করিবেন, ঈশ্বর যুদ্ধ বিষয়ে সুদৃঢ় ও শাস্তিদান বিষয়ে সুদৃঢ়। ৮৪। যে ব্যক্তি শুভ অনুরোধে অনুরোধ করে তাহার জন্য উহার ভাগ থাকিবে এবং যে ব্যক্তি অশুভ অনুরোধে অনুরোধ করে তাহার জন্য তাহার ভাগ থাকিবে না এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী হন†। ৮৫। এবং যদি তোমরা সেলাম দ্বারা সম্মানিত হও তবে তোমরা তদপেক্ষা উত্তমরূপে সম্মান করিও, অথবা তাহা প্রতিদান করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ের বিচারক হন‡। ৮৬। তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই, তিনি

সংসারের বর্ণনা করিতে যাইয়া সে পরলোক ভুলিয়া যায়, পরলোকের বর্ণনার সময় তাহার সংসারের দৃষ্টি থাকে না ইত্যাদি। মনুষ্যের কার্যে এইরূপ একদেশদর্শিতা রহিয়াছে। কোরআন যে ঈশ্বরের বাক্য তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার প্রত্যেক বিষয়ের উক্তি স্থলে অপর দিকে দৃষ্টি আছে, মনোযোগ করিলেই তাহা বুঝা যায়। তাহার সকল স্থানে সকল বিষয়ের বর্ণনা এক ভাবে হইয়াছে। এস্থলে কপটদিগের প্রসঙ্গ, এস্থানে প্রত্যেক কথায় যথোপযুক্তরূপে দোষারোপ হইয়াছে, আবার যে যে স্থানে সাধারণ প্রতি উক্তি সেস্থলে যাহার প্রতি দোষের আরোপ হওয়া বিধেয় তাহার প্রতি দোষারোপ হইয়াছে। (ত, ফা,)

* অর্থাৎ কোথা হইতে কোন সংবাদ পাইলে দলপতি বা প্রধান কার্যকারকের নিকটে তাহা উপস্থিত করিবে, তাঁহারা তাহা সত্য বলিয়া স্থির করিলে তৎসম্বন্ধে যাহা করিতে হয় করিবেন। হজরত এক ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায় হইতে জকাত গ্রহণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হন। তখন তাঁহারা মারিতে আসিতেছেন মনে করিয়া সে ফিরিয়া আইসে, এবং মদিনা নগরে প্রচার করে যে অমুক সম্প্রদায় শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ পর্যন্ত হজরতের নিকটে এই সংবাদ পঁহুছে নাই, এদিকে নগরময় তাহা প্রচার হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার তখন অনেক লোক অনুসন্ধান না করিয়া ও দলপতিকে না জানাইয়া বহু কথা রটনা করিয়াছিল। পরিশেষে তাহা মিথ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। (ত, ফা,)

† যথা কেহ কোন ধনবানকে অনুরোধ করিয়া কোন দরিদ্রকে কিছু দেওয়াইলে সেও সেই ধনবানের সঙ্গে ঐ দানের পুণ্যের ফলভোগী হয়, এবং কেহ কোন অত্যাচারীকে এই উপায়ে বন্ধনমুক্ত করিলে সেই অত্যাচারী স্বাধীনতা পাইয়া যে অত্যাচার করে, অনুরোধকারীও সেই পাপের অংশী হইয়া থাকে। (ত, ফা,)

‡ যদি কেহ তোমাকে "অস্‌সলাম অলয়কম্‌" বলে, তুমি তাহার উত্তরে "অলয়কমস্‌সলাম রহম তোল্লা" বলিবে, এবং যদি সে "রহমতের সঙ্গে" সলাম যোগ করিয়া বলে, তুমি তাহার উত্তরে "বরকাতোহু" শব্দ বৃদ্ধি করিবে, অথবা

একান্তই তোমাদিগকে কেয়ামতের দিনে একত্র করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ; এবং কথায় ঈশ্বর অপেক্ষা কে অধিকতর সত্যবাদী ? ৮৭। (র, ১১, আ, ১১)

তোমাদের কি হইল (হে মোসলমানগণ,) যে তোমরা কপটদিগের সম্বন্ধে দুই পক্ষ হইল ? এবং তাহারা যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে অধোমুখ করিয়া রাখিয়াছেন, ঈশ্বর যাহাকে পথচ্যুত করিয়াছেন তাহাকে কি তোমরা পথ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ঈশ্বর যাহাকে পথচ্যুত করিয়াছেন পরে তাহার জন্য কোন পথ পাইবে না*। ৮৮। যেমন তাহারা কাফের হইয়াছে তোমরাও কাফের হইবে আশায় তাহারা বন্ধুতা করিয়া থাকে, অবশেষে তোমরা পরস্পর তুল্য হইবে, অতএব ঈশ্বরের পথে দেশত্যাগ করা পর্যন্ত তাহাদিগের কাহাকেও তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, পরন্তু যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে তবে তোমরা তাহাদিগকে ধর ও যেস্থানে পাও তাহাদিগকে সংহার কর, এবং তাহাদের কাহাকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী

অস্‌সলাম অলয়কের উত্তরে, "অলয়কম অস্‌সলাম" বলিবে। এটি বিধিমাত্র। প্রথমে যাহা উক্ত হইয়াছে ইহা গৌরবসূচক উত্তর ও এস্‌লাম ধর্মের উচ্চ নীতি। মোসলমান মোসলমানের সেলামের উত্তরে অধিক আশীর্বাদসূচক বাক্যের প্রয়োগ করিবে। অপর লোকের সেলামের উত্তরে কেবল তাহার সেই কথাটির পুনরুক্তি করিবে। (ত, হো,)

"অস্‌সলাম অলয়কম" শব্দের অর্থ গ্রীবার নমন তোমার প্রতি "অলয়কমস্‌সলাম রহমতোহুর" অর্থ তোমাদিগের প্রতি গ্রীবার নমন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক। "বরকাতোহু" শব্দের অর্থ তাঁহার সমূহ প্রসন্নতা।

একদা মক্কা হইতে কয়েকজন লোক মদিনাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। কতক দূরে যাইয়া চিন্তিত হয় ও পথ হইতে ফিরিয়া আইসে, এবং এস্‌লাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে বলিয়া মদিনা নগরে হজরতের নিকটে সংবাদ প্রেরণ করে। তাহাদের সম্বন্ধে মোসলমানদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। কতকগুলি লোক বলে যে, তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, কতক লোক বলে তাহারা কপট। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অনেকে বলেন যে, মদিনার উপনিবাসী একদল মোসলমান মদিনার বায়ু অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া হজরত হইতে প্রান্তরে বাস করার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা মদিনা নগর পরিত্যাগ করিয়া মক্কায় আসিয়া তথাকার পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে যোগ দেয় তাহাতেই তাহাদের ধর্মবিষয়ে হজরতের ধর্মবন্ধুদিগের সংশয় উপস্থিত হয়, পরস্পর মতভেদ হওয়াতে তাঁহারা দুই দল হইয়া যান। তজ্জন্যই তোমরা কেন দুই পক্ষ হইলে, তাহাদের ধর্মদ্রোহিতা বিষয়ে একমত হইলে না কেন ? এই মর্মের আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

যাহারা প্রকাশ্যে মোসলমান ছিল না, কেবল স্বার্থ উদ্দেশ্যে হজরতের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, এস্থলে তাহাদিগকে কপট বলা হইয়াছে। হজরতের সৈন্যের সাহায্যে আমাদের ধন-প্রাণ রক্ষা পাইবে এই লক্ষ্য করিয়া তাহারা তাঁহার সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিল। যখন মোসলমানেরা অবগত হইলেন যে, ইহাদের গমনাগমনের উদ্দেশ্য কেবল স্বার্থ উদ্দেশ্য, প্রেমের অনুরোধে নয়, তখন অনেকে বলিলেন যে, ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দূরে থাকিতে হইবে।

বলিয়া গ্রহণ করিও না* । ৮৯ । †যাহার (এমন) কোন দলে মিলিত হয় যে তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকার রহিয়াছে,† কিম্বা যাহারা তোমাদের নিকটে আগমন করে যে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তাঁহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত, অথবা যাহারা আপন দলের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাহাদিগকে ব্যতীত‡ ; এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্য তাহাদিগকে তোমাদিগের উপর প্রবল করিতেন, পরে অবশ্য তাহারা তোমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিত ; পরিশেষে যদি তাহারা তোমাদিগ হইতে অপসৃত হয়, অপিচ তোমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ না করেও তোমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তবে ঈশ্বর তাহাদিগের প্রতি তোমাদের জন্য কোন পথ করেন নাই$ । ৯০ । অবশ্য তোমরা অন্য (এমন) দলকে প্রাপ্ত হইবে যে, তাহারা ইচ্ছা করিতেছে তোমাদিগ হইতে নির্ভয় হয়, এবং আপন দল হইতে নির্ভয় হয় ;§ যখন তাহারা অত্যাচারের দিকে প্রত্যানীত হয় তখন তাহাতে অধোমুখ হইয়া থাকে ; পরন্তু যদি তোমাদিগ হইতে অপসারিত না হয় ও তোমাদের সম্বন্ধে সন্ধি স্থাপন না করে এবং আপন হস্ত বন্ধ না করে তবে তাহাদিগকে ধর ও তাহাদিগকে যে স্থানে পাও সংহার কর, এবং তোমরা এই সেই দল যে আমি তাহাদের উপর তোমাদিগকে উজ্জ্বল প্রমাণ দান করিয়াছি** । ৯১ । (র, ১২, আ, ৪)

আবার কতক লোক বলিলেন যে, ইহাদিগের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যাউক, হয়তো এতদ্বারা ইহারা বিশ্বাসের পথে আসিবে। তাহাতেই কাহাকে ধর্মপথ প্রদর্শন বা পথচ্যুত করা ঈশ্বরের হস্তে, ইহার চিন্তা তোমাদের কেন ? এইরূপ ঐশ্বরিক বাণী অবতীর্ণ হয় । (ত, ফা,)

* ঈশ্বরের পথে দেশত্যাগ করার অর্থ, বিশ্বাসী হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রসন্নতা উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়া, স্বর্থের জন্য নয় । "যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে" ইহার অর্থ 'ধর্ম বিশ্বাস ও দেশ ত্যাগকে যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে ।" (ত, হো,)

† এই দল খজয়া গোষ্ঠী বা বেকর কিম্বা আস্‌লম গোষ্ঠী, ইহাদের সঙ্গে প্রেরিত পুরুষ এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, সে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল বলিয়া গণ্য হইবে । (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আপন দলের কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাহারা প্রতিশ্রুত । ইহারা মদলজ্ব বংশীয় লোক । প্রেরিত পুরুষের পক্ষ হইয়া কোশেদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইহারা অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিল । (ত, হো,)

$ "কোন পথ করেন নাই" ইহার অর্থ তাহাদিগকে আক্রমণ করা ইত্যাদির বিধি দেন নাই । (ত, হো,)

§ এই দল গত্‌ফান বা আসদগোষ্ঠী, যাহারা মদিনাতে আসিয়া আপনারা এস্‌লাম ধর্মে বিশ্বাসী এরূপ প্রচার করে, পরে মক্কায় যাইয়া কাফেরদিগের সঙ্গে মিলিত হয় ও এস্‌লাম ধর্মের শত্রু হইয়া দাঁড়ায় । (ত, হো,)

**অর্থাৎ কতক লোক আছে যে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না এবং স্বজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে ; কিন্তু স্থির থাকিতে পারে না । যখন আপন দলে জয়শ্রী দেখে, তখন তাহাদের সঙ্গে যাইয়া যোগ দেয় । অতএব যাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে ত্রুটি করিও না । (ত, ফা,)

এবং ভ্রম ব্যতীত মোসলমানকে হত্যা করা মোসলমানের পক্ষে উচিত নহে, এবং যে ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ কোন মোসলমানকে হত্যা করে তবে একজন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করিতে হয়, এবং খয়রাত না করিলে তাহার পরিবারের প্রতি হত্যার মূল্য সমর্পণীয়, পরন্তু যদি সে তোমাদের শত্রুদলস্থ ও মোসলমান হয় তবে একজন মোসলমানের গ্রীবার বন্ধনমোচন কর্ত্তব্য, এবং যদি সে সেই দলের হয় যে তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকার আছে তবে হত্যার মূল্য তাহার পরিবারের প্রতি সমর্পণীয়, এবং একজন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধন-মুক্ত করিতে হয়; পরন্তু যে ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত না হয় ঈশ্বরের দিক হইতে (তাহার) প্রায়শ্চিত্ত দুই মাস অবিচ্ছিন্ন রোজাপালন, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ৯২। এবং যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে মোসলমানকে হত্যা করে পরে

* আবু রবয়ের পুত্র আয়াশ নামক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরতের মদিনা প্রস্থানের পূর্বে আয়াশ মোসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয়দিগের নিকটে তাহা গুপ্ত রাখিয়াছিল। হজরত মদিনায় চলিয়া গেলে একদিন রাত্রিতে সে মদিনাভিমুখে পলায়ন করে। আয়াশের মাতা তাহার বিচ্ছেদে অত্যন্ত শোক বিলাপ করিতে থাকে। আয়াশের সহোদর ভ্রাতা হারেস মাতার বিলাপ পরিতাপ দেখিয়া আবুজহলের সহায়তায় আয়াশের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। মদিনার নিকটে তাহাকে পাইয়া নানা ছল-কৌশলে মক্কায় ফিরাইয়া লইয়া আইসে। তথায় এসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করাইবার জন্য হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাহাকে রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। তখন জয়দের পুত্র হারেস তাহার নিকটে যাইয়া বলে, এই ক্লেশ যন্ত্রণা কেন সহ্য করিতেছ, এসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। পরিশেষে আয়াশ নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া অবলম্বিত ধর্ম পরিত্যাগ করে। পুনর্বার সেই হারেস আসিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলে যে, "যে ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলে যদি তাহা সত্য ছিল তবে কেন পরিত্যাগ করিলে, অসত্য হইলে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলে বা কেন?" আয়াশ হারেসের এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইল, এবং শপথ করিয়া বলিল, "সুযোগ পাইলেই আমি তোমাকে যেরূপেই হউক বধ করিব।" অতঃপর আয়াশ মদিনায় যাইয়া পুনর্বার ধর্মগ্রহণ করে। হারেসও মদিনায় যাইয়া মোসলমান হয়। হারেসের ধর্মগ্রহণ বৃত্তান্ত আয়াশ অবগত ছিল না। একদিন আয়াশ হারেসকে নির্জনস্থানে পাইয়া তাহার জীবন সংহার করে। হজরতের ধর্মবন্ধুগণ আয়াশকে ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, "তুমি অযথা একজন মোসলমানকে বধ করিয়াছ, কেয়ামতে কি উত্তর দান করিবে?" তজ্জন্য আয়াশ অনুতপ্ত হইয়া হজরতের নিকটে যাইয়া সবিশেষ নিবেদন করে, তাহাতে এই আয়াতের অবতারণা হয়। (ত, হো,)

অনেক প্রকার ভ্রমে হত্যা হইতে পারে। এস্থানে মোসলমানকে কাফের জানিয়া হত্যা করার উল্লেখ হইয়াছে। সকল প্রকার ভ্রমজনিত হত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিধি। ১ম, একজন মোসলমানের গ্রীবা বন্ধনমুক্ত করা অর্থাৎ কোন মোসলমান ক্রীতদাসকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করা। তাহার সংঘটন না হইলে অবিচ্ছিন্ন দুই মাস কাল রোজা পালন বিধি। অপরাধের জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে এই স্বত্ব। ২য়, হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে হত্যার মূল্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। সে ইচ্ছা করিলে তাহা খয়রাত করিয়া অর্থাৎ দেয় অর্থ ক্ষমা করিয়া হত্যাকারীকে মুক্তি দিতে পারে। যদি হত ব্যক্তির

তাহার জন্য শাস্তি নরক, তথায় চিরাবস্থিতি, এবং তাহার প্রতি ঈশ্বর ক্রোধ করিয়াছেন ও তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন*। ৯৩। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা ঈশ্বরের পথে (যুদ্ধে) গমন কর, তখন অনুসন্ধান লইও, যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি সলাম অর্পণ করে তাহাকে বলিও না যে, তুমি মোসলমান নও; তোমরা পার্থিব সামগ্রী চাহিতেছ, পরন্তু ঈশ্বরের নিকটে লুণ্ঠন দ্রব্য প্রচুর আছে; এইরূপ তোমরা প্রথমে ছিলে, পরে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি হিতসাধন করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিও, তোমরা যাহা কর নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন†। ৯৪। উপবিষ্ট অক্ষম বিশ্বাসিগণ এবং আপন ধন ও আপন জীবনযোগে ঈশ্বরের পথে সংগ্রামকারিগণ তুল্য নহে, পরমেশ্বর আপন ধন ও আপন জীবনযোগে সংগ্রামকারীদিগের মর্যাদায় উপবেশনকারীদিগের উপর গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এবং সকলের সঙ্গে পরমেশ্বর উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন, পরমেশ্বর উপবেশনকারীদিগের অপেক্ষা সংগ্রামকারীদিগকে উচ্চ পুরস্কার অধিক দিয়াছেন। ৯৫। আপনার নিকট হইতে তিনি মর্যাদা সকল ও ক্ষমা এবং দয়া (প্রদান করিয়াছেন) এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন‡। ৯৬। (র, ১৩, আ, ৫)

উত্তরাধিকারী মোসলমান হয় অথবা সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ কাফের হয় তাহা হইলে তাহাকে হত্যার মূল্য প্রদান করা হইয়া থাকে, শত্রু কাফের হইলে প্রদান করা বিধি নহে। হনিফী ধর্মমতে মোসলমানের হত্যার মূল্য আনুমানিক দুই সহস্র সাত শত চল্লিশ মুদ্রা। তাহা তিন বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে পারে। (ত, ফা,)

* জবাবার পুত্র মকিস আপন ভ্রাতা হশমকে বনি-অন্নজ্জাবের পল্লীতে নিহত প্রাপ্ত হইয়া হজরতের নিকটে যাইয়া এ বিষয়ে নিবেদন করে। হজরত তাহার সঙ্গে জহির কহারীকে বনি-অন্নজ্জারের নিকটে প্রেরণ করিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠান যে, কে হত্যাকারী জ্ঞাত থাকিলে মকিসের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে, অন্যথা যথাবিধি হত্যার মূল্য মকিসকে প্রদান করিবে। বনি-অন্নজ্জার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হত্যার মূল্যস্বরূপ একশত উষ্ট্র মকিসকে প্রদান করে। মকিস জহিরের সঙ্গে মদিনায় যাত্রা করিয়া নগরের নিকট উপস্থিত হইলে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে, সে নিরপরাধ জহিরকে মারিয়া ফেলে। তৎপর সে মদিনায় না যাইয়া তথা হইতে মক্কায় ফিরিয়া আইসে। তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† হজরতের সময়ে একদল এস্লাম সৈন্য কোন গ্রামে উপস্থিত হয়। সেখানে কতিপয় মোসলমান কৃষক ছিল, তাহারা স্বীয় পালিত পশুদিগকে পার্শ্বে রাখিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং সেই সৈন্যদিগকে সেলাম করে। সেনাগণ মনে করে যে ইহারা স্বার্থোদ্দেশে মোসলমানী প্রকাশ করিতেছে। এই ভাবিয়া তাহাদিগকে বধ করে, এবং তাহাদের গৃহপালিত পশু সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। "এইরূপ তোমরা প্রথমে ছিলে" যে উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, তোমরা পূর্বে স্বার্থোদ্দেশে অযথা হত্যা করিতে, কিন্তু মোসলমান হইয়া এক্ষণ আর তাহা করা তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। (ত, ফা,)

‡ যে ব্যক্তি বিকলাঙ্গ অর্থাৎ অন্ধ, খঞ্জ বা বধির তাহার সম্বন্ধে জেহাদের (ধর্ম-যুদ্ধের) বিধি নাই। সুস্থ সবলকায় লোকের মধ্যে যাহারা জেহাদে না

নিশ্চয় যাহারা আপন জীবনের উৎপীড়নকারী ছিল তাহাদিগকে দেবগণ গতাসু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমরা কি ভাবে ছিলে?" তাহারা বলিল, "আমরা পৃথিবীতে দুর্দশাপন্ন ছিলাম।" দেবগণ বলিল, "ঈশ্বরের পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যে, তাহাতে স্থানান্তরিত হও?" অনন্তর এই তাহারাই, তাহাদিগের স্থান নরকলোক, এবং তাহা কুৎসিত স্থান*। ৯৭। উপায় অবলম্বন করিতে পারে না ও পথ প্রাপ্ত হয় না এমন দুর্বল স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুগণ ব্যতীত। ৯৮। †-অতএব এই তাহারা, ভরসা যে ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী হন†। ৯৯। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে দেশ ত্যাগ করে সে পৃথিবীতে বহু এবং বিস্তৃত স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হইয়া আপন গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তৎপর সে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহার পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে নির্ধারিত এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন‡। ১০০। (র, ১৪, আ, ৮)

যাইয়া বসিয়া থাকে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা জেহাদ করে তাহারা অধিক গৌরবান্বিত। (ত, ফা,)

* কাকাহার পুত্র কয়স এবং অলিদের পুত্র কয়স এবং আরও কয়েকজন লোক ক্ষমতাসত্ত্বে মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করে নাই। যখন কোরেশ বংশীয় প্রধান পুরুষেরা মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়া বদরের দিকে যাত্রা করে তখন তাহারা তাহাদিগের সঙ্গে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, এবং মোসলমানদিগের করবালের আঘাতে প্রাণত্যাগ করে। এই আয়াত তাহাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়। "জীবনের উৎপীড়নকারী" ইহার ভাব এই যে, যখন মক্কা ত্যাগ করার বিধি হইয়াছিল সেই বিধি উপেক্ষা করার অপরাধে আত্মার অনিষ্টকারী। 'তাহাদিগকে দেবগণ গতাসু করিয়া জিজ্ঞাসা করে" অর্থাৎ শমনের অনুচরগণ তাহাদের প্রাণ হস্তগত করিয়া জিজ্ঞাসা করে। (ত, হো,)

† ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যে দেশে মোসলমানগণ বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ্য ভাবে থাকিতে পারে না তাহাদিগের সম্বন্ধে তথা হইতে প্রস্থান করা বিধি। অক্ষমদিগের জন্য এই বিধি নয়। (ত, ফা,)

‡ মক্কাতে এমন বহুসংখ্যক লোক এস্‌লাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল যে, তাহাদের স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। যখন মক্কা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরগমনের বিধিরূপ আয়াত অবতীর্ণ হইল, এবং তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া মক্কানিবাসী দুর্বল মোসলমানদিগের নিকটে প্রেরিত হইল তখন জমরার পুত্র জন্দা স্বীয় পুত্রদিগকে বলিলেন, "যদিচ আমি রুগ্ন ও বৃদ্ধ, তথাপি সাধারণ দুর্বলদিগের সদৃশ নহি, প্রস্থানের উপায় করিতে পারিব, মদিনার পথও অবগত আছি, কেবল এইমাত্র ভয় হইতেছে যে, পথে বা আমার মৃত্যু হয়, কিন্তু প্রস্থানে বিরত থাকিলে আমার ধর্মহানি হইবে। অতএব আমি যে আসনের উপর শয়ান আছি এই আসনের সহিত তোমরা আমাকে বাহির কর।" পুত্রগণও তাঁহার আজ্ঞার অনুসরণ করিল এবং তাহারা পিতাকে বহনপূর্বক তনয়িম নামক স্থানে উপনীত হইল। সেস্থানে জন্দার প্রাণত্যাগ হয়। এই সংবাদ মদিনায় পঁহুছিলে হজরতের ধর্মবন্ধুগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "জন্দা মদিনায় উপস্থিত হইতে পারিলে তাঁহার ধর্ম পূর্ণ হইত,

যখন তোমরা ভূমিতলে পর্যটন কর তখন কাফেরগণ তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবে আশঙ্কা হইলে নমাজ সংক্ষেপ করায় তোমাদের সম্বন্ধে অপরাধ নাই, নিশ্চয় কাফেরগণ তোমাদের স্পষ্ট শত্রু হয়*। ১০১। এবং যখন তুমি (হে মোহম্মদ,) ইহাদিগকে (বিশ্বাসীদিগের) মধ্যে থাক তখন তাহাদের জন্য নমাজ প্রতিষ্ঠিত করিও, পরে উচিৎ যে, ইহাদের একদল তোমার সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, এবং উচিৎ যে, আপনাদের অস্ত্র গ্রহণ করে, পরিশেষে যখন প্রণত হইবে তখন উচিত যে, তাহারা তোমাদের পশ্চাদ্বর্তী হয় এবং উচিত যে, নমাজ পড়ে নাই এমন অন্য একদল উপস্থিত হইয়া তোমার সঙ্গে পরে নমাজ পড়ে, অপিচ আপনাদের রক্ষণোপায়ে ও আপনাদের অস্ত্র অবলম্বন করে; কাফেরগণ আকাঙ্ক্ষা করে যদি তোমরা আপনাদের অস্ত্র ও আপনাদের দ্রব্যজাত সম্বন্ধে অসতর্ক হও, তবে তাহারা অকস্মাৎ তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে, যদি বৃষ্টিতে তোমাদের কোন ক্লেশ হয় ও তোমরা রোগগ্রস্থ হও তবে আপনাদের অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের প্রতি দোষ নাই; এবং তোমরা আপনাদের রক্ষাকে অবলম্বন করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়াছেন†। ১০২। অনন্তর যখন তোমাদের নমাজ সম্পন্ন হয় তখন দণ্ডায়মান হইয়া ও বসিয়া এবং আপনাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিও; পরে যখন তোমরা নিরাপদে থাক তখন নমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিও, নিশ্চয় বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে নমাজ সাময়িকরূপে লিখিত‡। ১০৩। এবং সেই দলের

তিনি পূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* দেশ পর্যটনকালে তিন মঞ্জেলে চারি রকাত নমাজ পড়ার বিধি। নমাজের চারি অঙ্গ, তাহার এক এক অঙ্গকে বা অংশকে রকাত বলে। মঞ্জেল অবতরণভূমি। পথিকগণ যেস্থানে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করে তাহাকে মঞ্জেল বলে। যে স্থানে শত্রুর ভয় সে স্থলে মোসলমানগণ দুই দলে বিভক্ত হইবেন। এমাম এক এক দলে এক এক বার করিয়া দুইবার নমাজ পড়িবেন, অথবা এক এক দলে এক এক রকাত করিয়া নমাজ পড়িবেন। প্রথম দলের সঙ্গে এক রকাত নমাজ পড়া হইলে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া অপর দলের প্রতীক্ষা করিবেন, সেই দল আসিয়া যোগ দিলে তাহাদের সহিত নমাজ পড়িবেন। বিশেষ স্থলে নমাজ ভঙ্গ হইবে। (ত, ফা,)

† এই আয়াতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কি ভাবে নমাজ পড়িতে হইবে তাহার বিধি হইয়াছে। যুদ্ধের সময় সৈন্য দুই দলে বিভক্ত হইবে। এক এক দল ক্রমশঃ এমামের সঙ্গে নমাজের অর্ধাংশে যোগ দিবে, অস্ত্র-শস্ত্র ও কবচ ধারণ করিয়া থাকিবে, যদি দলবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়ার সুবিধা না হয় তবে তাহা হইতে বিরত হইয়া একাকী ইঙ্গিতে নমাজ পড়িবে, তাহারও সুযোগ না হইলে নমাজ ভঙ্গ করিবে। (ত, ফা,)

‡ যদি ভয়ের অবস্থায় নমাজ সংক্ষেপ করা হয় তবে নমাজের পরে অন্যভাবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। যথাসময়ে নমাজ পড়া একটি বিশেষ নিয়ম। কিন্তু ঈশ্বরস্মরণ সকল অবস্থায় হইতে পারে। (ত, ফা,)

পার্শ্বোপবিষ্ট হওয়ার অর্থ পার্শ্বশায়ী হওয়া, অর্থাৎ যখন তোমরা অস্ত্রাহত হইয়া পার্শ্বশায়ী হও তখনও ঈশ্বরকে স্মরণ করিও। এস্থলে সকল অবস্থায়

(কাফেরদিগের) অনুসন্ধানে তোমরা শিথিল হইও না, যদি তোমরা পীড়িত হও তবে তাহারাও তোমাদের ন্যায় পীড়িত, এবং তাহারা যাহা আশা করে না তোমরা ঈশ্বরের নিকটে তাহা আশা করিতেছ, এবং ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ হন*। ১০৪। (র, ১৫, আ, ৪)

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সত্যগ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, যেন ঈশ্বর তোমাকে যাহা দেখাইয়াছেন তাহা তুমি লোকদিগের মধ্যে আদেশ কর, তুমি অহিতকারীদিগের অনুরোধে শত্রু হইও না†। ১০৫। এবং ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০৬। এবং যাহারা আপনাদের জীবনের ক্ষতি করে তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে বিরোধ করিও না, যে ব্যক্তি ক্ষতিকারী অপরাধী হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে প্রেম করেন না। ১০৭। + তাহারা মনুষ্য হইতে গুপ্ত রাখে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে গুপ্ত রাখিতে পারে না, এবং তাহারা যখন রজনীতে (ঈশ্বরের) অনভিপ্রেত কথার পরামর্শ করে তখন তিনি তাহাদের সঙ্গে থাকেন, এবং তাহারা যাহা করে ঈশ্বর তাহা ঘেরিয়া রহিয়াছেন। ১০৮। জানিও তোমরা সেই লোক যে সাংসারিক জীবন বিষয়ে তাহাদের পক্ষ হইতে বিরোধ করিতেছ, অবশেষে কেয়ামতের

ঈশ্বরকে স্মরণ করার বিধি হইযাছে। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ভীত হইবে, এই তাৎপর্য ভাব। জাদোল মসির নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, কার্য করিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় ঈশ্বরকে ভয় করিও এবং ভোজন পান ও লোকের সঙ্গে সহবাস করিতে, উপবেশনের অবস্থায় এবং নিদ্রার উদ্যোগ করিবার সময়, শয়নের অবস্থায় এইরূপ সর্বাবস্থায় ঈশ্বরকে ভয় করিও। "জেকর" শব্দের অর্থ স্মরণ কর এ স্থলে "জেকর" শব্দের অর্থ ভয় করা লিখিত হইয়াছে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ পলায়িত কাফেরদিগের অনুসন্ধান কর। তোমরা আহত হইয়াছ বলিয়া আপত্তি করিও না, তাহারাও তোমাদের ন্যায় আহত। (ত, হো,)

† জফর বংশীয় আবিরেকের পুত্র তামা নামানের পুত্র কতাদার গৃহে সিঁধ কাটিয়া এক থলে আটা (গোধূমচূর্ণ) চুরি করিয়া লইয়া যায়, দৈবাৎ সেই থলেতে ছিদ্র ছিল। তামার আলয় পর্যন্ত সমুদায় পথে উক্ত ছিদ্র দিয়া আটা পতিত হয়। তামা সেই আটা আপন গৃহে না রাখিয়া জয়দ নামক ইহুদির আলয়ে গচ্ছিত রাখে। প্রাতঃকালে কতাদা পতিত আটার চিহ্নানুসারে তামার গৃহে উপস্থিত হইয়া আটার অনুসন্ধান করে। তামা শপথপূর্বক বলে যে, "আটা আমি চুরি করি নাই, ইহার কোন সংবাদও রাখি না।" যে পথ দিয়া তামা আটার থলেসহ ইহুদির গৃহে গিয়াছিল, সে কতাদাকে সেই পথে ইহুদির আলয়ে লইয়া গেল এবং ইহুদিকে আটা চোর বলিয়া ধরিল। ইহুদি বলিল, "আমি আটা চুরি করি নাই, গত রজনীতে তামা ইহা আমার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়াছে।" অনেক লোকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিল। তখন কতাদা যাইয়া হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করে। হজরত অনেকের অনুরোধে প্রসিদ্ধ জফর বংশীয় তামার অপমান ও শাস্তি হয় ইচ্ছা করিলেন না। তিনি এ বিষয়ে ইহুদিকে দোষী, মোসলমান তামাকে নির্দোষ স্থির করিলেন, এবং ইহুদিকে শাস্তিদানে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে এ আয়াত ও নিম্নোক্ত দুই তিন আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

দিনে কোন ব্যক্তি তাহাদের (ক্ষতিকারীদের) পক্ষ হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধ করিবে ? অথবা কে তাহাদের সম্বন্ধে কার্যসম্পাদক হইবে ? ১০৯। এবং যে ব্যক্তি কুকর্ম করে অথবা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে ঈশ্বরকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু প্রাপ্ত হয়*। ১১০। এবং যে ব্যক্তি পাপ করে সে তাহা আপন জীবনের সম্বন্ধে করে ইহা ভিন্ন নহে, এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ হন†। ১১১। যে ব্যক্তি কোন ত্রুটি করে, অথবা পাপ করে, তৎপর নিরপরাধীর প্রতি অপবাদ দেয়, পরে সত্যই সে অসত্যকে ও স্পষ্ট অপরাধকে বহন করিয়া থাকে। ১১২। (র, ১৬, আ, ৮)

এবং যদি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বরের কৃপা ও তাঁহার দয়া না থাকিত নিশ্চয় তাহাদের এক দল তো তোমাকে পথভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল‡। তাহারা আপন জীবনকে ব্যতীত পথভ্রান্ত করে না এবং তোমার কিছুই ক্ষতি করে না ; ঈশ্বর তোমার প্রতি গ্রন্থ ও বিজ্ঞান অবতারণ করিয়াছেন, এবং তুমি যাহার জ্ঞান রাখিতে না তোমাকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তোমার প্রতি ঈশ্বরের মহাকৃপা বিদ্যমান। ১১৩। যাহারা দানে অথবা শুভকর্মে কিংবা সন্ধি-স্থাপনে লোকদিগের মধ্যে কথা বলে (মন্ত্রণা করে) তদ্ভিন্ন তাহাদের বহুগুপ্ত মন্ত্রণায় কল্যাণ নাই ; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সন্তোষ অন্বেষণে ইহা করে পরে সত্বর তাহাকে আমি মহা পুরস্কার দান করিব$। ১১৪। এবং যে ব্যক্তি তাহার সম্বন্ধে পথপ্রদর্শন প্রকাশ হওয়ার পর প্রেরিত পুরুষের বিরোধী হয়, এবং বিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধ পথের অনুসরণ করে, যে বিষয়ে সে সমুৎসুক হয় আমি তাহাকে তাহাতে প্রবর্তিত করিব, এবং তাহাকে নরকে আনয়ন করিব এবং (উহা) কুস্থান§। ১১৫। (র, ১৭, আ, ৩)

---

* কুকর্ম গুরুতর পাপ এবং আপনার প্রতি অত্যাচার লঘুতর পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে সকল লোক অনুতাপ করে তাহারা ঈশ্বরের কৃপায় তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাপ করে সে-ই পাপী হয়, তাহার পাপে অন্য ব্যক্তি পাপী হয় না। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ তোমাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার ও জয়দকে শাস্তি দান করার চেষ্টা হইতে ঈশ্বরের কৃপা তোমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে। (ত, হো,)

$ কপট লোকেরা হজরতের নিকটে যাইয়া কানে কানে কথা কহিত। তাহারা হজরতের অতিশয় বিশ্বাসপাত্র ও তাঁহার সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বুঝিয়া লোকে তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিবে এই উদ্দেশ্যেই তাহারা এরূপ করিত। এদিকে সভাতে বসিয়া তাহারা মন্ত্রণাচ্ছলে কানে কানে ইহার উহার নিন্দা করিত। এ জন্য ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, তাহাদের গুপ্ত মন্ত্রণা প্রায়ই অশুভ। শুভ বাক্য গোপন করিবার প্রয়োজন রাখে না। (ত, ফা,)

§ এই আয়াতও পূর্বোক্ত তামা সম্বন্ধীয়। তামা আটা চুরির অপরাধে শাস্তির ভয়ে মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাতে যাইয়া আশ্রয় লয়। সেখানেও সে এক ব্যক্তির গৃহের প্রাচীরে সিঁধ কাটে, তখন প্রাচীর পড়িয়া যায়, সে প্রাচীরের নিম্নে চাপা পড়ে। গৃহস্থ তাহা হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করে ও তাহার শিরচ্ছেদনে উদ্যত হয়। পরে কয়েকজন প্রতিবেশীর অনুরোধে সে তাহাকে

নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে অংশী স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না, এতদ্ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে নিশ্চয় সে দূরতর পথচ্যুতরূপে পথচ্যুত হয়। ১১৬। তাহারা তাঁহাকে ব্যতীত নারীকে (নারীরূপী প্রতিমাকে) ভিন্ন আহ্বান করে না এবং অবাধ্য শয়তানকে ভিন্ন আহ্বান করে না। ১১৭।+ ঈশ্বর তাহাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং সে বলিয়াছে, "একান্তই আমি তোমার উপাসকগণ হইতে নির্দ্ধারিত অংশ গ্রহণ করিব*। ১১৮।+ একান্তই আমি তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিব ও একান্তই আমি তাহাদিগকে কামনাযুক্ত করিব, এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব যেন পশুর কর্ণচ্ছেদ করে, এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে আদেশ করিব যেন ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন করে; পরন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে পরে নিশ্চয় সে স্পষ্টক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১১৯। সে তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করে ও তাহাদিগকে কামনাযুক্ত করে এবং শয়তান তাহাদের সঙ্গে ছলনা ভিন্ন অঙ্গীকার করে না। ১২০। ইহারাই ইহাদিগের আবাস নরক, এবং তাহা হইতে ইহারা উদ্ধার পাইবে না‡। ১২১। এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকার্য করিয়াছে অবশ্য আমি তাহাদিগকে সেই স্বর্গে প্রবেশ করাইব যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা নিত্যকাল থাকিবে, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, কোন ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা কথায় অধিকতর সত্যবাদী? ১২২। তোমাদের বাসনানুরূপ এবং গ্রন্থধারীদিগের বাসনানুরূপ (কার্য) নহে যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম করিবে তাহাকে তাহার প্রতিফল প্রদত্ত হইবে, সে আপনার জন্য ঈশ্বর ব্যতীত বন্ধু ও সাহায্যকারী

ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর তোমা মদীনা নগর হইতে পলায়িত হইয়া শাম দেশের দিকে প্রস্থান করে। পথে এক স্থানে এক জন বণিকের কোন দ্রব্য চুরি করিয়া সে ধরা পড়ে, এবং সেই বণিক্ কর্তৃক নিহত হয়। প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, মোসলমান-মণ্ডলীর উপর ঈশ্বরের হস্ত। যে ব্যক্তি ভিন্ন অবলম্বন করে সে নরকগামী হয়। যে বিষয়ে মণ্ডলীর সঙ্গে যোগ হয় তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। (ত. ফা.)

* অর্থাৎ তোমরা উপাসকগণের আপন ধনের অংশ আমার জন্য রাখিবে। যেমন পৌত্তলিকেরা পুত্তলিকাকে উপহার দেয়, তদ্রূপ তোমরা আমাকে ধন উপহার দিবে। (ত. ফা.)

+ পশুর কর্ণচ্ছেদ করা কাফেরদিগের রীতি ছিল। একটি গো বৎস বা ছাগশিশুকে দেবতার নামে অভিহিত করা হইত এবং কর্ণ ছিন্ন করিয়া তাহাকে চিহ্নিত করার নিয়ম ছিল। "ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্ত্তন" করা অর্থাৎ মনুষ্যের রূপ পরিবর্ত্তন করা। তাহা এরূপ হইত যে কোন বালিকার মস্তকে শিখা বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিমার নামে অভিহিত করা হইত। মোসলমানগণ এ প্রকার কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। (ত. ফা.)

‡ গ্রন্থাধিকারী লোকেরা এরূপ ভাবিয়াছিল যে, আমরা বিশেষ চিহ্নিত লোক, যে অপরাধে অপর লোক শাস্তি প্রাপ্ত হয় আমাদিগকে সেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। আমাদের পেগম্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অজ্ঞান মোসলমানগণও আপনাদের সম্বন্ধে এইরূপ মনে করিতেছিল। অতএব আদেশ হইল যে যে ব্যক্তি পাপ করিবে তাহারই শাস্তি হইবে। (ত. ফা.)

পাইবে না। ১২৩। স্ত্রী বা পুরুষ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে ও বিশ্বাসী হয় পরে সেই তাহারাই স্বর্গে প্রবেশ করিবে এবং তাহারা খর্জ্জুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না। ১২৪। এবং যে ব্যক্তি আপন আনন ঈশ্বরোদ্দেশ্যে স্থাপন করিয়াছে ধর্ম্মবিষয়ে তাহা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? সেই ব্যক্তি সৎকর্মশীল ও সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত এব্রাহিমের ধর্মের অনুসরণকারী, পরমেশ্বর এব্রাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৫। এবং স্বর্গেতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বর সমুদায় বস্তুকে ঘেরিয়া আছেন। ১২৬। (র, ১৮, আ, ১১)

এবং নারীগণ সম্বন্ধে (হে মোহম্মদ,) ইহারা তোমার নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে; বল, তাহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বরই তোমাদিগকে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন এবং নিরাশয়া নারীদিগের বিষয়ে গ্রন্থে তোমাদের প্রতি যাহা পঠিত হইয়া থাকে,— যাহাদিগকে তাহাদের জন্য যাহা লিখিত হইয়াছে তোমরা প্রদান কর না ও যাহাদিগকে বিবাহ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর (তাহাদের বিষয়ে) এবং দুর্বল বালকদিগের বিষয়ে তিনি (ব্যবস্থা দিয়া থাকেন) এবং ন্যায়ানুসারে অনাথদিগকে প্রতিষ্ঠিত রাখার (আজ্ঞা আছে,) এবং তোমরা যে কিছু সৎকর্ম করিয়া থাক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা হন*। ১২৭। এবং যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামী হইতে অবাধ্যতা ও অবজ্ঞার আশঙ্কা করে তবে উভয়ের পক্ষে দোষ নয় যে, তাহারা কোন সম্মিলনে আপনাদের মধ্যে সম্মেলন সংস্থাপন করে; এবং সম্মিলন কল্যাণ, এবং কৃপণতার প্রতি প্রাণ স্থাপিত, যদি তোমরা সৎকার্য কর ও ধর্মভীরু হও তবে নিশ্চয় তোমরা যাহা কর ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা আছেন†। ১২৮। এবং যদিচ তোমরা ইচ্ছা কর তথাপি নারীগণের সম্বন্ধে ন্যায়াচরণ করিতে সক্ষম হইবে না, অনন্তর সম্পূর্ণ অনুরাগে (প্রিয়তমার প্রতি) অনুরাগ প্রকাশ করিও না, অবশেষে তাহাদিগকে শূন্যে লম্বিত স্ত্রীবৎ ছাড়িয়া দেও, এবং যদি সম্মিলন স্থাপন কর ও ধর্মভীরু হও

---

* এই সূরা প্রথমভাগে নিরাশ্রয়ের স্বত্ব সম্বন্ধে বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে এই মর্ম প্রকাশ পাইয়াছে যে, যে নিরাশ্রয়া বালিকার পিতৃব্যপুত্র ব্যতীত অভিভাবক নাই সেই পিতৃব্য পুত্র যদি বুঝিতে পারে যে, সে তাহার স্বত্ব পরিশোধ করিতে পারিবে না তবে তাহাকে সে বিবাহ করিবে না, অন্য কাহারও সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবে। এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে মোসলমানগণ এরূপ অবস্থাপন্ন নারীর পাণিগ্রহণে নিবৃত্ত ছিলেন। পরে যখন দেখিলেন, অভিভাবক বিবাহ করিলে নারীর পক্ষে কোন কোন বিষয়ে মঙ্গল হয়, এবং সে যেমন তাহার হিতসাধন করিতে সক্ষম অন্য কেহ সেরূপ নয়, তখন তাঁহারা হজরতের নিকটে ইহার বিধি প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহার মর্ম এই যে, যে পর্য্যন্ত নিরাশ্রয়া নারীর স্বত্ব পূর্ণরূপে প্রদান না করিবে বিবাহে সে পর্য্যন্ত নিষেধ রহিল, তাহা প্রদান করিলে পর তাহার কল্যাণ সাধনে সমুৎসুক হইলে বিধি হইল। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ স্বামী অপ্রসন্ন দেখিয়া স্ত্রী তাহাকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের স্বত্ব কিছু ছাড়িয়া দিতে পারে, ইহা সঙ্গত। "কৃপণতার প্রতি প্রাণ স্থাপিত" ইহার তাৎপর্য এই যে, ধনাগমে সকলের মনে সন্তোষ হয়, কিছু ধন পাইলে একান্তই পুরুষ প্রসন্ন হইবে। (ত, ফা,)

তবে নিশ্চয় ঈশ্বর দয়ালু ও ক্ষমাশীল আছেন*। ১২৯। এবং উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) বিচ্ছিন্ন হইলে ঈশ্বর নিজ উদারতা গুণে প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত করিবেন, ঈশ্বর উদার ও নিপুণ হন। ১৩০। এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের; এবং সত্য সত্যই তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও আমি এই উপদেশ দিয়াছি যে, ঈশ্বরকে ভয় করিও, যদিও কাফের হও তবে (জানিও) নিশ্চয় স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের জন্য ও ঈশ্বর প্রসংশিত ও ঐশ্বর্যবান আছেন। ১৩১। এবং স্বর্গেতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের এবং ঈশ্বর যথেষ্ট কার্য সম্পাদক। ১৩২। হে লোক সকল, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে দূর করিবেন ও অন্য সকলকে আনয়ন করিবেন, এবং এ বিষয়ে ঈশ্বর ক্ষমতাবান হন। ১৩৩। যে ব্যক্তি সাংসারিক পুরস্কার ইচ্ছা করে পরিশেষে পরমেশ্বরের নিকটেই সাংসারিক ও পারত্রিক পুরস্কার; এবং ঈশ্বর দ্রষ্টা ও শ্রোতা আছেন। ১৩৪। (র, ১৯, আ, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের জন্য ন্যায়ানুসারে সাক্ষ্যদাতারূপে তোমরা প্রস্তুত থাক, যদ্যপি তোমাদের নিজের প্রতি অথবা পিতা-মাতার প্রতি এবং আত্মীয়গণের প্রতিও হয়, যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয়, তবে এই দুইয়ের প্রতি ঈশ্বর অধিক অনুগ্রহকারী; অবশেষে তোমরা বিচার করিতে (নিজ) ইচ্ছার অনুসরণ করিও না; এবং যদি (জিহ্বাকে) বক্র কর, কিংবা (সাক্ষ্যদানে) বিমুখ হও তবে তোমরা যাহা কর ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা আছেন†। ১৩৫। হে বিশ্বাসিগণ,

* মনুষ্য লোভপরবশ; যাহার বহুপত্নী, সেই পত্নীদিগকে ধনবিভাগ করিয়া দিবার কালে তাহা দ্বারা প্রায় ন্যায় ব্যবহার হইয়া উঠে না। পত্নীদিগের মধ্যে যে পত্নী তাহার প্রিয়তমা সে তাহাকেই অধিক অংশ দিতে সমুৎসুক হয়। শূন্যে লম্বিত (ঝুলান) সেই স্ত্রীকে বলা যায় যে স্ত্রীর স্বামী থাকিয়াও নাই। এ স্থানের ভাব এই যে, অপ্রিয় স্ত্রীকে যে পর্যন্ত পরিত্যাগ না কর পূর্ণ অনুরাগে প্রিয়তমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিও না, অর্থাৎ ধনবিভাগে ও পারিবারিক উপজীবিকাদানে প্রিয়তমার প্রতি আন্তরিক অনুরাগকে বাহ্যে প্রকাশ করিও না। (ত, হো,)

† নিজের প্রতি সাক্ষ্যদানের অর্থ এই যে, আপনার হস্তে যে বিষয়ের স্বত্ব রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান। এক ব্যক্তি আঃশিরা হজরতকে বলিয়াছিল যে, "আমার পিতৃধন সম্বন্ধে কাহার কাহার স্বত্ব আছে আমি তদ্বিষয়ে সাক্ষী, আমি সাক্ষ্য দান করিলে আমার পিতার সর্বস্ব যায়, আমার বিশেষ ক্ষতি হয়, অতএব আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতে চাহি না। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আপনার বিষয়ে সাক্ষ্যদানে ক্ষান্ত থাকিবে না। যদি ধনী অথবা দরিদ্র হয়, অর্থাৎ সাক্ষ্যদান কালে ধনীকে সম্মান বা ভয় করিবে না, দরিদ্রের প্রতিও দয়া করিবে না। এ দুইয়ের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে, তোমার অনুগ্রহ করিতে হইবে না। (ত, হো,)

অর্থাৎ সাক্ষ্যদানে ধনী-দরিদ্রের মনরক্ষা করিবে না, আত্মীয়-স্বগণের প্রতিও দৃষ্টি রাখিবে না যদি সত্য কথা বক্রভাবে বল তবে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, অথবা যদি সমুদায় বক্তব্য প্রকাশ না কর তবে অপরাধী হইবে। (ত, ফা,)

তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি ও সেই গ্রন্থের প্রতি যাহা তিনি আপন প্রেরিত পুরুষের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন, এবং সেই গ্রন্থের প্রতি যাহা পূর্বে তাহা অবতারণ করিয়াছেন, বিশ্বাস স্থাপন কর ; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার দেবগণের প্রতি এবং গ্রন্থ সকল ও প্রেরিতগণের প্রতি ও পরকালের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছে পরে নিশ্চয় সে দূরতর পথভ্রান্তরূপে পথভ্রান্ত হইয়াছে। ১৩৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, তৎপর ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তৎপর বিশ্বাসী হইয়াছে, তৎপর ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তৎপর অধিকতর ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, কথনও ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন না। ১৩৭। কপট লোকদিগকে এই সংবাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য ক্লেশকর দণ্ড আছে। ১৩৮। তাহারা (কপট লোকেরা) বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের নিকটে কি তাহারা সম্মান আকাঙ্ক্ষা করে? পরন্তু নিশ্চয় সমগ্র সম্মান ঈশ্বরের জন্য। ১৩৯। এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতি গ্রন্থে অবতারিত হইয়াছে যে, যখন তোমরা ঐশ্বরিক প্রবচন সকল শ্রবণ কর তখন তৎপ্রতি অবজ্ঞা এবং তৎপ্রতি উপহাস করা হইলে যে পর্যন্ত কথায় তদ্ব্যতীত প্রসঙ্গে না হয় তোমরা তাহাদের (অবজ্ঞাকারী ও উপহাসকদিগের) সঙ্গে উপবেশন করিবে না, (তাহা করিলে) তখন নিশ্চয় তোমরা তাহাদিগের সদৃশ, নিশ্চয় ঈশ্বর নরকে কাফের ও কপটদিগের একত্র সংগ্রহকারী। ১৪০। + তাহারা তোমাদিগের প্রতীক্ষা করে, পরন্তু ঈশ্বর কর্তৃক যদি তোমাদিগের জয় হয় তবে তাহারা বলে, "আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?" এবং যদি কাফেরদিগের লাভ হয় তবে বলে, "আমরা কি তোমাদের উপর পরাক্রান্ত ছিলাম না? মোসলমানগণ হইতে কি তোমাদিগকে রক্ষা করি নাই?" অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর কেয়ামতের দিনে তোমাদিগের মধ্যে বিচার করিবেন, এবং কদাচ ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের উপর কাফেরদিগের জন্য পথ করিবেন না। ১৪১। (র. ২০, আ, ৭)

নিশ্চয় কপট লোকেরা ঈশ্বরকে বঞ্চনা করে, এবং ঈশ্বরও তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন,* এবং যখন তাহারা নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয় তখন শৈথিল্যভাবে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, তাহারা লোককে প্রদর্শন করে, এবং ঈশ্বরকে অল্প ব্যতীত স্মরণ করে না। ১৪২। + তাহারা ইহার মধ্যে দোলায়মান, তাহারা না ইহাদের দিকে না উহাদের দিকে এবং ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন পরে তুমি তাহার জন্য পথ পাইবে না। ১৪৩। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া ধর্মদ্রোহীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি ইচ্ছা করিতেছ যে

---

* যুদ্ধে বিশ্বাসিগণ জয় লাভ করিলে লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের অংশ পাইবার লালসায় কপট লোকেরা বিশ্বাসীদিগকে বলিয়া থাকে যে, "আমরা কি তোমাদিগকে সাহায্য করি নাই?" এবং কাফেরগণ বিশ্বাসীদিগের উপর পরাক্রান্ত হইলে সেই কাফেরগণ হইতে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কপট লোকেরা বলে, 'তোমাদের অপেক্ষা কি আমাদের বল পরাক্রম অধিক ছিল না? আমরা বল প্রকাশ করি নাই, কৌশল করিয়া মোসলমানদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছি।" (ত. হো,)

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যাহারা সত্যপথে আছে অথচ পথচ্যুত লোকদিগের সঙ্গে সম্মিলন রক্ষা করিয়া চলে তাহারাও কপট।

আপনার প্রতি ঈশ্বরের জন্য স্পষ্ট দোষারোপ স্বীকার কর ? ১৪৪। নিশ্চয় কপট লোকেরা নরকাগ্নির নিম্নতম প্রদেশবাসী এবং তুমি তাহাদের জন্য কদাচ সাহায্যকারী পাইবে না। ১৪৫। কিন্তু যাহারা অনুতাপ করিয়াছে, সৎকর্ম করিয়াছে ও ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছে এবং ঈশ্বরের জন্য ধর্মকে সংশোধন করিয়াছে পরে তাহারাই বিশ্বাসীদিগের সঙ্গী এবং সত্বর ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগকে মহাপুরস্কার দান করিবেন। ১৪৬। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও কৃতজ্ঞ হও তবে পরমেশ্বর তোমাদিগের শাস্তিদানে কি করিবেন ? ঈশ্বর জ্ঞাতা ও মর্মজ্ঞ হন। ১৪৭। যে ব্যক্তি অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াছে সে ভিন্ন (অন্যের) উচ্চৈঃস্বরে কুকথা বলাকে ঈশ্বর ভালবাসেন না, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা আছেন*। ১৪৮। যদি তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে বা গোপনে কর ; কিংবা অপরাধ ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান হন। ১৪৯। নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহাচরণ করে এবং ইচ্ছা করে যে ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে এবং বলে যে, আমরা কাহাকে বিশ্বাস করিতেছি ও কাহার প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি এবং ইচ্ছা করে যে ইহার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করেন†। ১৫০। এই তাহারা [illegible] প্রকৃত কাফের আমি কাফেরদিগের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১৫১। এবং যাহারা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতগণকে বিশ্বাস করে ও তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করে না, এই তাহারা, সত্বরই আমি তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার প্রদান করিব এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন। ১৫২। [illegible] ২১ আ ১১)

গ্রন্থধারী লোকসকল (ইহুদিগণ) তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে যে, তুমি তাহাদের প্রতি স্বর্গ হইতে কোন [illegible] নিশ্চয় তাহারা মুসার [illegible] তাহারা বলিয়াছিল তুমি, "স্পষ্টরূপে আমাদিগকে ঈশ্বর [illegible]"। পরে তাহাদের [illegible] দিগকে বিদ্যুৎ

* অর্থাৎ যাহারও দোষ [illegible] প্রচার করিবে না। তাহা ঈশ্বরই দর্শন করেন ও জ্ঞাত হন। [illegible] তিনি [illegible] শাস্তি দান করেন। কিন্তু অত্যাচারিত [illegible] বলিতে পারে। এই প্রকার আর [illegible] কপটের নাম প্রচার করা [illegible] এই উদ্দেশ্য [illegible] হইয়াছে। হয়ত তাহা প্রচার [illegible] আরও বিকৃত হইয়া যায়। কপটে [illegible] সে নিজে [illegible] পারিবে পরে হয়ত সৎপথ প্রাপ্ত হইবে। ([illegible], ফা)

† ইহুদিগণ বলে যে, আমরা প্রেরিতপুরুষ মুসা ও অন্যান্যকে বিশ্বাস করি ঈশা ও মোহম্মদের [illegible] বিশ্বাস ও বিদ্রোহিতার মধ্যে কোন [illegible] প্রেরিতগণের [illegible] হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হইলে [illegible] পূর্ণ হয় না ([illegible])

এ স্থানে শুদ্ধ ইহুদিদিগের প্রসঙ্গ। ইহুদি ও কপট লোকদিগের প্রসঙ্গ কোরআনের প্রায় সকল স্থানে একত্র সন্নিবেশিত। সাময়িক প্রেরিতপুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য করা হয়। তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের আদেশ মান্য করা মিথ্যা। (ত ফা,)

আক্রমণ করে, তৎপর তাহাদের নিকটে অলৌকিক নিদর্শন সকল উপস্থিত হইলেও তাহারা গোবৎসকে গ্রহণ করিয়াছিল, পরে আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি, এবং মুসাকে স্পষ্ট বিক্রম দান করিয়াছি। ১৫৩। এবং আমি তাহাদিগের অঙ্গীকার গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের উপর তুর পর্বতকে উত্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, শনিবাসরে সীমা লঙ্ঘন করিও না এবং তাহাদিগ হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম। ১৫৪। পরিশেষে তাহাদের আপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করার জন্য ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিদ্রোহাচরণ জন্য ও অন্যায়রূপে প্রেরিত পুরুষদিগকে হত্যা করার জন্য এবং "আমাদের অন্তঃকরণ আবৃত" তাহাদের (এই) উক্তির জন্য, (তাহাদিগকে যাহা করিবার আমি করিয়াছি,) বরং ঈশ্বর তাহাদের ধর্মদ্রোহিতার জন্য তাহাদের (অন্তরের) উপর মোহর করিয়াছেন, অনন্তর তাহারা অল্প ব্যতীত বিশ্বাস করে না। ১৫৫। এবং তাহাদের ধর্মদ্রোহিতার জন্য এবং মরিয়মের প্রতি তাহাদের গুরুতর অপলাপ বাক্যের জন্য। ১৫৬। +এবং "নিশ্চয় আমরা মরিয়ম নন্দন ঈশ্বরের প্রেরিত ঈসা মসিহকে হত্যা করিয়াছি" তাহাদের (এই) উক্তির জন্য (যাহা করিবার করিয়াছি) এবং তাহারা তাহাকে বধ করে নাই ও তাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করে নাই, কিন্তু তাহাদের জন্য একটি মূর্তি রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয় যাহারা তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, একান্তই তাহার বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, এবং বাস্তবিক তাহাকে বধ করে নাই। ১৫৭। +বরং ঈশ্বর তাহাকে আপনার দিকে উত্থাপন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর নিপুণ ও পরাক্রান্ত হন*। ১৫৮। এবং তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহার সম্বন্ধে একান্ত বিশ্বাসী হইবে ব্যতীত কোন গ্রন্থাধিকারী নাই, এবং কেয়ামতের দিবস সে তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী হইবে†। ১৫৯।

---

* ইহুদিগণ বলে যে, আমরা ঈসাকে বধ করিয়াছি, এবং তাহারা তাহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া স্বীকার করে না। পরমেশ্বর তাহাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা তাহাকে কখনও বধ করে নাই, ঈশ্বর ঈসার এক মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্তিকে তাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঈসায়ীরা প্রথম হইতে এই কথা বলে যে, ঈসাকে বধ করে নাই, তিনি জীবিত আছেন, কিন্তু তাহারা নিশ্চিত বুঝিতেছে না। এ বিষয়ে অনেকে অনেকে কথা বলে। কেহ কেহ বলে যে, মহাত্মা ঈসার শরীরকে বধ করিয়াছিল, তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের নিকটে উত্থিত হইয়াছে। কেহ বলে, তাঁহাকে বধ করিয়াছিল, কিন্তু তিন দিবস অন্তে তিনি জীবিত হইয়া কলেবরসহ স্বর্গে সমুত্থিত হইয়াছেন। ইহার কোন উক্তিই প্রামাণ্য নহে। ঈশ্বরই এ বিষয় জ্ঞাত আছেন, তিনি বলিতেছেন যে, ইহুদিরা ঈসার মূর্তিকে বধ করিয়াছে। ইহুদি ও ঈসায়ীরা ইহা জ্ঞাত নহে। (ত, ফা,)

† গ্রন্থাধিকারিগণ মহাত্মা ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী হইবে, ইহার অর্থ এই যে, মহাত্মা ঈসা অবতীর্ণ হইয়া শত্রুকে সংহার করিবেন, সকল গ্রন্থাধিকারী তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী হইবেন, অর্থাৎ সকলে নিশ্চয়রূপে বুঝিবেন যে, ইনি প্রেরিতপুরুষ। তিনি তাঁহাদের নিকটে এস্লাম ধর্ম সমর্থন করিবেন। বিভিন্ন ধর্ম পৃথিবীতে থাকিবে না, একমাত্র এস্লাম ধর্ম থাকিবে। হজরত ঈসা আমাদের পেগাম্বরের গ্রন্থ ও বিধি অনুসারে কার্য করিবেন।

ইহুদিগণ হইতে যে অত্যাচার হইয়াছে তজ্জন্য এবং অনেককে ঈশ্বরের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাহাদের সম্বন্ধে বৈধীকৃত শুদ্ধ বস্তুসকলকে আমি তাহাদিগের প্রতি অবৈধ করিয়াছি। ১৬০। + এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্যও, নিশ্চয় তাহা আমি নিষেধ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের অন্যায়রূপে লোকের ধন গ্রহণের জন্য, (শুদ্ধ বস্তু সকলকে অবৈধ করিয়াছি,) এবং আমি তাহাদিগের কাফেরদিগের জন্য দুঃখজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১৬১। কিন্তু তাহাদের মধ্যে জ্ঞানেতে নিপুণ ও বিশ্বাসী লোকেরা তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা অবতারিত হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস করে এবং উপাসনার প্রতিষ্ঠাকারী ও জকাতদাতা ও ঈশ্বর এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী তাহারাই, তাহাদিগকে আমি অবশ্য মহা পুরস্কার দান করিব। ১৬২। (র, ২২, আ, ১০,)

যেমন আমি নূহার প্রতি ও তাহার পরবর্তী প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি তদ্রূপ তোমার প্রতি নিশ্চয় আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি; এবং এব্রাহিম ও এস্মাইল ও এস্হাক ও ইয়াকুব এবং তাহার সন্ততিগণ ও ঈসা ও আয়ুব ও ইয়ুনস ও হারুণ ও সোলায়মানের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি, এবং দাউদকে জবুর গ্রন্থ দান করিয়াছি। ১৬৩। এবং কতক প্রেরিতকে (পাঠাইয়াছি,) নিশ্চয় পূর্বে তাহাদের বিবরণ তোমার নিকটে বলিয়াছি এবং কতক প্রেরিতকে (পাঠাইয়াছি,) তাহাদের বিবরণ তোমার নিকটে বলি নাই, এবং ঈশ্বর মুসার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। ১৬৪। সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক কতক প্রেরিত (পাঠাইয়াছি,) যেন প্রেরিতদিগের অভাবে ঈশ্বরের প্রতি লোকের জন্য কোন তর্ক না হয়, ঈশ্বর পরাক্রান্ত নিপুণ*। ১৬৫। কিন্তু ঈশ্বর তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দান করেন, তিনি আপন জ্ঞানে তাহা অবতারণ করিয়াছেন, এবং দেবগণ সাক্ষ্য দান করেন, ঈশ্বর যথেষ্ট সাক্ষী। ১৬৬। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে, সত্যই তাহারা দূরের পথচ্যুতিতে পথচ্যুত হইয়াছে। ১৬৭। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও অত্যাচার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবার নহেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নরকের পথ ব্যতীত অন্য পথ দেখাইবেন না, তাহারা তাহাতে সর্বদা থাকিবে, এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইহা সহজ হয়। ১৬৮+১৬৯। হে লোক সকল

তিনি চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে জীবন যাপন করিয়া পরলোকে চলিয়া যাইবেন। পরে ইহুদিগণ যে তাঁহার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে এবং ঈসায়িগণ যে তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে, বিচারের দিন তাহার বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষ্য দান করিবেন। (ত, হো,)

* একদা কাফের দলের প্রধান পুরুষেরা হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "হে মোহম্মদ, আমরা তোমার ধর্মপ্রণালী বিষয়ে ইহুদিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ও তোমার প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহারা বলে যে, আমরা মোহম্মদকে চিনি না, এবং তাঁহার প্রসঙ্গ আমাদের পুস্তকে নাই।" ইতিমধ্যে একদল ইহুদি হজরতের সভায় উপস্থিত হয়, হজরত তাহাদিগকে বলেন যে, "ঈশ্বরের শপথ, তোমরা জ্ঞাত আছ যে, আমি ঈশ্বরের তত্ত্ববাহক।" তাহারা বলিল, "আমরা তাহা জানি না, কোন সাক্ষ্য রাখি না" তাহাতেই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের সন্নিধানে সত্য সহকারে প্রেরিত পুরুষ আগমন করিয়াছে, অতএব বিশ্বাস কর, তোমাদিগের জন্য মঙ্গল হইবে ; যদি ধর্মবিদ্রোহী হও তবে নিশ্চয় (জানিও) স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমুদায় ঈশ্বরের ; এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ হন। ১৭০। হে গ্রন্থধারী লোকসকল, স্বীয় ধর্মেতে অতিরিক্ত করিও না, ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না, মরিময় নন্দন ঈসা মসিহ ঈশ্বরের প্রেরিত ও তাঁহার আত্মা ভিন্ন নহে, তিনি তাহাকে মরিময়ের প্রতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং সে তাঁহার আত্মা, অতএব ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস কর, তিন জন ঈশ্বর বলিও না, ক্ষান্ত হও, তোমাদের জন্য মঙ্গল হইবে, ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর ইহা ব্যতীত নহে, তাঁহার জন্য সন্তান হওয়া বিষয়ে তিনি নির্মুক্ত ; স্বর্গে যাহা ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তাঁহারই, এবং ঈশ্বরই কার্যসম্পাদক যথেষ্ট*। ১৭১। (র, ২৩, আ, ৯)

ঈশ্বরের ভৃত্য হইতে কদাচ ঈসা ও পারিষদ দেবগণ সঙ্কুচিত নহে, যাহারা তাহার দাসত্ব করিতে সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে, পরে তিনি তাহাদিগকে একত্র আপনার নিকটে সমুত্থাপিত করিবেন†। ১৭২। পরিশেষে কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক তিনি পূর্ণ দিবেন ও আপন কৃপা গুণে তাহাদিগকে অধিক দিবেন, কিন্তু যাহারা সঙ্কুচিত হয় ও অহঙ্কার করে পরে দুঃখজনক শাস্তিযোগে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। ১৭৩। +তাহারা আপনাদের জন্য পরমেশ্বর ব্যতীত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না। ১৭৪। হে লোকসকল, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল জ্যোতি অবতারণ করিয়াছি। ১৭৫। পরে কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছে, অবশেষে অবশ্য তাহাদিগকে তিনি আপন অনুগ্রহ ও দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন, এবং তাহাদিগকে আপনার দিকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন। ১৭৬। তাহারা (হে মোহম্মদ,)

---

* ঈসায়ীদিগের প্রতি এই উক্তি। ঈসায়িগণ ঈশ্বরকে তিন স্থলেতে প্রদর্শন করে ; যথা—পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা। আজ্ঞা হইতেছে যে, ধর্ম বিষয়ে অতিরিক্ত আচরণ দোষ। কাহারও প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি হইলে তাহার গুণানুবাদে সীমা লঙ্ঘন করিবে না, যতদূর সত্য তাহাই বলিবে। পরন্তু আজ্ঞা হইতেছে যে প্রকৃতপক্ষে পুত্র উৎপাদন করা ঈশ্বরের যোগ্য কার্য নহে। (ত, ফা,)

ঈশ্বরের পুত্র গ্রহণ করা অনবশ্যক। পুত্র পিতার কার্যের সাহায্যকারী হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বয়ংই আপন সৃষ্টি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত আছেন। তিনি সহচর ও সাহায্যকারীর প্রার্থী নহেন। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, ঈসায়িগণ হজরতকে বলিয়াছিল, "হে মোহম্মদ, তুমি ঈসার প্রতি কেন দোষারোপ কর।" হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তাঁহার সম্বন্ধে এমন কি কথা বলিয়া থাকি যে, তোমরা তাহা দোষ বলিয়া গণ্য করিতেছ ?" তাহারা বলিল, "তুমি বলিয়া থাক যে, তিনি ঈশ্বরেরর ভৃত্য, তাঁহার ভৃত্যত্ব স্বীকারই যে দোষ।" হজরত বলিলেন, "ঈশ্বরের দাসত্ব স্বীকারে কোন দোষ নাই, কেহই ইহাকে দোষ বলিয়া গণ্য করে না।" তখন এই কথার অনুরূপ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

তোমার নিকটে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল ঈশ্বর কলালা" বিষয়ে* তোমাদিগকে ব্যবস্থা দান করিতেছেন, যদি এমন কোন পুরুষের মৃত্যু হয় যে তাহার সন্তান নাই এবং তাহার ভগিনী আছে তবে তাহার জন্য সে যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে উহার অর্ধাংশ হইবে, এবং যদি তাহার (ভগিনীর) সন্তান না থাকে তবে সে (ভ্রাতা) তাহার উত্তরাধিকারী, পরন্তু যদি দুই ভগিনী হয় তবে তাহাদের জন্য (মৃত ব্যক্তি) যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার দুই তৃতীয়াংশ হইবে, এবং যদি (উত্তরাধিকারীর) বহু ভ্রাতা-ভগিনী হয় তবে পুরুষের জন্য দুই স্ত্রীর অংশের তুল্য অংশ হইবে তোমাদিগের জন্য ঈশ্বর (ইহা) ব্যক্ত করিতেছেন যেন তোমরা পথভ্রান্ত না হও এবং ঈশ্বর সর্বজ্ঞ† ১৭৭। (র ২৪ [illegible], ৬)

সূরা মায়েদা‡

পঞ্চম অধ্যায়

১২০ আয়াত, ১৬ রুকু

(দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)

হে বিশ্বাসীগণ, অঙ্গীকার পূর্ণ কর§, যাহা তোমাদের নিকট পঠিত হইবে তদ্ভিন্ন [illegible] পশু তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে তোমরা এহ্‌রাম বন্ধন করিয়াছ এই অবস্থায় মৃগয়া [illegible] নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা বিধান করিয়া থাকেন [illegible] আজ্ঞা করেন ১। [illegible] বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের নিদর্শন [illegible] এবং [illegible] মাসের ও কোর্‌বানীর পশু ও [illegible] এবং [illegible] প্রসাদ ও সন্তোষ অন্বেষণ করে [illegible] অবমাননা করিও না, এবং যখন [illegible] মৃগয়া [illegible] হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছে এমন কোন [illegible] শত্রুতা যেন তোমাদের কারণ না হয়

* [illegible] উত্তরাধিকারীর মধ্যে পিতা ও পুত্র নাই এ স্থলে কলালা" শব্দ [illegible]। ([illegible], ফা,)

† [illegible] উত্তরাধিকারীর মধ্যে পিতা ও পুত্র নাই, সে স্থলে উত্তরাধিকারিত্বে [illegible] ভ্রাতা ও ভগিনী পুত্র কন্যার তুল্য, [illegible] ভ্রাতা ও ভগিনী না থাকিলে বৈমাত্র [illegible] ও ভগিনী [illegible] এই বিধান। এক ভগিনী থাকিলে অর্ধাংশ দুই ভগিনী হইলে দুই তৃতীয়াংশ [illegible] ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। ভ্রাতা ভগিনী দুই থাকিলে ভ্রাতা ভগিনীর দ্বিগুণ অংশ পাইবে। [illegible] উত্তরাধিকারী ভ্রাতা। অন্যের জন্য যাহার অংশ নির্ধারিত হয় নাই সে "অস ..." অর্থাৎ প্রকৃত উত্তরাধিকারী। (ত ফা,)

‡ এই সূরা মদিনাতে অবতীর্ণ হয়।

§ অর্থাৎ বিবাহবন্ধন ও ক্রয়-বিক্রয়াদিতে যে অঙ্গীকার করিয়া থাক তাহা পূর্ণ করিও। (ত, হো,)

যে, তোমরা সীমা লঙ্ঘন কর ; এবং তোমরা সৎকার্যে ও ধৈর্যধারণে পরস্পর আনুকূল্য করিও, এবং দুষ্কর্মে ও অত্যাচারে পরস্পর আনুকূল্য করিও না, ঈশ্বরকে ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা*। ২। তোমরা যাহা জব করিয়াছ, তদ্ব্যতীত শব ও শোণিত এবং বরাহমাংস, ও যাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে এবং গলা চাপায় মরিয়াছে ও যষ্টির আঘাতে মরিয়াছে, এবং উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, ও শৃঙ্গাঘাতে মরিয়াছে, এবং যাহা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করিয়াছে (এ সকল) তোমাদিগের প্রতি অবৈধ ; এবং নির্দিষ্ট স্থান সকলে জব করা হইয়াছে, আজলাম যোগে তোমরা যাহা বিভাগ কর (অবৈধ) ইহা দুষ্কর্ম ; অদ্য

* হতিম নামক ব্যক্তি যে আরব দেশে নির্ভীকতায় ও মূর্খতায় এবং পাপাচারে বিখ্যাত ছিল, সে একদিন হজরতের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মোহম্মদ, তুমি লোকদিগের কি কি বিষয়ে আহ্বান করিয়া থাক?" হজরত বলিলেন, "ঈশ্বরকে একমাত্র বলিয়া জানা ও আমাকে প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করা, নমাজ ও জকাত দানে নিত্যব্রতী হওয়া এ সকল বিষয়ের জন্য আহ্বান করিয়া থাকি।" ইহা শুনিয়া হতিম বলিল, "তুমি উত্তম বলিয়াছ, আমি কতকগুলি লোকের অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ আছি, তাহাদের মন্ত্রণানুসারে কাজ করিয়া থাকি। আমি যাইয়া তাহাদের নিকটে এই কথা বলিতেছি, তাহারা উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলে আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করিব।" হজরত তাহার আগমনের পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, "অদ্য এমন এক লোক আসিবে যে, সে শয়তানের রসনায় কথা কহিবে ও পরে অত্যাচার করিবে।" অতঃপর হতিম এই সকল কথা বলিয়া চলিয়া গেল, তৎপর উষ্ট্র ও মদিনার অন্য কতকগুলি গৃহপালিত পশু হরণ করিল। তাহাতে তনয়িম নামক গ্রামে কোলাহল ও গোলযোগ উপস্থিত হয়। হজরত ওমরা ব্রত পালনের জন্য মক্কাযাত্রা করিয়া ধর্মবন্ধুগণসহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ দেখিলেন যে, হতিম উষ্ট্র সকল হরণ করিয়া কোরবানীযোগ্য পশুর নিয়মে কেলাদা সংযুক্ত করিয়া মক্কাভিমুখে লইয়া যাইতেছে, তাঁহারা উষ্ট্র সকল ছিনিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন হজরত বলিলেন, "হতিম কোরবানীর পশুকে কেলাদাযুক্ত করিয়াছে, তাহার অসম্মাননা করা তোমাদের উচিত নয়।" এতদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

ঈশ্বরের নামে যে সকল বস্তু চিহ্নিত হইয়াছে, সে সকলের উপর হস্তক্ষেপ করিও না। অর্থাৎ কাফেরও যদি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলি লইয়া যায় তাহা লুণ্ঠন করিও না। হরাম মাসে অর্থাৎ হজ্ব-ব্রত পালনের নির্দিষ্ট মাসে কাফেরদিগকে আক্রমণ করিও না ও তাহারা বলির জন্য চিহ্নিত করিয়া পশু মক্কা উদ্দেশ্যে লইয়া গেলে তাহা ছিনিয়া লইও না ও তাহাদের অবমাননা করিও না। মস্‌জেদোল্‌ হরামে প্রবেশ করিতে কাফেরগণ তোমাদিগকে বাধা দিয়াছে, কিন্তু তোমরা সীমা লঙ্ঘন করিও না, অর্থাৎ আসিবার কালে তাহাদিগকে বাধা দিও না। পূর্ব হইতে বলিবে যেন কাফের না আইসে। এতদ্দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, যে কার্য দ্বারা কাফেরগণ ঈশ্বরের সম্মান করে সে কার্যের অবমাননা করা অবিধি। (ত, ফা,)

কেলাদা পশুর গলার বন্ধন বিশেষ।

কাফেরগণ তোমাদের ধর্মে নিরাশ হইয়াছে, অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, এবং আমাকে ভয় করিও, অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করিয়াছি, এবং আমার দান তোমাদের সম্বন্ধে পূর্ণ করিয়াছি, তোমাদের জন্য এস্‌লামকে ধর্মরূপে মনোনীত করিয়াছি, অনন্তর যে ব্যক্তি পাপের প্রতি অননুরক্ত ক্ষুধায় কাতর, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহার) ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহকারী* । ৩ । তোমাকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কোন্ বস্তু তাহাদের জন্য বৈধ হইয়াছে ; তুমি বল

* মস্‌জেদোল্ হরামের চতুর্পাশ্বে ৩৬০ খণ্ড প্রস্তর নির্দিষ্ট আছে, পৌত্তলিকতার সময়ে লোকে সেই সকল প্রস্তরকে সম্মান করিত, এবং তদুপরি বলিদান করিত। এক্ষণ সেই নির্দিষ্ট স্থান সকলে বলি প্রদান নিষিদ্ধ হইল। আরবীয় লোকদিগের পালক ও ফালাশূন্য তিনটি শর ছিল, তাহাকে আজলাম ও আক্‌দা বলিত। তাহাদের কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তাহারা সেই তিন বাণ গ্রহণ করিয়া একটি ঝুলিতে পুরিত, এবং সেই ঝুলি হবল নামক দেবমূর্তির প্রতিবেশী এমন একজনের হস্তে সমর্পণ করিত। একটি শরে "আমার ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা করিলেন" (আমরণি রব্বি) এই কথা, আর একটিতে "আমার ঈশ্বর আমাকে নিষেধ করিলেন" (নহানি রব্বি) এই কথা লেখা থাকিত। অন্যটিকে "মনিহ" বলা হইত, তাহাতে কিছু লেখা থাকিত না। যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে উদ্যত হইত, সে হবলদেবের প্রতিবেশীর নিকটে বলি উপহারসহ আগমনপূর্বক সেই ঝুলির ভিতরে হস্তার্পণ করিয়া একটি শর বাহির করিত, তাহাতে "আমরণি রব্বি" লেখা থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইত। "নহানি রব্বি" লেখা হইলে সংবৎসর কাল সেই কার্যে বিরত থাকিত, এবং মনিহ শর বাহির হইলে পুনরায় ঝুলিতে শর স্থাপন ও তাহা হইতে নিঃসরণে প্রবৃত্ত হইত। তাহারা এই আজ্‌লাম অনুসারে বিবাহাদি কার্য সম্পাদন করিত। নির্দিষ্ট স্থানে উষ্ট্র জব করা ও পশুর মাংস বিভাগ করাও আজলাম অনুসারে হইত। (ত, হো,)

অহিংস্র জন্তুর মধ্যে কয়েকটি বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যথা বরাহমাংস, কোন পশুর শোণিত, অথবা যে পশু স্বতঃ মরিয়াছে, কিংবা জব ব্যতীত অন্য কোন কারণে মারা গিয়াছে, বা যাহা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতার নামে কিংবা ঈশ্বরের মন্দির ব্যতীত কোন বিশেষ স্থানের সম্মানের জন্য জব করা হইয়াছে এই সকল নিষিদ্ধ, কিন্তু ক্ষুধাক্রান্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের এ সকল ভক্ষণে দোষ নাই। আজলাম পাশিট ক্রীড়ায় ব্যবহার্য অস্থিখণ্ড সকলকে বলে। আজলামযোগে মাংস বিভাগ করা কাফেরদিগের রীতি ছিল! যথা—দশজনে একটি পশু ক্রয় করিয়া জব করিল, তাহারা দশটি আজলামের কোন কোনটিতে অর্ধাংশ তৃতীয়াংশ কোনটিতে চতুর্থাংশ ইত্যাদি লিখিল। পরে ক্রীড়াতে যাহার নামে যে অংশ পড়িল তাহার ভাগে সেই অংশ হইল। একটি আজলামে কিছুই লেখা থাকিত না, যাহার নামে তাহা পড়িত সে কিছুই পাইত না। "ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নামে বা অন্য কিছুর সম্মান উদ্দেশ্যে যাহা জব হয় তাহা মৃতদেহ তুল্য অখাদ্য, এবং এই বিধি হইল যে, অদ্য পূর্ণ ধর্ম তোমাদিগকে দেওয়া গেল।" এই আয়াত ঈশ্বরের সমুদায় আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহার পর তিন মাস মাত্র হজরত জীবিত ছিলেন। (ত, ফা,)

যে, তোমাদের নিমিত্ত বিশুদ্ধ বস্তু বৈধ, এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদনুসারে তোমরা শিকারী জন্তুদিগকে তাহাদের শিক্ষাদাতার ভাবে যাহা শিক্ষা দেও (সেইভাবে শিকার করিয়া) পরে তোমাদের জন্য তাহারা যাহা রক্ষা করে তাহা ভক্ষণ করিবে, এবং তদুপরি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিও, ঈশ্বরকে ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর*। ৪। তোমাদের জন্য আদ্য বিশুদ্ধ বস্তু বৈধ হইয়াছে এবং গ্রন্থাধিকারীদিগের খাদ্য তোমাদের জন্য বৈধ হইয়াছে, এবং তোমাদের খাদ্য তাহাদিগের জন্য বৈধ হইয়াছে এবং মোসলমান শুদ্ধাচারিণী কন্যা ও তোমাদের পূর্ব্ববর্তী গ্রন্থাধিকারীদিগের শুদ্ধাচারিণী কন্যা তোমরা গুপ্ত প্রণয় গ্রহণবিমুখ শুদ্ধাচারী অব্যভিচারী হইয়া তাহাদিগকে তাহাদের যৌতুক দান করিলে (তোমাদের জন্য বৈধ.) এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহার কর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত। ৫। (র, ১, আ, ৫)

অদি ও জয়দোলখয়ব এই দুই ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়া বলিল যে, আমরা একস্থানে থাকিয়া কুকুর ও শিকারী পক্ষীদিগের সাহায্যে জন্তু শিকার করিয়া থাকি। তাহারা আমাদের ইঙ্গিতক্রমে বনের পশুপক্ষীদিগকে শিকার করে। কোন শিকারকে কুকুরে জীবননাশ করিবার পূর্বে আমরা প্রাপ্ত হইয়া জব করি, কতকগুলি এমন হয় যে আমাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কুকুরে মারিয়া ফেলে। এক্ষণ শব ভক্ষণে ঈশ্বর নিষেধ করিতেছেন তবে এ বিষয়ে কি বিধি হইবে? তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

হজরত যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন তাহা শুদ্ধ নয় বোঝা গেল। যথা ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বাজ, চিল ইত্যাদি শ্বাপদ ও শিকারী পক্ষী। গৃধ্র, কাক প্রভৃতি শবাশী পক্ষী অশ্বতর ও গর্দভ প্রভৃতি পশু এবং মূষিক ইত্যাদি জন্তু অবৈধ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। শিকারী জন্তু যে জন্তুকে ভক্ষণ করিয়াছে প্রথমতঃ তাহা ভক্ষণে নিষেধ হইয়াছিল এক্ষণ বিশুদ্ধ শিকারী জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত জন্তু বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইল। যখন সেই সকল জন্তুকে মনুষ্য শিক্ষা দিয়া থাকে তখন তাহারা যাহা মারে তাহা যেন মনুষ্যে জব করিল এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহার শুদ্ধতা আবশ্যক। শিকারী জন্তু যে জন্তুকে না খাইয়া রাখিয়া দেয় তাহা শুদ্ধ। শিক্ষিত শিকারী জন্তুকে শিকারের জন্য ছাড়িয়া দিবার সময় ঈশ্বরের নাম স্মরণ করা অর্থাৎ "বেসমেল্লা" বলা আবশ্যক। (ত, ফা,)

অদ্য শুদ্ধ খাদ্য-দ্রব্য সকল তোমাদের জন্য বৈধ হইল। এ সকল বস্তু মহাপুরুষ এব্রাহিমের সময়ে বৈধ ছিল। তওরাত অবতীর্ণ হইলে পর ইহুদিদিগের শাস্তির জন্য তাহার অধিকাংশ দ্রব্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বাইবেলে বৈধাবৈধ খাদ্য ব্যক্ত হয় নাই। এক্ষণ কোরআনে সেই এব্রাহিমের ধর্ম্মের অনুরূপ তৎসমুদায় বৈধ হইল। গ্রন্থাধিকারীদিগের খাদ্যও বৈধ, উপরে যে বলিদানের (জব করার) প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, যথা ঈশ্বরের নামোচ্চারণ হইবে, তাহাতে অন্য দেবতার সম্মান রক্ষা করা হইবে না, সেই প্রণালী অনুসারে গ্রন্থাধিকারী ইহুদি বা খ্রীষ্টান কর্তৃক জব করা দ্রব্য বৈধ। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেও তাহাদের জব বৈধ নহে। এইরূপ বিশুদ্ধভাবে তাহাদের কন্যা মোসলমানগণ বিবাহ করিতে পারে। (ত, ফা,)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইবে তখন আপনাদের মুখমণ্ডল ও আপনাদের হস্ত কফোণি পর্যন্ত ধৌত করিও ও আপনাদের মস্তকে এবং জানু পর্যন্ত আপনাদের পদে হস্তমর্দন করিও ; যদি অশুদ্ধ থাক তবে শুদ্ধ (স্নাত) হইও, এবং যদি পীড়িত হও বা দেশভ্রমণে থাক, কিংবা তোমাদের কেহ শৌচাগার হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীসঙ্গ কর, পরন্তু জল প্রাপ্ত হও নাই তবে তোমরা বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা করিবে, পরে তাহা দ্বারা আপনাদের মুখ ও হস্ত মর্দন করিবে. ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না যে, তোমাদের প্রতি কিছু কঠিন করেন, কিন্তু তোমাদিগকে শুদ্ধ করিতে ও তোমাদের প্রতি আপন দান পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, ভরসা যে তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে* । ৬ । তোমার প্রতি ঈশ্বরের দান ও তাঁহার অঙ্গীকার যদ্দ্বারা তোমাদিগকে তিনি অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর, তখন তোমরা বলিয়াছিলে "শ্রবণ করিলাম ও গ্রাহ্য করিলাম ;" এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়ের তত্ত্বজ্ঞ† । ৭ । হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ঈশ্বরের জন্য ন্যায়ানুযায়ী সাক্ষ্য দাতারূপে দণ্ডায়মান থাকিও, অন্যায়াচরণে তোমরা কোন দলের শত্রুতার কারণ হইও না, ন্যায়াচরণ কর, তাহা বৈরাগ্যের নিকটতর, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা ‡ । ৮ । যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে । ৯ । এবং যাহারা কাফের হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলে অসত্যারোপ করিয়াছে তাহারা নরকলোক নিবাসী । ১০ । হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দানকে স্মরণ কর, যখন একদল উদ্যোগ করিয়াছিল যে,

* এই আয়াতের গূঢ় অর্থ এই যে, যখন আলস্য নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তোমরা স্বর্গের সোপান স্বরূপ নমাজে প্রবৃত্ত হও তখন স্বীয় মুখ ধৌত করিবে, অর্থাৎ তাহা সংসারের অভিমুখে স্থাপিত ছিল, অতএব অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনার জলে তাহা ধৌত করিবে, সংসার লিপ্তি হইতে হস্তকে ধৌত করিবে, মস্তকে হস্তামর্শন করিবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পথে পশুজীবন মস্তক হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবে, চরণকে পার্থিব প্রকৃতি অহং ভাবাবস্থিতি হইতে ধৌত করিবে । যদি অন্য বিষয়ে আসক্তিবশতঃ তোমরা অপবিত্র হইয়া থাক তবে সেই কলঙ্ক হইতে জীবনকে মুক্ত করিবে, অন্তরকে তপস্যা-সংক্ষিপ্ত হইতে, নিগূঢ় তত্ত্বকে অপরের সমালোচনা হইতে আত্মাকে অন্য বিষয় আরাম লাভ হইতে রক্ষা করিবে (ত, হো,)

† পরমেশ্বর স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, অঙ্গীকারে তোমরা বদ্ধ থাকিবে, অঙ্গীকারকে স্মরণ করিবে । অঙ্গীকার এই যে, যখন লোক হজরতের নিকটে এস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হয়, তখন তিনি দীক্ষার্থীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে কতকগুলি অঙ্গীকার বদ্ধ করেন । কয়েকটি অঙ্গীকার কার্যে প্রবৃত্তি বিষয়ে— যথা, পাঁচবার নমাজ পড়িবে, রমজান মাসে রোজা রাখিবে, জকাত দিবে, হজ করিবে, সকল মোস্লমানের হিতাকাঙ্ক্ষা করিবে । কয়েকটি নিবৃত্তি বিষয়ে যথা—হত্যা করা, ব্যভিচার করা, চুরি করা, নির্দোষ ব্যক্তির উপর কলঙ্কারোপ করা, দলপতির বিরুদ্ধাচারী হওয়া, এ সকল নিষিদ্ধ । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, এই সকল অঙ্গীকারে তোমরা বদ্ধ থাক । (ত, ফা,)

‡ সত্য বিষয়ে শত্রু-মিত্র তুল্য, সকল স্থানে এই বিধি । (ত, ফা,)

তোমাদের উপর তাহাদের হস্ত বিস্তার করে তখন তিনি তোমাদিগ হইতে তাঁহাদের হস্তকে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন, এবং তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিও, অনন্তর বিশ্বাসীদিগের উচিত যে, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে* । ১১ । (র, ২, আ, ৬)

এবং সত্য সত্যই ঈশ্বর এস্রায়েল সন্তানগণ হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ও আমি তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ জন দলপতি দণ্ডায়মান করিয়াছিলাম এবং ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যদি তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, জাকাত দান কর ও আমার প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি বিশ্বাসী হও, এবং তাহাদিগকে সম্মানিত কর ও ঈশ্বরকে উত্তম ঋণ দানরূপে ঋণ দান কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদিগের পাপ তোমাদিগ হইতে মোচন করিব, এবং অবশ্যই তোমাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইব, যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত ; অনন্তর ইহার পরে তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্মদ্রোহী হইবে তবে নিশ্চয় তাহারা সরল পথ হারাইবে† । ১২ । অবশেষে আমি তাহাদের আপন অঙ্গীকার

* গতফানের যুদ্ধে এক দল সালবরাবংশীয় যোদ্ধার সঙ্গে হজরত রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন । শত্রুগণ তাঁহার আগমন সংবাদ আপন দলপতিকে জ্ঞাপন করে । দলপতির নাম ঘোরস ছিল । সে কোন পর্বতের উপর হইতে এস্লাম সৈন্য অবলোকন করিতেছিল ; এক সময় জলবর্ষণ হয়, তখন হজরত সেনাদল হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন । তিনি আর্দ্রবস্ত্র শুষ্ক করিবার জন্য বৃক্ষশাখায় স্থাপন করিয়া স্বয়ং বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন । ইত্যবসরে কোন শত্রুসেনা স্বীয় দলপতিকে যাইয়া বলে যে, "দেখুন মোহম্মদ একাকী তরুতলে বসিয়া আছে, তাহার সহচরগণ দূরে রহিয়াছে, এই সময়ে অনায়াসে তাহাকে বধ করা যাইতে পারে ।" ঘোরস তৎক্ষণাৎ কোষমুক্ত করবাল হস্তে ধারণপূর্বক দৌড়িয়া হজরতের নিকটে আসিয়া বলিল, 'অদ্য কে তোমাকে আমা হইতে রক্ষা করিবে ?" হজরত বলিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করিবেন ।" কথিত আছে, তখন ঈশ্বরের আত্মীয় জেব্রিল আসিয়া ঘোরসের বক্ষে আঘাত করেন, তাহাতে তাহার হস্ত হইতে করবাল পড়িয়া যায় । হজরত সেই করবাল গ্রহণ করিয়া তাহাকে বলেন, "এক্ষণ তোমাকে আমা হইতে কে রক্ষা করিবে ?" সে বলিল, "কেহই নাই ।" তখন সে দীক্ষার কলেমা পড়িল ও আপন দলে যাইয়া সকলকে এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিল । এতদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, পরমেশ্বর হজরত মুসার সঙ্গে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি এস্রায়েল সন্ততিগণকে পুণ্যভূমি শামরাজ্য দান করিবেন । আরলিহা ও আব্রিহা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম সে দেশে ছিল । তথায় কতকগুলি দুর্দান্ত লোক বাস করিত, তাহারা অমালকা বলিয়া পরিচিত । এই অমালকাগণ অত্যন্ত দৃঢ়োন্নতকায় ও বলবান্ পুরুষ ছিল, এবং আদি জাতির দলপতি ছিল । ফেরাউনের সৈন্যদল জলমগ্ন হইলে পর মিসর রাজ্য এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগের প্রতি সমর্পিত হয় । তখন তাহাদিগকে ঈশ্বর এই আজ্ঞা করেন যে, তোমরা পুণ্যভূমিতে চলিয়া যাও, তথায় সহস্র গ্রাম আছে, প্রত্যেক গ্রামে সহস্র উদ্যান রহিয়াছে, তত্রত্য দুর্দান্ত দলপতিদিগের সঙ্গে যাইয়া সংগ্রাম কর ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই দেশ হস্তগত কর । অনন্তর এস্রায়েল সন্তানগণের নেতা

ভঙ্গ করার জন্য তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলাম ও তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়াছিলাম, তাহারা (শাস্ত্রের) উক্তি সকলকে স্বস্থান হইতে পরিবর্তিত করিয়া থাকে, এবং তাহারা সেই অংশ ভুলিয়া গিয়াছে যাহার উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া গিয়াছিল, সর্বদা তুমি তাহাদের অল্প লোকের বৈ তাহাদিগের অনিষ্টকারিতা জ্ঞাত হইতেছ না, অতএব তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও ও তাহাদিগকে অগ্রাহ্য কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রেম করেন*। ১৩। এবং যাহারা বলে আমি ঈসায়ী,

মহাপুরুষ মুসা আপন সৈন্যগণ হইতে দ্বাদশ জন দলপতি মনোনীত করিয়া এক এক জনের প্রতি এক একটি দলের ভার অর্পণ করিলেন, এবং স্বয়ং সসৈন্যে আবিহা নামক স্থানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দলপতিদিগকে দুর্দান্ত অমালকাদিগের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আজ নামক এক-জন অমালকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা তাহার প্রকাণ্ড ভীষণ মূর্তি দেখিয়া ভীত হন। অন্য অমালকাগণও তৎসদৃশ ছিল। ইহা দেখিয়া এস্রায়েল দলপতিগণ পরস্পর মন্ত্রণা করিলেন যে, সৈন্যদিগকে এ বৃত্তান্ত জানিতে দেওয়া হইবে না। তাহারা শুনিলে ভয় পাইয়া মিসরে পলায়ন করিবে। অতঃপর সকলেই অঙ্গীকার করিলেন যে, এই সংবাদ গোপন রাখিবেন ও সৈন্যগণকে সংগ্রামে উৎসাহ দিবেন। অবশেষে সকলে শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া মহাত্মা মুসা ও তাঁহার ভ্রাতা হারুণকে সবিশেষ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তখন দশ জন দলপতি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া সেই ভীষণকায় বলবান্ পুরুষদিগের বৃত্তান্ত সেনাগণকে জ্ঞাপন করেন। কেবল ইয়ুসেফবংশসম্ভূত নুনের পুত্র মুসা এবং ইহুদীবংশীয় ইয়ুফনার পুত্র কালেব এই দুইজন দলপতি আপন অঙ্গীকার পালনে স্থিরতর ছিলেন। পরে বিপক্ষদিগের বল-বিক্রমের কথা শুনিয়া এস্রায়েল সৈন্যগণ অতিশয় ভীত ও আকুল হইয়া পড়িল। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।" (ত, হো,)

মহাপুরুষ মুসার শেষ জীবনে পরমেশ্বর এস্রায়েল সন্ততিগণকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। হজরত মোহম্মদেরও শেষ জীবনে এই সূরা অবতারিত হয়। মুসায়ীমণ্ডলী এই অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিলেন যে, মহাপুরুষ মুসার পরে যে সকল ধর্মপ্রবর্তক আগমন করিবেন তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্যকারী হইবেন। এক্ষণ তৎপরিবর্তে ঈশ্বর কর্তৃক মোসলমানগণ এই অঙ্গীকারে বদ্ধ যে প্রেরিত মহা-পুরুষ মোহম্মদের অন্তে যে সকল খলিফা মণ্ডলীর নেতা হইবেন তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিবেন। হজরত বলিয়াছেন যে, আমার মণ্ডলীর মধ্যে কোরেশবংশীয় বারজন খলিফা প্রকাশিত হইবে, এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, পয়গম্বরদিগের বিরুদ্ধাচরণ করাতে পূর্বতন মণ্ডলীর যেমন দুর্গতি হইয়াছে, খলিফাগণের বিরুদ্ধাচারী হইলে এই মণ্ডলীও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। (ত, ফা,)

তাহাদের অন্তরকে এত কঠিন করিব যে ভয়ের কথা ও নিদর্শন সকলের ভাব তাহাতে সংক্রামিত হইবে না। তওরাত গ্রন্থের যে স্থলে হজরত মোহম্মদের বর্ণনা ছিল তাহারা সেই বর্ণনা বিলোপ করিয়া সেই স্থানে অন্য উক্তি সকল বিন্যস্ত করিয়াছে। (ত, হো,)

তাহাদিগ হইতে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল পরে তাহারা সেই অংশ বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব আমি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষসংঘটন করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা যাহা করিতেছিল অবশ্যই ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দান করিবেন* । ১৪ । হে গ্রন্থাধিকারিগণ, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে আমার প্রেরিত পুরুষ আগমন করিয়াছে, তোমরা গ্রন্থের যাহা গোপন করিয়াছ তাহার অনেকাংশ তোমাদের জন্য সে ব্যক্ত করিতেছে, এবং অনেক উপেক্ষা করিতেছে, নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমাদের নিকটে জ্যোতি ও উজ্জ্বল গ্রন্থ সমাগত হইয়াছে। ১৫ । + পরমেশ্বর তদ্দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতার অনুসরণকারী ব্যক্তিদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন ও স্বীয় আজ্ঞায় অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে জ্যোতির দিকে লইয়া যান, এবং সরল পথের দিকে তাহাদিগকে উপদেশ দান করেন । ১৬ । যাহারা বলিয়াছে যে, সেই মরিয়মের পুত্র ঈসাই ঈশ্বর, সত্য সত্যই তাহারা কাফের হইয়াছে ; যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে, মরিয়মের পুত্র ঈসাকে ও তাঁহার মাতাকে এবং পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদিগকে একত্র সংহার করেন, বল তবে কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরের কার্যে কোন্ ক্ষমতা বাধে ? স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর সমুদায় বিষয়ে শক্তিশালী । ১৭ । এবং ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা বলিয়াছে যে, আমরা পরমেশ্বরের পুত্র ও তাঁহার বন্ধু, জিজ্ঞাসা কর তবে কেন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের অপরাধে শাস্তি দান করেন ? বরং তোমরা সৃষ্ট মনুষ্য, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দান করিয়া থাকেন, স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের, তাঁহার দিকেই প্রতিগমন । ১৮ । হে গ্রন্থাধিকারী লোক, নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে আমার প্রেরিত পুরুষ আগমন করিয়াছে, প্রেরিতগণের ভিতবকার অবস্থা সে তোমাদের জন্য প্রচার করিতেছে, তোমরা যেন না বল যে, আমাদিগের নিকটে ভয়প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা আগমন করিল না, পরন্তু নিশ্চয় তোমাদিগের নিকটে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক আগমন করিয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী + । ১৯ । (র, ৩, আ, ৮)

এবং (স্মরণ কর,) যখন মুসা আপন দলকে বলিযাছিল, "হে আমাব সম্প্রদায়,

* ঈসায়ীরা তিন দলে বিভক্ত হইয়াছে ও পরস্পব বিবাদ করিতেছে । তাহারা যাহা করিতেছিল সত্বরই আমি তাহাদিগকে তাহার সংবাদ দিব । ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহাদিগকে দুষ্কর্মের শাস্তি দান করিব । (ত, হো,)

+ হজরত ঈসার পরে অন্য কোন পেগাম্বরের আবির্ভাব হয় নাই । এ জন্য ঈশ্বর বলিতেছেন, "তোমরা আক্ষেপ করিতেছিলে যে, হায় ! আমরা প্রেরিতপুরুষ-দিগের সময়ে জন্মগ্রহণ করি নাই, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকটে শিক্ষা করিতাম, এক্ষণ বহু কালের পর প্রেরিত পুরুষের সহবাস তোমাদের লাভ হইল, এতদ্দ্বারা কৃতার্থ হও । জানিও ঈশ্বর পূর্ণ ক্ষমতাশালী । যদি তোমরা গ্রাহ্য না কর, আমি তোমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য লোক দণ্ডায়মান করিব ।" মহাপুরুষ মুসার সঙ্গে যোগদান করিয়া তাঁহার অনুবর্তিগণ সংগ্রাম করিতে অসম্মত হইলে ঈশ্বর তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অন্য লোক দ্বারা শামদেশ অধিকারভুক্ত করিয়া লন । (ত, ফা,)

তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, যখন তোমাদিগের মধ্যে তিনি প্রেরিত পুরুষ সকলকে উৎপাদন করিয়াছেন, ও তোমাদিগকে রাজা করিয়াছেন, এবং লোকমণ্ডলীর কাহাকেও যাহা দান করেন নাই তোমাদিগকে তাহা দিয়াছেন"। ২০। "হে আমার সম্প্রদায়, সেই পুণ্য ভূমিতে যাহা ঈশ্বর তোমাদের জন্য লিপি করিয়াছেন প্রবেশ কর, এবং আপন পৃষ্ঠদিকে তোমরা মুখ ফিরাইও না, তবে ক্ষতিগ্রস্তরূপে ফিরিবে।"* ২১। তাহারা বলিল, "হে মুসা, নিশ্চয় তথায় দুর্দান্ত জাতি বাস করে, এবং যে পর্যন্ত তাহারা তথা হইতে বাহির না হয় নিশ্চয় আমরা কখনও সেখানে প্রবেশ করিব না, পরন্তু যদি তাহারা তথা হইতে নির্গত হয় তবে একান্তই আমরা প্রবেশ করিব"। ২২। যাহারা ভয় পাইতেছিল তাহাদিগের মধ্যে সেই দুই ব্যক্তি যে দুই জনের প্রতি ঈশ্বর করুণা করিয়াছিলেন বলিল, "তাহাদের উদ্দেশ্যে তোমরা দ্বারে প্রবেশ কর, অনন্তর যখন তোমরা তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে নিশ্চয় তখন তোমরা বিজয়ী হইবে, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর"। ২৩। তাহারা বলিল, "হে মুসা, নিশ্চয় তাহারা যে পর্যন্ত তথায় আছে আমরা কখনও সেখানে প্রবেশ করিব না, তবে তুমি যাও ও তোমার ঈশ্বর যাউক, অবশেষে তোমরা দুই জনে যুদ্ধ কর, একান্তই আমরা এখানে বসিয়া থাকিব"। ২৪। (মুসা) বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি ও স্বীয় ভ্রাতার প্রতি ব্যতীত ক্ষমতা রাখি

* মহাপুরুষ এব্রাহিম ঈশ্বরোদ্দেশ্যে আপন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শাম দেশে যাইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বহু কাল তাঁহার সন্তান হয় নাই। পরে পরমেশ্বর তাঁহাকে এই সুসংবাদ দান করেন যে, তোমার বংশকে বহু বিস্তৃত করিব ও শামরাজ্য তাহাদিগকে প্রদান করিব, এবং প্রেরিতত্ব, ধর্মগ্রন্থ ও আধিপত্য তাহাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিব। তিনি মুসার সময়ে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। তখন এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগকে ফেরাওনের অধীনতা হইতে উদ্ধার ও ফেরাওনকে জলমগ্ন করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন যে, "তোমরা অমালকাদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে শামদেশ কাড়িয়া লও, চিরকাল সেই রাজ্যে তোমাদের আধিপত্য থাকিবে।" সেই সময়ে মহাপুরুষ মুসা আপন সম্প্রদায়কে দ্বাদশ দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের জন্য দ্বাদশ জন দলপতি নিয়োগপূর্বক শামদেশাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইয়া শামদেশে অতিশয় রমণীয় বলিয়া মহাত্মা মুসাকে জ্ঞাপন করেন, এবং ইহাও বলিয়া পাঠান যে, অমালকাগণ এ রাজ্যে আধিপত্য করিতেছে, তাহারা অশেষ বলবিক্রমশালী। মুসা দলপতিদিগকে বলিলেন যে, তোমরা অনুবর্তী লোকদিগকে সে দেশের রমণীয়তার বিষয় বলিবে, কিন্তু তাহাদের নিকটে শত্রুগণের বল-পরাক্রমের কথা প্রকাশ করিবে না। দলপতিদিগের মধ্যে ইয়ুশা ও কালেব নামক দুই জন মাত্র এই আজ্ঞা পালন করিলেন, দশ জন দলপতি শত্রুদিগের দুর্জয় বলের কথা প্রচার করিলেন। সকল সহচর ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। এই অপরাধের জন্য চল্লিশ বৎসর শামদেশ অধিকার করিতে মুসার বিলম্ব হয়। এতকাল এস্রায়েল সন্ততিগণ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। অবশেষে দুই ব্যক্তি যাঁহারা মুসার পর খলিফা হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের দ্বারা শাম দেশে আধিপত্য বিস্তৃত হয়। (ত, ফা.)

না, অতএব তুমি আমাদিগের ও এই অপরাধী দলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন কর"। ২৫। তিনি বলিলেন, "অবশেষে চল্লিশ বৎসর সেই স্থান তাহাদের প্রতি অবৈধ হইল, তাহারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তুমি এই দুর্বৃত্ত দলের বিষয়ে মনস্তাপ করিও না"। ২৬। (র, ৪, আ, ৭)

এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের নিকটে পাঠ কর, সত্যভাবে আদমের সন্তানদিগকে সংবাদ দেও ; যখন তাহারা দুইজনে বলি উৎসর্গ করিল তখন তাহাদের এক জনের গৃহীত হইল এবং অন্য জনের গৃহীত হয় নাই। এক জনে বলিল, "অবশ্য তোমাকে বধ করিব" ; অন্য জন বলিল, "ধর্মভীরুদিগের (বলি) ঈশ্বর গ্রহণ করেন ইহা ভিন্ন নহে *। ২৭। যদি তুমি আমাকে হত্যা করিতে আমার প্রতি আপন হস্ত প্রসারণ কর, আমি কখনও তোমাকে হত্যা করিতে স্বীয় হস্ত তোমার প্রতি প্রসারণ করিব না, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক পরমেশ্বরকে ভয় করি†। ২৮। নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি আমার অপরাধ ও নিজের অপরাধসহ ফিরিয়া যাও, পরে নরকবাসীদিগের অন্তর্গত হও, এবং ইহাই অত্যাচারীদিগের প্রতি ফল"‡। ২৯। অনন্তর স্বীয় ভ্রাতাকে বধ করা তাহার প্রকৃতি তাহাকে উত্তেজিত করিল, অবশেষে তাহাকে হত্যা করিল, পরে সে ক্ষতিকারীদিগের অন্তর্গত হইল। ৩০। অবশেষে কিরূপে আপন ভ্রাতার শব গোপন করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য পরমেশ্বর এক কাককে

---

* আদমের পত্নী হবা প্রতি গর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র প্রসব করিতেন। তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আদম এক গর্ভের কন্যার সঙ্গে অপর গর্ভের পুত্রের বিবাহ দিতেন। যে কন্যা কাবিল নামক পুত্রের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহার নাম অকলিমা ছিল, তাহার সৌন্দর্যের তুলনা ছিল না। হাবিল নামক পুত্রের সঙ্গে যে কন্যার জন্ম হয় তাহাকে লিমুজা বলিয়া ডাকিত। আদম লিমুজাকে কাবিলের সঙ্গে এবং অকলিমাকে হাবিলের সঙ্গে বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কাবিল তাহাতে অসম্মত হইয়া বলে যে "আমার ভগিনী অত্যন্ত রূপবতী, আমি তাহার সঙ্গে এক গর্ভে ছিলাম, তাহার সহিত আমার বিবাহ হওয়া কর্তব্য।" আদম বলিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ অন্যরূপ, এ বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই।" কাবিল এই কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, "তুমি আমা অপেক্ষা হাবিলকে অধিক ভালবাস, অতএব সর্বাপেক্ষা সুন্দরী কন্যাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছ।" আদম বলিলেন, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না, অতএব তোমরা দুই ভ্রাতা বলি উৎসর্গ কর। যাহার বলি গৃহীত হইবে অকলিমা তাহারই স্ত্রী হইবে।" পরে তাহা অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে হাবিলের বলি গৃহীত হয়। আকাশ হইতে অগ্নি অবতীর্ণ হইয়া তাহার বলি গ্রাস করে, কাবিলের বলি অমনি পড়িয়া থাকে। এই ঘটনায় কাবিল ক্রুদ্ধ হইয়া হাবিলকে বধ করে। (ত, হো,)

† যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে অযথা আঘাত করে তবে সে অত্যাচারীকে আঘাত করা যাইতে পারে। ধৈর্যধারণ করিয়া ক্ষমা করিলে বিশেষ পুণ্য। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ তোমার পাপ তোমার সঙ্গে রহিল, অপিচ আমার হত্যাজনিত পাপ তোমার সম্বন্ধে বৃদ্ধি হইল। আমার জীবনের পাপ চলিয়া গেল। (ত, ফা,)

মৃত্তিকা খনন করিতে পাঠাইলেন, সে বলিল, 'হায়! আমার প্রতি আক্ষেপ, আমি কি দুর্বল হইলাম যে, এই বায়স সদৃশ হইব ?" পরে সে স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ লুক্কায়িত করিল, অবশেষে সন্তপ্তদিগের অন্তর্গত হইল*। ৩১। এই কারণে আমি এস্রায়েল বংশীয়দিগের সম্বন্ধে লিপি করিলাম যে, যে ব্যক্তি একজনের (হত্যার বিনিময়) ব্যতীত কিম্বা অত্যাচার ব্যতীত পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিল অনন্তর সে যেন একযোগে মানবমণ্ডলীকে হত্যা করিল, এবং যে ব্যক্তি তাহার জীবন দান করিল সে পরে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীর জীবন দান করিল, এবং সত্যসত্যই তাহাদের নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শন সকলসহ আমার প্রেরিত পুরুষগণ সমাগত হইয়াছে, তৎপর নিশ্চয় তাহাদের অনেকে ইহার পরে পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী হইয়াছে†। ৩২। যাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে সংগ্রাম

* ইহার পূর্বে কোন মনুষ্যের মৃত্যু হয় নাই যে, মৃতদেহ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে কাবিল জানিতে পারিবে। কাবিল হাবিলকে বধ করিয়া এই ভাবিয়া ভীত হইল যে, এই শব পড়িয়া থাকিলে লোকে ইহা দেখিয়া আমাকে হত্যাকারী বলিয়া ধরিবে। সে ইহা ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে এক কাক ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহার দৃষ্টিগোচরে চঞ্চুপুটে ভূমি খনন করিল তাহা দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল যে মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্নিম্নে শব প্রোথিত করিতে হইবে। এরূপও শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, একটি কাক আসিয়া ভূমি খনন করিল, পরে এক কাক অপর কাকের মৃতদেহকে সেই গর্তে মৃত্তিকার নিম্নে লুকাইয়া রাখিল। তাহাতেই কাবিল শব প্রোথিত করিবার প্রণালী অবগত হয়, এবং অন্য ভ্রাতার সম্বন্ধে ভ্রাতার সদাচরণ দেখিয়া স্বীয় অসদাচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়। (ত, ফা,)

† মদিনা-প্রস্থানের ষষ্ঠ বর্ষে অরিণাবংশীয় কতকগুলি লোক হজরতের নিকটে আসিয়া এস্‌লামধর্ম গ্রহণপূর্বক তাঁহার সহবাসে অবস্থিতি করে। মদিনার জলবায়ু তাহাদের পক্ষে অনুকূল হয় না, তাহারা পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা হজরতের নিকটে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকে জুবিলোন ইর নামক স্থানের নিকটে (যে-স্থানে দুগ্ধবতী উষ্ট্র সকল রাখা হইয়াছিল) পাঠাইয়া দেন। তাহারা সে-স্থানে কিছুদিন যাপন করিয়া ঔষধপথ্যস্থলে উষ্ট্রের দুগ্ধ ও মূত্র পানপূর্বক সুস্থ হইয়া উঠে। একদিন প্রাতঃকালে তাহারা সকলে একমত হইয়া হজরতের পনেরটি উৎকৃষ্ট উষ্ট্র লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। হজরতের দাস ইয়সার নামক ব্যক্তি কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা ইয়সারকে আক্রমণ করিয়া তাহার হস্ত পদ ছেদন এবং চক্ষু ও জিহ্বাতে কণ্টক বিদ্ধ করে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। হজরত এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জাবরের পুত্র করজকে বিশ জন অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে তাহাদের অনুসরণে পাঠাইয়া দেন। সে সকলকে বন্দী করিয়া হজরতের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। এই উপলক্ষ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা,)

পৃথিবীতে প্রথমে এইরূপ প্রধান পাপ হয়, প্রথম হইতে কঠিন শাস্তির বিধি হইয়াছে। এ জন্য তওরাতে লিখিত হইয়াছে, যে এক ব্যক্তিকে বধ করিল সে সকলকে বধ করিল। ইত্যাদি। (ত, হো,)

করে এবং পৃথিবীতে অত্যাচার করিতে ধাবিত হয় শত্রুপক্ষ হইতে ছিন্নমস্তক হওয়া কিম্বা শূলোপরি স্থাপিত হওয়া অথবা তাহাদের হস্ত ও তাহাদের পদ ছিন্ন হওয়া কিম্বা দেশচ্যুত হওয়া, ইহা ব্যতীত তাহাদিগের পুরস্কার নাই, এই তাহাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে* । ৩৩ । + তাহাদের উপর তোমরা ক্ষমতা পাইবার পূর্বে যাহারা অনুতাপ করিয়াছে তাহারা ব্যতীত† অনন্তর জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু । ৩৪ । (র, ৫, আ, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বরকে ভয় করিও ও তাঁহার দিকে উপলক্ষ্য অন্বেষণ করিও‡ এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিও$, ভরসা যে তোমরা উদ্ধার পাইবে । ৩৫ । নিশ্চয় যাহারা কাফের হইয়াছে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় যদি তাহাদেরও হয়, এবং তৎসদৃশ তাহাদের সঙ্গে থাকে যে তাহারা কেয়ামতের দিনে শাস্তির (পরিবর্তে) তাহা দান করে তাহাদিগ হইতে গৃহীত হইবে না, এবং তাহাদের জন্য ক্লেশকর কঠিন শাস্তি আছে । ৩৬ । +তাহারা ইচ্ছা করিবে যে, নরকাগ্নি হইতে নির্গত হয়, কিন্তু তাহা হইতে বাহির হইতে পারিবে না ও তাহাদের জন্য নিত্য শাস্তি থাকিবে । ৩৭ । এবং পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হস্তচ্ছেদন কর, তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ঈশ্বর হইতে শিক্ষাদান-রূপে বিনিময় হয়, এবং ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ । ৩৮ । অনন্তর যে ব্যক্তি আপন অত্যাচারের পর প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে পরে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দিকে প্রত্যাগত হন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ৩৯ । তুমি কি জানিতেছ না যে, ঈশ্বরেরই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ? তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় শাস্তি দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল । ৪০ । হে প্রেরিতপুরুষ, যে সকল লোক আপন মুখে বলে যে, আমরা বিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ অবিশ্বাসী রহিয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা ধর্মদ্রোহিতায় সত্বর তাহারা তোমাকে দুঃখিত করিবে না, ইহুদিগণ অপেক্ষাও তাহারা অসত্য শ্রোতা, অন্য লোকের জন্য শ্রোতা, (এ পর্যন্ত) তাহারা তোমার নিকটে উপস্থিত হয় নাই ; তাহারা উক্তি সকলকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া পরিবর্তিত করে ; তাহারা বলে যদি ইহা (এই পরিবর্তিত বিধি) তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে ইহা গ্রহণ কর, এবং যদি তোমাদিগকে প্রদত্ত না হইয়া থাকে তবে নিবৃত্ত হও :

---

* প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, হত্যা করা পাপ । কিন্তু এক্ষণ অত্যাচার ও শাস্তির স্থলে এই আয়াত বিবৃত হইয়াছে । যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিবাদ করে ও রাজবিদ্রোহী হইয়া রাজ্য লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে তাহাকে পাইলে করবালের আঘাতে বা শূলাগ্রে বধ করিবে বা তাহার দক্ষিণ হস্ত ও চরণ কাটিয়া ফেলিবে কিংবা কারাগারে বদ্ধ রাখিবে । পাপের অনুরূপ দণ্ড দিবে । (ত, ফা,)

† যদি কোন অত্যাচারী অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই অত্যাচারের কারণ হইতে দূরে থাকে, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে এই শাস্তির বিধি নহে । (ত, ফা,)

‡ প্রেরিতপুরুষকে উপলক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিরা যে সৎকার্য করিবে সে গৃহীত হইবে, অন্যথা হইবে না । (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ আন্তরিক ও বাহ্যিক শত্রুর সঙ্গে ঈশ্বরের জন্য সংগ্রাম করা । (ত, ফা,)

ঈশ্বর যাহাকে তাহার পথচ্যুতি ইচ্ছা করেন পরে কখনও তাহার জন্য তুমি ঈশ্বর হইতে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে না ; ইহারাই, যাহাদিগকে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন না যে, তাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেন, তাহাদিগের জন্য ইহলোকে দুর্গতি ও তাহাদের জন্য পরলোকে মহাশাস্তি আছে* । ৪১ । তাহারা, অসত্য শ্রোতা অবৈধ ভোক্তা, অবশেষে যদি তাহারা তোমার নিকটে আগমন করে তবে তুমি তাহাদিগের মধ্যে আদেশ প্রচার করিও, অথবা তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইও, এবং যদি তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও তবে তাহারা কখনও তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না ; এবং যদি আদেশ প্রচার কর তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়ানুসারে আদেশ করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ন্যায়বান্‌দিগকে প্রেম করেন† । ৪২ । তাহারা কেমন করিয়া তোমার প্রতি আজ্ঞা করিতেছে, এবং তাহাদের নিকটে তওরাত বিদ্যমান, তাহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা আছে, ইহার পরেও তাহারা পুনর্বার বিমুখ হইতেছে, এই তাহারাই বিশ্বাসী নহে‡ । ৪৩ । (র, ৬, আ, ৯)

নিশ্চয় আমি তওরাত অবতারণ করিয়াছি, তন্মধ্যে উপদেশ ও জ্যোতি রহিয়াছে, ঈশ্বরানুগত তত্ত্ববাহকগণ তদনুসারে ইহুদিদিগের জন্য আদেশ করিয়াছে ও ঈশ্বর-পরায়ণ লোক এবং পণ্ডিতগণ যে ঐশ্বরিক গ্রন্থের সংরক্ষক ছিল তদনুসারে (আদেশ করিয়াছে) এবং তাহারা তদ্বিষয়ে সাক্ষী ছিল, অতএব তোমরা লোকদিগকে ভয় করিও না, আমাকে ভয় করিও ও আমার প্রবচন সকল দ্বারা ক্ষুদ্র মূল্য গ্রহণ করিও না ;এবং

* এরূপ অনেক কপট বন্ধু ছিল যে, তাহারা অন্তরে ইহুদিদিগের সঙ্গে মিলিত হইত, কতক ইহুদি ছিল যে, তাহারা বন্ধুভাবে হজরতের নিকটে গমনাগমন করিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, হে মোহম্মদ, তোমার ধর্মে ইহারা কোন দোষ ধরিয়া স্বীয় দলপতিদিগকে যাইয়া জ্ঞাপন করিবার জন্য আসিয়া থাকে, প্রধান পুরুষেরা আগমন করে না । প্রকৃতপক্ষে দোষ কোথায় ? ইহারা বাক্যের অসত্য ব্যাখ্যা করিয়া গুণকে দোষরূপে প্রদর্শন করে । অনেক ইহুদি হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহার নিষ্পত্তি প্রার্থনা করিত, প্রধান ব্যক্তি স্বয়ং আগমন না করিয়া মধ্যবর্তী প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইত যে, আমাদিগের প্রচলিত রীতির অনুরূপ আজ্ঞা হইলে আমরা গ্রহণ করিব, নতুবা নয় । তাহারা পূর্ব হইতে তওরাতের বিধির বিপরীত কতকগুলি বিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । কোন প্রেরিতপুরুষ তদনুরূপ আদেশ করিলে তাহারা মনে করিত যে ইহার তওরাতের জ্ঞান নাই, আমাদের নিকটে যাহা শুনে তাহাই করে । এ জন্য ঈশ্বর হজরতকে সাবধান করিয়া দিলেন ও তওরাতের অনুযায়ী আদেশ করিলেন । (ত, ফা,)

† হজরত এইরূপ চিন্তিত ছিলেন যে, আমি তাহাদের অভিযোগ কিছু না করিলে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে, এবং যদি স্বীয় ধর্মানুসারে নিষ্পত্তি করি তাহারা গ্রাহ্য করিবে না, এবং তাহাদের প্রবর্তিত রীতি সমর্থন করিলে ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী হইব । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, "হয় তুমি তাহাদের অভিযোগে অমনোযোগী হও তাহাতে তাহাদিগের অসন্তোষের কোন আশঙ্কা নাই, অথবা আপন ধর্মানুসারে আদেশ কর ।" অনন্তর হজরত তদনুসারে আদেশ করেন । (ত, ফা,)

‡ "ইহার পরও তাহারা পুনর্বার বিমুখ হইতেছে" ইহার অর্থ গ্রন্থানুযায়ী আদেশ করার পরও তাহারা অগ্রাহ্য করিতেছে । (ত, হো,)

ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন যাহারা তদনুসারে আদেশ করে না অবশেষে এই তাহারাই কাফের। ৪৪। আমি তাহাদের সম্বন্ধে তাহাতে (তওরাতে) লিপি করিয়াছি যে, জীবনের পরিবর্তে জীবন, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু, নাসিকার পরিবর্তে নাসিকা, কর্ণের পরিবর্তে কর্ণ, দন্তের পরিবর্তে দন্ত এবং আঘাত সকলের বিনিময় আছে,* পরন্তু যে ব্যক্তি তদ্বিনিময় দান করে তাহার জন্য উহা পাপের ক্ষমা হয়, পরমেশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন যাহারা (তদনুসারে) আজ্ঞা করে না অনন্তর ইহারা তাহারাই যে, অত্যাচারী। ৪৫। এবং আমি তাহাদের পশ্চাৎ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্বে যে তওরাত ছিল তাহার সপ্রমাণকারীরূপে অনুপ্রেরণ করিয়াছি, এবং তাহাকে ইঞ্জিল দান করিয়াছি, তাহাতে উপদেশ ও জ্যোতি আছে ও তাহাকে (ইঞ্জিলকে) তাহার পূর্বে যে তওরাত ছিল তাহার সপ্রমাণকারী ও ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ ও আলোক করিয়াছি†। ৪৬। এবং ইঞ্জিলধারীর উচিত যে, তাহাতে ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে আজ্ঞা করে, ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা আজ্ঞা করে না, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে দুষ্ক্রিয়াশীল। ৪৭। যে গ্রন্থ তাহাদের নিকটে আছে ও তাহারা যাহার রক্ষক আমি তাহার সপ্রমাণকারী সত্য গ্রন্থ তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) অবতারণ করিয়াছি, অতএব ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে তাহাদের মধ্যে তুমি আদেশ কর, এবং তোমার নিকটে যে সত্য আগত তৎপ্রতি বিমুখ হইয়া তাহাদের রুচির অনুসরণ করিও না, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি এক বিধি ও এক পথ নির্ধারণ করিয়াছি এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদিগকে এক মণ্ডলীভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন, অতএব তোমরা কল্যাণের প্রতি ধাবিত হও, পরমেশ্বরের দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা তাহাতে‡ যে বিরোধ করিতেছিলে তদ্বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে সংবাদ দিবেন। ৪৮। †এবং আমি (আদেশ করিয়াছি) ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদনুসারে তাহাদের মধ্যে তুমি আজ্ঞা কর ও তাহাদের রুচির অনুসরণ করিও না, তাহাদিগ হইতে সাবধান হইও যে, ঈশ্বর তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহার কিছু হইতে বা তোমাকে তাহারা বিভ্রান্ত করে, অনন্তর যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে তবে জানিও ঈশ্বর তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন, ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করেন না, এবং নিশ্চয় মানবজাতির অধিকাংশ একান্তই পাপাচারী। ৪৯। অনন্তর তাহারা কি অজ্ঞানতার আজ্ঞা চাহিতেছে? এবং বিশ্বাস রাখে এমন কোন দলের জন্য আজ্ঞাদান বিষয়ে ঈশ্বর অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ? ৫০। (র, ৭, আ, ৮)

---

* বিনিময় অর্থাৎ পরিবর্তন সেই সকল আঘাতের হইয়া থাকে, যাহার তুল্যতা রক্ষা পাইতে পারে। (ত, হো,)

† যে সকল ইহুদি ঈশ্বরের বিধিকে পরিবর্তিত করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে প্রথমাবধি তিন আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আব্বাসের পুত্র বলেন, বিশেষভাবে করিজা ও নাজির বংশীয় ইহুদিদিগের প্রতি এবং অনেকে বলেন, সাধারণ ইহুদিদিগের প্রতি আয়াত অবতীর্ণ। (তফ্সির জবলালিন)

‡ ধর্মানুষ্ঠানে ও ধর্মবিধিতে। (ত, হো,)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ইহুদি ও ঈসায়ীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমাদের যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বন্ধু করে পরে নিশ্চয় সে তাহাদের অন্তর্গত, একান্তই ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না*। ৫১। অনন্তর যাহাদিগের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ, তাহারা তাহাদিগের মধ্যে ধাবিত হইতেছে, তাহারা বলে কালচক্র আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবে বলিয়া ভয় হইতেছে, পরিশেষে শীঘ্রই ঈশ্বর বিজয় অথবা আপনার নিকট হইতে কোন বিষয় আনয়ন করিবেন যাহাতে পরে তাহারা আপনার অন্তরে যাহা গুপ্ত রাখিয়াছে তদ্বিষয়ে অনুতপ্ত হইবে†। ৫২। এবং বিশ্বাসিগণ বলিবে, "যাহারা ঈশ্বরের নামে গুরুতর শপথরূপে শপথ করিয়াছিল ইহারাই কি ?" অবশ্যই তাহারা তোমাদের সঙ্গে আছে, তাহাদের কর্মপুঞ্জ বিনাশ পাইয়াছে, পরন্তু তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৫৩। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আপন ধর্ম হইতে ফিরিয়া যায়, পরে ঈশ্বর এমন এক দল আনয়ন করিবেন যে, তিনি তাহাদিগকে প্রেম করেন ও তাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, এবং বিশ্বাসীদিগের প্রতি কোমল ও কাফেরদিগের প্রতি কঠোর হয়, তাহারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিবে, কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করিবে না, ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত গৌরব তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় দান করিয়া থাকেন, ঈশ্বর বদান্য ও জ্ঞানী‡। ৫৪। পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ ও যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, এবং যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, তাহারা তোমাদের বন্ধু ইহা ব্যতীত নহে, এবং তাহারা নমাজ পড়িয়া থাকে। ৫৫। এবং যাহারা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষকে প্রেম করে, এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে নিশ্চয় তাহারাই ঈশ্বরের পরাক্রান্ত মণ্ডলী। ৫৬। (র, ৮, আ, ৬)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের যাহারা তোমাদিগের ধর্মকে উপহাস করে, অথবা (তাহা লইয়া) ক্রীড়ামোদ করে, তোমরা তাহাদিগকে এবং কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না ; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ঈশ্বরকে ভয় করিও। ৫৭। এবং যখন তোমরা নমাজ উদ্দেশ্যে ঘোষণা কর,

* সামেতের পুত্র এবাদা হজরতের নিকটে বলিয়াছিল যে, "আমার অনেক ইহুদি বন্ধু আছে, বিপদের সময়ে আমি তাহাদিগের নিকটে সাহায্য পাইতে পারি। কিন্তু অদ্য আমি সে আশা আর রাখি না, আমার জন্য ঈশ্বর ও প্রেরিত-পুরুষের বন্ধুতাই যথেষ্ট।" ইহা শুনিয়া আবুর পুত্র আবদোল্লা বলিল, "আমি দুঃখ-বিপদকে ভয় করি, আমি ইহুদিপ্রধান পুরুষদিগের আনুকূল্য পরিত্যাগ করিতে পারি না।" ইহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† 'অন্তরে রোগ আছে" অর্থাৎ কপটতা আছে। তাহারা "তাহাদিগের মধ্যে ধাবিত" ইহার অর্থ ইহুদিদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিতে সত্বর। "কালচক্র আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবে বলিয়া ভয় হইতেছে," এই কথার অর্থ কালের গতি ও পরিবর্তনে দুর্ঘটন হইবে বলিয়া ভয় হইতেছে। (ত, হো,)

‡ হজরতের পরলোক হইলে পর বহু আরবীয় লোক ধর্ম ত্যাগ করে। খলিফা আবু-বেকর এয়মন দেশ হইতে মোসলমান আনয়ন করেন। তাহারা আসিয়া ধর্মত্যাগী লোকদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাহাতে সমুদায় আরবীয় লোক পুনর্বার মোসলমান হয়। এই আয়াত সেই সুসংবাদ প্রচার করিতেছে। (ত, হো,)

তখন তাহারা তৎপ্রতি উপহাস ও ক্রীড়ামোদ করে, ইহা এ কারণে যে, তাহারা এমন এক দল যে, বুঝিতেছে না* । ৫৮ । তুমি বল, হে গ্রন্থধারী লোক, আমরা ঈশ্বরের প্রতি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে ও আমাদের পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ভিন্ন তোমরা আমাদের দোষ ধরিতেছ না, যেহেতু তোমাদের অধিকাংশ দুর্বৃত্ত । ৫৯ । তুমি বল, ঈশ্বরের নিকটেই প্রতিফল, ইহা অপেক্ষা অমঙ্গল সংবাদ তোমাদিগকে কি দান করিব ? ঈশ্বর যাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন ও যাহার প্রতি আক্রোশ করিয়াছেন ও যাহাদের যাহাকে মর্কট ও বরাহরূপে পরিণত করিয়াছেন, অসত্য উপাস্যকে উপাসনা করিতে দিয়াছেন, সেই লোক স্থানবিষয়ে নিকৃষ্টতর† এবং সে সরল পথ হইতে বহুদূরে পড়িয়াছে । ৬০ । এবং যখন তাহারা তোমাদের নিকট আগমন করে তখন বলে যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহারা বস্তুতঃ ধর্মদ্রোহিতাসহ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসহ চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহারা যাহা গুপ্ত রাখে ঈশ্বর তাহার উত্তম জ্ঞাতা । ৬১ । তুমি তাহাদের অধিকাংশকে পাপে ও অত্যাচারে এবং আপনাদের অবৈধ ভক্ষণে ধাবিত হইতেছে দেখিতেছ, নিশ্চয় তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা অকল্যাণ । ৬২ । ঈশ্বর-পরায়ণ লোক ও জ্ঞানী পুরুষেরা তাহাদের পাপ কথনে ও তাহাদের অবৈধ ভক্ষণে কেন তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছে না, নিশ্চয় তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা অকল্যাণ‡ । ৬৩ । এবং ইহুদিগণ বলিয়াছে যে, ঈশ্বরের হস্ত গলদেশে বদ্ধ থাকুক, এবং যাহা বলিয়াছে তজ্জন্য তাহারা শাপগ্রস্ত, বরং ঈশ্বরের উভয় হস্ত মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা করেন তিনি সেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, এবং তোমার প্রতিপালক হইতে হে মোহম্মদ, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা একাংশ তাহাদের বহুসংখ্যককে ধর্মদ্রোহিতায় ও অবাধ্যতায় পরিবর্ধিত করিবে, এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আমি তাহাদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন করিয়াছি, তাহারা যখন যুদ্ধের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করে তখন ঈশ্বর তাহা নির্বাপিত করেন, এবং তাহারা পৃথিবীতে অত্যাচার করিতে ধাবিত হয়, এবং ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না$ । ৬৪ ।

* আজানদাতা আজানে যখন বলিত যে, "আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত" তখন একজন অগ্নিপূজক বলিত "দগ্ধ হও, মিথ্যা কথা বলিতেছ ।" ইহুদিগণও উপহাস বিদ্রূপ করিত । ঘোষণার অর্থ আজান । "তাহারা বুঝিতে পারে না" ইহার অর্থ এই যে, তাহারা যে গুরুতর শাস্তি পাইবে তাহা বোধ করিতে পারে না । (ত, হো,)

† "সে ব্যক্তি স্থানবিষয়ে নিকৃষ্টতর" এই কথার তাৎপর্য এই যে, সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্থান নরকে বাস করিবে ।

‡ হজরত মোহম্মদের মদিনা আগমনের পূর্বে তথাকার ইহুদীদিগের প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল । তাহারা আমোদ-প্রমোদে ও জগতের হিতসাধনে কালযাপন করিতেছিল । হজরত মদিনায় উপস্থিত হইলে তাহারা তাহার সঙ্গে শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয় । তাহাতে পরমেশ্বর তাহাদের ঐশ্বর্য-শ্রী বিনষ্ট করেন । তজ্জন্য তাহারা অনুচিত কথা সকল বলে, ঈশ্বর তাহারই সংবাদ দিতেছেন । (ত, হো,)

$ ইহুদিগণ এরূপ বলিত যে, ঈশ্বরের হস্ত বদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ আমাদের প্রতি তিনি জীবিকা সংকুচিত করিয়াছেন । ইহা ধর্মদ্রোহী বাক্য । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, পরমেশ্বরের হস্ত কখনও বদ্ধ নহে, তাঁহার কৃপার হস্ত ও শাস্তির

এবং যদি গ্রন্থাধিকারিগণ বিশ্বাস স্থাপন করিত ও ধর্ম্মভীরু হইত, তবে অবশ্যই আমি তাহাদিগের পাপ তাহাদিগ হইতে দূর করিতাম, এবং অবশ্যই আমি তাহাদিগকে সম্পদের উদ্যানসকলে লইয়া যাইতাম। ৬৫। এবং যদি তাহারা তওরাত ও ইঞ্জিলকে ও তাহাদের প্রতিপালক হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত রাখিত, তবে একান্তই তাহারা আপনাদের মস্তকের উপর হইতে ও আপনাদের চরণের নিম্ন হইতে (জীবিকা) ভোগ করিত; তাহাদের একদল পথিমধ্যে আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা অকল্যাণ*। ৬৬। (র, ৯, আ, ৯)

হে প্রেরিত পুরুষ, তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে তুমি তাহা প্রচার কর, এবং যদি না কর তবে তাঁহার তত্ত্ব তুমি প্রচার করিলে না, ঈশ্বর তোমাকে মানবমণ্ডলী হইতে রক্ষা করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্ম্মদ্রোহীদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৬৭। তুমি বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, যে পর্য্যন্ত তোমরা তওরাত ও ইঞ্জিলকে এবং তোমাদের প্রতিপালক হইতে যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত না কর সে পর্য্যন্ত তোমরা কিছুর মধ্যেই নও, তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ) যাহা অবতারিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের অধিক সংখ্যককে অবশ্য ধর্ম্মদ্রোহিতায় ও অবাধ্যতায় পরিবর্দ্ধিত করিবে, অবশেষে তুমি ধর্ম্মদ্রোহী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হইও না। ৬৮। নিশ্চয় যাহারা মোসলমান ও যাহারা ইহুদী ও নক্ষত্রপূজক এবং ঈসায়ী (তাহাদের) যাহারা পরমেশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই ও তাহারা শোকগ্রস্ত হইবে না। ৬৯। সত্যসত্যই আমি এস্রায়েল [illegible] হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছি ও তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ পাঠাইয়াছি যখন তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ যাহাকে তাহাদের জীবন ইচ্ছা করিত না উপস্থিত হইয়াছে তখন তাহারা একদলকে ([illegible]) অসত্যবাদী [illegible], এক [illegible]কে বধ করিতেছিল। ৭০। [illegible] মনে [illegible] ছিল [illegible] সংকট হইবে না, [illegible] হেতু তাহারা [illegible] ও বধির [illegible] ঈশ্বর তাহাদের প্রতি [illegible] করিলেন তৎপর তাহাদের অধিকাংশ অন্ধ ও বধির হইল, [illegible] ঈশ্বর [illegible] দর্শক। ৭১। যাহারা বলিয়াছে [illegible] মরিয়মের পুত্র মসিহ্ই ঈশ্বর, সত্যসত্যই তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, [illegible] বলিয়াছিল [illegible] "হে এস্রায়েল বংশীয়গণ, আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক [illegible] তোমরা অর্চ্চনা কর।" নিশ্চয় যে [illegible] পরমেশ্বরের [illegible] অংশী [illegible] একান্তই তাহার প্রতি পরমেশ্বর স্বর্গ [illegible] করেন, এবং তাহার আবাস নরকাগ্নি হয়;

[illegible] এই উভয় [illegible]। তিনি বলিতেছেন "তোমরা যখন পরস্পর মিলিত হইয়া মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত কর [illegible] ঈশ্বর তাহা নিবাইয়া ফেলেন।" ([illegible], হো,)

* "আপনাদের মস্তকের উপর হইতে ও আপনাদের চরণের নিম্ন হইতে ভোগ করিত" এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, পর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণে তাহাদের সম্বন্ধে উপজীবিকা বিস্তৃত হইত। শস্য ও ফল এত অধিক উৎপন্ন হইত যে, তাহার বাহুল্যপ্রযুক্ত তাহারা তাহা মস্তকে বহন করিত ও মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত হওয়াতে পদদ্বারা মর্দ্দন করিত। "তাহাদের এক দল পথিমধ্যে আছে" ইহার অর্থ এই যে, এক দল সরল পথাবলম্বী হজরতের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছে। (ত, হো,)

অত্যাচারী লোকদিগের কোন সাহায্যকারী নাই। ৭২। যাহারা বলিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর তিনেতে তৃতীয়, সত্যসত্যই তাহারা কাফের ; এবং একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই ; তাহারা যাহা বলিতেছে যদি তাহা হইতে নিবৃত্ত না হয় তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের হইয়াছে অবশ্য তাহাদিগকে দুঃখজনক শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হইবে*। ৭৩। অনন্তর তাহারা কি ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছে না ও তাঁহার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছে না? এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৭৪। মরিয়মের পুত্র মসিহ্ প্রেরিত বৈ নহে, তাহার পূর্ব (সময়ে) সত্যই প্রেরিতগণশূন্য হইয়াছিল ও তাহার মাতা স্বাধ্বী ছিল, উভয়ে অন্ন ভক্ষণ করিত, দেখ তাহাদের জন্য আমি কেমন নিদর্শনসকল ব্যক্ত করিতেছি, তৎপর দেখ কোথায় পরিবর্তিত হইতেছে†। ৭৫। তুমি বল, তোমরা কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এমন বস্তুর অর্চনা কর যে তোমাদের ক্ষতি ও হিত করিতে ক্ষমতা রাখে না? এবং ঈশ্বর, তিনিই শ্রোতা ও দ্রষ্টা। ৭৬। তুমি বল, হে গ্রন্থাধিকারিগণ, স্বীয় ধর্ম বিষয়ে অসত্যে তোমরা আতিশয্য করিও না এবং সত্যই যাহারা ইতিপূর্বে পথভ্রান্ত হইয়াছে ও অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে ও সরল পথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের ইচ্ছার অনুসরণ করিও না। ৭৭। (র, ১০, আ, ১১)

এস্রায়েল বংশীয়দিগের যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা দাউদের ও মরিয়মের পুত্র ঈসার রসনায় ধিক্কার প্রাপ্ত, তাহারা যে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল ও সীমা লঙ্ঘন করিতেছিল ইহা সেই কারণে হইয়াছে। ৭৮। তাহারা পরস্পরকে অসৎকর্ম যাহা করিতেছিল তাহা নিষেধ করিত না, তাহারা যাহা করিতেছিল নিশ্চয় তাহা অকল্যাণ। ৭৯। তুমি তাহাদের অনেককে দেখিতেছ যে, তাহারা ধর্মদ্রোহীদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিতেছে, তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন যাহা প্রেরণ করিয়াছে একান্তই তাহা অকল্যাণ, এই যে পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাহারা শাস্তিতে নিত্যস্থায়ী হইবে। ৮০। যদি তাহারা ঈশ্বর ও তত্ত্বাহক এবং তাহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিত তবে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই দুর্বৃত্ত‡। ৮১। অবশ্য তুমি বিশ্বাসীদিগের প্রতি শত্রুতা বিষয়ে ইহুদি ও অংশীবাদীদিগকে সকল লোক অপেক্ষা (প্রবল) প্রাপ্ত হইবে, এবং যাহারা বলে নিশ্চয় আমরা ঈসায়ী, অবশ্য তুমি বিশ্বাসীদিগের প্রতি বন্ধুতা বিষয়ে তাহাদিগকে অধিক নিকটবর্তী পাইবে, ইহা এ কারণে যে, তাহাদের অনেকে জ্ঞানবান ও বিরাগী, অপিচ তাহারা অহংকারী

* ঈসায়ীদিগের দুইটি কথা। কেহ কেহ বলে, ঈসার আকারে যিনি প্রকাশ পাইয়াছেন তিনিই ঈশ্বর। কেহ কেহ বলে, ঈশ্বর তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, এক পরমেশ্বর, দ্বিতীয় পবিত্রাত্মা, তৃতীয় মসিহ। এই দুই উক্তিই স্পষ্ট অধর্মোক্তি। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি পানভোজন করে ও যাহার মানবীয় অভাব সকল আছে তাহার ইহা অপেক্ষা মনুষ্যত্বের নিদর্শন অধিক কি আর হইতে পারে? ঈশ্বরের স্বরূপ পবিত্র, তাহাতে কখনও এ সকল ভাব থাকিতে পারে না। (ত, ফা,)

‡ তাহারা যদি কোরআনের প্রতি ও মোহম্মদের প্রতি বিশ্বাস রাখিত, তাহা হইলে কাফেরদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিত না। তওরাতেরও বিধি এই যে, কাফেরদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করিবে না। (ত, হো,)

নহে*। ৮২। এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, যখন তাহারা তাহা শ্রবণ করে তুমি দেখিতেছ তখন সত্য উপলব্ধিবশতঃ তাহাদের নেত্র অশ্রু পূরিত হয়, তাহারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, অতএব আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতৃগণের সঙ্গে লিপি কর। ৮৩। এবং আমাদের জন্য কি হয় যে, ঈশ্বরের প্রতিও যে সত্য আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে তৎপ্রতি আমরা বিশ্বাস করিব না ও আমাদের প্রতিপালক সাধুমণ্ডলীর সহিত আমাদিগকে প্রবিষ্ট করিবেন (ইহা) আমরা আকাঙ্ক্ষা করিব না?" ৮৪। অনন্তর তাহারা যাহা বলিয়াছে তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান পুরস্কার দিবেন, যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে তাহারা নিত্য-স্থায়ী, এবং হিতকারী লোকদিগের ইহাই পুরস্কার। ৮৫। এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে এই তাহারাই নরকনিবাসী†। ৮৬। (র, ১১, আ, ৯)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বর যাহা তোমাদের জন্য বৈধ করিয়াছেন তোমরা সেই পবিত্র বস্তুকে অবৈধ করিও না. এবং সীমা লঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না‡। ৮৭। এবং পরমেশ্বর বিশুদ্ধ

* অনেক ইহুদি ও খ্রীষ্টান মোসলমানদিগকে বধ করিতে ও তাহাদের মসজেদ ও নগর ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু আফ্রিকার দলপতি নজ্জাশী ও তাহার পারিষদগণ আবু-তালেবের পুত্র জাফেরের মুখে কোরআন শ্রবণ করিয়া মোসলমান ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন। নজ্জাশী ও তাঁহার পারিষদবর্গ খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁহারা মোসলমানদিগের প্রতি অনেক সদয় ব্যবহার করেন। তাঁহাদের অনেকে হজরতের নিকটে আসিয়া কোরআনের সূরাবিশেষ শ্রবণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করেন ও ধর্মেতে দীক্ষিত হন। (ত, হো,)

† মক্কা নগরে পৌত্তলিকগণ মোসলমানদিগের উপর যখন অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন হজরত তাহাদিগকে ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে প্রায় আশি জন মোসলমান কেহ কেহ একাকী কেহ কেহ সপরিবারে হবশে (আফ্রিকায়) চলিয়া যান। তথাকার খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বাদশা অতিশয় সদ্বিবেচক ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। মক্কাস্থ কাফের লোকেরা তাঁহাদিগকে তথা হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করে, এবং বলে যে, "ইহারা মহাত্মা ঈসাকে ভৃত্য বলিয়া থাকে।" তখন বাদশা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সবিশেষ অবগত হন ও কোরআন শ্রবণ করেন। কোরআন শুনিয়া তিনি ও তাহার সভাসদ পণ্ডিতগণ কাঁদিয়া বলেন যে, "প্রভু ঈসার প্রমুখাৎ আমরা এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। আমাদিগকে ঈসা বলিয়াছেন যে, 'আমার পরে কেয়ামতের পূর্বে আর একজন ধর্মপ্রবর্তক আগমন করিবেন।' ইনিই সেই ধর্মপ্রবর্তক।" সেই বাদশা গুপ্তভাবে মোসলমান হইয়াছিলেন। তাঁহারই সম্বন্ধে এই কয়েক আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, ফা,)

‡ একদা হজরত ধর্মবন্ধুদিগের নিকটে কেয়ামতের বর্ণনা করেন, তাহার ভীষণত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলেন। তখন তাঁহার ধর্মবন্ধুদিগের মধ্যে আবুবেকর, আলী, মেকদাদ, সোলয়মান প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে উহা শুনিয়া

ও বৈধ যাহা উপজীবিকা রূপে তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তাহা ভক্ষণ কর ও তোমরা যাঁহার প্রতি বিশ্বাসী সেই ঈশ্বর হইতে ভীত হও*। ৮৮। তোমাদের অযথা শপথের জন্য পরমেশ্বর তোমাদিগকে ধরিবেন না, কিন্তু তোমরা যে সকল শপথ দৃঢ় বন্ধ করিয়াছ তাহার নিমিত্ত তোমাদিগকে ধরিবেন, অনন্তর তোমাদের পোষ্যবর্গকে যে সাধারণ বস্তু খাওয়াইয়া থাক দশজন দরিদ্রকে তাহা ভোজন করান, কিংবা তাহাদিগকে বস্ত্র দানকরণ, অথবা একটি গ্রীবা মুক্তকরণ তাহার প্রায়শ্চিত্ত; পরন্তু যে ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত না হয় পরে তিন দিবস তাহার রোজা পালন বিধি, যখন তোমরা শপথকে রক্ষা কর তখন ইহাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্ত, আপনাদের শপথ করিও, এইরূপে পরমেশ্বর তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শন সকল ব্যক্ত করেন, ভরসা যে তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে†। ৮৯। যে বিশ্বাসিগণ, সুরা, দ্যূতক্রীড়া, "নসব" (দেবাধিষ্ঠানভূমি) "আজলাম" (ভাগ্যনির্ধারণের বাণাবলী)‡ শয়তানের অপবিত্র ক্রিয়া ইহা ভিন্ন নহে, অতএব এ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, ভরসা যে তোমরা মুক্ত

মতউনের পুত্র ওসমানের গৃহে সমবেত হইয়া এই স্থির করেন যে, অবশিষ্ট সমুদায় জীবন ধর্মার্থে উৎসর্গ করা যাইবে। সমস্ত দিন রোজা পালন ও সমুদায় রজনী উপাসনায় যাপন করিতে হইবে। শয্যায় শয়ন করা হইবে না, মাংস ভক্ষণে বিরত থাকিতে হইবে, স্ত্রীলোকের নিকটে গমন স্থগিত থাকিবে, সংসার পরিত্যাগ পূর্বক কম্বল পরিধান করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। সকলেই এ বিষয়ে একমত হইয়া শপথ করিলেন। হজরত এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে "তোমরা যাহা ভাবিয়াছ, আমি তদ্বিষয়ে আদিষ্ট হই নাই। তোমরা রোজা রাখিও, রোজা ভঙ্গও করিও, রাত্রিতে নমাজ পড়িও শয়নও করিও। আমি উপাসনা ও শয়ন দুই করিয়া থাকি, রোজা পালন করি ও রোজা ভঙ্গ করিয়া থাকি, মাংস ভোজন ও স্ত্রীলোকের নিকটে গমন করি।" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* যে বস্তু শরাতে (বিধি শাস্ত্রে) স্পষ্ট বৈধ হইয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, যে বস্তু নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার নিকটবর্তী না হওয়া কর্তব্য। এই নিবৃত্তির পথ অবলম্বন বিধেয়। যে বিষয় বিধিসঙ্গত তদ্বিষয় শপথ করা অকর্তব্য। তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য শপথ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা করিবে। (ত, শা,)

† লক্ষ্য করিয়া যে বিষয়ে শপথ করা হয় পরে সেই শপথের অন্যথাচরণ হইলে নিম্নলিখিত তিন উপায়ের কোন একটি উপায়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ১। দশ জন দীনদুঃখীকে ভোজন করান। অর্থাৎ প্রত্যেককে দুই সের গম অথবা চারি সের যব অন্য খাদ্যোপকরণসহ দান করা। ২। বস্ত্র দান করা। ৩। "একটি গ্রীবামুক্ত করণ" অর্থাৎ একজন ক্রীতদাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করা। যে ব্যক্তি এই তিন বিধির কোন বিধি পালন করিতে সমর্থ নয়, তাহার পক্ষে তিন দিন রোজা পালন বিধি। সাধ্যানুসারে শপথে বিরত থাকিবে। শপথ করার অভ্যাস জিহ্বায় না হওয়া শ্রেয়। (ত, ফা,)

‡ এই সূরার প্রথম রকুতে 'নসব' ও আজলামের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হইবে। ৯০। সুরা ও দ্যূতক্রীড়াতে তোমাদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন এবং তোমাদিগকে ঈশ্বর স্মরণ হইতে ও উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখা শয়তান ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করে না, অনন্তর তোমরা কি নিবৃত্ত হইবে ?*। ৯১। এবং ঈশ্বরের অনুগত হও, প্রেরিত পুরুষের অনুগত এবং ভীত হইও, অনন্তর যদি তোমরা অগ্রাহ্য কর তবে জানিও আমার প্রেরিতের প্রতি স্পষ্ট প্রচার কার্যের ভার, ইহা ভিন্ন নহে†। ৯২। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, যখন তাহারা ধৈর্যশীল, বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ হইয়াছে, অতঃপর ধৈর্যশীল, বিশ্বাসী হইয়াছে, অতঃপর ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ হইয়াছে তখন তাহারা যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তাহাতে তাহাদের প্রতি দোষ নাই, ঈশ্বর হিতকারীদিগকে প্রেম করেন‡। ৯৩। (র, ১২, আ, ৭)

হে বিশ্বাসিগণ, যাহা তোমাদের হস্ত ও ভল্লাস্ত্র প্রাপ্ত হয় পরমেশ্বর এমন কোন এক শিকার দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষিত করেন, তদ্দ্বারা ঈশ্বর, কে তাঁহাকে অন্তরে ভয় করে জ্ঞাত হন ; অনন্তর ইহার পরে যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিবে অবশেষে তাহার জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে$। ৯৪। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা এহরাম বন্ধ

* এই দুই আয়াতে সুরাপানের অবৈধতা বিষয়ে দশটি প্রমাণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ সুরাকে দ্যূতক্রীড়ার সঙ্গে যোগ করা হইয়াছে, দ্যূতক্রীড়া অবৈধ, সুতরাং তাহার সহযোগী সুরাও অবৈধ। দ্বিতীয়তঃ সুরাকে পৌত্তলিকতার সঙ্গে একসূত্রে বদ্ধ করা হইয়াছে, পৌত্তলিকতা অত্যন্ত অবৈধ, সুতরাং সুরাও অত্যন্ত অবৈধ। তৃতীয়তঃ সুরাকে অপবিত্র বলা হইয়াছে. অতএব যাহা অপবিত্র তাহাই অবৈধ। চতুর্থতঃ সুরাপান শয়তানের কার্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সুতরাং যাহা শয়তানের কার্য তাহাই অবৈধ। পঞ্চমতঃ আদেশ হইয়াছে যে, তাহা হইতে দূরে থাক, যাহা হইতে দূরে থাকার বিধি হয় তাহা অবৈধ। ষষ্ঠতঃ সুরাপানের নিবৃত্তির সঙ্গে মুক্তির সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং যাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে মুক্ত হওয়া যায় তাহা পান করা অবৈধ। সপ্তমতঃ সুরা শত্রুতা ও ঈর্ষার কারণ, অতএব যাহা শত্রুতা আনয়ন করে তাহা অবৈধ। অষ্টমতঃ সুরা ঈশ্বরস্মরণ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, যে বস্তু মানুষের মনে ঈশ্বর বিস্মৃতি উৎপাদন করে তাহা অবৈধ। নবমতঃ সুরা নমাজের বিঘ্ন, অতএব নিঃসন্দেহে তাহা অবৈধ। দশমতঃ আদেশ হইয়াছে তাহা হইতে নিবৃত্ত হও, অর্থাৎ তাহা পরিত্যাগ কর। যাহার পরিত্যাগে বিধি একান্তই তাহা অবৈধ। (ত, হো,)

† "যদি তোমরা অগ্রাহ্য কর" ইত্যাদি উক্তির তাৎপর্য এই যে প্রেরিতপুরুষ আমার আজ্ঞা তোমাদের নিকট প্রচার করিলে তৎপ্রতি তোমাদের অনাদর হইলে তাহার কিছুই ক্ষতি হইবে না বরং তোমাদেরই ক্ষতি হইবে। আমার প্রেরিতের প্রতি প্রচার কার্যের ভার বৈ নহে। (ত, হো,)

‡ হজরতকে তাঁহার ধর্মবন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "আমাদের ভ্রাতৃগণ সুরাপান করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কি গতি হইবে ?" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

$ এ স্থানে ভল্লাস্ত্রে সকল প্রকার অস্ত্রকে বুঝাইবে। দ্বিবিধ উপায়ে মৃগয়া করার উল্লেখ হইল। এক, পশু-পক্ষীকে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় হস্তে ধরিয়া

অবস্থায় মৃগয়ার পশু বধ করিও না, এবং ইচ্ছাপূর্বক তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা বধ করিল তবে সে চতুষ্পদকে বধ করিল তাহার বিনিময় হওয়া (উচিত,) তোমাদের মধ্যে দুইজন বিচারক যে কাবাতে বলি উপহারের প্রেরক তাহারা এ বিষয়ে আজ্ঞা করিবে, কিংবা দরিদ্রদিগকে ভোজন করান অথবা ইহার অনুরূপ রোজা পালন প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহাতে সে স্বীয় কার্যের প্রতিফল ভোগ করিবে ; যাহা গত হইয়াছে, ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পুনর্বার করিবে তখন ঈশ্বর তাহার প্রতিশোধ দিবেন, এবং পরমেশ্বর পরাক্রান্ত প্রতিশোধদাতা* । ৯৫ । তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ও তাহা ভক্ষণ বৈধ হইয়াছে, তোমাদিগের নিমিত্ত এবং পর্যটকদিগের নিমিত্ত উহা লাভ, এবং যে পর্যন্ত তোমরা এহরামবন্ধ থাক সে পর্যন্ত তোমাদের প্রতি আরণ্যক মৃগয়া অবৈধ হইয়াছে ; এবং সেই ঈশ্বরকে ভয় কর যাহার দিকে তোমরা সমুত্থিত হইবে† । ৯৬ । পরমেশ্বর লোকের দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য সম্মানিত মন্দির কাবাকে ও সম্মানিত মাস সকলকে ও বলি উপহার এবং কেলাদাকে নিরূপিত করিয়াছেন,‡ একারণ যে তোমরা যেন জানিতে পার যে, ঈশ্বর যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তাহা জ্ঞাত আছেন.

আনিয়া জব করা, দ্বিতীয়তঃ দূর হইতে অস্ত্রদ্বারা নিহত করা। দূর হইতে পশু অস্ত্রাহত হইয়া মরিলেও বৈধ হয়। কিন্তু এহরামবন্ধনের অবস্থায় উভয় প্রকারের মৃগয়াই অবৈধ। (ত, ফা,)

* এহরাম বন্ধনের অবস্থায় শিকার পাইলে তাহা ছাড়িয়া দিবে, এই বিধি। তাহা বধ করিলে সেই মূল্যের একটি গৃহপালিত পশু ছাগ বা গো কিংবা উষ্ট্র কাবাতে পাঠাইয়া কোরবানী করিবে, নিজে তাহা ভক্ষণ করিবে না। অথবা সেই মূল্যের খাদ্যদ্রব্য দরিদ্রদিগকে দিবে, কিংবা সেই অন্নদানের তুল্য রোজা পালন করিবে। দুই জন বিশ্বস্ত মোসলমান তাহার মূল্য নির্ধারণ করিবে। (ত, শা,)

† এহরাম বন্ধনের অবস্থায় সামুদ্রিক শিকার অর্থাৎ মৎস্য শিকার ও তাহা ভক্ষণ করা বৈধ। জল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে মৎস্য মরিয়া গিয়াছে, শিকার করা হয় নাই, তাহা ভক্ষণও বৈধ, ইহাতে লাভ। সরোবর ইত্যাদির মৎস্যসম্বন্ধেও এই বিধি। (ত, ফা,)

‡ কাবা লোকের দণ্ডায়মানভূমি, অর্থাৎ লোকের ধর্ম-কর্ম করিবার ও নিরাপদে থাকিবার স্থান। সেই কাবাকে এবং সম্মানিত মাস সকলকে অর্থাৎ যে সকল মাসে হজক্রিয়া ইত্যাদি হয় এবং লোকে হত্যা ও লুণ্ঠন ইত্যাদির ভয় হইতে নিরাপদ থাকে ও কেলাদাকে (কোরবানীর পশুর গ্রীবা বন্ধন বিশেষ) কোরবানীর এবং বলির উপহারকে যাহা হজ ও ওমরাব্রতের অঙ্গ, যাহা চৌর্যাদি হইতে সংরক্ষিত থাকে এ সমুদায় ঈশ্বর নির্ধারণ করিয়াছেন। (ত, হো,)

পূর্বে আরবদেশে অরাজকতা ছিল। তথায় সর্বদা বিবাদ-বিসংবাদ ও অত্যাচার হইত। কিন্তু কাবাকে সকলে মান্য করিত, এবং সম্মানিত মাসে অর্থাৎ হজব্রতাদি পালন করিবার মাসে মক্কাপ্রদেশ নিরাপদ হইত, তখন লুণ্ঠন অত্যাচার ইত্যাদির ভয় থাকিত না। সেই সময়ে সকলে সেই দেশের নানাস্থানে গমনাগমন ও বাণিজ্যাদি করিত। তখন এইরূপে লোকে কাল যাপন করিত। (ত, ফা,)

ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৯৭। তোমরা জানিও যে ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা ও (জানিও) যে ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৯৮। প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রচার কার্য বৈ নহে এবং তোমরা যাহা প্রকাশ্যে কর ও যাহা গুপ্ত রাখ ঈশ্বর জ্ঞাত হন। ৯৯। বল হে মোহম্মদ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ তুল্য নহে, যদিচ বহু অশুদ্ধ তোমাকে চমৎকৃত করে,* অনন্তর হে বুদ্ধিমান লোকসকল, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিও, ভরসা যে তাহাতে মুক্ত হইবে। ১০০। (র, ১৩, আ, ৭)

হে বিশ্বাসিগণ, সেই সকল বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করিও না, যদি তাহা তোমাদের জন্য প্রকাশিত হয় তবে তোমাদিগকে দুঃখিত করিবে, এবং তোমরা যদি তাহা জিজ্ঞাসা কর যখন কোরআন অবতীর্ণ হইবে তখন তোমাদের জন্য প্রকাশ করা যাইবে, ঈশ্বর তাহা ক্ষমা করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু†। ১০১। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বেও একদল তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তৎপর তাহারা তদ্বিষয়ে কাফের হইয়াছিল‡। ১০২। পরমেশ্বর কোন বহিরা ও সায়েরা ও উসিলা এবং "হাম" নির্ধারিত করেন নাই, কিন্তু ধর্মদ্রোহিগণ ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, এবং তাহাদের অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না$। ১০৩। যখন

* শরাব অর্থাৎ ব্যবস্থাশাস্ত্রের ব্যবস্থানুরূপে যাহা লাভ হয় তাহাই শুদ্ধ। তাহা অল্প হইলেও উত্তম। বিধি সঙ্গত নয় এমন যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অশুদ্ধ। উহার প্রচুরতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না। এক সের ছাগ মাংস এক মন বরাহ মাংস অপেক্ষা উত্তম। (ত, ফা,)

† কতকগুলি লোক উপহাস করিয়া হজরতকে প্রশ্ন করিতেছিল, কেহ বলিতেছিল, "বল আমার পিতা কে?" কেহ বলিতেছিল, যে "আমার উষ্ট্র হারাইয়া গিয়াছে বল তাহা কোথায়?" তাহাতেই ঈশ্বর এই আয়াত প্রকাশ করেন। ইহার ভাব এই যে, তোমরা প্রশ্ন করিও না, প্রশ্ন করিলে কোরআনের আয়াতে তোমাদের জন্য তাহার উত্তর প্রকাশিত হইবে, তাহা তোমাদিগকে দুঃখিত করিবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আপনা হইতে জিজ্ঞাসা করিও না যে, ইহা উচিত কি অনুচিত, এ কার্য করিব কি করিব না? যেরূপ আজ্ঞা হইয়াছে তদনুযায়ী আচরণ কর, যে বিষয়ে আদেশ হয় নাই তাহা করিতে হইবে না, জানিও। ইহাতেই ধর্ম সহজ হয়, প্রত্যেক কথায় প্রশ্নোত্তর হইলে ধর্ম কঠিন হইয়া পড়ে। তদনুসারে চলা দুষ্কর হয়। পূর্বে এইরূপে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহারা তাহার উত্তরানুসারে আচরণ করিতে না পারিয়া বিদ্রোহিতার পথ আশ্রয় করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না। যে বিষয়ে পরমেশ্বর আজ্ঞা করেন নাই তাহা অপ্রয়োজনীয়। তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা নিরর্থক। কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, "আমার পিতা কে?" কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল যে, "আমার স্ত্রী গৃহে কিভাবে আছে?" প্রেরিতপুরুষ যদি তাহার উত্তর দান করেন, হয় তো সেই উত্তর দুঃখজনক হইবে। (ত, ফা,)

$ কাফেরদিগের এইরূপ রীতি ছিল যে, কোন পশুশাবকের কর্ণ বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে প্রতিমার উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করিয়া রাখিত, এইরূপ চিহ্নিত পশুশাবকের নাম বহিরা; এবং কোন পশুকে প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দিত সে স্বাধীনভাবে চরিয়া বেড়াইত, তাহাকে সায়বা বলা হইত; এবং কোন কোন ব্যক্তি এরূপ

তাহাদিগকে বলা হইল, "ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও প্রেরিত পুরুষের দিকে আগমন কর," তাহারা বলিল, "যে বিষয়ে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট," যদিচ তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই জানিতেছে না ও কোন পথ প্রাপ্ত হইতেছে না। ১০৪। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের আত্মাকে তোমরা রক্ষা করিও, তোমরা যখন সৎপথ প্রাপ্ত হও যে ব্যক্তি বিপথগামী সে তোমাদের ক্ষতি করিতে পারিবে না, ঈশ্বরের দিকে তোমাদের সকলের একযোগে প্রত্যাবর্তন; তোমরা যাহা করিতেছ অবশেষে তিনি তাহার সংবাদ দিবেন। ১০৫। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা পৃথিবীতে পর্যটন কর, অপিচ তোমাদের নিকটে মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদান আছে, যে সময় তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় অন্তিম নির্ধারণকালে তোমাদের মধ্যে দুই জন ন্যায়বান্ অথবা তোমাদিগের ছাড়া অপর দুইজন (সাক্ষী আবশ্যক,) যদি তোমরা সন্দেহ কর তবে সেই দুই জনকে (শেষোক্ত দুইজনকে) আসরের নমাজের পর আবদ্ধ রাখিবে, পরে তাহারা ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিবে. "এবং যদিচ আত্মীয়ও হয় আমরা কোন মূল্য ইহার সঙ্গে (এই শপথের সঙ্গে) বিনিময় করিব না, এবং ঈশ্বরের সাক্ষ্য আমরা গোপন করিব না, (করিলে) নিশ্চয় আমরা তখন অপরাধী হইব"*। ১০৬। অনন্তর যদি এই দুইজনের পাপ করিয়া স্বত্ব সমর্থন করার বিষয় ব্যক্ত হয় তবে প্রথম দুইজন যাহাদের সম্বন্ধে স্বত্ব নির্ধারিত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্য হইতে অপর দুইজন সেই দুইজনের স্থানে দণ্ডায়মান হইবে, পরে "তাহারা ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য সেই দুইজনের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য ও আমরা সীমা লঙ্ঘন করি নাই, (করিলে) নিশ্চয় আমরা তখন একান্ত অত্যাচারী হইব।" ১০৭। ইহা, সাক্ষ্যদানে তৎপ্রণালী অনুসারে উপস্থিত হওয়ার অথবা তাহাদের শপথ করার পর শপথ ভঙ্গ ভয়ের নিকটতর, এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং তাঁহার আজ্ঞা

নির্ধারণ করিত যে, যদি আমার পালিত পশুর পুংশাবক হয় তবে আমি তাহা প্রতিমাকে উপহার দিয়া বলিদান করিব, স্ত্রী শাবক হইলে নিজে রাখিব। পুং স্ত্রী দুই শাবক হইলে, স্ত্রীশাবকের সঙ্গে পুংশাবককে তাহারা নিজে রাখিত। তাহাকে উসিলা বলা হইত। এই সমুদায় রীতিই অবিশুদ্ধ। (ত, ফা,)

মালেকের পুত্র তমিমওয়াদি যে একজন ঈসায়ী ছিল, সে একদা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে শামদেশে যাত্রা করিয়াছিল। আসের পুত্র ও ওমরের ভৃত্য বদিল নামক একজন মোসলমান তাহার সঙ্গী হইয়াছিল। যখন ইহারা শামরাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইল তখন বদিল পীড়িত হইয়া পড়িল। মুদ্রা ও তৈজসাদি যাহা যাহা তাহার সঙ্গে ছিল সে এক খণ্ড কাগজে তাহা লিখিয়া একটি আধারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে মুমূর্ষু অবস্থায় তমিমওয়াদিকে বলিয়াছিল যে, তাহার দ্রব্য সামগ্রী যেন তাহার পরিবারের নিকটে পঁহুছাইয়া দেয়। বদিলের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে মূল্যবান্ বস্তু তমিমওয়াদি আত্মসাৎ করিয়া অবশিষ্ট সামগ্রী মদীনানগরে তাহার পরিবারের হস্তে সমর্পণ করে। পরিবার কাগজের লেখানুসারে একটি বস্তু প্রাপ্ত না হইয়া তমিম তাহা অপহরণ করিয়াছে বলিয়া হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করে। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

শ্রবণ কর, এবং দুর্বৃত্ত লোকদিগকে পরমেশ্বর পথ প্রদর্শন করেন না* । ১০৮ । (র, ১৪, আ, ৮)

(স্মরণ কর,) যে-দিন পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষদিগকে একত্র করিবেন, পরে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, "তোমাদিগকে ইহারা কি উত্তর দিয়াছে?" তাহারা বলিবে যে, "আমাদের কোন জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমি গোপনীয় সকল জ্ঞাত" । ১০৯ । যখন পরমেশ্বর বলিবেন যে, "হে মরিয়মের পুত্র ঈসা, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার দান তুমি স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্রাত্মাযোগে সাহায্য করিয়াছিলাম, তুমি দোলায় থাকিয়া (শৈশবকালে) ও মধ্যম বয়সে লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলে, এবং যখন তোমাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও তওরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম ও যখন আমার আজ্ঞানুক্রমে তুমি মৃত্তিকা হইতে পক্ষীমূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলে, অবশেষে তাহাতে ফুৎকার করিলে, পরে আমার আজ্ঞানুসারে পক্ষী হইয়াছিল ও আমার আজ্ঞানুক্রমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করিতেছিলে, এবং যখন তুমি আমার আজ্ঞানুসারে মৃতদিগকে বাহির করিতেছিলে, এবং যখন আমি এস্রায়েল বংশীয়দিগকে তোমা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম,† যখন তুমি তাহাদিগের নিকটে অলৌকিক নিদর্শন সকল উপস্থিত করিলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহারা বলিল, "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে" । ১১০ । এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি (তোমার) প্রচারবন্ধুদিগের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাসী হও, তাহারা বলিয়াছিল যে, "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং এবিষয়ে তুমি (হে ঈসা,) সাক্ষী থাক যে আমরা বিশ্বাসী" । ১১১ । যখন প্রচারবন্ধুগণ বলিল, "হে মরিয়মের পুত্র ঈসা, তোমার প্রতিপালক আমাদের নিকটে স্বর্গ হইতে ভোজ্যপাত্র উপস্থিত করিতে পারেন কি?" সে বলিল, "যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক"‡ । ১১২ । তাহারা বলিল যে, "আমরা তাহা হইতে ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আমাদের অন্তর শান্তিলাভ করিবে এবং আমরা জানিব যে, তুমি আমাদিগকে নিশ্চয় সত্য বলিয়াছ এবং তদ্বিষয়ে আমরা সাক্ষী হইব"$ । ১১৩ । মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, "হে ঈশ্বর, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকটে ভোজ্যপাত্র স্বর্গ হইতে অবতারণ কর, তাহাতে আমাদের জন্য ও আমাদের পূর্ব ও আমাদের অন্ত্য

* অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদিগের সন্দেহ হইলে শপথ করাইবার আদেশ হইল । কেন না শপথ করিলে সাক্ষী ভীত হইয়া প্রথম হইতেই মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবে না । পরে যদি তাহাদের কথায় অসত্য প্রকাশ পায় তবে উত্তরাধিকারী শপথ করিবে । (ত, ফা,)

† "এস্রায়েলবংশীয়দিগকে তোমা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম" অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করিতে দিই নাই । (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ আমাদের জন্য তোমার প্রার্থনায় এরূপ অলৌকিক ব্যাপার হইতে পারে কি-না ? ঈসা বলিলেন, 'ঈশ্বরকে ভয় কর" অর্থাৎ দাসের উচিত নয় ঈশ্বরকে পরীক্ষা করে যে, তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করেন কি-না । (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষায় আমরা প্রার্থনা করিতেছি, অলৌকিক কার্য পরীক্ষা করিবার জন্য নয় । (ত, ফা,)

(মণ্ডলীর) জন্য ঈদ (উৎসব) এবং তোমার সম্বন্ধে নিদর্শন হইবে, এবং আমাদিগকে উপজীবিকা দান কর, তুমি শ্রেষ্ঠ জীবিকা দাতা* । ১১৪। পরমেশ্বর বলিলেন, "নিশ্চয় আমি তাহা তোমাদের প্রতি অবতারণকারী, অনন্তর তোমাদের যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী হইবে পরিশেষে নিশ্চয় আমি তাহাকে এমন শাস্তিদান করিব যে, কোন এক জগদ্বাসীকে সেরূপ শাস্তিপ্রদান করিব না† । ১১৫। (র, ১৫, আ, ৭)

এবং যখন পরমেশ্বর বলিবেন, "হে মরিয়মের পুত্র ঈসা, তুমি কি লোক সকলকে বলিয়াছ যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমাকে ও আমার জননীকে দুই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কর ?" সে বলিবে, "পবিত্রতা তোমারই, যাহা আমার পক্ষে সত্য

* কথিত আছে যে, সেই ভোজ্যপাত্র রবিবাসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতেই আমাদের শুক্রবারের ন্যায় ঈসায়ীদিগের সেই দিবস উৎসব দিন হইয়াছে। (ত, ফা,)

"আমাদের পূর্ব মণ্ডলীর জন্য" অর্থাৎ আমাদের সমকালবর্তী মণ্ডলীর জন্য।

† অনন্তর ঈশ্বর দুই খণ্ড মেঘ প্রেরণ করিলেন। তাহার মধ্যে ভোজ্যজাত পূর্ণ লোহিত বর্ণের ভোজ্যপাত্র ছিল। সেই ভোজ্যপাত্র মেঘের ভিতর হইতে মহর্ষি ঈসার ধর্মবন্ধুদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রেরিতপুরুষ ঈসা তাহা দেখিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "হে আমার পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কৃতজ্ঞ কর।" পরন্তু বলিলেন, "হে ঈশ্বর, এই ভোজ্যপাত্রকে দয়াতে পরিণত কর, শাস্তিতে পরিণত করিও না।" অনন্তর হস্ত পদাদি প্রক্ষালনপূর্বক উপাসনা করিয়া গলদশ্রুনয়নে বলিলেন, "সর্বোত্তম জীবিকাদাতার নামে প্রবৃত্ত হইতেছি" ইহা বলিয়াই ভোজ্য-পাত্র হইতে আবরণ উদ্‌ঘাটন করিলেন, দেখিলেন যে, সুন্দর ভোজ্যপাত্রে ভাজা মৎস্য রহিয়াছে, তাহাতে চর্ম ও অস্থি নাই, তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইতেছে। তাহার মস্তকের নিকটে লবণ ও পুচ্ছের নিকটে অম্লরস এবং চতুর্দিকে নানাপ্রকার শাক তরকারি ছিল। পাঁচ খণ্ড রুটি ভোজ্যপাত্রে স্থাপিত ছিল, তাহার একটিতে তৈল, একটিতে ঘৃত, একটির উপর পনির, একটিতে মধু, একটির উপর শুষ্কমাংস দৃষ্ট হইয়াছিল। এক শিষ্য মহাপুরুষ ঈসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য, ইহা সাংসারিক খাদ্য, না, পারলৌকিক খাদ্য ?" প্রেরিতপুরুষ বলিলেন, "তাহার কিছুই নয়, বরং ইহা এরূপ খাদ্য যে, ঈশ্বর নিজ শক্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে তাহা উপস্থিত, ভক্ষণ কর, কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে সম্পদের বৃদ্ধি হইবে।" শিষ্যগণ বলিলেন, "হে ঈশ্বরপ্রাণ ঈসা, যদি এই অলৌকিক নিদর্শনের সঙ্গে আর একটি অলৌকিকতা প্রদর্শন কর তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস প্রবল হয়।" তখন মহাত্মা ঈসা সেই মৎস্যকে বলিলেন, "জীবিত হও" ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে মৎস্য তৎক্ষণাৎ জীবিত হইল। পুনর্বার তিনি বলিলেন, "পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হও" তাহাতে পুনরায় সেই ভাজামৎস্যরূপে প্রকাশ পাইল। অনন্তর শিষ্যগণ ঈশ্বরের বিভীষিকায় ভীত হইয়া সেই ভোজ্যপাত্র হইতে কিছু ভক্ষণ করিলেন না। মহাত্মা ঈসা ব্যাধিগ্রস্ত দীন-দুঃখী লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "ইহা তোমরা ভক্ষণ কর, ইহা তোমাদের জন্য সম্পদ্ অন্য লোকের জন্য বিপদ্।" তদনুসারে এক সহস্র তিন জন লোক

নহে তাহা আমি বলিব আমার পক্ষে ইহা নহে, যদি আমি তাহা বলিতাম তবে নিশ্চয় "তুমি তাহা জ্ঞাত হইতে ; আমার অন্তরে যাহা আছে তুমি জানিতেছ, এবং তোমার অন্তরে যাহা আছে তাহা আমি জ্ঞাত নহি ; নিশ্চয় তুমি অন্তর্যামী"। ১১৬। "তুমি আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছ 'আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরকে অর্চনা কর' ইহা ব্যতীত আমি তাহাদিগকে বলি নাই ; আমি তাহাদের মধ্যে যে পর্যন্ত ছিলাম তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী ছিলাম ; পরে যখন তুমি আমাকে দেহচ্যুত করিলে তখন তুমি তাহাদিগের সম্বন্ধে রক্ষক ছিলে, এবং তুমি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।" ১১৭। "যদি তাহাদিগকে শাস্তি দান কর তবে নিশ্চয় তাহারা তোমারই ভৃত্য যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত ও নিপুণ।" ১১৮। ঈশ্বর বলিবেন, "এই সেই দিন যে সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্য লাভমান করিবে, তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা সর্বদা থাকিবে, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহারাও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে ;" ইহাই মহা সফলতা। ১১৯। স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১২০। (ব, ১৬, আ, ৫)

সূরা এনাম*

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৬৫ আয়াত, ২০ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সেই পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা যিনি স্বর্গলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন, এবং অন্ধকার ও আলোক উৎপাদন করিয়াছেন।† অতঃপর-কাফেরগণ স্বীয় প্রতিপালকের সহিত সমকক্ষতা করিয়া থাকে। ১। তিনিই যিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, তৎপর মৃত্যু নির্ধারণ করিয়াছেন, এবং এক কাল তাহার নিকটে নির্ধারিত আছে, তৎপর তোমরা সন্দেহ করিতেছে। ২। এবং তিনিই ঈশ্বর যিনি স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছেন, তিনি তোমাদের অন্তর ও তোমাদের বাহ্য জানিতেছেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া

ভোজন করিল। তাহাতে ভোজ্যপাত্রে যাহা ছিল তাহার কিছুই ন্যূন হয় নাই। এমন দরিদ্র ছিল না যে, তাহা ভক্ষণ করিয়া ধনী হয় নাই, এমন রোগী ছিল না যে আরোগ্য লাভ করে নাই। (ত হো,)

* মক্কানগরে এই সূরার আবির্ভাব হয়।

† অগ্নিপূজকেরা বলে যে পরমেশ্বর জ্যোতির স্রষ্টা, শয়তান অন্ধকারের স্রষ্টা। ঈশ্বর বলেন যে, "জ্যোতি ও অন্ধকার উভয় আমি সৃজন করিয়াছি।" অনেকের মতে এই জ্যোতি ও অন্ধকারের অর্থ দিবা ও রাত্রি। (ত, হো,)

থাক তাহা জ্ঞাত আছেন। ৩। এবং তাহাদের প্রতিপালক হইতে নিদর্শন সকলের (এমন) কোন নিদর্শন তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইতেছে না যে, তাহারা তাহার অগ্রাহ্যকারী নহে। ৪। অনন্তর নিশ্চয় সত্যের প্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছে যখন তাহাদের নিকটে তাহা উপস্থিত হইয়াছে, যাহা লইয়া তাহারা উপহাস করিয়া থাকে অবশেষে অবশ্য তাহার সংবাদ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে। ৫। তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্ববর্তী দলের কতক লোককে আমি বিনাশ করিয়াছি ? আমি পৃথিবীতে তাহাদিগকে যেরূপ ক্ষমতাদান করিয়াছিলাম তোমাদিগকে সেরূপ দান করি নাই, এবং আমি তাহাদের উপর বর্ষণকারী মেঘ প্রেরণ ও তাহাদের নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহাদের অপরাধের জন্য তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি. এবং যাহাদের পরে অপর এক সম্প্রদায় উৎপাদন করিয়াছি। ৬। এবং যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতারণ করিতাম তাহারা আপন হস্তে তাহা মর্দন করিত, কাফের লোকেরা অবশ্যই বলিত যে, ইহা স্পষ্ট চক্রান্ত নহে*। ৭। এবং তাহারা বলিত, "কেন তাহার (প্রেরিত পুরুষের) প্রতি দেবতা অবতারিত হইল না ?" যদি আমি দেবতা অবতারিত করিতাম তবে একান্তই কার্যশেষ হইত, তৎপর অবকাশ দেওয়া যাইত না†। ৮। এবং যদি আমি তাহাকে (প্রেরিতকে) দেবতা করিতাম তবে অবশ্যই আমি তাহাকে (আকৃতিতে) মনুষ্য করিতাম এবং তাহারা যেমন (এক্ষণ,) সন্দেহ করিতেছে, একান্তই তাহাদের প্রতি সেরূপ সন্দেহ স্থাপন করিত। ৯। এবং সত্য সত্যই তাহারা তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছিল, যাহা লইয়া উপহাস করিতেছিল পরে উহা তাহাদিগ হইতে সেই উপহাসকারিগণকে আসিয়া ঘেরিল। ১০। (র, ১ আ, ১০)

তুমি বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তৎপর দেখ অসত্যবাদীদিগের পরিণাম কেমন হইয়াছে। ১১। বল, স্বর্গলোকে ও ভূলোকে যাহা আছে তাহা কাহার ? বল, ঈশ্বরের, তিনি স্বীয় অন্তরেতে দয়া লিখিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তোমাদিগকে কেয়ামতের দিনে সংগ্রহ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; যাহারা আপন জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে পরিশেষে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না। ১২। এবং দিবা রজনীতে যাহা স্থিতি করিতেছে তাহা তাঁহারই হয় ; তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১৩। বল, স্বর্গ-মর্তের স্রষ্টা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি অন্য বন্ধু গ্রহণ

* নজর ও নওফল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল যে, "হে মোহম্মদ, যে পর্যন্ত চারিজন দেবতা স্বর্গ হইতে পুস্তক লিখিয়া আনয়ন না করে ও তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত এই কথা সেই পুস্তকে লেখা না থাকে, এবং এরূপ সাক্ষ্য না দেয় যে, এই গ্রন্থ ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমার নিকটে উপস্থিত করিলাম, সে পর্যন্ত তোমাকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

যাহার ভাগ্যে উপদেশ নাই তাহার সন্দেহ কখনও দূর হয় না।

† তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিনাশের আজ্ঞা প্রচার হইত। অর্থাৎ মনুষ্য দেবতাকে দেবতার আকারে দর্শন করিতে সমর্থ নহে। সেই অবস্থায় দেখিলে তাহাদের প্রাণের বিয়োগ হয়। এ জন্য দেবতাগণ পৃথিবীতে ঈশ্বরকর্তৃক মনুষ্যাকারে প্রকাশিত হন। (ত, হো,)

করিতেছ ? তিনি অন্ন দান করেন ও অন্নগ্রহীতা নহেন, বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, মোসলমান হইয়াছে এমন এক প্রথম ব্যক্তি হইব, এবং (আদেশ হইয়াছে) তুমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত হইও না। ১৪। বল, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে অবাধ্যতাচরণ করি তবে নিশ্চয় মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি। ১৫। সেই দিবস যাহা হইতে (শাস্তি) নিবৃত্ত রাখা হইবে নিশ্চয় তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন, এবং ইহাই স্পষ্ট মনোরথ সিদ্ধি। ১৬। এবং যদি ঈশ্বর তোমাকে ক্লেশ দান করেন তবে তিনি ব্যতীত তাহার নিবারণকারী নাই। এবং যদি তিনি তোমার প্রতি কল্যাণ বিধান করেন তবে তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১৭। এবং তিনি স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রান্ত ও তিনি নিপুণ ও জ্ঞাতা। ১৮। জিজ্ঞাসা কর, কোন্ বস্তু সাক্ষ্যদান বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ? তুমি বল, "তোমাদের ও আমার মধ্যে ঈশ্বরই সাক্ষী ; তিনি এই কোরআন আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যেন এতদ্দ্বারা আমি তোমাদিগকে ও যাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করি, তোমরা কি সাক্ষ্য দান করিতেছ যে, পরমেশ্বরের সঙ্গে অপর পরমেশ্বর সকল আছে ?" তুমি বল, "আমি সাক্ষ্য দান করি না," বল, 'তিনি একমাত্র পরমেশ্বর ইহা ভিন্ন নহেন, এবং তোমরা যে অংশী নির্ধারণ করিয়া থাক নিশ্চয় আমি তাহা হইতে বিমুখ আছি"। ১৯। যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি তাহারা আপন সন্তানদিগকে যেরূপ জ্ঞাত তদ্রূপ ইহা জ্ঞাত, যাহারা আপন জীবনের অনিষ্ট করিয়াছে তাহারা বিশ্বাস করে না। ২০। (র, ২, আ, ১৮)

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে অথবা তাঁহার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী ? নিশ্চয় অত্যাচারিগণ উদ্ধার পাইবে না। ২১। এবং (স্মরণ কর,) যে দিন আমি একযোগে তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিব, তৎপর অংশিবাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে, তোমাদের সেই অংশিগণ কোথায়, তোমরা যাহাদের বিষয়ে স্পর্ধা করিতে ?। ২২। তৎপর তাহারা এই বলিবে যে, "আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরের শপথ, আমরা অংশীবাদী ছিলাম না", এতদ্ভিন্ন তাহাদের জন্য ছলনা থাকিবে না। ২৩। দেখ, তাহারা, আপন জীবন-সম্বন্ধে কেমন অসত্য বলে ও যাহা কিছু (তাহারা অংশীত্ববিষয়ে) আরোপ করিতেছিল তাহাদিগ হইতে উহা দূরীভূত হইয়াছে। ২৪। তাহাদের কেহ কেহ তোমার (কথার) প্রতি কর্ণ স্থাপন করে, আমি তাহাদের মনের উপর আবরণ ও তাহাদের কর্ণেতে গুরু ভার স্থাপন করিয়াছি যেন তাহারা তাহা বুঝিতে না পারে, এবং যদিচ তাহারা সমুদায় অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, এতদূর যে যখন তাহারা তোমার নিকটে উপস্থিত হয় তোমার সঙ্গে বিরোধ করে, কাফের লোকেরা বলে, "ইহা পূর্বতন উপন্যাস ভিন্ন নহে"*। ২৫। এবং তাহারা তাহা হইতে (প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য

* একদা আবু-সুফিয়ান ও অলিদ এবং আত্বা প্রভৃতি কতিপয় ধর্মবিরোধী লোক মস্জেদোল্ হরামের এক পার্শ্বে বসিয়া হজরত যে কোরআন পাঠ করিতেছিলেন তাহা শ্রবণ করিতেছিল। তথায় হারেসের পুত্র নজরও ছিল। সে প্রাচীন বৃত্তান্ত সকল জ্ঞাত ছিল। তখন আবু-সুফিয়ান প্রভৃতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, মোহম্মদ যাহা পাঠ করিতেছে তাহা কিরূপ ? সেই দুরাত্মা বলিল, সে যে কি বলিতেছে আমি তাহা বুঝিতেছি না, সে কেবল

হইতে) সকলকে নিবৃত্ত করিতেছে ও তাহা হইতে নিজেরাও দূরে পড়িতেছে, তাহারা স্বীয় জীবন বৈ বিনাশ করিতেছে না, এবং বুঝিতেছে না। ২৬। এবং যখন তাহাদিগকে অগ্নির উপর দণ্ডায়মান করা হইবে, যদি তুমি দেখ (আশ্চর্যান্বিত হইবে,) তখন তাহারা বলিবে, "হায়! যদি আমরা ফিরিয়া যাই তবে স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি আর অসত্যারোপ করিব না ও বিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত হইব"। ২৭। তাহারা পূর্বে যাহা গোপন করিতেছিল বরং তাহাদের জন্য তাহা প্রকাশিত হইল, এবং যদি তাহারা ফিরিয়া যায় যাহা নিষেধ করা হইয়াছে অবশ্যই তাহাতে পুনঃ প্রবৃত্ত হইবে ও নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী*। ২৮। এবং তাহারা বলিয়াছে যে, ইহা পার্থিব জীবন ভিন্ন নহে, আমরা সমুত্থাপিত হইব না। ২৯। এবং যখন তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান করা হইবে, যদি দেখ (বিস্মিত হইবে) তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, "ইহা কি সত্য নহে?" তাহারা বলিবে, "আমাদের প্রতিপালকের শপথ, অবশ্য;" তিনি বলিবেন, "ধর্মদ্রোহী ছিলে বলিয়া অনন্তর শাস্তিরস আস্বাদন কর।" ৩০। (র, ৩, আ, ১০)

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলনবিষয়ে যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা অনিষ্ট করিয়াছে, এতদূর যে, যখন তাহাদের নিকটে অকস্মাৎ কেয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে, "হায়! ইহাতে আমরা যে ত্রুটি করিয়াছি তজ্জন্য আমাদের প্রতি আক্ষেপ," এবং তাহারা আপন পৃষ্ঠে আপনাদের ভার বহন করিবে। জানিও যাহা তাহারা বহন করিবে তাহা অশুভ। ৩১। এবং পার্থিব জীবন ক্রীড়া আমোদ ভিন্ন নয়, অবশ্য ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য পরলোক কল্যাণের আলয়, তোমরা কি বুঝিতেছ না? ৩২। নিশ্চয় আমি জানিতেছি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে একান্তই তোমাকে তাহা দুঃখিত করিতেছে, অবশেষে নিশ্চয় তাহারা তোমার প্রতি কেবল অসত্যারোপ করিতেছে না বরং অত্যাচারী লোকেরা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করিতেছে। ৩৩। এবং সত্যসত্যই তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিতগণের প্রতি অসত্যারোপিত হইয়াছিল, অবশেষে যে সকল অসত্যারোপ ও ক্লেশ দান করা হইয়াছিল আমার আনুকূল্য তাহাদের প্রতি উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, অপিচ ঈশ্বরের বাক্য সকলের পরিবর্তনকারী কেহই নয়, এবং সত্যসত্যই প্রেরিত পুরুষদিগের অনেক সংবাদ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ৩৪। যদি তাহাদিগের উপেক্ষা তোমার সম্বন্ধে কঠিন হইয়া থাকে তবে যদি পার ভূমিতে ছিদ্র অথবা

অধরোষ্ঠ নাড়িতেছে ও প্রাচীন উপন্যাস পড়িতেছে। তাহাতেই এই আয়াতের আবির্ভাব হয়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কাফেরগণ নরকের পার্শ্বে উপস্থিত হইলে আজ্ঞা হইবে, স্থির হও। তাহাতে তাহারা বলিবে যে, হয়তো আমাদিগকে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এবার আমরা ফিরিয়া গেলে বিশ্বাসী হইব। এতদুপলক্ষে তখন ঈশ্বর বলিবেন যে, "আমি এ উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে দণ্ডায়মান রাখি নাই, বরং তাহারা যে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে এই উপায়ে তাহাদের মুখ দিয়া তাহা স্বীকার করাইয়া লইলাম। যেহেতু তাহারা যে অংশীবাদী ছিল প্রথমে তাহা অস্বীকার করিয়াছে। (ত, ফা,)

আকাশে সোপান অন্বেষণ করিবে, পরে তাহাদের নিকটে কোন অলৌকিক নিদর্শন উপস্থিত করিবে, ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনে একত্রিত করিতেন, অবশেষে কখনও তুমি মূর্খদিগের অন্তর্গত হইও না*। ৩৫। যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা গ্রাহ্য করে, ইহা ভিন্ন নহে, এবং মরিলে ঈশ্বর তাহাদিগকে জীবিত করেন, তৎপর তাঁহার দিকে তাহারা প্রত্যাগত হইবে। ৩৬। এবং তাহারা বলিল, "কেন তাহার প্রতি তাহার ঈশ্বর হইতে কোন নিদর্শন অবতারিত হইল না?" তুমি বল, নিশ্চয় ঈশ্বর কোন নিদর্শন অবতারণে সক্ষম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোকেই বুঝিতেছে না। ৩৭। পৃথিবীতে কোন জীব এবং আপন পক্ষপুটযোগে উড্ডীন হয় কোন পক্ষী তোমাদের সদৃশ মণ্ডলী ভিন্ন নহে, আমি গ্রন্থে কোন বিষয়ে ত্রুটি করি নাই, তৎপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে সকলে সমবেত হইবে†। ৩৮। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছে তাহারা মহা অন্ধকারে বধির ও মূক; ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সরল পথে স্থাপন করেন। ৩৯। জিজ্ঞাসা কর, তোমরা দেখিয়াছ কি? যদি তোমাদের নিকটে ঈশ্বরের শাস্তি উপস্থিত হয় অথবা তোমাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হয়, তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি (অন্যজনকে) ডাকিবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (বল)। ৪০। বরং তাঁহাকেই ডাকিবে, তাঁহার নিকটে তোমরা যে বিষয়ের (মুক্তির জন্য) প্রার্থনা করিবে তিনি ইচ্ছা করিলে পরে তাহা মোচন করিবেন, তোমরা যাহা অংশী নির্ধারিত করিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাইবে। ৪১। (র, ৪; আ, ১১)

এবং সত্যসত্যই তোমার পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সকলের প্রতি আমি (তত্ত্ববাহক) প্রেরণ করিয়াছি, পরে তাহাদিগকে আমি রোগ ও দরিদ্রতা দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি যেন তাহারা সকাতরে প্রার্থনা করে। ৪২। অবশেষে যখন তাহাদের প্রতি আমার শাস্তি উপস্থিত হইল তখন কেন তাহারা সকাতরে প্রার্থনা করিল না? কিন্তু তাহাদের মন কঠিন হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহারা যাহা করিতেছিল শয়তান তাহাদের জন্য তাহা শোভাযুক্ত করিয়াছিল। ৪৩। পরন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল যখন তাহা বিস্মৃত হইল তখন আমি তাহাদিগের প্রতি প্রত্যেক বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করিলাম, এ পর্যন্ত যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল তখন তাহাতে তাহারা আনন্দিত হইয়া উঠিল, আমি একেবারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম, তখন

* কাফের লোকেরা ভাবিত যখন ইনি একজন ধর্মপ্রবর্তক তখন সর্বদা ইঁহার সঙ্গে কোন অলৌকিক নিদর্শন থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে সকলে দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারে। হয় ত হজরত মনে মনে তাহাও চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই এই ভাবের আয়াত অবতীর্ণ হইল। যথা—ঈশ্বরের অনুগত হইয়া থাক, তিনি আবশ্যক বোধ করিলে নিদর্শন ব্যতিরেকে সকলের মন ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতেন। (ত, ফা,)

† স্থলচর ও ব্যোমচর জীব তোমাদের দলের ন্যায়, অর্থাৎ তাহারা মানবমণ্ডলী-সদৃশ জন্ম ও জীবনধারণের এবং মৃত্যুর অধিকারী, অথবা ঈশ্বরের স্তুতি বন্দনায় প্রবৃত্ত। "আমি পুস্তকে কোন বস্তুকে উপেক্ষা করি নাই," "সৃজনেচ্ছারূপ গ্রন্থে কাহাকেও পরিত্যাগ করি নাই।" (ত, হো,)

অকস্মাৎ তাহারা নিরাশ হইল*। ৪৪। অনন্তর যাহারা অত্যাচার করিতেছিল সেই দলের মূল ছিন্ন হইল, বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা। ৪৫। জিজ্ঞাসা কর, দেখিয়াছ কি? যদি ঈশ্বর তোমাদের কর্ণ ও তোমাদের চক্ষু প্রত্যাহার করেন, এবং তোমাদের মনের উপর মোহর (মন বন্ধ) করেন সেই ঈশ্বর ব্যতীত কোন্ ঈশ্বর আছে যে, তোমাদিগকে তাহা আনিয়া দেয়? তুমি দেখ (হে মোহম্মদ,) কেমন বিবিধ নিদর্শন সকল আমি ব্যক্ত করিতেছি, অতঃপর তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। ৪৬। বল, তোমরা কি দেখিয়াছ যদি ঈশ্বরের শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যরূপে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, অত্যাচারী দল ব্যতিরেকে কে বিনষ্ট হইবে? ৪৭। এবং আমি সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক ব্যতীত তত্ত্ববাহক প্রেরণ করি নাই, তবে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে পরিশেষে তাহাদের প্রতি ভয় নাই, এবং তাহারা শোকার্ত হইবে না। ৪৮। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে মিথ্যা বলিয়াছে, অসদাচারী ছিল বলিয়া তাহাদিগকে শাস্তি পাইতে হইবে। ৪৯। তুমি বল যে, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, আমার নিকটে ঈশ্বরের ভাণ্ডার রহিয়াছে ও আমি গুপ্ত বিষয় জানিতেছি, এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে আমি দেবতা, আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হয় তদ্ব্যতিরেকে (অন্য কিছুর) আমি অনুসরণ করি না; তুমি বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ কি তুল্য? অনন্তর তোমরা কি ভাবিতেছ না?† ৫০। (র, ৫; আ, ১১)

এবং যাহারা ভীত আছে যে, আপন প্রতিপালকের অভিমুখে একত্রীকৃত হইতে হইবে, তুমি তাহাদিগকে ইহা দ্বারা (কোরআন দ্বারা) ভয় প্রদর্শন কর, তাহাদের তিনি ব্যতীত বন্ধু নাই, শুভাকাঙ্ক্ষী নাই, তাহাতে তাহারা ধর্মভীরু হইবে। ৫১। এবং যাহারা প্রাতঃ-সন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাঁহার আনন অন্বেষণ করে তুমি তাহাদিগকে দূর করিও না, তাহাদের গণনা কিছুই তোমার নিকটে নাই, এবং তোমার কোন গণনা তাহাদিগের নিকটে নাই, অতএব তাহাদিগকে দূর করিলে তুমি অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইবে‡। ৫২। এবং এই প্রকার আমি পরস্পরকে পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, "ইহারাই কি যে আমাদের মধ্যে হইতে ইহাদের প্রতি ঈশ্বর উপকার সাধন করিয়াছেন?" (ঈশ্বরের

* অর্থাৎ যখন তাহারা বিপদ্ পরীক্ষায় শিক্ষালাভ করিল না, তখন ঈশ্বর সুখ-সম্পদ দ্বারা পরীক্ষা করেন, সেই সুখ-সম্পদে তাহারা মত্ত হয়, পরে বিষম শাস্তি পায়। প্রত্যেক বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করার অর্থ নানা বিষয়ের সুখ দান করা। (ত, হো,)

† তত্ত্ববাহক মনুষ্য ভিন্ন নহে, তাঁহার দ্বারা অসাধ্য কার্য হইতে পারে না, তাঁহার নিকটে তাহা প্রার্থনা করা উচিত নয়। অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এ দুইয়ে যেরূপ প্রভেদ, সাধারণ মনুষ্য ও তত্ত্ব-বাহকে সেইরূপ প্রভেদ। তত্ত্ববাহক চক্ষুষ্মান্ লোক সদৃশ। (ত, ফা,)

‡ কাফেরদিগের কোন কোন দলপতি হজরতকে বলিয়াছিল যে, "তোমার উপদেশ শ্রবণ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে একাসনে সামান্য লোকেরা উপবেশন করে, তাহাদের সহিত আমরা তুল্যাসনে বসিতে পারি না। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা,)

উক্তি) ঈশ্বর কি কৃতজ্ঞ লোকদিগের সবিশেষ জ্ঞাতা নহেন ? ৫৩। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা যখন তোমার নিকটে উপস্থিত হয় তুমি বলিও, "তোমাদের প্রতি সেলাম, তোমাদের প্রতিপালক আপন অন্তরে অনুগ্রহ লিখিয়াছেন যে, যে কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ পাপ করিয়াছে, পরন্তু তাহার পর অনুতাপ ও সৎকর্ম করিয়াছে (সে ক্ষমা পাইবে,) যেহেতু নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৫৪। এবং এইরূপে আমি বিভিন্নভাবে নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিতেছি, তাহাতে অপরাধীদিগের পথ প্রকাশ পাইবে*। ৫৫। (রা, ৬ ; আ, ৫)

বল, তোমরা পরমেশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে অর্চনা করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছি ; বল, আমি তোমাদিগের ইচ্ছার অনুসরণ করিতেছি না, (করিলে) নিশ্চয় তখন বিপথগামী হইব ও আমি পথপ্রাপ্তদিগের অন্তর্গত হইব না। ৫৬। বল, নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের উজ্জ্বল প্রমাণের উপরে আছি, এবং তোমরা তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়াছ, তোমরা যাহা (যে শাস্তি) সত্বর চাহিতেছ তাহা আমার নিকটে নাই, ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) কর্তৃত্ব নাই, তিনি সত্য বর্ণনা করেন ও তিনি মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৫৭। বল, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা যদি আমার নিকটে থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে অবশ্য কার্য নিষ্পত্তি হইত, এবং পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগের বিশেষ জ্ঞাতা। ৫৮। এবং তাঁহার নিকটে গুপ্ত বিষয়ের কুঞ্জিকা সকল আছে, তিনি ব্যতীত তাহা কেহ জানে না ; এবং তিনি অরণ্যে ও সমুদ্রে যাহা আছে তাহা জানিতেছেন, এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন বৃক্ষপত্র ও পৃথিবীর অন্ধকারে কোন শস্যকণিকা পতিত হয় না ও গ্রন্থ প্রকাশিত ভিন্ন কোন সরস ও কোন শুষ্ক বিষয় নাই†। ৫৯। এবং তিনিই যিনি রজনীতে তোমাদিগের প্রাণ হরণ করেন ও তোমরা দিবসে যাহা উপার্জন কর তাহা জ্ঞাত হন, তৎপর তাহাতে (দিবসে) উত্থাপিত করেন যেন (জীবনের) নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়, তৎপর তাঁহার দিকে তোমাদিগের গতি, তদনন্তর তোমরা যাহা করিতেছিলে তিনি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দিবেন‡। ৬০। (রা, ৭ ; আ, ৫)

এবং তিনি আপন দাসদিগের উপর পরাক্রান্ত ও তিনি তোমাদিগের নিকটে (দেবতারূপ) রক্ষক প্রেরণ করেন, এ পর্যন্ত যে, যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় আমার প্রেরিতগণ তাহার প্রাণ হরণ করে, এবং তাহারা ত্রুটি করে না$। ৬১। তৎপর তাহাদের সত্য প্রভু পরমেশ্বরের নিকটে তাহারা প্রত্যানীত

* অপরাধীদিগের পথ প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝা যাইবে।

† পৃথিবীর অন্ধকারে শস্যকণিকা পতিত হওয়ার অর্থ মৃত্তিকাগর্ভে বীজ স্থাপিত হওয়া। এ স্থলে গ্রন্থের অর্থ সংরক্ষিত সৃজনী শক্তি।

‡ "রজনীতে তোমাদের প্রাণ হরণ করেন" ইহার অর্থ রাত্রিতে ঈশ্বর তোমাদিগকে নিদ্রিত করেন। "দিবসে উত্থাপিত করেন" অর্থাৎ দিবাভাগে জাগরিত করেন। তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে জানাইবেন। (ত, হো,)

$ যে সকল দেবতা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজীবনের ক্রিয়া লিখিয়া রাখেন তাঁহাদিগকে রক্ষক বলা হইয়াছে। রক্ষক প্রেরণের উদ্দেশ্যে এই যে, কেয়ামতে

হয়, জানিও তাঁহারই কর্তৃত্ব এবং তিনি সত্বর সংক্ষ্যান-সন্ধায়ী। ৬২। বল, প্রান্তর ও সাগরের অন্ধকার হইতে কে তোমাদিগকে উদ্ধার করে ? তোমরা উচ্চৈঃস্বরে ও গোপনে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া থাক, (বলিয়া থাক) যদি তিনি ইহা হইতে আমাদিগকে মুক্তি দান করেন তবে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত হইব। ৬৩। বল, ঈশ্বর তোমাদিগকে তাহা হইতে ও সমুদায় দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন, তৎপর তোমরা অংশী স্থাপন করিয়া থাক। ৬৪। বল, তিনি তোমাদের উপর হইতে কিংবা পদতল হইতে তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিতে অথবা দলে দলে সম্মিলিত করিতে ও পরস্পরকে সংগ্রামের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে সমর্থ, দেখ, আমি কেমন বিবিধ নিদর্শন ব্যক্ত করিতেছি, সম্ভবতঃ তাহারা জ্ঞান লাভ করিবে*। ৬৫। তোমার জ্ঞাতিগণ তাহা মিথ্যা বলিয়া থাকে, (কিন্তু) তাহা সত্য ; তুমি বল, আমি তোমাদের সম্বন্ধে রক্ষক নহি†। ৬৬। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারিত আছে, অবশ্য তোমরা জানিতে পাইবে‡। ৬৭। যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ যে আমার নিদর্শনাবলী-বিষয়ে বিচার করে, পরে যে পর্যন্ত তদ্ব্যতীত অন্য কথার বিচারে প্রবৃত্ত না হয় সে পর্যন্ত তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ থাক, এবং যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করে তবে স্মরণ হইলে পর অত্যাচারী-দলের সঙ্গে বসিও না। ৬৮। যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছে তাহাদের প্রতি তাহাদের (কাফেরদিগের) কোন গণনা নাই, কিন্তু উপদেশ দান করা (বিহিত,) ভরসা যে, তাহারা ধর্মভীরু হইবে$। ৬৯। এবং যাহারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও আমোদ-

অপদস্থ হওয়ার ভয়ে লোকে পাপ কার্যে উৎসাহী হইবে না। প্রেরিতগণ তাহার প্রাণ হরণ করে, অর্থাৎ শমন ও তাঁহার অনুচরগণ লোকের প্রাণ হরণ করে। তাঁহারা চৌদ্দ জন দেবতা। তাঁহাদের সাত জন দয়ার দেবতা, অপর সাত জন শাস্তির দেবতা। শমন বিশ্বাসীদিগের প্রাণ হরণ করিয়া দয়ার দেবতাদিগের হস্তে ও কাফেরদিগের প্রাণ হরণ করিয়া শাস্তির দেবতাদিগের হস্তে সমর্পণ করেন। (ত, হো,)

* উপর হইতে শাস্তি, যথা নূহীয় সম্প্রদায়ের উপর ঝটিকা ও লূতীর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণ হইয়াছিল। পদতল হইতে শাস্তি যথা ফেরাউনের জলমগ্ন অথবা কারূণকে ভূগর্ভে নিহিত হইতে হইয়াছিল। (ত, হো,)

† "তাহা মিথ্যা বলিয়া থাকে" অর্থাৎ কোরেশগণ শাস্তিকে বা কোরআনকে মিথ্যা বলিয়া থাকে। কিন্তু "তাহা" সত্য অর্থাৎ সেই শাস্তি বা গ্রন্থ সত্য। (ত হো,)

‡ প্রত্যেক বস্তুর অথবা প্রত্যেক কার্যের দণ্ড ও পুরস্কারের সময় নির্ধারিত আছে, সেই নির্ধারিত সময়ে তাহা উপস্থিত হয়। (ত, হো,)

$ যখন মোসলমানগণ পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে উপবেশন করিতেন তখন পৌত্তলিকগণ কোরআনের প্রতি দোষারোপ করিত ও তাহার কোন উক্তি লইয়া উপহাস বিদ্রূপ করিতে প্রবৃত্ত হইত। তাহাতে ঈশ্বর আদেশ করিলেন, যখন দেখিবে যে, বিরোধী লোকেরা কোরআনকে অসত্য বলে ও তাহার বিচার করে তখন তাহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। মোসলমানগণ প্রেরিত পুরুষের নিকটে নিবেদন করিলেন, "কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ ও তাহার ভিতরে উপবেশন আমাদের পক্ষে আবশ্যক, বিরোধিগণও সেই মসজেদে উপস্থিত হয় ও

রূপে গ্রহণ করিয়াছে, এবং সাংসারিক জীবন যাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে তাহাদিগকে তুমি ছাড়িয়া দেও, এবং যে ব্যক্তি যাহা করিয়াছে সে তজ্জন্য যে মৃত্যু-গ্রস্ত হইবে ইহাদ্বারা (কোরআন দ্বারা) উপদেশ দেও ; ঈশ্বর ব্যতীত তাহার বন্ধু নাই ও শুভাকাঙ্ক্ষী নাই ; এবং যদি সে প্রত্যেক বিনিময় বিনিময়রূপে দান করে তাহা গৃহীত হইবে না, এই ইহারাই তাহারা যে যাহা করিয়াছে তজ্জন্য মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা কাফের হইয়াছে বলিয়া তাহাদের পানীয় উষ্ণজল ও শাস্তি দুঃখ-জনক। ৭০। (র, ৮ ; আ, ১০)

বল, আমরা কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সেই বস্তুকে আহ্বান করিব যাহা আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করিতে পারে না? এবং ঈশ্বর যখন আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার পরে কি আমরা শয়তান যাহাকে পৃথিবীতে অস্থির করিয়া বিপথে ফেলিয়াছে তাহার ন্যায় পশ্চাৎপদ হইয়া প্রত্যাবর্তিত হইবে? তাহার জন্য বন্ধুগণ আছে তাহারা তাহাকে সৎপথের দিকে আহ্বান করিয়া থাকে যে, আমাদের নিকটে আগমন কর ; বল, নিশ্চয় ঈশ্বরের উপদেশ সেই উপদেশ, এবং বিশ্বপালকের অনুগত হইতে আমরা আদিষ্ট হইয়াছি*। ৭১। এবং (আদেশ হইয়াছে) যে, তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও তাঁহাকে ভয় কর, এবং তিনিই যাঁহার দিকে তোমরা সমবেত হইবে। ৭২। এবং তিনিই যিনি বস্তুতঃ স্বর্গ-মর্ত্য সৃজন করিয়াছেন, যে দিন বলেন "হও" তাহাতেই হয়। ৭৩। তাঁহার বাক্য সত্য এবং যে দিন সুরবাদ্যের ধ্বনি হইবে সেই দিনে তাহারই রাজত্ব,† তিনি অন্তর্বাহ্যজ্ঞাতা এবং তিনি নিপুণ ও তত্ত্বজ্ঞ। ৭৪। অপিচ (স্মরণ কর,) যখন এব্রাহিম স্বীয়

তাহারা সর্বদা কোরআন ও কোরআনে বিশ্বাসী লোকদিগের সম্বন্ধে উপহাস বিদ্রূপ করে, তখন আমরা তাহাদের সভা হইতে চলিয়া যাইতে পারি না, তাহাদিগকেও উপহাস নিন্দা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে অক্ষম, ইহার উপায় কি?" তাহাতে এ আয়াত প্রকাশ পায় যে, ধর্মভীরুগণ কাফেরদিগের অধর্মাদির গণনা ও অনুসন্ধান করিবেন না, তাহাদিগকে দুষ্কর্ম ও দুর্বাক্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য উপদেশ দিবেন। (ত, হো,)

* মনুষ্যকে সদ্বন্ধুগণ সৎপথে আসিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, আমাদের দিকে এস ; কিন্তু দৈত্যগণ আপনাদের দিকে আহ্বান করে। সেই ব্যক্তি কি করিবে স্থির করিয়া উঠিতে পাবে না। সে শয়তানের কথা গ্রাহ্য করিলে মৃত্যুর আবর্তে পতিত হয়। বন্ধুদিগের উপদেশ অনুসারে চলিলে মুক্তির রাজ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মবিরোধী হইয়াছে তাহাকে যেন শয়তান বণিক্‌দলস্বরূপ বিশ্বাসিদল হইতে হরণ করিয়া ভয়ঙ্কর প্রান্তরে আনিয়া ফেলিয়াছে। সহচর বণিক্‌গণ অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ তাহাকে সৎপথে অর্থাৎ ধর্মপথে আসিতে আহ্বান করেন, এদিকে দৈত্য ছলনা করিয়া অধর্মের প্রান্তরে আকর্ষণ করে। সেই পথিক যদি বণিকদিগের নিকটে ফিরিয়া যায় তবে তাহাদের দলভুক্ত হইয়া সুখে থাকিতে পারে। দৈত্যের সঙ্গী হইয়াই ধর্মবিরোধী পাষণ্ড হয়। "ঈশ্বরের উপদেশই সেই উপদেশ", অর্থাৎ এস্‌লাম ধর্মই ঈশ্বরের ধর্ম, সেই সত্যধর্ম। (ত, হো,)

† সুর শিঙ্গা বাদ্য বিশেষ, প্রলয়কালে তিনবার সুর বাজিবে। ইহার বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। (ত, হো,)

পিতা আজরকে বলিল, "তুমি কি পুত্তলিকাকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিতেছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট বিপথগামী দেখিতেছি*। ৭৫। এবং এইরূপে আমি এব্রাহিমকে পৃথিবী ও স্বর্গ রাজ্য প্রদর্শন করিয়াছিলাম যেন সে বিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত হয়†। ৭৬। অনন্তর পরে যখন তাহার সম্বন্ধে রাত্রি

* অর্থাৎ মক্কাবাসিগণ এব্রাহিমের সন্তান বলিয়া গর্ব করিয়া থাকে। তাহাদের জন্য হে মোহম্মদ, তুমি এব্রাহিমের চরিত্র স্মরণ কর, তাহাদের উচিত যে ঈশ্বরের একত্ব ও যথার্থ পূজা বিষয়ে এব্রাহিমের অনুসরণ করে। (ত, হো,)

† পুরাকালে বাবেল নগরে নেমরূদ নামক একজন ভুবনবিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি একদিন রজনীতে স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটি নক্ষত্র আকাশে উদিত হইয়া স্বীয় জ্যোতিতে চন্দ্র-সূর্যকে পরাজিত করিয়াছে। প্রাতঃকালে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের নিকটে স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে তাহারা স্বপ্নের এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলেন যে, এ বৎসর বাবেল রাজ্যে একজন মহাতেজস্বী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি মহারাজের প্রাণ হরণ করিয়া রাজত্ব অধিকার করিবেন। এক্ষণ পর্যন্ত মাতৃগর্ভে সেই সন্তানের সঞ্চার হয় নাই। ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের মুখে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া নেমরূদ ভীত ও চিন্তিত হইলেন। রাজ্য-মধ্যে কোন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে না পারে তাহার বিহিত উপায় বিধান করিলেন, গ্রামে গ্রামে প্রহরী সকল নিযুক্ত রাখিলেন। আজর নামক এক ব্যক্তি নেমরূদের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি একদিন রজনীতে গোপনে স্বীয় ভার্যা আদনার সঙ্গে মিলিত হন, তাহাতে আদনার গর্ভসঞ্চার হয়। প্রাতঃকালে ভবিষ্যবক্তাগণ আসিয়া নেমরূদকে জ্ঞাপন করিলেন যে, গত রজনীতে সেই বালক গর্ভস্থ হইয়াছে। নেমরূদ এতৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া এক এক জন গর্ভবতী নারীর উপর এক স্ত্রীকে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করিলেন, যেন তাহারা প্রসবকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে ও পুত্র প্রসূত হইলেই তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলে। তখন নিয়োজিত নারিগণ পরীক্ষা করিয়া আদনার কোন গর্ভের লক্ষণ বুঝিতে পারিল না, অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পুনর্বার কেহই তাহার প্রতি মনোযোগ বিধান করিল না। প্রসবকাল উপস্থিত হইলে পুত্র প্রসূত হইয়া বা রাজকিঙ্করীকর্তৃক বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে আদনা নগরের বাহিরে এক পর্বত-গুহায় চলিয়া যান। তথায় এক গর্তে এব্রাহিমকে প্রসব করেন। তিনি পুত্রকে বস্ত্রাবৃত করিয়া গর্তে রাখিয়া দেন, এবং প্রস্তরখণ্ড দ্বারা দ্বার বন্ধ করিয়া রাখেন। পরে গৃহে যাইয়া স্বামীকে বলেন যে, "প্রহরিগণের ভয়ে প্রান্তরে যাইয়া সন্তান প্রসব করিয়াছি, পুত্র জন্মিয়াছিল, ভূমিষ্ট হইয়াই মরিয়া গিয়াছে। তাহাকে মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করিয়াছি।" আজর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিলেন না। তৎপর একদিন আদনা গর্তে যাইয়া দেখেন যে, পুত্রটি অঙ্গুলি চোষণ করিতেছে, সেই অঙ্গুলি হইতে তাহার মুখে দুগ্ধ ও মধু নিঃসৃত হইতেছে। (কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিদিন আদনা যাইয়া স্তন্য দান করিয়া আসিতেন।) আদনা সন্তানটিকে দেখিয়া প্রফুল্লমনে নগরে চলিয়া আসেন। বালক অলৌকিকভাবে সত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সুশ্রী ও সবল হইয়া উঠিলেন। একদিন আদনা আজরকে বলিলেন যে, "আমি পুত্রের মৃত্যুর কথা তোমাকে মিথ্যা বলিয়াছি। দেখ আসিয়া পুত্র পরম রূপবান ও বলবান হইয়া গর্তে বিরাজ করিতেছে।" এই বলিয়া তিনি আজরকে সঙ্গে করিয়া গর্তে

অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল সে একটি নক্ষত্রকে দেখিয়া বলিল, "ইহাই আমার প্রতিপালক"; পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল তখন বলিল, "আমি অস্তগামী বস্তু সকলকে প্রেম করি না" । ৭৭ । অনন্তর যখন চন্দ্রমাকে সমুদিত দেখিল, সে বলিল, "ইহাই আমার প্রতিপালক"; পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল, বলিল, "যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি বিপথগামী দলের অন্তর্গত অবশ্যই হই" । ৭৮ । অনন্তর যখন সূর্যকে সমুদিত দেখিল, সে বলিল; ইহাই আমার প্রতিপালক, ইহাই শ্রেষ্ঠ"; পরে যখন তাহা অস্তমিত হইল সে বলিল, "হে আমার জ্ঞাতিগণ, তোমরা যে অংশী স্থাপন কর নিশ্চয় আমি তাহা হইতে বিমুখ আছি" । ৭৯ । যিনি দ্যুলোক-ভূলোক সৃজন করিয়াছেন তাঁহার দিকে নিশ্চয় আমি সত্যধর্মাবলম্বীরূপে স্বীয় আনন সমুদ্যত রাখিয়াছি এবং আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত নহি* । ৮০ । তাহার স্বগণ তাহার সঙ্গে বিবাদ করিল, সে বলিল, "ঈশ্বরের বিষয়ে কি তোমরা আমার সঙ্গে বিরোধ করিতেছ ? এবং নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার প্রতিপালক যাহা কিছু ইচ্ছা করিতেছেন তাহা ব্যতীত তোমরা তাঁহার সঙ্গে যাহাকে অংশীরূপে স্থাপন করিতেছ আমি তাহাকে ভয় করি না, আমার প্রতিপালক জ্ঞানযোগে সমুদায় পদার্থকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ?" । ৮১ । "তোমরা যাহাকে অংশী কর তাহাকে আমি কেমন করিয়া ভয় করিব, এবং যাহার সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই

আনিয়া পুত্র প্রদর্শন করেন। আজর পুত্র-মুখ দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হন ও তাঁহাকে নগরে লইয়া যাইতে অনুমতি করেন। বালকের নাম এব্রাহিম রাখা হইয়াছিল। এব্রাহিম গর্ত হইতে বাহির হইয়াই প্রথমতঃ অশ্ব, উষ্ট্র ইত্যাদি পশু দেখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এ সকল কি পদার্থ ? এ সকলের সৃজনকর্তা-পালনকর্তা বা কে ?" পরে প্রশ্ন করিলেন, "আমার প্রতিপালক কে ?' মাতা বলিলেন, "আমি তোমার প্রতিপালিকা।" এব্রাহিম পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তোমার প্রতিপালক কে ?" আপনা বলিলেন, "তোমার পিতা।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার প্রভু কে ?" তিনি বলিলেন, "নেমরুদ।" এব্রাহিম প্রশ্ন করিলেন, "নেমরুদের প্রভু কে ?" মাতা ধমকাইয়া বলিলেন, "এ প্রকার উক্তি করিও না; বিপদ হইবে।" নেমরুদের সময়ে কতক লোক নেমরুদকে, কতক লোক চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রকে, কতক লোক পুত্তলিকা পূজা করিত। (ত, হো,)

* এব্রাহিম নগরে আগমন করিলে পর তাঁহাকে নেমরুদের নিকট উপস্থিত করা হয়। নেমরুদ কদাকার পুরুষ ছিলেন। এব্রাহিম দেখিলেন যে, তিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে পরম রূপবতী পরিচারিকাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উচ্চাসনে বসিয়াছেন ইনি কে ?" মাতা বলিলেন, "ইনি সকলের ঈশ্বর"। পুনর্বার এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল লোক কাহার" ? মাতা বলিলেন, "ইহারই সৃজিত"। এব্রাহিম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মাতঃ, তোমাদের ঈশ্বর আপনা অপেক্ষা অন্য সকলকে সুন্দর করিয়া সৃজন করিয়াছেন, উচিত ছিল যে, তাহাদের অপেক্ষা তিনি নিজে সুন্দর হন"। এব্রাহিম সর্বদা পুত্তলিকার নিন্দা করিতেন ও পৌত্তলিকদিগকে গালি দিতেন। তাহাতে তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ তাঁহার সঙ্গে বিবাদ-কলহ করিত। (ত, হো,)

তাহাকে ঈশ্বরের অংশী করিতে তোমরা ভয় পাইতেছ না; অনন্তর যদি তোমরা জ্ঞাত আছ (তবে বল,) এই দুই দলের মধ্যে কোন্ দল শান্তি লাভে যোগ্যতর।" ৮২। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও আপন বিশ্বাসকে অন্যায়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই, তাহাদের জন্যই শান্তি এবং তাহারা পথ প্রাপ্ত" । ৮৩। (র, ৯ ; আ, ১৩)

এবং ইহাই আমার প্রমাণ, আমি এব্রাহিমকে তাহার স্বগণ অতিক্রম করিয়া দান করিয়াছি, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে মর্যাদায় উন্নত করিয়া থাকি, নিশ্চয় তোমার ঈশ্বর (হে মোহম্মদ,) দক্ষ ও জ্ঞানী। ৮৪। এবং আমি তাহাকে এস্‌হাক ও ইয়াকুব (পুত্রদ্বয়) দান করিয়াছি, প্রত্যেককে আমি সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছি এবং পূর্বে নূহাকে ও তাহার (এব্রাহিমের) বংশীয় দাউদ, সোলয়মান, আয়ুব, ইয়ুসেফ ও মুসা এবং হারুণকে পথ দেখাইয়াছি. এবং এইরূপ আমি হিতকারীদিগকে পুরস্কৃত করি। ৮৫।+ এবং জকরিয়া, ইয়হা ও ঈসা এবং এলিয়াসকে (পথ দেখাইয়াছি,) সকলেই সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল। ৮৬।+এবং এস্‌মায়িল ও অলিয়াস ও ইয়ুনস এবং লুতকে (পথপ্রদর্শন করিয়াছি,) এবং মানবমণ্ডলীর উপর তাহাদের প্রত্যেককে আমি গৌরবান্বিত করিয়াছি। ৮৭।+ এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, তাহাদের সন্তানগণ ও তাহাদের ভ্রাতৃগণকে (গৌরবান্বিত করিয়াছি.) ও তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে সরল পথ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছি। ৮৮। ইহাই ঈশ্বরের উপদেশ, এতদ্দ্বারা তিনি স্বীয় দাসদিগের যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং যদি তাহারা অংশী স্থাপন করিত তবে যাহা তাহারা করিত তাহাদিগ হইতে তাহা অবশ্য বিলুপ্ত হইত। ৮৯। সেই তাহারা যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ ও জ্ঞান এবং প্রেরিতত্ব প্রদান করিয়াছি, অনন্তর যদি ইহারা ইহার (কোরআনের) প্রতি বিদ্রোহাচরণ করে তবে নিশ্চয়ই আমি ইহার প্রতি বিদ্রোহাচারী নহে এমন এক দল নিযুক্ত করিব। ৯০। সেই তাহারা যাহাদিগকে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, অতএব তুমি তাহাদিগের পথের অনুসরণ কর, বল, এতৎ (কোরআন) সম্বন্ধে কোন পুরস্কার তোমাদের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি না, ইহা মানবমণ্ডলীর উপদেশ ভিন্ন নহে*। ৯১। (র, ১০, আ. ৯)

তুমি তাহাদিগের পথে অনুসরণ কর, ইহার তাৎপর্য এই যে, পূর্বতন প্রেরিত পুরুষগণ ঈশ্বরের একত্বে ও ধর্মের মূলে যে ঐক্য ছিলেন তাহার অনুসরণ কর। বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিষয়ের অনুসরণ করিও না। এই আয়াত সম্বন্ধে মফাতিহোলগয়ের নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর হজরত মোহম্মদকে বলিয়াছেন, 'তুমি পূর্বতন প্রেরিত পুরুষদিগের ভাবগতি ও চরিত্রের অনুসরণ কর"। অর্থাৎ প্রত্যেকের গুণ ও চরিত্র জ্ঞাত হইয়া তাহার মধ্যে যাহা অত্যুত্তম ও পরম সুন্দর তাহা অবলম্বন কর। হজরত সম্বন্ধে প্রেরিত পুরুষদিগের অনুসরণ মূলে, ধর্মের শাখা-প্রশাখায় নহে। কেন না তাঁহার ধর্মবিধি তাঁহাদিগের ধর্মবিধিকে খণ্ডন করিয়াছে। এই উক্তির মর্ম এই যে, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্ব ও সদগুণ ও সদ্ভাব যাহা পূর্বতন তত্ত্ববাহকদিগের জীবনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থিতি করিয়াছিল একা হজরতের জীবনে সে সমুদায় একত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব তিনি পূর্বতন সকল প্রেরিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। এতদ্বিষয়ে অর্থাৎ ধর্মপ্রচারে তুমি তাহাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করিও না। পূর্ববর্তী কোন প্রেরিতপুরুষই প্রচার করিয়া মণ্ডলীর নিকট পুরস্কার প্রার্থনা করেন নাই। (ত, হো,)

এবং যখন তাহারা বলিল যে, "ঈশ্বর কোন মনুষ্যের প্রতি কিছুই অবতারণ করেন নাই, তখন তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার প্রকৃত মর্যাদায় মর্যাদা করিল না ; বল, কে সেই গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছে, যাহাকে মানবমণ্ডলীর জন্য মূসা জ্যোতি ও উপদেশরূপে আনয়ন করিয়াছিল ? তোমরা তাহার পত্র সকল দুই ভাগ করিতেছ ও অধিকাংশ গুপ্ত রাখিতেছ, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা যাহা জানিতে না (তদ্দ্বারা) তাহার শিক্ষা পাইয়াছ ; বল, ঈশ্বর (তাহা অবতারণ করিয়াছেন,) তৎপর তিনি তাহাদিগকে আপনাদের বাগ্বিতণ্ডায় ক্রীড়া করিতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ৯২। এবং এই গ্রন্থ, ইহাকে আমি কল্যাণজনকরূপে ও ইহার পূর্বে যাহা (যে গ্রন্থ) ছিল তাহার সপ্রমাণকারীরূপে অবতারণ করিয়াছি, এবং ইহা দ্বারা তুমি মক্কাবাসীদিগকে ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবে, যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে তাহারা ইহাকেও বিশ্বাস করে এবং তাহারা স্বীয় উপাসনাকে রক্ষা করিয়া থাকে। ৯৩। এবং ঈশ্বরের প্রতি যে ব্যক্তি অসত্যারোপ করে, অথবা যে ব্যক্তি বলে যে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, পরন্তু তাহার প্রতি কিছুই প্রত্যাদেশ হয় নাই, এবং যে ব্যক্তি বলে ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তদ্রূপ আমিও অবতারণ করিব, তাহার অপেক্ষা অত্যাচারী কে ? এবং যখন অত্যাচারী লোকেরা মৃত্যুসঙ্কটে পতিত হইয়াছে ও দেবগণ আপন হস্ত প্রসারণ করিয়াছে তখন তুমি যদি দেখ (বিস্মিত হইবে,) (দেবতারা বলে,) "তোমরা স্বীয় প্রাণ বাহির কর, তোমরা যে পরমেশ্বরের প্রতি অসত্য বলিতেছিলে এবং তাঁহার নিদর্শন সকলকে অবজ্ঞা করিতেছিলে তজ্জন্য অদ্য দুর্গতির শাস্তি তোমরা বিনিময়স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে"। ৯৪। এবং (ঈশ্বর বলিবেন,) "যদ্রূপ আমি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃজন করিয়াছি, সত্যসত্যই তদ্রূপ তোমরা আমার নিকটে নিঃসহায় আসিয়াছ, আমি তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছিলাম তোমরা তাহা আপন পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ করিয়াছ, তোমরা যাহাদিগকে ভাবিয়াছিলে যে নিশ্চয় তাহারা তোমাদের মধ্যে অংশী, তোমাদিগের সঙ্গে তোমাদের সহায়রূপে তাহাদিগকে ত দেখিতেছি না, সত্য-সত্যই তোমাদের পরস্পর সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, যাহা তোমরা মনে করিতেছিলে তোমাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ৯৫। (র, ১১, আ, ৪)

এবং নিশ্চয় ঈশ্বর শস্যকণিকা ও বৃক্ষবীজের বিদারক, তিনি মৃত হইতে জীবিতকে ও জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করেন, ইনিই ঈশ্বর তবে কোথা হইতে তোমরা ফিরিয়া যাও। ৯৬। ইনি উষাকালের উদ্ভেদক এবং ইনি রজনীকে বিশ্রাম ও চন্দ্র-সূর্যকে গণনার (কাল গণনার নিদর্শন) করিয়াছেন, পরাক্রান্ত জ্ঞানী (ঈশ্বরের) এই নিরূপণ। ৯৭। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য নক্ষত্রাবলী সৃজন করিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা সমুদ্র ও প্রান্তরের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও, যাহারা বুঝিতেছে সেই দলের জন্য নিশ্চয় আমি নিদর্শন সকল বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিলাম। ৯৮। এবং তিনিই যিনি এক ব্যক্তি হইতে তোমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, পরে (তোমাদের জন্য) অবস্থানভূমি ও প্রত্যর্পণভূমি আছে, *যাহারা বুঝিতেছে সেই দলের জন্য নিশ্চয় আমি বিস্তারিত রূপে নিদর্শন সকল বর্ণন

* প্রথমতঃ মনুষ্য মাতৃগর্ভে সৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার পার্থিব লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে সে পৃথিবীতে স্থিতি করে, তৎপর কবরে সমর্পিত হয় ও ক্রমশঃ তাহার পরলোকের ভাব প্রকাশিত হয়, অবশেষে সে স্বর্গে বা নরকে অবস্থিতি করে। (ত, হো,)

করিলাম। ৯৯। এবং তিনিই যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, পরে আমি তাহা দ্বারা প্রত্যেক উৎপাদ্য বস্তু বাহির করি, অনন্তর সেই জল হইতে হরিৎ পদার্থনিচয় নিষ্কাশিত করি, তাহা হইতে পরস্পর সম্মিলিত বীজ নিঃসারণ করি, এবং খোর্মাতরু হইতে তাহার কোরকযুক্ত পরস্পর সন্নিহিত শাখাবলী (বাহির করি,) এবং দ্রাক্ষালতা হইতে উদ্যান সকল এবং জয়তুন* ও পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ দাড়িম্ব (নির্গত করি) যখন ফল জন্মে ও তাহার পরিপক্কতা হয়, দৃষ্টি কর তাহার ফলের দিকে, যে সম্প্রদায় বিশ্বাস করিতেছে তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে। ১০০। এবং তাহারা অসুরকে ঈশ্বরের অংশী করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে তিনি সৃজন করিয়াছেন, তাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তাঁহার জন্য পুত্র ও কন্যাগণ সংঘটন করিয়াছে, তিনি পবিত্র ও যাহা বর্ণনা হয় তদপেক্ষা উন্নত। ১০১। (র, ১২, আ, ৬)

তিনি স্বর্গ-মর্ত্যের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান কেমন করিয়া হইবে ; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভার্যা নাই এবং তিনি সমুদায় বস্তু সৃজন করিয়াছেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ। ১০২। এই পরমেশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, অতএব তাঁহাকে অর্চনা কর এবং তিনি সকল পদার্থের উপর কার্য-সম্পাদক। ১০৩। চক্ষু তাঁহাকে অবধারণ করে না, তিনি চক্ষুকে অবধারণ করেন, এবং তিনি কৃপালু ও জ্ঞাতা†। ১০৪। সত্যই তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক হইতে প্রমাণ সকল আসিয়াছে, পরন্তু যে ব্যক্তি দর্শক, সে তাঁহার আত্মার জন্য (দর্শক,) এবং যে ব্যক্তি অন্ধ সে তাহার আত্মার সম্বন্ধে (অন্ধ); (বল, হে মোহম্মদ,) আমি তোমাদিগের সম্বন্ধে রক্ষক নহি। ১০৫। এবং এই প্রকার আমি নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিতেছি, এবং তাহাতে তাহারা বলে, "তুমি পাঠ করিয়াছ," এবং তাহাতে জ্ঞান রাখে এমন দলের জন্য আমি তাহা ব্যক্ত করিব‡। ১০৬। তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং অংশীবাদিগণ হইতে বিমুখ হও। ১০৭। এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন তাহারা অংশী স্থাপন করিত না, আমি তোমাকে তাহাদের সম্বন্ধে রক্ষক করি নাই, এবং তুমি তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নও। ১০৮। যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য দেবতাকে) আহ্বান করে তাহাদিগকে (হে মোসলমানগণ,) কুবাক্য বলিও না, যেহেতু তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ ঈশ্বরকে অধিক কুবাক্য বলিবে ; এই প্রকার আমি

* জয়তুন একপ্রকার বৃক্ষ, তাহার বীজ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। সেই তৈল প্রদীপে এবং বোলতা দংশন করিলে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† অর্থাৎ তিনি স্বয়ং দর্শন না দিলে চক্ষুর এরূপ শক্তি নাই যে তাঁহাকে দর্শন করে, এজন্য তিনি সূক্ষ্ম। (ত, ফা,)

‡ ধর্মদ্রোহী কোরেশদিগের এই সংস্কার ছিল যে, হজরত মোহম্মদ জোবয়র ও হারসা নামক তাঁহার দুই ভৃত্যের নিকটে উক্তি সকল শিক্ষা করেন, পরে তাহা ঈশ্বর প্রত্যাদেশ করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি বচন সকল জ্ঞানবান্ লোকের নিকট ব্যক্ত করিব। কেহ বলিতে পারিবে না যে, তুমি কোন লোকের নিকটে শিক্ষা করিয়াছ, যেহেতু এই প্রকার বাক্য মনুষ্য বলিতে পারে না। (ত, হো,)

প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য তাহাদের ক্রিয়া সজ্জিত করিয়াছি, অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে তাহাদের প্রতিগমন হইবে, তাহারা যাহা করিতেছে পরে তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন। ১০৯। এবং তাহারা ঈশ্বরসহকারে স্বীয় কঠিন শপথে শপথ করে যে, যদি কোন নিদর্শন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় তবে অবশ্য তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে; বল (হে মোহম্মদ,) নিদর্শন সকল পরমেশ্বরের নিকট ইহা ভিন্ন নহে, এবং কিসে তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছে (হে মোসলমানগণ,) যখন তাহা উপস্থিত হইবে নিশ্চয় তাহারা বিশ্বাস করিবে না? ১১০। এবং যেমন প্রথমবারে তাহারা ইহার (কোরআনের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই তদ্রূপ আমি তাহাদের অন্তর ও তাহাদের চক্ষুকে ফিরাইব, এবং আপন অবাধ্যতাচরণে ঘূর্ণায়মান হইতে ছাড়িয়া দিব*। ১১১। (র, ১৩, আ, ১০)

এবং যদি আমি তাহাদিগের নিকটে দেবতাদিগকে অবতারণ করিতাম ও তাহাদের সঙ্গে মৃত ব্যক্তিরা কথা কহিত, এবং আমি তাহাদের নিকটে দলে দলে সমুদায় বস্তু একত্রিত করিতাম, ঈশ্বর ইচ্ছা না করিলে কখনও তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিত না, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মূর্খতা প্রকাশ করিতেছে। ১১২। কিন্তু এই প্রকার আমি প্রত্যেক তত্ত্ববাহকের জন্য শয়তানরূপী মনুষ্যকে ও দানবকে শত্রু করিয়াছি, তাহাদের কেহ কেহ প্রতারিত করিবার জন্য কাহারও প্রতি সুললিত বাক্য বলিয়া থাকে, যদি তোমাদের প্রতিপালক চাহিতেন, তাহারা তাহা করিত না, অতএব তাহারা যাহা বন্ধন করিতেছে তাহাতে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও†। ১১৩। এবং যাহারা পরলোকে বিশ্বাসী নয় তাহাদের মন তজ্জন্য তৎপ্রতি অনুরাগী হয়, তখন তাহারা তাহা মনোনীত করে ও তাহাতে উহারা যাহার অনুষ্ঠাতা তাহা করিয়া থাকে‡। ১১৪। (বল) অনন্তর "আমি কি

* অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাদিগকে আলোক দেন তাঁহারা প্রথমেই সত্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা সহকারে গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রথমেই বিরোধী হয়, তাহার নিকটে কোন নিদর্শন উপস্থিত হইলেও সে কোনরূপ ছলনা করিয়া তাহা অস্বীকার করিয়া থাকে। ফেরাউন প্রেরিত পুরুষ মুসার প্রদর্শিত নিদর্শন সকলের প্রতি কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ হে মোহম্মদ, তোমার যেরূপ শত্রু আছে, সেইরূপ আমি প্রত্যেক তত্ত্ববাহকের জন্য শয়তানরূপী মনুষ্যকে ও দৈত্যদিগকে শত্রু করিয়া তুলিয়াছিলাম। কাফের লোকেরাই শয়তানরূপী মানব। তাহারা শয়তানের ন্যায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে বঞ্চিত। কতক শয়তানরূপী দানব শয়তানরূপী মনুষ্যকে অথবা কতক দানব দানবকে কতক মনুষ্য মনুষ্যকে সুললিত বাক্যে প্রতারণা করে। ঈশ্বর যদি তাহাদের ধর্ম চাহিতেন তাহারা তত্ত্ববাহকদিগের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিত না। তাহারা যে সকল অসত্য বন্ধন করিতেছে সেই সকল মিথ্যাচরণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও। (ত, হো,)

‡ কাফের লোকেরা বলিতেছিল যে, মোসলমানেরা নিজে যে সকল জন্তুকে বধ করে তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং ঈশ্বর যে সকল জন্তুকে মারেন তাহা খায় না, ইহা অত্যন্ত গর্হিত। শয়তান সন্দেহ স্থাপনের জন্য এই সকল প্রতারণা বাক্য শিক্ষা দিয়া থাকে। মনুষ্য বুদ্ধির আজ্ঞা সত্য নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা সত্য। পূর্বে পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, সকল জন্তুর হন্তা ঈশ্বর।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য) আজ্ঞা প্রচারক অন্বেষণ করিব ? তিনিই (ঈশ্বর) যিনি তোমাদের নিকটে বিস্তৃত গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন," যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা জানে যে ইহা সত্যতঃ তোমার প্রতিপালক হইতে অবতারিত, অতএব তুমি সন্দেহকারীদিগের অন্তর্গত হইও না। ১১৫। এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য সত্য ও ন্যায়েতে পূর্ণ, তাঁহার বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নাই, তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১১৬। অপিচ যদি তুমি পৃথিবীস্থ অধিকাংশ লোকের আজ্ঞানুসরণ কর তবে তাহারা তোমাকে ঈশ্বরের পথ হইতে বিচ্যুত করিবে, তাহারা অনুমানের অনুসরণ বৈ করে না ও মিথ্যা ভিন্ন বলে না। ১১৭। নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক উত্তম জ্ঞাত যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে দূরে যাইতেছে, এবং তিনি পথ প্রাপ্তকে উত্তম জ্ঞাত। ১১৮। যদি তোমরা তাঁহার নিদর্শন সকলে বিশ্বাসী হও তবে যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইয়াছে তাহা ভক্ষণ কর। ১১৯। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইয়াছে তোমরা তাহা ভক্ষণ করিবে না, এবং তোমাদের সম্বন্ধে যাহা তদ্বিষয়ে নিরুপায় হওয়া ব্যতিরেকে অবৈধ, নিশ্চয় তাহা তিনি বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন এবং একান্তই বহু লোক অজ্ঞানতাবশতঃ স্বেচ্ছানুসারে পথভ্রান্ত হইয়াছে, নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে উত্তম জ্ঞাত। ১২০। এবং তোমরা পাপের বাহির ও তাহার অন্তরকে পরিত্যাগ কর,* নিশ্চয় যাহারা পাপ উপার্জন করে তাহারা যাহা করিতেছে অবশ্য আমি তদনুরূপ প্রতিফল দান করিব। ১২১। এবং যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় নাই তোমরা তাহা ভক্ষণ করিও না, নিতান্তই উহা অধর্ম, নিশ্চয় শয়তান তাহার বন্ধুদিগের প্রতি আদেশ করিয়া থাকে যেন তাহারা তোমাদের সঙ্গে বিরোধ করে, যদি তোমরা তাহাদের অনুগামী হও তবে একান্তই তোমরা অংশীবাদী হইবে। ১২২। (র, ১৪, আ, ১১)

কিন্তু তাঁহার নামের বিশেষ গুণ আছে। যে জন্তুকে তাঁহার নামযোগে জব করা হইয়াছে তাহাই বৈধ, তদ্ভিন্ন যাহা মরিয়াছে তাহা অবৈধ শব। এই কয়েক আয়াতে এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। (ত, ফা,)

* তাহাই ব্যক্ত পাপ যাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যোগে কৃত হয়। গুপ্ত পাপ তাহা যাহা চিন্তাতে হয়। হকায়েকঃসলাম নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সাংসারিক সুখ অন্বেষণ করা ব্যক্ত পাপ, এবং পারলৌকিক সুখের প্রতি অনুরাগী হওয়া গুপ্ত পাপ। এই দুই কারণেই লোকের ঈশ্বরবিচ্যুতি হয়। কিংবা ব্যক্ত পাপ ইন্দ্রিয়যোগে মানবীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ সাধনে অনুরক্ত হওয়া এবং গুপ্তপাপ অন্তরে নিকৃষ্ট কামনার প্রতি প্রীতি স্থাপন করা। তাহাই ব্যক্ত পাপ, যে পাপ লোকে জানিতে পারে, তাহাই গুপ্ত পাপ যাহা ঈশ্বর ও সেই পাপী মনুষ্যই জানে, অন্যে জ্ঞাত নহে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত পাপ কু-কথা ও কু-কার্য যাহা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যোগে উপার্জিত হয়, গুপ্ত পাপ মনের অসাধু উদ্যোগ ও মন্দ বিশ্বাস। বহরোল্ হকায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে যে মানুষের দুই বিভাগ, বাহির ও অন্তর, বহির্ভাগ শরীর। আন্তরিক পাপের প্রকাশ কুস্বভাবানুযায়ী বিধি বিরুদ্ধ বাক্যে ও কার্যে হয়। যাহার অন্তর পশুগুণবিশিষ্ট তাহার বাক্যে ও কার্যে সেইভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। (ত, হো,)

ভাল, যে ব্যক্তি মরিয়াছিল পরে তাহাকে আমি জীবন দিয়াছি, এবং তাহার জন্য জ্যোতি উৎপাদন করিয়াছি, মহা অন্ধকারে ও তৎসাহায্যে তাহা হইতে বহির্গামী হয় না যে ব্যক্তি তাহার সদৃশ লোকের মধ্যে সে বিচরণ করে, এইরূপ কাফেরদিগের জন্য তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা সজ্জিত করা হইয়াছে*। ১২৩। এবং এইরূপে আমি প্রত্যেক গ্রামে তথাকার প্রধান পাপাচারীদিগকে সৃজন করিয়াছি যেন তথায় তাহারা প্রবঞ্চনা করিতে থাকে, কিন্তু নিজের জীবনের প্রতি প্রবঞ্চনা বৈ করে না, এবং (তাহা) বুঝিতেছে না। ১২৪। এবং যখন তাহাদের নিকটে কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তাহারা বলে যে, ঈশ্বরের প্রেরিতদিগকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে যে পর্যন্ত আমাদিগকে তৎসদৃশ প্রদত্ত না হয় আমরা কখনও বিশ্বাস স্থাপন করিব না ; কোন্ স্থানে স্বীয় প্রেরিতত্ব স্থাপন করিতে হয় পরমেশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত আছেন, যাহারা পাপ করিয়াছে অবশ্য তাহারা ঈশ্বরের নিকটে অপমানিত, এবং প্রতারণা করিতেছে বলিয়া কঠিন শাস্তিগ্রস্ত হইবে। ১২৫। পরন্তু পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এস্লাম ধর্মের জন্য তাহার হৃদয়কে প্রশস্ত করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তাহার হৃদয়কে অতি সংকীর্ণ করেন, তাহারা যেমন আকাশে উঠিতে থাকে†। এই প্রকার ঈশ্বর অবিশ্বাসীদিগের প্রতি অশুদ্ধতা স্থাপন করেন। ১২৬। এই (এস্লাম ধর্ম) তোমার প্রতিপালকের সরল পথ, নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রহণ করে এমন সম্প্রদায়ের জন্য আয়াত সকল বিস্তৃত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। ১২৭। তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে শান্তিনিকেতন আছে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহার জন্য তিনি তাহাদিগের বন্ধু হন। ১২৮। এবং যে দিবস তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন

* এই আয়াত হামজা ও আবুজহলের সম্বন্ধে অথবা ওমরফারুক ও আবুজহলের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যে দিন দুরাত্মা আবুজহল হজরতের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল সে দিবস তাঁহার পিতৃব্য হামজা মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক অত্যাচারবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও আবুজহলের মস্তক শর দ্বারা বিদ্ধ করেন এবং স্বয়ং কলেমা পড়িয়া এস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হন। অতএব ধর্ম জ্যোতি হামজা জীবিত এবং আবুজহল পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন। ২য়তঃ ওমরফারুক ও আবুজহল হজরতকে অপমান ও উৎপীড়ন করিতে অগ্রণী ছিলেন। হজরত উভয়ের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা ফারুকের সম্বন্ধে গৃহীত হয়। অতএব ওমরফারুক জ্যোতিষ্মান্ এবং আবুজহল তিমিরাবৃত থাকে। (ত, হো,)

উপরে মৃত্যুর উল্লেখ হইয়াছে। কাফেরদিগের প্রতিও সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ প্রথমতঃ অজ্ঞানতাবশতঃ সকলে মৃত ছিল, পরে বিশ্বাসী হইয়া জীবিত হইল, এবং জ্যোতি লাভ করিল। সকলেই তাহাদের মুখমণ্ডলে বিশ্বাসের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিল। যাহারা বিশ্বাস লাভে বঞ্চিত হইয়াছিল তাহারা অন্ধকারে পতিত ছিল। (ত, ফা,)

† তাহারা সত্য গ্রহণ না করিয়া যেন আকাশে পলায়ন করে, অর্থাৎ অতিশয় দূরে চলিয়া যায়। (ত, হো,)

(বলিবেন,) "হে দৈত্যদল, নিশ্চয় তোমরা বহু লোককে প্রাপ্ত হইয়াছ," এবং তাহাদের বন্ধু মানবগণ বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা এক অন্যজন হইতে পরস্পর ফলভোগ করিয়াছি, এবং যাহা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছ আমরা নিজের সেই নির্দিষ্ট কালে উপনীত হইয়াছি" ; তিনি বলিবেন, "ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা ব্যতীত তোমাদের স্থান অগ্নিতে, তাহাতে চিরকাল থাকিবে।" নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক নিপুণ ও জ্ঞাতা* । ১২৯ । এবং এইরূপে আমি অত্যাচারীদিগের একজনকে অপর জনের উপর তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য প্রবল করিয়া থাকি । ১৩০ । (র, ১৫, আ, ৮)

হে দানব ও মানবদল, তোমাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল ব্যক্ত করিতে এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারসম্বন্ধে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে তোমাদিগের মধ্য হইতে কি তোমাদের সমীপে প্রেরিত পুরুষ আগমন করে নাই ?† তাহারা বলিবে, "আপন জীবন সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দান করিয়াছি ;" এবং তাহাদিগকে পার্থিব জীবন প্রতারিত করিয়াছিল ও তাহারা স্বীয় জীবন সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিয়াছিল যে, তাহারা কাফের ছিল ।‡ ১৩১ । ইহা (ধর্ম প্রবর্তকপ্রেরণ) এই জন্য যে কখনও তোমার প্রতিপালক অত্যাচার দ্বারা গ্রাম সকলের ও তন্নিবাসীদিগের ঔদাসিন্যাবস্থায় বিনাশক নহেন । ১৩২ । প্রত্যেকের জন্য তাহারা যাহা করিয়াছে তন্নিমিত্ত উন্নত পদ সকল আছে ও তাহারা যাহা করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নহেন । ১৩৩ । এবং তোমার প্রতিপালক ঐশ্বর্যবান, ও দয়াবান, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে দূর করিবেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তোমাদের পরে স্থলবর্তী করিবেন, যেমন অন্য সম্প্রদায়ের সন্তানগণ হইতে

* যখন ঈশ্বর তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন, অর্থাৎ দৈত্য ও মনুষ্যদিগকে একত্র করিবেন তখন তিনি বলিবেন, "দৈত্যগণ, তোমরা অনেক মনুষ্যকে ভুলাইয়া অধীন করিয়া রাখিয়াছ ।" সেই অসুরদলের অনুগত মানবগণ বলিবে, "পরমেশ্বর, আমরা পরস্পর ফল লাভ করিয়াছি ।" অর্থাৎ মনুষ্যেরা দৈত্য দ্বারা এই ফলভোগ করিয়াছে যে তাহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে, এবং দৈত্যগণ মনুষ্য দ্বারা এই ফল লাভ করিয়াছে যে তাহাদিগকে আপনাদের অনুগত দাস করিয়া লইয়াছে । পরন্তু তাহারা বলিবে, "পরমেশ্বর, তুমি আমাদের জন্য যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছিলে, অর্থাৎ কবর হইতে উত্থানের যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলে সেই সময়ে এক্ষণ আমরা সমুত্থাপিত হইয়াছি, আমাদের দশা কি হইবে ?" "ঈশ্বর যাহা চাহেন তাহা ব্যতীত" অর্থাৎ ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সেই শাস্তি নিবারণ করিতে পারেন । (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, দানব জাতি হইতেও তাহাদের মধ্যে প্রেরিত পুরুষের অভ্যুদয় হইয়াছিল । অনেক দানব প্রেরিতদিগকে নজর বলে, তাহার দানব-কুলে মনুষ্যপ্রেরিতপুরুষগণ হইতে প্রেরিত । যথা হজরত মোহম্মদ হইতে সাত জন দানব ধর্মালোক লাভ করিয়া স্বজাতির নিকটে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন । (ত, হো,)

‡ "আপন জীবন সম্বন্ধে আমরা সাক্ষ্য দান করিয়াছি," অর্থাৎ আমাদের ধর্মদ্রোহিতা স্বীকার করিতেছি, এবং আমরা যে শাস্তি পাইবার উপযুক্ত স্বীকার করিয়াছি । (ত, হো,)

তোমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন। ১৩৪। নিশ্চয় যাহা তোমাদিগকে অঙ্গীকার করা যাইতেছে তাহা অবশ্য উপস্থিত হইবে, এবং তোমরা (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নও। ১৩৫। তুমি বল, হে আমার সম্প্রদায়; তোমরা স্বীয় অবস্থানুযায়ী কার্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কার্যকারক, অবশেষে অবশ্য তোমরা জানিতে পাইবে কোন ব্যক্তি যে তাহার জন্য পারলৌকিক নিকেতন হইবে, নিশ্চয় অত্যাচারিগণ মুক্ত হইবে না*। ১৩৬। এবং তাহারা ক্ষেত্র ও গ্রাম্যপশু হইতে যাহা উৎপাদন করিয়াছে তাহার অংশ পরমেশ্বরের জন্য রাখিয়াছে, পরে আপন মনে মনে বলিয়াছে যে, ইহা ঈশ্বরের জন্য এবং ইহা আমাদের অংশীদিগের (প্রতিমাদিগের) জন্য, পরন্তু যাহা অংশীদের জন্য হইয়াছে পরে তাহা ঈশ্বরের প্রতি প্রবর্তিত হয় না, এবং যাহা ঈশ্বরের নিমিত্ত পরে তাহা তাহাদের অংশীদিগের প্রতি প্রবর্তিত হয়; তাহারা যাহা নিষ্পত্তি করে তাহা অকল্যাণ†। ১৩৭। এবং এইরূপ অংশিবাদীদিগের অধিক সংখ্যকের জন্য তাহাদের অংশিগণ তাহাদের সন্তানগণের হত্যা সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদিগকে বিনাশ করে এবং তাঁহাতে তাহাদের ধর্ম তাহাদের সম্বন্ধে মিশ্রিত করে, এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন তাহারা তাহা করিত না, অতএব তাহাদিগকে ও তাহারা যাহা প্রবর্তন করিতেছে তাহা পরিত্যাগ কর‡। ১৩৮। এবং তাহারা বলে যে, "এই চতুষ্পদ সকল ও ক্ষেত্র নিষিদ্ধ, যাহা আমরা আপন অন্তরে ইচ্ছা করি তাহা ব্যতীত ভক্ষণ করি না"; কিন্তু এক চতুষ্পদ (আরোহণের জন্য) যাহার পৃষ্ঠ ও (কোরবানীর) চতুষ্পদ যাহার উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হয় নাই, যদ্যপি অসত্যারোপ হইয়াছে বলিয়া নিষিদ্ধ, তাহারা যে অসত্যারোপ করিতেছে তজ্জন্য অবশ্য তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করা হইবে$। ১৩৯। এবং তাহারা বলিয়াছে যে, "এই চতুষ্পদের গর্ভে

---

* এক্ষণই তোমরা বুঝিতে পার কোন্ দিকে সংসারের গতি, এবং পরিত্রাণ সম্পদ্ কে লাভ করিবে? দেখ দীন দুর্বলগণ গৌরবের নিকেতনে কেমন আহূত এবং ধনশালী প্রভুগণ কেমন লাঞ্ছনার কারাগারে প্রেরিত হইতেছেন। (ত, হো,)

† কাফেরগণ ঈশ্বরের জন্য ও প্রতিমার জন্য শস্য ক্ষেত্র হইতে ও পশুশাবক হইতে কিছু অংশ উৎসর্গ করিত পরে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত কোন পশুকে উৎকৃষ্টতর দেখিলে প্রতিমার নিকৃষ্ট পশুর সঙ্গে বিনিময় করিত, কিন্তু প্রতিমার জন্য উৎসর্গীকৃত উত্তম পশুকে পরমেশ্বরের নিকৃষ্ট পশুর সঙ্গে বিনিময় করিত না। যেহেতু তাহারা ঈশ্বরাপেক্ষা প্রতিমাকে অধিক ভয় পাইত। পরন্তু স্বার্থও তদ্রূপ বিনিময়ের অন্যতর কারণ ছিল। প্রতিমার উদ্দেশ্যে যে পশু বলিদান হইত তাহার মাংস প্রসাদরূপে তাহারা পাইত, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বলিপ্রদত্ত পশু ভিক্ষুকগণ গ্রহণ করিত। (ত, ফা,)

‡ শয়তান যেমন কুকর্মকে সজ্জিত করে, এইরূপ অংশিবাদীদিগের চক্ষে তাহাদের সন্তানগণের হত্যা তাহাদের উপাস্য দেবতাগণ বা পুরোহিতগণ সজ্জিত করিয়াছিল। তখন তাহারা তাহাদিগকে বিনাশ করে, অর্থাৎ তখন তাহারা অংশিবাদীদিগকে বিপথগামী করে, এসমায়িলের ধর্ম যে তাহারা আশ্রয় করিয়াছিল তাহা তাহাদের নিকটে মিশ্রিত বিকৃত করে। (ত, হো,)

$ এই চতুষ্পদ সকল ও ক্ষেত্র নিষিদ্ধ, অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত যে সকল

যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদিগের জন্য বৈধ, এবং আমাদের নারিগণের সম্বন্ধে অবৈধ," কিন্তু যদি মরিয়া যায় তবে তাহারা তাহাতে অংশী, অবশ্য তিনি তাহাদের কথার প্রতিফল তাহাদিগকে দিবেন, নিশ্চয় তিনি নিপুণ ও জ্ঞাতা*। ১৪০। যাহারা নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ আপন সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছে সত্যই তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং তাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করত ঈশ্বর তাহাদিগকে যাহা উপজীবিকা দিয়াছেন তাহা অবৈধ করিয়াছে, সত্যই তাহারা বিপথগামী হইয়াছে ও সৎপথগামী হয় নাই†। ১৪১। (র, ১৬, আ, ১১)

এবং তিনিই যিনি সমুত্থাপিত ও অসমুত্থাপিত উদ্যান সকল‡ এবং খোর্মাতরু ও শস্যক্ষেত্র যাহার খাদ্য বিভিন্ন এবং জয়তুন ও পরস্পর সদৃশ ও অসদৃশ দাড়িম্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যখন ফলবান হয় তাহার ফল ভোগ কর, এবং তাহার (শস্যের) কর্তন করিবার দিন তাহার স্বত্ব (সেদকা বা জকাত) প্রদান কর, এবং অনুচিত ব্যয় করিও না, নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদিগকে প্রেম করেন না$। ১৪২।

পশু ও শস্যক্ষেত্র তাহা গ্রহণে নিষেধ। এস্থলে অসত্যারোপ হওয়ার অর্থ প্রতিমার নামে বলিদান করা। (ত, হো,)

* কাফেরদিগের এই এক নিয়ম ছিল যে, কোন পশুকে জব করার পর তাহার উদর হইতে জীবিত শাবক নির্গত হইলে পুরুষেরা তাহা ভক্ষণ করিত, স্ত্রী-লোকদিগের সেই শাবকের মাংস খাইবার অধিকার ছিল না। মৃত শাবক বাহির করা হইলে স্ত্রী-পুরুষ সকলে তাহা ভক্ষণ করিত। এই রীতি অত্যন্ত দূষিত। এস্লাম ধর্মে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রভেদ নাই। শাবক জীবিত বাহির হইলে তাহাকে জব করিলেই বৈধ হয়, জব ব্যতীত তাহা শবতুল্য অবৈধ। মৃত শাবক গর্ভচ্যুত হইলে ইমাম আজমের মতে তাহা অখাদ্য। (ত, ফা,)

† রবয় ও মজর জাতি ও অন্য কোন কোন আরব্য জাতি স্বীয় শিশু কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় কবরে স্থাপন করিত। যৌবনকালে তাহাদের বিবাহাদিতে অধিক ব্যয় বিধান করিতে হইবে এই ভয়ই কন্যাহত্যার একটি প্রবল কারণ। বিশেষতঃ আরব্য জাতির মধ্যে হত্যা ও লুণ্ঠনাদি নিষ্ঠুরকাণ্ড সচরাচর প্রচলিত ছিল। (ত, হো,)

‡ মনুষ্য যে উদ্যানকে স্বহস্তে স্থাপন করিয়াছে, তাহা সমুত্থাপিত উদ্যান, যে সকল বৃক্ষ পর্বতাদিতে স্বতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অসমুত্থাপিত। (ত, হো,)

$ শস্য কর্তন ও ফল আহরণের সময়েই সেদ্কা অর্থাৎ দরিদ্রদিগকে দান করিবে, জকাত অর্থাৎ উপার্জিত বস্তুর চল্লিশভাগের একভাগ ধর্মার্থ দান করিবে, বিলম্ব করিবে না। কেহ কেহ বলেন, জকাতের বিধি মদিনাতে হইয়াছিল, এই আয়াত মক্কাতে অবতীর্ণ হয়; অতএব ইহা জকাতসম্বন্ধীয় নহে, সেদ্কা সম্বন্ধীয়। কয়লের পুত্র সাবেতের প্রায় পাঁচ শত খোর্মা তরু ছিল। তিনি সেই সকল বৃক্ষের সমুদায় খোর্মা সেদ্কা দিয়াছিলেন, কিছুই রাখেন নাই। তাহাতেই অনুচিত ব্যয় করিও না, এই আদেশ হয়। (ত, হো,)

+এবং তিনি ভারবাহক ও ভূমিশায়ী চতুষ্পদদিগকে (সৃজন করিয়াছেন)*, ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা উপজীবিকারূপে দিয়াছেন তাহা ভক্ষণ কর ও শয়তানের পদের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্টশত্রু। ১৪৩। +আট জোড়া (পশু সৃজন করিয়াছেন,) দুই জোড়া মেষ এবং দুই জোড়া ছাগ; বল (হে মোহম্মদ,) তিনি কি এই দুই পুং পশুকে বা দুই স্ত্রী পশুকে কিংবা এই দুই স্ত্রী পশুর জরায়ু যাহার উপর সংলগ্ন হইয়াছে তাহাকে অবৈধ করিয়াছেন† ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও জ্ঞানানুসারে আমাকে সংবাদ দান কর। ১৪৪।+ এবং দুই উষ্ট্র ও দুই গো (সৃজন করিয়াছেন,) বল তিনি কি এই পুং পশুদ্বয়কে বা এই স্ত্রী পশুদ্বয়কে অথবা এই স্ত্রী পশুদ্বয়ের জরায়ু যাহার উপর সংলগ্ন হইয়াছে তাহাকে অবৈধ করিয়াছেন ? যখন ঈশ্বর এ বিষয়ে তোমাদিগকে অনুশাসন করিয়াছিলেন তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে ? অবশেষে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত মনুষ্যদিগকে বিপথ-গামী করিতে যে ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্য বন্ধন করে তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে ? নিঃসন্দেহ ঈশ্বর অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না‡। ১৪৫। (র, ১৭, আ, ৪)

বল, (হে মোহম্মদ,) যে বস্তু সম্বন্ধে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহা শব অথবা নির্গত শোণিত কিংবা বরাহ মাংস, এতদ্ব্যতীত যাহা, তদ্ভক্ষণে কোন ভক্ষকের প্রতি আমি নিষেধ প্রাপ্ত হই নাই ; পরন্তু নিশ্চয় তাহা (শবাদি) মন্দ দ্রব্য, কিংবা যাহার উপর ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) নাম গৃহীত হইয়াছে, তাহা অশুদ্ধ কিন্তু যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) অবসন্ন হইয়া পড়ে, অমিতাচারী ও অত্যাচারী নয়, (তাহার পক্ষে বিধি,) পরন্তু নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক

---

* ভারবাহক পশু উষ্ট্রাদি বৃহৎ পশু, ভূমিশায়ী পশু ছাগ মেষাদি ক্ষুদ্র পশু, যাহাদিগকে জব করিবার জন্য ভূতলে নিক্ষেপ করিতে হয়। (ত, হো,)

† একটি পুং পশু একটি স্ত্রীপশু এই দুইয়ে একজোড়া।

‡ মালেকের পুত্র অওফ হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, "হে মোহম্মদ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যে বস্তু অবৈধ করিয়াছিলেন এ কি তুমি যে তাহা বৈধ করিলে ?" হজরত বলিলেন, "তোমাদের পিতৃগণ যাহা অবৈধ-করিয়াছেন তাহা অবৈধ নহে।" অওফ বলিল "ঈশ্বর অবৈধ করিয়াছেন।" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত বলেন, 'ঈশ্বর আট জোড়া পশুকে উপকার লাভ ও ভক্ষণের জন্য সৃজন করিয়াছেন। তোমরা তাহার কোন কোনটিকে বহিয়া সায়বা ও উসিলা এবং হাম নির্ধারিত করিয়া অবৈধ বলিতেছ। ভাল, এই অবৈধতা পুং পশুর সম্বন্ধে প্রথম হইতে হইয়াছে, না, স্ত্রীপশুর সম্বন্ধে প্রথম হইতে হইয়াছে ?" অওফ নিরুত্তর হইয়া রহিল। তৎপর তিনি বলিলেন, "যদি বল পুং-পশুর জন্যই নিষেধ, তবে সমুদায় পুংপশু নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এইরূপ যদি স্ত্রী পশুর জন্য নিষেধ হয়, তবে সমুদায় স্ত্রী পশু নিষিদ্ধ। যদি গর্ভের সংস্রব বলিয়া অবৈধ হয় তবে গর্ভস্থ স্ত্রী পুং সমুদায় শাবকই অবৈধ।" হজরত ইহা বলিয়া অওফকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন কিছুই বলিতেছ না ?" সে বলিল, "তুমি বল, আমি শুনিব।" তাহাতে তিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে যে ব্যক্তি অসত্য বন্ধন করে ইত্যাদি এই আয়াতের শেষাংশ তাহার নিকটে ব্যক্ত করেন। (ত, হো,)

ক্ষমাশীল দয়ালু। ১৪৬। এবং ইহুদীদিগের প্রতি সমুদায় নখযুক্ত জন্তুকে আমি অবৈধ করিয়াছি, এবং গো ও ছাগের বসা যাহা ইহাদের পৃষ্ঠে বা অন্ত্র বহন করিতেছে কিংবা যাহা অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত তদ্ব্যতীত তাহাদের প্রতি অবৈধ করিয়াছি, ইহা আমি তাহাদের অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে প্রতিফল দান করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি সত্যবাদী*। ১৪৭। অনন্তর যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বল, তোমাদের প্রতিপালক পরম দয়ালু, কিন্তু অপরাধী দল হইতে তাঁহার দণ্ড নিবারিত হয় না। ১৪৮। অবশ্য অংশিবাদিগণ বলিবে যে, "ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করিতেন আমরা অংশী নির্ধারণ করিতাম না ও আমাদের পিতৃপুরুষগণও করিত না, এবং আমরা কিছুই অবৈধাচরণ করিতাম না"; এইরূপে তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরা আমার শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করা পর্যন্ত অসত্যারোপ করিয়াছে, তুমি বল, তোমাদের নিকটে কি কোন জ্ঞান আছে? তবে তাহা আমাদের জন্য প্রকাশ কর, তোমরা অনুমান ব্যতীত অনুসরণ কর না ও তোমরা মিথ্যাবাদী ভিন্ন নও। ১৪৯। বল, অবশেষে ঈশ্বরের জন্য পূর্ণ প্রমাণ আছে, পরন্তু যদি ঈশ্বর চাহিতেন তোমাদিগকে একত্র পথ প্রদর্শন করিতেন। ১৫০। যাহারা সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, ঈশ্বর ইহা অবৈধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে বল, তোমরা আপন সাক্ষ্য উপস্থিত কর, অতঃপর (হে মোহম্মদ,) যদি তাহারা সাক্ষ্য দান করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে সাক্ষ্য দান করিও না ও যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে এবং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তুমি তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করিও না, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে। ১৫১। (র, ১৮, আ, ৬)

বল, তোমরা এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যাহা অবৈধ করিয়াছেন পাঠ কর, যথা;—"তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী নির্ধারণ করিও না ও পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করিও, এবং দরিদ্রতা প্রযুক্ত আপন সন্তানদিগকে বধ করিও না; আমি তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জীবিকা দান করিতেছি; এবং যাহা প্রকাশ্য কুক্রিয়া ও যাহা গুপ্ত তাহার নিকটবর্তী হইও না, ন্যায়ের অনুরোধ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিও না;" ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন ইহাই, এতদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, ভরসা যে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে। ১৫২। যে পর্যন্ত স্বীয় যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত নহে, সে পর্যন্ত যাহাতে উপকার হইয়া থাকে সেই ভাবে ভিন্ন নিরাশ্রয়ের সম্পত্তির নিকটবর্তী হইও না; এবং ন্যায়ানুসারে তুল ও পরিমাণ পূর্ণ করিও; আমি কোন ব্যক্তিকে তাহার ক্ষমতার অতীত ক্লেশ দান করি না, এবং যখন তোমরা কথা বলিবে স্বগণ হইলেও (তাহার পক্ষে) ন্যায়াচরণ করিও, এবং ঈশ্বরের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করিও; ইহাই, এতদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, ভরসা যে, তোমরা উপদেশ গ্রাহ্য করিবে। ১৫৩।†এবং (বলিয়াছেন,) ইহাই আমার সরল পথ, অতএব ইহার অনুসরণ কর, বহুপথের

---

* হিংস্র পশু ও পক্ষী এই সকল নখযুক্ত জন্তু এবং উষ্ট্র ইহুদীদিগের সম্বন্ধে অবৈধ। গো-ছাগের উদরস্থ বসা তাহাদের অভক্ষ্য। কেবল যে সকল বসা ভিতরে বা বাহিরে পৃষ্ঠে ও পার্শ্বদেশে সংযুক্ত এবং যাহা অন্ত্র ও অস্থির সঙ্গে সংযুক্ত তাহা তাহাদের পক্ষে বৈধ। (ত, হো,)

† অর্থাৎ আজ্ঞা প্রচার ও সাক্ষ্যদানাদিতে আত্মীয়-স্বজনের পক্ষপাতী হইও না। (ত, হো,)

অনুসরণ করিও না, তবে তাহা তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। ইহাই, এতদ্দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, ভরসা যে, তোমরা ধর্মভীরু হইবে*। ১৫৪। অতঃপর (বলিতেছি) যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদের প্রতি (সম্পদ) পূর্ণ করিতে ও সমুদায় বিষয় এবং উপদেশ ও করুণা বিস্তারিত ব্যক্ত করিতে আমি মূসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, ভরসা যে, তাহারা আপন পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্মিলন-বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ১৫৫। (র, ১৯, আ, ৪)

এবং এই এক গ্রন্থ (কোরআন) ইহাকে আমি উন্নতিবিধায়করূপে অবতারণ করিয়াছি, অতএব ইহার অনুসরণ কর ও ধর্ম ভীরু হও, ভরসা যে, তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হইবে। ১৫৬। +(হে আরবীয় লোক, এরূপ না হউক) তোমরা যে বলিবে আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি ভিন্ন গ্রন্থ অবতারিত হয় নাই, বস্তুতঃ তাহাদের অধ্যয়নে আমরা অনবগত ছিলাম†। ১৫৭। +অথবা যে বলিবে যদি আমাদের প্রতি গ্রন্থ অবতারিত হইত তবে অবশ্য তাহাদিগের অপেক্ষা আমরা সৎপথগামী হইতাম; পরন্তু সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের প্রতি প্রমাণ, উপদেশ ও দয়া উপস্থিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তাহা হইতে বিমুখ হইতেছে, অবশেষে কে তাহা অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী? অবশ্য যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করিতেছে, অগ্রাহ্য করিতেছে হেতু আমি তাহাদিগকে কুৎসিত শাস্তি দান করিব। ১৫৮। দেবতাগণ তাহাদের নিকটে আগমন করুক, অথবা তোমার প্রতিপালক আগমন করুন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের অপর কোন নিদর্শন উপস্থিত হউক, ইহা ব্যতীত তাহারা প্রতীক্ষা করে না, যে দিবস তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন উপস্থিত হইবে সে দিবস কোন ব্যক্তিকে যে পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, অথবা যে আপন বিশ্বাসেতে কল্যাণ উপার্জন করে নাই তাহার বিশ্বাস উপকৃত করিব না, তুমি বল, প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি‡। ১৫৯। নিশ্চয় যাহারা স্বীয়

* মসউদের পুত্র অবদোল্লা বলিয়াছেন যে, একদা হজরত আমার জন্য একটি রেখা টানিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা ঐশ্বরিক সরল পথ"। তৎপর সেই রেখার দক্ষিণে ও বামে কতকগুলি রেখা টানিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এই সকল পথের প্রত্যেক পথ এক এক দৈত্যের অধীন। তাহারা লোকদিগকে এই সমস্ত পথ আশ্রয় করিবার জন্য আহ্বান করে"। ইহা বলিয়াই তিনি এই আয়াত পাঠ করেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ হে আরবীয় লোক, এই গ্রন্থ আমি এই জন্য পাঠাইলাম যেন তোমরা না বল যে আমাদের পূর্ববর্তী ইহুদি ও ঈসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি গ্রন্থ অবতারিত হয় নাই। তাহারা কি পাঠ করিয়াছে আমরা জ্ঞাত নহি, যেহেতু তাহা আমাদের ভাষায় লিখিত নহে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বরের দিক্ হইতে যতদূর হইতে পারে উপদেশ আসিয়াছে, গ্রন্থ ও বিধি সমাগত, তথাপি লোকে গ্রাহ্য করিতেছে না। এক্ষণ এই প্রতীক্ষা করিতেছে যে, ঈশ্বর স্বয়ং আগমন করুন অথবা কেয়ামতের লক্ষণ প্রকাশিত হউক, তবে বিশ্বাস করিব। কিন্তু যখন কেয়ামতের নিদর্শন উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম হইতে সমুদিত হইবে, তখন কাফের লোকের বিশ্বাস ও পাপীর অনুতাপ গৃহীত হইবে না। (ত, ফা,)

ধর্মকে খণ্ড খণ্ড করে ও দলে দলে বিভক্ত হয় কোন বিষয়ে তুমি তাহাদিগের নও, তাহাদের কার্য পরমেশ্বরের প্রতি (অর্পিত) বৈ নহে, তাহারা যাহা করিতেছে তৎপর তিনি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন। ১৬০। যে ব্যক্তি সাধুতা আনয়ন করিয়াছে পরে তাহার জন্য উহার অনুরূপ দশ গুণ (পুরস্কার,) এবং যে ব্যক্তি অসাধুতা আনয়ন করিয়াছে পরে তাহাকে তদনুরূপ ব্যতীত বিনিময় দেওয়া যাইবে না, এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ১৬১। বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথের দিকে আমাকে পথ দেখাইয়াছেন, (বল,) প্রকৃত ধর্ম—সত্যে প্রতিষ্ঠিত এব্রাহিমের ধর্ম (পালন করিতেছি,) তিনি অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত ছিলেন না। ১৬২। বল, নিশ্চয় আমার নমাজ ও আমার সাধনা এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বপালক ঈশ্বরের জন্য। ১৬৩।+এবং তাঁহার অংশী নাই, এবং এ বিষয়ে আমি আদিষ্ট হইয়াছি ও আমি প্রথম মোসলমান। ১৬৪। বল, আমি কি পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালক অন্বেষণ করিব? তিনি সমুদায় পদার্থের প্রতিপালক, কোন ব্যক্তি আপনার সম্বন্ধে ভিন্ন কার্য করে না, কোন ভারবাহক অন্যের ভার বহন করে না; অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের দিকে তোমাদের প্রতিগমন হইবে, অনন্তর তোমরা তৎপ্রতি যে অন্যথাচরণ করিয়াছ তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দেওয়া যাইবে। ১৬৫। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর অধিপতি করিয়াছেন* তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে কাহার উপরে তোমাদের কাহাকে পদোন্নত করিয়াছেন, নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে সত্বর, এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৬৬। (র, ২০, আ, ৯)

প্রায় সকল ভাষ্যকারের মতে পশ্চিম দিকে সূর্যের উদয় হওয়াই এই নিদর্শন। যে রজনীর অবসানে পশ্চিম দিকে সূর্য প্রকাশ পাইবে সেই রাত্রি সুদীর্ঘ রাত্রি হইবে। জাগরণ করিয়া যাঁহারা সাধনা করেন তাঁহারা এই দীর্ঘতা দেখিয়া মনে করিবেন যে মহাব্যাপার উপস্থিত, অনুতাপ প্রার্থনা ও আর্তনাদ করিতে থাকিবেন। তৎপর পশ্চিম দিকে ঊষার চিহ্ন প্রকাশিত হইবে; সূর্য পশ্চিমাকাশে প্রকাশ পাইবে, তাহার জ্যোতি থাকিবে না। আপন বিশ্বাসে কল্যাণ উপার্জন করার অর্থ আপন বিশ্বাসানুসারে সৎকার্য করা, যে ব্যক্তি বিশ্বাসকে ক্রিয়াহীন মনে করে না সে-ই তাহা করিয়া থাকে, অন্যে সদনুষ্ঠান করে না। ইমাম হোসেন বসোরী বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি পশ্চিমে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে বিশ্বাসী হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বাসানুযায়ী শুভ কার্য করে নাই, যখন এই নিদর্শন দর্শন করিয়া শুভানুষ্ঠান করিবে, সেই অনুষ্ঠান পরিগৃহীত হইবে না। মালুমোত্তাঞ্জিলে উক্ত হইয়াছে যে, সেই দিবস কাফেরের বিশ্বাস ও পাপীর অনুতাপ অগ্রাহ্য হইবে। এ বিষয়ে হাদীসে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও এই কথার প্রতিপোষক, যথা যে পর্যন্ত পশ্চিমে সূর্য সমুদিত না হয় সে পর্যন্ত অনুতাপ ব্যর্থ হইবে না। (ত, হো,)

* অর্থাৎ হে মোহম্মদের মণ্ডলী, সেই ঈশ্বর তোমাদিগকে পৃথিবীর অধিপতি করিয়াছেন। পূর্ব যুগের লোকদিগকে বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে তাহাদের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন।

(তফ্‌সির জলালিন)

সূরা এরাফ*

সপ্তম অধ্যায়

২০৬ আয়াত, ২৪ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আলম্মস। ১। এই এক গ্রন্থ তোমার নিকটে অবতারিত হইয়াছে, অতএব এতদ্দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতে ও বিশ্বাসীদিগকে উপদেশ দিতে যেন ইহার সম্বন্ধে তোমার অন্তরে কোন সংকুচিত ভাব না হয়। ২। তোমাদের প্রতিপালক হইতে, (হে লোক সকল,) তোমাদিগের নিকটে যাহা অবতারিত হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর, তাহা ব্যতীত অন্য বন্ধুদিগের অনুসরণ করিও না, তোমরা উপদেশ যাহা গ্রাহ্য করিয়া থাক তাহা অল্পই। ৩। এবং বহু গ্রামবাসীকে আমি বিনাশ করিয়াছি, তৎসকলের প্রতি রাত্রিতে কিম্বা তাহাদের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাবস্থায় আমার শাস্তি উপস্থিত হইয়াছে†। ৪। পরে যখন তাহাদের প্রতি আমার শাস্তি উপস্থিত হইল, "নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম" ইহা বলা ভিন্ন তাহাদের অন্য উক্তি ছিল না। ৫। অনন্তর অবশ্য আমি যাহাদিগের প্রতি (প্রেরিত পুরুষ) প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রশ্ন করিব এবং অবশ্য প্রেরিতদিগকে প্রশ্ন করিব। ৬। অবশেষে জ্ঞানসহকারে তাহাদের নিকটে অবশ্য বর্ণন করিব, যেহেতু আমি লুক্কায়িত ছিলাম না। ৭। সেই দিনকার তুল করা ঠিক, অনন্তর যাহাদের পাল্লা (সাধুতায়) গুরুভার হইবে, সেই তাহারাই মুক্তিলাভকারী। ৮। এবং যাহাদের পাল্লা লঘু ভার হইবে তাহারা সেই লোক যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের জীবনের অনিষ্ট করিয়াছে‡। ৯। এবং সত্য সত্যই আমি

---

* মক্কানগরে এই সূরার আবির্ভাব হয়।
এই সূরার আদি আয়াত "আলম্মস"। ইহা কোরআনের নাম অথবা এই সূরার নাম কিংবা ঈশ্বরের নাম বিশেষকে লক্ষ্য করে। বিশেষ বিশেষ অক্ষর বিশেষ বিশেষ অর্থপ্রকাশক।

† রজনীতে লুতীয় সম্প্রদায়ের উপর, মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাবস্থায় শোঅয়বীয় সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুই সময়ে শাস্তির বিশেষত্ব এই যে, উহা সুখ আরামের সময়, তখন শাস্তির চিন্তা মনে স্থান পাইতে পারে না। যেমন আকস্মিক সম্পদ্ অত্যন্ত সুখজনক তদ্রূপ আকস্মিক বিপদ্ অতিশয় কষ্টজনক। (ত, হো,)

‡ প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য লিখিত হইয়া থাকে, সেই কার্যের পরিমাণই উপযুক্ত যাহা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ন্যায় ও প্রেমানুসারে যথাস্থানে কৃত হয়, তাহারই পাল্লা গুরুভার হয়। যে কার্য বিধি অনুযায়ী করা হয় নাই ও যথাস্থানে কৃত হয় নাই তাহার তুল লঘু হইয়া থাকে। পরকালে কার্য সকলের তুল হইবে। যাহারা সৎকর্ম দুষ্কর্ম অপেক্ষা গুরুভার হইবে তাহার সেই পাপ কর্ম ক্ষমা

তোমাদিগকে ধরাতলে স্থান দান করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য তথায় উপজীবিকা উৎপাদন করিয়াছি, তোমরা কৃতজ্ঞতা যাহা দান কর তাহা অল্পই। ১০। (র, ১, আ, ১০)।

এবং সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তৎপর তোমাদের মূর্তি গঠন করিয়াছি*, তৎপর দেবতাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা আদমকে প্রণাম কর, তাহাতে শয়তান ব্যতীত (অন্য সকলে) প্রণাম করিয়াছিল; সে প্রণামকারী-দিগের অন্তর্গত হয় নাই। ১১। (ঈশ্বর) জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যখন তোমাকে আজ্ঞা করিলাম তখন প্রণাম করিতে কিসে বারণ করিল?" সে বলিল, "আমি তাহা অপেক্ষা উত্তম, তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা ও তাহাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছ"। ১২। তিনি বলিলেন, "তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও, যেহেতু এখানে অহঙ্কার করা তোমার জন্য (উচিত) নয়, অতএব বাহির হও, নিশ্চয় তুমি নিকৃষ্টদিগের অন্তর্গত।" ১৩। সে বলিল, "উত্থাপনের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও"। ১৪। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদিগের অন্তর্গত"। ১৫। সে বলিল, "অবশেষে যেমন তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করিলে আমিও তাহাদিগের জন্য তোমার সরল পথে অবশ্য বসিয়া থাকিব†। ১৬। অতঃপর তাহাদের সম্মুখ হইতে ও তাহাদের পশ্চাৎ হইতে ও তাহাদের দক্ষিণ হইতে এবং তাহাদের বাম হইতে অবশ্য আমি তাহাদের নিকটে আসিব, এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ প্রাপ্ত হইবে না।" ১৭। তিনি বলিলেন, "এ স্থান হইতে তুমি লাঞ্ছিত ও তাড়িত অবস্থায় বাহির হও, তাহাদের যে ব্যক্তি নিশ্চয় তোমার অনুসরণ করিবে অবশ্য আমি একযোগে সেই তোমাদিগের দ্বারা নরক লোকপূর্ণ করিব"। ১৮। এবং হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী স্বর্গেতে বাস করিতে থাক, অনন্তর যথা হইতে তোমাদের ইচ্ছা হয় ভক্ষণ কর, এবং এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, তাহা হইলে তোমরা পাপীদিগের অন্তর্গত হইবে। ১৯। অনন্তর শয়তান তাহাদের উভয়ের সেই লজ্জাকর অঙ্গ তাহাদিগ হইতে যাহা গুপ্ত ছিল তাহাদের জন্য ব্যক্ত করিতে তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল, এবং বলিল যে, "তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উভয়ের দেবতা হওয়া অথবা (এস্থানে) চিরনিবাসী হওয়া ব্যতীত বৃক্ষ বিষয়ে তোমাদিগকে নিবারণ করেন নাই"‡। ২০। সে তাহাদের দুই জনের জন্য শপথ করিয়া বলিল যে,

করা যাইবে। যাহার দুষ্কর্মের ভার অধিক হইবে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে। (ত, ফা,)

* "তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি" অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি।

† অর্থাৎ আমি বিভ্রান্ত হইলাম, মনুষ্যদিগকেও পথভ্রান্ত করিব। (ত, ফা,)

‡ স্বর্গে মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন ছিল না। আদম ও হবার অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল, তাহা কখনও উন্মোচন করার প্রয়োজন ছিল না, তজ্জন্য তাঁহারা আপনাদের গুপ্ত অঙ্গের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না। যখন তাহারা নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে অপরাধী হইলেন তখন মানবীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইলেন, আপনাদের কার্য বুঝিলেন এবং গুপ্ত অঙ্গ দেখিতে পাইলেন। (ত, ফা,)

এরূপ ছিল যে, স্বর্গবাসিগণ আদম-হবার, গুপ্ত অঙ্গ দেখিতে পাইতেন না। আদম-হবাও পরস্পরের অঙ্গ দৃষ্টি করিতেন না। কথিত আছে যে, ঈশ্বর

"নিশ্চয় আমি তোমাদের দুইজনের, উপদেশকদিগের অন্তর্গত"। ২১।+অনন্তর সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনাতে ফেলিল, যখন তাহারা সেই বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করিল তখন তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ তাহাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল ও তাহারা তদুপরি স্বর্গীয় তরুর পত্র সকল আচ্ছাদন করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এই বৃক্ষসম্বন্ধে আমি কি তোমাদিগকে নিষেধ করি নাই? এবং আমি বলি নাই যে, শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু"? ২২। তাহারা বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি দয়া না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইব।" ২৩। তিনি বলিলেন, 'তোমরা নামিয়া যাও, তোমরা পরস্পর শত্রু এবং ভূতলে তোমাদের অবস্থিতি ও কিছুকাল পর্যন্ত (তথায় তোমাদের) ফলভোগ হইবে"। ২৪। তিনি বলিলেন, "তোমরা তথায় বাঁচিবে ও তথায় মরিবে, এবং তথা হইতে নিষ্ক্রামিত হইবে"। ২৫। (র, ২, আ. ১৫)

হে আদমসন্তানগণ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতি আমি সেই বস্ত্র যাহা তোমাদের গুপ্ত অঙ্গকে আবৃত করিতেছে ও সুশোভন বস্ত্র অবতারণ করিয়াছি, এবং বৈরাগ্য বস্ত্র (অবতারণ করিয়াছি,) ইহাই উৎকৃষ্ট, ইহা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের (অন্তর্গত,) ভরসা যে তাহারা উপদেশ লাভ করিবে*। ২৬। হে আদম সন্তানগণ, তোমাদের পিতা-মাতাকে যেমন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের গুপ্ত অঙ্গ প্রদর্শন করিতে তাহাদিগ হইতে তাহাদের বস্ত্র উন্মোচন করিয়াছে তদ্রূপ শয়তান তোমাদিগকেও যেন বিপাকে না ফেলে, নিশ্চয় সে ও তাহার দল যে স্থান হইতে তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে না পাও তোমাদিগকে দেখিয়া থাকে,ক নিশ্চয় আমি শয়তানদিগকে অবিশ্বাসী লোকদিগের বন্ধু করিয়াছি। ২৭। এবং তাহারা যখন দুষ্ক্রিয়া করে তখন বলিয়া থাকে "আমাদের পিতৃ পুরুষদিগকে আমরা এ বিষয়ে

তাঁহাদের গুপ্ত অঙ্গের উপর আচ্ছাদন রাখিয়া দিয়াছিলেন। শয়তান জানিত যে ঈশ্বরের অবাধ্যাচরণ করিলেই তাঁহাদের অঙ্গ হইতে আবরণ উন্মুক্ত হইবে। অতএব সে চাহিল যে, তাঁহাদিগকে পাপ গ্রস্ত করিয়া উলঙ্গ করে, তাহা হইলে দেবতাদের নিকটে তাঁহারা লজ্জা পাইবে। তজ্জন্য কুমন্ত্রণাদানে তাঁহাদিগকে ভুলাইতে আরম্ভ করে। আদম স্বর্গকে বিশেষ সুখের স্থান ভাবিয়া তথায় চিরকাল থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে শয়তান এই চক্রান্ত করে। এই কুমন্ত্রণায় পড়িয়াও তিনি ফল ভক্ষণে বিলম্ব করিয়াছিলেন। (ত, হো.)

* অর্থাৎ শত্রু স্বর্গীয় বস্ত্র তোমাদের অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়াছে, তৎপর আমি পৃথিবীতে বস্ত্র প্রস্তুত প্রণালী তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি। এক্ষণ যাহাতে বৈরাগ্যভাব আছে সেই পরিচ্ছদ পরিধান কর। অর্থাৎ পুরুষেরা রেশমী কাপড় পরিবে না, এবং দামন (বস্ত্রাঞ্চল) দীর্ঘ করিবে না। যাহা নিষিদ্ধ হইল তাহারা তাহা হইতে বিরত থাকিবে। এবং স্ত্রীলোকেরা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিবে না ও আপন সৌন্দর্য প্রদর্শন করিবে না। (ত. ফা.)

ক অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া শয়তান তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমরা স্থূল দেহধারী, সে তোমাদিগকে দেখিতে পায়। অতএব ঈদৃশ শত্রু হইতে তোমাদের সাবধান থাকা উচিৎ। (ত, হো,)

প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ঈশ্বর আমাদিগকে এ বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন," তুমি বল, নিশ্চয় ঈশ্বর দুষ্কর্মে আদেশ করেন না, যাহা তোমরা জ্ঞাত নহ ঈশ্বরের প্রতি কি তাহা বলিতেছ ?* ২৮। বল, আমার প্রতিপালকের আজ্ঞা ন্যায়যুক্ত, প্রত্যেক নমাজের সময় উপস্থিতমতে তোমরা স্বীয় মুখমণ্ডলকে ঠিক রাখিও, এবং তাঁহার জন্য ধর্মের বিশোধনকারী হইয়া তাঁহার অর্চনা করিও†, যদ্রূপ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ পুনর্বার তোমরা হইবে। ২৯। তিনি এক দলকে পথ প্রদর্শন করিলে ও এক দলকে (এরূপ করিলেন,) যে, তাহাদের প্রতি বিপদ গমন উপযুক্ত হইল, নিশ্চয় তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শয়তান সকলকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল ও মনে করিতেছিল যে, তাহারা সুপথগামী। ৩১। হে আদমসন্তানগণ, প্রত্যেক নমাজের সময় উপস্থিতমতে তোমরা স্বীয় শোভা গ্রহণ করিও, এবং ভোজন পান করিও, অমিতাচরণ করিও না, নিশ্চয় তিনি অমিতাচারীকে প্রেম করেন না‡। ৩২। (র, ৩, আ, ৬,)

বল, ঈশ্বরের সেই শোভাকে যাহা তিনি আপন দাসদিগের জন্য বাহির করিয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ উপজীবিকা সকলকে কে অবৈধ করিল ? বল, তাহা পার্থিব জীবনে বিশ্বাসীদিগের জন্য হয়, শুদ্ধ (তাহাদের জন্য) সমুত্থানের দিন, এরূপ যাহারা জ্ঞান রাখে সেই দলের নিমিত্ত আমি নিদর্শন সকল বিস্তারিত বর্ণন করি$। ৩৩। বল, যে সকল দুষ্ক্রিয়া গুপ্ত ও

---

* অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছে, পুনর্বার পিতার প্রমাণ কেন উপস্থিত করিতেছ ? (ত, ফা,)

† মুখমণ্ডল ঠিক রাখ, অর্থাৎ কাবার অভিমুখে মুখ স্থাপন কর।

‡ স্বীয় শোভা অর্থাৎ আপন পরিচ্ছদ নমাজের সময় ধারণ করা বিধি। তখন পুরুষের কটীদেশ হইতে জানু পর্যন্ত এবং নারীর সর্বাঙ্গ আবৃত থাকা আবশ্যক। কিন্তু দাসীর জানুর নিম্ন ও কক্ষতলের উপর অনাবৃত থাকিলে দোষ নাই। যে সূক্ষ্ম বসনের ভিতর দিয়া শরীর এবং রোম নয়ন গোচর হয় তাহা পরিধান নিষিদ্ধ, এবং এই আদেশ হইল যে, অসৎ কর্মে অর্থ ব্যয় করিবে না। (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্মে অর্থ ব্যয় করিও না। তদ্ভিন্ন সকল প্রকার পান ভোজন বৈধ। যে সকল সামগ্রী মোসলমানের জন্য সৃজিত হইয়াছে পৃথিবীতে কাফেরগণও তাহার অংশী। পরলোকের সুখ কেবল বিশ্বাসীদিগের জন্য নির্দিষ্ট। (ত, ফা,)

যে মস্‌জেদে নমাজ পড়িবে বা যে মস্‌জেদ প্রদক্ষিণ করিবে তাহার নিকটবর্তী হইলেই উত্তম ও শুদ্ধ পরিচ্ছদ ধারণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, শোভা গ্রহণ করার অর্থ শ্মশ্রু বিন্যাস করা। কোন এমাম বলিয়াছেন যে, এস্থানে আন্তরিক শোভার কথা হইয়াছে বাহ্যিক নয়, অর্থাৎ প্রেম বিনয়াদি। কিন্তু এই প্রেম বিনয়াদি এক বিশেষ স্থানের জন্য নয়, প্রত্যেক স্থান ও প্রত্যেক মস্‌জেদের জন্য আবশ্যক। কশ্‌ফোল্‌ আসার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "এস্থানে বাহ্যজ্ঞানের ভাষায় শোভার অর্থ আচ্ছাদন দ্বারা লজ্জা নিবারণ করা, তত্ত্বজ্ঞানের ভাষায় প্রার্থনা ও দীনতার জন্য মনের একাগ্রতা।" "ঈশ্বর অমিতাচারীদিগকে প্রেম

ব্যক্ত* এবং অপরাধ, অন্যায়, অবাধ্যতা এবং যাহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই তাহাকে যে তোমরা ঈশ্বরের অংশী কর, এবং যাহা জ্ঞাত নহ ঈশ্বর সম্বন্ধে যে তাহা বল, এই সকল ব্যতীত আমার প্রতিপালক অবৈধ করেন নাই। ৩৪। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক নির্দিষ্ট কাল আছে ;† যখন তাহাদের নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হয় তখন তাহারা এক দণ্ড বিলম্ব করে না, সত্বর ও হয় না। ৩৫। হে আদমের সন্তানগণ, যদি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষগণ আগমন করে ও আমার নিদর্শন সকল তোমাদের নিকটে বর্ণন করে তাহাতে যাহারা ধর্মভীরু হইবে ও সৎকর্ম করিবে তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই, তাহারা শোকার্ত হইবে না। ৩৬। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তৎপ্রতি গর্ব করিয়াছে এই তাহারাই নরকাগ্নির অধিবাসী, তাহারা তথায় নিত্যনিবাসী হইবে। ৩৭। অনন্তর ঈশ্বরের প্রতি যাহারা অসত্য বন্ধন করিয়াছে ও তাঁহার নিদর্শন সকলের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি সমধিক অত্যাচারী ? এই তাহারা, গ্রন্থ হইতে তাহাদের লভ্য সে পর্যন্ত প্রাপ্ত হইবে,‡ যখন আমার প্রেরিতগণ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহাদের প্রাণ হরণ করিবে ও বলিবে, "তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে আহবান করিতেছিলে তাহারা কোথায় ? তখন তাহারা বলিবে, "আমাদের নিকট হইতে তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে" এবং তাহারা আপন জীবনসম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে যে, নিশ্চয় তাহারা কাফের ছিল। ৩৮। তিনি বলিবেন, তোমাদের পূর্বে নিশ্চয় যে সকল দানব ও মানব নরকাগ্নিতে চলিয়া গিয়াছে, সেই দলে তোমরা প্রবেশ কর, যখন এক দল প্রবেশ করিবে তখন আপন ভগিনীকে অভিসম্পাত করিবে, তথায় সকলের পরস্পর একত্রিত হওয়া পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্বর্তিগণ তাহাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্বন্ধে বলিবে যে, "হে আমাদের প্রতিপালক তাহারা আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছে, অতএব তুমি তাহাদিগকে নরকাগ্নির দ্বিগুণ শাস্তি দান কর"$। ৩৯।

করেন না" তাহারাই অমিতাচারী যাহারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলেও ভক্ষণ করে। কুআতোল্ কলুব গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, দিনে দুইবার করিয়া আহার করাই অমিতাচারিতা। ভোজন পানের চিন্তাতে যাহার সমুদায় শক্তি ব্যয়িত হয় সেই ব্যক্তিই নরাধম। মহাত্মা আবদোল্লা আনসারি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের অনভিপ্রেতরূপে যাহা ব্যয় করা হয় তাহাই অমিতাচারিতা। (ত, হো,)

* এখানে দুষ্ক্রিয়ার অর্থ ব্যভিচার।

† বিশ্বাসীদিগের পুনর্জীবন ও অবিশ্বাসীদিগের শাস্তি প্রাপ্তির কাল।

‡ এস্থানে গ্রন্থ শব্দে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ গ্রন্থ অথবা পরমেশ্বর দণ্ড পুরস্কার জীবন মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে যে নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা বুঝাইবে। (ত, হো,)

$ "আপন ভগিনীকে অভিসম্পাত করিবে" ইহার অর্থ আপন সহযোগী অপর দলকে অর্থাৎ এক ইহুদী অপর ইহুদীকে এক ঈসায়ী দল অপর ঈসায়ী দলকে এক অগ্নির উপাসক দল অপর অগ্নির উপাসক দলকে অভিসম্পাত করিবে। (ত হো,)

তিনি বলিবেন, "প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা বুঝিতেছ না"* । ৪০ । এবং তাহাদের পূর্ববর্তী তাহাদের পশ্চাদ্বর্তীকে বলিবে অনন্তর আমাদের উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠতা নাই, অতএব যাহা করিতেছিলে তজ্জন্য শাস্তি আস্বাদন কর । ৪১ । (র, ৪, আ, ৮,)

নিশ্চয় যাহারা আমার প্রতি নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্য রোপ করিয়াছে ও তৎসম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছে তাহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার মুক্ত হইবে না, এবং যে পর্যন্ত না সূচির ছিদ্রে উষ্ট্র প্রবেশ করে সে পর্যন্ত তাহারা স্বর্গে যাইবে না এবং এইরূপে আমি পাপীদিগকে প্রতিফল দান করি । ৪২ । নরকলোক হইতে তাহাদিগের জন্য শয্যা ও তাহাদের উপর আচ্ছাদন হইবে ; এবং এইরূপে আমি অত্যাচারীদিগকে প্রতিফলন দান করি । ৪৩ । এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে (তাহাদের) কোন ব্যক্তিকে তাহাদের সাধ্যানুরূপ ব্যতীত আমি ক্লেশ দান করি না, তাহারা স্বর্গলোকের নিবাসী, তাহারা তথায় নিত্য নিবাসী হইবে । ৪৪ । এবং তাহাদের অন্তরে যে বিষাদ হয় তাহা আমি দূর করি,† তাহাদিগের নিম্নে জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইবে, এবং তাহারা বলিবে, "ঈশ্বরেরই সম্যক্ গুণানুবাদ, যিনি আমাদিগকে এই দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি ঈশ্বর আমাদিগকে পথ প্রদর্শন না করিতেন আমরা কখনও পথ প্রাপ্ত হইতাম না, সত্য সত্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত-পুরুষগণ সত্য সহকারে আগমন করিয়াছেন ;" এবং ধ্বনি হইবে যে, "তোমরা যাহা করিতে ছিলে তজ্জন্য তোমাদিগকে এই স্বর্গের উত্তরাধিকারী করা গেল" । ৪৫ । এবং স্বর্গবাসিগণ নরকবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, "আমাদের প্রতিপালক আমাদিগের নিকটে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন নিশ্চয় তাহা সত্য পাইয়াছি, পরন্তু তোমরা কি তাহাদের প্রতিপালক তোমাদের নিকটে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন সত্য পাইয়াছ ?" তাহারা হাঁ বলিবে, তৎপর ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে যে, যাহারা ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করে ও সেই পথের জন্য বক্রতা অন্বেষণ করে, এবং যাহারা পরলোকসম্বন্ধে অবিশ্বাসী সেই অত্যাচারীদিগের প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত । ৪৬ + ৪৭ । উভয়ের (স্বর্গ-নরকের) মধ্যে আচ্ছাদন রহিয়াছে এবং "এরাফের" উপর পুরুষ সকল আছে, তাহারা প্রত্যেককে তাহাদের লক্ষণানুসারে চিনিবে, এবং স্বর্গবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, "তোমাদিগের প্রতি সলাম" (তখনও) তাহারা তথায় প্রবেশ করে নাই, (প্রবেশ করিতে) আকাঙ্ক্ষা করিতেছে‡ । ৪৮ । এবং

---

* অর্থাৎ একভাবে প্রথম দলের অপরাধ গুরুতর, যেহেতু পরবর্তী দলকে তাহারা পথ প্রদর্শন করিয়াছে, অন্যভাবে পরবর্তী দলের অপরাধও গুরুতর, যেহেতু তাহারা পূববর্তী দলের অবস্থা দর্শন করিয়াও সাবধান হয় নাই । (ত, ফা,)

† স্বর্গবাসীদিগের অন্তরে যে বিবাদ হয় তাহা আমি দূর করি । (ত, হো,)

‡ স্বর্গ ও নরকের মধ্যে এক প্রাচীর আছে, তাহার উপরে কতিপয় পুরুষ স্থিতি করেন, তাঁহারা মুখের লক্ষণানুসারে স্বর্গীয়লোক ও নারকী লোকদিগকে চিনিয়া স্বর্গবাসীদিগকে সুসংবাদ দান করিবেন । তাঁহারা সংবাদ প্রাপ্তির আশা করিবেন, শুভ সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইবেন । (ত, হো,)

তাহাদিগের দৃষ্টি নরকবাসীদিগের প্রতি ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে অত্যাচারীদলের সঙ্গী করিও না।" ৪৯। (র, ৫, আ, ৮,)

এরাফনিবাসিগণ পুরুষদিগকে তাহাদের লক্ষণানুসারে চিনিয়া ডাকিয়া বলিল, "তোমাদের হইতে তোমাদের দল উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, যেহেতু তোমরা অহংকার করিতেছিলে"। ৫০। "ইহারা কি তাহারা যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিতেছিলে যে, কখনও তাহাদিগের প্রতি ঈশ্বর দয়া প্রেরণ করিবেন না? তোমরা স্বর্গে প্রবেশ কর, তোমাদের প্রতি ভয় নাই ও তোমরা শোকার্ত হইবে না"*। ৫১। এবং নরকবাসিগণ স্বর্গবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে যে, "আমাদের প্রতি কিছু জল অথবা ঈশ্বর তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু বর্ষণ কর"; তাহারা বলিবে, "ঈশ্বর নিশ্চয় ধর্মদ্রোহিগণের প্রতি এ দুইকে অবৈধ করিয়াছেন। ৫২। যাহারা আপন ধর্মকে ক্রীড়া ও আমোদস্বরূপ করিয়াছে তাহাদিগকে পার্থিব জীবন প্রতারণা করিয়াছে, অতএব অদ্য আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব, তাহারা যেমন আপনাদের এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছে এবং যেমন আমার নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করিতেছিল। ৫৩। এব সত্য সত্যই আমি তাহাদের নিকটে গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছি, বিশ্বাসীদলের জন্য জ্ঞানানুসারে পথ প্রদর্শন ও দয়ার অনুরোধে তাহা বিস্তৃত বর্ণন করিয়াছি। ৫৪। তাহার মর্ম ব্যতীত তাহারা কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে? যে দিন তাহার মর্ম উপস্থিত হইবে যাহারা পূর্বে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল তাহারা বলিবে, "নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত-পুরুষগণ সত্যসহকারে আসিয়াছিলেন, অনন্তর আমাদের জন্য শুভ প্রার্থী কে আছেন যে, আমাদের নিমিত্ত শুভ প্রার্থনা করিবে? কিংবা আমরা কি ফিরিয়া যাইব, অবশেষে যাহা করিতেছিলাম তদ্ভিন্ন কার্য করিব"? সত্যই তাহারা আপন জীবনের ক্ষতি করিয়াছে এবং যাহা অপলাপ করিতেছিল তাহাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে†। ৫৫। (র, ৬, আ, ৬)

স্বর্গ ও নরকের মধ্যে এক স্থান আছে, সেই স্থানে কে স্বর্গে যাইবে কে নরকে যাইবে তাহার পরিচয় হয়, এজন্য সেই স্থানকে "এরাফ" বলে। "এরাফ" শব্দের অর্থ চিনিয়া লওয়া।

* এরাফনিবাসিগণ বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাফেরগণকে বলিবেন, "ইহারা কি তাহারা নয় যে পৃথিবীতে তোমরা শপথ করিয়া বলিতেছিলে যে, কখনও ঈশ্বর ইহাদিগকে দয়া করিবেন না, দেখ এক্ষণ ঈশ্বরের দয়ায় ইঁহারা স্বর্গেতে চলিযাছেন।" ঈশ্বর বলিবেন, "তোমরা স্বর্গেতে প্রবেশ কর।" (ত, হো,)

† "তাহার মর্ম ব্যতীত তাহারা কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকে?" অর্থাৎ প্রতীক্ষা করে না। কাফের লোকেরা প্রতীক্ষা করে যে, এই গ্রন্থে যে শাস্তির বিষয় উল্লেখ হইয়াছে তাহা সত্য হয় কি-না দেখি, সত্য হইলে তখন ইহা গ্রাহ্য করা যাইবে। কিন্তু যখন ঠিক হইবে তখন আর মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্যই সংবাদ দেওয়া যায় যে, পূর্ব হইতে যেন মুক্তির উপায় অবলম্বন করা হয়। (ত, ফা,)

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক সেই পরমেশ্বর যিনি ছয় দিবসে স্বর্গলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন, তৎপর সিংহাসনে স্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি দিবা দ্বারা রজনীকে আচ্ছাদিত করেন, তাহাকে (দিবা-রাত্রিকে) সত্বর আহ্বান করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার আদেশে সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়মিত, জানিও তাঁহারই সৃষ্টি ও আজ্ঞা, বিশ্বপালক পরমেশ্বর বহু সমুন্নত। ৫৬। তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে কাতরতা সহকারে ও গুপ্ত ভাবে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না*। ৫৭। পৃথিবীতে তাহার সংশোধনের পর তোমরা উপদ্রব করিও না, তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাক, নিশ্চয় ঈশ্বরের দয়া হিতকারী লোকদিগের নিকটে আছে। ৫৮। এবং তিনিই যিনি আপন দয়ার পূর্বে বায়ু সকলকে সুসংবাদবাহকরূপে প্রেরণ করেন, এতদূর পর্যন্ত, যখন (বায়ু) ঘন মেঘকে বহন করে তখন আমি নির্জীব নগরের দিকে তাহাকে প্রেরণ করি, পরে আমি তাহা দ্বারা বারিবর্ষণ করিয়া থাকি, অনন্তর তদ্দ্বারা সর্বপ্রকার ফল নিঃসারণ করি, এই প্রকার আমি মৃত লোকদিগকে বাহির করিব, ভরসা যে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৫৯। বিশুদ্ধ নগর, আপন প্রতিপালকের আদেশে স্বীয় উৎপাদনীয় বস্তু নিঃসারিত করে, এবং যাহা অবিশুদ্ধ তাহা অল্প বই নিঃসারণ করে না, এইরূপে আমি কৃতজ্ঞ হয় এরূপ দলের জন্য নিদর্শন সকল বর্ণন করিয়া থাকি†। ৬০। (র, ৭, আ, ৫)

সত্য সত্যই আমি নূহাকে তাহার দলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, অবশেষে সে বলিয়াছিল "হে আমার সম্প্রদায়, পরমেশ্বরকে ভজনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য কোন ঈশ্বর নাই, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করিতেছি'। ৬১। তাহার দলের প্রধান পুরুষগণ বলিল, "নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিপথে দেখিতেছি"। ৬২। সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, আমার জন্য পথভ্রান্তি নয়, আমি বিশ্বপালক হইতে প্রেরিত। ৬৩। আমি আপন প্রতিপালকের সমাচার তোমাদিগকে পঁহুছাইতেছি ও তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, তোমরা যাহা জানিতেছ না আমি ঈশ্বরের সাহায্যে তাহা জানিতেছি। ৬৪। তোমরা কি বিস্মৃত হইতেছ যে, তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের এক ব্যক্তির প্রতি তোমাদের জন্য উপদেশ আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে ও তাহাতে তোমরা ধর্মভীরু হও, এবং তাহাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও?' ৬৫। পরে তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অবশেষে আমি তাহাকে ও তাহার

* নিঃশব্দে প্রার্থনা করা উত্তম। তাহা করিলে প্রার্থনায় আপনাকে প্রদর্শন করা হয় না। কাতরতা সহকারে প্রার্থনা করিবে, সীমা লঙ্ঘন করিবে না। অর্থাৎ নিজ মুখে উচ্চ বিষয় চাহিবে না। (ত, ফা,)

† এ স্থানে বিশুদ্ধ নগরের অর্থ বালুকা ও প্রস্তরমুক্ত পরিষ্কৃত ভূমি। যে ভূমি অবিশুদ্ধ তাহা স্বল্প ফল ভিন্ন উৎপাদন করে না। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী-দিগের সম্বন্ধে এই উপমা হইতে পারে। বিশ্বাসীর মন বিশুদ্ধ ভূমি সদৃশ, অবিশ্বাসীর মন মরুভূমি তুল্য। যখন ঈশ্বরবাণীরূপ মেঘ হইতে উপদেশ-রূপ বারি বিশ্বাসীর মনে বর্ষিত হয়, তখন ভজন-সাধনের ভাব তাঁহার জীবনে প্রকাশ পায়। কিন্তু কাফেরের মনোরূপ ভূমিতে বীজ অংকুরিত হয় না, সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না। (ত, হো,)

সঙ্গে যাহারা নৌকায় ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি, এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়াছি; নিশ্চয় তাহারা এক অন্ধ সম্প্রদায় ছিল* । ৬৬ । (র, ৮, আ, ৬)

এবং আমি আদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হূদকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম,) সে বলিয়াছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে ভজনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই, অনন্তর তোমরা কি ধর্মভীরু হইতেছ না" ? ৬৭ । তাহার সম্প্রদায়ের যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রধান পুরুষগণ বলিল, "নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে অজ্ঞানতার মধ্যে দর্শন করিতেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত মনে করিতেছি"† । ৬৮ । সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, আমার জন্য অজ্ঞানতা নয়, কিন্তু আমি বিশ্বপালকের নিকট হইতে প্রেরিত । ৬৯ । আমি স্বীয় প্রতিপালকের সমাচার তোমাদিগকে পহুঁছাইতেছি, এবং আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত উপদেষ্টা । ৭০ । তোমরা কি বিস্মৃত হইতেছ যে, তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের এক ব্যক্তির উপরে তোমাদের নিকটে‡ উপদেশ আসিয়াছে যেন সে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করে । এবং স্মরণ কর, তিনি যখন নূহার সম্প্রদায়ের অন্তে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে তোমাদিগের (বংশ) বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ; পরিশেষে ঈশ্বরের দানকে স্মরণ কর, তাহাতে তোমরা উদ্ধার পাইবে" । ৭১ । তাহারা বলিল, "আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে অর্চনা করিব ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাকে ভজনা করিতেছিলেন পরিত্যাগ করিব ? এজন্য তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ ? অবশেষে যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও তবে আমাদের সম্বন্ধে যাহা অঙ্গীকার করিতেছ তাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত কর" । ৭২ । সে বলিল, "সত্যই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক হইতে ক্রোধ ও শাস্তি নির্ধারিত হইয়াছে তোমরা কি আমার সঙ্গে কতিপয় নাম সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিতেছ ? তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সেই নাম রাখিয়াছে, তাহার জন্য ঈশ্বর কোন প্রমাণ অবতারণ করেন নাই, অবশেষে প্রতীক্ষা করিতে থাক,

* প্রেরিত-পুরুষ নূহাকে তাঁহার দলস্থ লোকেরা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল । ঈশ্বর এক নৌকা নির্মাণ করিয়াছিলেন । তদ্দৃষ্টান্তে নূহা নৌকা নির্মাণপূর্বক বিশ্বাসিগণকে সঙ্গে করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়াছিলেন । পরমেশ্বর মহাবন্যা প্রেরণ করেন, সেই বন্যার জলে ডুবিয়া ধর্মদ্রোহী লোকেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয় । নূহা সঙ্গীদিগের সঙ্গে নির্বিঘ্নে রক্ষা পান । তাহাতেই ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি তাহাদিগকে নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়াছি । (ত, হো,)

† নূহার বংশোদ্ভব আদ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন । আদের বংশীয় লোকেরা আদ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ । তাহারা অত্যন্ত উন্নত ও বলিষ্ঠকায় ছিল । তখন পৃথিবীতে কোন জাতি তাহাদের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ছিল না । তাহারা ধনে-জনে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল ও পুত্তলিকা পূজা করিত । তাহাদের বংশোদ্ভব হূদ নামক ব্যক্তিকে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রেরিতরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । (ত, হো,)

‡ তোমাদের নিকট, এই কথার ভাব তোমাদের জন্য ।

নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদিগের অন্তর্গত*। ৭৩। অনন্তর আমি তাহাকে ও যাহারা তাহার সঙ্গে ছিল তাহাদিগকে নিজ দয়াগুণে মুক্তি দিয়াছি, এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছিল ও অবিশ্বাসী ছিল তাহাদের মূল কর্তন করিয়াছি†। ৭৪। (র, ৯, আ, ৮)

এবং আমি সমুদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে (প্রেরণ করিয়াছিলাম,) সে বলিয়াছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অর্চনা কর, তিনি ব্যতীত

* বিশেষ বিশেষ প্রতিমার বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হইয়াছিল, কাহাকে "সাকিয়া" (জলদাতা) বলা হইত। আদ মনে করিত যে, সাকিয়া দেবী বারিবর্ষণ করেন। তাহারা কাহাকে "হাফেজা" (রক্ষয়িত্রী) বলিত, দেশ পর্যটনকালে রক্ষয়িত্রীরূপে এই দেবী সঙ্গে থাকেন, এরূপ তাহাদের সংস্কার ছিল। এইরূপ "রাজ্জেকা" (জীবিকাদাত্রী), "সালেমা" (কল্যাণদাত্রী) প্রভৃতি তাহাদের উপাস্যদেবী ছিলেন। এ সকল নাম ছিল মাত্র, কিন্তু নামানুরূপ কোন পদার্থ ছিল না। মনুষ্যের উপর মৃন্ময়ী বা পাষাণময়ী মূর্তির কি ক্ষমতা আছে? অতএব হুদ বলিলেন, "তোমরা কি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত এই সকল বস্তু লইয়া আমার সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছ"? (ত, হো,)

† পরমেশ্বর তিন বৎসর তাহাদের উপর জল বর্ষণ করেন নাই, তাহাতে দুর্ভিক্ষ হয়। তৎকালে যখন কোন বিপদ্ উপস্থিত হইত এক্ষণ যে স্থানে কাবা মন্দির সে স্থানে বিপদ্‌গ্রস্ত লোক সকল চলিয়া আসিত। তথায় লোহিত বর্ণের একটি মৃত্তিকাস্তূপ ছিল, সেই স্থানে একেশ্বরবাদী ও অনেকেশ্বরবাদী সকলে প্রার্থনা করিত, তাহাতে সকল লোক ভয় হইতে মুক্তি পাইত ও সিদ্ধকাম হইত। তখন দুর্ভিক্ষাক্রান্ত হইয়া আদ জাতি যাত্রার আয়োজন করিল। কবিল ও মোর্সদ নামক দুই দলপতি আপন দলের সত্তর জন লোক সঙ্গে করিয়া মক্কায় চলিয়া আইসেন। মাওবিয়া নামক ব্যক্তি সেই সময়ে মক্কার শাসনকর্তা ছিলেন। আদগণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকনাদি প্রদানান্তর নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য অনুমতির প্রার্থী হয়। মোর্সদ হুদের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি কবিলের দলকে বলিলেন, "তোমরা যে পর্যন্ত হুদের আনুগত্য স্বীকার না করিবে, তোমাদের প্রার্থনায় বৃষ্টি হইবে না। অনুতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।" কবিল ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাহা না শুনিয়া প্রার্থনার ভূমিতে চলিয়া আসিল, তথায় যাইয়া বলিল, "হে ঈশ্বর" আদ জাতি যেরূপ বৃষ্টি ইচ্ছা করে প্রদান কর।" তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ শুভ্র লোহিত এই তিন বর্ণের তিন খণ্ড মেঘ আকাশে প্রকাশিত হইল, তখন এই দৈববাণী হইল, "কবিল, তুমি ইহার এক খণ্ড মেঘকে মনোনীত কর।" কবিল কৃষ্ণবর্ণের মেঘখণ্ডকে প্রার্থনা করিয়া সহচরগণসহ মক্কা হইতে স্বদেশে চলিয়া আসিল, এবং আপন নিবাসভূমি মঘরণ-নামক স্থানে আসিয়া স্বজাতিকে এই সুসংবাদ দান করিল। তাহা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া মেঘ দর্শন করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিল। তখন ঈশ্বরের শাস্তি তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইল। সেই মেঘ খণ্ডের সঙ্গে মহাবাত্যা ছিল। সাত দিন ক্রমাগত ঝড় হইয়া আদ সম্প্রদায়কে বিনাশ করিল। হুদ সদলে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইলেন। (ত, হো,)

তোমাদের জন্য অন্য ঈশ্বর নাই, সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে এক প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, এই ঐশ্বরিক উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দেও, এ ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ভক্ষণ করিতে থাকুক, এবং তাহাকে অসদ্ভাবে স্পর্শ করিও না, তাহাতে তোমাদিগকে দুঃখজনক শাস্তি আক্রমণ করিবে* । ৭৫ । এবং স্মরণ কর, যখন আদ জাতির অন্তে তিনি তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলেন, এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থান দিলেন, তোমরা তাহার কোমল মৃত্তিকা দ্বারা আলয় সকল নির্মাণ করিতেছ ও পর্বত সকলকে কাটিয়া গৃহরাজি প্রস্তুত করিতেছ ; অবশেষে ঈশ্বরের উপকার স্মরণ কর, এবং ভূতলে অত্যাচারিরূপে অহিতাচরণ করিও না" । ৭৬ । তাহার সম্প্রদায়ের উদ্ধত প্রধান পুরুষগণ যাহাদিগকে দুর্বল মনে করিতেছিল তাহাদিগের যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা কি বোধ করিতেছ যে, সালেহ্ তাহার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত" ? তাহারা বলিল, "সত্যই আমরা তাহার সঙ্গে যাহা প্রেরিত হইয়াছে তৎপ্রতি বিশ্বাসী" । ৭৭ । উদ্ধত লোকেরা বলিল, "তোমরা যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ নিশ্চয় আমরা তৎ সম্বন্ধে কাফের" । ৭৮ । অনন্তর তাহারা উষ্ট্রীকে বধ করিল ও আপন প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হইল, এবং বলিল, "হে সালেহ্, যদি তুমি প্রেরিত-পুরুষদিগের অন্তর্গত হও তবে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা উপস্থিত কর" । ৭৯ । অবশেষে ভূমিকম্প তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, পরে তাহারা আপন গৃহে প্রাতঃকালে অধোমুখে

* সমুদ জাতি শারীরিক বল ও প্রচুর সম্পত্তি এবং লোকবলের কারণে গর্বিত হইয়া সালেহ্‌কে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, এবং তাঁহার নিকটে প্রেরিতত্ত্বের নিদর্শন চাহিয়াছিল । সালেহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিরূপ নিদর্শন চাহ" ? তাহাতে তাহারা বলিল, "আমাদের সঙ্গে তুমি প্রান্তরে চলিয়া আইস, কল্য আমাদের উৎসব, প্রতিমা সকলকে সুসজ্জিত করিয়া তথায় উপস্থিত করিব, তুমি আপন ঈশ্বরের নিকটে কিছু প্রার্থনা করিও, আমরাও আমাদের পরমেশ্বরদিগের নিকটে প্রার্থনা করিব, যাহার প্রার্থনা গৃহীত হইবে সকল লোক তাহার আনুগত্য স্বীকার করিবে" । ইহাই স্থির করিয়া সকলে পরদিন প্রান্তরে চলিয়া গেলেন । সমুদ লোকেরা নানা বিষয়ে প্রার্থনা করিল, কোন প্রার্থনাই গৃহীত হইবার লক্ষণ লক্ষিত হইল না । তাহারা দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল । সম্প্রদায়ের দলপতি জনদ নামক ব্যক্তি প্রান্তরস্থিত একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হে সালেহ্, এই প্রস্তরখণ্ড হইতে তুমি আমাদের জন্য একটি রোমশঃ বৃহৎ উষ্ট্রী বাহির কর" । সালেহ্ বলিলেন, "যদি আমার ঈশ্বর পূর্ণশক্তি হন এই প্রস্তর হইতে তদ্রূপ উষ্ট্রী বাহির করিবেন, তাহা হইল তোমরা কি করিবে বল" ? তাহারা বলিল, "তোমার ঈশ্বরকে পূজা করিব" । সকলে এই নির্ধারণে শপথপূর্বক প্রতিজ্ঞা করিল । সালেহ্ দুইবার উপাসনা করিলে পর পাথর কাঁপিয়া উঠিল, প্রসব সময়ে উষ্ট্রী যেরূপ আর্তনাদ করে প্রস্তরখণ্ডও সেইরূপ চীৎকার করিল, এবং তাহা হইতে পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত একটি প্রকাণ্ড উষ্ট্রী বাহির হইল । তাহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বের দূরতা দুই শত চল্লিশ হস্ত, শরীরটা পর্বত সদৃশ ছিল । জনদা ইহা দেখিয়াই ধর্ম গ্রহণ করিল । অন্য সমুদয় লোক সৎপথ আশ্রয় করিল না । (ত, হো,)

(কালগ্রাসে) পতিত হইল। ৮০। অনন্তর সে তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইল, এবং বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, সত্য সত্যই আমি স্বীয় প্রতিপালকের সমাচার তোমাদিগের নিকটে পঁহুছাইয়াছি, এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তোমরা উপদেষ্টাদিগকে প্রেম কর না"। ৮১। এবং আমি লুতকে (প্রেরণ করিয়াছি,) স্মরণ কর, যখন সে আপন দলকে বলিল, "তোমরা যে দুষ্কর্ম করিতেছ, তোমাদের পূর্বে কি জগতের কেহ তাহা করিয়াছে*"? ৮২। নিশ্চয় তোমরা স্ত্রীলোক ছাড়িয়া কামভাবে পুরুষদিগের নিকটে আসিয়া থাক, বরং "তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দল"। ৮৩। এবং স্বীয় গ্রাম হইতে ইহাদিগকে বাহির কর, নিশ্চয় ইহারা পবিত্রতা চাহে এরূপ লোক, এ-প্রকার বলা ভিন্ন তাহার দলের উত্তর ছিল না†। ৮৪। অনন্তর আমি তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহাকে ও অন্য পরিজনকে মুক্তি দিলাম, সে (লুতের স্ত্রী) অবশিষ্ট লোকদিগের অন্তর্গত ছিল‡। ৮৫। এবং আমি তাহাদের উপর বৃষ্টি (প্রস্তরবৃষ্টি) বর্ষণ করিলাম, পরে দেখ অপরাধীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল ? ৮৬। (রু, ১০, আ, ১২)

এবং আমি মদ্‌য়ন জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়বকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম,) সে বলিয়াছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে ভজনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য উপাস্য নাই, সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে, অবশেষে তুল ও পরিমাণকে পূর্ণ করিও, এবং লোকদিগকে তাহাদের দ্রব্যপুঞ্জ ন্যূন পরিমাণ দিও না ও পৃথিবীতে তাহার সংশোধনের পর উপদ্রব করিও না, তোমরা বিশ্বাসী হইলে তোমাদের জন্য ইহাই কল্যাণকর$। ৮৭।

* লুত আজরের পৌত্র হারুণের পুত্র ও মহাত্মা এব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। এব্রাহিম যখন বাবেল হইতে শাম দেশে চলিয়া যান তখন লুত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পরমেশ্বর লুতকে প্রেরিতত্ব দান করিয়া মওতফক্কাত নামক স্থানের অধিবাসীদিগের নিকটে প্রেরণ করেন। মওতফাক্কাতে পাঁচটি নগরের সম্মিলন। সাদোমা সেই সকল নগরের মধ্যে প্রধান ছিল। আমুরা, দাউমা, সাবুরা ও সউদ অপর চারিটি নগর। প্রত্যেক নগরে চারি সহস্র লোকের বাস ছিল। লুত সদোমাতে আগমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের নিকটে ধর্মপ্রচার করেন। ঊনত্রিশ বৎসর তিনি সেখানে বাস করিয়া সৎকর্মে প্রবর্তিত ও দুষ্কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ দেন। নগরবাসী দিগের দুষ্ক্রিয়ার মধ্যে পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার প্রধান ছিল। ঈশ্বর সেই সকল লোকের পরিণাম জানাইলেন, এবং বলিলেন, হে মোহম্মদ, লুতের বৃত্তান্ত স্মরণ কর। (ত, হো,)

† "ইহাদিগকে বাহির কর" এই কথার অর্থ লুতকে ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বাহির কর।

‡ পরমেশ্বর লুতীয় সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরিত হইল, ভয়ানক প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। লুতের ভার্যা ব্যতীত তিনি ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলে রক্ষা পাইলেন। লুতের পত্নীর নাম ওয়াএলা। সে গোপনে ঈশ্বরদ্রোহীদিগকে উত্তেজিত করিত। (ত, হো,)

$ মদয়নজাতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই প্রকার তুল ও পরিমাণযন্ত্র রাখিত, বৃহৎ যন্ত্র দ্বারা ক্রয়, ক্ষুদ্র যন্ত্র দ্বারা বিক্রয় করিত; এইরূপে তাহারা সকলকে ঠকাইত।

তোমরা ঈশ্বরের পথ হইতে তৎপ্রতি যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে তাহাকে নিবৃত্তি করিতে ও ভয় দেখাইতে প্রত্যেক পথে বসিও না, তোমরা তাহার জন্য বক্রতা অন্বেষণ করিতেছ ; স্মরণ কর, যখন তোমরা অল্প ছিলে পরে তোমাদিগকে বর্ধিত করা হইয়াছে ; দেখ অত্যাচারীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে ?* ৮৮। এবং যদি তোমাদের এক দল যৎসহ আমি প্রেরিত হইয়াছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও একদল অবিশ্বাসী হয় তবে যে পর্যন্ত ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন সে পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তিনি বিচারপতিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ”।† ৮৯। তাহার দলের যে সকল প্রধান পুরুষ উদ্ধত ছিল তাহারা বলিল, “হে শোয়ব, তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে আমরা আমাদের গ্রাম হইতে অবশ্য বাহির করিব, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে ; সে বলিল, “আমরা যদিও অসন্তুষ্ট, তথাপি কি (ফিরিয়া আসিব ?)। ৯০। ঈশ্বর তাহা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করার পর যদি তোমাদের সেই ধর্মে আমরা ফিরিয়া আসি নিশ্চয় ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিব, এবং আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহা অতিক্রম করিয়া তাহার মধ্যে যে আমরা আসিব আমাদের জন্য (উচিত) নয়, জ্ঞানযোগে আমাদের প্রতিপালক সকল বস্তু ঘেরিয়া রহিয়াছেন, ঈশ্বরের প্রতি আমরা নির্ভর করিয়াছি ; হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের মধ্যে ও আমাদের জাতির মধ্যে তুমি সত্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও, তুমি মীমাংসাকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ”। ৯১। তাহার জাতির যে সকল প্রধান পুরুষ কাফের ছিল তাহারা (বন্ধুদিগকে) বলিল, “যদি তোমরা শোয়বের অনুসরণ কর তবে নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে”। ৯২। অনন্তর ভূমিকম্প তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, পরে তাহারা আপন গৃহে অধোমুখে প্রাতঃকালে (মৃত) পড়িয়া রহিল। ৯৩। যাহারা শোয়বের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহারা যেন সেখানে নাই, যাহারা শোয়বের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৯৪। অনন্তর সে তাহাদিগ হইতে ফিরিয়া আসিল এবং বলিল “হে আমার সম্প্রদায়, সত্য-সত্যই আমি আপন প্রতিপালকের সমাচার সকল তোমাদের

শোয়ব এই প্রবঞ্চনা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দান করেন। মহাপুরুষ এব্রাহিমের এক পুত্রের নাম মদয়ন, সেই মদয়নের বংশোদ্ভব লোকদিগকে মদয়ন জাতি বলে। তাহাদের প্রতি শোয়ব প্রেরিত হইয়া ছিলেন। (ত, হো,)

* মদয়ন লোকেরা পথে বসিয়া থাকিত, যাহাকে শোয়বের নিকটে যাইতেছে দেখিত তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত করিত। (ত, হো,)

† মদয়নজাতির একদল শোয়বের প্রেরিতত্ব স্বীকার করিয়া তাহার ধর্মে দীক্ষিত হয়, অন্য এক দল তাহাকে অগ্রাহ্য করে। তাহারা বলে, “আমাদের ধন ও বল আছে, বিশ্বাসীদিগের তাহা নাই, অতএব ঈশ্বর আমাদের দিকে আছেন, যদি ঈশ্বর তাহাদের পক্ষ হইতেন তবে তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও জীবিকার সচ্ছলতা হইত।” তাহাতে শোয়ব বলেন, “তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, স্বীয় অনুবর্তিগণকে বল যে, ঈশ্বর বিচার করিবেন তিনি উত্তম বিচারপতি। (ত হো)

নিকটে পহ্‌ছাইয়াছি ও তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, অনন্তর কি প্রকারে ধর্মদ্রোহী দলের প্রতি শোক করি" । ৯৫ । (র, ১১, আ, ৯)

এবং আমি কোন গ্রামে তাহার অধিবাসীকে দুঃখ ক্লেশ দ্বারা আক্রমণ না করিয়া কোন তত্ত্ববাহককে প্রেরণ করি নাই, তাহাতে তাহারা কাতর হইয়া থাকে। ৯৬ । তৎপর অমঙ্গলের স্থলে মঙ্গল বিনিময় করিয়াছি, এতদূর যে সমধিক হইয়াছে এবং তাহারা বলিয়াছে, "নিশ্চয় দুঃখ ও সুখ আমাদের পিতৃপুরুষদিগকেও প্রাপ্ত হইয়াছিল" ; অনন্তর আমি তাহাদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়াছি, এদিকে তাহারা অজ্ঞাত ছিল* । ৯৭ । এবং যদি গ্রামবাসিগণ বিশ্বাস করিত ও ধর্মভীরু হইত, তবে অবশ্য আমি তাহাদের প্রতি স্বর্গ ও মর্তের উন্নতির দ্বার মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা অসত্যারোপ করিল, অতএব যাহা করিতেছিল, তজ্জন্য তাহাদিগকে আমি আক্রমণ করিলাম । ৯৮ । পরন্তু গ্রামবাসিগণ কি নিঃশঙ্ক আছে ? এই যে আমার শাস্তি রাত্রিকালে উপস্থিত হইবে, এবং তাহারা নিদ্রিত থাকিবে । ৯৯ । অথবা গ্রামবাসিগণ কি নিঃশঙ্ক আছে ? এই যে আমার শাস্তি মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইবে, এবং তাহারা ক্রীড়া করিতে থাকিবে । ১০০ । পরন্তু তাহারা কি ঈশ্বরের চতুরতার সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক আছে ? অনন্তর ক্ষতিকারক দল ব্যতীত অন্যে ঈশ্বরের চতুরতায় নিঃশঙ্ক হয় না । ১০১ । (র, ১২, আ, ৬)

যাহারা তাহাদের (পূর্ব) নিবাসীদিগের অন্তে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইয়াছে, তাহাদের জন্য কি ইহা (কোরআন) পথ প্রদর্শন করে নাই, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের অপরাধের বিনিময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতাম, এবং তাহাদের মনের উপর মোহর (মন বন্ধ) করিয়া রাখিয়াছি, অতএব তাহারা শুনিতেছে না । ১০২ । সেই সকল গ্রাম (গ্রামবাসী), আমি তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের তত্ত্ব সকল বর্ণন করিতেছি, এবং সত্যসত্যই তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত-পুরুষগণ প্রমাণ-সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, পূর্বে যে বিষয়ে তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, পরে কখনও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, এইরূপে ঈশ্বর কাফেরদিগের মনের উপর মোহর করিয়া থাকেন । ১০৩ । এবং আমি ইহাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে প্রাপ্ত হই নাই ও ইহাদের অধিকাংশকে অবশ্য দুষ্ক্রিয়াশীল প্রাপ্ত হইয়াছি । ১০৪ । তৎপর ইহাদের অন্তে আমি মুসাকে আমার নিদর্শন সকল সহ ফেরওণের ও তাহার প্রধান লোকদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে তাহারা তাহার (নিদর্শনের) প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, অনন্তর দেখ, উপপ্লবকারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল। † । ১০৫ । এবং মুসা

* তাহারা বলিয়াছিল যে, "দুঃখ পরিশ্রমের স্থানে এইরূপ সুখ-শান্তি কালের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে, পূর্বকালেও কখন অনাকৃষ্টি কখন সচ্ছলতা কখন অসুস্থতা কখন সুস্থতা কখন শোক কখন সন্তোষ হইয়াছে। ইহা ধর্মাধর্মের কারণে হয় নাই। অতএব আমরা যেভাবে কালযাপন করিয়াছি, সেই ভাবেই যাপন করিব।" যখন ইহারা অধর্ম ও অকৃতজ্ঞতাতে দৃঢ় হইল, তখন অকস্মাৎ সেই নিশ্চিন্ত অবস্থায় শাস্তি প্রেরিত হইল। (ত, হো,)

† মুসা ফেরওণের প্রাতপ্রেরিত হইয়াছিলেন। ফেরওণের প্রকৃত নাম কাবুস, অথবা অলিদ। যেমন পারস্য, রোম ও চীন এবং এয়মন দেশাধিপতিদিগের উপাধি কসরা, কয়সর, খাকান, তুব্বা, তদ্রূপ মেসরাধিপতির উপাধি ফেরওণ ছিল।

বলিয়াছিল, "হে ফেরওণ, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। ১০৬। সত্য ভিন্ন ঈশ্বর সম্বন্ধে বলি না, এ বিষয়ে আমি উপযুক্ত, সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকটে এক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি, অতএব আমার সঙ্গে এস্রায়েলসন্ততিগণকে প্রেরণ কর"*। ১০৭। সে বলিল, "যদি তুমি নিদর্শন সকল সহ আসিয়াছ, তবে সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হইলে তাহা উপস্থিত কর"। ১০৮। অবশেষে সে আপন দণ্ড নিক্ষেপ করিল, পরে অকস্মাৎ তাহা স্পষ্ট অজগর হইল৮। ১০৯। এবং স্বকীয় হস্ত বাহির

মহাপুরুষ মুসা যখন মেসর হইতে পলায়ন করিয়া মদয়নে মহাত্মা শোয়বের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি তাহার কন্যা সফুরাকে বিবাহ করেন, তৎপর তথা হইতে মেসরাভিমুখে ফিরিয়া যান। পথে এয়মনের অরণ্যে পৌঁছিয়া প্রেরিতত্ব লাভ করেন ও অলৌকিক নিদর্শন প্রাপ্ত হন। তদ্বিবরণ পরবর্তী সূরায় বিবৃত হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ করেন যে, তুমি মেসরে যাইয়া আমার ধর্ম ফেরওণের নিকটে প্রচার কর, সে অবাধ্য ও অত্যাচারী হইয়া আমাকে অস্বীকার করিতেছে। কিয়ৎকাল পর মুসা ফেরওণের নিকটে আসিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। (ত, হো,)

* ইয়কুবের অপর নাম এস্রায়েল। ফেরওণ এস্রায়েলবংশীয় লোকদিগকে দাসত্বে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইয়কুব যখন সন্ততিগণসহ মেসরে যাইয়া বাস করেন, তখন তাহার বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইয়কুব ও ইয়ুসেফের ভ্রাতৃবর্গ ক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হন এবং রাজা রয়ান যিনি ইয়ুসেফের সময়ে ফেরওণ ছিলেন, মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পুত্র মসাব এস্রায়েল সন্তাতিদগকে সম্মান করিতেন, কখনও তাঁহাদিগের বিরোধী হন নাই। তাহার মৃত্যু হইলে অলিদ যে মুসার সময়ে ফেরওণ হয়, সে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াই "আমি তোমাদের সর্ব প্রধান ঈশ্বর," প্রজামণ্ডলীর নিকটে এই কথা প্রচার করে। এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে অসম্মত হয়। ফেরওণ বলে, "তোমাদের পিতৃপুরুষগণ আমার অনুচরবর্গের ক্রীতদাস ছিল, তোমরা আমার দাসের দাসপুত্র।" ইহা বলিয়া তাহাদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করে। তৎপর মহাত্মা মুসা প্রেরিতত্ব লাভ করিয়া ফেরওণকে যাইয়া বলেন, "তুমি এস্রায়েল সন্ততিগণকে মুক্তি দান কর, তাহাদিগকে আমি পৈতৃক পুণ্যভূমিতে লইয়া যাইব"। (ত, হো,)

৮ কথিত আছে, যষ্টি অজগররূপে ধারণ করিয়া রাজপ্রাসাদকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া ফেরওণ পলায়ন করে, তাহার অনুচর এবং প্রজাবর্গও পলাইয়া যায়। প্রস্থানকালে পঁচিশ সহস্র লোক কালগ্রাসে পতিত হয়, তখন ফেরওণ আর্তনাদ করিয়া বলে, "হে মুসা, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত, স্বীয় যষ্টিকে সংবরণ কর, আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিলাম, এবং এস্রায়েল জাতিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি।" ইহা শুনিয়া মুসা অজগরের পুচ্ছ গ্রহণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দণ্ডে পরিণত হইল। তখন ফেরওণ পুনর্বার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বলিল, "তোমার অন্য কিছু অলৌকিকতা থাকিলে প্রকাশ কর।" মুসা বলিলেন, "আরও আছে।" তখন দক্ষিণ হস্ত কণ্ঠদেশে স্থাপন করিলেন। (ত, হো,)

করিল, অনন্তর অকস্মাৎ তাহা দর্শকদিগের জন্য শুভ্র (জ্যোতিঃ) হইল* ।
১১০ । (র, ১৩, আ, ৮,)

ফেরওণের দলের প্রধান পুরুষেরা বলিল, "নিশ্চয়ই এ জ্ঞানী ঐন্দ্রজালিক ।
১১১ । + সে ইচ্ছা করিতেছে যে, তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাড়িত করে ।"
(ফেরওণ বলিল,) "অনন্তর তোমরা কি আদেশ করিতেছ ?" ১১২ । তাহারা
বলিল, "তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে নিবৃত্ত রাখ এবং নগরসকলে দূতগণ প্রেরণ
কর । ১১৩ । +তাহারা তোমার নিকটে প্রত্যেক জ্ঞানবান্ ঐন্দ্রজালিক লোককে
উপস্থিত করিবে" । ১১৪ । এবং ঐন্দ্রজালিকগণ ফেরওণের নিকটে আগমন করিয়া
বলিল, "যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে নিশ্চয় আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক
আছে" । সে বলিল, "হাঁ তবে অবশ্য তোমরা আমার সান্নিধ্যবর্তীদিগের
অন্তর্গত ।" ১১৫ । তাহারা বলিল, "হে মুসা, এই তুমি কি নিক্ষেপ করিবে,
না আমরা নিক্ষেপকারী হইব ?"† ১১৬ । সে বলিল, "তোমরা নিক্ষেপ কর,"
অনন্তর যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তখন লোকের চক্ষে জাদু করিল ও তাহাদিগকে
ভয় দেখাইল এবং এক মহা ইন্দ্রজাল উপস্থিত করিল‡ । ১১৭ । এবং আমি মুসার

* মহাপুরুষ মুসা কপিশবর্ণ ছিলেন । নিজের হস্ত কণ্ঠে স্থাপন করিয়া বাহির করিলে সেই হস্তের জ্যোতি সূর্যের জ্যোতি অপেক্ষা উজ্জ্বল হইত । তখন মুসা স্বীয় হস্ত কণ্ঠে স্থাপন পূর্বক বাহির করিলেন, হস্তের জ্যোতি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল । পুনর্বার তাহা কণ্ঠে স্থাপন করিয়া বাহির করিলেন, পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল । ফেরওণ এই ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রিবর্গের সঙ্গে মুসার সম্বন্ধে পরামর্শ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল । (ত, হো,)

† কথিত আছে ঐন্দ্রজালিকদিগের মধ্যে দলের চারিজন প্রধান লোক ছিল । সাবুর ও আজুর নামক দুইভ্রাতা এবং হত ও মসফা নামক দুই ব্যক্তি । এই চারি ব্যক্তির একজন নেতা ছিল তাহার নাম শমুন । মুসার সময়ে সে দেশে যেমন ঐন্দ্রজালিক লোক ছিল, এরূপ কোন সময়ে ছিল না । কেহ বলেন বার হাজার, কেহ বলেন সত্তর হাজার জাদুকর মেসরে ফেরওণের আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইয়াছিল । সাবুর ও আজুর কোন অলৌকিক উপায়ে জানিতে পারিয়া ছিল যে, মুসা যখন নিদ্রিত হন, তখন তাহার পার্শ্বে দণ্ড অজগররূপ ধারণ করিয়া প্রহরার কাজ করে । তাহারা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিল, তাহাতে উহাকে তাঁহার প্রেরিতত্বের নিদর্শন ভাবিয়া বিশেষ ভীত ও চিন্তিত হইল । যখন ফেরওণ মহাত্মা মুসাকে ডাকাইয়া ঐন্দ্রজালিকদিগের নিকটে তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ করিতে অনুমতি করিল, তখন ঐন্দ্রজালিকগণ দণ্ড ও রজ্জু সকল প্রান্তরে আনিয়া উপস্থিত করিয়া আপনাদের বিদ্যা প্রকাশে উদ্যত হইল । ফেরওণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সিংহাসনে বসিল । সহস্র সহস্র লোক দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইল । এক পার্শ্বে ঐন্দ্রজালিকগণ অপর পার্শ্বে মুসা ও তাহার ভ্রাতা ও প্রচার বন্ধু হারুণ দণ্ডায়মান হইলেন । (ত, হো,)

‡ ঐন্দ্রজালিকগণ স্থূল রজ্জু সকল ও যষ্টিসকল বর্ণরঞ্জিত ও শূন্যগর্ভ করিয়া পারদ পূর্ণ করিয়াছিল । রৌদ্রের উত্তাপে পারদ স্ফীত হইয়া উঠিলে সেই সকল রজ্জু ও যষ্ঠি স্পন্দন করিয়া সর্পের ন্যায় পরস্পরকে বেষ্টন করিতে

প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে, স্বীয় যষ্টিকে তুমি নিক্ষেপ কর, অনন্তর তাহারা যে মায়া স্থাপন করিতেছিল, উহা অকস্মাৎ তাহা গিলিয়া ফেলিতে লাগিল*। ১১৮। অবশেষে সত্য প্রমাণিত হইল ও তাহারা যাহা করিতেছিল মিথ্যা হইল। ১১৯। অনন্তর সেই স্থানে তাহারা পরাজিত হইল, এবং নিকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল। ১২০। এবং ঐন্দ্রজালিকগণ প্রণত হইয়া পড়িল। ১২১। +বলিল, "আমরা বিশ্ব-পালকের প্রতি ও মূসা-হারূণের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।" ১২২+১২৩। ফেরওণ বলিল, "তোমাদিগকে আজ্ঞা প্রদানের পূর্বে তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ, নিশ্চয় ইহা প্রতারণা, এই নগরেতে তোমরা এই প্রবঞ্চনা করিয়াছ যে, তোমরা এ স্থান হইতে এস্থানের অধিবাসীদিগকে বাহির করিবে, অতএব সত্বর তোমরা জানিতে পাইবে†। ১২৪। অবশ্য আমি তোমাদের হস্ত ও তোমাদের পদ বিপরীতভাবে ছেদন করিব‡, তৎপর একযোগে অবশ্য তোমাদিগকে শূলে স্থাপন করিব"। ১২৫। তাহারা বলিল, "নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ১২৬। এবং আমরা যে স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি যখন তাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তুমি আমাদিগের প্রতিবন্ধক হইতেছ তাহা নহে, (উহার প্রতিদ্বন্দ্বী) হইতেছ ; হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের প্রতি ধৈর্য স্থাপন কর ও আমাদিগকে মোসলমান (জীবনে) কালগ্রস্ত করিও"। ১২৭। (র, ১৪, আ, ১৭)

এবং ফেরওণীয় সম্প্রদায়ের প্রধান লোকেরা বলিল, "তুমি কি মূসা ও তাহার দলকে দেশে উপদ্রব করিতে এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেবদিগকে ধ্বংস করিতে ছাড়িয়া দিতেছ?" সে বলিল, "এক্ষণ আমরা তাহাদের সন্তানদিগকে বধ করিব ও নারিগণকে জীবিত রাখিব, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের উপর পরাক্রান্ত"$। ১২৮। মূসা আপন দলকে বলিল, "ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য

লাগিল। তফসির অয়লোয়ন মানি নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মৃত্তিকার নিম্নে গর্ত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, নিম্ন হইতে অগ্নির উত্তাপ উপর হইতে সূর্যের উত্তাপ লাগিয়া সে সকল রজ্জু ও যষ্টি স্পন্দন করে ও সমুদায় প্রান্তর যেন সর্পে পরিপূর্ণ হয়। (ত, হো,)

* ঐন্দ্রজালিকগণ যে রজ্জু ও যষ্টিপুঞ্জকে প্রাণবান করিয়া দেখাইতেছিল, সেই সমস্তকে সেই অজগর ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া লোক সকল পলায়ন করিতে লাগিল, বহু লোক ভয়ে প্রাণ ত্যাগ করিল। অনন্তর মূসা অজগরকে স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ সে যষ্টি হইল। ঈশ্বর ঐন্দ্রজালিকদিগের সমুদায় রজ্জু ও যষ্টিকে বিলুপ্ত করিলেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমরা মিলিয়া এই চক্রান্ত দ্বারা নগরের আধিপত্য গ্রহণ করিতে চাহিতেছ, ফেরওণ এই কথা বলিয়া সেই সকল লোককে শত্রু স্থির করিয়াছিল। (ত, ফা,)

‡ "বিপরীতভাবে ছেদন করি" ইহার অর্থ একজনের হস্ত অন্য এক জনের পদ এইরূপ এক এক জনের এক এক অঙ্গ আমি ছেদন করিব।

$ ফেরওণ নিজের পূজাতে প্রজাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল। সে স্বয়ং নক্ষত্রের উপাসক ছিল। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, সে স্বীয় আকৃতির প্রতিমা সকল

প্রার্থনা কর ও ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় পরমেশ্বরেরই পৃথিবী, তিনি আপন দাস-দিগের যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী করেন, এবং ধর্মভীরু লোকদিগের জন্যই (শুভ) পরিণাম"। ১২৯। তাহারা বলিল, "আমাদের নিকটে তোমার আগমনের পূর্বে ও আমাদের নিকটে তোমার আগমনের পর আমরা উৎপীড়িত হইয়াছি।" সে বলিল, "আশা আছে যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে বিনাশ করিয়া তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করিবেন, অবশেষে দেখ, তোমরা কেমন আচরণ করিতেছ।" ১৩০। (র, ১৫, আ, ৩)

এবং সত্য-সত্যই আমি ফেরওণের দলকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ও ফল সকলের অপচয় দ্বারা আক্রান্ত করিলাম, তাহাতে যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১৩১। অনন্তর যখন তাহাদিগের কল্যাণ উপস্থিত হইত, তাহারা বলিত, ইহা আমাদের জন্যই, এবং যদি অকল্যাণ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত, তবে তাহারা মুসা ও তাহার সঙ্গীদিগের উপর অকুশল আরোপ করিত; জানিও তাহাদের অকুশলারোপ ঈশ্বরের নিকটে, তদ্ভিন্ন নহে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশেই বুঝিতেছে না। ১৩২। এবং তাহারা বলিল, "তুমি নিদর্শন সকলের যে কিছু আমাদের নিকটে উপস্থিত করিবে যে, তদ্দ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিবে, কিন্তু আমরা তোমার সম্বন্ধে বিশ্বাসকারী নহি।" ১৩৩। অনন্তর আমি তাহাদিগের প্রতি ঝটিকা, পঙ্গপাল ও শলভ ও মণ্ডুক এবং রক্ত (এই) ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন সকল প্রেরণ করিলাম, পরে তাহারা অহঙ্কার করিল, এবং তাহারা অপরাধী দল ছিল*। ১৩৪। এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল, "হে মুসা, (ঈশ্বর) তোমার নিকটে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদের জন্য তোমার প্রতি-পালকের নিকটে প্রার্থনা কর, যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তিকে উন্মোচন কর, তবে অবশ্য আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী হইব, এবং অবশ্য তোমার সঙ্গে এস্রায়েলসন্ততিগণকে প্রেরণ করিব"। ১৩৫। অনন্তর যখন আমি তাহাদিগ হইতে সেই শাস্তি কিছুকাল পর্যন্ত যে তাহারা প্রাপ্ত হইতেছিল উন্মোচন করিলাম, তখন অকস্মাৎ তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল†। ১৩৬। অবশেষে আমি তাহাদিগ হইতে

নির্মাণ করিয়া তাহার এক একটিকে পূজা করিবার জন্য এক এক প্রজাকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিল যে, তোমরা এই মূর্তিকে অর্চনা কর, এ তোমাদিগকে শান্তি দান করিবে। সে বলিত, আমি সর্বোপরি তোমাদের ঈশ্বর, অন্য সকল ঈশ্বর ক্ষুদ্র, আমি শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য প্রধান প্রধান লোকেরা মুসাকে ও তাহার দলস্থ এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে বধ করিতে প্রধান দেব ফেরওণের নিকটে প্রার্থনা করিল। (ত, হো,)

* এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে স্বদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিবার জন্য ফেরওণের সঙ্গে মহাত্মা মুসার চল্লিশ বৎসর বিরোধ করিতে হয়, ফেরওণ কিছুতেই সম্মত হয় নাই। মুসার অভিসম্পাতে এই সকল বিপদ ঘটে, যথা নীল নদীর জল রক্তে পরিণত হয়, শস্যক্ষেত্র, উদ্যান ও আলয় সকল নষ্ট হইয়া যায়, পঙ্গপাল পড়িয়া ক্ষেত্রের অপচয় করে, লোকের শরীরে ও বস্ত্রে রাশি রাশি কীট জন্মে, এইরূপ নানা দুর্ঘটনা হইলেও ফেরওণ গ্রাহ্য করে নাই। (ত, ফা,)

† কথিত আছে যে, সপ্তাহ অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইয়াছিল, মেসরের আদিনিবাসী কিবৃতি জাতির গৃহে জল প্রবেশ করিয়াছিল, শিশুগণকে উচ্চস্থানে স্থাপন

প্রতিশোধ লইলাম, পরে তাহাদিগকে সমুদ্রে নিমগ্ন করিলাম, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল ও তাহারা তৎপ্রতি উদাসীন ছিল। ১৩৭। এবং পৃথিবীর পূর্ব দিকের ও তাহার পশ্চিম দিকের যে স্থানে আমি সমুন্নতি বিধান করিয়াছি, যাহারা দুর্বল বলিয়া পরিগণিত ছিল সেই দলকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি, এস্রায়েল সন্ততিগণের সম্বন্ধে তাহারা যে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল তন্নিমিত্ত (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের শুভ বাক্য পূর্ণ হইয়াছে, এবং ফেরঔণ ও তাহার দল যাহা করিতেছিল ও যাহা উঠাইতেছিল, আমি তাহা বিনষ্ট করিয়াছি*। ১৩৮। এবং আমি এস্রায়েলসন্তানগণকে সাগর পার

করিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলকে জলে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া ফেরঔণের আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহাতেও নিরাশ হয়। পরে মহাপুরুষ মুসার নিকটে আসিয়া বলে, "আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তুমি তোমার ঈশ্বরের নিকটে গ্রহণ কর, আমরা ধর্ম গ্রহণ করিব।" তখন মুসার প্রার্থনায় সেই মহা বৃষ্টি নিবৃত্তি হইল, ক্ষেত্রের জল শুকাইয়া গেল, প্রচুর শস্য জন্মিল। পুনর্বার তাহারা ধর্ম অস্বীকার করিল এবং বলিল, "ইহা স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।" তখন ঈশ্বর তাহাদের প্রতি পঙ্গপাল প্রেরণ করিলেন, তাহাতে অধিকাংশ শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হইল। তাহারা পুনর্বার মুসার শরণাপন্ন হইয়া শপথ পূর্বক বলিল, "এই বিপদ হইতে আমরা মুক্ত হইলে তোমার ঈশ্বরের অনুগত হইয়া থাকিব।" তৎপর পঙ্গপাল চলিয়া গেল। ক্ষেত্রে কিয়দংশ শস্য অবশিষ্ট ছিল, তাহারা তাহা দেখিয়া বলিল, "আমাদের উপজীবিকার জন্য ইহাই যথেষ্ট।" পুনর্বার তাহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিল, তখন শলভ উৎপন্ন হইয়া যাহা কিছু শস্য অবশিষ্ট ছিল বিনাশ করিল। আবার তাহারা মুসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম স্বীকার করিল, তাহাতে শাস্তির অবসান হইল। তখন তাহারা বলিল, "মুসা, আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় অতিশয় পটু।" পুনর্বার ঈশ্বর তাহাদের প্রতি ভেকের দল পাঠাইলেন। ভেক সকল তাহাদের অন্বস্থালীতে লাফিয়া পড়িত, একজন মুখব্যাদান করিয়া কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলে মুখের ভিতরে ভেক প্রবেশ করিত, কেহ শয়ন করিয়া আছে, এমন সময়ে তাহার বস্ত্রের ভিতরে যাইয়া লুকাইয়া থাকিত। পুনর্বার দীনভাবে তাহারা মুসার নিকটে নিবেদন করিল, "আমরা এবার অবশ্য বিশ্বাসী হইব, আমাদিগকে এ বিপদ হইতে তুমি রক্ষা কর।" তখন বিপদ দূর হইল। পুনর্বার তাহারা অগ্রাহ্য করিল। তৎকালীন নীল নদের জল কিবতিদের পক্ষে শোণিতের আকার ধারণ করিল ইত্যাদি। (ত, হো,)

* "তন্মধ্যে যাহাকে আমি উন্নতি দিয়াছি" অর্থাৎ তন্মধ্যে শামদেশ অন্তরে বাহিরে বহু উন্নত ছিল। (ত, ফা,)

এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা কিবতিদিগের অধীনতায় বদ্ধ হইয়া অতিশয় দুর্বল ও দুর্দশাপন্ন হইয়াছিল, ফেরঔণের ও তাহার অনুবর্তিগণের মৃত্যুর পর তাহারা মুক্ত হইয়া পূর্ব ও পশ্চিম দেশে আধিপত্য বিস্তার করে। তন্মধ্যে শাম দেশ প্রচুর শস্যোৎপত্তি ও প্রেরিত-পুরুষদিগের সমাগমের কারণ সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। ফেরঔণীয় লোকেরা যে সকল গৃহ, অট্টালিকা ও দুর্গাদি নির্মাণ ও উন্নত করিতেছিল, ঈশ্বর তাহা বিনষ্ট করিয়াছেন। (ত, হো,)

করাইয়াছিলাম, পরে আপন পুত্তলিকাদিগের সঙ্গে সহবাস করিতেছিল, এমন এক জাতির নিকটে তাহারা উপস্থিত হইল, বলিল, "হে মুসা, ইহাদিগের যেমন ঈশ্বর সকল আছে, তুমি আমাদের জন্য এরূপ এক ঈশ্বর প্রস্তুত কর"; সে বলিল, "নিশ্চয় তোমরা (এমন) একদল যে মূর্খতা করিতেছ*। ১৩৯। নিশ্চয় এই সকল লোক, ইহারা যাহাতে স্থিত তাহা অলীক, এবং যাহা করিতেছে তাহা মিথ্যা।" ১৪০। সে বলিল, "আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি তোমাদের উপাস্য অন্বেষণ করিব? বস্তুতঃ তিনি সমুদায় জগতের উপরে তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন। ১৪১। এবং (স্মরণ কর) যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরওণীয় লোক হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; তাহারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি পৌঁছাইতেছিল, তোমাদের পুত্রসন্তানগণকে হত্যা করিতেছিল ও তোমাদের কন্যাদিগকে জীবিত রাখিয়াছিল, এ বিষয়ে তোমাদের প্রতিপালক হইতে কঠিন পরীক্ষা ছিল"। ১৪২। (র, ১৬, আ, ১০)

এবং আমি মুসার সঙ্গে ত্রিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, এবং দশ দিন সহ তাহা পূর্ণ করিয়াছিলাম, পরে তাহার প্রতিপালকের চত্বারিংশৎ রজনীর অঙ্গীকার পূর্ণ হইয়াছিল, এবং মুসা আপন ভ্রাতা হারুণকে বলিয়াছিল, "আমার দলে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হও ও সদনুষ্ঠান কর, অত্যাচারীদিগের পথের অনুসরণ করিও না†।" ১৪৩। এবং যখন মুসা আমার নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইল ও তাহার প্রতিপালক তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন, সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখা দেও, আমি তোমার প্রতি দৃষ্টি করি;" তিনি বলিলেন 'তুমি আমাকে কখনও দেখিবে না, কিন্তু পর্বতের দিকে দৃষ্টি কর, পরে যদি সে স্বস্থানে স্থিতি করে, তবে সত্বর তুমি আমাকে দেখিবে;" অনন্তর যখন সেই পর্বতের দিকে তাহার প্রতিপালক প্রকাশিত হইল, তখন তাহাকে চূর্ণ করা হইল, এবং মুসা অচৈতন্যভাবে পড়িল,

* মূর্খ লোকেরা নিরাকারকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট নহে। তাহারা যে পর্যন্ত সম্মুখে একটি মূর্তি দেখিতে না পায়, সে পর্যন্ত পরিতৃপ্ত হয় না। নির্বোধ এস্রায়েল সন্ততিগণ কতকগুলি লোককে গাভী পূজা করিতে দেখিয়া তদ্রূপ পূজায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিল। অবশেষে তাহারা সুবর্ণদ্বারা গোবৎস নির্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিল। (ত, ফা)

† মহাত্মা মুসা এস্রায়েল সন্তানদিগের নিকটে এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, ফেরওণ নিধন হইলে পর ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমাদের জন্য এক গ্রন্থ আনয়ন করিব, তোমাদের যাহা যাহা প্রয়োজন সেই গ্রন্থে স্পষ্ট ও বিস্তারিতরূপে লিখিত থাকিবে। ফেরওণ জলমগ্ন হইলে পর তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া সেই গ্রন্থ চাহিলেন। মুসা পরমেশ্বরের নিকটে তাহার প্রার্থনা করিলে আদেশ হইল যে, ত্রিশ দিন রোজা পালন করিয়া তুর গিরিতে আগমন করিও, তখন আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিব। মুসা তদনুসারে ত্রিশ দিন ব্রত পালন করিয়া তুর পর্বতে উপস্থিত হইলেন। অনশনজন্য মুখে গন্ধ হইয়াছিল বলিয়া তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। তাহা দূর করিবার জন্য মুখ ধৌত করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবগণ বলিলেন, "তোমার মুখে মৃগনাভির গন্ধ অনুভূত হইতেছিল, তুমি মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাহা দূর করিলে কেন?" তখন ঈশ্বর বলিলেন যে, ইহার দণ্ডস্বরূপ আরও দশ দিন ব্রত পালন করিতে হইবে। (ত, হো,)

অবশেষে যখন সংজ্ঞা লাভ করিল, বলিল, 'পবিত্রতা তোমার (হে ঈশ্বর), আমি তোমার নিকটে প্রত্যাগমন করিতেছি, এবং আমি বিশ্বাসীদিগের প্রথম*" । ১৪৪ । তিনি বলিলেন, "হে মূসা, সত্যই আমি মানবজাতির প্রতি স্বীয় সংবাদ প্রেরণ ও স্বীয় বাক্য (কথনে) তোমাকে স্বীকার করিয়াছি, অতএব আমি যাহা তোমাকে দান করিলাম, তাহা গ্রহণ কর, এবং কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত হও" । ১৪৫ । এবং আমি সকল বিষয়ের উপদেশ ও সকল বিষয়ের বর্ণনা তাহার জন্য পট্টকে লিপি করিয়াছিলাম, পরে (বলিয়াছিলাম) তাহা সবলে ধারণ কর, এবং আপন দলকে আদেশ কর, যেন তাহার উৎকৃষ্ট সকলকে গ্রহণ করে সত্বর আমি তোমাদিগকে দুর্বৃত্ত লোকদিগের আলয় প্রদর্শন করিব৵ । ১৪৬ । যাহারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করে, সত্বর আমি তাহাদিগকে আপন নিদর্শনাবলী হইতে নিবৃত্ত রাখিব, এবং যদি তাহারা সমুদায় নিদর্শন দর্শন করে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, এবং যদি তাহারা প্রকৃষ্ট পথ দর্শন করে, তাহাকে পন্থারূপে গ্রহণ করিবে না, যদি তাহারা ভ্রান্তির পথ দর্শন করে, তাহাকে পন্থারূপে গ্রহণ করিবে ; ইহা এজন্য যে তাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও তৎপ্রতি উদাসীন হইয়াছে । ১৪৭ । এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি ও পারলৌকিক সম্মিলনের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহাদের ক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইবে, তাহারা যাহা করিতেছিল তাহার বিনিময় ব্যতীত দেওয়া যাইবে না । ১৪৮ । (র, ১৭, আ, ৬)

এবং মূসার দল, সে চলিয়া গেলে পর আপন আভরণ দ্বারা গোবৎস মূর্তি নির্মাণ করিল, তাহার শব্দ ছিল ; তাহারা কি দেখে নাই যে, নিশ্চয় সে তাহাদের সঙ্গে কথা কহে না ও তাহাদিগকে কোন পথ প্রদর্শন করে না , তাহাকে

* পরমেশ্বর মহাপুরুষ মূসাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন যে দেবতার মধ্যবর্তিত্ব ব্যতিরেকে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন করিতে পারিয়াছিলেন । পরে ঈশ্বরদর্শনে তাহার অভিলাষ হয়, দর্শনের তেজ সহ্য করিতে পারেন নাই, ঈশ্বরের জ্যোতি পর্বতের দিকে প্রকাশ পাইয়াছিল, পর্বত চূর্ণ হইয়া গেল, মূসা অচেতন হইয়া পড়িলেন । ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরদর্শন লোকের পক্ষে অসহ্য হয় পরলোকে সহ্য হইবে । (ত, হো,)

৵ প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দশ খণ্ড কাষ্ঠপট্টক বা প্রস্তরপট্টকে উপদেশ সকল লিখিত ছিল । আমি তোমাদিগকে দুর্বৃত্তদিগের আলয় নরক প্রদর্শন করিব বা শামদেশে লইয়া গিয়া যে সকল পুরাতন লোক আমার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছিল, তাহাদের আলয় তোমাদিগকে দেখাইব, অথবা মেসরে ফেরওণ ও কিবৃতিগণ যে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের শূন্য গৃহ প্রদর্শন করিব । (ত, হো,)

যে কার্য করিবার জন্য আদেশ হইয়াছে, তাহাই উৎকৃষ্ট বিষয়, যাহা করিতে নিষেধ হইয়াছে, তাহা নিকৃষ্ট বিষয় । দুর্বৃত্তদিগের গৃহ তোমাদিগকে দেখাইব, অর্থাৎ যদি তোমরা আজ্ঞাধীন না হও, তবে তোমাদিগকে এরূপ অপদস্থ করিব, যেমন শামরাজ্য কাড়িয়া লইয়া দুর্বৃত্তদিগকে করিয়াছি । (ত, ফা,)

গ্রহণ করিল ও তাহারা অত্যাচারী ছিল*। ১৪৯। এবং যখন তাহারা আপন হস্তে অনুতপ্ত হইল† এবং দেখিল যে, নিশ্চয় তাহারা বিপথগামী হইয়াছে, তখন বলিল, "যদি আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে দয়া ও আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হই"। ১৫০। যখন মূসা আপন দলের নিকটে ক্রুদ্ধ ও শোকার্তভাবে ফিরিয়া আসিল, তখন বলিল, "আমার অন্তে তোমরা যাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছ, তাহা কদর্য, তোমরা কি আপন প্রতিপালকের আজ্ঞার সম্বন্ধে সত্বর হইলে?"‡ এবং সে সেই পট্টক সকল নিক্ষেপ করিল, এবং স্বীয় ভ্রাতার মস্তক গ্রহণ করিল, তাহাকে আপনার দিকে টানিতে লাগিল, সে (হারূণ) বলিল, "হে আমার মাতৃনন্দন, নিশ্চয় এই দল আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছে, এবং আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অনন্তর আমাদ্বারা তুমি শত্রুকে সন্তুষ্ট করিও না, এবং আমাকে অত্যাচারীদিগের দলভুক্ত করিও না।" ১৫১। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর, এবং আপন দয়ার মধ্যে আমাদিগকে প্রবিষ্ট কর, তুমি দয়ালুদিগের মধ্যে পরম দয়ালু"। ১৫২। (র, ১৮, আ, ৪)

নিশ্চয় যাহারা গোবৎসকে (উপাস্যদেবরূপে) গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের প্রতিপালক হইতে অবশ্য তাহাদের জন্য আক্রোশ পঁহুছিবে, এবং সাংসারিক জীবনে দুর্গতি হইবে, এইরূপে আমি অপলাপকারীদিগকে প্রতিফল দান করি। ১৫৩।

* এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা ফেরওণের অনুচরগণের অজ্ঞাতসারে মেশর হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা এই ছল করিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে বিবাহের উৎসব আছে, আমাদিগকে সেই উৎসবে যোগ দিতে হইবে। এই বলিয়া ফেরওণীয় সম্প্রদায়ের যাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল, তাহাদিগ হইতে অলঙ্কারাদি চাহিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা সাগর উত্তীর্ণ ও ফেরওণ সদলে জলমগ্ন হইলে পর, সেই সকল আভরণ তাঁহাদের হস্তে ছিল। যখন মূসা তুর গিরির দিকে চলিয়া গেলেন, সামরি নামক এক ব্যক্তি হারূণের নিকটে আসিয়া বলিল, "এস্রায়েলীয় লোকদিগের হস্তে যে সকল অলঙ্কার আছে, তাহা ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে পাপ।" ইহা শুনিয়া হারূণ সমুদায় অলঙ্কার তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিতে সঙ্গীদিগকে অনুমতি করিলেন। তাহা একত্র করা হইলে তিনি সামরিকে বলিলেন, "তুমি এ সকল আভরণ আপনার নিকটে গচ্ছিত রাখ।" সামরি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার সকল গ্রহণ করিল। সে সুনিপুণ স্বর্ণকার ছিল, সেই সমুদায় ধাতুকে গলাইয়া একটি গোবৎস নির্মাণ করিল এবং এরূপ কৌশল করিল যে, সেই ধাতুময়ী মূর্তি গোবৎসের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা চমৎকৃত হইয়া সেই মূর্তিকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। (ত, হো,)

† "আপন হস্তে অনুতপ্ত হইল," ইহার অর্থ এই যে, যেমন কেহ কোন বস্তু হস্তে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অনুতাপকে তাহারা প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হইল। (ত, হো,)

‡ "তোমরা কি আপন প্রতিপালকের আজ্ঞার প্রতি সত্বর হইলে?" ইহার অর্থ, তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া আমার আগমনের জন্য ধৈর্যধারণ করিলে না, অবিলম্বে গোবৎসের পূজায় প্রবৃত্ত হইল। (ত, হো,)

এবং যাহারা দুষ্কর্ম করিয়াছে, অবশেষে তাহার পর অনুতাপ করিয়াছে, এবং বিশ্বাসী হইয়াছে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) তাহার পর ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন। ১৫৪। এবং যখন মুসার ক্রোধের শান্তি হইল, সে পট্টক সকল গ্রহণ করিল, তাহার লিপির মধ্যে উপদেশ ছিল, এবং যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য দয়া ছিল। ১৫৫। এবং মুসা আপন দল হইতে সত্তর জন পুরুষকে আমার অঙ্গীকারের জন্য মনোনীত করিল; অনন্তর যখন তাহাদিগকে কম্প আক্রমণ করিল, সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক, যদি তুমি ইহাদিগকে ও আমাকে ইতিপূর্বে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতে (ভাল ছিল) আমাদের নির্বোধ লোকেরা যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য কি আমাদিগকে তুমি বধ করিতেছ? ইহা তোমার পরীক্ষা ভিন্ন নহে; এতদ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা হয়, বিভ্রান্ত কর, এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় পথ প্রদর্শন করিয়া থাক; তুমি আমাদিগের বন্ধু, অতএব আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে দয়া কর, এবং তুমি ক্ষমাশীলদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ*। ১৫৬। এবং আমাদের জন্য তুমি ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ লিপি কর, নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "আমার শাস্তি আমি যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে পহুঁছাইয়া থাকি, এবং আমার দয়া সমুদায় বস্তুকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। অনন্তর আমি যাহারা ধর্মভীরু হয় ও জকাত দান করে এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদের জন্য তাহা (সেই দয়া) অবশ্য লিখিব।" ১৫৭। + যাহারা সুসংবাদদাতা অশিক্ষিত প্রেরিত-পুরুষের অনুসরণ করে, তাহারা আপনাদের নিকটে তওরাত ও ইঞ্জিলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই (হজরতের বর্ণনা) প্রাপ্ত হয়। সে তাহাদিগকে বৈধ বিষয়ে আদেশ করে, অবৈধ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করে ও তাহাদের জন্য শুদ্ধ বস্তু বৈধ এবং তাহাদের সম্বন্ধে অশুদ্ধ বস্তু অবৈধ করে, অপিচ তাহাদের ভার ও গলাবন্ধন যাহা তাহাদের উপরে আছে, তাহাদিগ হইতে দূর করে, অতএব যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাহাকে সম্মান করে ও তাহাকে সাহায্য দান

* মহাপুরুষ মুসা মণ্ডলীর প্রধান সত্তর ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে পর্যন্ত ঈশ্বরদর্শন না হয়, সে পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করিব না।" এই কথার পরই তাঁহাদের উপর বিদ্যুৎপাত হয়, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহারা প্রাণত্যাগ করেন। মহাত্মা মুসা তদ্রূপ প্রার্থনা করেন, তাহাতে তাঁহারা জীবিত হইয়া উঠেন। এই ঘটনা গোবৎস পূজার পূর্বে বা পরে হইয়াছিল। (ত, ফা,)

\+ মহাপুরুষ মুসা আপন মণ্ডলীর সম্বন্ধে ঐহিক-পারত্রিক কল্যাণের জন্য যে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য হয়তো এই হইবে যে, তাঁহার মণ্ডলী যেন ইহ-পরলোকে অগ্রগণ্য হয়। তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, 'আমার কৃপা ও শান্তি বিশেষভাবে কোন দলের প্রতি নহে।" যাহাকে ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর তাহাকে শাস্তি দান করেন, এবং তাঁহার কৃপার দ্বার সকলের জন্য মুক্ত। কিন্তু সেই বিশেষ কৃপা তাঁহাদের জন্য লিপিবদ্ধ আছে, যাঁহারা পরমেশ্বরের সমুদায় কথা বিশ্বাস করেন। (ত, ফা,)

করে, এবং যাহা তাহার সঙ্গে অবতারিত হইয়াছে, সেই জ্যোতির অনুসরণ করে, ইহারাই তাহারা যে মুক্তি পাইবে* । ১৫৮ । (র, ১৯, আ, ৬)

তুমি বল, হে লোক সকল, স্বর্গ ও পৃথিবী যাঁহার রাজত্ব, সত্যই আমি তোমাদের সকলের নিকটে সেই ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি প্রাণ দান ও প্রাণ হরণ করেন, অতএব তোমরা ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার সেই অশিক্ষিত তত্ত্ববাহক প্রেরিত-পুরুষের প্রতি যে ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করিতেছে, বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাহার অনুসরণ কর, তাহাতে তোমরা পথ প্রাপ্ত হইবে । ১৫৯ । মুসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল আছে যে, তাহারা সত্যভাবে পথ দেখাইয়া থাকে, তৎসহ বিচার করে† । ১৬০ । এবং আমি তাহাদিগকে দ্বাদশ বংশ ও দলে বিভক্ত করিয়াছিলাম, এবং আমি মুসার প্রতি যখন তাহার নিকটে তাহার দল জল প্রার্থনা করিয়াছিল, প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি প্রস্তরকে স্বীয় দণ্ড দ্বারা আঘাত কর । অনন্তর তাহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ নিঃসৃত হইল, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাদের জলাশয় চিনিয়া লইল, এবং তাহাদের উপর আমি বারিবাহকে চন্দ্রাতপ করিয়াছিলাম ও তাহাদের প্রতি মান্না সলওয়াকে অবতারণ করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম,) আমি যে শুদ্ধবস্তু জীবিকারূপে তোমাদিগকে দান করিলাম, তাহা ভক্ষণ কর ; তাহারা আমার প্রতি অত্যাচার করে নাই, কিন্তু আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল । ১৬১ । এবং (স্মরণ কর,) যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে, এ গ্রামেতে বাস কর ও ইহার যথা ইচ্ছা তোমরা ভক্ষণ কর ও বল পাপ নিবৃত্ত হইল, এবং প্রণাম করিতে করিতে দ্বারে প্রবেশ কর, আমি তোমাদের অপরাধ তোমাদের জন্য ক্ষমা করিব, অবশ্য আমি হিতকারীদিগকে অধিক দান করিব । ১৬২ । অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বলা হয় নাই, তাহারা এরূপ কথার পরিবর্তন করিল, অবশেষে তাহারা যে অত্যাচার করিতেছিল, তজ্জন্য আমি স্বর্গ হইতে তাহাদিগের উপর শাস্তি প্রেরণ করিলাম । ১৬৩ । (রা, ২০, আ, ৫)

এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) সেই গ্রামের বিষয়ে যাহা সাগরকূলে ছিল, তাহাদিগকে প্রশ্ন কর, যখন তাহারা শনিবাসরে সীমা লঙ্ঘন করিত, যে দিন তাহাদের

* কতাদা নামক একজন সাধুপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, "ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা এই করুণায় প্রার্থী হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমরা নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও ধর্মার্থ দান করিয়া থাকি, অতএব আমাদের এই করুণায় অধিকার আছে ।" ঈশ্বর তাঁহাদিগকে নিরাশ করিয়া বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ করুণা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, বিষয়বিরাগী বিশ্বাসী লোকের জন্য আমি স্বীয় করুণা লিখিয়া থাকি । "প্রেরিতপুরুষ" অশিক্ষিত, এই উক্তি দ্বারা হজরত মোহম্মদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । লেখা পড়া না জানিয়াও তাঁহার প্রচুর জ্ঞান ছিল, এই তাঁহার এক অলৌকিকতা । (ত, হো,)

† ইহারা সেই লোক ছিল, যে হজরতের নিকটে আসিয়া ধর্মগ্রহণ করিয়াছিল, যথা সলামের পুত্র অবদোল্লা প্রভৃতি । (ত, ফা,)

এই সূরার ১৫৯, ১৬০, ১৬১ আয়াতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব বকর সূরায় বিবৃত হইয়াছে ।

শনিবাসর, তখন তাহাদের মৎস্য সকল প্রকাশ্যভাবে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত ; এবং যেদিন তাহারা শনিবাসর করিত না, তাহাদের নিকটে আসিত না, এইরূপ তাহারা দুষ্কর্ম করিতেছিল বলিয়া আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেছিলাম*। ১৬৪। এবং যখন তাহাদিগের একদল বলিল, "কেন তোমরা সেই দলকে উপদেশ দিতেছ ? ঈশ্বর তাহাদিগের বিনাশকারী, অথবা তিনি তাহাদিগের কঠিন দণ্ডের দণ্ডদাতা ;" তাহারা বলিল, "তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে মিনতি করিবার জন্য (এই উপদেশ,) ভরসা যে, তাহারা ধর্মভীরু হইবে†। ১৬৫। অনন্তর যখন যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা তাহা বিস্মৃত হইল, যাহারা দুষ্কর্ম হইতে নিবারণ করিতেছিল, তাহাদিগকে আমি মুক্তিদান করিলাম, এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দ্বারা আক্রমণ করিলাম, যেহেতু তাহারা কুকর্ম করিতেছিল। ১৬৬। পরে যখন তাহারা যে বিষয়ে নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ের (পরিত্যাগে) অবাধ্যতা করিল, তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "তোমরা জঘন্য মর্কট হইয়া যাও‡। ১৬৭। এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক জ্ঞাপন করিলেন যে, অবশ্য তাহাদের উপরে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত

---

* সেই গ্রামের নাম আয়লা ছিল। উহা মদয়ন ও তুর এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী তিব্রিয়া সাগরের কূলে ছিল। সেই গ্রামবাসিগণ তওরাতের বিধির অনুসরণ করিয়া চলিত। তাহাদের কর্তব্যের মধ্যে শনিবারের সম্মান করা একটি কর্তব্য ছিল। সে দিবস মৎস্য শিকার করা ও বিষয়-কর্মে লিপ্ত হওয়া নিষেধ ছিল। তাহারা ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা লংঘন করিয়া মহাপুরুষ দাউদ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়। পরমেশ্বর ইহুদিদিগের দুষ্ক্রিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে হজরতকে বলিলেন যে, "তুমি গ্রন্থাধিকারীদিগকে প্রশ্ন কর।" শনিবার দিন জলের উপর তাহাদের নিকটে মৎস্য সকল ভাসিয়া বেড়াইত, অন্য দিবস এরূপ হইত না, ইহা দ্বারা ঈশ্বর তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। যখন আয়লানিবাসিগণ শনিবারে অনেক মৎস্য দেখিত, তাহা শিকার করিতে পারিত না, ধৈর্যধারণেও অক্ষম হইত। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিল, সমুদ্রের কূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করিয়া সমুদ্র হইতে খাল কাটিয়া সেই সকল পুষ্করিণীর সঙ্গে যোগ করিয়া দিল। জোয়ারের জলের সঙ্গে মৎস্য সকল প্রণালী দিয়া গর্তে প্রবেশ করিলে তাহারা প্রণালীর মুখ জাল দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিত, রবিবার দিন পুষ্করিণীতে সেই মৎস্য আবদ্ধ রাখিয়া পরে অনায়াসে শিকার করিয়া উদর পূর্তি করিত। (ত, হো,)

† তাহাদের মধ্যে তিন দল ছিল এক দলে শিকার করিত, একদল নিষেধ করিত, এবং আর এক দল এ দুইয়ের কিছুই করিত না। কিন্তু যাহারা নিষেধ করিত, তাহারাই শ্রেষ্ঠ ছিল। (ত, ফা,)

‡ নিষেধকারী লোকেরা শিকারীদিগের সঙ্গে মিলিত হইত না, আপনাদের ও তাহাদের ভবনের মধ্যে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছিল, যেন তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হয়। একদিন তাহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শিকারীদিগের কোন কথা শুনিতে পাইল না। প্রাচীরের উপর হইতে দৃষ্টি করিয়া দেখিল যে, প্রত্যেক গৃহে বানর বিরাজ করিতেছে। সেই মর্কটে পরিণত লোক সকল আপন প্রতিবেশীদিগের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা অতি দুরবস্থায় তিন দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। (ত, হো,)

কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিবেন, যেন তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি অর্পণ করে,* নিশ্চয় তোমার ঈশ্বর সত্বর শাস্তি দাতা ; এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী ও দয়াশীল। ১৬৮। এবং আমি ধরাতলে তাহাদিগকে বহুদলে বিভক্ত করিয়াছি, তাহাদিগের (কতক লোক) সাধু ও তাহাদের কতক লোক এতদ্ভিন্ন, এবং তাহাদিগকে আমি শুভাশুভ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি, যেন তাহারা ফিরিয়া আইসে†। ১৬৯। অনন্তর তাহাদিগের অন্তে স্থলবর্তী (অর্থাৎ) স্থলাভিষিক্ত হইল, গ্রন্থের স্বত্ব লাভ করিল, তাহারা এই নিকৃষ্ট জীবনের সামগ্রী গ্রহণ করিতেছে, এবং বলিতেছে যে, আমাদের জন্য অবশ্য ক্ষমা আছে, এবং যদি তাহাদের নিকট তৎসদৃশ সামগ্রী উপস্থিত হয়, তাহারা তাহা গ্রহণ করে, তাহাদের প্রতি কি গ্রন্থের অঙ্গীকার গৃহীত হয় নাই যে, ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য ভিন্ন বলিবে না? তাহাতে যাহা আছে, তাহারা পাঠ করিয়াছে, এবং ধর্মভীরুদিগের জন্য পারলৌকিক আলয় উৎকৃষ্ট, পরন্তু তাহারা কি বুঝিতেছে না?‡ ১৭০। এবং যাহারা গ্রন্থ অবলম্বন করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, নিশ্চয় আমি সেই সাধুদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করি না। ১৭১। এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি তাহাদিগের উপরে পর্বত উঠাইয়াছিলাম, যেন তাহা চন্দ্রাতপ ছিল ও তাহারা মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয় তাহা তাহাদের উপর পতিত হইবে, (আমি বলিয়াছিলাম,) তোমাদিগকে যাহা দান করিতেছি, দৃঢ়তাসহকারে গ্রহণ কর, এবং যাহা ইহাতে আছে, স্মরণ কর, ভরসা যে রক্ষা পাইবে। ১৭২। (র, ২১, আ, ৯)

এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক আদমের সন্তানগণ হইতে তাহাদের ঔরসজাত, তাহাদের সন্তানগণকে গ্রহণ করিলেন ও তাহাদের জীবন সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাক্ষী করিলেন যে, আমি কি তোমাদিগের প্রতিপালক নহি?" তাহারা বলিল, "সত্য আমরা সাক্ষী হইলাম ;" (ইহা এজন্য) যেন কেয়ামতের দিনে তোমরা না বল যে, "নিশ্চয় আমরা এবিষয়ে উদাসীন ছিলাম"। ১৭৩।+অথবা বল যে, "পূর্ব হইতে আমাদের পিতৃপুরুষগণ অংশী স্থাপন করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন নহে, এবং আমরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্তী সন্তান হই, অনন্তর ভ্রষ্টাচারিগণ যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য কি তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতেছ$?" ১৭৪। এবং এই প্রকার আমি নিদর্শন সকল

* তওরাত গ্রন্থে ইহুদিদিগের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, যখন তোমরা তওরাতের বিধি অমান্য করিবে, তখন তোমাদিগের উপর অন্য লোক পরাক্রান্ত হইবে ও তোমরা কেয়ামত পর্যন্ত হীনাবস্থায় থাকিবে। এক্ষণ কোথাও ইহুদিদিগের আধিপত্য নাই, তাহারা অন্য জাতির প্রজা হইয়া আছে। (ত, ফা,)

† ইহুদিগণ ভাগ্যহীন হইল, তাহারা আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং তাহাদের ধর্মও বিভিন্ন হইল। (ত, ফা,)

‡ পরবর্তী ইহুদিগণ তওরাত গ্রন্থ শিক্ষা করিয়া উৎকোচ গ্রহণপূর্বক তাহার বিধির ব্যতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা বলিত যে, আমাদের দিবাভাগের পাপ রাত্রিতে, রাত্রি কালের পাপ দিবাভাগে ক্ষমা হইয়া থাকে। তাহারা পাপ ত্যাগ ও অনুতাপ করিত না। "তৎসদৃশ" অর্থাৎ পূর্বোক্ত উৎকোচের ন্যায় সামগ্রী উপস্থিত হইলেই গ্রহণ করিত। (ত, হো,)

$ পরমেশ্বর আদমের ঔরস হইতে তাঁহার সন্তান সকল উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আপনার দাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া তিনিই একমাত্র ঈশ্বর এ বিষয়ে

ব্যক্ত করি, এবং ভরসা যে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে*। ১৭৫। এবং যাহাকে আমি স্বীয় নিদর্শনসকল প্রদান করিয়াছিলাম, পরে তাহা হইতে যে সে বহির্গত হইল, অবশেষে শয়তান তাহার অনুসরণ করিল, পশ্চাৎ পথভ্রান্তদিগের অন্তর্গত হইল, তাহার বৃত্তান্ত তুমি ইহাদের নিকটে পাঠ কর। ১৭৬। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, অবশ্য তাহাকে উহার সঙ্গে উন্নত করিতাম, কিন্তু সে নিম্নদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং আপন ইচ্ছার অনুসরণ করিল, অতএব তাহার অবস্থা কুকুরের অবস্থার ন্যায়, যদি তাহার উপরে ভারার্পণ কর, সে লোলজিহ্ব হইবে, কিংবা যদি তাহাকে ছাড়িয়া দেও, সে লোলজিহ্ব হইবে, যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, সেই দলের এই অবস্থা হয় ; অনন্তর তুমি এই ইতিহাস বর্ণন কর, তাহাতে তাহারা চিন্তা করিবে†। ১৭৭। যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, সেই দল

সকলকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে লোক সকল অংশীবাদী হয়। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াতের তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরকে মান্য করিতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে পিতৃপিতামহের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিলেও পুত্রের উচিত যে, অংশিবিহীন অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়। যদি কেহ বলে যে, সেই অঙ্গীকার তো আমাদের স্মরণ নাই, অতএব তদ্বিষয়ে আমাদের কি প্রয়োজন ? তবে ইহা জানিবে যে তাহার চিহ্ন প্রত্যেকের অন্তরে আছে, প্রত্যেক রসনা ব্যক্ত করিয়াছে যে, সকলের স্রষ্টা একমাত্র ঈশ্বর, সমুদায় জগৎ একথা প্রচার করিতেছে, যাহারা ঈশ্বর স্বীকার করে না অথবা অংশী স্থাপন করে, তাহারা স্বীয় নীচ বুদ্ধির অনুসরণে তাহা করিয়া থাকে নিজেই সেই সকল লোক মিথ্যাবাদী হয়। (তঃ ফা,)

* ইহুদিদিগকে এই ইতিহাস শুনান হয়, অংশিবাদীদিগের ন্যায় তাহারাও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছিল। (ত, ফা,)

† মহাপুরুষ মুসার সৈন্যদল এক বাদশার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্যে একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান্ ফকির ছিলেন, তখন বাদশা তাঁহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ফকির তাহাকে সাহায্য করিতে অন্তরে নিষেধ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর বাদশাহ্ ফকিরের স্ত্রীকে ধন দ্বারা বশীভূত করিলেন, সে স্বামীকে সম্মত করিয়া বাদশার নিকটে পাঠাইয়া দিল। ফকির কোন অলৌকিক ক্রিয়া করিতে অক্ষম হইয়া বাদশাকে এই চক্রান্ত করিতে বলিলেন যে, কতকগুলি কুলটা স্ত্রীলোক মুসার সৈন্যদলের মধ্যে পাঠাইয়া দেও, সৈন্যগণ তাহাদের সঙ্গে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইলেই দুর্দশাপন্ন হইবে। পরমেশ্বর মুসার পুণ্যের অনুরোধে এই ষড়যন্ত্র বিফল করিয়া ষড়যন্ত্রকারীকে বিড়ম্বিত করিলেন। ইহকালে বা পরকালে তাহার এই শাস্তি হইল যে, কুকুরের ন্যায় জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। উচ্চ জ্ঞান থাকিলে যখন প্রকৃতভাবে সেই জ্ঞানের অনুসরণ করা হয়, তখনই তাহা দ্বারা কার্য হইয়া থাকে। লোভ-মোহের বশবর্তী হইয়া সেই জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিতে চাহিলে কোন ফল হয় না, বরং তাহাতে শ্রান্ত কুকুরের অবস্থার তুল্য অবস্থা হয়। লোভ অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানভারে আক্রান্ত হও বা জ্ঞান-শূন্য হও, তোমার জিহ্বা বিস্তৃত হইয়া পড়িবেই। (ত, ফা,)

দূরবস্থাপন্ন। ১৭৮। ঈশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন, সে পরে পথ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি যাহাদিগকে বিভ্রান্ত করেন, অনন্তর ইহারা তাহারাই যে ক্ষতিগ্রস্ত। ১৭৯। এবং সত্য সত্যই আমি দানব ও মানবের অধিক সংখ্যককে নরকের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের জন্য অন্তঃকরণ আছে, তদ্দ্বারা তাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদের জন্য চক্ষু আছে, তদ্দ্বারা দর্শন করিতে পায় না, তাহাদের জন্য কর্ণ আছে, তদ্দ্বারা তাহারা শুনিতে পায় না. তাহারা চতুষ্পদ সদৃশ, বরং তাহারা পথ-ভ্রান্ত, ইহারাই তাহারা যে উপেক্ষাকারী। ১৮০। এবং ঈশ্বরের জন্য উত্তম নাম সকল আছে, তোমরা তৎসহকারে তাঁহাকে আহ্বান কর, এবং যাহারা তাঁহার নামেতে কুটিলতা করে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর, তাহারা যাহা করিতেছে, অবশ্য তদ্বিনিময় প্রদত্ত হইবে* ১৮১। এবং তাহাদের মধ্য হইতে একদল আমি সৃষ্টি করিয়াছি যে, সত্যসহকারে তাহারা পথ প্রদর্শন করে ও তৎসাহায্যে বিচার করিয়া থাকে। ১৮২। (র, ২২, আ, ১০)

এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে তাহারা যে স্থান দিয়া জানিতে পায় না ক্রমশঃ (বিপথে) আকর্ষণ করিব। ১৮৩। এবং তাহাদিগকে অবকাশ দিব নিশ্চয় আমার চতুরতা দৃঢ়। ১৮৪। তাহারা কি চিন্তা করে না যে তাহাদের সঙ্গীর জন্য কোন ক্ষিপ্ততা নয়, সে স্পষ্ট ভয় প্রদর্শক ভিন্ন নহে†। ১৮৫। স্বর্গ-মর্তের রাজত্বের প্রতি এবং সেই পদার্থ যাহা ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন তৎপ্রতি, এবং নিশ্চয় যে তাহাদের কাল নিকটবর্তী হইল তৎপ্রতি, কি তাহারা দৃষ্টি করে না? অবশেষে ইহার (কোরআনের) পরে কোন্ বাক্যে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে? ১৮৬। ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন, পরে তাহার জন্য পথ-প্রদর্শক নাই, তিনি তাহাদিগকে আপন অবাধ্যতায় ঘূর্ণায়মান হইতে ছাড়িয়া দেন। ১৮৭। তাহারা তোমাকে কেয়ামতের জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, তাহা সংঘটনের কখন্ সময়? বল, তাহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটে, তদ্ভিন্ন নহে, তিনি ভিন্ন যথাসময়ে কেহ তাহাকে প্রকাশিত করিবে না; স্বর্গে ও মর্তে তাহা গুরুভার‡ তাহা অকস্মাৎ বই তোমাদের নিকটে আসিবে না; তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, যেন তুমি তদ্বিষয়ে বিতর্ককারী, তুমি বল যে, তাহার জ্ঞান ঈশ্বরের নিকটে, তদ্ভিন্ন নহে, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না। ১৮৮। বল, ঈশ্বর যাহা চাহেন, তদ্ভিন্ন আমি আপনার জন্য হিত ও অহিত করিতে সক্ষম নহি, এবং যদি আমি গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান রাখিতাম, তবে অবশ্য বহুকল্যাণ লাভ করিতাম, এবং আমার প্রতি কোন অমঙ্গল উপস্থিত হইত না, আমি বিশ্বাসীদলের জন্য ভয় প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা বৈ নহি। ১৮৯। (র, ২৩, আ, ৭.)

তিনিই যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তাহার

---

* অর্থাৎ পরমেশ্বর আত্মস্বরূপ বুঝাইয়া বলেন যে, উপাসনাকালে আমাকে এই নামে আহ্বান করিও, কুটিল পথ আশ্রয় করিও না। ঈশ্বর যে গুণ বুঝাইয়া দেন না, তাহা বলাই কুটিলতা। (ত, ফা,)

† এস্থানে প্রেরিত পুরুষকে সঙ্গী বলা হইয়াছে; তিনি সর্বদা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত কি স্বর্গবাসী দেবগণ ও কি মর্তবাসী মানববৃন্দ সকলেই তাহা জানিতে অক্ষম। (ত, হো,)

স্ত্রী উৎপাদন করিয়াছেন, যেন সে তাহাতে আরাম প্রাপ্ত হয় ; অনন্তর যখন সে তাহাকে সঙ্গম করিল, সে লঘ‍ুতর গর্ভে গর্ভবতী হইল, পরে তাহার (স্বামীর) সঙ্গে চলিয়া গেল, অবশেষে যখন গ‍ুর‍ুভারাক্রান্ত হইল, তখন উভয়ে আপন প্রতিপালক পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল যে, যদি আমাদিগকে তুমি সাধ‍ু (প‍ুত্র) দান কর, তবে অবশ্য আমরা কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত হইব। ১৯০। অনন্তর যখন তিনি তাহাদের উভয়কে সাধ‍ু (প‍ুত্র) দান করিলেন, যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহার জন্য তাহারা অংশী নির্ধারণ করিল, পরন্তু যাহাকে তাহারা অংশী স্থাপন করিয়া থাকে, তাহা হইতে ঈশ্বর সমুন্নত*। ১৯১। যে কোন বস্তু স‍ৃজন করিতে পারে না, এবং স্বয়ং স‍ৃষ্ট, তাহাকে তাহারা কি অংশী করিতেছে ? এবং তাহারা (সেই অংশিগণ) তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে ও আত্মজীবনকেও সাহায্য করিতে পারে না। ১৯২। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে সৎপথের দিকে আহ্বান কর, তাহারা তোমাদের অন‍ুসরণ করিবে না, তাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর, অথবা নীরব থাক, তোমাদের সম্বন্ধে তুল্য। ১৯৩। নিশ্চয় তোমরা ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা তোমাদের ন্যায় ভৃত্য ; ভাল, তাহাদিগকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদিগকে উত্তর দান করা তাহাদের উচিত। ১৯৪। তাহাদের কি পদ আছে যে, তদ্দ্বারা গমন করে, অথবা তাদের হস্ত আছে যে, তদ্দ্বারা গ্রহণ করে ; কিংবা তাহাদের চক্ষ‍ু আছে যে, তদ্দ্বারা দর্শন করে বা তাহাদের কর্ণ আছে যে, তদ্দ্বারা শ্রবণ করে ? তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তোমরা স্বীয় অংশী (প্রতিমা)-দিগকে আহ্বান কর, তৎপর আমার সঙ্গে প্রতারণা করিও, অবশেষে আমাকে অবকাশ দিও না। ১৯৫। যিনি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, নিশ্চয় আমার সহায় সেই ঈশ্বর, এবং তিনি সাধ‍ুদিগকে প্রীতি করেন। ১৯৬। এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক, তাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে, এবং নিজের

* কথিত আছে যে, এই অবস্থা আদম ও হবার সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল। হবার যখন প্রথম গর্ভ হইল, তখন শয়তান একজন সাধ‍ুপ‍ুর‍ুষের র‍ূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া বলে যে, তোমার গর্ভে কোন ভয়ঙ্কর জন্ত‍ু জন্মিয়াছে। যখন তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন সে আদম ও হবাকে বলিল যে, "আমার আশীর্বাদে বিপদ্ ঘটিবে না, তোমাদের প‍ুত্র-সন্তান হইবে। তাহার নাম অবদোল্ হারেস (হারেসের দাস) রাখিও", হারেস শয়তানের অন্যতর নাম। আদম ও হবা আপন সন্তানের এই নাম রাখিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকা অন‍ুসারে সংবাদ-বাহকের অংশীবাদী হওয়া প্রমাণিত হইতেছে। অথবা এই উপাখ্যান অলীক। বস্ত‍ুতঃ এই আয়াতে অন্য স্ত্রী-প‍ুর‍ুষকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে, আদম ও হবাকে নহে। আদম-হবার ব‍ৃত্তান্ত প‍ূর্বেই বিব‍ৃত হইয়াছে। এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহা কিছ‍ু মন‍ুষ্যসম্বন্ধে সঙ্ঘটন হওয়া নির্ধারিত ছিল, তাহা আদম-হবাতে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনই তাহার আদর্শ স্থল। সন্তানের পাপ তাঁহাদের মধ্যে দ‍ৃষ্ট হইয়াছে যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব দ‍ৃষ্ট হয়। যথা লোভপরবশ হওয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা এবং কথা বলিয়া বিস্ম‍ৃত হওয়া ইত্যাদি সন্তানের চরিত্র আদম-হবার জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। (ত, ফা,)

জীবনকেও সাহায্য করিতে পারে না। ১৯৭। এবং যদি তোমরা তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর, তাহাতে শুনিবে না ও তুমি (হে দর্শক,) তাহাদিগকে দেখিতেছ যে, তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে, বস্তুতঃ তাহারা দেখিতেছে না। ১৯৮। ক্ষমাকে স্বীকার কর, এবং বৈধবিষয়ে আদেশ কর, অজ্ঞানিগণ হইতে বিমুখ হও*। ১৯৯। যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি ঈশ্বরের শরণ লইও, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২০০। নিশ্চয় যাহারা ধর্মভীরু হয়, যখন তাহাদিগকে শয়তানের প্ররোচনা অভিভূত করে, তখন তাহারা (ঈশ্বরকে) স্মরণ করিয়া থাকে, পরে তাহারা অকস্মাৎ চক্ষুষ্মান হয়। ২০১। এবং তাহাদের ভ্রাতৃগণ তাহাদিগকে বিপথে আকর্ষণ করে, তৎপর তাহারা ক্ষান্ত হয় না। ২০২। এবং যখন (হে মোহম্মদ,) তাহাদের নিকটে কোন নিদর্শন উপস্থিত না কর, তাহারা বলে, "কেন তুমি তাহা আনয়ন করিলে না?" তুমি বল, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক হইতে যাহা প্রত্যাদেশ হয়, আমি তাহার অনুসরণ করি, তদ্ভিন্ন নহে; তোমাদের প্রতিপালক হইতে ইহা (কোরআন) প্রমাণপুঞ্জস্বরূপ (অবতীর্ণ,) এবং বিশ্বাসিগণের জন্য দয়া ও পথ-প্রদর্শক হয়। ২০৩। এবং যখন কোরআন পাঠ হয়, তখন তোমরা তাহা শ্রবণ করিও, এবং নীরব থাকিও, ভরসা যে, তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে†। ২০৪। এবং তুমি আপন অন্তরে স্বীয় প্রতিপালককে শঙ্কিত ও কাতরভাবে স্মরণ কর ও অনুচ্চবাক্যে প্রাতঃসন্ধ্যা (স্মরণ কর,) এবং উপেক্ষাকারীদের অন্তর্গত হইও না। ২০৫। নিশ্চয় যাহারা তোমার প্রতিপালকের নিকটে আছে, তাহারা তাঁহার উপাসনায় অহংকার করে না, তাঁহাকে পবিত্রভাবে স্মরণ করে ও তাঁহাকে নমস্কার করে‡। ২০৬। (র, ২৪, আ, ১৮)

---

* এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে জেব্রিলকে হজরত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "এই কথার প্রকৃত মর্ম কি?" তাহাতে জেব্রিল বলেন যে, "তোমার ঈশ্বর বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হও, যে জন তোমাকে বঞ্চিত করে, তাহাকে দান কর, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করে তাহাকে ক্ষমা কর।" প্রকৃতপক্ষে সাধু লোকেই এই প্রকৃতির মূল, মূর্খগণ হইতে বিমুখ হও" অর্থাৎ নীচ অজ্ঞান লোকদিগের সঙ্গে বিবাদ করিও না। (ত, হো,)

† যখন কেহ কোরআন পাঠ করে, তখন অন্য লোকের উচিত যে, কথা না বলে ও মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করে। হয়তো তাহারা তাহাতে অন্তরে আলোক লাভ করিতে পারিবে। কথোপকথনের সভাতে পাঠক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে তাহার পক্ষে অপরাধ। (ত, ফা,)

‡ ঈশ্বরকে মাত্র সেজ্দা (নমস্কার) করিবে, অন্য কাহাকে নমস্কার করিবে না, নমস্কার বিশেষভাবে ঈশ্বরের প্রাপ্য। এই আয়ত পাঠান্তে নমস্কার করা কর্তব্য। কোরআন পাঠে নমস্কার চতুর্দশ স্থলে বিধি। দুই স্থানে মতভেদ আছে। এক, সূরা হজ্জের শেষভাগে এমাম শাফি ও এমাম আহমদের মতে নমস্কার বিধি, এমাম আজমের মতে বিধি নয়। দ্বিতীয়, সূরা "স"-তে এমাম আজমের মতে নমস্কার আছে, অন্য অন্য এমামের মতে নয়। এমাম আজমের মতে নমাজের সময়ে ও অন্য সময়ে অধ্যয়নের নমস্কার পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের প্রতি বৈধ। ভ্রম প্রমাদাদিবশতঃ তাহা না করা হইলে পরে যথাবিধি তাহা পূর্ণ করা আবশ্যক। অন্যান্য এমামের মতে নমস্কার করা বিধি, কিন্তু

সূরা আনফাল*

অষ্টম অধ্যায়

৭৫ আয়াত, ১০ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত বিষয়ে তোমাকে (হে মোহম্মদ,) প্রশ্ন করিয়া থাকে ; বল, লুণ্ঠিত সামগ্রী সকল ঈশ্বরের ও প্রেরিত-পুরুষের জন্য ; অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আপনাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাকে, তবে পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের অনুগত হও† । ১ । তাহারা বিশ্বাসী, তদ্ভিন্ন নহে, যখন ঈশ্বর স্মৃত হন, তখন তাহাদের অন্তঃকরণ ভীত হইয়া থাকে, এবং যখন তাহাদের নিকট তাঁহার নিদর্শন সকল পঠিত হয়, তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা আপন প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করে,‡ তাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দেওয়া হয়, তাহারা তাহা হইতে ব্যয় করে । ২ + ৩ । ইহারাই তাহারা, যে প্রকৃতরূপে বিশ্বাসী, তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে তাহাদের জন্য উন্নত পদ সকল ও ক্ষমা এবং গৌরবান্বিত উপজীবিকা আছে । ৪ । যেরূপ তোমার প্রতিপালক তোমার আলয় হইতে

"ফৌত" হইলে অর্থাৎ ঘটনাবশতঃ না করিলে "কজা" করা অর্থাৎ পূর্ণ করা আবশ্যক নহে । (ত, হো)

* মদিনাতে এই সূরার আবির্ভাব হয়

† সংগ্রামে কতক লোক অগ্রসর হইয়াছিল, কতক সৈন্য পশ্চাদ্ভাগে ছিল । যখন লুঠের সামগ্রী সকল সংগ্রহ করা হইল, অগ্রবর্তী সৈন্যগণ বলিল যে, আমরা শত্রুকে পরাভব করিয়াছি, এ সকল দ্রব্যে আমাদের অধিকার, এবং পশ্চাদ্বর্তী সেনারা বলিল যে, আমাদের বলে যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে, লুঠের বস্তুতে আমাদের স্বত্ব । ঈশ্বর উভয়কে নীরব করিলেন, কেন না, ঈশ্বরের সাহায্যে জয়লাভ হয়, অন্য কাহারও শক্তিতে নহে । অতএব সেই সম্পত্তির অধিকারী ঈশ্বর ; প্রেরিত পুরুষ তাঁহার প্রতিনিধি হন । (ত, ফা,)

‡ যখন কোন প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় ও তাহা বিশ্বাসীদের নিকটে পড়া যায়, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বরের সমস্ত মহিমা ও গৌরব ভাবিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ ভয়াকুল হইয়া থাকে । হকায়েকস্‌সলমি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, কোরআন পাঠের প্রসাদাৎ অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, উপাসনা সাধনার বৃদ্ধি হয় । বহরোল্‌হকায়েক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বাস বস্তুতঃ জ্যোতিঃবিশেষ, মনের দ্বারের প্রশস্ততা অনুসারে সেই জ্যোতিঃ মনে প্রবেশ করে । মনস্বী ব্যক্তির নিকটে কোরআন পাঠ করিলে সেই পাঠের প্রসাদাৎ তাঁহার মনের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তাহাতে বিশ্বাস জ্যোতিঃ অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায় । (ত, হো.)

উচিতরূপে তোমাকে বাহির করিয়াছেন, নিশ্চয় তাহাতে বিশ্বাসীদিগের একদল একান্ত অসন্তুষ্ট*। ৫। সত্যসম্বন্ধে তাহা প্রকাশিত হওয়ার পর, তাহারা তোমার সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছিল, তাহারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে, এবং তাহারা দেখিতেছে।† ৬। এবং (স্মরণ কর,) যখন পরমেশ্বর সেই দুই দলের এক দলকে তোমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ করিতেছিলেন যেন তাহারা তোমাদের জন্য হয়, এবং তোমরা প্রতাপশূন্য দলকে মনোনীত করিতেছিলে যেন তাহারা তোমাদের নিমিত্ত হয়, ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেছিলেন যে, আপন উক্তি সকল দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত করেন, এবং ধর্মদ্রোহীদিগের মূল ছিন্ন করেন‡। ৭।+তাহাতে সত্যকে সত্য করেন, অসত্যকে অসত্য করেন, যদিচ অপরাধিগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৮। (স্মরণ কর) যখন তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলে, তখন তোমাদিগের জন্য তিনি (তাহা) গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় আমি ক্রমশঃ সহস্র দেবতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য-দান করিয়াছি। ৯। এবং পরমেশ্বর তাহা সুসংবাদের জন্য বৈ করেন নাই, যেন তদ্দ্বারা তোমাদের অন্তঃকরণ সান্ত্বনা লাভ করে, এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে বৈ সাহায্য নাই, সত্যই ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা। ১০। (র, ১, আ, ১০)

---

* কোরেশ বণিকদল প্রচুর দ্রব্যজাতসহ শামদেশ হইতে মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছিল, আবুসুফিয়ান আরবের কতিপয় প্রধান পুরুষসহ সেই দলে কর্তৃত্ব করিতেছিল। জেব্রিল দ্বারা হজরত ইহা জ্ঞাত হইয়া সহচরদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা সেই বণিকদলে অল্পলোক ও অধিক ধন আছে ভাবিয়া তাহাদিগকে পথে আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সকলে এই উদ্যোগেই মদিনা হইতে বাহির হইলেন। আবু সুফিয়ান এই সংবাদ পাইয়া কোরেশদিগের আনুকূল্য প্রার্থনায় জম্‌জম্ নামক ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করিল, এবং স্বয়ং বণিকদিগকে সঙ্গে করিয়া দুর্গম-স্থান দিয়া মক্কাভিমুখী হইল। আবুজহল জম্‌জমের মুখে সংবাদ পাইয়া বণিকদের সাহায্যের জন্য বহু লোকজনসহ মক্কা হইতে বদরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন প্রেরিত-পুরুষ জফ্‌রাণ নামক প্রান্তরে ছিলেন, সেই সময়ে জেব্রিল কাফের সৈন্যদলের আগমনবার্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। হজরত সহচরবর্গকে উহা জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা বণিকদলের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক, না কোরেশ সৈন্যগণের সঙ্গে ইচ্ছুক? তাঁহাদের অনেকে বলিলেন যে, আমাদের যুদ্ধে প্রবৃত্তি নাই, যদি বণিকদল হস্তগত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে পারি। হজরত এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন, পরে প্রধান প্রধান লোক যুদ্ধকেই স্বীকার করিলেন। এক্ষণ ঈশ্বর প্রেরিত-পুরুষকে তাহা স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন যে, আমি মদিনা হইতে তোমাকে বদর ভূমিতে আনয়ন করিয়াছি। (ত, হো,)

† বলিতে কি, এস্‌লাম সৈন্যদল লক্ষণাদি দ্বারা মৃত্যু উপস্থিত বুঝিতেছিলেন। তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্রাদি ও সৈন্য অল্প ছিল। তিন শত পঞ্চাশজন মাত্র সেন্য, সত্তরটি উষ্ট্র, দুইটি অশ্ব, ছয়টি কবচ, আটখানা করবালমাত্র ছিল। (ত, হো,)

‡ দুই দলের একদল বণিক ও অপর দল কাফেরদিগের সৈন্য ছিল। এস্‌লাম সৈন্যগণ নিস্তেজ বণিকদলকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। বণিকদলে

(স্মরণ কর,) যখন তিনি আপনার নিকট হইতে বিশ্রামস্বরূপ ইষন্নিদ্রা দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করিলেন ও তোমাদের উপরে আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিলেন, যেন তোমাদিগকে তদ্দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া লন ও তোমাদিগ হইতে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করেন, এবং যেন তোমাদের অন্তঃকরণকে বন্ধ করেন, অপিচ তদ্দ্বারা চরণকে দৃঢ় করেন* । ১১ । (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক দেবতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি ; অতএব যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহাদিগকে দৃঢ় কর, যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদের অন্তরে অবশ্য আমি ভয় স্থাপন করিব, অবশেষে গলদেশের উপর আঘাত কর, এবং তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গুলির গ্রন্থি সকলে আঘাত কর†, । ১২ । ইহা এজন্য যে, তাহার ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের বিরোধী হইয়াছিল, যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের বিরুদ্ধাচরণ করে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বর (তাহাদের) কঠিন শাস্তিদাতা । ১৩ । ইহাই, অতএব তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর, এবং সত্যই কাফেরদিগের জন্য অগ্নিদণ্ড আছে । ১৪ । হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা দলবদ্ধ-ভাবে ধর্মদ্রোহী লোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, তখন তাহাদের প্রতি পৃষ্ঠদেশ ফিরাইও না । ১৫ । এবং যে ব্যক্তি সেই দিন কোন দলের দিকে স্থানগ্রহণকারী ও

চল্লিশ জন অশ্বারোহীর অধিক ছিল না । কাফেরের দলে নয় শত পঞ্চাশ জন সৈন্য ছিল । (ত, হো,)

* যে রজনীতে এসলাম ও কাফের সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হয়, তখন হজরতের বন্ধুদিগের মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, যেহেতু বালুকাময় ক্ষেত্রে তাঁহারা অবস্থান করিয়াছিলেন, চলিতে বালুকাপুঞ্জে বসিয়া যাইত, জল ছিল না । পরমেশ্বর তাঁহাদের উপর বিশ্রামের জন্য তন্দ্রা প্রেরণ করিলেন । সেই নিদ্রাতে হজরতের অধিকাংশ সহচরের স্বপ্নদোষ হইল । প্রাতঃকালে পাপাসুর তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে, "তোমাদিগকে নমাজ পড়িতে হইবে, এদিকে তোমরা অপবিত্র হইয়াছ, স্নান করার জল নাই, এবং জানু পর্যন্ত চরণ বালুকাপুঞ্জে বসিয়া যাইতেছে, দেখ কাফেরগণ আপনাদের স্থানে স্ফূর্তিযুক্ত ও তাহাদের অধিকারে জল আছে । তোমরা না বলিয়া থাক যে, ঈশ্বর আমাদের বন্ধু এবং প্রেরিত-পুরুষ আমাদের সঙ্গে আছেন, এই কি ব্যাপার হইল ?" তখন পরমেশ্বর সেই স্থানে মেঘ প্রেরণ করিলেন । ঈদৃশ বারিবর্ষণ হইল যে, সেই মরুক্ষেত্রে নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল । সেই বৃষ্টির জলে হজরতের সহচরগণ স্নান ও অজু করিলেন, উষ্ট্র অশ্বাদি পশুকে জলপান করাইলেন, বালুকা সকল দৃঢ় বদ্ধ হইল, মোসলমান সৈন্যদিগের মন বদ্ধ অর্থাৎ সুস্থির হইল । শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর হইয়া গেল । (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, দেবগণ মনুষ্যের আকারে মোসলমান সৈন্যশ্রেণীর অগ্রে গমন করিতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন যে, "তোমরা ধন্য ঈশ্বর তোমাদের সহায়, তোমরা জয়ী হইতেছ, শত্রু অল্প, বীরত্ব প্রকাশ কর" । এই আয়াতের অর্থ এই যে, হে দেবগণ, তোমরা বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দান কর, আমি কাফের-দিগের মনে ভয় জন্মাইয়া দিব । দেবগণ অস্ত্রাঘাত করিতে জানিতেন না, তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর বলিয়া দিলেন, গলদেশে আঘাত কর, এবং অঙ্গুলির গ্রন্থি সকলে অর্থাৎ হস্ত পদে আঘাত কর । (ত, হো,)

কোন যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত না হইয়া তাহাদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ ফিরায়, পরে নিশ্চয় সে ঈশ্বরের আক্রোশে প্রত্যাবর্তিত হয় ও তাহার স্থান নরকলোক এবং (তাহা) কুৎসিত স্থান। পরন্তু তোমরা তাহাদিগকে বধ কর নাই, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন, এবং যখন (হে মোহম্মদ,) তুমি (মৃত্তিকা) নিক্ষেপ করিয়াছ, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, কিন্তু ঈশ্বর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন*, এবং তাহাতে উত্তম পরীক্ষায় তিনি বিশ্বাসীদিগকে পরীক্ষিত করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১৭। এই (অবস্থা,) এবং নিশ্চয় ঈশ্বর কাফেরদিগের চক্রান্তের নিস্তেজকারী। ১৮। যদি তোমরা বিজয়াকাঙ্ক্ষা কর, তবে নিশ্চয় তোমাদের নিকটে বিজয় উপস্থিত হইবে ; এবং যদি নিবৃত্ত হও (হে কাফেরগণ,) তবে তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গল, এবং যদি তোমরা ফিরিয়া আইস, আমিও ফিরিব, কখনও তোমাদের দল যদিচ অধিকও হয়, তোমাদিগকে লাভযুক্ত করিবে না, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে আছেন। ১৯। (র, ২, আ, ৯)

হে বিশ্বাসিগণ পরমেশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের অনুগত হও, এবং তাহা হইতে বিমুখ হইও না, বস্তুতঃ তোমরা শ্রবণ করিতেছ। ২০। এবং যাহারা বলিয়াছে যে, আমরা শুনিয়াছি, তাহারা শ্রবণ করে না, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না†। ২১। যাহারা বুঝিতেছে না, তাহারা ঈশ্বরের নিকটে নিকৃষ্টতর চতুষ্পদ মূক বধিরক্ষ। ২২। এবং যদি তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর কল্যাণ জানিতেন, অবশ্য তাহাদিগকে শুনাইতেন, এবং যদি তাহাদিগকে শ্রবণ করান, তবে অবশ্য তাহারা মুখ ফিরাই প্রস্থান করিবে$। ২৩। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদিগকে সজীব করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তখন ঈশ্বরের ও প্রেরিত-পুরুষের (আহ্বান) গ্রাহ্য করিও, জানিও, নিশ্চয় ঈশ্বর মনুষ্য ও তাহার মনের মধ্যে অন্তরাল হন, এবং নিশ্চয় সে তাঁহার দিকে সমুত্থাপিত হইবে§। ২৪। তোমাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিল, শুদ্ধ তাহাদিগকে বিশেষভাবে যাহা প্রাপ্ত হইবে না, সেই সংকটে

* ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হজরত ক্ষুদ্র প্রস্তর ও মৃত্তিকাপুঞ্জ বিপক্ষ সৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের কৌশলে তাহাদের সকলের চক্ষে মৃত্তিকা পতিত হয়, তৎপর তাহারা পরাস্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণ এই আদেশ হইতেছে যে, বিশ্বাসিগণ যেন স্বীকার করে যে, তাহাদের ক্ষমতায় জয়লাভ হয় না, ঈশ্বরানুকূল্যে হইয়া থাকে। কোন বিষয়েই আত্মপ্রভাব ব্যক্ত করা কর্তব্য নয়। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ ইহুদিরা যেমন তওরাতের বিধি মুখে স্বীকার করিয়া অন্তরে অস্বীকার করিয়া থাকে, যেমন কপট-লোকেরা মৌলিক আজ্ঞা-পালনকারী, অন্তরে নয়, তোমরা সেইরূপ হইও না। (ত, ফা,)

ক্ষ অর্থাৎ যাহারা সত্যধর্ম বুঝে না, তাহারা পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরে ধর্মালোক লাভের যোগ্যতা প্রদান করেন নাই। যাহাকে তিনি সেই যোগ্যতা প্রদান করেন, তাঁহাকে ধর্মালোক দান করিয়া থাকেন। যোগ্যতাবিহীন হইয়া যে জন উপদেশ শ্রবণ করে, সে তাহা অস্বীকার করিয়া থাকে। (ত, ফা,)

§ অর্থাৎ আদেশ পালনে বিলম্ব করিবে না। মন ঈশ্বরের হস্তে, পরমেশ্বর প্রথমতঃ কাহারও মনে বাধা দেন না ও আবরণ স্থাপন করেন না, কিন্তু যখন লোকে

সাবধান হইও, এবং জানিও, ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা*। ২৫। এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূমিতে (মক্কানগরে) দুর্বল অল্পসংখ্যক ছিলে, ভয় পাইতেছিলে যে, লোকে তোমাদিগকে বা ধরিয়া লইয়া যায়, তখন তিনি তোমাদিগকে (মদিনায়) স্থান দিলেন ও আপন সাহায্যে তোমাদিগের সহায়তা করিলেন, এবং যুদ্ধ বস্তুযোগে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিলেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা অর্পণ কর। ২৬। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের ও প্রেরিত-পুরুষের অপচয় করিও না, ও পরস্পরের গচ্ছিত বস্তু সকলের অপচয় করিও না, এবং তোমরা জানিতেছ†। ২৭। এবং জানিও যে, তোমাদের সম্পত্তি সকল ও তোমাদের সন্তানগণ পরীক্ষা এতদ্ভিন্ন নহে, এবং এই যে পরমেশ্বর, তাঁহার নিকটে মহাপুরস্কার। ২৮। (র, ৩, আ, ৯)

হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা ঈশ্বরকে ভয় কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য মীমাংসা করিবেন ও তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদিগ হইতে দূর করিবেন, এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর মহা গৌরবান্বিত‡। ২৯। এবং (স্মরণ কর,) যখন (হে মোহম্মদ,) কাফেরগণ তোমার সঙ্গে ছলনা করিতেছিল যেন তোমাকে বন্দী করিয়া রাখে, অথবা তোমাকে বধ করে, কিম্বা তোমাকে নির্বাসিত করে, এবং তাহারা ছলনা করিতেছিল ও ঈশ্বরও ছলনা করিতেছিলেন, ঈশ্বর ছলনাকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ$। ৩০। এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পঠিত

শৈথিল্য করে, তখন তাহার প্রতিফল স্বরূপ আবরণ স্থাপন করেন। ঈশ্বরের পূজা না করিলে মনের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। (ত, ফা,)

* অর্থাৎ আজ্ঞাপালনে শৈথিল্য করিলে একে ত মন নিস্তেজ হয়, তাহাতে আবার কার্য অধিক দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ উন্নত লোকদিগের শিথিলতা-দর্শনে পাপী লোকেরা সম্পূর্ণরূপে সৎকার্য পরিত্যাগ করে, কুভাব অধিকতর বিস্তার হইয়া পড়ে, তাহার কুফল তুল্যভাবে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। যেমন যুদ্ধকালে বীর পুরুষের শৈথিল্য হইলে হীনবল সেনাগণ পলাইয়া যায়, তাহাতে সকলকেই পরাজিত হইতে হয়, বীরপুরুষ সেই পরাভয় হইতে রক্ষা পান না। (ত, ফা,)

† স্বীয় ধন-সম্পত্তি ও সন্তানাদি রক্ষার অনুরোধে গোপনে কাফেরদিগের সঙ্গে যোগ স্থাপন করাই ঈশ্বর ও প্রেরিত-পুরুষের অপচয় করা বা চুরি করা। লুণ্ঠিত দ্রব্যজাত লুকাইয়া রাখা, দলপতির নিকটে তাহা প্রকাশ না করাই পরস্পরের গচ্ছিত সম্পত্তির অপচয় করা। এইরূপ অপচয় অনেক প্রকার হইতে পারে। (ত, ফা,)

‡ হয়তো বদরের যুদ্ধে জয়লাভের পর মোসলমানদিগের অন্তরে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল যে গোপনে কাফেরদিগের উপকার সাধন করা যাউক, আমাদের গৃহ ও পরিবার মক্কাতে রহিয়াছে, হিতসাধন করিয়া তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব করিলে তাহারা পরিবারের প্রতি অত্যাচার করিবে না। তাহাতেই সপ্তবিংশ আয়াতে বিশ্বাসঘাতকতা নিষেধ হইয়াছে, এবং এই আয়াতে সান্ত্বনা দান করা করা হইয়াছে যে, পূর্বেই তোমাদের গৃহ ও পরিবারের বিষয়-নিষ্পত্তি হইবে, কাফের-দিগের হস্তগত হইবে না। (ত ফা,)

$ যখন মক্কা পরিত্যাগের আদেশ হইল, তখন পূর্বেই হজরতের সহচরগণ মদিনায় প্রস্থান করিলেন, আবুবেকর ও আলী ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার নিকটে ছিলেন

হয়, তাহারা বলে, "সত্যই আমরা শুনিলাম, যদি ইচ্ছা করি, অবশ্য আমরা ইহার তুল্য বলিব, ইহা পূর্ব্ববর্তী লোকদিগের উপন্যাস ব্যতীত নহে। ৩১। এবং যখন তাহারা বলিল, "হে পরমেশ্বর, যদি ইহা (কোরআন) তোমার নিকট হইতে (আগত) সত্য হয়, তবে আমাদিগের উপরে আকাশ হইতে প্রস্তর-বর্ষণ কর, অথবা আমাদিগের প্রতি দুঃখজনক শাস্তি উপস্থিত কর*"। ৩২। এবং ঈশ্বর এরূপ নহেন যে, তাহাদিগকে শাস্তি দান করেন, যেহেতু তুমি তাহাদিগের মধ্যে ছিলে, এবং তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তাহাদের শাস্তি দাতা নহেন†। ৩৩। এবং তাহাদের জন্য এমন কি আছে যে, ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবেন না, বস্তুতঃ তাহারা মসজেদোলহরাম হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখে ও তাহারা তাহার অধ্যক্ষ নহে,

না। কোরেশ লোকেরা ইহা জানিতে পারিয়া দারোন্নদওয়া নামক স্থানে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য মিলিত হইল, পাপপুরুষও মনুষ্যের আকারে সেই সভায় আগমন করিল। হজরতের সম্বন্ধে এক ব্যক্তি বলিল যে, "তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক, গৃহের দ্বার দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার মৃত্যু না হয়, গবাক্ষ দ্বারা অন্নজল তাহাকে যোগাইতে হইবে।" পাপাসুর এই যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলিল যে, "মদিনানিবাসী অধিকাংশ লোক এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে ও মোহম্মদের বহুসংখ্যক বন্ধু সেখানে আছে, এবং হাশেম বংশীয় অনেক লোক এ নগরে বাস করে, সকলে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে ও তাহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইবে"। অন্য একজন বলিল, "তাহাকে এ নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক, যথা ইচ্ছা সে চলিয়া যাউক"। এই কথা শুনিয়া পাপাসুর বলিল, "সে যেখানে যাইবে, সেইখানেই লোক সকল তাহাদ্বারা প্রতারিত হইবে, পরে সে বহু সংখ্যক লোককে প্রতারিত করিয়া দল বাঁধিয়া আসিয়া তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবে"। তখন হজরতের পিতৃব্য আবু জহল বলিল, "আমার মত এই যে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে বধ করিব, মোহম্মদ বন্ধু হাশেম বংশীয় লোকেরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না"। শয়তান বলিল যে, "আমারও এই মত"। দুরাত্মা আবু জহল প্রত্যেক পরিবারের এক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া সেই দিন রাত্রিতেই হজরতকে হত্যা করা স্থির করিল। হজরত এই বৃত্তান্ত জানিতে পাইলেন, তিনি আপন প্রচারবন্ধু আলীকে স্বীয় শয্যায় শয়ান রাখিয়া প্রিয় সহচর আবুবেকরের সঙ্গে গর্ত্তের ভিতরে লুকাইয়া রহিলেন। এক্ষণ পরমেশ্বর হজরতকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। (ত, হো,)

যেমন পরমেশ্বর প্রেরিত-পুরুষকে রক্ষা করিয়াছেন, তদ্রূপ তোমাদের গৃহ ও পরিবার রক্ষা করিবার সম্ভাবনা। ইহাই বিজ্ঞাপিত হইল। (ত, ফা,)

* আবু জহল যখন মক্কা হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তখন কাবা মন্দিরের সম্মুখে এই প্রার্থনা করিয়াছিল। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ মক্কায় হজরতের উপস্থিতির নিমিত্ত শাস্তি রহিত ছিল, পরে কাফেরদিগের উপর শাস্তি আরম্ভ হয়। যে পর্য্যন্ত অপরাধী অনুতাপ করে, পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে চাহে, সে পর্য্যন্ত গুরুতর অপরাধ হইলেও সে ধৃত হয় না। হজরত বলিয়াছেন যে, পাপীর দুইটি আশ্রয় আছে, এক আমি, দ্বিতীয় ক্ষমা প্রার্থনা। (ত, ফা,)

ধর্মভীরু লোক ব্যতীত (কেহ) তাহার অধ্যক্ষ নয়, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না*। ৩৪। মন্দিরের নিকটে শিস্ ও করতালি দেওয়া ব্যতীত তাহাদের উপাসনা নাই, অতএব ধর্মদ্রোহী হইয়াছ বলিয়া তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর†। ৩৫। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা আপনাদের ধন ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করিতে ব্যয় করে, অনন্তর অবশ্য তাহারা তাহা ব্যয় করিবে, অতঃপর তাহাদিগের প্রতি খেদ হইবে, তৎপর তাহারা পরাভূত হইবে‡, এবং যাহারা কাফের হইয়াছে, নরকের দিকে তাহারা একত্রিত হইবে। ৩৬। +তাহাতে তিনি পবিত্র হইতে অপবিত্রকে বিচ্ছিন্ন করিবেন, এক অপবিত্রের উপর অন্য অপবিত্রকে রাখিবেন, তৎপর তাহা একত্রীভূত করিবেন, অবশেষে নরকেতে তাহাদিগকে স্থাপন করিবেন, ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত। ৩৭। (র, ৪, আ, ৯)

যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহাদিগকে বল, "যদি তাহারা ফিরিয়া আইসে, তবে যাহা কিছু গত হইয়াছে, তাহাদের জন্য তাহা ক্ষমা করা যাইবে, এবং যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে নিশ্চয় পূর্বতনদিগের রীতি গত হইয়াছে$। ৩৮। এবং যে পর্যন্ত উপপ্লব না থাকে ও ঈশ্বরের জন্য সমগ্র ধর্ম হয়, সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর, অবশেষে যদি তাহারা ফিরিয়া আইসে, তবে তাহারা যাহা করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার দ্রষ্টা। ৩৯। এবং যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, ঈশ্বর তোমাদের বন্ধু, উত্তম বন্ধু এবং উত্তম সাহায্যকারী আছেন। ৪০। এবং জানিও, তোমরা যে কিছু দ্রব্য লুণ্ঠন কর, নিশ্চয় তাহার পঞ্চমাংশ ঈশ্বরের জন্য হয়, এবং প্রেরিত-পুরুষের জন্য ও স্বগণদিগের জন্য এবং নিরাশ্রয় ও দরিদ্র এবং পথিকদিগের জন্যও (অংশ) হয়, যদি তোমরা ঈশ্বরের প্রতি ও যে দিন দুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয়, সেই সত্যাসত্য মীমাংসার দিনে আমি আপন দাসের প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছিলাম, তৎপ্রতি বিশ্বাসী হও, (তবে কল্যাণ) ঈশ্বর সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাশালী§। ৪১। (স্মরণ কর,) যখন তোমরা (প্রান্তরের) নিকটবর্তী

---

* কোরেশ লোকেরা আপনাদিগকে এব্রাহিমের সন্তান মনে করিয়া কাবার অধ্যক্ষ হইয়াছিল। তাহারা মোসলমানদিগকে উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিত না। অতএব ঈশ্বর এই আদেশ করিতেছেন যে, এব্রাহিমের বংশীয় লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি ধার্মিক, তাহারই তদ্বিষয়ে স্বত্ব, অত্যাচারীদের স্বত্ব নহে। (ত, ফা,)

† কোন কোন কাফেরশ্রেণীর এই রীতি ছিল যে, স্ত্রী-পুরুষ উলঙ্গ হইয়া শিস্ ও করতালি দিয়া কাবা প্রদক্ষিণ করিত। এরূপও উক্ত হইয়াছে যে, প্রেরিত-পুরুষ যখন নমাজ পড়িতেন, তখন তাহারা তাঁহার প্রতি ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে এ প্রকার আচরণ করিত। (ত, হো,)

‡ কোরেশদিগের দলপতি আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধে পরাজিত হইলে সেইবার সহস্র আরবীয় লোককে পারিশ্রমিক দানে সৈন্যশ্রেণীতে গ্রহণ করিয়াছিল, পরযুদ্ধে তাহার পঞ্চাশ সহস্র মেস্কাল সুবর্ণ ব্যয়িত হইয়াছিল। এক এক মেস্কালের পরিমাণ সাড়ে চারি মাষা। (ত, হো,)

$ পুরাকালে যে সকল লোক প্রেরিত-পুরুষদিগের উপরে সৈন্য চালনা করিয়াছিল, তাহারা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণ শত্রুতা পরিত্যাগ করিলে আর আর সেরূপ হইবে না। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিত-পুরুষের প্রতি বিজয় ও আনুকূল্য দান

ছিলে ও তাঁহারা (প্রান্তরের) দূরবর্তী ছিল, এবং (বণিক) আরোহিগণ তোমাদের নিম্নে ছিল, এবং যদি তোমরা (যুদ্ধের) অঙ্গীকারে বন্ধ হইতে, তবে অবশ্য অঙ্গীকারের বিপরীত আচরণ করিতে, কিন্তু যে কার্য করণীয় হয়, ঈশ্বর তাহা তো সম্পাদন করেন, তাহাতে সেই ব্যক্তি বিনষ্ট, যে ব্যক্তি স্পষ্ট নির্দর্শনমতে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকে, যে ব্যক্তি স্পষ্ট নিদর্শনমতে জীবিত হইয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা* । ৪২ । (স্মরণ কর,) যখন ঈশ্বর তোমার স্বপ্নে তোমার প্রতি তাহাদিগকে অল্পসংখ্যক প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যদি তোমার প্রতি তাহাদিগকে অধিক প্রদর্শন করিতেন, তবে অবশ্য তোমরা ভীরুতা প্রকাশ করিতে এবং অবশ্য কার্যেতে তোমরা পরস্পর বিরোধ করিতে, কিন্তু ঈশ্বর শান্তি রক্ষা করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি আন্তরিক বিষয়ে জ্ঞাতা । ৪৩ । এবং (স্মরণ কর,) তোমাদের নেত্রযোগে সাক্ষাৎ করিবার সময় যখন তিনি তোমাদের প্রতি তাহাদিগকে অল্পসংখ্যক ও তোমাদিগকে তাহাদের চক্ষেতে অল্পসংখ্যক প্রদর্শন করিলেন, যাহা করণীয় ছিল, সেই কার্য ঈশ্বর সম্পাদন করেন, এবং ঈশ্বরের প্রতিই কার্য সকলের প্রত্যাবর্তন । ৪৪ । (র, ৫, আ, ৭)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা কোন দলের সম্মুখীন হইবে, তখন দৃঢ় থাকিবে, এবং ঈশ্বরকে বহু স্মরণ করিবে, ভরসা যে, তোমরা উদ্ধার পাইবে† । ৪৫ । এবং

করিয়াছেন, তাহাতেই তোমরা (হে মোসলমানগণ,) জয়ী হইয়াছ, পরেও ঈশ্বর তোমাদিগকে বিজয়ের পর বিজয়দানে সক্ষম । যুদ্ধ করিয়া তোমরা কাফের-দিগের ধন যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করিবে, উহা প্রেরিত-পুরুষ ব্যয় করিবেন । প্রেরিত পুরুষের নিজের ও স্বগণবর্গের ও দরিদ্রদিগের জন্য অংশ আছে । হজরতের পরলোকের পর তাঁহার প্রাপ্য অংশ দলপতি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে । সন্ধি বন্ধনদ্বারা যে ধন পাওয়া যায়, তৎসমুদায় মোসলমানদিগের জন্য ব্যয়িত হয় । পরন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যের চারি অংশের দুই অংশ অশ্বারূঢ় সেনাকে, একাংশ পদাতিককে দেওয়া বিধি । দাসের প্রতি অর্থাৎ হজরতের প্রতি দেবগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । (ত, ফা,)

পঞ্চমাংশ লুণ্ঠিত সামগ্রী ছয় ভাগ করা বিধি । এক ভাগ ঈশ্বরের, অপর ভাগ প্রেরিত-পুরুষের, চারি ভাগ উপরিউক্ত চারি দলের । যে ভাগ ঈশ্বরের নামে গৃহীত, তাহা কাবা মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার ও তাহার শোভা-বর্ধনে ব্যয় করিবে, অপরাংশ সৈন্য ও অন্যান্য লোকদিকে ভাগ করিয়া দিবে । (ত, হো,)

* অর্থাৎ কোরেশ লোকেরা বণিক্‌দলের সাহায্যের জন্য আসিয়াছিল ও তোমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলে, বণিক্ দল বাঁচিয়া গেল । দুই পক্ষের সৈন্য এক প্রান্তরের দুই প্রান্তে সমাগত হয়, এক পক্ষ অপর পক্ষকে জ্ঞাত ছিল না । ইহাতে ঈশ্বরের কৌশল ছিল । হজরতের সৈন্যদল চেষ্টা করিয়া গেলেও যথাসময়ে পঁহুছিতে না পারিয়াও অকৃতকার্য হইতেন । পরে প্রেরিত-পুরুষের সত্যতা কাফেরদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া পড়ে । যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিল, সেও নিশ্চয় জানিয়া প্রাণত্যাগ করিল, যে জীবিত রহিল সেও সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবিত রহিল । (ত, ফা,)

† ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিবে, বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি নির্ভর

ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের অনুগত হও ও পরস্পর বিরোধ করিও না, তাহাতে তোমরা দুর্বল হইবে এবং তোমাদের বাতাস চলিয়া যাইবে* এবং সহিষ্ণু হও, নিশ্চয় ঈশ্বর সহিষ্ণু লোকদিগের সঙ্গে আছেন। ৪৬। এবং যাহারা আপনাদের আলয় হইতে অবাধ্যতা প্রযুক্ত ও লোক-প্রদর্শনের জন্য বাহির হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিতেছে, তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না, এবং তাহারা যাহা করিতেছে, ঈশ্বর তাহার আবেষ্টনকারী। ৪৭। এবং (স্মরণ কর,) যখন শয়তান তাহাদের কার্যকে তাহাদের জন্য শোভাযুক্ত করিয়াছিল ও বলিয়াছিল যে, "অদ্য মানবগণের (কেহ) তোমাদের উপর পরাক্রান্ত নহে, এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের সাহায্যকারী"; পরে যখন দুই দলের সাক্ষাৎ হইল, সে পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া গেল, এবং বলিল, "নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, যাহা তোমরা দেখিতেছ না, নিশ্চয় আমি তাহা দেখিতেছি, নিশ্চয় আমি ঈশ্বরকে ভয় করি;" এবং ঈশ্বর কঠিন শাস্তি দাতা†। ৪৮। (র, ৬; আ, ৪)

(স্মরণ কর,) যখন কপট লোকেরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, তাহারা বলিতেছিল যে, "ইহাদিগকে ইহাদের ধর্ম প্রতারিত করিয়াছে;" যে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, (তাঁহার কল্যাণ,) নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী‡। ৪৯। এবং যদি তোমরা দেখিতে (আশ্চর্যান্বিত হইতে) যখন দেবগণ কাফেরদিগের প্রাণ হরণ করে, তখন তাহাদের মুখে ও তাহাদের পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া থাকে, এবং (বলে) প্রদাহনের দণ্ড আস্বাদন কর। ৫০। তোমাদের হস্ত পূর্বে যাহা পাঠাইয়াছিল, তজ্জন্য ইহা হয়, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর দাসদিগের সম্বন্ধে অত্যাচারী নহেন। ৫১। ফেরওনের [illegible] এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধ অনুসারে ধরিয়াছিলেন, তাহাদের রীতির তুল্য, (ইহাদের রীতি) নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিমান কঠিন শাস্তিদাতা। ৫২। ইহা এজন্য যে, ঈশ্বর কখনও কোন জাতির প্রতি প্রদত্ত সম্পদের

করিবে না, মনের স্থৈর্য সাধন, ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা, দলপতির অনুগত থাকা এবং সকলে একমত হওয়া কর্তব্য। (ত, ফা,)

* "বাতাস চলিয়া যাইবে" ইহার অর্থ ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। (ত, ফা,)

† কোরেশগণ দলবদ্ধ হইয়া হইয়া হজরতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে পথে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, সে বলে, "আমি মোসলমানদিগের শত্রু, তোমাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছি, আমি সংগ্রামে বিশেষ নিপুণ"। পরে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, আবু জহল হইতে হস্ত ছাড়াইয়া সে পলায়ন করিল। কেহ সেই ব্যক্তিকে পূর্বে দেখে নাই, পরেও দেখে নাই, সে শয়তান ছিল। সে জেব্রিল ও মেকায়িলকে মোসলমানদিগের সহায় দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিল। (ত, ফা,)

‡ কোরেশ জাতির একদল এসলাম্ ধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা সত্ত্বেও মক্কা পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, পরে কোরেশগণ বদরের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উহারা তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যুদ্ধে যোগ দেয়। সেই এস্‌লাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা মদিনা প্রস্থানের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অসম্মত হওয়ার অপরাধের ফল বদরের দিবসে ফলিল, তাহারা বিশ্বাসিগণকে অল্পসংখ্যক দেখিয়া বলিয়াছিল যে, ইহাদের ধর্ম ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। (ত, হো,)

পরিবর্তনকারী নহেন, যে পর্যন্ত তাহারা আপনাদের জীবনে যে ভাব আছে, তাহার পরিবর্তন না করে, যেহেতু ঈশ্বর শ্রোতা ও দ্রষ্টা* । ৫৩ । +ফেরওণীয় দলের এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদের রীতির ন্যায় (ইহাদের রীতি,) পরে আমি তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধে বিনাশ করিয়াছিলাম, এবং ফেরওণীয় লোকদিগকে জল মগ্ন করিয়াছিলাম, এবং তাহারা সকলে অত্যাচারী ছিল । ৫৪ । সত্যই যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের নিকটে নিকৃষ্ট জীব, পরে তাহারা বিশ্বাসী হয় না । ৫৫ । তাহাদিগের যাহাদের সঙ্গে তুমি (হে মোহম্মদ,) অঙ্গীকারবন্ধন করিয়াছ, তৎপর তাহারা প্রত্যেকবার আপনাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছে, এবং তাহারা ধর্মভীরু হইতেছে না । ৫৬ । অনন্তর যদি তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হও, তবে যাহারা তাহাদের পশ্চাতে আছে, তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত কর, সম্ভবতঃ তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে । ৫৭ । এবং যদি কোন দলের বিশ্বাসঘাতকতাকে ভয় কর, তবে (তাহাদের অঙ্গীকার) তাহাদের দিকে তুল্যভাবে ফিরাইয়া দেও ; নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসঘাতকদিগকে প্রেম করেন না† । ৫৮ । (র, ৭, আ, ১০)

এবং বিদ্রোহী লোকেরা মনে করে না যে, তাহারা (বিদ্রোহিতায়) অগ্রবর্তী হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা সঙ্কুচিত হইবে না । ৫৯ । এবং তাহাদের জন্য (হে মোসলমানগণ,) শক্তি অনুসারে যত পার আয়োজন কর, এবং অশ্ব সংগ্রহপূর্বক তদ্দ্বারা ঈশ্বরের শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে এবং তদ্ভিন্ন অন্য লোককে ভয় প্রদর্শন কর, তোমরা তাহাদিগকে জান না, ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন, এবং পরমেশ্বরের পথে তোমরা যে কোন বস্তু ব্যয় কর, তাহা তোমাদের প্রতি পূর্ণ অর্পিত হইবে ও তোমরা অত্যাচারগ্রস্ত হইবে না‡ । ৬০ । এবং যদি তাহারা সন্ধির ইচ্ছুক হয়, তবে তুমিও তাহার ইচ্ছা করিও, এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিও, নিশ্চয় তিনি

* যাহারা আপনাদের জীবনের অবস্থাকে তদপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থাতে আনয়ন করে, পরমেশ্বর তাহাদের সম্পদ বিপর্যস্ত করেন ; কোরেশদিগের প্রতি এই উক্তি । কাহারা আপনাদের পৌত্তলিকতা ও শব ভক্ষণের অবস্থাকে প্রেরিত-পুরুষের প্রতি শত্রুতাচরণ ও কোরআনের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ও অসত্যারোপ এবং বিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন করারূপ নিকৃষ্টতর অবস্থায় পরিবর্তন করিয়াছিল ? সেই কোরেশ লোকেরা । (ত, হো,)

† যদি কোন ধর্মদ্রোহীদলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়, পরে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে অকস্মাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এবং যাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইয়াছে, এমতাবস্থায় তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া উত্তর দান করিবে । (ত, ফা,)

‡ আদেশ হইল যে, সমরের আয়োজন কর, বলপ্রয়োগে যত দূর হইতে পারে, তাহা কর, অস্ত্রচালনা শরবর্ষণাদি ক্রিয়া বলপ্রয়োগের অন্তর্গত । অশ্বপালনে যে ব্যয় হইবে, কেয়ামতের দিনে তাহার বিনিময় তুলযন্ত্রে পরিমাণ করা হইবে । অপিচ এই আদেশ হইল যে, এ সকল ভয়প্রদর্শনের জন্য, ইহা মনে করিবে না যে, যুদ্ধ সামগ্রী দ্বারা জয়লাভ হইবে ; বিজয়লাভ ঈশ্বরানুকূল্যে হইয়া থাকে । তাহাদিগকে তোমরা জানিতেছ না, তাহারা কপট, তাহারা বাহ্যে মোসলমান, কিন্তু অন্তরে বিপক্ষ । (ত, ফা,)

শ্রোতা ও জ্ঞাতা* । ৬১ । এবং যদি তাহারা (হে মোহম্মদ,) তোমাকে প্রতারণা করিতে চাহে, তবে নিশ্চয় পরমেশ্বরই তোমার সম্বন্ধে যথেষ্ট, তিনিই যিনি আপন আনুকূল্য দ্বারা ও বিশ্বাসীদিগের দ্বারা তোমার প্রতি বলবিধান করিয়াছেন । ৬২ । +এবং তিনি তাহাদের পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, ধরাতলে যাহা কিছু আছে, যদি তুমি তৎসমগ্র ব্যয় করিতে, তথাপি তাহাদের পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি দান করিতে পারিতে না, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা† । ৬৩ । হে তত্ত্ববাহক, তোমার ও বিশ্বাসীদিগের যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের ঈশ্বরই যথেষ্ট । ৬৪ । (র ৮, আ, ৬)

হে সংবাদবাহক, তুমি বিশ্বাসীদিগকে সমরে প্রবৃত্তি দান কর, যদি তোমাদের জন্য বিশ জন সহিষ্ণু লোক থাকে, তাহারা দুই শত ব্যক্তির উপর জয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের জন্য এক শত থাকে, যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহাদের সহস্র জনের উপর জয়ী হইবে, যেহেতু তাহারা (এমন) এক দল যে, জ্ঞান রাখে না ‡ । ৬৫ । এক্ষণ ঈশ্বর তোমাদিগের (ভার) লঘু করিলেন, এবং জানিলেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে, অনন্তর যদি তোমাদের এক শত সহিষ্ণু লোক হয়, দুই শতের উপর জয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের সহস্র লোক হয়, দুই সহস্রের উপর ঈশ্বরের আজ্ঞায় জয়ী হইবে, এবং ঈশ্বর সহিষ্ণুদিগের সঙ্গী হন $ । ৬৬ । কোন তত্ত্ববাহকের জন্য (উচিত) নয় যে. যে পর্য্যন্ত সে ভূমিতলে বহু রক্তপাত করে, সে পর্য্যন্ত তাহার জন্য

---

* অর্থাৎ যদি তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, ঈশ্বর তাহার প্রতিফল দান করিবেন। (ত, ফা,)

† ওস্ ও খজরজ এই দুই আরব্যজাতির মধ্যে এক শত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত ভয়ানক শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছিল, সর্ব্দা তাহারা পরস্পর যুদ্ধ-বিবাদ লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত থাকিত । ঈশ্বর তোমার অনুরোধে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের মনে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন । অর্থাৎ তাহারা উভয় বিপক্ষ দল তোমার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে । (ত, হো,)

‡ হজরত মদিনাতে উপস্থিত হইয়া মোসলমানদিগকে গণনা করিয়া দেখিলেন যে, যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত ছয় শত লোক আছে । সকলে সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমাদিগকে আর কোন্ কাফেরকে ভয় পাইতে হইবে ? তৎপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । "তাহারা বুঝিতেছে না" অর্থাৎ তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি ও পুরস্কারের প্রতি বিশ্বাস নাই, যাহাদের বিশ্বাস আছে. তাহারা মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হয় । (ত, ফা,)

$ পূর্ব্বতী মোসলমানেরা পূর্ণবিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল যে. আপন অপেক্ষা দশ গুণ অধিক কাফেরের সঙ্গে যেন তাঁহারা সংগ্রাম করেন । তৎপরবর্তী মোসলমানেরা তদ্বিষয়ে এক পদ খর্ব ছিলেন, তখন এই আদেশ হয় যে, দ্বিগুণের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে, এই আজ্ঞা এক্ষণও বর্তমান । কিন্তু দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক লোককে আক্রমণ করিলে অধিক পুরস্কার । হজরতের সময়ে এক সহস্র মোসলমান অশীতি সহস্র কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিত । (ত, ফা,)

বন্দী সকল হয় ; তোমরা পার্থিব সম্পত্তি ইচ্ছা করিতেছ, এবং ঈশ্বর পরলোক চাহিতেছেন, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞাতা* । ৬৭ । যদি ঈশ্বরের প্রথম লিপি না হইত, তবে অবশ্য যাহা লইয়াছ, তাহাতে তোমাদিগের গুরুতর দণ্ড প্রাপ্তি হইত+ । ৬৮ । অনন্তর তোমরা যাহা লুণ্ঠন করিয়াছ, সেই বৈধ ও বিশুদ্ধ সামগ্রী ভক্ষণ করঃ এবং ঈশ্বরকে ভয় কর, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু । ৬৯ । (র, ৯, আ, ৫)

হে সংবাদবাহক, তোমাদের হস্তে যাহারা বন্দীরূপে আছে, তাহাদিগকে বল, যদি পরমেশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণে শুভ (ভাব) জ্ঞাত হন, তবে তোমাদিগ হইতে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে, তদপেক্ষা তোমাদিগকে শুভ প্রদান করিবেন, এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু ।" ৭০ । এবং যদি তাহারা তোমার অপচয় করিতে ইচ্ছা করে, তবে নিশ্চয় পূর্বেই ঈশ্বরের অপচয় করিয়াছে, পরে তাহাদের প্রতি সেই ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও বিজ্ঞাতা$ । ৭১ । নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও দেশান্তরিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের পথে আপন জীবন ও আপন সম্পত্তিযোগে সংগ্রাম করিয়াছে, এবং যাহারা আশ্রয় ও সাহায্য দান করিয়াছে, ইহারাই তাহারা, যে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ; এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও দেশান্তরিত হয় নাই, যে পর্যন্ত তাহারা দেশান্তরিত না হয়, তাহাদের কোন বন্ধুতা তোমাদের জন্য নহে, এবং যদি তাহারা তোমাদের নিকটে

* বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কাফের বন্দী হইয়াছিল । হজরত সহচরদিগের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগকে কি করিতে হইবে । অধিকাংশ মোসলমানের অভিপ্রায় হইল যে, অর্থ গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কাহারও কাহারও মত হইল যে, সকলের শিরশ্ছেদন করা হয় । অতঃপর ধন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহাতে ভৎসনাসূচক এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ; অর্থাৎ প্রেরিতপুরুষদিগের যুদ্ধে অর্থের প্রতি দৃষ্টি থাকা উচিত নয়, ধর্মদ্রোহীদিগের বিদ্রোহিতা চূর্ণ করিবে, হত্যার ভয়ে যেন তাহারা ধর্ম-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে । (ত, ফা,)

+ সেই কথা এইরূপ লেখা হইয়াছিল যে, এই বন্দীদিগের মধ্যে বহুলোকের ভাগ্যে এসলাম ধর্ম গ্রহণ আছে । (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ তোমরা ভীত থাকিবে, যদি কিছু অপরাধও হয়, এই অবস্থায় ঈশ্বর ক্ষমা করিবেন । বন্দীদিগের সম্বন্ধে সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মোসলমানেরা লুণ্ঠিত সামগ্রী গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল । তাহাতে তাহাদিগকে এইরূপে সান্ত্বনা দান করা হয় যে, ইহা ঈশ্বরের দান, আনন্দে ভোগ কর, কিন্তু লুণ্ঠনের জন্য জেহাদ করিবে না । হনিফীর মতে কাফের ধরা পড়িলে ধন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া বিহিত নয়, এইরূপে ছাড়িয়া দিলে তাহারা স্বগণ কাফেরদিগের সঙ্গে যাইয়া পুনর্বার মিলিত হয় । কিন্তু তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখা অথবা এস্‌লাম রাজ্যে প্রজা হইয়া বাস করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়ার বিধি প্রচলিত । (ত, ফা,)

$ "পূর্বেই ঈশ্বরের অপচয় করিয়াছে," ইহার অর্থ ধর্মবিদ্রোহিতা ও তাঁহার আদেশ অমান্য করা । (ত, ফা,)

ধর্ম বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে যাহাদের মধ্যে তোমাদের অঙ্গীকার আছে, সেই দলের উপর ব্যতীত সাহায্যদান তোমাদিগের সম্বন্ধে (বিধেয়) এবং যাহা তোমরা করিয়া থাক, ঈশ্বর তাহার দর্শক*। ৭২। এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা পরস্পরের বন্ধু, যদি (হে মোসলমানগণ,) তোমরা ইহা না কর,তবে পৃথিবীতে বিপত্তি হইবে ও মহাগোলযোগ ঘটিবে†। ৭৩। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও দেশান্তরিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়াছে ও যাহারা আশ্রয় ও সাহায্য দান করিয়াছে, এই সকল লোক, ইহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, ইহাদের জন্য ক্ষমা ও উত্তম উপজীবিকা আছে। ৭৪। এবং ইহার পরে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও দেশান্তরিত হইয়াছে, এবং তোমাদের সহযোগী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, অবশেষে তাহারা তোমাদিগেরই অন্তর্গত, এবং ঐশ্বরিক গ্রন্থবিষয়ে তাহাদের পরস্পর নিকটবর্তী স্বত্বাধিকারী, তাহারা পরস্পর পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্তী, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ‡। ৭৫। (র, ১০, আ, ৬)

"তৎপর তাহাদের উপর ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে।" ইহার অর্থ ঈশ্বর তাহাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছেন।

* হজরতের অনুচরবর্গ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন, "মোহাজের" ও "আনসার"। "মোহাজের" গৃহত্যাগী, "আনসার" সাহায্য ও আশ্রয়দাতা। যাঁহারা মক্কা ত্যাগ করিয়া হজরতের সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা মোহাজের, তাঁহাদের সকলের সন্ধি বিগ্রহ এক ছিল, একের বন্ধু সকলের বন্ধু, একের শত্রু সকলের শত্রু ছিল। যে সকল মোসলমান স্বদেশে ছিলেন, তাঁহারা আনসার তাঁহারা কাফেরদিগের প্রতাপে মোহাজেরদিগের সন্ধি বিগ্রহে যোগ দান করিতে পারিতেন না। গৃহত্যাগিগণ সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সুযোগমতে সহায়তা করিতেন। (ত, ফা)

যদি অগৃহত্যাগী বিশ্বাসী লোক ধর্মবিষয়ে সাহায্যপ্রার্থী হয়, অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে কাফেরদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যদি সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তোমাদিগের উচিত যে, যে সকল অংশিবাদীর সঙ্গে তোমাদের সন্ধি আছে, তাহাদের সঙ্গে যদি সাহায্যপ্রার্থীদের সংগ্রাম না হয়, তবে সাহায্য দান করিবে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ কাফেরগণ পরস্পর একসূত্রে বদ্ধ, তাহারা শত্রুতাবশতঃ দুর্বল মোসলমানদিগকে যে স্থানে পাইবে, সেই স্থানেই আক্রমণ করিয়া যন্ত্রণা দান করিবে। অতএব তুমি (হে মোহম্মদ,) এই ঘোষণা কর যে, যাহারা দলবদ্ধ হইয়া আমার নিকটে থাকিবে, তাহাদের জন্য আমি দায়ী। তাহা না করিয়া স্বগৃহে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলে তাহাদের জন্য পৃথিবীতে বিপত্তি আছে। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ যাহারা দেশত্যাগ করিয়া হজরতের সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহাদের স্বজন গৃহবাসী অন্য স্বজন অপেক্ষা গ্রন্থোল্লিখিত উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে পরস্পর অধিকতর ঘনিষ্ঠ, তাহারাই ধনের স্বত্ব লাভ করিবে।

সূরা তওবা*

নবম অধ্যায়

১২৯ আয়াত, ১৬ রকু

অংশিবাদিগণের যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের প্রতি তাহাদের বিরাগ। ১। অনন্তর তোমরা (হে অংশিবাদিগণ,) চারি মাস পৃথিবীতে ভ্রমণ কর,† জানিও যে, তোমরা ঈশ্বরের পরাভবকারী নহ, এবং ঈশ্বর ধর্মদ্রোহীদিগের নির্যাতনকারী। ২। মহা হজের দিন ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের পক্ষ হইতে মানবমণ্ডলীর প্রতি বিজ্ঞাপন যে, ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ অংশিবাদীদিগের প্রতি অপ্রসন্ন, পরন্তু যদি তোমরা (বিদ্রোহিতা হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হও, তবে তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর, এবং যদি অগ্রাহ্য কর, তবে জানিও যে, তোমরা ঈশ্বরের পরাভবকারী নহ, যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহাদিগকে (হে মোহম্মদ,) তুমি দুঃখকর শাস্তি-সম্বন্ধে সংবাদ দান কর‡।+ ৩।+অংশিবাদিগণের যাহাদিগের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, তৎপর যাহারা কোন বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে ত্রুটি করে নাই. এবং তোমাদের উপরে (বিপক্ষে) কাহাকেও সাহায্য দান করে নাই, তাহারা ব্যতীত; অতঃপর তোমরা তাহাদের প্রতি তাহাদের অঙ্গীকারকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পূর্ণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্মভীরুদিগকে প্রেম করেন। ৪। অনন্তর যখন হজব্রিক্রয়ার মাস সকল অতীত হয়, তখন যে স্থানে অংশিবাদীদিগকে প্রাপ্ত হও,

* এই সূরা মদিনাতে অবতীর্ণ হয়। "বরায়ত" "ফাজেহা" প্রভৃতি ইহার অন্য অনেক নাম আছে। "দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।" এই বচন অভয় দানার্থ ব্যবহৃত হয়, এই সূরা ভয়ের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার শিরোভাগে উক্ত বচনের প্রয়োগ হয় নাই। (ত, হো,)

† ঈদ নহরের দিন হইতে রবিয়োল আখেরের দশম দিবস পর্যন্ত চারি মাস যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকার বিধি। অন্য মত এই যে, এই আয়াত শওয়াল মাসের প্রথমভাগে অবতীর্ণ হয়, অতএব মহরম মাসের শেষ পর্যন্ত নিবৃত্তির কাল। এই নির্দিষ্ট কালের জন্য প্রতিজ্ঞাবন্ধ লোকদিগের মধ্যে যাহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিত, অবস্থা-বিশেষে কাহাকে চারিমাস কাহাকে অধিক কাল সময় দেওয়া যাইত, যেন তাহারা নিজের ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তা করে ও কোন উপায় অবলম্বন করে। (ত, হো,)

‡ মক্কা অঞ্চলের বহু সম্প্রদায়ের সঙ্গে হজরতের সন্ধি ছিল। মক্কা জয় হওয়ার এক বৎসর পর এরূপ আজ্ঞা হইল যে, "কোন অংশিবাদীর সঙ্গে সন্ধি রাখিবে না, এই কথা হজের দিন অর্থাৎ ঈদ কোরবানের প্রাতঃকালে সকলকে ডাকিয়া জ্ঞাপন করিবে। কাফেরদিগকে অবকাশ দেও, তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউক, কিংবা মক্কা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাউক. অথবা মোসলমান হউক।" (ত, ফা,)

সেই স্থানেই তাহাদিগকে সংহার করিও, তাহাদিগকে ধর এবং আবেষ্টন কর ও তাহাদের জন্য প্রত্যেক গম্যস্থানে উপবিষ্ট হও, পরে যদি প্রতিনিবৃত্ত হয় ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং জকাত দান করে, তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দেও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু*। ৫। এবং যদি অংশীবাদীদিগের কোন ব্যক্তি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে ঈশ্বরের বাক্য যে পর্যন্ত শ্রবণ করে, তাহাকে আশ্রয় দেও, তৎপর তাহার আশ্রয়-ভূমিতে তাহাকে প্রেরণ কর। ইহা এজন্য যে, ইহারা এমন এক দল যে জ্ঞান রাখে না†। ৬। (র, ১, আ, ৬)

যাহাদের সঙ্গে তোমরা মস্‌জেদোল্ হরামের নিকটে অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, তাহারা ব্যতীত অন্য অংশীবাদীদিগের নিমিত্ত অঙ্গীকার ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের নিকটে কিরূপে হয়? অনন্তর যে পর্যন্ত তাহারা তোমাদের জন্য (অঙ্গীকারে) স্থির থাকে, তোমরাও সে পর্যন্ত তাহাদের জন্য স্থির থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্মভীরু লোকদিগকে প্রেম করেন‡। ৭। কেমন করিয়া হয়? এবং যদি তোমাদের উপর তাহারা জয় লাভ করে, তাহারা তোমাদের সম্বন্ধে স্বগণত্ব ও অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা করিবে না, তাহারা নিজ মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছে, এবং তাহাদের অন্তর অস্বীকার করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই দুর্বৃত্ত। ৮। তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিয়াছে, পরে তাঁহার পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহা মন্দ। ৯। তাহারা কোন বিশ্বাসীর সম্বন্ধে স্বগণত্ব ও অঙ্গীকার পালন করিতেছে না, ইহারাই ঐ সকল যে সীমালঙ্ঘনকারী। ১০। পরন্তু যদি তাহারা পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং জকাত দান করে, তবে তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ভ্রাতা, এবং যাহারা জ্ঞান রাখে, সেই দলের জন্য আমি নিদর্শন সকল বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি। ১১। এবং যদি তাহারা আপন অঙ্গীকারবন্ধনের

* যাহারা প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ ছিল ও কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই, তাহাদের সন্ধি স্থির রহিল। যাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকারের বন্ধন নাই, তাহাদিগকে চারি মাস অবকাশ দেওয়া যায়, তৎপর তাহাদিগকে আক্রমণ করা হয়। হজরত বলিয়াছেন যে, অন্তরের তত্ত্ব ঈশ্বর জানেন, যাহারা বাহ্যে মোসলমান, তাহারা অন্য সকলের তুল্য আশ্রয় পাইবে। মোসলমানের বাহ্যিক লক্ষণ এই নির্ধারিত;—মূলমতে বিশ্বাস স্থাপন করা, পৌত্তলিকতাদি হইতে নিবৃত্ত থাকা, নমাজ পড়া ও জকাত দান করা। যে ব্যক্তি নমাজ ও জকাত হইতে বিরত, সে আশ্রয় পাইবে না। (ত, ফা,)

† "পরে তাহার আশ্রয়ভূমিতে তাহাকে প্রেরণ কর" ইহার অর্থ কোরআন শ্রবণ করিয়া যদি সে এসলাম ধর্ম অবলম্বন না করে, তবে তাহাকে তাহার আশ্রয়ভূমি গৃহে ফিরিয়া যাইতে দাও, পরে তাহার সঙ্গে সংগ্রাম কর। (ত, হো,)

‡ সন্ধিবন্ধনকারীদিগের তিন শ্রেণী ছিল। যাহাদের সঙ্গে সন্ধির নিয়ম পালনের সময় নির্ধারিত ছিল না, তাহাদিগকে বিদায় দান করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা মক্কা নগরের সন্ধি বন্ধনে বদ্ধ ছিল, তাহারা যে পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই, সে পর্যন্ত সন্ধি রহিত হয় নাই। যাহাদের সঙ্গে সময় নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির ছিল। কিন্তু অবশেষে আরবের সমুদায় পৌত্তলিক, এস্‌লাম ধর্মে বিশ্বাসী হইয়াছিল। (ত, ফা,)

পর আপন শপথ ভঙ্গ করে, এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ করে, তবে সেই ধর্মদ্রোহিতায় অগ্রগামীদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর, নিশ্চয় তাহারাই যে, তাহাদের জন্য শপথ নাই, ভরসা যে, তাহারা নিবৃত্ত হইবে। ১২। যাহারা আপন শপথ ভঙ্গ করিয়াছে, এবং প্রেরিত-পুরুষকে নির্বাসন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, সেই দলের সঙ্গে কি তোমরা সংগ্রাম করিবে না? এবং তাহারা প্রথমবারে তোমাদের সঙ্গে আরম্ভ করিয়াছে, তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ? পরন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তবে ঈশ্বরই উপযুক্ত যে তাঁহাকে ভয় কর। ১৩। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তোমাদের হস্তে ঈশ্বর তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং বিড়ম্বিত করিবেন ও তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন, এবং বিশ্বাসীদলের অন্তরকে সুস্থ করিবেন। ১৪। + এবং তিনি তাহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন, যাহার প্রতি ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞানবান নিপুণ। ১৫। তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, পরিত্যক্ত হইবে? ও তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্মযুদ্ধ করে, তাহারা ঈশ্বর ব্যতীত ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ এবং বিশ্বাসিগণ ব্যতীত গুপ্তবন্ধু রাখে না, এ পর্যন্ত ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন না? এবং তোমরা যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১৬। (রু, ২ ; আ, ১০)

আপন জীবনে ধর্মদ্রোহিতার বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা হইয়া যে ঈশ্বরের মন্দির সকলের স্থিতিরক্ষা করিবে, অংশিবাদীদিগের জন্য তাহা নয়, এই তাহারাই তাহাদের ক্রিয়া সকল ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাহারা নরকাগ্নির চিরনিবাসী*। ১৭। যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও অন্তিম দিবসে বিশ্বাস করে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, এবং ঈশ্বর ব্যতীত (অন্য কাহাকে) ভয় করে না, সে ঈশ্বরের মন্দির সকলের স্থিতিরক্ষা করে, তদ্ব্যতীত নহে ; ইহারই, যে সত্বর পথপ্রাপ্তদিগের অন্তর্গত হইবে। ১৮। যে ঈশ্বরে ও অন্তিম দিবসে বিশ্বাস স্থাপন ও ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিয়াছে, তোমরা কি তাহার ন্যায় হাজীদিগকে জলপান করাইয়াছ, এবং মসজেদোলহেরামের স্থিতিরক্ষা করিয়াছ? ঈশ্বরের নিকটে (সকলে) তুল্য নয়, এবং ঈশ্বর অত্যাচারীদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ১৯। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও দেশত্যাগ করিয়াছে, ঈশ্বরের পথে আপন ধন আপন জীবন দ্বারা সংগ্রাম করিয়াছে, ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের সর্বোচ্চপদ, এবং ইহারাই তাহারা যে পূর্ণ-মনোরথ হইবে। ২০। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে স্বীয় দয়া ও সন্তোষ এবং তাহাদের জন্য যাহাতে নিত্য সম্পদ হয়, এমন স্বর্গোদ্যান বিষয়ে সুসংবাদ দান করেন। ২১। + তাহারা তথায় নিত্যকাল অবিস্থিতি করিবে, নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে মহাপুরস্কার। ২২। হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পিতৃগণকে ও ভ্রাতৃগণকে, যদি তাহারা বিশ্বাসের অধিক বিদ্রোহিতাকে প্রেম করে, তোমরা

* আব্বাস বন্দী হইলে পর মোসলমানগণ পৌত্তলিকতা ও নির্দয়তা বিষয়ে তাঁহাকে অনেক ভৎসনা করিতে লাগিলেন ; তাহাতে আব্বাস বলিলেন যে, "তোমরা কেবল আমার দোষ বলিতেছ, আমি যে সৎকার্য করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতেছ না।" আলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সৎকার্য করিয়াছ?" আব্বাস বলিলেন, "আমি কাবার স্থিতিরক্ষায় যত্ন করিতেছি, কাবা মন্দিরকে সম্মান করিয়া থাকি, হাজীলোকদিগকে জমজমের জল পান করাই, বন্দীদিগকে বন্ধনমুক্ত করি।" এই কথার উপর এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

বন্ধু-রূপে গ্রহণ করিও না, এবং তোমাদের যে ব্যক্তি তাহাদিগের সঙ্গে বন্ধুতা করে, পরে ইহারাই তাহারা যে অত্যাচারী। ২৩। বল, (হে মোহম্মদ,) যদি তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের ভ্রাতৃগণ ও তোমাদের ভার্যা সকল এবং তোমাদের কুটুম্বগণ এবং সম্পত্তি সকল যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ, এবং বাণিজ্য যে তাহার অপ্রচলনকে তোমরা ভয় কর এবং আলয় সকল, যাহা তোমরা মনোনীত কর এ সকল যদি তোমাদের নিকটে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ এবং ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম অপেক্ষা প্রিয়তর হয়, তবে ঈশ্বর আপন আজ্ঞা উপস্থিত করা পর্যন্ত তোমরা প্রতীক্ষা কর, এবং পরমেশ্বর দুরাচারদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ২৪। (র, ৩, আ, ৮)

সত্য-সত্যই পরমেশ্বর বহুস্থানে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন, এবং হোনয়নের দিবসে যখন তোমাদের লোকাধিক্য তোমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়াছিল, তখন তাহা তোমাদিগের কিছুই উপকার করে নাই, বিস্তৃতিস্বত্ত্বে ভূমি তোমাদের পক্ষে সংকীর্ণ হইয়াছিল। তৎপর তোমরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলে*। ২৫। অতঃপর ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের প্রতি ও বিশ্বাসীদিগের প্রতি আপন সান্ত্বনা প্রেরণ করিলেন ও সৈন্য পাঠাইলেন, তোমরা তাহা দেখ নাই, এবং কাফেরদিগকে শাস্তি দান করিলেন, ঈশ্বরদ্রোহীদিগের ইহাই বিনিময়। ২৬। তদনন্তর ইহার পর ঈশ্বর যাহার প্রতি ইচ্ছা হয়, প্রত্যাবর্তন করিবেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২৭। হে বিশ্বাসিগণ, অংশিবাদীরা অপবিত্র, তদ্ভিন্ন নহে, অবশেষে তাহাদের এতদ্বৎসরের অন্তে তাহারা মসজেদোল হরামের নিকটবর্তী হইতে পারিবে না, এবং যদি তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় কর, তবে ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর তোমাদিগকে আপন কৃপাগুণে সত্বর ধনী করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ†। ২৮।

* হোনয়ন, এক প্রান্তরের নাম, উহা তায়েফ ও মক্কার মধ্যস্থলে বিদ্যমান, সেই স্থানে হওয়াজন ও সকিফ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংগ্রাম হইয়াছিল। তদ্বৃত্তান্ত এই; হজরত মক্কা জয় করিলে পর এই দুই সম্প্রদায় ঐক্য হইয়া মোসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। হজরতের দ্বাদশ সহস্র কিংবা ষোড়শ সহস্র অনুচর তাহাদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাহাদের দলে চতুর্দশ সহস্র সৈন্য ছিল। তখন হজরতের অনুবর্তীদিগের একজন সহর্ষে বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের অধিক সৈন্য আছে, আমরা বিপক্ষের সৈন্য দ্বারা পরাস্ত হইব না।" এই কথা হজরত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন। যেহেতু পূর্বে একবার এরূপ গর্ব প্রকাশ করাতে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধেও তাঁহারা প্রথমে পরাজিত হন। (ত, হো,)

† মসজেদোল হরামে অংশিবাদীদিগের প্রবেশ নিষেধ। অপর মসজেদে প্রবেশে নিষেধ নাই। অপবিত্রতা অংশিবাদীদিগের মনে, শরীরে নহে। "তোমরা দরিদ্রতাকে ভয় কর" অর্থাৎ অংশিবাদীদিগের গমনাগমন রহিত হইলে বাণিজ্যাদি ব্যবসায় বন্ধ হইবে, তাহাতে তোমরা দরিদ্র হইয়া যাইবে ভাবিতেছ। অতএব ঈশ্বর সমুদায় দেশের লোককে মোসলমান করিবেন। সমুদায় ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বার মুক্ত রহিল। (ত, ফা,)

এই বিধি মদিনা প্রস্থানের নবম বৎসর কিম্বা হজেতাল ওমরাত্রতের দশম বৎসরে

যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও অন্তিম দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, এবং ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহা অবৈধ মনে করে না, এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগ হইতে সত্যধর্ম গ্রহণ করে না, যে পর্যন্ত তাহারা নিকৃষ্ট হইয়া স্বহস্তে জবজিয়া* প্রদান না করে তাহাদের সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম কর। ২৯। (র, ৪ ; আ, ৫)

এবং ইহুদিগণ বলে, ওজয়িজ ঈশ্বরের পুত্র†, এবং ঈসায়ীগণ বলে, ঈসা ঈশ্বরের পুত্র, ইহা তাহাদের আপন মুখের উক্তি ; যাহারা পূর্ব হইতে কাফের হইয়াছে তাহাদের কথায় পরস্পর সাদৃশ্য আছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করুন,

হইয়াছিল। হজ্ব ও ওমরা ব্রত পালনে কাফেরদিগের সম্বন্ধে নিষেধ হইয়াছিল, কাবা মন্দিরে বা অন্য মসজেদে প্রবেশে নিষেধ নয়, এমাম আজম এরূপ বলেন। এমাম মালেক মসজেদোল হরামে প্রবেশে নিষেধ অনুসারে সমুদায় মসজেদেই প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন, এমাম শাফি শুদ্ধ মসজেদোল হরামে প্রবেশেই নিষেধ করেন। (ত, হো,)

* "জবজিয়া" ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজার প্রতি মোসলমান রাজার নির্ধারিত কর বিশেষ।

† ওজয়িজ ইয়াকুবের বংশোদ্ভব শরখিয়ার পুত্র এমরাণের পুত্র হারুণের চতুর্দশ পুরুষের অন্তর্গত। তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই ;—নোজবতনসর এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তওরাত গ্রন্থ দগ্ধ ও জেরুজেলম নগর ধ্বংস ও তওরাতে জ্ঞান যাহাদের ছিল তাহাদের সকলকে সংহারপূর্বক অবশিষ্ট লোকদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ওজয়িজ সেই বন্দীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি তওরাত পাঠ করিতেন, কিন্তু তখন বালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার পাঠ গণনার মধ্যে গৃহীত হয় নাই। কিছুকাল পরে তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া জেরুজেলমের অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক গ্রামে ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার মৃত্যু ও সেই গ্রাম ধ্বংস হয়, এবং শত বৎসর অন্তে তিনি পুনর্জীবন লাভ করেন। বকর সুরাতে এ বিষয়টি উল্লিখিত হইয়াছে। পরে যখন ওজয়িজ স্বজাতির নিকটে উপস্থিত হইলেন, সকলে তওরাত অধ্যয়ন ও লিপিকরণ বিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, পাঁচটি লেখনী তাঁহার পাঁচ আঙ্গুলে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তিনি প্রত্যেক অঙ্গুলি-দ্বারা তওরাত লিপি করেন। তাহাতেও লোকদিগের সন্দেহের নিরাসন হয় না, সকলে বলে, "আমাদের মধ্যে যখন কেহই তওরাত জ্ঞাত নহে তখন কেমন করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে যে, সত্যই তওরাত লিপি হইতেছে।" অনন্তর এক ব্যক্তি বলিলেন, "আমি আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি, তিনি তাঁহার পিতার মুখে এই কথা শুনিয়াছেন যে, নোজবতনসরের ব্যাপারের সময়ে আমি তওরাত গ্রন্থ একটি আধারে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া পর্বতের অমুক গর্তের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সকলে যাইয়া তথা হইতে তওরাত হইয়া আসিলেন, এবং ওজয়িজ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেন, সম্পূর্ণ ঐক্য হইল। সকলে চমৎকৃত হইয়া বলিলেন যে, শত বৎসর পরে ঈশ্বর ওজয়িজের মনে তিনি তাঁহার পুত্র বলিয়া তওরাত স্থাপন করিয়াছেন। তদনুসারে ইহুদিগণ ওজয়িজকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

তাহারা কোথা হইতে (সত্যপথ হইতে) ফিরিয়া যাইতেছে। ৩০। তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনাদের জ্ঞানী লোকদিগের ও আপনাদের তপস্বীদিগকে এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এবং মরিয়মের পুত্র ঈসা এবং তাহারা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করা ব্যতীত আদিষ্ট হয় নাই, তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তাহারা যাহাকে অংশী নির্ণয় করে তাহা অপেক্ষা তিনি পবিত্র। ৩১। তাহারা আপন মুখে ঈশ্বরের জ্যোতিকে নির্বাণ করিতে ইচ্ছা করে, এবং যদিচ ধর্মদ্রোহিগণ অসন্তুষ্ট হয় তথাপি ঈশ্বর স্বীয় জ্যোতিঃ পূর্ণ করা ব্যতীত কিছুই গ্রাহ্য করেন না। ৩২। তিনিই যিনি আপন প্রেরিত পুরুষকে যদিচ অংশিবাদিগণ অসন্তুষ্ট তথাপি ধর্মলোক ও সত্যধর্মসহ সমুদায় ধর্মের উপর বিজয়ী করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। ৩৩। হে বিশ্বাসীগণ, নিশ্চয়ই অধিকাংশ জ্ঞানী ও তপস্বী অন্যায়রূপে লোকের ধন ভোগ করিয়া থাকে ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখে, এবং যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া ঈশ্বরের পথে তাহা ব্যয় করে না, (হে মোহম্মদ,) তুমি তাহাদিগকে দুঃখজনক শাস্তির সংবাদ দান কর। ৩৪। +যে দিবস নরকাগ্নিতে তাহার উপর উষ্ণ করা হইবে, পরে তদ্দ্বারা তাহাদের ললাটে ও তাহাদের পার্শ্বদেশে এবং তাহাদের পৃষ্ঠে চিহ্নিত করা হইবে*, সেই দিবস (বলা হইবে) ইহা তাহা যাহা তোমরা নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়াছ, অতএব যাহা সঞ্চয় করিতেছিলে, তাহার স্বাদ গ্রহণ করি। ৩৫। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে ঐশ্বরিক গ্রন্থে মাস সকলের গণনা দ্বাদশ মাস হয়, যে দিবস তিনি স্বর্গ ও মর্ত সৃজন করিয়াছেন (সে দিন হইতে) তাহার চারিটি অবৈধ, ইহাই সত্যধর্ম ; অতএব তাহাতে তোমরা আত্মজীবন সম্বন্ধে অত্যাচার করিও না, এবং অংশিবাদীদের সকলের সঙ্গে তাহারা যেমন তোমাদের সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করে সংগ্রাম কর, জানিও যে পরমেশ্বর ধর্মভীরুদিগের সঙ্গে আছেন। ৩৬। ধর্মদ্রোহীতায় ভুল অধিক, এতদ্ভিন্ন নহে, তদ্দ্বারা ধর্মদ্রোহিগণ বিভ্রান্তিকৃত হয়, তাহারা এক বৎসর তাহাকে (সেই মাসকে) বৈধ এবং এক বৎসর তাহাকে অবৈধ গণনা করে, তাহাতে ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে গণনার মিল করিয়া থাকে, অতএব ঈশ্বর যাহা অবৈধ করিয়াছেন তাহারা তাহা বৈধ করে, আমাদের জন্য তাহাদের অসৎকর্ম সজ্জিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বর ধর্মদ্রোহীদলকে পথ প্রদর্শন করেন না‡। (র, ৫, আ, ৮)

---

* "নরকাগ্নিতে তাহার উপর উষ্ণ করা হইবে" ইহার অর্থ নরকাগ্নিতে সেই রজত কাঞ্চনআদি ধাতুদ্রব্যকে উষ্ণ করা হইবে।

† এব্রাহিমের ধর্মে জিকাদা, জিল্‌হজ্জ, মহরম, রজব, এই চারিমাসে যুদ্ধাধি করা অবৈধ ছিল। এই কালে আরব দেশের সর্বত্র শান্তি থাকিত, দূর দেশস্থ ও নিকটবর্তী লোকেরা আসিয়া হজ্জ ও ওমরা করিত। এক্ষণ অধিকাংশ পণ্ডিতের নিকটে এই বিধি সম্যক মান্য নয়। এই আয়াত দ্বারা এই অর্থ প্রকাশ পায় যে, কাফেরদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করা সর্বক্ষণ কর্তব্য, এবং পরস্পর অত্যাচার করা সর্বদা অপরাধ, বিশেষতঃ এই কয়েক মাসে অধিক অপরাধ। কিন্তু যদি কান কাফের এই সকল মাসের সম্মানের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, তবে তাহাদের সঙ্গে আমাদের প্রথমে প্রবৃত্ত হওয়া বৈধ নহে। (ত, ফা,)

‡ কাফেরগণ এই এক ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছিল যে, পরস্পর যুদ্ধকালে অবৈধ মাস উপস্থিত হইলে তাহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া বলিত যে, এ বৎসর সফর

হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, ঈশ্বরের পথে বাহির হও, তখন তোমাদের জন্য কি হয় যে, তোমরা পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়, তোমরা কি পরলোক অপেক্ষা পার্থিব জীবনকে মনোনীত করিয়াছ ? পরন্তু পরলোকের সম্বন্ধে পার্থিব জীবন ক্ষুদ্র বিষয় ব্যতীত নহে। ৩৮। যদি বাহির না হও তবে (ঈশ্বর) দুঃখজনক শাস্তিতে তোমাদিগকে শাস্তিদান করিবেন, এবং তোমরা ব্যতীত (অপর) এক জাতিকে তিনি বিনিময়রূপে গ্রহণ করিবেন, এবং তাহাকে তোমরা কিছুই ক্লেশ দান করিবে না, ঈশ্বব সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৩৯। যদি তোমরা তাহাকে (প্রেরিত পুরুষকে) সাহায্য দান না কর তবে নিশ্চয় (জানিও) যখন কাফেবগণ তাহাকে দুইয়ের দ্বিতীয় রূপে বাহির করিয়াছিল তখন ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিয়াছেন, যখন তাহারা উভয়ে গর্তমধ্যে ছিল, যখন সে আপন সঙ্গীকে বলিতেছিল যে, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, তখন ঈশ্বর তাহার প্রতি আপনার সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং সৈন্য দ্বারা তাহার সহায়তা করিয়াছিলে, তাহা তোমরা দর্শন কর নাই, এবং তিনি কাফেরগণের অসত্য বাক্যকে নীচ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের সেই বাক্য উচ্চ, ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপুণ*। ৪০। লঘু ও গুরু ভার-রূপে তোমরা সকলে বাহির হও† ও আপন ধন ও আপন জীবনযোগে ঈশ্বরেব পথে সংগ্রাম কর, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তবে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ। ৪১। যদি নিকট সম্পত্তি‡ ও বিদেশযাত্রা মধ্যম প্রকার হইত তবে অবশ্য তাহারা তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু দীর্ঘপথ তাহাদের নিকটে দূর বোধ হইল ; সত্বর তাহারা ঈশ্বরযোগে শপথ করিয়া বলিবে যে, যদি আমাদের সাধ্য থাকিত আমরা তোমাদের সঙ্গে অবশ্য বাহির হইতাম ; তাহারা আপন জীবনকে বিনাশ করে, ঈশ্বর জানেন যে, অবশ্য তাহারা মিথ্যাবাদী। ৪২। (র, ৬, আ, ৫)

ঈশ্বর তোমাকে (হে মোহম্মদ,) ক্ষমা করুন ; যাহারা সত্যবাদী, যে পর্যন্ত না তাহারা তোমার জন্য প্রকাশিত হয় ও তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে জ্ঞাত হও সে পর্যন্ত কেন তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে$? ৪৩। যাহারা ঈশ্বরে ও অন্তিম দিবসে

মাস প্রথমে আগত, মহরম পরে আসিবে, এই কৌশল করিয়া তাহারা মহরম মাসে যুদ্ধ করিত। তৎপ্রতি ঈশ্বরের এই উক্তি। (ত, ফা,)

* হজরত যখন মদিনা প্রস্থানকালে পথে গারেসুর নামক গর্তে লুকাইয়াছিলেন তখন আবুবেকর তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। অন্য অনুবর্তীদিগের কেহ কেহ পূর্বে চলিয়া গিয়াছিলেন, কেহ কেহ পরে যাইয়া মদিনায় উপস্থিত হন। "সৈন্য দ্বারা তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন" অর্থাৎ ঈশ্বর দেব সৈন্য গর্তে প্রেরণ করিয়া হজরতকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† "লঘু ও গুরু ভাররূপে তোমরা সকলে বাহির হও" ইহার অর্থ আরোহী ও পদাতিকভাবে কিংবা সুস্থ ও অসুস্থ অথবা বৃদ্ধ ও যুবক বা ধনী ও দরিদ্ররূপে বাহির হও, অথবা সংসারাসক্ত ও সংসারবিরাগীরূপে বাহির হও। (ত, হো,)

‡ "যদি নিকট সম্পত্তি হইত" ইহার অর্থ এই যে, যে বিষয়ে তুমি আহ্বান করিয়া থাক তাহা যদি নিকটের সম্পত্তি পার্থিব সম্পত্তি হইত। (ত, হো,)

$ "কেন তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলে" অর্থাৎ মিথ্যাবাদীদিগকে নিবৃত্ত থাকিতে কেন অনুমতি দান করিলে ? তাহাদের ছলনাপূর্ণ আপত্তি কেন শ্রবণ করিলে ? (ত, হো,)

বিশ্বাস করে তাহারা আপন সম্পত্তি ও আপন জীবনযোগে সংগ্রাম করিয়া থাকে, তাহারা (পশ্চাদ্বর্তী হইবার জন্য) তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে না, ঈশ্বর ধর্মভীরুদিগকে জ্ঞাত আছেন। ৪৪। যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও অন্তিম দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহারা তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তাহাদের অন্তঃকরণ সন্দেহপ্রবণ, পরে তাহারা স্বীয় সন্দেহের মধ্যে ঘূর্ণায়মান হয়। ৪৫। এবং যদি তাহারা বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিত, তবে তাহার আয়োজনের উদ্যোগ করিত, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদিগের সমুত্থানকে মনোনীত করেন নাই, অতএব তাহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিয়াছেন, এবং বলা হইয়াছে যে, উপবিষ্ট লোকদিগের সঙ্গে বসিয়া যাও। ৪৬। যদি তাহারা তোমাদিগের সঙ্গে বাহির হইত উপদ্রব করা ভিন্ন তোমাদের (কিছুই) বৃদ্ধি করিত না, এবং তোমাদিগের ভিতরে তোমাদের প্রতি উপদ্রব অন্বেষণ করিয়া অশ্ব চালাইত; এবং তোমাদের মধ্যে তাহাদের জন্য গুপ্তচর সকল আছে, ঈশ্বর অত্যাচারীদিগকে জ্ঞাত। ৪৭। সত্য-সত্যই পূর্ব হইতে তাহারা উৎপাত অন্বেষণ করিয়াছে ও যে পর্যন্ত না সত্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিভাত হইয়াছে তাহারা কার্য সকল তোমার জন্য বিপর্যস্ত করিয়াছে, এবং তাহারা বীতরাগ ছিল। ৪৮। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতেছে যে, আমাকে অনুমতি দান কর ও বিপাকে ফেলিও না; জানিও বিপাকে তাহারা পতিত আছে, এবং নিশ্চয় ধর্মদ্রোহিগণকে নরক ঘেরিয়া আছে*। ৪৯। যদি কল্যাণ তোমাকে প্রাপ্ত হয় তবে তাহাদিগকে অসুখী করে, এবং যদি বিপদ্ তোমাকে প্রাপ্ত হয় তবে তাহারা বলে, "নিশ্চয় পূর্বে হইতে আমরা নিজের কার্য গ্রহণ করিয়াছি;" এবং তাহারা আনন্দে ফিরিয়া যায়। ৫০। তুমি বলিও, ঈশ্বর যাহা আমাদিগের জন্য লিপি করিয়াছেন কখনও তাহা ভিন্ন আমাদের নিকটে উপস্থিত হয় না, তিনি আমাদের প্রভু, অতএব বিশ্বাসিগণ যেন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ৫১। তুমি বলিও, তোমরা দুইটি কল্যাণের একটি ব্যতীত আমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করিতেছ না†, এবং আমরা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করিতেছি যে, ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে অথবা আমাদের হস্তদ্বারা শাস্তি তোমাদের প্রতি প্রেরণ করিবেন, অপিচ তোমরা প্রতিক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমরাও তোমাদিগের সঙ্গে প্রতিক্ষাকারী। ৫২। তুমি বলিও, (হে কপটগণ,) তোমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দান করিতে থাক, তিনি তোমাদিগ হইতে তাহা কখনও গ্রহণ করিবেন না, নিশ্চয় তোমরা দুর্বৃত্তদল হও। ৫৩। তাহাদিগ হইতে তাহাদিগের দান গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে ইহা ভিন্ন নিবারণ করে নাই যেহেতু তাহারা ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিদ্রোহিতা করিয়াছে ও তাহারা শৈথিল্য করিয়া ভিন্ন নমাজে উপস্থিত হয় না, এবং তাহারা অনিচ্ছায় ভিন্ন দান করে না। ৫৪। অনন্তর তাহাদের ধন ও তাহাদের সন্তানগণ তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করিবে না, তাহাদিগকে ইহা দ্বারা পার্থিব জীবনে শাস্তি দান করেন, ঈশ্বর ইহা ব্যতীত ইচ্ছা করেন না,

* কয়সের পুত্র সয়িদ একজন কপট লোক ছিল, সে ছলনা করিয়া হজরতকে বলিয়াছিল যে, রোমীয় নারিগণ পরমা সুন্দরী, সে দেশে গেলে আমি বিপদে পড়িব, আমাকে বিদেশে না যাইতে হয় এরূপ অনুমতি দান করুন, আমি অর্থদ্বারা সাহায্য করিব। (ত, ফা,)

† দুইটি কল্যাণের একতর জয়লাভ করা, অন্যতর ধর্মার্থ নিহত হওয়া। (ত, হো,)

এবং তাহাদিগের প্রাণ বহির্গত হইবে ও তাহারা কাফের থাকিবে*। ৫৫। এবং তাহারা ঈশ্বরযোগে শপথ করিবে যে, নিশ্চয় তাহারা একান্ত তোমাদিগেরই হয়, কিন্তু তাহারা (এমন) একদল যে, (যুদ্ধে) ভয় পায়। ৫৬। যদি তাহারা কোন আশ্রয়স্থান অথবা কোন গর্ত কিংবা প্রবেশস্থান প্রাপ্ত হয় তবে তাহার দিকে তাহারা অবশ্য প্রস্থান করিতে ধাবিত হয়। ৫৭। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তোমাকে দাতব্য বন্টনে দোষী করিতেছে, পরন্তু যদি তাহা হইতে দান কর তবে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, এবং যদি তাহা হইতে (তোমাদিগকে) দান না কর তাহারা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়। ৫৮। এবং ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত পুরুষ তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন যদি তাহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হইত, এবং বলিত পরমেশ্বরই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, পরমেশ্বর আপন গুণে ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ অবশ্য আমাদিগকে দান করিবেন, নিশ্চয় আমরা ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী (তাহা হইলে ভাল হইত)। ৫৯। (র, ৭ ; আ, ১৭)

সেদকা দরিদ্রদিগের জন্য ও নিরুপায়দিগের জন্য ও তৎসম্বন্ধে কর্মচারীদিগের জন্য ও যাহাদের অন্তরকে অনুরক্ত করা যাইতেছে তাহাদের জন্য এবং গ্রীবা-মুক্তি বিষয়ে ও ঋণগ্রস্তের প্রতি ও ঈশ্বরের পথে ধর্মযুদ্ধে এবং পথিকদিগের প্রতি ইহা ব্যতীত নহে†; ঈশ্বরের নিকট হইতে বিধি হয়, এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ৬০। তাহাদিগের মধ্যে উহারা হয় যে, তত্ত্ববাহককে ক্লেশ দান করে, এবং বলে যে, তিনি শ্রোতা হওয়াতে তোমাদের জন্য বল, শ্রোতা কল্যাণ হয়, সে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করে ও বিশ্বাসীদিগকে বিশ্বাস করে, এবং তোমাদের যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদের জন্য (ইহা) অনুগ্রহ ; যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত-পুরুষকে ক্লেশ দান করে তাহাদের জন্য দুঃখকর শাস্তি আছে‡। ৬১। তাহারা তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতে তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের যোগে শপথ করে ; এবং

* অর্থাৎ এই আশ্চর্য যে, অধার্মিককে কেন ঈশ্বর সম্পদ দান করিলেন। কিন্তু অধার্মিকের সম্বন্ধে ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি বিপদস্বরূপ, তজ্জন্য তাহাদের মন অস্থির থাকে। তাহার চিন্তা হইতে তাহারা মুক্ত হয় না, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহারা অনুতাপ করে না ও সৎকর্ম করে না। (ত, ফা,)

† ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্র প্রভৃতিকে দান করাকে "সেদকা" বলে। যাহার প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় বিষয় নির্বাহ হওয়ার অতিরিক্ত ধন নাই সে দরিদ্র, যাহার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব সে নিরুপায়, যাহারা সেদকা সংগ্রহ করে তাহারা তৎসম্বন্ধে কর্মচারী, "যাহাদের মনকে অনুরক্ত করা যাইতেছে" ইহার অর্থ অর্থের প্রলোভনে যাহাদিগকে এসলাম ধর্মে আকর্ষণ করা যাইতেছে, গ্রীবামুক্তি অর্থাৎ দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তি, ঈশ্বরের পথে ব্যয় করা, অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে ব্যয় করা। (ত, ফা,)

‡ কপট লোকেরা হজরতকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল যে, ইনি বড় কান-কথা শুনেন। এস্থলে "শ্রোতা" শব্দে সত্য অসত্য সর্বপ্রকার বাক্যের শ্রবণকারী। হজরত গম্ভীর ভাবে সকলের কথা শ্রবণ করিতেন, চঞ্চল না হইয়া শান্তভাবে সত্যাসত্য বিচার করিতেন। সেই নির্বোধেরা ভাবিত যে তিনি কিছুই বুঝিতেছেন না, অবোধ! তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, এরূপ হওয়া তোমাদের সম্বন্ধে কল্যাণ। অন্যথা তোমরা প্রথমেই ধরা পড়িতে। (ত, ফা,)

যদি তাহারা বিশ্বাসী হয় তবে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ঈশ্বর ও প্রেরিত-পুরুষের সম্যক্‌ কর্তব্য। ৬২। তাহারা কি ইহা জ্ঞাত হয় নাই যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের বিরোধী হয় পরে নিশ্চয় তাহার জন্য নরকাগ্নি আছে, তথায় সে নিত্যবাসী হইবে, ইহাই মহা দুর্গতি। ৬৩। কপট লোকেরা ভয় পায় যে, তাহাদের প্রতি বা এমন কোন সূরা অবতারিত হয় যে, তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার সংবাদ তাহাদিগকে দান করে, বল, তোমরা উপহাস করিতে থাক, তোমরা যাহাতে ভয় পাইতেছ নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার প্রকাশক। ৬৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে প্রশ্ন কর তাহারা অবশ্য বলিবে যে, আমরা উপহাস ও ক্রীড়া করি ইহা ব্যতীত নহে, তুমি বলিও ঈশ্বরের প্রতি ও নিদর্শন সকলের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের প্রতি তোমরা উপহাস করিতেছ। ৬৫। তোমরা ছলনা করিও না, নিশ্চয় তোমরা বিশ্বাস লাভের পর কাফের হইয়াছ, যদি আমি তোমাদের এক দলকে ক্ষমা করি, এক দলকে শাস্তি দিব, যেহেতু তাহারা অপরাধী হইয়াছে। ৬৬। (র, ৮, আ, ৭)

কপট পুরুষ ও কপট নারিগণ তাহারা এক অন্যের অন্তর্গত, তাহারা অবৈধ কার্যে (লোকদিগকে) আদেশ করে ও বৈধ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, এবং স্বীয় হস্তকে (দানে) বন্ধ রাখে; তাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, অতএব তিনিও তাহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন, নিশ্চয় সেই কপটেরা দুর্বৃত্ত। ৬৭। ঈশ্বর কপট পুরুষ ও কপট নারিগণের এবং কাফেরদিগের সম্বন্ধে নরকাগ্নি অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহারা তথাকার চিরনিবাসী, ইহা তাহাদিগের জন্য যথেষ্ট, এবং ঈশ্বর তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং তাহাদের জন্য নিত্য শাস্তি আছে। ৬৮। যেমন তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল, তাহারা শক্তিতে তোমাদিগ অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল ও ধন ও সন্তানবিষয়ে অধিকতর ছিল, পরে তাহারা আপন লভ্য দ্বারা (সংসার দ্বারা) ফলভোগী হইয়াছিল; অতএব যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা স্বীয় লভ্য দ্বারা ফলভোগী হইয়াছে তোমরাও স্বীয় লভ্য দ্বারা ফলভোগী হও, এবং তাহারা যেমন অযথা উক্তি করিয়াছে; তোমরাও সেইরূপ অযথা উক্তি করিয়াছ; ইহারাই ইহাদের কার্য ইহলোকে ও পরলোকে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহারাই যে, ইহারা ক্ষতিগ্রস্ত। ৬৯। তাহাদের পূর্বে নূহীয় ও আদীয় ও সমূদীয় সম্প্রদায় যাহারা ছিল তাহাদের এবং এব্রাহিমের সম্প্রদায়ের ও মদয়ন ও মূতফেকাতনিবাসীদিগের সংবাদ কি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই? তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত-পুরুষ স্পষ্ট নিদর্শন সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, পরন্তু ঈশ্বর (এরূপ) ছিলেন না যে, তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, কিন্তু তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। ৭০। এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারিগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু তাহারা বৈধ বিষয়ে আদেশ করে ও অবৈধ বিষয়ে নিষেধ করিয়া থাকে, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, জকাত দান করে, অপিচ ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের অনুগত হয়, তাহারাই, সত্বর ঈশ্বর তাহাদিগকে কৃপা করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর বিজয়ী ও নিপুণ। ৭১। বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগের সম্বন্ধে ঈশ্বর স্বর্গোদ্যান সকল অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা চিরনিবাসী হইবে, এবং নিত্য স্বর্গোদ্যানে পবিত্র বাসস্থান সকল ও ঈশ্বরের মহা প্রসন্নতা সকল আছে, ইহাই সেই মহা চরিতার্থতা হয়। ৭২। (র, ৯, আ, ৬)

হে তত্ত্ববাহক, ধর্মদ্রোহী কপট লোকদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিও, এবং তাহাদের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিও, তাহাদের স্থান নরক, এবং (উহা) কুৎসিত স্থান। ৭৩। তাহারা ঈশ্বরের যোগে (নামে) শপথ করে যে, তাহা বলে নাই, এবং সত্য-সত্যই তাহারা ধর্মদ্রোহিতার বাক্য বলিয়াছে ও স্বীয় এস্‌লাম ধর্মের পর কাফের হইয়াছে, এবং যাহা প্রাপ্ত হয় নাই তৎপ্রতি উদ্যোগ করিয়াছে,* ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ আপন গুণে তাহাদিগকে যে সম্পদ্‌শালী করিয়াছিলেন তাহারা তাহা ভিন্ন আগ্রাহ্য করে নাই, অনন্তর যদি তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয় তবে তাহাদের জন্য কল্যাণ হইবে এবং যদি (প্রত্যাবর্তন হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয় তবে ঈশ্বর ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদিগকে দুঃখজনক দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, এবং পৃথিবীতে তাহাদের জন্য কোন বন্ধু ও সহায় নাই। ৭৪। তাহাদিগের মধ্যে কেহ আছে যে ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছে যে, "যদি তিনি স্বীয় কৃপা গুণে আমাদিগকে দান করেন তবে অবশ্য আমরা সেদকা দিব, এবং অবশ্য সাধু হইব।" ৭৫। অনন্তর যখন তিনি তাহাদিগকে আপন গুণে দান করিলেন তখন তাহারা তদ্বিষয়ে কৃপণতা করিল ও ফিরিয়া গেল, এবং তাহারা অগ্রাহ্যকারী হয়। ৭৬। অনন্তর তাঁহার সঙ্গে যে দিবস তাহারা সাক্ষাৎ করিবে সে পর্যন্ত তিনি তাহাদের অন্তরে ঈর্ষাকে তাহাদের পরিণাম নিদর্শন করিলেন, তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তদ্বিষয়ে যে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং যে অসত্য বলিতেছিল তজ্জন্য (ইহা হইল)। ৭৭। ঈশ্বর যে তাহাদের গুপ্ত বিষয় ও তাহাদের গূঢ় মন্ত্রণা জানিতেছেন, এবং ঈশ্বর যে গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা তাহারা কি জানিতেছে না ?। ৭৮। সেদকাতে অনুরাগী এমন বিশ্বাসীদিগের ও যাহারা স্বীয় পরিশ্রম ব্যতীত (কিছুই) প্রাপ্ত হয় না যাহারা তাহাদের দোষ ধরে পরে তাহাদিগকে উপহাস করে, ঈশ্বরও তাহাদিগকে উপহাস করেন, এবং তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ৭৯। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনা না কর, যদি সত্তর বারও তাহাদের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর তথাপি কখনও ঈশ্বর তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না, ইহা এজন্য যে, তাহারা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের বিদ্রোহী হইয়াছে, ঈশ্বর দুর্বৃত্ত-দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৮০। (র, ১০ ; আ, ৮)

পশ্চাতে পরিত্যক্ত লোকেরা ঈশ্বরপ্রেরিতের বিরুদ্ধে আপনাদের উপবেশনে সন্তুষ্ট হইল, এবং ঈশ্বরের পথে আপন সম্পত্তি ও আপন জীবনযোগে সংগ্রাম করিতে অসন্তুষ্ট হইল, এবং পরস্পর বলিল, "তোমরা উষ্ণতার মধ্যে বাহির হইও না ;" তুমি বল, নরকাগ্নি অধিকতর উষ্ণ ; যদি তাহারা বুঝিত (এরূপ করিত না)। ৮১। অতএব উচিত যে তাহারা অল্প হাস্য করে ও অধিক ক্রন্দন করে, তাহারা যাহা করিতেছিল তাহার বিনিময় আছে। ৮২। অনন্তর যদি ঈশ্বর তোমাকে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের কোন দলের নিকটে পুনর্বার আনয়ন করেন, তবে বাহির হইবার জন্য তাহারা তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিবে, তখন

* অধিকাংশ কপটলোক অসাক্ষাতে হজরতের নিন্দা করিত, ধরা পরিলে শপথ করিয়া তাহা অস্বীকার করিত। "তাহারা যাহা প্রাপ্ত হয় নাই তৎপ্রতি উদ্যোগ করিয়াছে।" ইহার তাৎপর্য এই যে, সৈন্যগণের গৃহের সঙ্কীর্ণতা হইয়াছিল, কপট লোকেরা প্রশস্ত স্থান পাইবার জন্য প্ররোচনা করিয়া মোহাজের ও আন্‌সারদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছিল। (ত, ফা,)

তুমি বলিও, তোমরা আমার সঙ্গে কখনও বহির্গত হইবে না, এবং আমার সমভিব্যাহারে কখনও কোন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না, নিশ্চয় তোমরা বসিয়া থাকিতে প্রথম বারে সম্মত হইয়াছ, অতএব পশ্চাদ্বর্তীদিগের সঙ্গে বসিয়া থাক। ৮৩। মরিলে তাহাদের কাহারও উপর (হে মোহম্মদ,) তুমি কখনও নমাজ পড়িও না, এবং তাহাদের সমাধির উপরে দণ্ডায়মান হইও না; নিশ্চয় তাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের সম্বন্ধে বিরোধী হইয়াছে, এবং তাহারা দুর্বৃত্ত অবস্থায় প্রণত্যাগ করিল। ৮৪। এবং তাহাদের সম্পত্তি ও তাহাদের সন্তানগণ তোমাকে বিস্মিত যেন না করে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া থাকেন যে, এতদ্দ্বারা পৃথিবীতে তাহাদিগকে শাস্তি দান করেন, ইহা ব্যতীত নহে; তাহাদের প্রাণ বহির্গত হইবে অথচ তাহারা কাফের থাকিবে। ৮৫। এবং যখন (এমন) কোন সূরা অবতারিত হয় যে, তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের যোগে সংগ্রাম কর কখন তাহাদের ধনবান লোকেরা তোমার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করে, এবং বলে আমাদিগকে ছাড়িয়া দেও যেন আমরা উপবিষ্ট লোকদিগের সঙ্গী হই। ৮৬। তাহারা পশ্চাদ্বর্তী নারীদিগের সঙ্গে থাকিতে সম্মত, এবং তাহাদের মনের উপর মোহর করা হইয়াছে;* পরন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ৮৭। কিন্তু প্রেরিত-পুরুষ এবং যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা আপন সম্পত্তি ও আপন জীবনযোগে সংগ্রাম করিয়াছে, ইহারাই, ইহাদের জন্যই কল্যাণ, এবং তাহারাই ইহারা, যে মুক্তি পাইবে। ৮৮। পরমেশ্বর তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যান প্রস্তুত রাখিয়াছেন, যাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা সর্বদা থাকিবে; ইহাই মহা কৃতার্থতা। ৮৯। (র, ১১, আ, ৯)

এবং ত্রুটি স্বীকারকারী আরবী লোকেরা তাহাদের নিমিত্ত অনুমতি দেওয়া হয় এজন্য আসিয়াছে,† এবং যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহারা বসিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে অবশ্য তাহাদের প্রতি দুঃখকর শাস্তি উপস্থিত হইবে। ৯০। যদি ঈশ্বরের জন্য ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে তবে অশক্ত লোকদিগের প্রতি ও রোগীদিগের প্রতি এবং যাহারা যাহা কিছু ব্যয় করিবে তাহা প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদের প্রতি কোন সংকট নাই, এবং হিতকারী লোকদিগের প্রতি কোন (আক্রোশের) পথ নাই, ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৯১। +এবং তুমি বাহন দিবে বলিয়া যখন তাহারা তোমার নিকটে উপস্থিত হয়, তুমি বল, যাহার উপরে তোমাদিগকে আরোহণ করাইব তাহা প্রাপ্ত হই নাই, (তাহাতে) তাহারা ফিরিয়া যায়, এবং এই দুঃখহেতু তাহাদের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হয় যে, কিছুই (তাহাদের) হস্তগত নাই যে ব্যয় করে, তাহাদের প্রতি (আক্রোশের পথ) নাই। ৯২। যাহারা তোমার নিকটে (নিবৃত্ত থাকিবার) অনুমতি প্রার্থনা করে, এবং যাহারা ধনবান, পশ্চাৎস্থিত নারীদিগের সঙ্গে বাস করিতে সম্মত. তাহাদের প্রতি (আক্রোশের) পথ, এবং ঈশ্বর তাহাদের মনের উপর মোহর করিয়াছেন, অতএব তাহারা বুঝিতেছে না। ৯৩। যখন তোমরা তাহাদের নিকটে (যুদ্ধক্ষেত্র হইতে) ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা তোমাদের নিকটে ছলান্বেষণ করিবে, তুমি বলিও ছলান্বেষণ করিও না,

* সীলমোহর করিয়া বস্তু সকলকে বন্ধ করা হয়, মনের উপর মোহর করার অর্থ, মনে জ্ঞানালোক প্রবেশের পথ বন্ধ করা।

† "আরাব" বা "আরাবী" আরবের অরণ্যনিবাসী উদ্ধত লোক।

তোমাদিগকে আমরা বিশ্বাস করি না, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের কোন কোন সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন, এক্ষণ ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ তোমাদের কার্য দেখিবেন, অতঃপর তোমরা অন্তর্বহির্বিজ্ঞাতার নিকটে ফিরিয়া যাইবে, পরে তিনি তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহার সংবাদ দিবেন। ৯৪। যখন তাহাদের নিকটে তোমরা উপস্থিত হইবে তাহারা ঈশ্বরযোগে তোমাদের জন্য শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদিগ হইতে ফিরিয়া যাও, অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাও, নিশ্চয় তাহারা অপবিত্র এবং তাহাদের স্থান নরকলোক, তাহারা যাহা করিতেছে তাহার প্রতিশোধ আছে। ৯৫। তাহারা তোমাদের জন্য শপথ করিবে যেন তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, পরন্তু যদি তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর পাষণ্ডদলের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। ৯৬। আরাবী লোকেরা অত্যন্ত ধর্মবিদ্রোহী ও কপট, ঈশ্বর আপন প্রেরিত-পুরুষের প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহার সীমা সকল (বিধি সকল) তাহাদের না জানাই সমুচিত, এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ৯৭। আরাবীদিগের এমন কেহ আছে যে, সে যাহা ব্যয় (দান) করে তাহা দণ্ড মনে করিয়া থাকে, এবং তোমাদের সম্বন্ধে কালচক্র (বিপৎ) প্রতীক্ষা করে, তাহাদের সম্বন্ধেই অশুভ কালচক্র, ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৯৮। এবং আরাবীদিগের এমন কেহ আছে যে, ঈশ্বরে ও অন্তিম দিবসে বিশ্বাসী হইয়াছে, এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে পরমেশ্বরের সান্নিধ্য ও প্রেরিত-পুরুষের শুভাশীর্বাদের (কারণ) মনে করে; জানিও তাহাদের জন্য উহা সান্নিধ্য বটে, অবশ্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে স্বীয় দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ৯৯। (র, ১২ ; আ, ১০)

এবং পূর্ববর্তী প্রথম মোহাজের ও আনুসারগণ এবং যাহারা সৎকার্যে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, * ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট তিনি তাহাদের নিমিত্ত স্বর্গোদ্যান সকল প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার নিম্নে জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তথায় তাহারা নিত্যস্থায়ী হইবে, ইহাই মহা কৃতার্থতা। ১০০। এবং যাহারা তোমাদের প্রতিবেশী তাহাদের মধ্যে কপট আরাবী আছে, এবং মদিনানিবাসীও আছে, যে কপটতাতে সংলিপ্ত, তুমি তাহাদিগকে জান না, আমি তাহাদিগকে জ্ঞাত আছি, সত্বর আমি তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি দান করিব, তৎপর তাহারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। ১০১। অপর লোক আছে যে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, তাহারা ভাল কর্ম ও অন্য মন্দকে পরস্পর মিশ্রিত করিয়াছে, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিতে সমুদ্যত, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০২। তাহাদের সম্পত্তি হইতে তুমি দাতব্য গ্রহণ কর, তাহাতে তদ্দ্বারা তুমি তাহাদিগকে (বাহ্যে) পবিত্র করিবে ও (অন্তরে) তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবে,‡ এবং তাহাদের প্রতি শুভ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তোমার শুভ প্রার্থনা তাহাদের জন্য

* বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত যাহারা মোসলমান হইয়াছিল তাহারা পূর্বতন, অবশিষ্ট লোকেরা তাহাদের অনুবর্তী। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ পৃথিবীতে ক্লেশের পর ক্লেশ পাইবে, পুনর্বার পরলোকে শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ যেমন কাহারও কাহারও প্রতি আক্রোশ হইয়াছিল যে, চিরকালের জন্য তাহাদের দাতব্য গৃহীত হইবে না, ইহাদের প্রতি তাহা হয় নাই। (ত, ফা,)

শাস্তির (কারণ,) ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ১০৩। তাহারা কি জানে না যে, ঈশ্বর সেই, যিনি স্বীয় দাসদিগের প্রত্যাবর্তন গ্রাহ্য করিয়া থাকেন ও সেদকা সকল গ্রহণ করেন, এবং পরমেশ্বর সেই, যিনি প্রত্যাবর্তনকারী ও দয়ালু। ১০৪। তুমি বল, তোমরা অনুষ্ঠান কর, পরে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ এবং বিশ্বাসিগণ তোমাদের অনুষ্ঠান সকল অবশ্য দেখিবেন; এবং অবশ্য তোমরা অন্তর্বহির্বিজ্ঞাতার দিকে ফিরিয়া আসিবে, পরে যাহা করিতেছিলে তিনি তোমাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করিবেন। ১০৫। অন্য লোকেরা ঈশ্বরের আজ্ঞার নিমিত্ত অবকাশ পাইবে,* হয় তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দান করিবেন কিম্বা তাহাদিগের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হইবেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ। ১০৬। এবং যাহারা প্রপীড়ন ও ধর্মবিদ্রোহাচরণ এবং বিশ্বাসী-দিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন নিমিত্ত, এবং যাহারা পূর্বে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে তাহাদের গুপ্ত আক্রমণস্থানের জন্য মস্‌জেদ নির্মাণ করিয়াছে, তাহারা অবশ্য শপথ করিবে যে, আমরা কল্যাণ ব্যতীত আকাঙ্ক্ষা করি নাই, এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য দান করিতেছেন যে, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী †। ১০৭। তুমি কখনও (হে মোহম্মদ,) তন্মধ্যে দণ্ডায়মান হইও না, প্রথম দিবসে ধর্মভাবে যে মন্দির নির্মিত হইয়াছে অবশ্য তাহাই উপযুক্ত যে তাহার মধ্যে তুমি দণ্ডায়মান হও, তত্রস্থিত পুরুষগণ নির্মল হইতে ভালবাসে, এবং ঈশ্বর নির্মল লোকদিগকে প্রেম করেন। ১০৮। পুনশ্চ যে ব্যক্তি ঈশ্বরভয় ও (তাঁহার) প্রসন্নতার উপরে স্বীয় অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করিল, সে উত্তম, না যে ব্যক্তি নরকাগ্নিতে পতনোন্মুখ নদীভগ্ন তীরভূমিতে স্বীয় অট্টালিকার ভিত্তিস্থাপন করিল, সে? এবং ঈশ্বর

* যে কয়েক শ্রেণীর কপটের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা পাপ স্বীকার করিত, তাহাদিগের কাহাকে কাহাকেও শিক্ষা দিবার জন্য পঞ্চাশ দিন অবকাশ দেওয়া হইত। এই সময়ে হজরত ও অপর মোসলমানেরা তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন না, তাহাদের ভার্যাগণ স্বতন্ত্র থাকিত, বিশেষ আত্মগ্লানি হইলে তাহাদের ক্ষমা হইত। (ত, ফা,)

† হজরত মক্কা হইতে প্রস্থান করিয়া মদিনা নগরের প্রান্তবর্তী কাবা নামক স্থানে প্রথম উপস্থিত হন। চতুর্দশ দিবস তথায় বাস করেন, সেই সময়ে কাবা মস্‌জেদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হজরতের উপাসনার জন্য মদিনা প্রদেশে এই প্রথম ধর্মমন্দির নির্মিত হয়। তিনি সপ্তাহে একদিন সেই মন্দিরে যাইয়া সদলে উপাসনা করিতেন। তখন উক্ত পল্লীস্থ কোন কোন কপট লোক ইচ্ছুক হয় যে, তাহার পার্শ্বে অন্য মস্‌জেদ নির্মাণ ও হজরতের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে এক মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করে। আবু আমের নামক একজন পৌত্তলিক পুরোহিত যে পূর্বে এসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল তাহাকে সেই সকল কপট লোকেরা মণ্ডলীর দলপতি ও সেই মস্‌জেদের এমাম নিযুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। উক্ত মস্‌জেদ নির্মাণ হইলে পর হজরত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, একদিন সেই মন্দিরে উপাসনা করিয়া মণ্ডলী স্থির করেন, তিনি কপটদিগের প্রতারণা বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা বলিল, তবুকের সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা সেখানে নমাজ পড়িব ও পরে নগরে প্রবেশ করিব। পরমেশ্বর পূর্বেই তাহাদের প্রতারণার সংবাদ দিলেন, এবং কাবা মস্‌জেদ সংক্রান্ত মণ্ডলীর প্রসংশা করিলেন। সকলে যেন সাবধান হয় যে, অনেকের বাহিরে তপস্যা ও ধার্মিকতা এবং অন্তরে ঘোর সাংসারিকতা ও নিকৃষ্ট ভাব। (ত, ফা,)

অত্যাচারীদলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ১০৯। তাহাদের সেই অট্টালিকা, যাহা সন্দেহরূপে আপনাদের অন্তরে তাহারা নির্মাণ করিয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণ খণ্ড খণ্ড না হওয়া পর্যন্ত উহা সর্বদা থাকিবে, ঈশ্বর জ্ঞাতা ও নিপুণ*। ১১০। (র, ১৩, আ, ১১)

নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসিগণ হইতে তাহাদের জীবন ও তাহাদের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন, কেন না তাহাদের জন্য স্বর্গলোক হয়, তাহারা ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করে, অতএব তাহারা হত্যা করিবে ও নিহত হইবে, তওরাতে ও ইঞ্জিলে এবং কোরআনে তাহাদের সম্বন্ধে সত্য অঙ্গীকার আছে, এবং কোন ব্যক্তি ঈশ্বর অপেক্ষা স্বীয় অঙ্গীকার অধিক পূর্ণকারী? অনন্তর তাঁহার প্রতি তোমরা যাহা বিক্রয় করিয়াছ আপনাদের সেই বিক্রয়ে সন্তুষ্ট থাক, এবং ইহাই সেই মহাচরিতার্থতা। ১১১। ইহারা প্রত্যাবর্তনকারী (পাপ হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তি) তাপস স্তাবক (ধর্মপথে) পর্যটক রকুকারক নমস্কারকারক বৈধকার্যের অনুজ্ঞাদাতা অবৈধ কার্যের নিষেধকারী এবং ঐশ্বরিক বিধি সকলের রক্ষক হয়, এবং তুমি বিশ্বাসীদিগকে (এই) সুসংবাদ দান কর। ১১২। তাহারা (অংশিবাদিগণ) নরক-লোকনিবাসী, (ইহা) তাহাদের (বিশ্বাসীদের) জন্য প্রকাশিত হওয়ার পর যদ্যপি স্বগণও হয় তথাপি অংশিবাদী-দিগের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা তত্ত্ববাহক ও বিশ্বাসীদিগের পক্ষে কর্তব্য নয়। ১১৩। এবং স্বীয় পিতার জন্য তাহার সঙ্গে যে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল সেই অঙ্গীকারের কারণ ব্যতীত এব্রাহিমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল না, পরে যখন তাহার প্রতি প্রকাশিত হইল যে, সে ঈশ্বরের শত্রু, তখন সে তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইল, নিশ্চয় এব্রাহিম সহিষ্ণু ও দুঃখিত ছিল†। ১১৪। এবং ঈশ্বর এরূপ নহেন যে, কোন জাতিকে তাহার প্রতি পথ প্রদর্শন করার পর পথভ্রান্ত করেন, এতদূর যে যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে তাহাদের জন্য তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। ১১৫। নিশ্চয় পরমেশ্বরের জন্যই স্বর্গ ও পৃথিবী রাজ্য, তিনি প্রাণ দান ও প্রাণ হরণ করেন, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের নিমিত্ত কোন বন্ধু ও সহায় নাই। ১১৬। সত্যসত্যই ঈশ্বর তত্ত্ববাহকের প্রতি ও মোহাজেরে ও আনসারদিগের মধ্যে যাহারা সংকটের সময়ে তাহাদের একদলের অন্তর স্খলিত হওয়ার উপক্রমের পর তাহার অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি প্রত্যাগত, পুনর্বার তাহাদের প্রতি প্রত্যাগত, নিশ্চয় তিনি তাহাদের সম্বন্ধে অনুগ্রহকারী ও দয়ালু‡। ১১৭। + এবং যাহারা (যুদ্ধ) হইতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়াছিল যখন বিস্তৃতিসত্ত্বে পৃথিবী তাহাদের প্রতি তাহাদের জীবন সংকীর্ণ হইল ও সেই তিন ব্যক্তি মনে করিল যে ঈশ্বর

* অর্থাৎ এই দুষ্কর্মের ফল এই হইল যে, সর্বদা তাহাদের মনে কপটতা থাকিবে। এ স্থলে "সন্দেহ" শব্দে কপটতা। (ত, ফা,)

† কোরআনে যে উল্লিখিত হইয়াছে মহাপুরুষ এব্রাহিম স্বীয় পিতার নিমিত্ত ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, তাহাতেই হজরতের মনে ইহা উদয় হইয়া থাকিবে, এবং মোসলমানেরাও ইচ্ছুক ছিল যে, স্বজন অংশিবাদীদিগের সম্বন্ধে প্রার্থনা করে, কিন্তু তাহা নিষিদ্ধ হইল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অংশিত্ব ক্ষমার যোগ্য নহে। (ত, ফা,)

‡ মোহাজের ও আনসারদিগকে মনের উদ্বেগ হইতে রক্ষা করা হইল, এজন্য দৃঢ়তার নিমিত্ত দুইবার বলা হইল, "প্রত্যাগত" "পুনঃ প্রত্যাগত"। (ত, ফা,)

হইতে তাঁহার প্রতি (গমন) ব্যতীত অন্য আশ্রয় নাই, তখন তিনি তাহাদের প্রতি ফিরিয়া আসিলেন যেন তাহারা ফিরিয়া আইসে, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যাবর্তনকারী দয়ালু *। ১১৮। (র, ১৪, আ, ৮)

হে বিশ্বাসীগণ, ঈশ্বরকে ভয় করিও, এবং সত্যবাদীদিগের সঙ্গে থাকিও। ১১৯। মদিনাবাসীদিগের ও তাহাদের প্রতিবেশী আরাবীদিগের জন্য (উচিত) ছিল না যে, ঈশ্বরের প্রেরিত-পুরুষ হইতে পশ্চাদগমন করে ও তাহার জীবন অপেক্ষা আপন জীবনের প্রতি অধিক অনুরাগী হয়, ইহা এজন্য হইয়াছে যে ঈশ্বরের পথে তৃষ্ণা এবং ক্লেশ ও ক্ষুধা যেন তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হয়, অপিচ সেই স্থানে যাইতে না হয় যথায় কাফেরদিগকে প্রকোপিত করিতে হয়, তাহাদের জন্য সদনুষ্ঠানের লিপি হওয়া ব্যতীত শত্রু হইতে যেন কোন প্রাপ্য (দুঃখ-ক্লেশ) তাহারা প্রাপ্ত না হয়, নিশ্চয় পরমেশ্বর সৎকর্মশীলদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না†। ১২০। + এবং তাহারা এমন কোন অল্প ও অধিক দান (যুদ্ধে সাহায্য দান) করে না, এবং এমন কোন অরণ্য অতিক্রম করে না যাহা তাহাদের জন্য লিপি হয় না, তাহাতে ঈশ্বর তাঁহারা যাহা করিতেছে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কার তাহাদিগকে দান করিবেন। ১২১। বিশ্বাসিগণ সকলে (সমর্থ) ছিল না যে, (যুদ্ধে) বহির্গত হয়, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে তাহাদের এক দল কেন বহির্গত হইল না ? তাহারা যেন ধর্মেতে জ্ঞানবান্ হয়, যেন আপন দলকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারে, যখন তাহারা (যুদ্ধ হইতে) তাহাদের নিকটে ফিরিয়া আসিবে হয়তো তাহারা নিবৃত্ত থাকিবে ‡। ১২২। (র, ১৫, আ, ৪)

* তবুকের যুদ্ধে ঘোর সংকট হইয়াছিল, সমরক্ষেত্রের প্রত্যেক দশ জন মোসলমান সেনার মধ্যে একটিমাত্র উষ্ট্র ছিল, প্রত্যেক দুই জনে একটি মাত্র খোর্মাফল ভক্ষণে দিন যাপন করিয়াছিল। জলের অভাব ছিল, বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল। সৈন্যগণ উষ্ট্র ছেদন করিয়া তাহার উদরের জলাধার হইতে জল গ্রহণ করিয়া অধরোষ্ঠ সিক্ত করিত।

এ স্থলে এই তিন জনের নাম কাব ও হেলাল এবং মেরারা, ইহারা ধর্মযুদ্ধে গমনে নিবৃত্ত হইয়াছিল। হজরত মোহম্মদ তাহাদের সম্বন্ধে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবে না ও কথা কহিবে না। চল্লিশ দিন পরেস্ত্রী সংসর্গ হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† আবুহাশিমা আন্সারি মদিনাতে ছিলেন। তবুকের সংগ্রামে হজরতের চলিয়া যাওয়ার কয়েক দিন পরে তিনি প্রখর আতপ তাপের সময় স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল, তাহারা সুশীতল জল ও সুশীতল খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং নানা প্রকার যত্ন শুশ্রূষা করিতে থাকে। ইহাতে আবুহাশিমা ভাবেন যে, আমি ছায়াতে বসিয়া সুখে শীতল দ্রব্য ভোগ করিতেছি, এদিকে হজরত প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কষ্ট পাইতেছেন, ধিক্ আমাকে ! এই ভাবিয়া তিনি যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় গ্রহণপূর্বক তবুকে চলিয়া যান। (ত, হো,)

অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তির উচিত যে, প্রেরিত-পুরুষের নিকটে থাকিয়া ধর্মশিক্ষা করে, এবং পরবর্তী লোকদিগকে শিক্ষা দেয়। এক্ষণ সংবাদ-

হে বিশ্বাসিগণ, কাফেরদিগের যাহারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় তোমাদিগের মধ্যে সঙ্কট উপস্থিত হইতে চাহে, তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর, এবং জানিও যে ঈশ্বর ধর্মভীরুদিগের সঙ্গে আছেন। ১২৩। এবং যখন কোন সূরা অবতারিত হয় তখন তাহাদের মধ্যে কেহ বলে ইহা তোমাদের কাহার সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি করিয়াছে? কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদের ধর্ম বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং তাহারা আনন্দিত আছে। ১২৪। কিন্তু যাহাদের অন্তরে রোগ, পরে তাহা তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগের বিকারের উপর বিকার বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং তাহারা ধর্মদ্রোহী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ১২৫। তাহারা কি দেখিতেছে না যে, তাহারা প্রতি-বৎসর একবার বা দুইবার বিপন্ন হয়? পরে (পাপ হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয় না, এবং তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না†। ১২৬। এবং যখন কোন সূরা অবতারিত হয়, তখন তাহারা (লজ্জাপ্রযুক্ত) পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলে, কেহ কি তোমাদিগকে দেখিতেছে? তৎপর চলিয়া যায়, ঈশ্বর তাহাদের অন্তরকে ফিরাইয়াছেন, যেহেতু তাহারা নির্বোধ দল। ১২৭। সত্য-সত্যই (হে মোসলমানগণ,) তোমাদের জাতি হইতে তোমাদের নিকটে প্রেরিত-পুরুষ আসিয়াছে, তোমাদিগের ক্লেশ তাহার সম্বন্ধে দুঃসহ, সে তোমাদের প্রতি অনুরাগী, বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে কৃপাযুক্ত দয়ালু। ১২৮। অনন্তর যদি তাহারা ফিরিয়া আইসে তবে তুমি বলিও আমার জন্য ঈশ্বরই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করিয়াছি, এবং তিনি মহা-সিংহাসনের প্রভু। ১২৯। (র, ১৬, আ, ৭)

সূরা ইয়ুনস*

দশম অধ্যায়

১০৯ আয়াত, ১১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের এই আয়াত অটল। ১। মনুষ্যের পক্ষে ইহা কি আশ্চর্য হয় যে, আমি তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তির প্রতি (এই) প্রত্যাদেশ করি

বাহক বিদ্যমান নাই, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিদ্যমান। ভয় প্রদর্শন করার অর্থ নরকদণ্ড ঐশ্বরিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন।
"তাহারা নিবৃত্ত থাকিবে" ইহার অর্থ এই যে, যে সকল কার্যে ভয় প্রদর্শন করা হইবে সেই সকল কার্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।

† প্রায়ই যুদ্ধাদির সময়ে কপটলোক ধরা পড়ে। (ত, ফা,)

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। এই সূরার আরম্ভসূচক ব্যবচ্ছেদক অক্ষর, রা। এল্‌মোল্‌হদি নামক মহাত্মা বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে সূরার নাম রাখিয়াছেন। রা এই শব্দের অর্থ আমি পরমেশ্বর "রহমান" (পুনর্জীবনদাতা) বহরোল্‌কায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর হইতে তাহার বন্ধু প্রতি ইঙ্গিতসূচক উপরিউক্ত অক্ষর হয়। (ত, হো,)

যে, তুমি লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন কর, এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে সুসংবাদ দানে কর যে, তাহাদের জন্য তাহাদিগের প্রভুর নিকটে সমুচিত পদোন্নতি আছে, কাফেরগণ বলিল, যে, নিশ্চয় এ স্পষ্ট ঐন্দ্রজালিক। ২। সত্যই তোমাদের প্রতিপালক সেই পরমেশ্বর যিনি ছয় দিনে স্বর্গমর্ত সৃজন করিয়াছেন, তদনন্তর কার্য নির্বাহ করিতে সিংহাসনের উপর স্থিতি করিতেছেন তাঁহার আদেশ হওয়ার পরে ব্যতীত কোন শাফি (মুক্তির অনুরোধকারী) নহে, ইনিই তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, অতএব ইঁহাকে অর্চনা কর, পরন্তু তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ? ৩। তাঁহার দিকে তোমাদের সকলের পুনর্গমন ; ঈশ্বরের অংগীকার সত্য, নিশ্চয় তিনি প্রথম বারে সৃষ্টি করেন, অতঃপর যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও ন্যায়ানুসারে সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিতে দ্বিতীয় বার তাহা করিয়া থাকেন, এবং যাহারা বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে তাহাদের নিমিত্ত তাহারা বিদ্রোহী ছিল বলিয়া উষ্ণ জল ও দুঃখকর শাস্তি আছে। ৪। তিনিই যিনি সূর্যকে জ্যোতির্ময় ও চন্দ্রকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং তাহার (চন্দ্রের) জন্য স্থান সকল নিরূপিত করিয়াছেন*, যেন তোমরা বৎসরের গণনা ও হিসাব জানিতে পার, পরমেশ্বর সত্যরূপে ব্যতীত ইহাকে সৃজন করেন নাই, জ্ঞানবান্ লোকদিগের জন্য তিনি নিদর্শন সকল বর্ণন করেন। ৫। নিশ্চয় দিবা-রজনীর গমনাগমনে এবং ঈশ্বর ভূমণ্ডলে নভোমণ্ডলে ও যাহা সৃজন করিয়াছেন তাহাতে, ধর্মভীরুদলের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৬। নিশ্চয় যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে না ও পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট এবং তদ্দ্বারা সুখবোধ করিয়াছে, এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি উদাসীন, এই সকলেই, ইহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ইহাদের স্থান নরকাগ্নি হয়। ৭।-৮ (নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাসের নিমিত্ত তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন, সম্পদের স্বর্গোদ্যান সকলে যাহাদের নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়। ৯। তথায় তাহাদের ধ্বনি "হে ঈশ্বর, তোমারই পবিত্রতা", তথায় তাহাদের পরস্পর কুশলাশীর্বাদ সেলাম হয়, এবং তাহাদের শেষ ধ্বনি এই যে, "বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা"। ১০। (র, ১, আ, ১০)

যদি পরমেশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য তাহারা যেমন সত্বর কল্যাণ চাহে, তদ্রূপ সত্বর দুর্গতি প্রেরণ করে, তবে অবশ্য তাহাদের প্রতি তাহাদিগের বিধি সম্পাদিত হয় ; অবশেষে যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে না, আমি তাহাদিগকে তাহাদিগের অবাধ্যতাতে ঘূর্ণায়মান হইতে ছাড়িয়া দিই। ১১। যখন মনুষ্যকে দুঃখ আক্রমণ করে তখন সে পার্শ্ব শায়ী হইয়া অথবা বসিয়া কিম্বা দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে আহ্বান করে, অনন্তর যখন আমি তাহা হইতে তাহার দুঃখ উন্মোচন করি তখন সে

* আকাশে চন্দ্রের গতি অনুসারে সাঁইত্রিশটি স্থান নিরূপিত আছে, চন্দ্রমা প্রায় ২৪ ঘণ্টাতে এক একটি স্থান (মঞ্জেল) অতিক্রম করে।

† অর্থাৎ মনুষ্য আকাঙ্ক্ষা করে যে, সৎকর্মের পুরস্কার যেন তাহারা সত্বর প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের শুভ প্রার্থনা শীঘ্র সফল হয়। এইরূপ ঈশ্বর যদি সত্বর হন তবে তাহারা আপন দুষ্কর্মের শাস্তি হইতে অবকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু এই দুই বিষয়েই স্থৈর্য অবলম্বিত হয়, তাহাতে সজ্জনেরা শিক্ষা লাভ করেন, এবং অসৎ লোকেরা শিথিল হইয়া পড়ে। (ত, ফা,)

চলিয়া যায়, তাহাকে যে-দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতে সে যেন আমাকে ডাকে নাই ; এইরূপ সীমা লংঘনকারীদিগের জন্য তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা সজ্জিত হইয়াছে। ১২। এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে যখন অত্যাচার করিয়াছিল তখন বহু গ্রামকে (গ্রামবাসীদিগকে) বিনাশ করিয়াছি, নিদর্শন সকল সকল সহ তাহাদের প্রেরিত-পুরুষ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল ও তাহারা (এরূপ) ছিল না যে, বিশ্বাস স্থাপন করে ; এই প্রকারে আমি অপরাধী দলকে প্রতিফল দান করি। ১৩। তদনন্তর আমি তাহাদিগের পরে ধরাতলে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, তাহাতে দেখিব তোমরা কি প্রকার কার্য কর। ১৪। এবং যখন আমার উজ্জ্বল প্রবচন সকল তাহাদের নিকটে পঠিত হয় তখন যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে না, তাহা বলে, "ইহা ব্যতীত অন্য কোরআন উপস্থিত কর, অথবা ইহার পরিবর্তন কর", তুমি বলিও, (হে মোহম্মদ,) আমার (ক্ষমতা) নাই যে নিজের পক্ষ হইতে ইহার পরিবর্তন করি, আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় তদ্ভিন্ন আমি অনুসরণ করি না. নিশ্চয় আমি আপন প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি*। ১৫। তুমি বল, যদি ঈশ্বর চাহিতেন আমি তোমাদের নিকটে তাহা পাঠ করিতাম না, এবং তিনি তৎসম্বন্ধে তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেন না, পরন্তু নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে ইহার পূর্বে এক জীবন স্থিতি করিয়াছি, পরন্তু তোমরা কি জানিতেছ না† ? ১৬। অনন্তর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়াছে, এবং তাঁহার নিদর্শন সকলকে অসত্য বলিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে ? নিঃসন্দেহ অপরাধিগণ উদ্ধার পায় না। ১৭। এবং তাহারা ঈশ্বর ব্যতীত সেই বস্তু অর্চনা করে যাহা তাহাদিগের অপকার ও তাহাদিগের উপকার করে না, এবং তাহারা বলে, "ইহারাই ঈশ্বরের নিকটে আমাদিগের মুক্তির জন্য অনুরোধকারী" ; তুমি বল, তোমরা কি পরমেশ্বরকে তাহা জ্ঞাপন করিতেছ যাহা তিনি স্বর্গ-মর্তে অবগত নহেন ? পবিত্রতা তাঁহারই ও তাহারা যাহাদিগকে অংশীস্থাপন করে তিনি তদপেক্ষা উন্নত‡। ১৮। এবং মনুষ্য একমাত্র সম্প্রদায় ভিন্ন ছিল না, পরে বিভিন্ন হইয়াছে, এবং যদি সেই এক

* তাহারা কোরআনের উপদেশ সকল মনোনীত করে, কিন্তু প্রতিমা সকল যে মিথ্যা একথা গ্রাহ্য করিতে চাহে না। তাহারা বলিয়া থাকে যে, কোরআনের এই অংশের পরিবর্তন কর, তাহা হইলে আমরা অন্য সকল গ্রাহ্য করিব। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ আমি আপনা হইতে ইহা রচনা করিনা ; পূর্ব জীবন চল্লিশ বৎসরে রচনা করি নাই। (ত, ফা,)

‡ যাহারা অংশিবাদী তাহারাও বলে যে, ঈশ্বর একমাত্র, এই অংশী সকল তাঁহা হইতে আমাদের প্রতি অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত। তাহাতে বলা হইল যে, তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া থাকিলে এক্ষণ তাহা নিষেধ করিতেছেন কেন ? যদি তাহারা বলে, আমাদের ধর্মে অংশিবাদিতা নিষেধ হয় নাই, তোমাদিগের প্রতি নিষেধ হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের ধর্ম এক, মূল ধর্মে কোন প্রভেদ নাই। যদি বলে, তোমরা সত্যবাদী হইলে এই পৃথিবীতে আমাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইত, তাহার উত্তর পরে উল্লিখিত হইতেছে যে, বিচারের দিনে হইবে। (ত, হো,)

উক্তি যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে পূর্বে হইয়াছে তাহা না হইত, তবে যে বিষয়ে তাহারা বিভিন্ন হইয়াছে তদ্বিষয়ে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করা যাইত* । ১৯ । এবং তাহারা বলে, "কেন তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালক হইতে কোন নির্দশন (অলৌকিকতা) অবতীর্ণ হইল না" ; অতঃপর তুমি বল যে, অন্তর্জগৎ ঈশ্বরের লই নহে ; তবে তোমরা প্রতিক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদিগের একজন৭ । ২০ । (র, ২ ; আ, ১০)

যখন আমি লোকদিগকে তাহাদিগের দুঃখ প্রাপ্তির পর অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন অকস্মাৎ আমার নিদর্শন সকল সম্বন্ধে তাহাদিগের চক্রান্ত হয় ; বল, ঈশ্বর দ্রুত চক্রান্তকারী ; নিশ্চয় তোমরা যে চক্রান্ত করিতেছ আমার প্রেরিতগণ তাহা লিখিতেছেঞ্চ । ২১ । তিনিই যিনি তোমাদিগকে স্থলপথে ও সমুদ্রে পরিচালিত করেন যে পর্যন্ত নৌকা সকলের মধ্যে তোমরা থাক, এবং অনুকূল বায়ুযোগে তাহাদের সঙ্গে (নৌকা) চলিতে থাকে ও তদ্দ্বারা আহ্লাদিত, (অকস্মাৎ) এমন অবস্থায় প্রতিকূল বায়ু সংক্রামিত হয় ও সকল স্থান হইতে তরঙ্গ তাহাদের প্রতি উপস্থিত হয় এবং যখন তাহারা জানে যে তাহাদিগকে (বিপদ্) ঘেরিয়াছে, তখন তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার জন্য ধর্ম বিশোধিত করিয়া আহ্বান করে যে, "যদি তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর অবশ্য আমরা ধন্যবাদকারী হইব" । ২২ । পরে যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন তখন অকস্মাৎ তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়রূপে অবাধ্যতাচরণ করে ; হে লোক সকল, তোমাদের অবাধ্যতা তোমাদিগের জীবন সম্বন্ধে ভিন্ন নহে, পার্থিব জীবনের ভোগ গ্রহণ করিতে থাক, তৎপর আমার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছিলে আমি তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিব । ২৩ । পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত ;—যেমন বারি এতদ্ভিন্ন নহে, আমি তাহা আকাশ হইতে অবতারণ করি, পরে যাহা হইতে মনুষ্য ও চতুষ্পদগণ ভক্ষণ করে, পৃথিবীর সেই উদ্ভিদ তাহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূমি আপন সৌন্দর্য আনয়ন করে ও সজ্জিত হয় এবং তন্নিবাসিগণ মনে করে যে, তাহারা তাহার উপর ক্ষমতাশালী ; ততক্ষণ তৎপ্রতি আমার আজ্ঞা অহর্নিশি উপস্থিত হয়, অনন্তর তাহাকে আমি ছিন্নমূল ক্ষেত্র করি, যেন তাহা পূর্ব দিবস ছিল না ; যাহারা চিন্তা করে তাহাদের জন্য আমি এইরূপ নিদর্শন সকল বর্ণন করিয়া থাকি$ । ২৪ । এবং ঈশ্বর শান্তিনিকেতনের দিকে আহ্বান করেন ও তিনি যাহাকে

* অর্থাৎ বিচ্ছেদের শাস্তিদানে বিলম্ব হওয়ার আদেশ পূর্বে হইয়াছে । (ত, হো,)

৭ অর্থাৎ যদি তাহারা বলে তোমাদের ধর্ম যে সত্য, অলৌকিকতা ভিন্ন কিরূপে আমরা জানিব । তাহাতেই আজ্ঞা হইল প্রতীক্ষা করিয়া দেখ, পরমেশ্বর এই ধর্মকে উজ্জ্বল করিবেন, শত্রুগণ অপদস্থ হইবে, সত্যের এই লক্ষণ । (ত, ফা,)

ঞ্চ অর্থাৎ দুঃখ-বিপদের সময়ে ঈশ্বরের প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে, কার্যসাধন হইলে আর ঈশ্বরকে ভয় করে না । (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ আত্মা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, দেহের সঙ্গে মিলিত হইয়া শক্তি প্রকাশ করে, পাশব ও মানবীয় কার্য করিয়া থাকে । যখন জীবনের সৌন্দর্য পূর্ণ হইল এবং তাহার উপর লোকের আশা জন্মিল তখন অকস্মাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয় । (ত, ফা,)

ইচ্ছা হয় সরল পথের দিকে আলোকদান করিয়া থাকেন। ২৫। যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদেরই কল্যাণ ও উন্নতি ; কালিমা ও দুর্গতি তাহাদের আননকে আচ্ছাদন করে না, এই সকল স্বর্গলোকনিবাসী, ইহারা তথাকার নিত্যনিবাসী। ২৬। যাহারা মলিনতা উপার্জন করিয়াছে তাহাদের বিনিময়ও তৎসদৃশ মলিনতা এবং দুর্গতি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে, ঈশ্বর হইতে তাহাদিগের আশ্রয়দানকারী কেহ নাই, তাহাদের মুখ যেন তিমিরাবৃত রজনীখণ্ডে আচ্ছাদিত হইয়াছে, এই সকল নরকলোকনিবাসী, ইহারা তথাকার চিরনিবাসী। ২৭। যে দিবস আমি তাহাদের সকলকে সমুত্থাপন করিব (সেই দিনকে ভয় করিও,) তৎপর অংশিবাদীদিগকে বলিব যে, তোমাদের অংশিগণ ও তোমরা স্বস্থানে দণ্ডায়মান হও, অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিব এবং তাহাদের অংশিগণ বলিবে যে, "তোমরা আমাদিগকে পূজা করিতে না*। ২৮। অনন্তর তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, নিশ্চয় তোমাদের পূজাবিষয়ে আমরা অজ্ঞাত।" ২৯। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা পূর্ব্বে করিয়াছিল পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং ঈশ্বরের দিকে তাহাদের প্রকৃত প্রভু প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে এবং তাহারা যে (অসত্য) বাঁধিতেছিল তাহাদিগ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইবে। ৩০। (র, ৩, আ, ১০)

তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে উপজীবিকা দান করে? অথবা কে চক্ষু কর্ণের অধিপতি? ও কে মৃত হইতে জীবিতকে এবং জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করে এবং কে কার্য সাধন করে? অনন্তর অবশ্য তাহারা বলিবে যে, ঈশ্বর, পরে তুমি বলিও, অবশেষে তোমরা কি ভয় পাইতেছ না? ৩১। অতএব ইনিই তোমাদের প্রতিপালক সত্য পরমেশ্বর, অনন্তর সত্যের পশ্চাৎ পথভ্রান্তি ব্যতীত কি আছে? অবশেষে কোথা হইতে তোমরা ফিরিয়া যাইতেছ? ৩২। এইরূপে যাহারা দুরাচারী হইয়াছে তাহাদের প্রতি (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহারা বিশ্বাস করে না। ৩৩। তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদেব অংশীদিগের কেহ কি আছে যে, সে নূতন সৃজন করে, তৎপর তাহা দ্বিতীয় বার করিবে? বলিও যে ঈশ্বরই নূতন সৃজন করেন, তৎপর তাহা দ্বিতীয় বার করিয়া থাকেন, অবশেষে তোমরা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ? ৩৪। তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের অংশিদিগের মধ্যে কেহ কি আছে যে, সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে, বল, ঈশ্বরই সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, অনন্তর যিনি সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসৃত হইতে সমধিক উপযুক্ত, না যে ব্যক্তি পথ প্রদর্শন ব্যতীত পথ প্রাপ্ত হয় না সে? পরন্তু তোমাদের জন্য কি আছে? তোমরা কিরূপ আদেশ করিতেছ? ৩৫। এবং তাহাদের অধিকাংশ লোকে অনুমান ব্যতীত অনুসরণ করে না, নিশ্চয় অনুমানে সত্যের কিছুই লাভ হয় না, তাহারা যাহা করিতেছে সত্যই ঈশ্বর তাহা জ্ঞাতা। ৩৬। এবং এই কোরআন (এরূপ) নহে যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্যে রচনা করে, কিন্তু যাহা (বাইবেলাদি) ইহার সাক্ষাতে আছে এ তাহার প্রমাণকারী, এবং এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, বিশ্বপালক হইতে এই

* অংশিবাদিগণ যে সকল প্রতিমাকে ঈশ্বরের অংশী বলিয়া পূজা করে কেয়ামতের দিনে কিয়ৎক্ষণের জন্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে সম্মুখে স্থাপন করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন, তখন তাহারা অংশিবাদীদিগকে "তোমরা আমাদের পূজা করিতে না" ইত্যাদি বলিবে। (ত, ফা,)

গ্রন্থের বিবৃতি। ৩৭। তাহারা কি বলিতেছে যে, তাহা রচনা করিয়াছে ? বল তবে ইহার সদৃশ একটি সূরা উপস্থিত কর, এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে ঈশ্বর ব্যতীত যাহাকে ক্ষমতা হয় আহ্বান কর। ৩৮। বরং যাহা তাহাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না তাহারা তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং তাহাদের নিকটে তাহার ব্যাখ্যা সমাগত হয় নাই*, এইরূপ তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও অসত্যারোপ করিয়াছে, তৎপর দেখ অত্যাচারীদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে। ৩৯। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, এবং তোমার প্রতিপালক অত্যাচারীদিগকে উত্তম জ্ঞাত। ৪০। (র, ৪, আ, ১০)

এবং যদি তাহারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে তবে তুমি বলিও আমার জন্য আমার কার্য ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য আমি যাহা করি তাহা হইতে তোমরা বিমুক্ত ও তোমরা যাহা কর তাহা হইতে আমি বিমুক্ত†। ৪১। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আছে যে, তোমার প্রতি কর্ণপাত করে, তাহারা যদিচ বুঝিতেছে না তথাপি তুমি কি বধিরকে শুনাইতেছ‡ ? ৪২। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এবং যদিচ তাহারা দর্শন করিতেছে না তথাপি তুমি কি অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিতেছ ? ৪৩। নিশ্চয় মনুষ্যের প্রতি কিছুই অত্যাচার করেন না, কিন্তু মনুষ্য আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে$। ৪৪। এবং যে দিবস তিনি তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিবেন তখন তাহারা যেন দিবসের এক ঘণ্টা বৈ বিলম্ব করে নাই§ তাহারা পরস্পরকে চিনিবে, যাহারা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারের বিষয়ে অসত্যারোপ করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা পথ প্রাপ্ত হয় নাই। ৪৫। এবং আমি তাহাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে প্রদর্শন করি, কিম্বা তোমার প্রাণ হরণ করি, পরে আমার দিকেই তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর

* তাহার তাৎপর্য ব্যক্ত হইতেছে না, অর্থাৎ কোরআনে যে সকল অঙ্গীকার আছে এক্ষণও তাহা প্রকাশ হয় নাই। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ যদি ঈশ্বরের আদেশ অসত্যভাবে প্রচার করি তবে আমি অপরাধী হই, তোমরা নও, এবং যদি তাহা সত্য প্রচার করি ও তোমরা মান্য না কর তবে অপরাধ তোমাদের হয়, আদেশ মান্য করিতে তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি নাই। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ অন্য লোকের যেরূপ হইয়াছে তদ্রূপ উপদেশ আমাদের মনেও প্রবেশ করুক, এই আশায় তাহারা কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করে, এ বিষয়ের ফল ঈশ্বরের হস্তে। (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ অনেকের মন তাহাদের পাপের জন্য উপদেশ পরিগ্রহ করিতে পারে না, তাহারা অন্তরকে বিশুদ্ধ করিয়া শ্রবণ করে না। (ত, ফা,)

§ অর্থাৎ সেদিন কবরে বাস এক ঘণ্টা কাল বোধ হইবে। (ত, ফা,)

কাফেরগণ কবরের মধ্যে যে দীর্ঘকাল শাস্তিভোগ করিবে কেয়ামতের ক্লেশ-শাস্তির নিকটে উহা এক ঘণ্টা বলিয়া অনুমিত হইবে। (ত, হো,)

তাহারা যাহা করিতেছে, তৎসম্বন্ধে ঈশ্বর সাক্ষী*। ৪৬। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য এক জন প্রেরিত-পুরুষ আছেন, তাহাদের প্রেরিত-পুরুষ যখন উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে ন্যায়ানুসারে বিচার নিষ্পত্তি করা হইয়া থাকে, এবং তাহারা অত্যাচারগ্রস্ত হয় না। ৪৭। তাহারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে (বল ত কবে এই অংগীকার পূর্ণ হইবে)†।" ৪৮। তুমি বল যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমি আপন জীবনের জন্য ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহি, প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কাল আছে, যখন তাহাদের নির্ধারিত কাল উপস্থিত হয় তখন তাহারা এক ঘন্টা বিলম্ব করে না ও অগ্রবর্তী হয় না। ৪৯। তুমি বল, তোমরা কি দেখিলে, যদি দিবা বা রজনীতে তাঁহার শাস্তি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয়, পাপিগণ তাহার কোন্‌টিকে সত্বর চাহিবে? ৫০। পরে যখন তাহা উপস্থিত হইবে তখন কি তোমরা তৎপ্রতি বিশ্বাসী হইবে? (তৎকালে বলা হইবে) এক্ষণ (কি তোমরা বিশ্বাসী হইতেছ?) এবং বস্তুতঃ তোমরা (উপহাস পূর্বক) তাহা সত্বর চাহিতেছিলে। ৫১। তদনন্তর যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা নিত্যশাস্তি আস্বাদন কর, যাহা তোমরা উপার্জন করিয়াছ তদ্ভিন্ন তোমাদিগকে বিনিময় দেওয়া যাইবে না। ৫২। তোমাকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা কি সত্য? তুমি বলিও, হাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয় ইহা সত্য, এবং তোমরা (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নও। ৫৩। (র, ৫, আ, ১৩)

এবং যদি পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তির হয় তবে অবশ্য তাহারা তাহা "ফদিয়া" (শাস্তির বিনিময়) স্বরূপ প্রদান করিবে, যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে তখন (লজ্জাপ্রযুক্ত বন্ধুগণ হইতে) অনুতাপ গোপন করিবে, ন্যায়ানুসারে তাহাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি হইবে ও তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ৫৪। জানিও, নিশ্চয় স্বর্গে ও মর্তে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, জানিও নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ অবগত নহে। ৫৫। তিনি প্রাণ দান করেন ও প্রাণ হরণ করেন, এবং তাঁহার প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। ৫৬। হে লোক সকল, সত্যই তোমাদের প্রতিপালক হইতে উপদেশ ও যাহা তোমাদের অন্তরে আছে তাহার আরোগ্য উপস্থিত হইয়াছে, পথপ্রদর্শন ও অনুগ্রহ বিশ্বাসীদিগের জন্য‡। ৫৭। বল, (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বরের অনুকম্পায় ও তাঁহার অনুগ্রহেই (উপদেশাদি অবতীর্ণ,) অতএব ইহা দ্বারা আনন্দিত হওয়া বিধেয়, যাহা তোমরা সঞ্চয় করিতেছ তদপেক্ষা ইহা যে শ্রেষ্ঠ। ৫৮। বল, ঈশ্বর

* অর্থাৎ বদরের সংগ্রাম দিবসে আমি কাফেরদিগকে শাস্তিদানের অঙ্গীকার করিয়াছি, সেই শাস্তি প্রদর্শনের পূর্বে যদি তোমার প্রাণ হরণ করি তবে পরলোকে তোমাকে তাহাদের কিরূপ শাস্তি হয় দেখাইব। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তাহারা উপহাস করিয়া ব্যগ্রতাপূর্বক বলে, শাস্তি দানের অংগীকার-বিষয়ে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কবে সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে বল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ মানবমণ্ডলীর জন্য যে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা এরূপ এক গ্রন্থ যে, তাহা সৎকর্মের প্রবৃত্তিজনক ও অসৎ কর্মের নিবৃত্তিকারক উপদেশের আকর। এবং তাহা আনুষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সমন্বিত, উহা অন্তরের রোগ সন্দেহ কুসংস্কারাদি অপনয়ন করে। (ত, হো,)

তোমাদের জন্য উপজীবিকার যাহা কিছু অবতারণ করিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা কি দেখিয়া (কতক) বৈধ ও (কতক) অবৈধ করিয়াছ ? তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, ঈশ্বর কি তোমাদিগকে (এরূপ) আজ্ঞা করিয়াছেন, কিম্বা তাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করে, কেয়ামতের দিনে তাহাদের অনুমান কি ? নিশ্চয় ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর প্রতি কৃপাবান্, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা দান করে না। ৬০। (র, ৬, আ, ৮)

তুমি (হে মোহম্মদ,) এমন কোন ভাবে থাক না ও তাঁহা হইতে (ঈশ্বর হইতে) কোরআনের কিছু অধ্যয়ন কর না, এবং তোমরা (হে লোক সকল,) এমন কোন কার্যানুষ্ঠান কর না যখন তাহাতে প্রবৃত্ত হও, তোমাদের নিকটে আমি সাক্ষী থাকি না, স্বর্গ ও পৃথিবীতে বিন্দু পরিমাণ কিছুই তোমার প্রতিপালক হইতে প্রচ্ছন্ন হয় না, এবং উজ্জ্বল গ্রন্থে (লিপি) ব্যতীত ইহার ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর কিছুই নাই*। ৬১। ঈশ্বরের প্রেমিকগণের উপর কোন ভয় নাই, তাহারা শোকগ্রস্ত হইবে না। ৬২। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও ধর্মভীরু হইয়াছে পার্থিব জীবনে পরলোকে তাহাদের জন্য সুসংবাদ ; ঈশ্বরের বাক্যের পরিবর্তন নাই, ইহাই মহা ফললাভ। ৬৩+৬৪। এবং তাহাদের (কাফেরদের) বাক্য তোমাকে (হে মোহম্মদ,) দুঃখিত না করুক, নিশ্চয় ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ প্রভাব, তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৬৫। জানিও, নিশ্চয় স্বর্গে যে কেহ আছে ও পৃথিবীতে যে কেহ আছে সে ঈশ্বরের, এবং যাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অংশীদিগকে আহ্বান করে তাহারা (ঈশ্বরের) অনুসরণ করে না, তাহারা কল্পনার অনুসরণ বৈ করে না, এবং তাহারা মিথ্যাবাদী ভিন্ন নহে। ৬৬। তিনিই যিনি তোমাদের জন্য রজনীকে সৃজন করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাতে বিশ্রাম লাভ কর, এবং দিবাভাগকে আলোকময় করিয়াছেন, নিশ্চয় শ্রবণ করে এমন দলের জন্য ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ৬৭। তাহারা বলে যে, 'ঈশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন ;" পবিত্রতা তাঁহার, তিনি নিষ্কাম, পৃথিবীতে যে কিছু আছে ও স্বর্গেতে যে কিছু আছে তাহা তাঁহারই, সেই বিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন প্রমাণ নাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমরা যাহা জ্ঞাত নহ তাহা কি বলিতেছ ? ৬৮। বল, নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য আরোপ করে তাহারা উদ্ধার পাইবে না। ৬৯। পৃথিবীতে (তাহাদের) ভোগ, তৎপর আমার প্রতি তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন হইবে, তদনন্তর তাহারা যে ধর্মদ্রোহিতা করিতেছিল তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাইব। ৭০। (র, ৭, আ, ১০)

এবং তুমি তাহাদিগের নিকটে নুহার সংবাদ পাঠ কর, যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বলিল যে, "হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমার (উপদেশদানার্থ) অবস্থান এবং ঈশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে আমার উপদেশ দান তোমাদিগের প্রতি কঠিন হয় তবে আমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলাম, অবশেষে তোমরা আপনাদের কার্য সকল ও আপনাদের অংশী সকলকে সমবেত কর, তদনন্তর তোমাদের কার্য তোমাদের সম্বন্ধে গুপ্ত না থাকুক, তৎপর আমার প্রতি (সেই কার্য) সম্পাদন কর, এবং আমাকে অবকাশ দান করিও না†। ৭১। অনন্তর যদি তোমরা (উপদেশ) অগ্রাহ্য

* উজ্জ্বল গ্রন্থ এস্থলে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপ গ্রন্থ।

† কথিত আছে যে, মহাপুরুষ নুহা নয় শত বৎসর উৎপীড়ন সহ্য করিয়া স্বজাতিকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহারা ভয়ানক অত্যাচার

কর, তবে আমি তোমাদের নিকটে কিছুই পারিশ্রমিক চাহি না, ঈশ্বরের নিকটে ভিন্ন আমার পারিশ্রমিক নাই, আমি মোসলমানদিগের অন্তর্গত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি*। ৭২। অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিল, পশ্চাৎ আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা ছিল তাহাদিগকে নৌকাতে রক্ষা করিলাম, এবং আমি তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিলাম ও যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদিগকে জলমগ্ন করিলাম। তদনন্তর দেখ ভয়প্রাপ্তলোকদিগের পরিণাম কীদৃশ হইল? ৭৩। অবশেষে আমি তাহার (মৃত্যুর) পর প্রেরিত-পুরুষগণকে তাহাদের স্বজাতির নিকটে প্রেরণ করিলাম, পরে তাহারা তাহাদের নিকটে নিদর্শন সকল সহ উপস্থিত হইল, পূর্বে তৎপ্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্য বিশ্বাসী হইল না; এইরূপে আমি সেই সীমালঙ্ঘনকারীদিগের অন্তরে মোহর (বন্ধন) স্থাপন করিয়া থাকি। ৭৪। তদনন্তর তাহাদিগের পরে আমি মূসা ও হারুণকে আমার নিদর্শন সহ ফেরওণ ও তাহার পারিষদদিগের নিকটে প্রেরণ করিলাম, পরে তাহারা অহংকার করিল ও তাহারা অপরাধী দল ছিল। ৭৫। অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে আমার নিকট হইতে সত্য উপস্থিত হইল তাহারা বলিল, "নিশ্চয় ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল"। ৭৬ মূসা বলিল, "তোমরা কি সত্যের সম্বন্ধে যখন (তাহা) তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইল বলিতেছ ইহা কি ইন্দ্রজাল? ঐন্দ্রজালিকগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না"। ৭৭। তাহারা বলিল, "আমাদের পিতৃগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে "আমাদিগকে নিবৃত্ত করিবে ও পৃথিবীতে তোমাদের দুই জনের জন্য আধিপত্য হইবে এ জন্য কি তোমরা আমাদের নিকটে আসিয়াছ? আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নহি"। ৭৮। ফেরওণ বলিল, "আমার নিকটে প্রত্যেক জ্ঞানী ঐন্দ্রজালিককে উপস্থিত কর"। ৭৯। অনন্তর যখন ঐন্দ্রজালিকগণ উপস্থিত হইল, মূসা তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা যাহার নিক্ষেপকারী তাহা নিক্ষেপ কর"। ৮০। পরে যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা বলিল, "তোমরা যাহা আনয়ন করিয়াছ তাহা তো ইন্দ্রজাল, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহা অবশ্য অসত্য করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রতারকদিগের কার্যকে সংশোধন করেন না। ৮১। এবং পরমেশ্বর সত্যকে যদিচ পাপিগণ তাহা ভালবাসে না তথাপি স্বীয় আজ্ঞায় প্রমাণিত করিবেন"। ৮২। (র, ৮; আ, ১১)

অনন্তর মূসার প্রতি তাহার দলের সন্তানগণ ব্যতীত অন্য কেহ, ফেরওণ ও তাহাদের প্রধান পুরুষগণ তাহাদিগকে শাস্তি দান করিবে ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, নিশ্চয় ফেরওণ পৃথিবীতে গর্বিত এবং নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। ৮৩। এবং মূসা বলিয়াছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাক, যদি আজ্ঞানুবর্তী হইয়া থাক, তবে তাঁহার প্রতি নির্ভর

আরম্ভ করিলে তিনি "হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমার অবস্থান" ইত্যাদি কথা সকল বলিলেন। কার্য সকল একত্র কর, ইহার তাৎপর্য উৎপীড়নে সমুদ্যোগী হও, অর্থাৎ কার্য সম্পাদক প্রধান পুরুষ ও দলপতিদিগকে একত্র কর। তোমাদের কার্য তোমাদের সম্বন্ধে যেন গুপ্ত না থাকে, ইহার অর্থ এই যে, প্রকাশ্যে আমার প্রতি তোমরা উৎপীড়নে উদ্যোগী হও। (ত, হো,)

* মোসলমান শব্দের অর্থ ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন লোক।

কর"। ৮৪। অনন্তর তাহারা বলিয়াছিল, "ঈশ্বরের প্রতি আমরা নির্ভর স্থাপন করিলাম, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি উৎপীড়কদলের জন্য আমাদিগকে উৎপীড়নভূমি করিও না। ৮৫। এবং আপন দয়াগুণে ধর্মদ্রোহীদল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর"। ৮৬। এবং আমি মূসার প্রতি ও তাহার ভ্রাতার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে, আপন দলের জন্য তোমরা মেসরে আলয় নির্মাণ কর, এবং আপনাদের গৃহকে কেব্‌লা কর ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, এবং বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দান কর*। ৮৭। এবং মূসা বলিয়াছিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি ফেরওণকে ও তাহার প্রধান পুরুষদিগকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পত্তি দান করিয়াছ, হে আমাদের প্রতিপালক, তাহাতে তাহারা তোমার পথ হইতে (লোকদিগকে) বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের প্রতিপালক, তাহাদের সম্পত্তি বিলোপ কর ও তাহাদের মনের উপর কাঠিন্য স্থাপন কর, অনন্তর যে পর্যন্ত তাহারা দুঃখকর শাস্তি দর্শন (না) করে বিশ্বাসী হইবে না"। ৮৮। তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় তোমাদিগের প্রার্থনা গৃহীত হইল, অতএব তোমরা দৃঢ় থাক, যাহারা জ্ঞান রাখে না তাহাদিগের পথের অনুসরণ করিও না" †। ৮৯। এবং আমি এস্রায়েল সন্ততিদিগকে সমুদ্র পার করিলাম, তৎপরে ফেরওণ ও তাহার সৈন্যগণ অত্যাচার ও শত্রুতারূপে তাহাদের অনুসরণ করিল, এ পর্যন্ত যে, যখন তাহার প্রতি নিমজ্জন হওয়া ব্যাপার উপস্থিত হইল তখন সে বলিল, "এস্রায়েল সন্তানগণ যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে আমি তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, এবং আমি আজ্ঞানুবর্তীদিগের অন্তর্গত"। ৯০। (বলা হইল) এক্ষণ (কি তুমি বিশ্বাসী হইতেছ?) নিশ্চয় পূর্বে তুমি বিদ্রোহিতা করিয়াছ ও উপদ্রবকারী ছিলে ‡। ৯১। পরন্তু আমি অদ্য তোমাকে তোমার শরীরের সঙ্গে উদ্ধার করিব, তাহাতে যাহারা তোমার পশ্চাতে আছে তুমি সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন হইবে,

* ইহাদের মূসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও ঈশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত হওয়ার পর ফেরওণ আজ্ঞা করিল যে, বর্ত্মপ্রান্তে পল্লী ও বিপণিমধ্যে ইহাদের যে সকল ধর্ম মন্দির ও ভজনালয় আছে তৎসমুদায় ধ্বংস করিয়া ইহাদিগকে উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখ। তাহাতে তাহাদিগকে ঈশ্বর কাফেরদিগের অগোচরে আপন আপন গৃহে ভজনায় স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। (ত, হো,)

ফেরওণের মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে মূসার প্রতি এই আদেশ হইয়াছিল যে, আপন দলকে ফেরওণের দলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া রাখিও না, আপনাদের পল্লী পৃথক কর, তাহা হইলে ফেরওণীয় দলের প্রতি যে দুঃখ-বিপদ উপস্থিত হইবে তাহার অংশী হইতে হইবে না। (ত, ফা,)

† কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই প্রার্থনানুসারে ফেরওণের সমুদায় সম্পত্তি প্রস্তরে পরিণত হইয়াছিল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, সমুদায় জীবন শত্রুতাচরণ করিয়া এক্ষণ শাস্তি উপস্থিত দেখিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ, এই সময়ে বিশ্বাস স্থাপনে কোন ফল নাই। (ত, ফা,)

নিশ্চয় মানবমণ্ডলীর অধিকাংশ আমার নিদর্শন সকলে উদাসীন *। ৯২।
(র, ৯, আ, ১৩)

এবং সত্য-সত্যই আমি এস্রায়েল সন্তানগণকে উপযুক্ত স্থানদানরূপে স্থান দিয়াছি ও তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বস্তু হইতে উপজীবিকা দান করিয়াছি, অনন্তর যে পর্যন্ত তাহাদের নিকটে (তওরাতের) জ্ঞান উপস্থিত ছিল, সে পর্যন্ত তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তদ্বিষয়ে (এক্ষণে) তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, কেয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে তোমার প্রতিপালক তাহার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন †। ৯৩। তোমার প্রতি যাহা অবতারণ করিয়াছি তৎপ্রতি যদি তুমি সন্দিগ্ধ হও তবে তোমার পূর্ব হইতে যাহারা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদিগকে প্রশ্ন কর, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি সংশয়ীদিগের অন্তর্গত হইও না। ৯৪। যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তুমি তাহাদিগের হইও না, তবে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইবে। ৯৫। নিশ্চয় যাহাদিগের প্রতি তোমার প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত হইয়াছে তাহারা বিশ্বাস করে না। ৯৬। + এবং যদিচ তাহাদের নিকটে সমুদায় নিদর্শন উপস্থিত হয় যে পর্যন্ত না দুঃখকর শাস্তি দর্শন করে সে পর্যন্ত তাহারা (বিশ্বাস করে না)। ৯৭। অবশেষে কোন গ্রাম কেন এরূপ হইল না যে (পূর্বে) বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে ইয়ুনসের সম্প্রদায় ব্যতীত তাহার বিশ্বাস তাহাকে লাভবান করিত, যখন তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, তখন আমি পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তিকে তাহাদিগ হইতে উন্মোচন করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে কিছুকাল ফলভোগী করিয়াছিলাম ‡ ৯৮। এবং যদি তোমার

---

* অর্থাৎ তোমার দলস্থ সমুদায় লোক সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইবে, তোমার শরীরকে আমি জলের উপর উত্তোলন করিব। কথিত আছে, যখন ফেরওণ সদলে সাগর-জলে নিমগ্ন হইল, এস্রায়েলীয় লোকেরা এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইল যে, ফেরওণের মৃত্যু হয় নাই, সে মুহূর্মুহুঃ আমাদের অনুসরণে সৈন্যদিগকে নৌকাযোগে সমুদ্র পার করাইবে। তখন পরমেশ্বর ফেরওণের দেহকে জলের উপর উত্তোলন করিলেন, তাহার অঙ্গে যে কবচ ছিল তাহা দ্বারা সকলে তাহাকে চিনিতে পারিল। এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা ফেরওণকে প্রাণশূন্য দেখিয়া শান্তি লাভ করিল। (ত, হো,

† ফেরওণের মৃত্যুর পর শামরাজ্য এস্রায়েল সন্তানদের প্রতি প্রদত্ত হইল, কোন শত্রু রহিল না।. তখন তাহারা স্বীয় ধর্মশাস্ত্রে বা হজরত মোহম্মদের সম্বন্ধে কোন বিপরীত ভাব পোষণ করে নাই। কিন্তু এক্ষণ শাস্ত্রের অনেক পরিবর্তন করিতেছে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ কেন গ্রামবাসিগণ শাস্তি দর্শন করিবার পূর্বে বিশ্বাসী হইল না ? শাস্তির পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনে সত্বর হইলে তাহাদের মঙ্গল হইত। কিন্তু ইয়ুনসের সম্প্রদায় পূর্বে বিশ্বাসী হয় নাই, শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক নিরাপদ হইয়াছিল। এক্ষণ উক্ত ব্যবস্থা খণ্ডিত হইয়াছে। ইয়নুসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ; —ইয়নুস একজন প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে নয়নুয় নগরবাসীদিগের প্রতি মওসলভূমি হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল তাহাদিগকে ঈশ্বরের নামে আহ্বান করেন, তাহারা অগ্রাহ্য

প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্য পৃথিবীতে যাহারা আছে একযোগে তাহারা সকলে বিশ্বাসী হইত, পরন্তু তুমি কি লোকের প্রতি যে পর্যন্ত না বিশ্বাসী হয় বল প্রয়োগ করিতেছ ? * ৯৯। এবং ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন কাহারও পক্ষে বিশ্বাসী হওয়া (সাধ্য) নহে, যাহারা জ্ঞান রাখে না তাহাদের প্রতি তিনি দুর্গতি প্রেরণ করেন। ১০০। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে কি আছে তোমরা দৃষ্টি কর, নিদর্শন সকল ও ভয় প্রদর্শকগণ অবিশ্বাসী দলের উপকার করে না †। ১০১। অনন্তর তাহাদের পূর্বে যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাদের কালের (শাস্তি দুর্ঘটনার কালের) সদৃশ ব্যতীত ইহারা প্রতীক্ষা করে না, তুমি বল, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্গত। ১০২। অতঃপর আমি আপন প্রেরিত-পুরুষদিগকে ও যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে এইরূপে উদ্ধার করি, বিশ্বাসীদিগকে উদ্ধার করা আমার প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে। ১০৩। (র, ১০, আ, ১১)

— — —

করিয়া তাঁহার প্রতি বহু উৎপীড়ন করেন। অবশেষে তিনি অক্ষম হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, "হে পরমেশ্বর, এই সকল লোক, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে অতএব তুমি ইহাদিগের উপর তোমার শাস্তি প্রেরণ কর।" তখন ঈশ্বর আদেশ করিলেন যে, "তোমার সম্প্রদায়কে এই সংবাদ দান কর যে, তিন দিবস বা চল্লিশ দিবস পরে তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।" ইয়ুনস তাহাদিগকে এই সংবাদ দিলেন ও তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া এক পর্বতের গহ্বরে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। পরে যথাসময়ে ঈশ্বরের আদেশে উক্ত বাত্যাসহ নিবিড় নীল মেঘ বা ধূমপুঞ্জ ও উল্কাপিণ্ডরাশি আসিয়া নগরের ভূমিকে আচ্ছাদন করিল। নগরবাসিগণ বুঝিল যে ইহা ইয়ুনসের প্রার্থনার ফল। সকলে যাইয়া রাজার শরণাপন্ন হইল। রাজা ইয়ুনসকে অনুসন্ধান করিয়া উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। রাজা বলিলেন, "যদিচ ইয়ুনস প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাঁহার দিকে আমাদিগকে আহ্বান করিতেন সেই ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন, চল সকলে দীনতা ও কাতরতা সহকারে প্রার্থনা করি।" তদনুসারে দলে দলে লোক সকল ক্রন্দন আর্তনাদ ও প্রার্থনা করিতে লাগিল। চল্লিশ দিন পরে তাহাদের প্রার্থনার ফল ফলিল। সেই ভয়ানক বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল ঈশ্বরকৃপার ছায়া নগরবাসীদিগের মস্তকে পতিত হইল। ইয়ুনস চল্লিশ দিন অন্তে নগরবাসীদিগের অবস্থার অনুসন্ধান লইবার জন্য নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে সবিশেষ জ্ঞাত হইলেন। তখন মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি নগরস্থ লোকদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছি, এক্ষণ শাস্তি প্রসন্নতাতে পরিণত হইয়াছে, আমি নগরে উপস্থিত হইলে সকলে আমার প্রতি অসত্যারোপ করিবে। এই আশঙ্কা করিয়া তিনি প্রান্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নদীতে নিমজ্জন ও মৎস্যের উদরের ভিতরে বন্ধ হওয়ার বৃত্তান্ত সূরা আম্বিয়া ও সূরা সফাতে বিবৃত হইবে। (ত, হো,)

* এই আয়াত সংগ্রামের আয়াত সকলের বিরোধী।

† অর্থাৎ আকাশে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের যে সকল অদ্ভুতক্রিয়া ও আশ্চর্য সৃষ্ট পদার্থ সকল আছে সেই সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তুমি তাহাদিগকে বল, সেই সমস্ত নিদর্শন তাহাদিগকে প্রমাণ প্রদর্শন করুক। (ত, হো,)

তুমি বল, হে লোক সকল, যদি তোমরা আমার ধর্মসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হও, তবে (শ্রবণ কর,) তোমরা ঈশ্বর ভিন্ন যাহাদিগকে অর্চনা কর, আমি তাহাদিগকে অর্চনা করি না, কিন্তু সেই ঈশ্বরকে অর্চনা করি যিনি তোমাদিগের প্রাণ হরণ করেন, এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি বিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত হইব। ১০৪। +এবং (আদিষ্ট হইয়াছি) যে, "স্বীয় আননকে তুমি সত্যধর্মের প্রতি স্থাপন কর ও অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত হইও না। ১০৫। এবং ঈশ্বর ব্যতীত যাহা তোমার উপকার ও তোমার অপকার করে না তাহাকে আহ্বান করিও না, পরে যদি তুমি তাহা কর, তবে তখন নিশ্চয় তুমি অত্যাচারীদলভুক্ত হইবে। ১০৬। এবং যদি পরমেশ্বর তোমাকে দুঃখ দান করেন তবে তাহার উন্মোচনকারী তিনি ব্যতীত কেহ নাই, এবং যদি তোমার সম্বন্ধে তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার দানের প্রতিরোধকারী নাই, তিনি আপন দাসদিগের যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহার প্রতি তাহা প্রেরণ করেন, এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১০৭। তুমি বল, হে লোক সকল, নিশ্চয় তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক হইতে সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তর যাহারা পথপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা আপন জীবনের নিমিত্ত বৈ পথ প্রাপ্ত হয় নাই, এবং যাহারা পথভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা (তাহাতে নিজের সম্বন্ধে) পথভ্রান্ত হইয়াছে বৈ নহে, এবং আমি তোমাদের সম্বন্ধে রক্ষক নহি। ১০৮। এবং (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা যায়, তুমি তাহার অনুসরণ কর ও ঈশ্বরের আদেশ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর, তিনি আজ্ঞাদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১০৯। (র, ১১, আ, ৬)

সূরা হুদ *

একাদশ অধ্যায়

১২৩ আয়াত, ১০ রকূ

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

(এই) এক গ্রন্থ যে ইহার নিদর্শন সকল দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, তৎপর নিপুণ তত্ত্বজ্ঞ (ঈশ্বরের) নিকট হইতে বিভক্তীকৃত হইয়াছে। ১। +এই তোমরা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যের অর্চনা করিও না, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদিগের

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। ইহারও ব্যবচ্ছেদক (ওকফ) অক্ষর "রা"। সাধারণতঃ ব্যবচ্ছেদক বর্ণ সকলের কোন মর্ম পরিগ্রহ হয় না। তাহার ভাব নিগূঢ়। এই উক্তির পরিপোষক বাক্য এই যে, কেহ কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলীর অর্থ কি? তাহাতে তিনি বলেন, "ঐশ্বরিক গূঢ় তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিও না।" কেহ কেহ বলেন যে, "রা" ইহার অর্থ আমি পরমেশ্বর সাধুদিগের সাধুতা ও পাপীদিগের পাপ দর্শন করি, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের কার্যানুরূপ বিনিময় দান করি। অতএব এই বাক্য দণ্ড পুরস্কারের অঙ্গীকার সম্বন্ধীয়। (ত, হো,)

জন্য ভয় প্রদর্শক সুসংবাদদাতা (আগত) । ২ । + এবং এই তোমাদের প্রতি-পালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাহার দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম ফলে ফলভোগী করিবেন, এবং প্রত্যেক গৌরবশালী ব্যক্তিকে তাহার গৌরব প্রদান করিবেন, * যদি তোমরা অগ্রাহ্য কর, তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি । ৩ । ঈশ্বরের দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন, এবং তিনি সকল পদার্থের উপর ক্ষমতাশীল। ৪ । জানিও যে, নিশ্চয় তাহারা আপন অন্তরকে কুণ্ঠিত করে, তাহাতে তাহা হইতে লুক্কায়িত হইতে চাহে, জানিও যখন তাহারা স্বীয় বস্ত্র সকল (মস্তকে) জড়িত করে, তখন তাহারা যাহা লুক্কায়িত করে ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে তিনি তাহা জ্ঞাত হন, নিশ্চয় তিনি আন্তরিক বিষয়ের জ্ঞাতা ᛭ । ৫ । এবং পৃথিবীতে এমন কোন স্থলচর নাই যে, ঈশ্বরের উপর ব্যতীত তাহার উপজীবিকা নির্ভর, তিনি তাহার (মনুষ্যের) অবস্থানভূমি ও অর্পণভূমি অবগত আছেন, সকলই উজ্জ্বল গ্রন্থে (লিপি) আছে ⁂ । ৬ । এবং তিনিই যিনি স্বর্গ ও মর্ত ছয় দিনে সৃজন করিয়াছেন, কার্যতঃ তোমাদের মধ্যে কে অত্যুত্তম ইহা পরীক্ষা করিতে তাঁহার সিংহাসন জলের উপর ছিল, $ যদি তুমি (হে মোহম্মদ,) বল যে, নিশ্চয় তোমরা মৃত্যুর পরে সমুত্থাপিত হইবে, তবে অবশ্য ধর্মদ্রোহিগণ বলিবে যে, ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে । ৭ । এবং যদি আমি কোন নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাহাদিগ হইতে শাস্তি ক্ষান্ত রাখি তবে তাহারা অবশ্য বলিবে যে. কিসে তাহা বন্ধ রাখিয়াছে ? জানিও, যে দিবস (তাহা) তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে তাহাদিগ হইতে ফিরাইয়া লওয়া হইবে না, এবং যৎপ্রতি তাহারা উপহাস করিতেছিল তাহা তাহাদিগকে আবেষ্টন করিবে । ৮ । (র, ১, আ, ৮)

---

* অর্থাৎ যদি বিশ্বাস স্থাপন কর তবে উত্তমরূপে তোমাদের পার্থিব জীবন যাপিত হইবে, এবং ধর্মেতে অগ্রসর ব্যক্তিকে পরমেশ্বর অধিকতর গৌরব দান করিবেন । (ত, ফা,)

᛭ কাফের লোকেরা গৃহে ঈশ্বরবিদ্রোহিতার কথা বলিত, পরে তাহার উত্তর কোরআনে ব্যক্ত হইত । তাহারা মনে করিত যে, কেহ গোপনে গৃহে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া যায়, পরে প্রেরিত-পুরুষকে বলিয়া দেয়, তাহাতেই তিনি এরূপ উক্তি করিয়া থাকেন । (ত, ফা,)

⁂ অবস্থান ভূমি স্বর্গ বা নরক, যাহাতে প্রাণিগণ স্থিতি করে । অর্পণ ভূমি কবর, যাহাতে অর্পিত হয় ; বা পৃথিবী, যাহাতে উপজীবিকা প্রদত্ত হয় । (ত, ফা,)

$ কোন কোন তফসীরে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্বে হরিদ্বর্ণের ইয়াকুত (মাণিক্য বিশেষ) সৃজন করিয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতে সেই মণি জলে পরিণত হয়, তৎপর ঈশ্বর বায়ু সৃজন করিয়া বায়ুর উপর জল, জলের উপর সিংহাসন স্থাপন করেন । এই রূপে তিনি স্বর্গ-মর্ত বায়ু ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন । এ সকল ব্যাপার দ্বারা তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে, তোমরা কার্যতঃ তাঁহার প্রতি কেমন কৃতজ্ঞ হও, এবং বায়ুর উপর জল, জলের উপর স্বর্গীয় সিংহাসন স্থাপনরূপ অদ্ভুত কার্যকে কেমন সত্য বলিয়া স্বীকার কর । (ত, হো,)

এবং যদি আমি মনুষ্যকে আপনা হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তৎপর তাহা হইতে তাহা ছিনিয়া লই, তখন নিশ্চয় সে নিরাশ ও কৃতঘ্ন হয়। ৯। এবং যদি আমি সে প্রাপ্ত হইয়াছে যে দুঃখ তাহার পর তাহাকে সুখ আস্বাদন করাই, তবে সে অবশ্য বলিবে যে "আমা হইতেই অশুভ সকল দূর হইয়াছে"; নিশ্চয় সে আহ্লাদিত ও গর্বিত হয়। ১০। + যাহারা ধৈর্য ধারণ ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা ব্যতীত; ইহারাই, ইহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে। ১১। কেন তাহার প্রতি ধন অবতারিত হইল না, অথবা তাহার সঙ্গে দেবতা উপস্থিত হইল না, এই যে তাহারা বলে পরে তাহাতে বা তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা গিয়াছে, তুমি তাহার কোনটির পরিহারক হও, এবং তদ্দ্বারা বা তোমার অন্তর সংকুচিত হয়, তুমি (পাপীদিগের) ভয় প্রদর্শক বৈ নহ, এবং ঈশ্বর সকল পদার্থের উপর কার্যসম্পাদক। ১২। তাহারা কি বলে যে, তাহাকে (কোরআনকে) রচনা করিয়াছে, তুমি বল তবে তোমরা তাহার সদৃশ নিবন্ধ দশটি সূরা উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে ঈশ্বর ব্যতীত যাহাকে ক্ষমতা হয় আহ্বান কর। ১৩। অনন্তর যদি তাহারা তোমাদিগকে (হে মোসলমানগণ,) গ্রাহ্য না করে তথাপি তোমরা জানিও যে, ইহা (কোরআন) ঈশ্বরের জ্ঞানসহ অবতারিত হইয়াছে, এবং (জানিও) যে, তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, পরন্তু তোমরা কি মোসলমান? ১৪। যে সকল ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তাহার শোভা আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহাদের প্রতি তাহাদিগের কর্ম (কর্মফল) এস্থানেই পূরণ করিব, এবং তাহারা এস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না *। ১৫। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য পরলোকে অগ্নি ভিন্ন নাই, এস্থানে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা প্রণষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা হইয়াছে। ১৬। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনেতে স্থিত, সে কি (পার্থিব জীবনের প্রার্থীদিগের সদৃশ?) এবং তাঁহা হইতে আগত সাক্ষী ইহার অনুসরণ করে ও ইহার পূর্ব হইতে মূসায় গ্রন্থ ইহার অগ্রবর্তী ও অনুগ্রহ রূপে আছে, ইহারা এতৎপ্রতি (কোরআনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সম্প্রদায় সকলের যে ব্যক্তি ইহার বিরোধী, পরে তাহার জন্য অগ্নি অঙ্গীকৃত, অতএব ইহার প্রতি সন্দিগ্ধ হইও না, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের ইহা (এই অঙ্গীকার) সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না †। ১৭। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা সর্বাধিক অত্যাচারী কে? তাহারা আপন প্রতিপালকের নিকটে আনীত

* অর্থাৎ যাহারা আপন সৎকর্মের পুরস্কার পৃথিবীতে পাইতে ইচ্ছা করে, পরলোকে ফল লাভের আকাঙ্ক্ষী নহে, তাহাদিগকে আমি এই পৃথিবীতে স্বাস্থ্য-সম্পদ ও বহু সন্ততি প্রদান করিব। (ত, হো,)

† ঐশ্বরিক নিদর্শন যাহাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছে, তিনি কি সংসারী লোকের সদৃশ? এবং ঈশ্বরের সাক্ষী অর্থাৎ জেব্রিল প্রভৃতি ইহার অনুসরণ করিয়াছে, তাঁহারা ইহাকে কোরআন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। জাদোলমানির গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, ইঞ্জিল যদিচ পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে তথাপি উহা সুসংবাদ দান ও সত্যতা বিষয়ে কোরআনের অনুবর্তী। ইঞ্জিলের বা কোরআনের পূর্ববর্তী মূসার গ্রন্থ তওরাতেও হজরত মোহম্মদের প্রেরিতত্বের সত্যতা ও তাঁহার জন্ম গ্রহণের সুসংবাদ দান বিষয়ে কোরআনের অনুবর্তী, অর্থাৎ কোরআনের সদৃশ। ধর্মবিশ্বাসীদিগের পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত, তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহস্বরূপ। (ত, হো,)

হইবে, এবং সাক্ষীগণ বলিবে যে, "যাহারা আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে অসত্য বলিয়াছে ইহারাই তাহারা ;" জানিও অত্যাচারীদিগের প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত হয়* । ১৮ । যাহারা ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করে ও তাহাতে কুটিলতা ইচ্ছা করে, তাহারা পরলোকেও সেই কাফের থাকে । ১৯ । তাহারা পৃথিবীতে (ঈশ্বরের) পরাভবকারী হয় না, এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বর ভিন্ন কোন বন্ধু নাই, তাহাদের নিমিত্ত শাস্তি বিগুণ করা হইবে, তাহারা শুনিতে সক্ষম নহে ও দর্শন করিতেছে না † । ২০ । যাহারা স্বীয় জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, ইহারাই তাহারা, তাহারা যাহা বন্ধন (প্রতিমাপূজাদি) করিতেছিল তাহাদিগ হইতে উহা বিলুপ্ত হইয়াছে । ২১ । নিঃসন্দেহ যে, তাহারাই স্বীয় পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত । ২২ । নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি দীনতা প্রকাশ করিয়াছে তাহারা স্বর্গলোকনিবাসী, তাহারা তথায় সর্বদা থাকিবে । ২৩ । এই দুই দলের ভাব অন্ধ ও বধির দ্রষ্টা ও শ্রোতার সদৃশ, উভয়ে কি তুল্য ? অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ? ‡ ২৪ । (র, ২, আ, ১৬)

এবং সত্য-সত্যই আমি নূহাকে তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, (সে বলিয়াছিল) "নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শক ।" ২৫ । +যেন তোমরা ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) অর্চনা না কর, নিশ্চয় আমি 'তোমাদের সম্বন্ধে দুঃখকর-দিবসের শাস্তিকে ভয় করি" । ২৬ । অনন্তর তাহারা দলের যে সকল প্রধান পুরুষ ধর্মদ্রোহী ছিল, তাহারা বলিল যে, "আমরা আমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন তোমাকে দেখিতেছি না, এবং যাহারা আমাদের মধ্যে বাহ্যদর্শী নিকৃষ্ট তাহারা ব্যতীত (কেহ) তোমার অনুসরণ করিতেছে দেখিতেছি না, এবং আমরা দেখিতেছি না যে, আমাদের উপরে তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠতা আছে, বরং আমরা তোমাদিগকে

* যে সকল দেবতা মনুষ্যের কার্যকলাপ লিপি করিয়া থাকেন পরলোকে তাঁহারা সাক্ষী হইবেন । এই কয়েক প্রকারে ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য বলা হইয়া থাকে, যথা শাস্ত্রের অসত্য ব্যাখ্যা দ্বারা, কৃত্রিম স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা, ধর্মসম্বন্ধে বুদ্ধি অনুসারে আদেশ করিয়া, আমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্তী লোক, আমি গূঢ় তত্ত্বের জ্ঞাতা এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া । (ত, ফা,)

† ইহারা কোন আধ্যাত্মিকতত্ত্ব শ্রবণ করিতে পারে না, এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপার দর্শন করিতে সমর্থ নহে, ইহারা ঈশ্বরতত্ত্ব কোথা হইতে লাভ করিবে ? সুতরাং মিথ্যা ভিন্ন বলে না । (ত, ফা,)

‡ দর্শন ও শ্রবণবিষয়ে বিশ্বাসীদিগের অবস্থা কাফেরদিগের বিপরীত । বহরোল্হকায়েকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সেই ব্যক্তিই অন্ধ যে সত্যকে অসত্য ও অসত্যকে সত্য দর্শন করে, এবং বধির সেই ব্যক্তি যে অসত্যকে সত্য ও সত্যকে অসত্য শ্রবণ করিয়া থাকে । তিনিই চক্ষুষ্মান্ যিনি সত্যকে সত্যরূপে দর্শন করিয়া তাহার অনুসরণ করেন, এবং অসত্যকে অসত্য দেখিয়া তাহা হইতে বিরত থাকেন । অপিচ তিনিই শ্রোতা যিনি সত্যকে সত্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য করেন, এবং অসত্যকে শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে বিরত হন । যিনি ঈশ্বরযোগে দর্শন করেন, তিনি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করেন না, এবং যিনি ঈশ্বরযোগে শ্রবণ করেন তিনি ঈশ্বরের বাণী ব্যতীত শ্রবণ করে না । (ত, হো,)

মিথ্যাবাদী মনে করিতেছি"। ২৭। সে বলিয়াছি, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি দেখিয়াছ যে, আমি আপন প্রতিপালকের নিদর্শনে স্থিতি করিলে ও তাঁহার নিকট হইতে আমার প্রতি করুণা বিতরিত হইয়া থাকিলে তোমাদের সম্বন্ধে (যাহা) গোপন করা হইয়াছে আমরা কি তাহা (গ্রাহ্য করিতে) তোমাদিগকে বাধ্য করিব ? যেহেতু তোমরা তাহার অবজ্ঞাকারী। ২৮। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তৎসম্বন্ধে আমি তোমাদের নিকটে ধন প্রার্থনা করি না, ঈশ্বরের নিকটে বৈ আমার পুরস্কার নাই, যাহারা বিশ্বাস স্থাপণ করিয়াছে আমি তাহাদের বহিষ্কারী নহি, নিশ্চয় তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী, কিন্তু আমি তোমাদিগকে এমন এক দল দেখিতেছি যে, মূর্খতা করিতেছ। ২৯। এবং হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমি তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করি তবে ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে ? অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ? ৩০। এবং আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, আমার নিকটে ঈশ্বরের ভাণ্ডার ও আমি গুপ্ত বিষয় জানি, এবং আমি বলিতেছি না, নিশ্চয় আমি দেবতা ও আমি বলিতেছি না যে, তোমাদের চক্ষু যাহাদিগকে নিকৃষ্ট দেখিতেছে পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি কখনও কোন কল্যাণ বিধান করিবেন না, তাহাদের অন্তরে যাহা আছে পরমেশ্বর তাহার উত্তম জ্ঞাতা, (তহাদিগকে ধর্মোপদেশ না দিলে) নিশ্চয় আমি তখন অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইব"। ৩১। তাহারা বলিল, "হে নূহা, তুমি আমাদের সঙ্গে সত্য, বিতণ্ডা করিলে অবশেষে আমাদের বিতণ্ডা বৃদ্ধি করিলে, পরে তুমি আমাদের সঙ্গে যে (শাস্তির) অঙ্গীকার করিয়াছ যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও তবে তাহা আমাদিগের নিকটে উপস্থিত কর"। ৩২। সে বলিল, "যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকটে তাহা উপস্থিত করিবেন ইহা বৈ নহে, (তোমরা তাঁহার) নির্যাতনকারী নও। ৩৩। যদি আমি ইচ্ছা করি যে, তোমাদিগকে উপদেশ দান করি, ঈশ্বর তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকিলে আমার উপদেশ তোমাদিগকে উপকৃত করিবে না, তিনি তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহার দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে"। ৩৪। (হে মোহম্মদ,) তাহারা কি বলে যে, ইহা (কারআন) রচনা করা হইয়াছে ? বল, যদি আমি ইহা রচনা করিয়া থাকি, তবে আমার প্রতি আমার অপরাধ, এবং তোমরা যে অপরাধ করিতেছ তাহা হইতে আমি মুক্ত। ৩৫। (র, ৩, আ, ১১)

এবং নূহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ করা গেল যে, নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার দলের ইহারা কখনও বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। অনন্তর ইহারা যাহা করিতেছে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না*। ৩৬। এবং তুমি আমার দৃষ্টিগোচরে ও আমার আজ্ঞানুসারে নৌকা নির্মাণ কর, এবং যাহারা অন্যায় করিয়াছে তাহাদের সঙ্গে কথা কহিও না, নিশ্চয় তাহারা নিমগ্ন হইবে। ৩৭। এবং সে নৌকা প্রস্তুত করিতে লাগিল ও যখন তাহার দলের প্রধান পুরুষগণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইত তখন তাহার প্রতি উপহাস করিত ; সে বলিত, "যদি তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস কর তবে নিশ্চয় তোমরা যেমন উপহাস করিতেছ, আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করিব"†। ৩৮। অনন্তর যাহার প্রতি শাস্তি উপস্থিত

* প্রেরিত মহাপুরুষ নূহা ধর্মগ্রন্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। (ত, ফা)

† শুষ্কভূমির উপরে জলনিমজ্জন হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় অবলম্বন করা

হইবে, যাহাকে লাঞ্ছিত করিবে, এবং যাহার প্রতি নিত্য শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, সত্বর তোমরা তাহাকে জানিতে পাইবে। ৩৯। যে পর্যন্ত না আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল, এবং চুল্লী উচ্ছ্বসিত হইল যে পর্যন্ত আমি বলিলাম যে, তুমি ইহার মধ্যে প্রত্যেকের জোড়া এবং যাহার সম্বন্ধে পূর্বে কথা হইয়া গিয়াছে সে ভিন্ন আপন স্বগণদিগকে ও বিশ্বাসীদিগকে উঠাও, তাহার সঙ্গে অল্প লোক ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন করে নাই*। ৪০। এবং সে বলিল, "ইহাতে আরোহণ কর, ঈশ্বরের নামে ইহার গতি ও স্থিতি, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়ালু।" ৪১। এবং তাহাদের সহকারে তাহা পর্বততুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলিতেছিল, এবং নূহা স্বীয় পুত্রকে যে কূলে ছিল ডাকিয়া বলিল, "হে আমার পুত্র, আমার সঙ্গে আরোহণ কর, এবং ধর্মদ্রোহীদিগের সঙ্গে থাকিও না"। ৪২। সে বলিল, "আমি সত্বর পর্বতের দিকে আশ্রয় লইতেছি উহাতে জল হইতে আমাকে রক্ষা করিবে," (নূহা) বলিল, "অনুগৃহীত ব্যক্তি ব্যতীত অদ্য ঈশ্বরের (শাস্তির) আজ্ঞা হইতে রক্ষাকারী কেহ নাই তাহাদের উভয়ের মধ্যে তরঙ্গ আবরণ হইল, অনন্তর সে জলমগ্ন হইল†। ৪৩। এবং বলা হইল, "হে পৃথিবী, তুমি স্বীয় সলিলপুঞ্জকে গ্রাস কর, ওহে আকাশ, তুমি নিবৃত্ত হও‡ এবং জল শুষ্ক হইল ও কার্য সমাপ্ত হইল, এবং জুদিগিরিতে (নৌকা) স্থির হইল এবং অত্যাচারী লোকদিগকে "দূর হউক", বলা হইল। ৪৪। পরে নূহা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকিল, পরে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার পুত্র আমার স্বগণসম্বন্ধীয়, নিশ্চয় তোমার অঙ্গীকার সত্য, এবং তুমি আজ্ঞাদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাদাতা"$। ৪৫। তিনি

হইতেছে বলিয়া তাহারা হস্যোপহাস করিতেছিল, এবং নূহা এজন্য উপহাস করিতেছিলেন যে, ইহাদের মৃত্যু উপস্থিত, ইহারা হাস্য করিতেছে। (ত, ফা)

* সেই নৌকাতে প্রত্যেক জন্তুর জোড়া (পুংস্ত্রী) সেই সকলের বংশ রক্ষার জন্য রাখা হইয়াছিল। নূহার পরিবারস্থ যাহাদের সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল সেই কেনান নামক পুত্র ও তাহার মাতা নিমগ্ন হইল। তিন পুত্র রক্ষা পাইল, সমুদায় ভবিষ্যদ্বংশীয় লোক আহাদেরই সন্তান। মহাত্মা নূহার গৃহে এক চুল্লী ছিল, তাহাতেই জলপ্লাবনের পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পায়। যখন সেই চুল্লী হইতে জল উঠিবে তখনই নৌকায় আরোহণ করিতে হইবে এরূপ নির্দেশ ছিল। (ত, ফা)

† সেই দিবস উন্নত গিরিশিখরস্থ উন্নত বৃক্ষ সকল পর্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছিল, বিহঙ্গকুলেরও রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না। (ত, ফা,)

‡ মহাপুরুষ নূহা কুফা নগর হইতে কিম্বা হিন্দুস্থান হইতে অথবা দিপান্তর্গত অয়নওরদা নামক স্থান হইতে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তরণী সমুদায় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিল। জলপ্লাবণ নিঃশেষিত ও ধর্মদ্রোহীদল জলমগ্ন হইলে পর এইরূপ আজ্ঞা হয়। (ত, হো)

চল্লিশ দিন অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকার নিম্ন হইতে জল উত্থিত হইয়াছিল। ছয় মাস অন্তে জলের হ্রাস হয় ও পর্বতের চূড়া সকল প্রকাশ পায়, শামদেশের অন্তর্গত জুদি শৈলে যাইয়া পোত সংলগ্ন হয়। (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ এক ভার্যা তো মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, এক্ষণ তুমি আমার পুত্রকে হয় রক্ষা কর, না হয় বিনাশ কর। (ত, ফা,)

বলিলেন, "হে নূহা, নিশ্চয় সে তোমার স্বগণসম্বন্ধীয় নহে, নিশ্চয় তাহার কার্য অযোগ্য, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, তুমি তাহা আমার নিকটে প্রার্থনা করিও না, সত্যই আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, তুমি মূর্খ দিগের অন্তর্গত হইতে (নিবৃত্ত) হও"। ৪৬। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, সত্যই আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি যে, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই আমি তোমাকে তাহার প্রশ্ন করিয়াছি, যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর ও আমাকে দয়া না কর আমি ক্ষতি-গ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইব।" ৪৭। বলা হইল, "হে নূহা, আমা হইতে শান্তি সহকারে ও তোমার প্রতি এবং তোমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদিগ হইতে (উৎপন্ন) মণ্ডলী সকলের প্রতি সমুন্নতি সহকারে তুমি নামিয়া এস, এবং (পরে) অনেক মণ্ডলী হইবে যে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে ফলভোগী করিব, তৎপর আমা হইতে দুঃখ-জনক শাস্তি তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইবে*। ৪৮। ইহা গুপ্ততত্ত্ব, তোমার প্রতি আমি ইহা প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমি ও তোমার দল ইতিপূর্বে ইহা জানিতে না, ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় ধর্মভীরুদিগের জন্য (শুভ) পরিণাম। ৪৯। (র, ৪, আ, ১৪)

এবং আদজাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হূদ (প্রেরিত হইয়াছিল) সে বলিয়াছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, পরমেশ্বরকে অর্চনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তোমরা অসত্য বন্ধনকারী ব্যতীত নহ। ৫০। হে আমার সম্প্রদায়, আমি এই (প্রচার) বিষয়ে তোমাদের নিকটে পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছি না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকটে ব্যতীত আমার পুরস্কার নাই, পরন্তু তোমরা কি বুঝিতেছ না ? ৫১। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাহার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হও, তোমাদের উপরে তিনি বর্ষণকারী মেঘ প্রেরণ করিবেন, ও তোমাদিগকে তোমাদের শক্তির উপর অধিক শক্তি দিবেন, অপরাধী হইয়া ফিরিয়া যাইও না"†। ৫২। তাহারা বলিল, "হে হূদ, তুমি আমাদের নিকটে কোন প্রমাণ উপস্থিত কর নাই, তোমার কথানুসারে আপনার আপন উপাস্যদিগকে বর্জন করিব না ও আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নহি। ৫৩। আমাদের পরমেশ্বরদিগের কেহ তোমাকে পীড়া দিয়াছে ইহা ভিন্ন আমরা বলিতেছি না‡;" সে বলিল, "নিশ্চয় আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিতেছি ও তোমরা সাক্ষী থাক যে, সত্যই তোমরা যাহাকে অংশী করিতেছ আমি তাহা হইতে বিমুক্ত। ৫৪ ।+

* পরমেশ্বর আশ্বাস দান করিলেন যে, কেয়ামতের পূর্বে পুনর্বার সমুদায় মানব জাতির উপর বিনাশ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু কোন কোন দল বিনষ্ট হইবে। (ত, ফা,)

† আদীয় লোকেরা হূদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে পর সেই অপরাধে পরমেশ্বর তিন বৎসর তাহাদের প্রতি বারিবর্ষণ করেন নাই, এবং তিনি স্ত্রী-পুরুষের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি রহিত করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে কৃষিজীবী ছিল ও তাহাদের অনেক শত্রু ছিল, তাহারা শস্যোৎপত্তির উদ্দেশ্যে বৃষ্টির জন্য ও শত্রুনিবারণকারী সন্তানের জন্য প্রার্থী হইয়াছিল। (তে, হো,)

‡ আদীয় লোকেরা বলিল, "তুমি আমাদিগকে গালি দিয়া থাক, এজন্য আমাদের পরমেশ্বরগণ তোমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতেই যে সকল কথা বুদ্ধি-সঙ্গত নহে আমরা তোমা হইতে তাহা শ্রবণ করিতেছি।" (ত, হো,)

অনন্তর তোমরা সকলে আমার প্রতি ছলনা করিও, তৎপর আমাকে অবকাশ দিও না*। ৫৫। সত্যই আমি স্বীয় প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর স্থাপন করিয়াছি, (এমন) কোন স্থলচর নাই যে, তিনি ব্যতীত (অন্যে) তাহার মস্তক ধারণ করিয়া আছে, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরলপথে আছেন†। ৫৬। অনন্তর যদিচ তোমরা অগ্রাহ্য করিলে তথাপি নিশ্চয় আমি যৎ সহ তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি তাহা তোমাদের নিকটে প্রচার করিলাম, এবং আমার প্রতিপালক তোমরা ভিন্ন অন্য দলকে স্থলাভিষিক্ত করিবেন, এবং তোমরা তাঁহার কিছুই অপকার করিতে পারিবে না, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সকল পদার্থের সংরক্ষক‡। ৫৭। এবং যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল তখন আমি হূদকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে আপনার দয়াতে উদ্ধার করিলাম, এবং কঠিন শাস্তি হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইলাম। ৫৮। এই আদজাতি, তাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করিয়াছিল ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের বিরোধী হইয়াছিল, এবং তাহারা প্রত্যেক দুর্দান্ত শত্রুতাকারীদিগের আজ্ঞার অনুসরণ করিয়াছিল। ৫৯। এবং এই পৃথিবীতে এবং কেয়ামতের দিনে তাহাদিগের পশ্চাতে অভিসম্পাত প্রেরিত হইয়াছে, জানিও নিশ্চয় আদ জাতি স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিদ্রোহীতা করিয়াছে, জানিও, হূদের দল যে আদ ছিল তাহাদের জন্য অভিসম্পাত আছে। ৬০। (র, ৫, আ. ১১)

এবং সমূদজাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ্ (প্রেরিত হইয়াছিল,) সে বলিয়াছিল যে, "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অর্চনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই, তিনি তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃজন করিয়াছেন$ এবং তথায় তোমাদিগকে অধিবাসী করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নিকটে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, তৎপর তাঁহার প্রতি প্রত্যাগমন কর, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্বর প্রার্থনা গ্রাহ্যকারী। ৬১। তাহারা বলিল, "হে সালেহ্, সত্যই তুমি ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে আশান্বিত ছিলে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাদিগকে অর্চনা করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা অর্চনা করিতেছি, তুমি কি আমাদিগকে তাহা (করিতে) নিষেধ করিতেছ? তুমি যে সংশয়োৎপাদক বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান

* অনন্তর আমাকে তোমরা অবকাশ দিও না, অর্থাৎ আমার প্রতি যাহা করিতে ইচ্ছা করিও, আমি ভয় করি না। ঈশ্বর আশ্রয় পাইয়া আমি তোমাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বিষয়ে নির্ভয় হইয়াছি। মহাপুরুষ হূদের অলৌকিকতার মধ্যে এই একটি বিশেষ অলৌকিকতা ছিল যে, তিনি একাকী প্রবল পরাক্রান্ত শোণিত-লোলুপ শত্রুদলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, এবং নির্ভীক হৃদয়ে "আমাকে অবকাশ দিও না" ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন, সকলে মহাক্রোধে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। (ত, হো,)

† অর্থাৎ সরল পথে চলিলেই তাঁহাদের সঙ্গে মিলন হয়। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ প্রেরিত-পুরুষের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, কেন না ঈশ্বর তাঁহার রক্ষক। (ত, ফা,)

$ "তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃজন করিয়াছেন," ইহার অর্থ তোমাদের আদিপুরুষ আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছেন। (ত, হো,)

করিতেছ, তাহাতে নিশ্চয় আমরা সন্দিগ্ধ"*। ৬২। সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি দেখিয়াছ যে, আমি আপন প্রতিপালকের কোন নিদর্শনে স্থিতি করিও তাঁহা হইতে আমার প্রতি কোন কৃপা প্রদত্ত হয় (সেই অবস্থায়) যদি আমি তাঁহার অবাধ্য হই, তবে ঈশ্বর হইতে (ঈশ্বরের শাস্তি হইতে) আমাকে কে সাহায্যদান করিবে? অনন্তর তোমরা ক্ষতি ভিন্ন আমার সম্বন্ধে বৃদ্ধি করিতেছ না†। ৬৩। এবং হে আমার সম্প্রদায়, এই ঐশ্বরিক উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন, অবশেষে ইহাকে ছাড়িয়া দেও, সে ঈশ্বরের ভূমিতে ভক্ষণ করিতে থাকুক, এবং কোন অনিষ্টের জন্য তাহাকে স্পর্শ করিও না, তবে ত্বরিত শাস্তি তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে"‡। ৬৪। অনন্তর তাহারা তাহার (উষ্ট্রীর) পদ ছেদন করিল, তৎপর সে (সালেহ্) বলিল, "তিন দিবস স্বীয় গৃহে তোমরা ফলভোগী হও, ইহা সত্য অঙ্গীকার"। ৬৫। পরে যখন আমার আদেশ উপস্থিত হইল তখন আমি সালেহ্‌কে ও যাহারা তাহার সঙ্গে বিশ্বাসী হইয়াছিল তাহাদিগকে স্বকীয় দয়াতে রক্ষা করিলাম ও সেই দিবসের দুর্গতি হইতে (রক্ষা করিলাম), নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সেই শক্তিশালী বিজয়ী। ৬৬। এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল ভীষণ নিনাদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, অনন্তর তাহারা আপন গৃহে অধোভাবে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া প্রাতঃকাল করিল। ৬৭। + যেন তাহারা সেই স্থানে ছিল না, জানিও, নিশ্চয় সমুদ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিদ্রোহিতা করিয়াছে, জানিও "দূর হউক" (অভিসম্পাত) সমুদের প্রতি হইয়াছে$। ৬৮। (র, ৬, আ, ৮,)

---

* "তুমি ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে আশান্বিত ছিলে" অর্থাৎ তুমি যে একজন মহাপুরুষ হইবে তোমার ললাটে সেই লক্ষণ আমরা দর্শন করিতেছিলাম। (ত, হো,)

† "যদি আমি তাঁহার অবাধ্য হই" অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞা প্রচার অস্বীকার করি, তবে ঈশ্বরের শাস্তি হইতে কে সাহায্য দান করিবে?" অর্থাৎ কে রক্ষা করিবে? আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছি, এদিকে তোমরা স্বধর্মে আমাকে আহ্বান করিয়া আমার সঙ্গে বিতণ্ডা করিতেছ। তোমরা আমার প্রতি ক্ষতি ভিন্ন বৃদ্ধি করিতেছ না। সমুদ জাতি বহু তর্ক-বিতর্কের পর তাহাদের প্রেরিত-পুরুষ সালেহ্‌কে অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। যথা সূরা এরাফে তাহা বিবৃত হইয়াছে। সালেহের প্রার্থনানুসারে প্রস্তর হইতে উষ্ট্র বাহির হয়, তিনি সেই উষ্ট্রকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন ও তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি অঙ্গীকার পালন করিতে বলেন। (ত, হো,)

‡ সালেহের নিকটে সমুদজাতি অলৌকিকতা প্রার্থনা করিয়াছিল, সালেহের প্রার্থনানুসারে পাষাণ ভেদ করিয়া এক উষ্ট্রী বাহির হয়, তৎক্ষণাৎ সে প্রসব করে, সেই মুহূর্তে শাবক মাতার তুল্য বৃহৎ হইয়া উঠে। সালেহ্ বলিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা ইহাকে সম্মান করিবে সে পর্যন্ত তোমরা ইহাকে সম্মান করিবে সে পর্যন্ত পৃথিবীতে ক্লেশ-দুর্গতি হইবে না। সেই প্রকাণ্ড উষ্ট্রীকে দেখিয়া পশু সকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, তখন কোন ব্যক্তি তাহাকে কোনরূপ তাড়না করে নাই। (ত, ফা,)

$ তাহাদের প্রতি এই প্রকার শাস্তি উপস্থিত হইল যে, রজনীতে তাহারা শয়ান

এবং সত্য-সত্যই আমার প্রেরিতগণ সুসংবাদসহ এব্রাহিমের নিকটে আসিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, "সেলাম" সেও বলিয়াছিল, "সেলাম" তৎপর সে গোবৎস ভাজা আনয়ন করিতে বিলম্ব করে নাই*। ৬৯। অনন্তর যখন দেখিল যে, তাহাদের হস্ত তৎপ্রতি (ভোজ্যের প্রতি) সংলগ্ন হয় না, তখন তাহাদিগকে অপরিচিত জানিল, এবং তাহাদিগ হইতে মনে ভয় পাইল, তাহারা বলিল, "ভীত হইও না, নিশ্চয় আমরা লূতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।" ৭০। এবং তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, তাহাতে সে হাস্য করিল,† অনন্তর আমি সেই প্রেরিতগণ যোগে তাহাকে এস্‌হাকের ও এস্‌হাকের অন্তে ইয়কুবের উৎপত্তির সুসংবাদ দান করিলাম। ৭১। সে বলিল, "হায়, আমার প্রতি আক্ষেপ! আমি কি প্রসব করিব? আমি বৃদ্ধা এবং আমার স্বামী বৃদ্ধ, নিশ্চয় এই ব্যাপার আশ্চর্য। ৭২। তাহারা বলিল, "তোমরা কি ঈশ্বরের কার্যে আশ্চর্যান্বিত হও? হে গৃহস্থ, তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও তাঁহার প্রসন্নতা আছে, নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত, গৌরবান্বিত"। ৭৩। অনন্তর যখন এব্রাহিম হইতে ভয় বিদূরিত হইল ও তাহার নিকটে সুসমাচার উপস্থিত হইল, তখন সে আমাদের সঙ্গে লূতীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিতর্ক করিতে লাগিল‡। ৭৪। নিশ্চয় এব্রাহিম ধৈর্যশালী, দয়ালু, (ঈশ্বরের প্রতি) প্রত্যাবর্তক$। ৭৫। (তাহারা বলিল,) "হে এব্রাহিম, ইহা হইতে তুমি নিবৃত্ত হও, বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালকের আজ্ঞা উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারাই যে তাহাদের প্রতি অনিবার্য শাস্তি আসিতেছে"। ৭৬। যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন সে তাহাদের নিমিত্ত দুঃখিত

ছিল, স্বর্গীয় দূত ভয়ংকর শব্দ করিল, তাহাতে তাহাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল। (ত, ফা,)

* সেই কয়েক প্রেরিত ব্যক্তি স্বর্গীয় দূত ছিলেন। তাঁহারা লূতীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিতে যাইতেছিলেন। প্রথমতঃ মহাপুরুষ এব্রাহিমের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভার্যার গর্ভে পুত্র হইবে এই সুসংবাদ তাঁহাকে দান করেন। এব্রাহিম অপুত্রক ছিলেন। তাঁহারা যে স্বর্গীয় দূত এব্রাহিম প্রথমতঃ চিনিতে না পারিয়া তাঁহাদের আহারার্থে ভোজ্যজাত উপস্থিত করেন। (ত, ফা,)

† ভয় বিদূরিত হওয়াতে মনে আহ্লাদ হয়, তাহাতে এব্রাহিমের ভার্যা হাস্য করেন। পরমেশ্বর সন্তোষের উপর সন্তোষ বৃদ্ধি করিলেন। (ত, ফা,)

‡ কথিত আছে যে, এব্রাহিম দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন, আপনারা গ্রামবাসীদিগকে যে নিধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তন্মধ্যে একশত বিশ্বাসী লোক আছেন। তাঁহারা বলিলেন, তাহা নয়। এব্রাহিম কহিলেন, যদি নব্বই জন থাকে? দেবতারা বলিলেন, না, তাহা হইলে সংহার করিব না। এব্রাহিম দশ দশ জন ন্যূন করিয়া পাঁচজন, পরে একজন বিশ্বাসীর কথা উল্লেখ করেন। স্বর্গীয় দূতেরা বলেন, যে গ্রামে একজন বিশ্বাসী থাকে আমাদের প্রতি সেই গ্রামের বিনাশ সাধনে আজ্ঞা নাই। এব্রাহিম বলিলেন, তথায় প্রেরিত পুরুষ লূত আছেন। দেবতারা বলিলেন যে, আমরা লূতকে সপরিবারে তথা হইতে বাহির করিয়া আনিব। (ত, হো,)

$ দয়াপ্রযুক্ত এব্রাহিম দেবতাদিগের সঙ্গে এরূপ বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, উক্ত জাতিকে শাস্তিদানে বিলম্ব করা হয়, হয়তো অনুতাপ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। (ত, হো,)

হইল ও তাহাদের জন্য ক্ষুব্ধমনা হইল এবং বলিল, এই দিবস সুকঠিন*। ৭৭। এবং তাহার নিকটে তাহার সম্প্রদায় তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া উপস্থিত হইল, পূর্বে তাহারা দুষ্কর্ম সকল করিতেছিল, সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, ইহারা আমার কন্যা, ইহারা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধ, অতএব ঈশ্বরকে ভয় কর, আমার অভ্যাগতদিগের সম্বন্ধে তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করিও না, তোমাদের মধ্যে কি সুপথগামী পুরুষ নাই ?† ৭৮। তাহারা বলিল, "সত্য-সত্যই তুমি জানিয়াছ যে, তোমার কন্যাগণের প্রতি আমাদিগের কোন স্বত্ব নাই এবং আমরা যাহা চাহিতেছি নিশ্চয় তুমি তাহা জানিতেছ"। ৭৯। সে বলিল, "যদি তোমাদের প্রতি আমার ক্ষমতা থাকিত, অথবা আমি দৃঢ়স্তম্ভ আশ্রয় করিতে পারিতাম" (তবে যাহা করিবার করিতাম)। ৮০। (স্বর্গীয় দূতগণ) বলিল, "হে লূত, নিশ্চয় আমরা

* দেবতাগণ এব্রাহিমকে বিদায় দান করিয়া মওতফকাত প্রদেশে উপনীত হন। সে দেশের চারিটি নগর ছিল। প্রত্যেক নগরে লক্ষ করবালধারী বীরপুরুষ ছিল। প্রধান নগরের নাম সদুম, সেই নগরে লূত বাস করিতেন। দেবতারা সেই নগরের অদূরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, লূত শস্যক্ষেত্রে কার্য করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহার নিকটে যাইয়া সেলাম করিলেন। লূত তাহাদিগের নিমিত্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিতে সঙ্কুচিত বলিয়া ক্ষুব্ধ হন নাই, তাঁহারা অতিশয় সৌম্যমূর্তি ও মনোহর কান্তি, এদিকে লোক সকল নির্ভীক দুরাচার, তাহা ভাবিয়াই তিনি দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর স্বর্গীয় দূতদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যে পর্যন্ত লূত স্বীয় সম্প্রদায়ের দুষ্ক্রিয়া বিষয়ে চারি বার সাক্ষ্য দান না করে সে পর্যন্ত তাহাদিগকে বিনাশ করিবে না। লূত অভ্যাগতদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "আপনারা কি এই নগরবাসীদিগের বৃত্তান্ত ও আচরণ অবগত নহেন?" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদের কিরূপ আচরণ?" লূত, সেই ঘৃণিত আচরণের কথা বলিতে লজ্জিত হইলেন, অগত্যা বলিলেন, "এ নগরের লোক অত্যন্ত জঘন্যচরিত্র, পৃথিবীর কোন জাতি এরূপ নহে, ইহারা পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করে।" তখন জেব্রিল মেকাইলকে বলিলেন, "এই এক সাক্ষ্য হইল।" অনন্তর লূত তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নগরের দিকে গমন করিলেন। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া পুনরায় সেই কথা বলিলেন, নগরে প্রবেশ করিয়া আবার তাহার উল্লেখ করিলেন, এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার পুনরুক্তি করিলেন। চারিবার সাক্ষ্য দান হইল। তখন কোন কোন লোকে লূতের গৃহাগত অতিথিদিগকে দেখিয়া অপর লোকদিগকে সংবাদ দান করিল, অথবা লূতের ভার্যা যে ধর্ম-বিরোধিনী ছিল সংবাদ পাঠাইল। সুশ্রী যুবকগণ লূতের গৃহে অতিথি হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া লোক সকল তথায় দৌড়িয়া আসিল। লূত বলিলেন, "দেখ আমার কন্যা সকল বিশুদ্ধ, ইহাদিগকে বিবাহ কর।" মহাপুরুষ লূত অতিশয় ঔদার্য, দয়া ও স্নেহগুণে আপন কন্যাগণকে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ফলতঃ কন্যাস্থলে নগরের সাধারণ নারিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কেন না প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তক সেই প্রকাশ ও শিক্ষাদান-জন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের পিতাস্বরূপ। অর্থাৎ তোমরা নারীদিগকে ভার্যারূপে গ্রহণ কর, ইহা তোমাদের জন্য বৈধ। (ত, হো,)

তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমার প্রতি কখনও ইহারা পঁহুছিতে পারিবে না, অনন্তর তুমি রজনীর একভাগে তোমার স্বগণদিগকে লইয়া চলিয়া যাও, তোমার ভার্যার প্রতি ভিন্ন তোমাদের কেহ যেন ফিরিয়া না চায়, তাহাদের প্রতি যাহা সংঘটিত হইবে নিশ্চয় উহা তাহার প্রতিও সংঘটনীয়, সত্যই তাহাদিগের নির্ধারিত কাল প্রাতঃকাল, প্রাতঃকাল কি নিকটে নয় ?* ৮১। যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল, তখন আমি তাহার (সেই নগরের) উন্নতিকে তাহার অবনতি করিলাম, এবং তদুপরি মৃৎকঙ্করময় পরস্পর সংযুক্ত প্রস্তর সকল বর্ষণ করিলাম† । ৮২ ।+ (ইহা) তোমার প্রতিপালকের নিকটে চিহ্নীকৃত হইয়াছে এবং ইহা অত্যাচারিগণ হইতে দূরে নহে‡ । ৮৩ । (র, ৭, আ, ২০)

এবং আমি ময়দন জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোঅয়বকে (পাঠাইয়াছিলাম,) সে বলিয়াছিল যে, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা পরমেশ্বরকে অর্চনা কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন উপাস্য নাই, তুল ও পরিমাণকে ন্যূন করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সম্পদশালী দেখিতেছি, এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আবেষ্টনকারী দিনের শাস্তিকে ভয় করিতেছি।$ ৮৪। এবং হে আমার সম্প্রদায়, ন্যায়ানুসারে

* মহাপুরুষ লূত গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই সকল দুরাত্মা পুরুষ দ্বারের বাহিরে থাকিয়া তাহার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল। তাহারা প্রাচীর ভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভয়াকুল হন। মনুষ্যরূপধারী দেবগণ তাঁহাকে ভীত ও বিষণ্ণ দেখিয়া সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন যে, "আমরা পরমেশ্বরের প্রেরিত, ইহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, ভয় পাইও না, তাহারা তোমার কিছুই হানি করিতে পারিবে না।" পরে স্বর্গীয় দূত দ্বারা তাহারা অন্ধ হইয়া যায় এবং লূতের গৃহাগত অতিথি সকল ঐন্দ্রজালিক এই বলিয়া সকলে দৌড়িয়া পলায়ন করে। জেব্রিল লূতকে বলিলেন যে, "রাত্রির কিয়ৎক্ষণ গত হইলে তুমি আত্মীয় স্বজনগণ সহ প্রস্থান করিবে; তাহাদের প্রতি যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তোমার ভার্যা ধর্মদ্রোহিণী বলিয়া তাহার প্রতিও ঘটিবে"। লূত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন সেই বিপদ উপস্থিত হইবে ? তাহাতে জেব্রিল বলেন, প্রাতঃকালে ঘটিবে। (ত, হো,)

† মহাবাত্যায় নগর সকলের উচ্চভূমি নিম্নভূমিতে পরিণত হয়, পরে তদুপরি কঙ্কর বর্ষণ হইয়াছিল। (ত, হো,)

‡ সেই সকল প্রস্তর খণ্ড কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণের রেখায় অঙ্কিত ছিল। জাদোলমসিরে উক্ত হইয়াছে যে, সেই উপলখণ্ড সকলের কোনটি শ্বেতবর্ণ ও তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের বিন্দু সকল ছিল, কোনটি কৃষ্ণবর্ণ ও তন্মধ্যে শুভ্রবর্ণের বিন্দু সকল ছিল। কেহ বলেন, সেই সকল প্রস্তর কলসের ন্যায় বৃহৎ ছিল, কেহ বলেন তদপেক্ষা বৃহৎ ছিল। এ-সম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন অনেক প্রকার অদ্ভুত প্রবাদ বাক্য আছে। "ইহা অত্যাচারিগণ হইতে দূরে নহে" অর্থাৎ এ-সকল প্রস্তর অত্যাচারীদিগকে শাস্তিদান করিবার জন্য তাহাদের উপর বর্ষিত হইবার উপযুক্ত। (ত, হো,)

$ আমি তাহাদিগকে ধনী দেখিতেছি, তোমরা দুঃখী-দরিদ্র নও যে, পরিমাণে ও তুলে লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করা তোমাদের আবশ্যক হইবে, বরং আপন সম্পত্তি হইতে তোমাদিগকে কিছু দান করা উচিত। আমি তোমাদের প্রতি

তুল ও পরিমাণকে পূর্ণ কর, লোকদিগকে তাহাদের (প্রাপ্য) বস্তু সকল অল্প দিও না, উপদ্রবকারী হইয়া পৃথিবীতে অহিতাচরণ করিও না। ৮৫। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ঈশ্বরের রক্ষিত (লভ্য) তোমাদের জন্য উত্তম, আমি তোমাদের সম্বন্ধে রক্ষক নহি"। ৮৬। তাহারা বলিল, "হে শোআয়ব, তোমার উপাস্য কি তোমাকে আদেশ করিতেছে যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ যাহাকে অর্চনা করিয়াছে আমরা তাহাকে অথবা আমাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা আমরা চাহিতেছি তাহা পরিত্যাগ করি? নিশ্চয় তুমি গম্ভীর বিজ্ঞ"। ৮৭। সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনে স্থিতি করিয়া থাকি, এবং তিনি স্বতঃ উৎকৃষ্ট উপজীবিকারূপে উপজীবিকা আমাকে দিয়া থাকেন তোমরা কি দেখিলে যে, (এ অবস্থায়) প্রত্যাদেশের অন্যথাচরণ করা আমার উচিত* ? আমি ইচ্ছা করি না যে, যে বিষয়ে তোমাদিগকে বারণ করিতেছি তৎসম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করি, এবং যতদূর পারি শুভাচরণ করিব বৈ ইচ্ছা করি না, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বৈ আমার যোগ নাই, তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করি ও তাঁহার দিকে আমি প্রত্যাগমন করি। ৮৮। এবং হে আমার মণ্ডলী, নূহীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বা হূদীয় সম্প্রদায়ের প্রতি কিম্বা সালেহীয় সম্প্রদায়ের প্রতি যাহা ঘটিয়াছে তাহা তোমাদের প্রতি সংঘটিত হয়, আমার বিপক্ষতা তোমাদের সম্বন্ধে তৎ-কারণ না হউক, এবং লূতীয় সম্প্রদায় তোমাদিগ হইতে দূরে নহে। ৮৯। এবং তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর তৎপর তাঁহার দিকে ফিরিয়া আইস, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক দয়ালু প্রেমিক"। ৯০। তাহারা বলিল, "হে শোয়েব, তুমি যাহা বলিতেছ তাহার অধিকাংশ আমরা বুঝিতেছি না, এবং সত্যই আমাদের মধ্যে তোমাকে আমরা দুর্বল দেখিতেছি এবং যদি তোমার স্বগণ না থাকিত তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাহত করিতাম, তুমি আমাদের মধ্যে গৌরবান্বিত নও"+। ৯১। সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, আমার স্বগণ কি তোমাদের নিকটে ঈশ্বর অপেক্ষা প্রিয়তর? তোমরা তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) স্বীয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে গ্রহণ করিয়াছ, সত্যই আমার প্রতিপালক তোমরা যাহা করিতেছ তাহার আবেষ্টনকারী। ৯২। এবং হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বভূমিতে কার্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কার্যকারক, সত্বর তোমরা জানিতে পাইবে সে কোন ব্যক্তি যে তাহার নিকটে

আবেষ্টনকারী দিনের শাস্তিকে ভয় করি, ইহার অর্থ এই যে, সেই পুনরুত্থানের দিনে যে শাস্তি তোমাদিগকে ঘেরিবে তাহা হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারিবে না, তাহাই ভাবিতেছি। (ত, হো,)

* অর্থাৎ যদি আমি তত্ত্বজ্ঞান ও স্বর্গীয় নির্দশন প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং যদি আমাকে উত্তম উপজীবিকা অর্থাৎ প্রেরিতত্ব ও সংবাদবাহকত্ব ও বৈধ সামগ্রী ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সৌভাগ্য পরমেশ্বর আপনা হইতে প্রদান করিয়া থাকেন, এমন অবস্থায় কি প্রত্যাদেশের অন্যথাচরণ করা আমার উচিত? (ত, হো,)

+ বুদ্ধি ক্ষীণ ও চিন্তাশক্তি দুর্বল বলিয়া অথবা শত্রুতাবশতঃ তাহারা সেই সকল কথার মর্ম বুঝিতে পারে নাই। প্রেরিত-পুরুষের উক্তি না বুঝিবার কারণ এই বটে। "যদি তোমার স্বগণ না থাকিত তবে নিশ্চয় তোমাকে প্রস্তরাহত করিতাম" অর্থাৎ তোমার জ্ঞাতি-কুটুম্ব আমাদের ধর্মে আছে, তাহাদিগকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি, তাহা না হইলে তোমাকে হত্যা করিতাম। (ত, হো,)

তাহাতে লাঞ্ছিত করিতে শাস্তি উপস্থিত হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি মিথ্যবাদী, এবং তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারী"। ৯৩। এবং যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইল তখন আমি শোঅয়বকে ও যাহারা তাহাদের সঙ্গে বিশ্বাসী হইয়াছিল তাহাদিগকে আপন দয়াতে রক্ষা করিলাম, এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদিগকে মহাশব্দ আক্রমণ করিল, অনন্তর তাহারা স্বীয় গৃহে অধোমুখে (মৃত) হইয়া প্রাতঃকাল করিল। ৯৪।+ যেন, তাহারা সেই স্থানে কখনও ছিল না, জানিও, যেমন সমুদ্র বহিষ্কৃত হইয়াছিল তদ্রূপ মদয়নদিগের জন্য বহিষ্কৃতি। ৯৫। (র, ৮, আ, ১২)

এবং সত্য-সত্যই আমি স্বীয় নিদর্শন ও উজ্জ্বল অলৌকিকতাসহ মুসাকে ফেরওণ ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে তাহারা ফেরওণের আজ্ঞার অনুসরণ করিয়াছিল, ফেরওণের আদেশ সত্য পথে ছিল না। ৯৬+৯৭। পুনরুত্থানের দিবসে সে আপন দলের অগ্রগামী হইবে অনন্তর তাহাদিগকে অগ্নিতে আনয়ন করিবে, সেই উপস্থিতির ভূমি কুৎসিৎ ভূমি। ৯৮। এবং ইহলোকে ও পুনরুত্থানের দিবসে অভিসম্পাত তাহাদের অনুসরণ করিল, সেই প্রদত্ত (অভিসম্পাত) কুৎসিত দান। ৯৯। ইহাই গ্রাম সকলের কতক সংবাদ যাহা তোমার নিকটে বর্ণন করিতেছি, তাহার কোনটি প্রতিষ্ঠিত কোনটি উন্মূলিত*। ১০০। তাহাদিগের প্রতি আমি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, অনন্তর যখন তোমার প্রতিপালকের (শাস্তির) আজ্ঞা উপস্থিত হইল ঈশ্বর ভিন্ন যাহাদিগকে তাহারা আহ্বান করিতেছিল তাহাদের সেই উপাস্যগণ তখন তাহাদের হইতে কিছু নিবারণ করিল না, এবং তাহারা তাহাদের বিনাশ ভিন্ন (কিছুই) বৃদ্ধি করে নাই। ১০১। এবং যখন তিনি গ্রাম সকল আক্রমণ করেন এদিকে তাহা অত্যাচারী, তখন এই প্রকার তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ হয়, নিশ্চয় তাহার আক্রমণ কঠিন দুঃখজনক। ১০২। নিশ্চয় যে ব্যক্তি অন্তিম দণ্ডকে ভয় করিয়াছে তাহার জন্য ইহাতে একান্ত নিদর্শন আছে, এই এক দিন যে, তজ্জন্য মনুষ্য একত্রীকৃত হইবে ও এই একদিন যে (সমুদায়) উপস্থিতিকৃত হইবে। ১০৩। আমি এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈ তাহা স্থগিত রাখি না। ১০৪। যে দিন আসিবে তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহার আদেশ ভিন্ন কথা কহিবে না, অনন্তর তাহাদের মধ্যে কেহ ভাগ্যহীন ও কেহ ভাগ্যবান হইবে। ১০৫। কিন্তু যাহারা ভাগ্যহীন হইল, তৎপর তাহারা অগ্নিতে রহিল, তথায় তাহাদের জন্য উচ্চানুচ্চ আর্তনাদ হইল। ১০৬। তোমার প্রতিপালকের (অন্য) ইচ্ছা হওয়া ব্যতীত যে পর্যন্ত স্বর্গ ও পৃথিবীর স্থিতি সে পর্যন্ত তথায় তাহারা নিত্যস্থায়ী, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন তাহার সম্পাদক। ১০৭। কিন্তু যাহারা ভাগ্যবান

* সেই গ্রাম সকলের কোন কোনটি অবশিষ্ট আছে, তাহাতে লোকের বসতি আছে ও শস্যাদি হইতেছে, এবং কোন কোন গ্রামের শস্যাদি উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। (ত, হো,)

† ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে দণ্ডের পরিবর্তন করিয়া অগ্নিদণ্ডের স্থলে ভয়ানক শৈত্য দণ্ড অথবা অন্য কোন প্রকার দণ্ড বিধান করিতে পারেন নরকে নানা প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা আছে। ধর্মদ্রোহিগণ চিরকাল নরকে থাকিবে, কিন্তু সর্বদা একবিধ শাস্তি যে সকলেই ভোগ করিবে তাহা নহে। যে অগ্নিদণ্ড ভোগ করিয়াছে, পরে তাহার জন্য শৈত্য দণ্ড হইতে পারে। কেয়ামতের পর এই আকাশ ও

পরে তাহারা স্বর্গোদ্যানে থাকিবে, তোমার প্রতিপালকের (অন্য) ইচ্ছা হওয়া ব্যতীত যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি সে পর্যন্ত তাহারা তথায় নিত্যস্থায়ী, (তাঁহার) অবিছিন্ন দান হইবে। ১০৮। অনন্তর ইহারা যাহাকে অর্চনা করে তৎপ্রতি তুমি নিঃসন্দেহ হইও, ইহাদের পূর্বে হইতে ইহাদের পিতৃপুরুষগণ যেরূপ অর্চনা করিত ইহারা তদ্রূপ বৈ অর্চনা করিতেছে না, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের লভ্যাংশ অক্ষতভাবে তাহাদিগকে সম্যক্ দিয়া থাকি।" ১০৯। (র, ৯ আ, ১৪)

সত্য-সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনন্তর তাহাতে পরিবর্তন করা হইয়াছে, এবং যদি তোমার প্রতিপালকের এক বাক্য যে পূর্বে হইয়াছে তাহা না হইত তবে অবশ্য তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করা যাইত, সত্যই তাহারা ইহার সম্বন্ধে অস্থিরতাজনক সন্দেহের মধ্যে আছে*। ১১০। এবং নিশ্চয় যখন (সমুত্থাপিত হইবে) তখন তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের কার্য সকলের (বিনিময়) সম্যক্ দান করিবেন, তাহারা যাহা করিতেছে নিশ্চয় তিনি তাহার জ্ঞাতা। ১১১। অতএব তুমি (হে মোহম্মদ,) যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছ (তাহাতে) স্থির থাক ও তোমার সঙ্গে যাহারা প্রত্যাবর্তিত আছে (স্থির থাকুক,) এবং তোমরা (হে বিশ্বাসিগণ), অবাধ্য হইও না, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ তিনি তাহার দ্রষ্টা। ১১২। এবং যাহারা অন্যায় করিয়াছে তাহাদের প্রতি তোমরা অনুরাগী হইও না, তবে অগ্নি তোমাদিগকে গ্রাস করিবে, এবং ঈশ্বর ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন বন্ধু নাই, পরে তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ১১৩। এবং দিবার দুইভাগে ও রজনীর কিছুকাল উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিশ্চয় কল্যাণ সকল অকল্যাণ সকলকে দূর করে, উপদেশ গ্রহীতাদিগের জন্য ইহাই উপদেশ। ১১৪। এবং ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারীদিগের পুরস্কার নষ্ট করেন না। ১১৫। অনন্তর গ্রাম সকলের তোমাদের পূর্ববর্তী জ্ঞানবান্দিগের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি রক্ষা করিয়াছি তাহাদিগের অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেন অন্যে পৃথিবীতে উপদ্রব নিবারণ করে নাই? অত্যাচারিগণ যাহার মধ্যে সুখ পাইয়াছে অনুসরণ করিয়াছে, তাহারা অপরাধী ছিল। ১১৬। এবং তোমার প্রতিপালক (এরূপ) নহেন যে, গ্রাম সকলকে তন্নিৎ বাসিগণ সাধুসত্বে অন্যায়পূর্বক বিনাশ করেন। ১১৭। এবং যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্য সমুদায় লোককে এক সম্প্রদায় করিতেন, যাহাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত (সকলে) সর্বদা বিরুদ্ধাচারী থাকিবে, ইহারই জন্য তাহাদিগকে তিনি সৃজন করিয়াছেন, এবং তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ হইল যে, অবশ্য আমি দৈত্য ও মনুষ্য সমুদায়ের দ্বারা নরকলোক পূর্ণ করিব। ১১৮+১১৯। এবং আমি তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) প্রেরিত-পুরুষদিগের সংবাদাবলী সমুদায় বর্ণন করিতেছি; এ বিষয় দ্বারা তোমার

পৃথিবী থাকিবে না, তৎপরিবর্তে অন্যরূপ আকাশ ও পৃথিবী হইবে। বস্তুতঃ এস্থলে আকাশ ও পৃথিবী অর্থে তাহাদের প্রকৃতিকে বুঝাইবে, আকৃতি নয়। অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও নিম্ন; মস্তকের উপরে যাহা, আরবীয় লোকেরা তাহাকে আকাশ এবং নিম্নে যাহা তাহাকে পৃথিবী বলে। যে পর্যন্ত ঊর্ধ্ব ও নিম্ন থাকিবে সে পর্যন্ত উক্ত পাপীরা নরকে বাস করিবে। (ত, হো,)

* "শাস্তিদানে বিলম্ব করা হইবে;" পূর্বে ঈশ্বরের এই প্রকার আদেশ হইয়াছে, তাহা না হইলে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করা যাইত, অর্থাৎ মুসায়ী

অন্তঃকরণ স্থির করিতেছি, এতন্মধ্যে তোমার প্রতি সত্য ও উপদেশ এবং বিশ্বাসীদিগের জন্য স্মরণীয় (বিষয়) উপস্থিত হইয়াছে। ১২০। তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বল যে, তোমরা আপন স্থলে কার্য কর, নিশ্চয় আমরাও কার্যকারক। ১২১। +এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও প্রতীক্ষাকারী। ১২২। এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর নিগূঢ় তত্ত্ব ঈশ্বরের জন্য এবং তাঁহার দিকে সমগ্র কার্যের প্রত্যাবর্তন, অতএব তাঁহাকে অর্চনা কর ও তাঁহার প্রতি নির্ভর কর, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক তোমার প্রতিপালক তাহা অজ্ঞাত নহেন। ১২৩। (র, ১০, আ, ১৪)

সূরা ইয়ুসোফ *

দ্বাদশ অধ্যায়

১১১ আয়াত, ১০ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

উজ্জ্বল গ্রন্থের এই সকল প্রবচন। ১। নিশ্চয় আমি তাহা আরব্য কোরআন রূপে অবতারণ করিয়াছি, ভরসা যে, তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে। ২। আমি তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) অত্যুৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা সকলের বর্ণনা করিতেছি, এই প্রকারে আমি তোমার প্রতি এই কোরআন প্রত্যাদেশ করিয়াছি, নিশ্চয় তুমি অজ্ঞদিগের অন্তর্গত ছিলে। ৩। যখন ইয়ুসোফ স্বীয় পিতাকে বলিল, "হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) একাদশ নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্য দর্শন করিয়াছি, তাহাদিগকে দেখিয়াছি যে, আমাকে নমস্কার করিতেছে"। ৪। (তখন) সে বলিল, "হে আমার পুত্র, তুমি স্বীয় ভ্রাতৃগণের নিকটে স্বীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিবৃত করিও না, তাহা হইলে তাহারা তোমার সম্বন্ধে কোন ছলে ছলনা করিবে, নিশ্চয় শয়তান মনুষ্যের জন্য স্পষ্ট শত্রু†। ৫। এই প্রকারে তোমার প্রতিপালক তোমাকে গ্রহণ করিবেন ও (স্বপ্ন) বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা তোমাকে শিক্ষা দিবেন, এবং তোমার প্রতি ও ইয়কুবের সন্তানগণের প্রতি আপন দান পূর্ণ করিবেন, যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষদ্বয় এব্রাহিম ও এস্হাকের

সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়া যাইত। নিশ্চয় কাফের লোকেরা ইহার প্রতি অর্থাৎ কোরআনের সত্যতার প্রতি সন্দেহ করিয়া অস্থির হইয়াছে। (ত, হো,)

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। "অলরা" এই সূরার ব্যবচ্ছেদক শব্দ। ইহার মর্ম গূঢ়, সংক্ষেপতঃ "অ" বর্ণের অর্থ আমি, "ল" এর অর্থ কোমল এবং "রা" এর অর্থ অনুগ্রহকারী। (ত, হো,)
পূর্বের দুই অধ্যায়েও ব্যবচ্ছেদক শব্দ "রা" স্থানে "অলরা" বুঝিতে হইবে।

† ইয়কুব জানিয়াছিলেন যে, ইয়ুসোফ উন্নতপদ লাভ করিবেন। ইয়ুসোফের একাদশ ভ্রাতা ছিল, তাহারা একাদশ নক্ষত্রস্থলে ইঙ্গিত হইয়াছে। পিতা-মাতা চন্দ্র-সূর্যের স্থলবর্তী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে ইয়ুসোফকে সম্মান করিতেছেন, স্বপ্নের ভাব এই। ইয়কুব ভাবিলেন যে, এ বিষয় ইয়ুসোফের ভ্রাতৃগণ শ্রবণ করিলে তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিবে। (ত, হো,)

প্রতি তাহা পূর্ণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জ্ঞাতা ও নিপুণ"। ৬।
(র, ১, আ, ৬)

সত্য-সত্যই ইয়ুসোফ ও তাহার ভ্রাতৃবর্গে জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদর্শন সকল ছিল *। ৭। স্মরণ কর, যখন তাহারা (পরস্পর) বলিল যে, "অবশ্য ইয়ুসোফ ও তাঁহার (সহোদর) ভ্রাতা আমাদের পিতার নিকটে আমাদের অপেক্ষা প্রিয়তর, এদিকে আমরা বহুলোক, নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে আছেন †। ৮। + ইয়ুসোফকে বধ কর, অথবা তাহাকে কোন স্থলে নিক্ষেপ কর, তবে তোমাদের জন্য তোমাদের পিতার মনোযোগ মুক্ত হইবে, অতঃপর তোমরা এক উত্তম দল হইবে"। ৯। তাহাদের মধ্যে এক বক্তা বলিল, "ইয়ুসোফকে বধ করিও না, তাহাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যদি তোমরা এই কার্যের কারক তবে পথিকদিগের কেহ তাহাকে উঠাইয়া লইবে"। ১০। তাহারা বলিল, "হে আমাদের পিতা, তোমার কি হইল যে, আমাদিগকে ইয়ুসোফের সম্বন্ধে বিশ্বস্ত মনে করিতেছ না, সত্যই আমরা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী। ১১। কল্য তাহাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করিও, সে পর্যাপ্ত ভোগ করিবে ও ক্রীড়া করিবে, এবং একান্তই আমরা তাহার রক্ষক"। ১২। সে বলিল, "নিশ্চয় আমাকে দুঃখিত করিতেছে যে, তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে, আমি ভয় পাইতেছি যে, তাহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিবে, এবং তোমরা তৎপ্রতি উদাসীন থাকিবে"। ১৩। তাহারা বলিল, "আমরা বহুলোক সত্ত্বেও যদি তাহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করে, নিশ্চয় তখন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব ‡। ১৪। অনন্তর যখন তাহাকে লইয়া গেল তখন তাহাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করিতে স্থির করিল, এবং আমি তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে, অবশ্য তুমি তাহাদিগকে

* কথিত আছে যে, কোরেশগণ ইহুদিদিগকে বলিয়াছিল যে, "পরীক্ষা করিবার জন্য মোহম্মদকে কিছু প্রশ্ন করিব, কি প্রশ্ন করিব তোমরা তাহা বলিয়া দাও।" ইহুদিরা বলিল, "তোমরা যাইয়া জিজ্ঞাসা কর যে, "ইব্রাহিমের বাসস্থান শামদেশে ছিল, তাঁহার বংশোদ্ভব বনি-এস্রায়েল মেসরে কিরূপে উপস্থিত হইল যে, মেসরের রাজা ফেরওণের সঙ্গে তাহাদের বিবাদ সংঘটিত হয় ?" তাহাতেই এই সূরা অবতীর্ণ হইল। কোরেশগণ আপনাদের এক ভ্রাতা হজরত মোহম্মদের প্রতি ঈর্ষা করিয়া তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিয়াছিল, পরে পরমেশ্বর তাঁহার নিকটে তাহাদিগকে কৃপা-প্রার্থী করেন, এই প্রকার ইহুদীগণও ঈর্ষা করিয়া পতিত হয়। কোরেশগণ স্বীয় ভ্রাতাদিগকে স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়, পরে তাহাদেরই উন্নতি হয়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ আমরা যথাসময়ে কার্যে ব্যবহৃত হইব, আর ইয়ুসোফ ও তাহার ভ্রাতা শিশু বালক কোন কার্যে আসিবে না। ইয়ুসোফের একটি মাত্র সহোদর ভ্রাতা ছিল, অন্য সকলেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। (ত, ফা,)

‡ সত্যই আমরা যখন তাহাকে ব্যাঘ্রের মুখে সমর্পিত দেখিত, তখন আমাদের ক্ষতি হইবে। ইয়ুসোফের ভ্রাতৃবর্গ এইরূপ অনেক কথা বলিয়া একান্ত অনুরোধ করিল ও ইয়ুসোফও মাঠের শোভা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল, তাহাতে ইয়াকুব অগত্যা ভ্রাতৃগণের সঙ্গে তাহাকে বিদায় দানে সম্মত হইলেন। তিনি বেশ বিন্যাস করাইয়া দুঃখের সহিত ইয়ুসোফকে ভ্রাতাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। (ত, হো,)

তাহাদের এই কার্যের সংবাদ দান করিবে, এবং তাহারা চিনিবে না *। ১৫। তাহারা সন্ধ্যাকালে ক্রন্দন করিয়া আপন পিতার নিকটে উপস্থিত হইল। ১৬। +বলিল, "হে আমাদের পিতা, নিশ্চয় আমরা সকলে অগ্রসর হইব বলিয়া দৌড়াইয়াছিলাম, এবং ইয়ুসোফকে আমাদের বস্তুজাতের নিকটে রাখিয়াছিলাম, অনন্তর তাহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে, যদিচ আমরা সত্যবাদী তথাপি তুমি আমাদের সম্বন্ধে বিশ্বাসী নও"। ১৭। এবং তাহারা মিথ্যা শোণিতযুক্ত তাহার উপরের অঙ্গাবরণ উপস্থিত করিল, সে বলিল, "বরং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন এক কার্য প্রস্তুত করিয়াছে, অনন্তর (আমার কার্য উত্তম ধৈর্য,) এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত করিতেছ তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা গিয়াছে"। ১৮। এবং এক দল পথিক উপস্থিত হইল। অনন্তর তাহারা স্বীয় জল উত্তোলনকারীকে প্রেরণ করিল, পরে সে আপন জলপাত্র (সেই কূপে) নিক্ষেপ করিল, সে বলিল, "ও হে সুসংবাদ, হায়! এই এক বালক, এবং তাহারা তাহাকে মূলধন রূপে লুকাইয়া রাখিল, এবং তাহারা যাহা করিতেছিল ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা"। ১৯। তাহারা নির্দিষ্ট নিকৃষ্ট মুদ্রার মূল্যে তাহাকে বিক্রয় করিল, এবং তৎপ্রতি তাহারা বিরাগী ছিল। ১০। (র, ২, আ, ১৪)

* ইয়কুব প্রিয় পুত্র ইয়ুসোফকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য সন্তানদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহারা ইয়ুসোফকে সাদরে স্কন্ধে ধারণপূর্বক পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করে। ইয়াকুব দৃষ্টির অন্তরাল হইলে পর তাহারা ইয়ুসোফকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে ও দুর্বাক্য বলিতে থাকে, এবং "রে মিথ্যা স্বপ্নদর্শী বালক, যে সকল নক্ষত্র তোকে নমস্কার করিয়াছিল তাহারা এখন কোথায়? তাহারা আসিয়া আমাদের হস্ত হইতে অদ্য তোকে উদ্ধার করুক;" এরূপ বলে। ইয়ুসোফ বলিলেন, "ভাই সকল, একি ব্যাপার? একবার বৃদ্ধ পিতার বিষয় চিন্তা কর এবং আমাকে দুর্বল শিশু বলিয়া দয়া কর।" তাহারা তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে চপেটাঘাত করিল, এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল সেই সুকুমার শিশুকে কণ্টকাবৃত ভূমির উপর দিয়া টানিয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ করিয়া লইয়া চলিল। ইয়ুসোফের নিবাসভূমি কেনানের নয় মাইল অন্তর এক গভীর অন্ধকূপ ছিল, তাহারা ইয়ুসোফকে বন্ধন করিয়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল ও তাঁহার অঙ্গ বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া গেল। পরমেশ্বর স্বর্গদূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন, এবং বলিলেন যে, শীঘ্র তোমাকে উদ্ধার করিয়া উন্নত পদে স্থাপন করিব, পরে ভ্রাতৃগণ তোমার শরণাপন্ন হইবে, এবং তুমি তাহাদের দুর্ব্যবহারের কথা বলিবে ও তাহারা তোমাকে চিনিয়া উঠিতে পারিবে। (ত, হো,)

একদল মদয়নবাসী বণিক্ সেই কূপের নিকট দিয়া মেসরাভিমুখে যাইতেছিল, তাহারা জলান্বেষণে লোক পাঠায়। সেই লোক জল উত্তোলন করিবার জন্য দল্‌ভ নামক জলপাত্র বিশেষ রজ্জুযোগে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন ইয়ুসোফ সেই দল্‌ভে চড়িয়া বসেন। বণিকের ভৃত্য জল পাত্রকে অত্যন্ত ভরাক্রান্ত বোধ করিয়া ও তন্মধ্যে পরম রূপবান্ বালককে দেখিয়া উত্তোলনের সাহায্যের জন্য দলপতিকে আহ্বান করে। সেই দলপতির নাম বোশরা ছিল, এই শব্দে সুসংবাদকেও বুঝায়। ভ্রাতৃবর্গ তখন ইয়ুসোফকে দেখিয়া অবর ভাষায় ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিল যে, আমরা যাহা বলিব তাহার অন্যথা বলিলে তোমার

এবং মেসরের যে ব্যক্তি তাহাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে আপন স্ত্রীকে বলিল যে, "তাহার পদকে সম্মানিত করিও, সম্ভব যে, সে আমাদের উপকারে আসিবে, অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব ;" এবং এই প্রকারে আমি ইয়ুসোফকে সে দেশে স্থান দিলাম, তাহাতে স্বপ্ন বিবরণ সকলের তাৎপর্য তাহাকে শিক্ষা দান করি, ঈশ্বর আপন কার্যে ক্ষমতাশালী, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য জ্ঞাত নহে * । ২১ । এবং যখন সে স্বীয় যৌবনে উপস্থিত হইল তখন আমি তাহাকে প্রজ্ঞা ও বিদ্যা দান করিলাম, এবং এই প্রকারে আমি হিতকারীদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি ণ । ২২ । সে যাহার গৃহে ছিল সেই স্ত্রী তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য) তাহাকে কামনা করিল ও দ্বার সকল বন্ধ করিল, এবং বলিল, "এস, আমি তোমারই ;" সে বলিল, "আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি-

শিরশ্ছেদন করিব ।" তখন ইয়ুসোফ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহারা বণিক্ দলপতিকে বলিল, "এ বালক আমাদের ভৃত্য, এ বড় দুষ্ট ও অবাধ্য, ইহাকে তুমি অন্য দেশে লইয়া যাও, আমরা এই ভৃত্যকে তোমার নিকটে বিক্রয় করিতেছি ।" অতঃপর অতি সামান্য কয়েক মুদ্রায় তাহারা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায় । (ত, হো,)

* মেসরের আজিজ ইয়ুসোফকে ক্রয় করিয়াছিলেন । তখন তথাকার রাজার প্রধান কর্মচারীর আজিজ উপাধি হইত । আজিজ ইয়ুসোফকে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন দেখিয়া দাসত্বে নিযুক্ত না করিয়া স্বীয় কার্য-কর্মের প্রতিনিধি হইবার জন্য সন্তানভাবে রাখিয়াছিলেন । এইরূপে পরমেশ্বর সে দেশে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তাঁহারই উপলক্ষ্যে সমুদায় বনি-এস্রায়েলকে তথায় স্থাপন করিলেন । এই নির্ধারিত হইয়াছিল যে, ইয়ুসোফ প্রধান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে থাকিয়া রাজকৌশল অবগত ও রাজনীতিবিষয়ে সুশিক্ষিত হন । তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ চেষ্টা করিয়াছিল যে, তাঁহাকে দুর্দশাপন্ন করে, কিন্তু তিনি তাহাদিগের সেই দুশ্চেষ্টায় উন্নতপদ লাভ করেন, যেহেতু ঈশ্বর তাঁহার সহায় ছিলেন । (ত, ফা,)

বণিক্ তাঁহাকে মেসরে লইয়া আইসে । সেই সময়ে অলিদ অমলিকির পুত্র রয়াণ মেসরের রাজা ছিলেন । তিনি রাজ্যশাসনের ভার কতফির নামক মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । কতফিরেরই আজিজ উপাধি ছিল । যখন মদয়নের বণিক্‌দল মেসরে উপস্থিত হইল, তখন আজিজের অনুচরগণ তাহাদের নিকটে আসিয়া ইয়ুসোফকে দর্শন করে, তাহারা তাঁহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, এবং আজিজকে তদ্বিষয়ে জ্ঞাপন করে । জোলয়খা নাম্নী আজিজের এক পত্নী ছিলেন । বণিক্ ইয়ুসোফকে সুসজ্জিত করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করিলে বহু লোক ব্যাকুল হইয়া আপন ধন-সম্পত্তিসহ ক্রয় করিতে আইসে, পরে আজিজ প্রচুর অর্থদানে তাঁহাকে ক্রয় করেন, আজিজ অপুত্রক ছিলেন, তিনি ইয়ুসোফকে পুত্রস্থলে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি আদর-সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য স্বীয় ভার্যা জোলয়খাকে অনুরোধ করেন । (ত, হো,)

ণ "বিজ্ঞান ও বিদ্যা দান করিলাম" অর্থাৎ আমি তাহাকে দুরূহ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার বুদ্ধি ও ঈশ্বর-জ্ঞান প্রদান করিলাম । (ত, ফা,)

-পালক, তিনি আমার পদ উন্নত করিয়াছেন, সত্যই অন্যায়কারী উদ্ধার পায় না *। ২৩। সত্য-সত্যই সেই স্ত্রী তাহার প্রতি উদ্যত হইয়াছিল, এবং সে সেই স্ত্রীর প্রতি উদ্যত হইয়াছিল, সে যদি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন দর্শন করে এরূপ না হইত (তবে সে ব্যভিচার করিত,)† এই প্রকার (করিলাম,) যে তাহাতে তাহা হইতে মন্দভাব ও নির্লজ্জতা দূর করিলাম, নিশ্চয় সে আমার নির্বাচিত ভৃত্যদিগের অন্তর্গত ছিল। ২৪। উভয়ে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং নারী তাহার কামিজ পশ্চাদ্দিকে ছিন্ন করিয়াছিল, এবং উভয়ে আপন স্বামীকে দ্বারের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছিল, নারী বলিয়াছিল, "যে ব্যক্তি তোমার পরিবারের প্রতি মন্দ ইচ্ছা করে, কারারুদ্ধ হওয়া অথবা দুঃখজনক শাস্তি ব্যতীত (তাহার জন্য) বিনিময় কি"? ২৫। সে বলিয়াছিল, "এই নারী আমার জীবন হইতে আমার প্রার্থী হইয়াছে," এবং সেই স্ত্রীর স্বগণ সম্পর্কীয় এক সাক্ষী সাক্ষ্য দান করিল যে, যদি তাহার কামিজ সম্মুখভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে তবে নারী সত্য বলিয়াছে, এবং পুরুষ মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত ‡। ২৬। এবং যদি তাহার কামিজ পশ্চাদ্দিকে ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে নারী মিথ্যা বলিয়াছে, এবং সেই পুরুষ সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত। ২৭। অনন্তর যখন সে (আজিজ) তাহার কামিজকে পশ্চাদ্দিকে ছিন্ন দেখিল, বলিল যে, "ইহা তোমাদের নারিগণের চক্রান্ত, নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্ত প্রবল। ২৮। হে ইয়ুসোফ, তুমি ইহা হইতে নিবৃত্ত হও, এবং (হে জোলয়খা,) তুমি স্বীয়

* আজিজের পত্নী জোলয়খা ইয়ুসোফের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার দ্বারা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি সপ্ততল প্রাসাদের ভিতর, ইয়ুসোফকে লইয়া গিয়া সমুদায় দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইয়ুসোফ ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলেন, "তিনি আমাকে আজিজ দ্বারা উচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না"। (ত, হো,)

† সত্যই জোলয়খা ইয়ুসোফের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং ইয়ুসোফ জোলয়খাকে দূর করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিদর্শন প্রেরিতত্ব ও পবিত্রতা যে তাঁহার জীবনে ছিল যদি ইয়ুসোফ তাহা দেখিতে না পাইতেন তবে নিশ্চয় প্রলোভনে পড়িয়া দুষ্কর্ম করিতেন। (ত, হো,)

‡ ইয়ুসোফ আজিজকে বলিলেন যে, "জোলয়খা আমার দ্বারা দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, আমি সম্মত হই নাই, এবং পলায়ন করিতেছিলাম।" আজিজ বলিলেন, "এ-কথা যে সত্য আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব, কেহ কি এ বিষয় জ্ঞাত আছে?" ইয়ুসোফ বলিলেন, "সেই গৃহে চারি মাসের একটি শিশু ছিল, সে জোলয়খার মাতৃষ্বসার পুত্র, সেই শিশু আমার সাক্ষী।" এই কথা শুনিয়া আজিজ বলিলেন, যে শিশুর চারি মাস বয়ঃক্রম, সে কি জানে? এবং সে কেমন করিয়া কথা কহিবে? তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাস করিতেছ?" ইয়ুসোফ বলিলেন যে, "আমার পরমেশ্বর অনন্তশক্তিশালী, তিনি সেই শিশুকে বাক্‌শক্তিদান করিবেন, সে আমার নির্দোষিতা বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে।" এ কথা শুনিয়া আজিজ বালককে জিজ্ঞাসা করেন, বালক দৈব শক্তির প্রভাবে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং "যদি তাহার কামিজ সম্মুখভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে" ইত্যাদি কৌশলের কথা বলে। (ত, হো,)

অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমি অপরাধিনীদিগের অন্তর্গত।'' ২৯। (র, ৩, আ ৯)

এবং নগরে নারিগণ (পরস্পর) বলিল যে, ''আজিজের স্ত্রী স্বীয় যুবক (দাসকে) তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য) কামনা করিতেছে, নিশ্চয় তাহার প্রেম গাঢ় হইয়াছে, সত্যই আমরা তাহাকে স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি''। ৩০। অনন্তর যখন সে তাহাদের চাতুরী শ্রবণ করিল তখন তাহাদের নিকট (লোক) পাঠাইল, এবং তাহাদিগের জন্য এক সভার আয়োজন করিল, তাহাদের প্রত্যেককে, এক একটি ছুরিকা দান করিল ও বলিল, ''(হে ইয়ুসোফ,) তুমি ইহাদের নিকটে বাহির হও, অনন্তর যখন তাহারা তাহাকে দেখিল তখন তাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিল, এবং আপন আপন হস্ত ছেদন করিল, এবং বলিল, ''ঈশ্বরেরই পবিত্রতা, এ মনুষ্য নহে, এ দেবতা ভিন্ন নহে''*। ৩১। সে (জোলয়খা) বলিল, ''এই ব্যক্তিই যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ, সত্য-সত্যই আমি তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য) তাহাকে কামনা করিয়াছি, পরন্তু সে পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এবং আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে যদি তাহা না করে তবে অবশ্য কারারুদ্ধ করা যাইবে, এবং অবশ্য সে দুর্দশাপন্নদিগের অন্তর্গত হইবে†। ৩২। সে বলিল, ''হে আমার প্রতিপালক, তাহারা আমাকে যৎপ্রতি আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাবাস আমার নিকটে প্রিয়তর, এবং যদি তুমি আমা হইতে ইহাদের চক্রান্ত নিবৃত্ত না কর তবে আমি ইহাদের প্রতি উৎসুক হইব, এবং মূর্খদিগের অন্তর্গত হইব''। ৩৩। অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহার (প্রার্থনা) গ্রাহ্য করিলেন, অতঃপর তাহাদের চক্রান্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত করিলেন, তিনি নিশ্চয় শ্রোতা ও জ্ঞাতা‡। ৩৪। তৎপর তাহারা যে সকল নিদর্শন দেখিয়াছিল (তাহাতে বুঝিয়াছিল) যে অবশ্য সে কিয়ৎকাল তাহাকে কারারুদ্ধ করিবে, পরে তাহা তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইল। ৩৫। (র, ৪ ; আ, ৬)

এবং তাহার সঙ্গে দুই যুবক কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের একজন বলিয়াছিল, ''নিশ্চয় আমি আমাকে (স্বপ্নে) দেখিতেছি যে, আমি সুরা নিঃসরণ করিতেছি ;'' এবং দ্বিতীয় বলিল যে, ''নিশ্চয় আমাকে দেখিতেছি যে, আমি স্বীয় মস্তকের উপর রুটি বহন করিতেছি, তাহা হইতে পক্ষী ভক্ষণ করিতেছে, তুমি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা জ্ঞাপন কর, সত্যই আমরা তোমাকে হিতকারীদিগের

* জোলয়খা সভাস্থ নারীদিগকে ফল কাটিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য ছুরিকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইয়ুসোফকে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্যে এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আপন আপন হাত কাটিয়া ফেলিলেন। (ত, ফা,)

† জোলয়খা সেই নারীমণ্ডলীর সাক্ষাতে এই উদ্দেশ্যে এইরূপ বলেন যে, তাঁহারা ইয়ুসোফকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন, ও ইয়ুসোফও কারাগারের কথা শুনিয়া ভয় পাইবে। (ত, ফা,)

‡ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এইরূপ প্রার্থনা করাতেই ইয়ুসোফকে কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদের চক্রান্ত নিবৃত্ত করার প্রার্থনামাত্র গ্রাহ্য করিলেন। কারাভোগ যেন ইয়ুসোফের অদৃষ্টাধীন ছিল। (ত, ফা,)

অন্তর্গত দেখিতেছি"* । ৩৬ সে বলিল, "যে কোন খাদ্য তোমাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে তাহা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তোমাদিগকে আমার তাহা ব্যাখ্যা করা ব্যতীত তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে না, আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দান করিয়াছেন ইহা তাহার (অন্তর্গত,) যে সম্প্রদায় ঈশ্বরে ও পরলোক বিশ্বাসী নহে, আমি তাহাদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি,† তাহারা কাফের। ৩৭। এবং আমি আপন পিতৃ-পুরুষ এব্রাহিম ও এস্‌হাক ও ইয়কুবের ধর্মের অনুসরণ করিয়াছি, কোন বস্তুকে যে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিব, আমাদের নিমিত্ত তাহা নয়, আমাদের প্রতি ও মানবমণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হইতে ইহা হয়, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞ হয় না‡। ৩৮। হে কারা-গৃহের সঙ্গীদ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন বহু ঈশ্বর কি ভাল, না, পরাক্রান্ত এক ঈশ্বর (ভাল) ? ৩৯। তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কতকগুলি নামের অর্চনা বৈ করিতেছ না, তাহাদের নামকরণ তোমরা করিয়াছে ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণ (করিয়াছে,) পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি (নাম সকলের সভ্যতা বিষয়ে) কোন প্রমাণ প্রেরণ করেন নাই, ঈশ্বরের জন্য বৈ আজ্ঞা নাই, তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ব্যতীত অর্চনা করিব না, ইহাই সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না। ৪০। হে কারাগৃহের সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন কিন্তু অতঃপর স্বীয় প্রভুকে সুরা পান করাইবে, এবং অন্য জন কিন্তু পরে শূলেতে চড়িবে, তাহার মস্তক হইতে পক্ষী

---

* মেসরাধিপতি রয়ানের ইয়ুনা নামক একজন পানপাত্র-দাতা এবং মজ্‌বুত নামক একজন পাচক ছিল। খাদ্যের সঙ্গে তাহারা বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে এরূপ সন্দেহ হওয়াতে রয়াণ তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে ইয়ুসোফের সঙ্গেই তাহারা কারাগৃহে উপস্থিত হয়। ইয়ুসোফ কারাগারে বন্দীদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং তাহাদের স্বপ্ন সকলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেন। একদিন স্বপ্ন দর্শন করিয়াই হউক কিংবা স্বপ্ন না দেখিয়া ইয়ুসোফকে পরীক্ষা করিবার জন্য হউক, ইয়ুনা ও মজ্‌বুত ক্রমে দুই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে। (ত, হো,)

† ইয়ুসোফ তাহাদের স্বপ্নে, অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, "তোমাদিগকে যে খাদ্য জীবিকা স্বরূপ প্রদত্ত হয়, সেই খাদ্যের কিরূপ বর্ণ ও স্বাদ উহা তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আমি বলিতে সমর্থ"। তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা গণক বলিয়া স্থির করিল। তাহাতে ইয়ুসোফ বলিলেন যে, আমি সেরূপ ভবিষ্যদ্বক্তা নহি, এ বিষয় ঈশ্বর আমাকে প্রত্যাদেশ করেন ও শিক্ষা দেন, যে সকল লোক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে না, আমি তাহাদের দলভুক্ত নহি। (ত, হো,)

পরমেশ্বর কারাগৃহে এই কৌশল করিলেন যে, ইয়ুসোফের মন কাফেরদিগের অনুরক্ত হইল না, তাহাতে ঐশ্বরিক জ্ঞান তাঁহার অন্তরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি প্রথমতঃ ইচ্ছা করিলেন যে, সেই কারাবাসীদ্বয়কে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, পরে স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, এজন্য তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করেন যেন উতলা না হয়, বলেন যেন ভোজনের সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষা করে, তখন উহা বলিয়া দিব। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ আমাদের এই ধর্মেতে স্থিতি করা সমুদায় মনুষ্যের সম্বন্ধে কল্যাণ। (ত, ফা,)

(চক্ষু) ভক্ষণ করিবে, তোমরা তদ্বিষয়ে যাহা প্রশ্ন করিতেছ সেই কার্য নির্ধারিত হইয়াছে* । ৪১ । এবং উভয়ের মধ্যে সে (ইয়ুসোফ) যাহাকে মনে করিয়াছিল যে, সে মুক্তি পাইবে, তাহাকে বলিল, "তোমার প্রভুর নিকটে আমাকে স্মরণ করিও, অনন্তর শয়তান তাহাকে বিস্মৃত করিল যে স্বীয় প্রভুর নিকটে স্মরণ করে, পরে সে (ইয়ুসোফ) কারাগারে কয়েক বৎসর বাস করিল† । ৪২ । (র, ৫, আ, ৭)

এবং রাজা বলিল, "সত্যই আমি সাতটি স্থুলাকৃতি গো দেখিতেছি, তাহাদিগকে সাতটি কৃশ গো ভক্ষণ করিতেছে, এবং সাতটি শস্য সরস (দেখিতেছি,) অন্য সাতটি শুষ্ক, হে প্রধান পুরুষগণ, যদি তোমরা স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যাকারী হও তবে আমার স্বপ্নবিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর" । ৪৩ । তাহারা বলিল, "এই স্বপ্ন বিক্ষিপ্ত, এবং আমরা বিক্ষিপ্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা অবগত নহি" । ৪৪ । এবং সেই দুই জনের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছিল সে বলিল, এবং কিয়ৎকাল পর স্মরণ করিয়া বলিল, "আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সংবাদ দিব, অতএব তোমরা আমাকে প্রেরণ কর" । ৪৫ । (সে যাইয়া বলিল,) "হে ইয়ুসোফ, হে সত্যবাদিন, সাতটি স্থুলাকৃতি গোবিষয়ে যে তাহাদিগকে সাতটি কৃশাঙ্গ গো ভক্ষণ করিতেছে, এবং সাতটি শস্য সরস ও অপর (সাতটি) শুষ্ক, এ বিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর, তবে আমি লোকদিগের নিকটে ফিরিয়া যাই, সম্ভব যে তাহারা জ্ঞান পাইবে"‡ । ৪৬ । সে বলিল, "তোমরা সাত বৎসর যথারীতি শস্যক্ষেত্র করিবে, পরে তোমরা যাহা কর্তন করিবে অবশেষে তাহার শস্যেতে তাহা রাখিয়া দিবে, যাহা ভক্ষণ করিয়া থাক তাহা কিয়দংশ বৈ নহে$ । ৪৭ । পরিশেষে ইহার পর সাতটি কঠিন (বৎসর)

---

* ইয়ুসোফ বলিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাজাকে সুরাদান করিয়া থাকে তিন দিবস অন্তর সে কারামুক্ত হইয়া পুনর্বার স্বীয় পূর্ব পদে নিযুক্ত হইবে, শূলের উপর অন্য জনের প্রাণ দণ্ড হইবে, সে কিছুকাল তদবস্থায় শূলের উপর থাকিবে, পরে শিকারী পক্ষী তাহার চক্ষু খুলিয়া খাইবে । এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল যে, আমরা মিথ্যা কথা বলিয়াছি, বাস্তবিক তদ্রূপ স্বপ্ন দেখি নাই । তাহাতে ইয়ুসোফ বলিলেন, তোমরা যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ তদ্বিষয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞা স্থির হইয়া গিয়াছে । (ত হো,)

† তিন দিবস গত হইলে পাচকের দোষ প্রমাণিত হয়, রাজা তাহাকে শূলাস্ত্রে বধ করেন । শূলের উপর সে তদবস্থায় থাকে, পক্ষী তাহার চক্ষু উৎপাটন করে । এবং সুরাদাতা নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হয়, রাজা তাহাকে পূর্ব পদে নিযুক্ত করেন । সে স্বীয় পদ লাভ করিয়া ইয়ুসোফকে ভুলিয়া যায়, রাজার নিকটে আর তাঁহার নির্দোষিতার বিষয় উল্লেখ করে না । ইয়ুসোফ সাত বৎসর কেহ কেহ বলেন আদ্যোপান্ত বার বৎসর কারাগারে বন্দী থাকেন । (ত, হো,)

‡ "তাহারা জ্ঞান পাইবে" অর্থাৎ রাজপুরুষগণ স্বপ্নের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে, এবং তাহাতে তোমার বিজ্ঞতা ও নিপুণতা বুঝিতে পারিবে ও তোমাকে নিকটে আহ্বান করিবে । (ত, হো,)

$ সাতটি শস্যশালী বৎসর প্রথমোক্ত সাতটি স্থুলাকার গো, "তৎপর যাহা কর্তন করিবে তাহা শস্যেতে রাখিয়া দিবে", অর্থাৎ কর্তিত শস্যপুঞ্জকে তুষবিমুক্ত না করিয়া স্থাপিত করিবে । "যাহা ভক্ষণ করিয়া থাক তাহা কিয়দংশ বৈ নহে" অর্থাৎ কিয়দংশ শস্য তুষমুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবে । (ত, হো,)

আসিবে, তাহাদের জন্য পূর্বে তোমরা যাহা স্থাপন করিয়াছ তাহারা যাহা ভক্ষণ করিবে, তোমরা যাহা যত্নপূর্বক রাখিবে তাহা কিয়দংশ বৈ নহে* । ৪৮ । অবশেষে ইহার পর এক বৎসর আসিবে যে, তাহাতে লোক সকলের আর্তনাদ গৃহীত হইবে এবং তাহাতে (দ্রাক্ষারসাদি) নিঃসৃত হইবে"† । ৪৯ । (র, ৬, আ, ৭)

এবং রাজা বলিল, তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস" অনন্তর যখন প্রেরিত ব্যক্তি তাহার নিকটে আসিল তখন সে বলিল, "তুমি আপন প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাও, পরে তাহাকে প্রশ্ন কর যে, যাহারা স্ব-স্ব হস্ত ছেদন করিয়াছে সেই স্ত্রীলোক-দিগের কি অবস্থা ? নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাহাদের প্রতারণা অবগত" । ৫০ । সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যখন তোমরা ইয়ুসোফকে তাহার জীবন হইতে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে) কামনা করিয়াছিলে তখন তোমাদের কি ভাব ছিল" ? তাহারা বলিয়াছিল যে, "ঈশ্বরেরই পবিত্রতা ; আমরা তাহাতে কোন কুভাব দেখি নাই ;" আজিজের ভার্যা বলিয়াছিল, "এক্ষণ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমি তাহার জীবন হইতে তাহাকে (প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য) কামনা করিয়াছিলাম, নিশ্চয় সে সত্যাবাদীদের অন্তর্গত‡ । ৫১ । (ইয়ুসোফ বলিয়াছিল) ইহা এজন্য যে (আজিজ) যেন জ্ঞাত হন যে, নিশ্চয় আমি গোপনে তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, অপিচ (জ্ঞাত হন) যে, ঈশ্বর বিশ্বাসঘাতকদিগের প্রবঞ্চনাকে কুশলে পরিণত করে না$ । ৫২ । এবং আমি আপন জীবনকে শুদ্ধ বলিতেছি না, আমার

---

* সাতটি কঠিন বৎসর বা সাতটি দুর্ভিক্ষ বৎসর, উহা শেষোক্ত সাতটি কৃশাঙ্গ গো । "তাহাদের জন্য পূর্বে তোমরা যাহা স্থাপন করিয়াছ তাহা ভক্ষণ করিবে" অর্থাৎ এই সাত বৎসরের জন্য পূর্বে তোমরা যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ তখন তাহা ভক্ষণ করিবে । বীজের জন্য যত্নপূর্বক কিয়দংশ শস্যমাত্র রাখিয়া দিবে । পূর্বোক্ত সরস সাতটি শস্য, সাত বৎসরের উৎপন্ন শস্যরাশি এবং সাতটি শুষ্ক শস্য দগ্ধ দুর্ভিক্ষ বৎসরের জন্য সঞ্চিত শুষ্ক শস্যপুঞ্জ । (ত, হো,)

† সাতটি দুর্ভিক্ষ বৎসরের পর লোকের প্রার্থনা গৃহীত হইবে, অর্থাৎ পর্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে, প্রচুর শস্য জন্মিবে, দ্রাক্ষা, জয়ত প্রভৃতির রস, গো-ছাগাদির দুগ্ধ নিঃসৃত হইব । ইহা দ্বারা সুবৎসর বুঝায় । (ত, হো,)

‡ ইয়ুসোফ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, স্বীয় নির্দোষিতা রাজার নিকটে ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না । এই জন্যই তিনি তদ্রূপ প্রশ্ন করিয়া পাঠান । প্রেরিত ব্যক্তি রাজার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া ইয়ুসোফের নিবেদন জ্ঞাপন করিলে রাজা জোলয়খাসহ নারীদিগকে ডাকিয়া আনিলেন ও তাহাদের নিকটে ইয়ুসোফের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, নারিগণ ইয়ুসোফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দান করিল, এবং জোলয়খা আপন দোষ স্বীকার করিল । (ত, হো,)

$ রাজা ইয়ুসোফের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন যে, "মহিলাগণ আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছে তুমি এক্ষণ এস, তোমার সাক্ষাতে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিব ।" তাহাতে ইয়ুসোফ বলিলেন যে, "শাস্তি দান করা হয় ইহা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, আজিজ ইহা বুঝিতে পারেন এ জন্যই এরূপ প্রার্থনা করিয়াছি" । (ত, হো,)

প্রতিপালক যখন দয়া করেন সেই সময় ব্যতীত নিশ্চয় জীবন পাপবিষয়ে আজ্ঞাদাতা হয়, সত্যই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়ালু"। ৫৩। এবং রাজা বলিল, "তাহাকে আমার নিকটে উপস্থিত কর, আমি আপন জীবনের জন্য তাহাকে বিশেষত্ব দান করিব ;" অনন্তর যখন (রাজা) তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিল, তখন বলিল (হে ইয়ুসোফ,) "নিশ্চয় তুমি অদ্য আমাদের নিকটে পদস্থ বিশ্বস্ত"। ৫৪। সে বলিল, "ভূমির ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন, নিশ্চয় আমি সংরক্ষক ও বিজ্ঞ"। ৫৫। এইরূপে আমি সেই দেশে ইয়ুসোফকে স্থান দান করিলাম, সে সেই স্থানের যথা ইচ্ছা স্থান গ্রহণ করিতেছিল, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহার প্রতি আপন কৃপা প্রেরণ করিয়া থাকি, আমি সৎকর্মশীলদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করি না। ৫৬। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও তিতিক্ষু হইয়াছে তাহাদের জন্য অবশ্য পারলৌকিক পুরস্কার উত্তম*। ৫৭। (র, ৭, আ, ৮)

এবং ইয়ুসোফের ভ্রাতৃবর্গ উপস্থিত হইল, অবশেষে তাহারা তাহার নিকটে প্রবেশ করিল, তখন সে তাহাদিগকে চিনিল, এবং তাহারা তাহার সম্বন্ধে পরিচয় প্রাপ্ত হইল না†। ৫৮। এবং তাহাদের জন্য যখন সে

* এক্ষণ পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, যথা দুর্ভিক্ষনিপীড়িত হইয়া এব্রাহিমের সন্তানগণ শামদেশ হইতে মেসরে আগমন করে, এবং বিবৃত হইয়াছে যে, মহাত্মা ইয়ুসোফকে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া নির্বাসিত করিয়াছিল। পরে পরমেশ্বর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া একটি রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। হজরত মোহম্মদের সম্বন্ধেও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। (ত, হো,)

† ইয়ুসোফ রাজ্যসম্বন্ধীয় গুরুতর কার্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে কৃষিকর্মে মনোযোগ বিধানে আদর্শ করিলেন, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শস্যাগার সকল নির্মাণ করিলেন, সাত বৎসর যত শস্য উৎপন্ন হইল, প্রজাদের খাদ্যোপযোগী তাহাদিগকে প্রদান করিয়া তাহার অবশিষ্ট সমুদায় শস্যাগারে যত্নপূর্বক সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দুর্ভিক্ষ বৎসর উপস্থিত হইল, তখন মেসর এবং কেনানের অধিবাসীদিগের অত্যন্ত অন্নাভাব হয়। মেসরবাসিগণ ইয়ুসোফের আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি প্রথম বৎসর মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকটে শস্য বিক্রয় করেন, তাহাতে প্রজাদিগের সমুদায় মুদ্রা নিঃশেষিত হয়। দ্বিতীয় বৎসর অলঙ্কারাদির বিনিময়ে, তৃতীয় বৎসর দাস-দাসীদিগের বিনিময়ে, চতুর্থ বৎসর গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর বিনিময়ে, পঞ্চম বৎসর শস্যক্ষেত্রাদির বিনিময়ে, ষষ্ঠ বৎসর সন্তানাদির বিনিময়ে প্রজাদের নিকটে শস্য বিক্রয় করেন ; সপ্তম বৎসর সকলে অন্নের জন্য ইয়ুসোফের নিকটে দাসত্ব স্বীকার করে। ইয়ুসোফ মেসরাধিপতির নিকট এ বিষয় নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "এক্ষণ সমুদায় প্রজা ক্রীতদাস হইয়াছে, তাহাদের উপর তোমার সম্পূর্ণ আধিপত্য।" তখন ইয়ুসোফ রাজার সাক্ষাতে সকলকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করিলেন। তাহাদের টাকা-পয়সা ভূমি-সম্পত্তি পুত্র-কন্যা দাস-দাসী যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন সমুদায় ফিরাইয়া দিলেন। মেসরবাসীরা এক সময় ইয়ুসোফকে দাসরূপে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাঁহার দাসত্ববন্ধনে সকলকে বদ্ধ করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও কোনরূপ কুৎসা করিবার আর পথ রহিল না। পরন্তু কেনানেও মহা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, ইয়কুবের সন্তানগণ অন্নাভাবে

তাহাদের সামগ্রীর আয়োজন করিল তখন বলিল, "তোমরা তোমাদের পিতা হইতে (উৎপন্ন) আপন (বৈমাত্র) ভ্রাতাকে আমার নিকটে উপস্থিত কর, তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি (শস্যের) পরিমাণ পূর্ণ করিয়া দিতেছি, আমি আতিথ্যের শ্রেষ্ঠ* ? ৫৯। পরন্তু যদি তাহাকে আমার সমীপে আনয়ন না কর তবে আমার নিকটে তোমাদের জন্য (শস্যের) সেই পরিমাণ নাই ও তোমরা আমার নিকটবর্তী হইও না†। ৬০। তাহারা বলিল, "সত্বর আমরা তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতার নিকটে কথোপকথন করিতেছি এবং নিশ্চয় আমরা কার্যসম্পাদক"। ৬১। এবং সে স্বীয় যুবকদিগকে (দাসদিগকে) বলিল, "যখন তাহারা আপন স্বগণের নিকটে ফিরিয়া যাইবে, সম্ভবতঃ তাহারা ফিরিয়া আসিবে, তোমরা তাহাদের মূলধন তাহাদের দ্রব্যাধারে রাখিয়া দেও, যেন তাহারা তাহা চিনিয়া লয়"। ৬২। অনন্তর যখন তাহারা স্বীয় পিতার নিকটে ফিরিয়া আসিল তখন বলিল,

---

নিপীড়িত হইয়া পিতাকে বলিয়াছিল যে, মেসরাধিপতি অন্নদান করিয়া দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগেব প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, দীন-দরিদ্র ও পথিক লোকেরা তাঁহার নিকটে সাহায্য পাইতেছে, তুমি অনুমতি করিলে আমরা সেখানে যাইয়া অন্নক্লিষ্ট কেনান বাসীদিগের জন্য অন্ন আনয়ন করিতে পারি। ইয়কুব এ বিষয়ে সম্মতি দান করিলেন, মহাপুরুষ ইয়ুসোফের সহোদর ভ্রাতা বেনয়ামিন ব্যতীত অন্য দশ ভ্রাতা এক একটি উষ্ট্র ও কিছু মূলধন সঙ্গে করিয়া মেসরে যাত্রা করিল। বেনয়ামিনের জন্য শস্য আনয়ন করিতে একটি উষ্ট্র লইয়া গেল। চল্লিশ বৎসর অন্তে ইয়ুসোফের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়, এই দীর্ঘকালেব অদর্শন নিবন্ধন তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। (ত, হো,)

* ইয়ুসোফ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমবা কে? তোমাদিগকে গুপ্তচরের ন্যায় বোধ হইতেছে।" তাহারা বলিয়াছিল, "মহারাজ, ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা তাহা নহি, আমরা সকলে এক পিতার পুত্র, আমাদের পিতার নাম ইয়কুব ও তাঁহাব অপর নাম এস্রায়েল"। ইয়ুসোফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের পিতার কয়জন সন্তান?" তাহারা বলিল, "তাঁহার দ্বাদশ পুত্র ছিল, শৈশবাবস্থায় এক পুত্রকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে এবং একজনকে পিতা আপন সেবার জন্য নিকটে রাখিয়াছেন, আমরা দশ ভ্রাতা উপস্থিত হইয়াছি।" ইয়ুসোফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্থানে এমন কেহ আছে যে তোমাদিগকে চিনে?" তাহারা বলিল, "মেসরে এমন কেহই নাই যে, আমাদের পরিচয় রাখে"। তখন ইয়ুসোফ বলিলেন, "এক জন এখানে থাকিয়া তোমরা সকলে কেনানে প্রতিগমন কব, এবং উক্ত ভ্রাতাকে লইয়া আইস"। তদনুসারে শমুন নামক ব্যক্তি মেসরে স্থিতি করিল, গোধূম পুঞ্জসহ অপর ভ্রাতৃবর্গ কেনানে চলিয়া গেল। (ত, হো,)

† ইয়ুসোফ প্রত্যেক দশ ভ্রাতার জন্য এক একটি উষ্ট্রের বহনযোগ্য গোধূম নির্ধারিত করিয়াছিলেন, তাহারা গৃহস্থিত ভ্রাতার জন্যও সেই পরিমাণ গোধূম প্রার্থনা করিয়াছিল। ইয়ুসোফ বলিলেন, "আমি লোক সংখ্যানুসারে দান করিয়া থাকি, উষ্ট্রের সংখ্যানুসারে নয়।" কিন্তু তাহারা তাহা দান করিতে একান্ত অনুরোধ করে, তাহাতেই তিনি যদি তাহাকে আমার নিকট আনয়ন না কর" ইত্যাদি বলেন। (ত, হো,)

"হে আমাদের পিতা, আমাদের প্রতি (শস্যের) তুল বরা নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব আমাদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতাকে প্রেরণ কর, আমরা তুল করিয়া লইব এবং নিশ্চয় আমরা তাহার সংরক্ষক"। ৬৩। সে বলিল, "কিন্তু আমি পূর্বে যেরূপ ইহার ভ্রাতার সম্বন্ধে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম তদ্রূপ কি ইহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিব? অনন্তর ঈশ্বরই উত্তম রক্ষক এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু"। ৬৪। এবং যখন তাহারা স্বীয় দ্রব্যজাত উন্মুক্ত করিল তখন আপনাদের মূলধন আপনাদের প্রতি প্রত্যর্পিত প্রাপ্ত হইল, তাহারা বলিল, "হে আমাদের পিতা, আমরা কি চাহিতেছি? এই আমাদের মূলধন আমাদের প্রতি প্রত্যর্পিত হইয়াছে, আমরা আপন আত্মীয়দিগের জন্য খাদ্য আনয়ন করিব এবং স্বীয় ভ্রাতাকে রক্ষা করিব, এক উষ্ট্রের পরিমাণ অধিক আনিব, এই তুল (যাহা আনয়ন করিয়াছি) সামান্য"। ৬৫। সে বলিল, "যে পর্যন্ত তোমরা আমার নিকটে ঈশ্বরের (নামে) প্রতিজ্ঞা না কর যে, তোমরা আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত অবশ্য তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে, সে পর্যন্ত কখনও আমি তোমাদের সঙ্গে তাহাকে পাঠাইব না।" অনন্তর যখন তাহারা তাহাকে স্বীয় অঙ্গীকার দান করিল তখন সে বলিল, "আমরা যাহা বলি ঈশ্বর তৎপ্রতি দৃষ্টিকারক"। ৬৬। এবং বলিল, "হে আমার পুত্রগণ, এক দ্বার দিয়া তোমরা প্রবেশ করিও না, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও*, তোমাদিগ হইতে ঈশ্বরের কিছুই দূর করিতেছি না, ঈশ্বরের জন্য ব্যতীত কর্তৃত্ব নাই, তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করিয়াছি, অনন্তর নির্ভরকারীদিগের উচিত যে, তাঁহার প্রতি নির্ভর করে। ৬৭। এবং যে স্থান দিয়া তাহাদের পিতা তাহাদিগকে (প্রবেশ করিতে) আজ্ঞা করিয়াছিল যখন তাহারা সেই স্থান দিয়া প্রবেশ করিল, ইয়কুবের অন্তরে যে এক স্পৃহা নিহিত হইয়াছিল তদ্ব্যতীত তাহাদের হইতে ঈশ্বরের (বিধি) কিছুই অন্তর্হিত করে (এরূপ হইল না)† আমি যাহা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম সে বিষয়ের নিমিত্ত নিশ্চয় সে জ্ঞানবান ছিল, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য অবগত নহে। ৬৮। (র, ৮, আ, ১১)

এবং যখন তাহারা ইয়ুসোফের সন্নিধানে প্রবেশ করিল তখন সে আপনার সমীপে স্বীয় ভ্রাতাকে স্থান দান করিল, বলিল, "সত্যই আমি তোমার ভ্রাতা, অতএব তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য দুঃখিত হইও না"‡। ৬৯। অনন্তর

* অর্থাৎ তোমরা সকল ভ্রাতা একযোগে এক দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে না, তাহা হইলে তোমাদের রূপলাবণ্য ও দলবদ্ধ ভাব ও ঘটা দেখিয়া তোমাদের প্রতি লোকের কুদৃষ্টি পড়িবে না। (ত, হো,)

† ইয়কুবের অন্তরে সন্তানের জন্য এক স্পৃহা জন্মিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করেন। "তাহাদিগ হইতে ঈশ্বরের (বিধি) কিছু অন্তর্হিত করে (এরূপ) হইল না," অর্থাৎ ইয়কুবের অভিপ্রায়ানুসারে চলিয়াও তাহারা বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিল বরং বেনয়ামিনের প্রতি চুরি করার অপবাদ হয়, তাহাতে সমুদায় ভ্রাতাকে দুঃখিত হইতে হইয়াছিল। (ত, হো,)

‡ যখন ইয়কুবের সন্তানগণ ইয়ুসোফের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ইয়ুসোফ আবরণে আবৃত হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "তোমরা কে?" তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা কেনানিবাসী, আপন ভ্রাতাকে আনয়ন করিবার জন্য আপনি আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমরা বিশেষ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া তাহাকে পিতার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া

যখন সে তাহাদের জন্য তাহাদের সামগ্রীর আয়োজন করিল, তখন স্বীয় ভ্রাতার দ্রব্যাধারে একটি জলপাত্র রাখিয়া দিল, পরে নিনাদকারী নিনাদ করিল যে, "হে বণিক্-দল, নিশ্চয় তোমরা চোর"* । ৭০ । (ইয়কুবের সন্তানগন) তাহাদের নিকটে অগ্রসর হইল ও বলিল, "যাহা তোমরা হারাইয়াছ তাহা কি?" ৭১ । তাহারা বলিল, "আমরা রাজার পরিমাণপাত্র হারাইয়াছি এবং যাহাকে এক উষ্ট্রের ভার (শস্য দেওয়া যায়) তাহার জন্য উহা আনয়ন করা হয়" এবং (নিনাদকারী বলিল,) "আমি তদ্বিষয়ে প্রতিভূ" । ৭২ । তাহারা বলিল, 'ঈশ্বরের শপথ, সত্য-সত্যই তোমরা জানিতেছ যে, দেশে আমরা উপদ্রব করিতে আসি নাই এবং আমরা চোর নহি" । ৭৩ । সে বলিল, "যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে ইহার প্রতিফল কি হইবে?" ৭৪ । তাহারা বলিল, "তাহার বিনিময় (এই,) যাহার দ্রব্যাধারে তাহা পাওয়া যাইবে অনন্তর সে-ই তাহার বিনিময় ।" এইরূপে আমি অত্যাচারীদিগকে প্রতিফল দান করি । ৭৫ । অনন্তর (ইয়ুসোফ) আপন ভ্রাতার দ্রব্যাধার (অনুসন্ধান করার) পূর্বে তাহাদের দ্রব্যাধার (অনুসন্ধানে)

আসিয়াছি ।" অনন্তর ছয়খানা ভোজ্যপাত্র তাহাদের নিকটে স্থাপন করিয়া ইয়ুসোফ বলিলেন, "তোমরা এক পিতার ঔরসে এক মাতার গর্ভজাত দুই দুই জন ভ্রাতা এক এক ভোজ্যপাত্রে ভোজন কর ;" তদনুসারে তাহারা দুই জন করিয়া এক এক ভোজনপাত্রে বসিয়া গেল । বেনয়ামিন একাকী রহিল । সে ক্রন্দন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল । কিয়ৎক্ষণান্তর সে চৈতন্য লাভ করিলে, ইয়ুসোফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনানী যুবক, তোমার কি হইয়াছিল যে, সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলে?" তখন সে বলিল, "মহাশয়, যাহারা সহোদর ভ্রাতা তাহারা দুই জন করিয়া এক এক পাত্রে ভোজন করুক, আপনি এরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমার সহোদর ভ্রাতার নাম ইয়ুসোফ ছিল, তাঁহাকে স্মরণ হইল, মনে মনে ভাবিলাম যে, তিনি যদি আমার সঙ্গে এই ভোজনে যোগ দিতেন আমি একাকী খাইতাম না, ইহা ভাবিতে ভাবিতে অনুরাগানল অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাই আমার রোদন করার ও অচৈতন্য হওয়ার কারণ ।" ইয়ুসোফ বলিলেন, "এস, আমি তোমার ভাই হইয়া এক ভোজ্যপাত্রে ভোজন করি ।" অনন্তর স্থানান্তরে উভয়ে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, ইয়ুসোফ যবনিকার ভিতরে রহিলেন, তথা হইতে ভোজ্যপাত্রে হস্ত প্রসারণ করিলেন । বেনয়ামিন ইয়ুসোফের হস্ত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । ইয়ুসোফ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, "আমার ভ্রাতা ইয়ুসোফের হস্তের ন্যায় হস্ত দেখিতেছি, তাহাতেই আমার মনে এক ভাবের উদয় হইয়াছে ।" এই কথা শুনিয়া ইয়ুসোফ তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া বলিলেন যে, আমিই তোমার ভ্রাতা ইয়ুসোফ । (ত, হো,)

* সেই জলপাত্র মণিমুক্তা খচিত রৌপ্য বা স্বর্ণ নির্মিত ছিল, রাজা তদ্দ্বারা জল পান করিতেন । এই সময়ে খাদ্য সামগ্রীর সম্মান ও গৌরবের অনুরোধে তাহাকে পরিমাপক করা হইয়াছিল । সকল বণিক্ গোধূমাদি সহ নগরের বাহিরে চলিয়া গেলে, ইয়ুসোফের কতিপয় অনুচর তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় এবং একজন ডাকিয়া বলে তোমরা চোর । (ত, হো,)

রাজার স্বর্ণময় জলপাত্রকে পরে খাদ্য দ্রব্যাদির সম্মানার্থ পরিমাপকপাত্র করা হইয়াছিল । (ত, হো,)

প্রবৃত্ত হইল, অতঃপর তাহা স্বীয় ভ্রাতার দ্রব্যাধার হইতে বাহির করিল, এইরূপে আমি ইয়ুসোফের নিমিত্ত ছলনা করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছা হওয়া ব্যতীত স্বীয় ভ্রাতাকে যে রাজবিধিতে গ্রহণ করে (উচিত) হইল না, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে পদোন্নত করিয়া থাকি, সকল জ্ঞানবানের উপর একজন জ্ঞানবান্ আছেন* । ৭৬ । তাহারা বলিল, "যদি এ ব্যক্তি চুরি করিল তবে নিশ্চয় ইহার ভ্রাতা পূর্বে চুরি করিয়াছে, অতঃপর ইয়ুসোফ তাহা স্বীয় অন্তরে গুপ্ত রাখিল, এবং তাহাদের নিমিত্ত তাহা প্রকাশ করিল না, বলিল, "পদানুসারে তোমরা দুষ্ট, তোমরা যাহা বর্ণন করিতেছ ঈশ্বর তাহার উত্তম জ্ঞাতা"† । ৭৭ । তাহারা বলিল, "হে আজিজ, সত্যই মহাবৃদ্ধ ইহার এক পিতা আছে, অতএব তাহার স্থানে আমাদের একজনকে গ্রহণ কর, নিশ্চয় আমরা তোমাকে হিতকারীদিগের অন্তর্গত দেখিতেছি" । ৭৮ । সে বলিল, "যাহার নিকটে আমরা আপন দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাকে ব্যতীত (অন্য) ব্যক্তিকে কি গ্রহণ করিব ? ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, নিশ্চয় আমরা তখন অত্যাচারী হইব" । ৭৯ । (র, ৯, আ, ১১)

অনন্তর যখন তাহা হইতে তাহারা নিরাশ হইল তখন মন্ত্রণা করিতে একপ্রান্তে গেল, তাহাদের জ্যেষ্ঠ বলিল, "তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পূর্বে তোমরা ইয়ুসোফের সম্বন্ধে অপরাধ করিয়াছ ?" যে পর্যন্ত আমাকে আমার পিতা আদেশ না করেন অথবা ঈশ্বর আমাকে আজ্ঞা না করেন সে পর্যন্ত আমি এ স্থান ছাড়িব না, তিনিই শ্রেষ্ঠ আজ্ঞা প্রচারক । ৮০ । তোমরা তোমাদের পিতার নিকটে গমন কর, পরে তাঁহাকে বল যে, হে আমাদের পিতা, নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করিয়াছে, এবং আমরা যাহা জানিতেছিলাম তদ্ব্যতীত সাক্ষ্য দান করি নাই ও আমরা গুপ্ত বিষয়ের সাক্ষি নহি । ৮১ । এবং যে স্থানে আমরা ছিলাম সেই গ্রামকে প্রশ্ন কর ও যাহাদের প্রতি আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম সেই বণিক্‌দলকে (প্রশ্ন কর,) নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী"‡ । ৮২ । সে বলিল 'বরং তোমাদের জন্য তোমাদের অন্তর এক কার্য প্রস্তুত করিয়াছে. অনন্তর ধৈর্যই উত্তম, আশা যে পরমেশ্বর সকলকে একযোগে আমার

---

* অনন্তর বণিক্‌দিগকে ইয়ুসোফের অনুচরগণ নগরে ফিরাইয়া আনিল, তাহাদিগকে ইয়ুসোফের নিকটে উপস্থিত করিলে. তিনি লোকের সন্দেহ না হয় এই উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সহোদর ভ্রাতার দ্রব্যাধার অনুসন্ধান না করিয়া অন্য বণিক্‌দিগের দ্রব্যাধার অনুসন্ধান করেন । পরে সহোদর ভ্রাতার দ্রব্যাধার হইতে জলপাত্র বাহির করা হয় । রাজবিধিতে চোরের যে শাস্তি নির্ধারিত আছে, স্বীয় ভ্রাতাকে সেই শাস্তি দান করা ইয়ুসোফ উচিত বোধ করিলেন না । (ত, হো,)

† বণিকগণ বলিল, "যখন বেনয়ামিন চুরি করিল তখন ইহার ভ্রাতা ইয়ুসোফ যে চুরি করিয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুই আশ্চর্য নহে ।" কথিত আছে যে, ইয়ুসোফের মাতৃস্বসার গৃহে একটি কুক্কুট ছিল. একজন ভিক্ষুক দ্বারে উপস্থিত হয়, অন্য কেহ নিকটে ছিল না, ইয়ুসোফ সেই কুক্কুটটি ভিক্ষুককে দান করেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ তাঁহার প্রতি কুক্কুট চুরির অপবাদ দেয় । (ত, হো,)

‡ "সেই গ্রামকে প্রশ্ন কর" অর্থাৎ রাজধানীর লোকদিগকে প্রশ্ন কর । এবং মেসর হইতে কেনানাভিমুখে যাত্রা করিয়া যে সকল বণিকের সঙ্গে আসিয়া আমরা মিলিত হইয়াছিলাম তাহাদিগকে প্রশ্ন কর । সেই সকল বণিক্ কেনাননিবাসী ও ইয়কুবের প্রতিবেশী ছিল । (ত, হো,)

নিকটে উপস্থিত করিবেন, নিশ্চয় তিনি জ্ঞাতা ও নিপুণ*। ৮৩। এবং সে তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইল, এবং বলিল, "হায়! ইয়ুসোফের সম্বন্ধে আমার আক্ষেপ;" এদিকে শোকেতে তাহার চক্ষু শুভ্র হইয়া গিয়াছিল ও সে দুঃখপূর্ণ ছিল। ৮৪। তাহারা বলিল, "ঈশ্বরের শপথ, তুমি দিবারাত্রি ইয়ুসোফকে এতদূর পর্যন্ত স্মরণ করিতেছ যে, তাহাতে তুমি রোগগ্রস্ত হইবে, অথবা মৃত্যুগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইবে"। ৮৫। সে বলিল, "ঈশ্বরের নিকটে আমি আপন অস্থিরতা ও আপন শোকের কুৎসা করিতেছি এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তোমরা যাহা জানিতেছ না, ঈশ্বর দ্বারা তাহা আমি জ্ঞাত আছি। ৮৬। হে আমার পুত্রগণ, গমন কর, অনন্তর ইয়ুসোফ ও তাহার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর, এবং ঈশ্বরের কৃপায় নিরাশ হইও না, বাস্তবিক ধর্মদ্রোহী সম্প্রদায় ব্যতীত ঈশ্বরের কৃপায় নিরাশ হয় না†। ৮৭। অনন্তর যখন তাহারা তাহার নিকটে প্রবেশ করিল তখন বলিল, "হে আজিজ, আমাদের প্রতি ও আমাদিগের আত্মীয়দিগের প্রতি দুঃখের সঞ্চার হইয়াছে, এবং আমরা সামান্য মূলধন আনয়ন করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে (খাদ্যের) পরিমাণ পূর্ণ করিয়া দেও, আমাদের প্রতি সদকা কর, নিশ্চয় ঈশ্বর সদকাদাতাদিগকে পুরস্কার দান করেন‡। ৮৮। সে বলিল, "যখন তোমরা মূর্খ ছিলে তখন ইয়ুসোফের প্রতি ও তাহার ভ্রাতার প্রতি যাহা করিয়াছিলে তাহা কি জ্ঞাত

* ইয়কুবের সন্তানগণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিল; অথবা তাহার আজ্ঞানুসারে চতুর্থ ভ্রাতা ইহুদি কেনানে চলিয়া আইসে, এবং পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া ভ্রাতা যাহা বলিয়াছিল তাহা নিবেদন করে, তাহাতেই তিনি "বরং তোমাদের জন্য" ইত্যাদি বলেন। (ত, হো,)

† ইয়কুব মেসরাধিপতির নিকটে এই মর্মে পত্র লিখিয়াছিলেন, যথা—"আমি এসহাকের পুত্র এব্রাহীমের পৌত্র ইয়কুব, আমরা দুঃখ-বিপদে আশ্রিত। নেমরুদ আমার পিতামহকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া অগ্নিতে বিসর্জন করিয়াছিল, পরমেশ্বর তাঁহাকে উদ্ধার করেন। আমার পিতা এস্‌হাকের গলদেশে ছুরিকা অর্পিত হইয়াছিল, পরে ঈশ্বর তাঁহার বিনিময়ে এক মেষকে বলিরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার এক পুত্র ছিল, তাহাকে আমি সকল পুত্র অপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিতাম, তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে অরণ্যে লইয়া যায়, শোণিত-লিপ্ত বস্ত্র আমাকে অর্পণ করিয়া বলে যে, সেই ভ্রাতাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে। আমি তাহার বিচ্ছেদে এরূপ ক্রন্দন করিয়াছি যে, তাহাতে আমার চক্ষুর তারা শুভ্র হইয়া গিয়াছে। তাহার এক সহোদর ভ্রাতা ছিল, তদ্দ্বারা আমি সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলাম, আপনি তাহাকে চোর বলিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা ঈদৃশ বংশের লোক নহি যে, চুরি করিব, কিংবা আমাদের দ্বারা চুরি হইতে পারে। যদি আপনি সেই বালককে প্রত্যার্পণ করেন ভালই, নচেৎ এরূপ অভিসম্পাত করিব যে, আপনার সন্তানের প্রতি তাহা ফলিবে"। ইয়কুব এই প্রকার পত্র লিখিয়া সন্তানগণের নিকটে অর্পণ করেন, এবং তৈল কার্পাস ও পনির ইত্যাদি কিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্বার মেসরে পাঠাইয়া দেন। তাহারা তৎসহ ইয়ুসোফের নিকটে উপস্থিত হন। (ত, হো,)

‡ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দরিদ্রদিগকে যাহা দান করা হয় তাহাকে সদকা বলে।

আছ ?"* ৮৯। তাহারা বলিল, "সত্যই তুমি কি ইয়ুসোফ ?" সে বলিল, "আমিই ইয়ুসোফ এবং এই আমার এই ভ্রাতা, একান্তই পরমেশ্বর আমাদের প্রতি নিশ্চয় কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, বস্তুত যে ব্যক্তি ধর্মভীরু হয় ও ধৈর্য ধারণ করে, পরে ঈশ্বর সেই হিতকারীর পুরস্কার নষ্ট করেন না"। ৯০। তাহারা বলিল, "ঈশ্বরের শপথ, সত্য সত্যই ঈশ্বর আমাদের উপর তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম†। ৯১। সে বলিল, "অদ্য তোমাদের প্রতি অনুযোগ নাই, তোমাদিগকে পরমেশ্বর ক্ষমা করিবেন, তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। ৯২। তোমরা আমার এই কামিজ লইয়া যাও, পরে ইহা আমার পিতার মুখের উপর নিক্ষেপ কর, তিনি চক্ষুষ্মান হইবেন‡, এবং তোমরা আপন স্বগণ-দিগকে একযোগে আমার নিকটে আনয়ন কর। ৯৩।" (র, ১০, আ, ১৪)

এবং যখন সেই বণিকদল (মেসর হইতে) প্রস্থান করিল তখন তাহাদের পিতা বলিল, "যদি তোমরা আমাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট মনে না কর তবে নিশ্চয় আমি ইয়ুসোফের গন্ধ প্রাপ্ত হইতেছি$। ৯৪। (উপস্থিত লোকেরা) বলিল, "ঈশ্বরের শপথ, সত্যই তুমি স্বীয় পুরাতন ভ্রান্তিতে আছ"। ৯৫। অনন্তর যখন সুসংবাদদাতা উপস্থিত হইল তখন তাহার মুখের উপর তাহা নিক্ষেপ করিল, তৎপর সে চক্ষুষ্মান্ হইল। সে বলিল, "আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, তোমরা যাহা জানিতেছ না নিশ্চয় আমি ঈশ্বর দ্বারা তাহা জানিতেছি"। ৯৬। তাহারা বলিল, "হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য আমাদের অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা কর, সত্যই আমরা অপরাধী

* ইয়ুসোফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ইয়ুসোফকে যে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহার ভ্রাতা বেনয়ামিনের প্রতি কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিল তাহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তবে নিকৃষ্ট মনে করিয়া তাহার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিত, তাহার সঙ্গে সদ্ভাবে কথা কহিত না। (ত, হো,)

† কথিত আছে ভ্রাতৃগণ ইয়ুসোফকে চিনিয়াই সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, এবং তাহার পদচুম্বন করিয়াছিল। ইয়ুসোফ সিংহাসন হইতে নামিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন দান করেন। (ত, হো,)

‡ ঈশ্বরের নিকটে প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে, পুত্রবিচ্ছেদে ইয়কুবের চক্ষু দৃষ্টি-শক্তিহীন হইয়াছিল, পুত্রের শরীরের এক দ্রব্যের সংস্পর্শে দৃষ্টি লাভ হইল। মহাত্মা ইয়ুসোফের এই এক অদ্ভুত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। (ত, ফা,)

$ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহুদা বলিয়াছিল, "হে ইয়োসোফ, পূর্বে শোণিতলিপ্ত বস্ত্র পিতার নিকটে উপস্থিত করিয়াছিলাম, এক্ষণ তোমার গাত্রের কামিজ আমার প্রতি অর্পণ কর, আমি তাহা লইয়া যাইব ও পিতাকে প্রদান করিব, হয় তো ইহা পাইয়া তিনি সেই দুঃখ ভুলিয়া যাইবেন। তদনুসারে ইয়ুসোফ স্বীয় কামিজ তাহাকে প্রদান করেন। কথিত আছে যে, সেই কামিজ মহাপুরুষ এব্রাহিমের ছিল, স্বর্গীয় দূতের সাহায্যে ইয়ুসোফ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইয়ুসোফ সেই কামিজ এবং পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের আগমনের জন্য পাথেয় দ্রব্যজাত ইহুদার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহুদা ভ্রাতৃবর্গসহ মেসর হইতে কেনানে যাত্রা করিলে, ঈশ্বরের আদেশে সমীরণ সেই অঙ্গবস্ত্রের সৌরভ ইয়কুবের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্পণ করে। (ত, হো,)

হইয়াছি" ৯৭। সে বলিল, "অবশ্য আপন প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু" । ৯৮। অনন্তর যখন তাহারা ইয়ুসোফের নিকটে প্রবেশ করিল, তখন সে স্বীয় পিতা-মাতাকে আপন সন্নিধানে স্থান দান করিল, এবং বলিল, "যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন তবে তোমরা শান্তিযুক্ত হইয়া মেসরে প্রবেশ কর"*। ৯৯। এবং সে আপন পিতা ও মাতাকে সিংহাসনের উপর বসাইল, এবং তাহার উদ্দেশ্যে তাহারা নমস্কার করিয়া পতিত হইল, সে বলিল, "হে আমার পিতা, আমার পূর্বতন স্বপ্নের ইহাই ব্যাখ্যা, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাহা সত্য করিয়াছেন, এবং যখন আমাকে তিনি কারাগার হইতে বাহির করিলেন, নিশ্চয় তখন আমার প্রতি উপকার বিধান করিলেন, এবং অরণ্যে আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে শয়তান বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিল তাহার পর তথা হইতে তোমাদিগকে লইয়া আসিলেন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা করেন তৎপ্রতি কোমল ব্যবহারকারী হন, নিশ্চয় তিনি জ্ঞাতা ও নিপুণ✝। ১০০। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ, এবং বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা দিয়াছ, তুমি স্বর্গ ও ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও তুমি ইহলোক ও পরলোকে বন্ধু, আমাকে বিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুগ্রস্ত করিও, এবং সাধুদিগের সঙ্গে আমাকে মিলিত করিও।" ১০১। (হে মোহম্মদ,) ইহা অব্যক্ত সংবাদাবলী, আমি তোমার প্রতি ইহা প্রত্যাদেশ করিতেছি‡, এবং যখন তাহারা আপন কার্যের যোজনা করিয়াছিল, ও তাহারা ছলনা করিতেছিল তখন তুমি তাহাদের নিকটে ছিলে না। ১০২। এবং যদি তুমি বিশ্বাসী হইবার জন্য উত্তেজনা কর, অধিকাংশ লোক (তাহাতে সম্মত) নয়। ১০৩। তুমি তাহাদের নিকটে ইহার জন্য (কোরআন

---

* ইয়কুব যখন মেসরের নিকটবর্তী হইল তখন ইয়ুসোফ নরপতি রয়াণ ও প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী এবং সৈন্য-সামন্ত সহ পিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। ইয়কুব সন্তানগণসহ এক ক্ষুদ্র পর্বতে আরোহণ করিয়া লোকজনের ঘটা ও সৈন্যশ্রেণীদর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইয়ুসোফ পিতাকে দেখিয়াই যান হইতে অবতরণ করেন, ইয়কুবও পদব্রজে অগ্রসর হন। ইয়কুব ইয়ুসোফকে দেখিয়া মস্তক নত করিয়া সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করেন, এবং উভয়ে পরস্পর স্কন্ধ ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন। মেসরের নিকটবর্তী একস্থানে উচ্চ রাজপ্রাসাদ ছিল, ইয়ুসোফ সেই প্রাসাদে পিতা-মাতাসহ উপস্থিত হন। ইয়ুসোফের গর্ভধারিণী ছিলেন না, মাতৃস্বসাই জননীর স্থলবর্তিনী ছিলেন। সেই প্রাসাদে আসিয়া ইয়ুসোফ পিতাকে আলিঙ্গন দান, জননীকে ও ভ্রাতৃগণকে বিশেষভাবে সম্ভাষণ করিলেন। কেহ বলেন, চল্লিশ বৎসর পরে কেহ বলেন, ষাট বৎসর পরে ইয়ুসোফের সঙ্গে ইয়কুবের পুনর্মিলন হইয়াছিল। (ত, হো,)

✝ সুখ-সম্পদ পরমেশ্বরের কৃপায়, দুঃখ-বিপদ শয়তানের প্ররোচনায় হইয়া থাকে, এরূপ লিখিত হইল। পূর্বে মৃন্নির্মিত আদমকে অগ্নিসম্ভূত দেবতাগণ নমস্কার করিয়াছিলেন, এক্ষণ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ব্যতীত নমস্কার করার বিধি নাই, কিন্তু ইয়ুসোফের সময়ে এই রীতি প্রচলিত ছিল। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ তওরাতে ও পূর্বতন গ্রন্থ সকলে ইহার উল্লেখ নাই, ইহা নূতন ব্যক্ত হইল। (ত, ফা,)

প্রচারের জন্য) কোন পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ না, ইহা জগদ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ ব্যতীত নহে। ১০৪। (র, ১১, আ, ১১)

এবং আকাশে ও পৃথিবীতে (এমন) কত নিদর্শন আছে যাহার উপর তাহারা সঞ্চরণ করিতেছে, এবং তাহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইতেছে*। ১০৫। এবং তাহাদের অধিকাংশেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাহারা অংশী নির্ধারণকারী। ১০৬। অনন্তর তাহাদের নিকটে যে ঐশ্বরিক আবেষ্টনকারী দণ্ড আসিয়া পড়িবে, কিংবা অকস্মাৎ কেয়ামত তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইবে তাহা হইতে কি তাহারা নির্ভয় হইয়াছে ? বস্তুতঃ তাহারা জানিতেছে না। ১০৭। তুমি বল, 'ইহাই আমার পন্থা, আমি ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছি, আমি ও যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে, সে চক্ষুষ্মান্ ; ঈশ্বরের পবিত্রতা, আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত নহি। ১০৮। এবং গ্রামবাসীদিগের যাহাদের প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহারা ভিন্ন (অন্য) পুরুষদিগকে তোমার পূর্বে আমি প্রেরণ করি নাই, অনন্তর তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ? তাহা হইলে তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের কিরূপ পরিণাম হইয়াছে তাহারা দেখিত, এবং যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছে নিশ্চয় তাহাদের জন্য পারলৌকিক আলয় উত্তম, পরন্তু তোমরা কি বুঝিতেছ না ? ১০৯। যদবধি প্রেরিত পুরুষগণ নিরাশ হইল, এবং মনে করিল যে, তাহারা মিথ্যা বলিতেছে†, তদবধি তাহাদের নিকটে আমার সাহায্য উপস্থিত হইল, অনন্তর যাহাকে আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাকে মুক্তি দেওয়া গেল, অপরাধী দল হইতে আমার শাস্তি প্রতিরোধ করা যায় না। ১১০। সত্য-সত্যই বুদ্ধিমান্ লোকদিগের জন্য তাহাদের আখ্যায়িকা সকলেতে উপদেশ আছে, আমার কথা এরূপ নহে যে, (অসত্যে) বদ্ধ হইবে, কিন্তু যাহা তাহার সম্মুখে আছে উহা তাহার প্রমাণ ও সকল বিষয়ের বর্ণনা এবং বিশ্বাসী দলের জন্য দয়া ও পথ প্রদর্শন‡। ১১১। (র, ১২, আ, ৭)

সূরা রঅদ$

ত্রয়োদশ অধ্যায়

৪৩ আয়াত, ৬ রকু,

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সেই গ্রন্থের এই সকল আয়াত, এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি

* "যাহার উপর তাহারা সঞ্চরণ করিতেছে" অর্থাৎ যাহার তত্ত্ব জানিতেছে এবং যাহার অবস্থা অবলোকন করিতেছে। মুখ ফিরাইতেছে, অর্থাৎ চিন্তা করিতেছে না। (ত, জবা,)

† প্রেরিত পুরুষগণ মনে করিল যে, কাফের লোকেরা বিশ্বাসের অঙ্গীকারে তাহাদের সঙ্গে মিথ্যা বলে। (ত, হো,)

‡ "আমার কথা" অর্থাৎ আমার কোরআন। যাহা তাহার সম্মুখে আছে উহা তাহার প্রমাণ অর্থাৎ তওরাত-বাইবেলাদি যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ কোরআনের নিকটে উপস্থিত আছে কোরআন তাহার প্রমাণ। (ত, হো,)

$ মক্কাতে এই সূরার আবির্ভাব হয়। ইহার ব্যবচ্ছেদক শব্দ "আলম্রা"।

(হে মোহম্মদ,) যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বিশ্বাস করে না। ১। নভোমণ্ডলকে যে তোমরা দেখিতেছ তাহা যিনি স্তম্ভ ব্যতীত উন্নমিত করিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর, তৎপর সিংহাসনের উপর তিনি স্থিতি করিয়াছেন, এবং চন্দ্র ও সূর্যকে বশীভূত রাখিয়াছেন, প্রত্যেকে নির্ধারিত সময়ে সঞ্চরণ করিতেছে, তিনি কার্য সম্পাদন করেন, এবং নিদর্শন সকল বর্ণনা করেন, ভরসা যে তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী হইবে। ২। এবং তিনিই যিনি ভূতলকে প্রসারিত করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে গিরিশ্রেণী ও নির্ঝরপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে সমুদায় ফলের দুই দুই জাতি সৃজন করিয়াছেন*, তিনি দিবা দ্বারা রজনীকে আচ্ছাদিত করেন, চিন্তাশীল দলের জন্য নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ৩। এবং ভূতলে পরস্পর সংলগ্ন বিভাগ সকল আছে ও দ্রাক্ষার উদ্যান সকল এবং ক্ষেত্র সকল ও বহু শাখাবিশিষ্ট তরু ও বহু শাখাবিহীন খোর্মা তরু সকল আছে, (সে সকল) একবিধ জলে অভিষিক্ত হয়, এবং ফল সম্বন্ধে আমি পরস্পরকে পরস্পরের উপর (বিভিন্ন) উন্নতি দান করিয়াছি, সত্যই যাহারা জ্ঞান রাখে সেই দলের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে†। ৪। এবং যদি তুমি আশ্চর্যান্বিত হও তবে তাহাদের বাক্য আশ্চর্য, "কি আমরা যখন মৃত্তিকা হইব তখন কি সত্যই নূতন সৃজনে আসিব?" ইহারাই যাহা দ্বারা স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিরোধী, ইহারাই যে ইহাদের গলদেশে বন্ধন আছে, এবং ইহারাই নরকলোকনিবাসী, ইহারা তথায় চিরনিবাসী হইবে। ৫। এবং তাহারা মঙ্গলের পূর্বে তোমা হইতে অমঙ্গলকে সত্বর চাহিতেছে, এবং নিশ্চয় তাহাদের পূর্বে (শাস্তির) দৃষ্টান্ত সকল হইয়া গিয়াছে, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মনুষ্যের জন্য তাহাদের অত্যাচার সত্ত্বে ক্ষমাকারী, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কঠিন শাস্তিদাতা‡। ৬। এবং ধর্মদ্রোহিগণ বলিয়া থাকে, "তাহার

ব্যবচ্ছেদক শব্দের বর্ণাবলী যে সকল বাক্যের সারাংশ, সেই সমস্ত বাক্য ঈশ্বরের গুণ প্রকাশ করে, যথা—"আলম্মার" আ তাঁহার দান, ল তাঁহার অনন্ত কোমলতা, ম তাঁহার অক্ষয় রাজত্ব ব্যক্ত করে। (ত. হো,)

* দ্বিবিধ জাতীয় ফল, যথা—রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্র, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, অম্ল ও মধুর, উষ্ণ ও শীতল, শুষ্ক ও সরস, বনজাত ও উদ্যানজাত ইত্যাদি। (ত, হো,)

† এক বিধ জলে প্রতিপালিত তরুশ্রেণীতে বিভিন্ন ফলপুঞ্জ উৎপন্ন হইতেছে, ইহা ঐশী শক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। মানবজাতির সম্বন্ধেও দৃষ্টান্ত সংলগ্ন হয়। এক মাতা-পিতা হইতে মানবজাতির জন্ম, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতি, বর্ণ ও শব্দ চরিত্রাদি বিভিন্ন হয়। মানসিক গুণ ও শক্তি বিষয়ে সমুদায় মনুষ্য পরস্পর বিভিন্ন হয়। (ত, হো,)

‡ যখন হজরত কাফেরদিগকে শাস্তির কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন, তখন হারেসের পুত্র নজর ও অন্য কোন কোন ব্যক্তি উপহাস করিয়া বলে যে, "শীঘ্র শাস্তি উপস্থিত কর।" পরমেশ্বর হজরতের প্রতি অসত্যারোপকারী কাফেরদিগকে শাস্তিদানে কেয়ামত পর্যন্ত বিলম্ব করা স্থির করিয়াছেন, এবং এই দলের মূলোচ্ছেদক দণ্ড রহিত করিয়াছেন। ঈশ্বর হইতে কল্যাণলাভের বিলম্ববশতঃ কাফেরগণ মূলোচ্ছেদক শাস্তি সত্বর চাহিতেছে, আশ্চর্য যে, তাহারা শাস্তি প্রার্থনা করিতেছে। অহঙ্কার ও অগ্রাহ্য করার নিমিত্ত কাফেরদিগের প্রতি কঠিন শাস্তি নির্ধারিত। পুনশ্চ তিনি ক্ষমাশীল, যেন কেহ তাঁহার

প্রতিপালক হইতে কেন অলৌকিকতা অবতীর্ণ হইল না ?" তুমি ভয় প্রদর্শক ও সমুদায় জাতির জন্য পথপ্রদর্শক এতদ্ভিন্ন নহে। ৭। (ব, ১, আ, ৯)

সমুদায় নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে, এবং গর্ভ সকল যাহার হীন করে ও যাহা বৃদ্ধি করে ঈশ্বর তাহা জানেন, এবং প্রত্যেক বস্তু তাঁহার নিকটে পরিমেয়*। ৮। তিনি বাহ্য ও অন্তরের জ্ঞাতা ও মহান্ ও শ্রেষ্ঠ। ৯। তোমাদের যে-ব্যক্তি বাক্য গোপন করে ও যে-ব্যক্তি তাহা উচ্চৈঃস্বরে বলে, এবং যে-ব্যক্তি রজনীতে প্রচ্ছন্ন ও যে-ব্যক্তি দিবাভাগে বিচরণকারী (তাঁহার নিকটে) তুল্য। ১০। তাহার জন্য প্রহরী সকল তাহার অগ্রে ও তাহার পশ্চাতে আছে, তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাহাকে রক্ষা করে, যে পর্যন্ত তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহারা তাহার পরিবর্তন (না) করে সে পর্যন্ত পরমেশ্বর কোন সম্প্রদায়ের কিছু পরিবর্তন করেন না,† এবং যখন ঈশ্বর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্গতি ইচ্ছা করেন তখন তাহারা নিবারক নাই, এবং তাহাদের নিমিত্ত তিনি ব্যতীত কার্যসম্পাদক নাই। ১১। তিনিই যিনি তোমাদিগকে ভয় ও লোভের জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং ঘন মেঘ উৎপাদন করেন‡। ১২। জলদনির্ঘোষ তাঁহার প্রশংসাতে ও দেবগণ তাঁহার ভয়েতে স্তব করে, এবং তিনি বজ্রসকল প্রেরণ করেন, অনন্তর যাহাদের প্রতি ইচ্ছা হয় তৎপতি উহা সঞ্চারিত করিয়া থাকেন, এবং তাহারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তিনি অতিশয় কঠিন $। ১৩। তাঁহারা উদ্দেশোই

দয়াতে নিরাশ না হয়; তিনি শাস্তিদাতা, যেন কেহ তাহার সম্বন্ধে নির্ভয় না হয়। বিশ্বাসী লোকেরা ভয় ও আশার পথ অবলম্বন করেন। তাঁহার দণ্ডদানের অঙ্গীকার না থাকিলে সকল লোক তাঁহার ক্ষমার প্রতি নির্ভর করিয়া পাপ কার্য হইতে বিরত হইত না, এবং তাঁহার ক্ষমা না থাকিলে কাহারও আমোদ-প্রমোদে রুচি হইত না। (ত, হো,)

* "গর্ভ সকল যাহা হীন করে ও যাহা বৃদ্ধি করে ঈশ্বর তাহা জানেন।" অর্থাৎ গর্ভে যে সন্তান অপূর্ণাঙ্গ হয়, কিম্বা যে ভ্রূণের অতিরিক্ত অঙ্গ হয় ঈশ্বর তাহা জানেন। অথবা সন্তানের সংখ্যানুসারে এই ন্যূনাধিক্য, যথা— গর্ভে এক সন্তান, না একাধিক সন্তান বহন করিতেছে ঈশ্বর তাহা জানেন। (ত, হো,)

† মনুষ্যের অগ্র-পশ্চাতে স্বর্গীয় দূতগণ প্রহরীর কার্য করেন, মনুষ্যের কার্য ও বাক্য তাঁহারা লিখিয়া রাখেন। ইঁহাদিগকে "কেরামোন কাতবিন" (শ্রেষ্ঠ লিপিকর) বলে। ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে দুঃখ-বিপদ ও ছল-চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ বলেন, দিবাভাগের জন্য দশ জন এবং রাত্রির জন্য দশ জন দেবতা নিযুক্ত। (ত, হো,)
অর্থাৎ পরমেশ্বর কোন জাতিকে সে পর্যন্ত স্বীয় অনুগ্রহ ও রক্ষাকার্য হইতে বঞ্চিত করেন না যে পর্যন্ত তাহারা আপন ভাব-স্বভাবকে ঈশ্বরের বিরোধী না করে সে পর্যন্ত ঈশ্বর হইতে আনুকূল্য পাইয়া থাকে। (ত, ফা,)

‡ বৃষ্টি যাহাদিগকে হানি করিতে পারে, এমন পথিকদিগকে ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিতে এবং যে সকল গৃহবাসী বৃষ্টির প্রার্থী তাহাদিগকে আশা দিবার জন্য ঈশ্বর বিদ্যুৎ প্রকাশ করেন। (ত, হো,)

$ রোবয়ের পুত্র আরিদ বজ্রপাতে নিহত হইয়াছিল। হজরতের মদীনা প্রস্থানের

প্রার্থনা করা সত্য এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করে তাহারা তাহাদের (প্রার্থনা) কিছুই গ্রাহ্য করে না, যেমন কেহ স্বীয় হস্তদ্বয় জলের দিকে প্রসারণ করে যেন তাহার অভিমুখে তাহা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা তাহার প্রতি উপস্থিত হইবার নয়; তদ্রূপ ধর্মদ্রোহীদিগের প্রার্থনা নিষ্ফল হয় ভিন্ন নহে* । ১৪ । যে কেহ স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে তাহারা ও তাহাদের ছায়া প্রাতঃসন্ধ্যা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ঈশ্বরকে নমস্কার করে† । ১৫ । তুমি জিজ্ঞাসা কর কে দ্যুলোক ও ভূলোকের প্রতিপালক? বল, ঈশ্বরই; জিজ্ঞাসা কর, অনন্তর তোমরা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া (এমন) বন্ধু গ্রহণ করিয়াছ যাহারা আপন জীবনের ক্ষতি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম নহে? জিজ্ঞাসা কর, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ কি তুল্য? অথবা অন্ধকার ও অলোক কি তুল্য? তাহারা কি ঈশ্বরের জন্য এমন অংশী সকলকে নির্ধারিত করে যে, তাহারা তাঁহার সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছে? অতএব তাহাদের প্রতি সৃষ্টির উপমা হইয়াছে? বল, ঈশ্বর সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি একমাত্র বিজেতা। ১৬ । তিনি আকাশ হইতে

নবম বৎসরে তোফয়লের পুত্র আমের আরিদকে বলিয়াছিল যে, "চল আমরা মোহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই, যখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইব, তখন তুমি পশ্চাদ্ দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার গলদেশ করবালের আঘাত করিও।" এইরূপ স্থির করিয়া আমের হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়, এবং তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে থাকে। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর সে বলিল, "হে মোহম্মদ আমি এক্ষণ যাইতেছি, বহুসংখ্যক অশ্বারূঢ় ও পদাতিক দুর্জয় সৈন্য তোমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সত্বরই প্রেরণ করিতেছি।" এই বলিয়া সে আরিদের সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন হজরত প্রার্থনা করিলেন যে, "হে ঈশ্বর এই দুই জনকে যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয় শাস্তি দান কর।" অনন্তর আমের আরিদকে বলিল, "সেই সকল পরামর্শ কোথায় চলিয়া গেল, তুমি কেন, করবাল চালনা কর নাই?" আরিদ বলিল, "যখন আমি মোহম্মদকে করবালের আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তুমি আমার ও তাহার মধ্যে ব্যবধান হইয়াছিল, তজ্জন্যই সুযোগ হইয়া উঠে নাই।" পরে তাহারা মদীনার বাহিরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ বজ্রপাতে আরিদ দগ্ধ হইল, আমেরও পথিমধ্যে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই সময় একজন ইহুদী হজরতের নিকটে আসিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "তোমার ঈশ্বর মুক্তা নির্মিত না সুবর্ণ নির্মিত?" তখনই অশনিপাত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিল। তৎকালে ঈশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করিলেন। (ত, হো,)

* কোন তৃষ্ণার্ত কূপের নিকটে উপস্থিত হইয়া হস্ত প্রসারণপূর্বক জল তুলিয়া পান করিবার চেষ্টা করিলে তাহার সেই চেষ্টা যেমন বিফল হয় ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের নিকটে প্রার্থনা তদ্রূপ বিফল হইয়া থাকে। (ত, হো,)

† যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি আহ্লাদপূর্বক তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করেন, এবং যে জন বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, পরিণামে সেও ঈশ্বরের আদেশ মান্য করিতে বাধ্য হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা মনুষ্যদেহের ও বস্তুজাতের ছায়া সকল ভূমিতলে বিস্তৃত হইয়া থাকে, ইহাও ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নমস্কারস্বরূপ ॥ (ত, ফা,)

জল অবতারণ করিয়াছেন, অনন্তর তৎপরিমাণে নদী সকল প্রবাহিত হইয়াছে, পরে জলপ্রবাহ উপরে ফেনপুঞ্জ ধারণ করিয়াছে, এবং যে বস্তু হইতে অলঙ্কার অথবা তৈজস সামগ্রীর অন্বেষণ হয় অগ্নিমধ্যে তাহাকে জ্বালান হইয়া থাকে, (উহা) তৎসদৃশ ফেন (খাদ) হয়, এইরূপ পরমেশ্বর সত্য ও অসত্যের বর্ণনা করেন, কিন্তু ফেন (বা খাদ) পরে অসার হইয়া দূরীভূত হয়, এবং যে বস্তু লোকের উপকারে আইসে অবশেষে তাহা পৃথিবীতে থাকে, এই প্রকার পরমেশ্বর দৃষ্টান্ত সকল বর্ণনা করেন* । ১৭। যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের (বাক্য) গ্রাহ্য করিয়াছে তাহাদের জন্য কল্যাণ, এবং যাহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই, যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় তাহাদের হয় এবং তৎসদৃশ (সমুদয়) তাহাদের সঙ্গে থাকে তাহারা অবশ্য তাহা (শাস্তির) বিনিময় (স্বরূপ) দান করিবে, ইহারাই যে, ইহাদের জন্য দুরূহ বিচার, ইহাদের আশ্রয়ভূমি নরকলোক ও (তাহা) কুৎসিত স্থান। ১৮। (র, ২, আ, ১১)

অনন্তর তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা তাহা সত্য জানিতেছে তাহারা কি যাহারা অন্ধ তাহাদিগের সদৃশ? বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে, এতদ্ভিন্ন নয়। ১৯। +যাহারা পরমেশ্বরের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে, এবং অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে না। ২০।+এবং ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, আপন প্রতিপালকের প্রতি যোগ স্থাপন কর, তাঁহাকে ভয় কর, তৎপতি যাহারা যোগ স্থাপন করে, এবং বিচারের কাঠিন্যকে ভয় করে। ২১। +এবং যাহারা স্বীয় প্রতিপালকের আননের প্রার্থনায় ধৈর্য ধারণ করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে আমি যে উপজীবীকা দিয়াছি তাহা ব্যয় করে, অপিচ সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে দূরে করে তাহারাই, তাহাদিগের জন্য পারলৌকিক আলয়। ২২।+তাহারা নিত্য স্বর্গোদ্যান সকলে প্রবেশ করে, এবং যাহারা স্বীয় পিতৃগণের প্রতি, স্বীয় ভার্যাগণের প্রতি ও স্বীয় সন্তানগণের প্রতি সদাচরণ করে তাহারা ও দেবগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়। ২৩+(তাহারা বলে,) তোমরা যে ধৈর্য ধারণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের প্রতি শান্তি, অনন্তর শুভ পারলৌকিক আলয় (তোমাদের জন্য)। ২৪।+এবং যাহারা ঈশ্বরের অঙ্গীকার তাহা সংবন্ধ হওয়ার পর ভঙ্গ করে, এবং ঈশ্বর সম্মিলনের যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে, এবং পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করে তাহারাই, তাহাদিগের জন্য অভিসম্পাত, এবং তাহাদিগের জন্য দুঃখের আলয়। ২৫। +যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় ঈশ্বর তাহাকে বিস্তৃত উপজীবীকা দান করেন, এবং সংকীর্ণ দিয়া থাকেন, এবং (কাফেরগণ) পার্থিব জীবনে আনন্দিত, পরলোক সম্বন্ধে পার্থিব জীবন ক্ষুদ্র সামগ্রী বই নহে। ২৬। (র, ৩, আ, ৮)

---

* অর্থাৎ স্বর্গ হইতে সত্য ধর্ম অবতীর্ণ হয়। প্রত্যেক মনুষ্য স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে তাহা গ্রহণ করে, পরে সত্য ও মিথ্যার স্বর্গীয় ও পার্থিবের প্রভেদ বুঝিয়া লয়। যেমন পৃথিবীতে আকাশ হইতে বারি বর্ষিত হইয়া নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া থাকে ও স্বর্ণ-রজতাদি ধাতু অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত হয়, এবং নদী প্রবাহের উপর ফেনপুঞ্জ ও দ্রবীভূত ধাতুর উপর খাদ উঠিয়া থাকে। ফেনপুঞ্জ ও খাদরাশি অসার, অবস্তু ও অপ্রয়োজনীয়, তাহা বহির্নিক্ষিপ্ত হয়, সার বস্তুই কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরিণামে সত্যই জয় লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মনের অসত্যকে দূর করিয়া সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়। (ত, ফা,)

এবং ধর্মদ্রোহিগণ বলে যে, "কেন তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালক হইতে অলৌকিকতা অবতীর্ণ হয় নাই ?" তুমি বল, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, এবং যে ব্যক্তি উন্মুখ তাহাকে আপনার দিকে পথ প্রদর্শন করেন। ২৭। (কাহারা তাঁহার প্রতি উন্মুখ) যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে যাহাদের অন্তর শান্তি লাভ করে, জানিও ঈশ্বর প্রসঙ্গে হৃদয় শান্তি লাভ করিয়া থাকে। ২৮। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য সুখের অবস্থা, এবং উত্তম প্রত্যাবর্তনভূমি। ২৯। নিশ্চয় যাহার পূর্বে অনেক মণ্ডলী গত হইয়াছে এমন এক মণ্ডলীর প্রতি এইরূপে আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি যেন তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি, তুমি তাহাদের নিকটে তাহা পাঠ কর, এবং তাহারা পরমেশ্বরের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতেছে ; তুমি বল, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তাঁহার প্রতি আমি নির্ভর করিয়াছি, এবং তাঁহার দিকে আমার প্রত্যাবর্তন। ৩০। এবং যদিচ কোন এক কোরআন হইতে যে তদ্দ্বারা পর্বত সকল স্থানচ্যুত অথবা ভূমি বিদারিত হইত, কিংবা মৃত ব্যক্তি কথা কহিত, (তথাপি তাহারা বিশ্বাস করিত না,) বরং ঈশ্বরের জন্য সমুদায় কার্য,* অনন্তর যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহারা কি জানে না যে, যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে সমুদায় মনুষ্যকে পথ দেখাইতেন, এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের প্রতি নিত্য-শাস্তি উপস্থিত হইবে, অথবা যে পর্যন্ত ঈশ্বরের অঙ্গীকার সমাগত হয় তাহাদের গৃহের নিকটে তাহা অবতীর্ণ হইবে, নিশ্চয় ঈশ্বর অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না†। ৩১। (র, ৪, আ, ৪)

এবং সত্য-সত্যই তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি উপহাস করা হইয়াছে, পরে কাফেরদিগকে আমি অবকাশ দিয়াছি, তৎপর তাহাদিগকে ধরিয়াছি, পরিশেষে আমার শাস্তি কিরূপ ছিল ? ৩২। অনন্তর যে ব্যক্তি প্রত্যেক লোকের উপরে তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য (প্রহরীরূপে) দণ্ডায়মান, তিনি কি (অন্য দুর্বলের তুল্য ?) তাহারা পরমেশ্বরের নিমিত্ত অংশী সকল নিযুক্ত করিয়াছে ; বল,

---

* কতিপয় কোরেশ বলিয়াছিল যে, "হে মোহম্মদ, যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, আমরা তোমার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে কোরআন দ্বারা পর্বত সকলকে মক্কার প্রান্তর হইতে স্থানান্তরিত কর। তাহা হইলে আমরা বিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করিব, এবং ভূমিকে বিদীর্ণ কর যেন প্রস্রবণ সকল উৎপন্ন হয় ও আমরা কৃষিকর্ম করিতে পারিব। অপিচ যদি কোলাবের পুত্র কসাকে জীবিত কর, তাহা হইলে আমাদের পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ তাহার যোগে তোমার বিষয়ে যাহা বক্তব্য আমাদিগের নিকটে বলিবেন।" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। "বরং ঈশ্বরের সমুদায় কার্য" অর্থাৎ ঈশ্বর সমুদায় করিতে সমর্থ। (ত, হো,)

† ঈশ্বরের অঙ্গীকার কেয়ামত বা মৃত্যু, তাহা উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত মক্কার কাফেরগণ যে হজরতের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল সেই অপরাধের জন্য সর্বদা নানা বিপদে পতিত থাকিবে, ঈশ্বর এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের গৃহের নিকট হইতে ধন-সম্পত্তি ও গো-মেষাদি পশু হরণ করিয়া লইয়া যাইত। (ত, হো,)

তোমরা তাহাদের নামকরণ কর,* তিনি পৃথিবীতে যাহা জানেন না তদ্বিষয়ে অথবা বাহ্যিক কথায় তোমরা কি তাঁহাকে সংবাদ দিতেছ ? বরং কাফেরদিগের জন্য তাহাদের চক্রান্ত সজ্জিত হইয়াছে, এবং তাহারা (ঈশ্বরের) পথ হইতে নিবারিত আছে, ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন পরে তাহার জন্য পথ প্রদর্শক নাই। ৩৩। তাহাদের জন্য সাংসারিক জীবনে শাস্তি ও অবশ্য পরলোকে গুরুতর শাস্তি আছে, এবং ঈশ্বর হইতে তাহাদের নিমিত্ত কোন রক্ষাকর্তা নাই। ৩৪। ধর্মভীরুদিগের জন্য যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে সেই স্বর্গলোকের বর্ণনা, তাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত, তাহার ফল সকল ও তাহার ছায়া সকল নিত্য, যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছে তাহাদের এইরূপ চরম (পুরস্কার,) এবং ধর্মদ্রোহীদিগের জন্য অগ্নি চরম (পুরস্কার)। ৩৫। এবং যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি তাহারা তোমার প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহাতে আহ্লাদিত, এবং সেই দলের কেহ আছে যে, তাহা কতক অস্বীকার করে,† তুমি বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, ঈশ্বরকে অর্চনা করি, এবং তাঁহার সঙ্গে অংশী স্থাপন না করি এতদ্ভিন্ন নহে, তাঁহার আহ্বান করিতেছি, এবং তাঁহার দিকে আমার প্রত্যাবর্তন। ৩৬। এবং এইরূপে আমি ইহাকে আরব্য আদেশ রূপে অবতারিত করিয়াছি, এবং তোমার নিকটে যে জ্ঞান আসিল তাহার পরেও যদি তুমি তাহাদিগের ইচ্ছার অনুসরণ কর তবে তোমার জন্য ঈশ্বর অপেক্ষা কোন বন্ধু ও রক্ষক নাই। ৩৭। (র, ৫, আ, ৬)

এবং সত্য-সত্যই আমি তোমার পূর্বে প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছি ও তাহাদিগের ভার্যাবর্গ ও সন্তান সকল সৃজন করিয়াছি, এবং ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন আনয়ন করা কোন প্রেরিত পুরুষদের পক্ষে সংঘটন হয় নাই, প্রত্যেক নিরূপিত কালের জন্য লিপি আছে‡। ৩৮। পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় তাহা

* "তোমরা তাহাদের নামকরণ কর" অর্থাৎ অংশী প্রতিমা সকলকে তাহাদের নাম ও কল্পিত গুণানুসারে প্রশংসা করিতে থাক, কিন্তু বিবেচনা করিও যে, তাহারা ঈশ্বরে অংশী হইবার ও পূজা পাইবার যোগ্য কি-না ? ইহার তাৎপর্য এই যে, পরমেশ্বর জীবনদাতা, জীবিকাদাতা, সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান, জ্ঞানময়, কৌশলময় শ্রোতা ও দ্রষ্টা ; এই নামে কোন প্রতিমা অভিহিত হইতে পারে না। (ত, হো,)

† ইহুদী ও ঈসায়ীদিগের অনেক লোক এই কোরআন গ্রন্থের প্রতি সন্তুষ্ট, কিন্তু কোন কোন লোক যথা, ইহুদী বংশোদ্ভব রোবয়ের পুত্র কেনানা ও তাহার অনুবর্তিগণ এবং অনেক ঈসায়ী কোরআনের কোন কোন অংশ অগ্রাহ্য করিয়াছে। অপিচ গ্রন্থাধিকারী বিশ্বাসিগণ যথা, ইহুদী বংশীয় সেলামের পুত্র আবদোল্লা ও তাঁহার সহচরগণ এবং ষাট জন ঈসায়ী যাহার চল্লিশ জন বখরাণের আটজন এয়মনের ও দুই জন আফ্রিকার ছিলেন, এই সকল লোক কোরআনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আমি ইতিপূর্বে প্রেরিত পুরুষদিগকেও ভার্যা ও সন্তান দান করিয়াছি, অংশিবাদিগণ বলে যে, এই মোহম্মদেরই কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি অন্তরের অনুরাগ। (ত, জব,)
যখন সেই নির্ধারিত কাল উপস্থিত হয় আদেশ প্রচার হইয়া থাকে। (ত, হো)

বিলুপ্ত করেন ও স্থির রাখেন, এবং তাঁহার নিকটে মূল গ্রন্থ আছে*। ৩৯। আমি তাহাদিগের সঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকি যদি তাহা তোমাকে প্রদর্শন করি, বা (তৎপূর্বে) তোমার প্রাণ হরণ করি (যাহাই হয়) ফলতঃ তোমার প্রতি প্রচার ও আমার প্রতি বিচার কার্য, এতদ্ভিন্ন নহে। ৪০। তাহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি এই ভূমিতে আসিতেছি যে, তাহার পার্শ্ব সকল হইতে তাহাকে ক্ষয় করিতেছি† ঈশ্বর আদেশ করেন, তাঁহার আজ্ঞার প্রতিরোধকারী নাই, এবং তিনি বিচারে সত্বর। ৪১। অপিচ তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল নিশ্চয় তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল, পরন্তু ঈশ্বরেরই সমুদায় চক্রান্ত, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা আচরণ করে তিনি তাহা জানেন, এবং সত্বর ধর্মদ্রোহিগণ জানিতে পাইবে যে, পরলৌকিক আলয় কাহার হইবে। ৪২। পরন্তু ধর্মদ্রোহীগণ বলিতেছে যে তুমি প্রেরিত নও, তুমি বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী এবং যাঁহার নিকটে গ্রন্থ জ্ঞান আছে তিনি‡। ৪৩। (র, ৬, আ, ৬)

সূরা এব্রাহীম$

চতুর্দশ অধ্যায়

৫২ আয়াত, ৭ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

এই গ্রন্থ, ইহাকে আমি তোমার প্রতি অবতারণ করিয়াছি যেন তুমি মানবমণ্ডলী অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে, তাহাদের প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে স্বর্গ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, যাঁহারই, সেই প্রশংসিত গৌরবান্বিত ঈশ্বরের পথের দিকে বাহির কর, গুরুতর শাস্তিবশতঃ কাফেরদিগের জন্য আক্ষেপ§। ১+২।

* পৃথিবীর সমুদায় বিষয়ই কারণ হইতে উৎপন্ন, কোন কোন কারণ ব্যক্ত কোন কোন কারণ অব্যক্ত। কারণের প্রকৃতির একটি পরিমাণ আছে, কিন্তু যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করেন সেই প্রকৃতির পরিমাণের ন্যূনাধিক করিয়া থাকেন, অথবা সাম্যাবস্থায় রাখেন। কখন প্রস্তর কণিকার আঘাতে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, আবার তীক্ষ্ম অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়াও মানুষ জীবিত থাকে। ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে প্রত্যেক বস্তুর এরূপ এক পরিমাণ আছে, যাহার কখনও পরিবর্তন হয় না। তাহাকে বিধিনির্ধারণ বলে। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ আমি আরব দেশে ইস্লাম ধর্ম বিস্তার করিতেছি, এবং পৌত্তলিকতার বিনাশ সাধন করিতেছি। (ত, ফা)

‡ গ্রন্থজ্ঞান যাঁহার নিকটে আছে সেই জেব্রিল সাক্ষী। (ত, হো)

$ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। ইহার ব্যবচ্ছেদক বর্ণ "আল্‌রা" কোরআনের জ্ঞানবিশেষ (ত, হো,)

§ অন্ধকার অধর্ম, সংশয় কপটতা, জ্যোতি বিশ্বাস বা প্রেম। আত্মাভিমানের ন্যায় গভীর অন্ধকার অন্য কিছুই নয়। এই অন্ধকার হইতে মুক্ত হইলেই

যাহারা পারলৌকিক জীবন অপেক্ষা পার্থিব জীবনকে প্রেম করে এবং ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবারণ করে ও তৎপ্রতি কুটিলতা অন্বেষণ করে তাহারা দূরতর পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ৩। এবং আমি কোন প্রেরিত পুরুষকে স্বজাতীয় ভাষায় তাহাদের নিমিত্ত প্রচার করিতে ভিন্ন প্রেরণ করি নাই, অনন্তর ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় বিভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনি পরাক্রান্ত ও নিপুণ। ৪। এবং সত্য-সত্যই আমি স্বীয় নিদর্শন সহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম,) যে স্বজাতিকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে বাহির কর, এবং ঐশ্বরিক দিবস সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দাও,* নিশ্চয় তাহাতে প্রত্যেক সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৫। (স্মরণ কর,) যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিল, "তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের সেই দান স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদিগকে ফেরওনের স্বগণ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহারা তোমাদের প্রতি কুৎসিৎ শাস্তি প্রয়োগ করিতেছিল ও তোমাদের পুত্রদিগকে জীবিত রাখিতেছিল, এবং ইহার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালক হইতে মহা পরীক্ষা ছিল। ৬। (র, ১, আ, ৬)

এবং স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, "যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে অবশ্য তোমাদিগকে অধিক দিব, এবং যদি তোমরা বিদ্রোহিতা কর তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি কঠিন"। ৭। এবং মূসা বলিয়াছিল যে, "যদি তোমরা ধর্মদ্রোহী হও ও যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলে (ধর্মদ্রোহী হয়,) তথাপি নিশ্চয় ঈশ্বর প্রশংসিত,নিশ্চিত। ৮। নূহীয় ও আদীয় ও সমূদীয় সম্প্রদায়ের যাহারা তোমাদের পূর্বে ছিল, এবং তাহাদের পরে যাহারা ছিল তাহাদের সংবাদ কি তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হয় নাই ? পরমেশ্বর ব্যতীত (কেহ) তাহাদিগকে জানে না†। তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, পরে তাহারা (ক্রোধ বা বিস্ময়বশতঃ) স্ব স্ব মুখে স্ব স্ব হস্ত অর্পণ করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল যে, "নিশ্চয় তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহার বিরোধী, তোমরা যে সন্দিগ্ধ বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, নিশ্চয় আমরা তৎপ্রতি সন্দিগ্ধ"। ৯। তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ

পুণ্যস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব হৃদয়দর্পণে প্রতিভাত হয়, এই কোরআন দ্বারা সেই অন্ধকার বিদূরিত হইয়া থাকে। (ত, হো)

* অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে বাহির হইবার জন্য যেন তুমি ঈশ্বরের আদেশক্রমে বা তাঁহার সাহায্যে আদেশ কর। (ত, জ,)

পূর্বে যে সকল দিবসে পরমেশ্বর কাফেরদিগকে শাস্তি দিয়াছেন সেই সমস্ত দিবসবিষয়ে তুমি তাহাদিগকে উপদেশ দাও, অথবা তাহা স্মরণ করিতে দাও। (ত, হো)

† তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের সকলকে জানে না, অথবা ঈশ্বর আজম ও আরবের অনেক সম্প্রদায়কে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাদের চিহ্নও নাই, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ তাহার সংবাদ রাখে না। মহাপুরুষ ইব্রাহিম হইতে হজরত মোহম্মদের পূর্বপুরুষ অদনান পর্যন্ত বহুশত বৎসর গত হইয়াছে, সেই সময়ের লোকদিগের সংবাদ কেহ জ্ঞাত নহে। (ত, হো,)

বলিয়াছিল, "ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রতি কি সন্দেহ? তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন যেন তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন, এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দেন," তাহারা বলিয়াছিল যে, "তোমরা আমাদের ন্যায় মনুষ্য বই নহ, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাকে অর্চনা করিতেন আমাদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে তোমরা ইচ্ছা করিতেছ, অবশেষে আমাদের নিকটে উজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থিত কর"। ১০। তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ তাহাদিগকে বলিয়াছিল যে, "আমরা তোমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নহি, কিন্তু ঈশ্বর আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় হিত সাধন করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত যে আমরা তোমাদের নিকটে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিব আমাদের জন্য তাহা নহে, অতঃপর বিশ্বাসীদিগের উচিত যে, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ১১। এবং আমাদের জন্য কি আছে যে, আমরা ঈশ্বরের উপর ব্যতীত নির্ভর করি, নিশ্চয় তিনি আমাদিগকে আমাদের পথ সকল প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তোমরা আমাদের প্রতি যে উৎপীড়ন কর তদ্বিষয়ে অবশ্য আমরা ধৈর্য ধারণ করিব, অনন্তর নির্ভরশীল লোকদিগের উচিত যে, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে"। ১২। (র, ২; আ, ৬)

এবং ধর্মদ্রোহিগণ আপনাদের প্রেরিত পুরুষদিগকে বলিয়াছিল যে, "অবশ্য আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিব, অথবা অবশ্য তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে;" তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন যে, "অবশ্য আমি অত্যাচারীদিগকে বিনাশ করিব।" ১৩। +এবং অবশ্য তাহাদের অন্তে আমি তোমাদিগকে দেশে স্থাপন করিব, যে ব্যক্তি আমার উপস্থিতিকে ভয় পায় ও আমার দণ্ডাঙ্গীকারকে ভয় করে, তাহার জন্য ইহা। ১৪। এবং তাহারা (প্রেরিত পুরুষগণ) বিজয়প্রার্থী হইল ও সমুদায় বিরোধী দুর্দান্ত লোক নিরাশ হইল। ১৫। +তাহাদের সম্মুখে নরক রহিয়াছে, এবং পীতবর্ণ সলিল (তাহাদিগকে) পান করান যাইবে। ১৬। +তাহারা অল্প অল্প করিয়া তাহা পান করিবে ও প্রায় তাহা অধঃকরণ করিতে পারিবে না, এবং সকল স্থান হইতে তাহাদের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হইবে ও তাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হইবে না, এবং তাহাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। ১৭। যথা, আপন প্রতিপালকের প্রতি যাহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে তাহাদের ক্রিয়া সকল ভস্মের ন্যায়; ঝড়ের দিনে তাহাতে বায়ু প্রবল আঘাত করিবে তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা হইতে কোন বিষয়ে ক্ষমতা পাইবে না, ইহাই সেই দূরতর পথভ্রান্তি। ১৮। তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর সত্যরূপে ভূলোক ও দ্যুলোক সৃজন করিয়াছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে দূর করিবেন, এবং নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবেন। ১৯+এবং ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কঠিন নহে। ২০। এবং তাহারা একযোগে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎপর যাহারা অহঙ্কার করিতেছিল তাহাদিগকে দুর্বলগণ বলিবে, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগামী ছিলাম, অবশেষে তোমরা আমাদিগ হইতে ঈশ্বরের কিছু শাস্তির নিবারণকারী কি হও?" তাহারা বলিবে, "যদি ঈশ্বর আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেন তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে পথ দেখাইতাম, আমরা অধৈর্য হই বা ধারণ করি আমাদের প্রতি তুল্য, আমাদের জন্য উদ্ধার নাই"। ২১। (র, ৩; আ, ৯)

এবং যখন কার্য নিষ্পত্তি হইবে তখন শয়তান বলিবে যে, "নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদিগের সঙ্গে সত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার

করিয়াছি, পরে তোমাদের সঙ্গে তাহার অন্যথা করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে আহ্বান করা ব্যতীত তোমাদের উপর আমার কোন প্রভাব ছিল না, অনন্তর তোমরা আমার (বাক্য) গ্রাহ্য করিয়াছ, পরে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, আপন জীবনকে ভর্ৎসনা কর, আমি তোমাদিগের আর্তনাদ শ্রবণকারী নহি, এবং তোমরা আমার আর্তনাদ শ্রবণকারী নহ, পূর্বে তোমরা আমাকে যে অংশী করিয়াছ, তদ্বিষয়ে সত্যই আমি বিরোধী হইয়াছি, নিশ্চয় অত্যাচারিগণের দুঃখকর শাস্তি আছে। ২২। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎক্রিয়া সকল করিয়াছে তাহাদিগকে সেই স্বর্গোদ্যান সকলে প্রবেশ করান যাইবে, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তাহারা তথায় আপন প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে নিত্যবাস করিবে, এবং তথায় তাহাদের পরস্পর শুভ সম্ভাষণ সেলাম হইবে। * ২৩। তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর উত্তম বাক্যের উদাহরণ কেমন ব্যক্ত করিয়াছেন? তাহা উত্তম বৃক্ষ সদৃশ, তাহার মূল দৃঢ়, তাহার শাখা আকাশে (বিস্তৃত)। ২৪। +সর্বদা সে স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে আপন ফলপুঞ্জ প্রদান করে; এবং ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৫। এবং মন্দ বাক্য মন্দ বৃক্ষ সদৃশ, তাহা মৃত্তিকার উপর হইতে উন্মূলিত হয়, তাহার নিমিত্ত কোন স্থিতি নাই। ২৬। যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদিগকে পরমেশ্বর সত্য বাক্য দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক জীবনে দৃঢ় করেন, এবং পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করেন। ২৭। (র, ৪; আ, ৬)

যাহারা ধর্মদ্রোহিতা দ্বারা ঈশ্বরের দানের পরিবর্তন করিয়াছে ও স্বজাতিকে মৃত্যুর আলয়ে অবতারিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি তুমি কি দৃষ্টি কর নাই? যাহা নরক তাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে ও (তাহা) মন্দ নিবাস৭। ২৮+২৯। এবং তাহারা ঈশ্বরের জন্য সদৃশ সকল (পুত্তলিকা সকল) নির্ধারিত করিয়াছে, এবং (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করে, তুমি বল, তোমরা ফলভোগী হইতে থাক, অতঃপর নিশ্চয় অনলের দিকে তোমাদের প্রতিগমন। ৩০। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এবং আমি উপজীবিকা প্রকাশ্যে

* ইহলোকে কুশল অবস্থায় সেলাম, প্রার্থনা; পরলোকে কুশল অবস্থায় সেলাম শুভ সম্ভাষণ বুঝায়। (ত, ফা,)

৭ পরমেশ্বরের দানের কৃতজ্ঞতাস্থলে যাহারা অকৃতজ্ঞ ও বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে তাহাদিগ হইতে সেই দান প্রত্যাহার করা হইয়াছে, অধর্ম ব্যতীত তাহাদের হস্তে কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই উক্তি মক্কার অধিবাসীদিগের প্রতি। পরমেশ্বর তাহাদিগকে উত্তম স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি উপজীবিকার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের বিদ্যমানতা-রূপ সম্পদ্ দ্বারা তাহাদিগকে ভাগ্যবান করিয়াছিলেন, তাহারা কৃতঘ্ন হইয়া সেই দানের মর্যাদা রক্ষা করে নাই, হজরতকে মক্কা হইতে তাড়িত করিয়াছে। সুতরাং তাহারা সাত বৎসর দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং অনেকে বদরের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। ইহারা কোরেশ জাতির দুই প্রধান শ্রেণীর লোক, যথা "বনো মগয়রা" ও "বনো ওম্ময়া"। (ত, হো,)
যাহারা আরবীয় লোকদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছিল, মক্কার সেই প্রধান পুরুষগণ এই উক্তির লক্ষ্য। (ত, ফ,)

ও গোপনে যাহাদিগকে দান করিয়াছি যে দিবসে ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুতা হইবে না তাহা আসিবার পূর্বে তাহারা তাহা ব্যয় করে, আমার সেই দাসদিগকে তুমি বল। ৩১। সেই পরমেশ্বরই যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন ও আকাশ হইতে জল অবতারিত করিয়াছেন. অনন্তর তোমাদিগের নিমিত্ত তাহা দ্বারা ফল সকল উপজীবিকারূপে বাহির করিয়াছেন ও তোমাদের নিমিত্ত নৌকা সকলকে অধিকৃত করিয়াছেন যেন তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সমুদ্রে চলিয়া যায়, এবং তোমাদের নিমিত্ত জল প্রণালী সকলকে অধিকৃত করিয়াছেন। ৩২। এবং তোমাদের নিমিত্ত নিত্য গতিশীল সূর্য-চন্দ্রকে অধিকৃত করিয়াছেন এবং তোমাদের নিমিত্ত দিবা-রাত্রিকে অধিকৃত করিয়াছেন। ৩৩। তোমরা যাহা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলে তিনি সেই সমুদায় তোমাদিগকে দিয়াছেন, এবং যদি তোমরা ঈশ্বরের দান গণনা কর তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না, নিশ্চয় মনুষ্য ধর্মদ্রোহী অত্যাচারী। ৩৪। (র, ৫, আ, ৭)

এবং (স্মরণ কর,) যখন এব্রাহিম বলিয়াছিল যে, "হে আমার প্রতিপালক, এই নগরকে তুমি শান্তির আলয় কর ও আমাকে ও আমার সন্তানগণকে প্রতিমা সকলের পূজা করা নিবৃত্ত রাখ। ৩৫। হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় এ সকল অধিকাংশ মনুষ্যকে পথভ্রান্ত করিয়া থাকে, অনন্তর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে অবশেষে নিশ্চয় সে আমারই, এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হইল পরে তুমি নিশ্চয় (তাহার পক্ষে) ক্ষমাশীল দয়ালু। ৩৬। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আমার কোন কোন সন্তানকে তোমার সম্মানিত নিকেতনের নিকটে শস্যক্ষেত্রশূন্য প্রান্তরে স্থাপন করিয়াছি, হে আমাদের প্রতিপালক, তাহারা উপাসনাকে যেন প্রতিষ্ঠিত রাখে, অনন্তর কতক মনুষ্যের অন্তরকে তাহাদের প্রতি অনুরাগী কর, এবং তাহাদিগকে ফলপুঞ্জ উপজীবিকা দাও, ভরসা যে তাহারা কৃতজ্ঞতা দান করিবে*। ৩৭। হে আমার প্রতিপালক, আমরা যাহা গোপনে করি, এবং যাহা প্রকাশ করি, নিশ্চয় তুমি তাহা জানিতেছ ; স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বরের নিকটে কিছুই গোপন নহে। ৩৮। সেই ঈশ্বরের প্রশংসা যিনি বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে এস্‌মায়িল ও এস্‌হাক (পুত্রদ্বয়) দান করিয়াছেন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রার্থনা শ্রবণকারী। ৩৯। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার সন্তানকে উপাসনার প্রতিষ্ঠিত কর. হে আমাদের প্রতিপালক, আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য কর। ৪০। হে আমাদের প্রতিপালক, যে দিবস

* এস্থলে মহাপুরুষ এব্রাহিম যে সন্তানের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার নাম এস্‌মাইল। শাম দেশে হাজেরার গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে এব্রাহিমের প্রধানা পত্নী সারার মহা ঈর্ষা হয়, তিনি এব্রাহিমকে বলেন যে. হাজেরাকে ও তাহার সন্তানকে জল ও ফলশস্যাদিশূন্য স্থানে রাখিয়া আইস। তখন এব্রাহিম ঈশ্বরের এরূপ আদেশ শুনিতে পাইলেন যে. সারা যাহা বলে তুমি তদনুরূপ কার্য কর। তাহাতে এব্রাহিম হাজেরা ও শিশু এস্‌মাইলকে সঙ্গে করিয়া শাম দেশ হইতে মক্কার প্রান্তরে চলিয়া আইসেন, এবং সেখানে তাঁহাদিগকে রাখিয়া তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করণান্তর প্রস্থান করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এব্রাহিম চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরেই জমজম নামক প্রস্রবণ প্রকাশিত হয়, এবং জব্‌রহাম বংশীয় লোকেরা তথায় বসতি করিতে অভিলাষ করে। এব্রাহিম যখন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎকালীন সেই স্থানে ঈশ্বরের মন্দির ছিল না, মন্দিরের ভূমিমাত্র ছিল। (ত, হো,)

বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই দিবস আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ও বিশ্বাসীদিগকে ক্ষমা করিও" । ৪১ । (র, ৬, আ, ৭)

এবং অত্যাচারীরা যাহা করিতেছে তদ্বিষয়ে তোমরা ঈশ্বরকে কখনও উদাসীন মনে করিও না, সেই দিবসের নিমিত্ত যাহাতে দৃষ্টি সকল ঊর্দ্ধদিকে থাকিবে তিনি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছেন, এতদ্ভিন্ন নহে । ৪২ । +তাহারা মস্তক উত্তোলন করিয়া ধাবমান হইবে, তাহাদের দিকে তাহাদের চক্ষু ফিরিয়া আসিবে না ও তাহাদের অন্তঃকরণ শূন্য থাকিবে* । ৪৩ । এবং লোকদিগকে তুমি ভয় প্রদর্শন কর যে, যে দিবস তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে যাহারা অত্যাচার করিয়াছিল তাহারা তখন বলিবে, "হে আমার প্রতিপালক, নির্দিষ্ট অল্প সময় পর্যন্ত তুমি আমাদিগকে অবকাশ দান কর, আমরা তোমার আহবান গ্রাহ্য করিব, এবং প্রেরিত পুরুষদিগের অনুবর্তী হইব ;" (তখন বলা হইবে,) "পূর্বে তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছিলে না যে, তোমাদের জন্য কোনরূপ বিনাশ হইবে না ?" ৪৪ । +এবং যাহারা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল তোমরা তাহাদের স্থানে স্থিতি করিয়াছ, এবং আমি তাহাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিয়াছি তোমাদিগের নিমিত্ত তাহা প্রকাশিত হইয়াছে ও আমি তোমাদের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত করিয়াছি । ৪৫ । এবং নিশ্চয় তাহারা আপন ছলনাতে ছলনা করিয়াছে, তাহাদের ছলনা ঈশ্বরের নিকটে (ব্যক্ত) আছে, তাহাদের ছলনা (এরূপ) নয় যে, তদ্দ্বারা তাহারা পর্বতকে বিচলিত করে† । ৪৬ । পরে তোমরা ঈশ্বরকে মনে করিও না যে, তিনি স্বীয় প্রেরিত পুরুষগণের সঙ্গে অঙ্গীকারের অন্যথাকারী, নিশ্চয় ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও প্রতিশোধদাতা । ৪৭ । সেই দিবস পৃথিবী শূন্যতাতে ও আকাশ পরিবর্তিত হইবে, এবং একমাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে (সকলে) অগ্রসর হইবে । ৪৮ । এবং তুমি সেই দিবস পাপীদিগকে শৃঙ্খলে বন্ধ দেখিবে । ৪৯ । তাহাদের অলকতরার বস্ত্র হইবে ও অগ্নি তাহাদের মুখ আচ্ছাদন করিবে । ৫০ । তখন ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার বিনিময় দিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর । ৫১ । ইহা মানবমণ্ডলীর জন্য প্রচার করা হয় ও তাহাতে ইহা দ্বারা তাহারা ত্রাসযুক্ত হইবে, এবং তাহাতে জানিবে যে, তিনি একমাত্র ঈশ্বর, ইহা ব্যতীত নহে, এবং তাহাতে বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করিবে । ৫২ । (র, ৭, আ, ১১)

* পুনরুত্থানের দিন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইলে স্বর্গীয় দূত সকল অবতরণ করিয়া লোকদিগের শাস্তিদানে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই ভয়ে সকলের চক্ষু ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিবে, নিচের দিকে দৃষ্টি করিবার অবকাশ পাইবে না । (ত, ফা,)

† মক্কাবাসিগণ সকলে মিলিয়া হজরতকে হত্যা বা বন্দী করিতে কত প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে, এই আয়াতে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে । (ত, ফা,)

সূরা হেজুর *

পঞ্চদশ অধ্যায়

৯৯ আয়াত, ৬ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

এই প্রবচন সকল সেই গ্রন্থের ও উজ্জ্বল কোরআনের হয়† । ১ । অনেক সময় ধর্মদ্রোহিগণ বন্ধুতা স্থাপন করে, হায়! যদি তাহারা মোসলমান হইত‡ । ২ । তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহারা ভক্ষণ ও ফল ভোগ করুক, এবং কামনা তাহাদিগকে (সংসারে) লিপ্ত রাখুক, পরে শীঘ্রই তাহারা জানিতে পাইবে। ৩ । এবং আমি কোন গ্রামকে তাহার জন্য নিরূপিত লিপি ব্যতীত বিনাশ করি নাই$ । ৪ । কোন সম্প্রদায় স্বীয় নির্দিষ্ট কালের অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী হয় না। ৫ । এবং তাহারা বলে যে, "ওহে যাহার উপর উপদেশ (কোরআন) অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি সেই ব্যক্তি, নিশ্চয় তুমি ক্ষিপ্ত। ৬ । + যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও তবে কেন আমাদের নিকটে দেবতাদিগকে আনয়ন করিতেছ না" । ৭ । আমি দেবগণকে ন্যায়ানুসারে ব্যতীত অবতারণ করি না, এবং তখন তাহারা (ধর্মদ্রোহিগণ) অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। ৮ । নিশ্চয় আমি উপদেশ অবতারণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমি তাহার সংরক্ষক। ৯ । এবং সত্য-সত্যই আমি (হে মোহম্মদ,) তোমার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সকলের মধ্যে (সংবাদবাহক) প্রেরণ করিয়াছি। ১০ । এবং (এমন) কোন প্রেরিত পুরুষ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই যে, তাহারা তাহার প্রতি উপহাস বৈ করে নাই। ১১ । এই প্রকারে আমি অপরাধীদিগের অন্তরে তাহা (বিদ্রূপ) চালনা করি। ১২ । + তাহারা ইহার প্রতি

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়। এই সূরার ব্যবচ্ছেদক বর্ণ "আলরা"। কাহার কাহার মতে আয়ে আল্লাহু, লয়ে জেব্রিল, রয়ে রসুল (প্রেরিত পুরুষ) বুঝায়। অর্থাৎ এই বাণী ঈশ্বর হইতে জেব্রিলের যোগে প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে (ত, হো,)

† গ্রন্থ ও কোরআন দুই এক পদার্থ, কিন্তু ভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক শব্দই ভাবকে প্রমাণিত করে। গৌরবার্থে "কোরআন" এই শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। (ত, হো,)

‡ "যদি তাহারা মোসলমান হইত" এই আকাঙ্ক্ষার ভাব কাফেরদিগের প্রতি পৃথিবীতে বিজয় লাভের সময়ে বিশ্বাসীদিগের হয়; বা কাফেরদিগের মৃত্যুকালে কিংবা ভূগর্ভে সমাহিত অবস্থায় অথবা পুনরুত্থানের দিনে কিংবা বিচারের সময়ে তাঁহাদের এইরূপ ইচ্ছা হয়।

$ সময় নির্ধারিত ছিল, এবং স্বর্গ সংরক্ষিত বিধিপুস্তকে লিপি ছিল যে, ধর্মবিরোধীদিগকে কত দিন অবকাশ দেওয়া যাইবে ও কি প্রকারে তাহাদের বিনাশ হইবে। (ত, হো,)

(কোরআনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করে না, নিশ্চয় (এক্ষণ) পূর্ববর্তীদিগের পদ্ধতি চলিয়া গিয়াছে* । ১৩ । এবং যদি আমি তাহাদের প্রতি আকাশের দ্বার মুক্ত করি তবে তাহারা তন্মধ্যে আরোহণকারী হইবে । ১৪ । +তাহারা অবশ্য বলিবে যে, "আমাদের চক্ষু বিহ্বল হইয়াছে বৈ নহে, বরং আমরা ইন্দ্রজালমুগ্ধ এক জাতি" । ১৫ । (রু, ১, আ, ১৫)

এবং সত্য-সত্যই আমি আকাশে গ্রহমণ্ডল সকল উৎপাদন করিয়াছি, এবং দর্শকদিগের নিমিত্ত তাহাকে শোভিত করিয়াছি✝ । ১৬ । +এবং যে লুকাইয়া শ্রবণ করিয়াছে তাহা ব্যতীত সমুদায় নিস্তাড়িত শয়তান হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছি, অনন্তর উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড তাহার অনুসরণ করিয়াছে‡ । ১৭ + ১৮ । এই পৃথিবী, ইহাকে আমি প্রসারিত করিয়াছি ও ইহার মধ্যে পর্বত সকল স্থাপন করিয়াছি, এবং ইহার মধ্যে প্রত্যেক পরিমিত বস্তু উৎপাদন করিয়াছি । ১৯ । এবং ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য উপজীব্য সামগ্রী সৃজন করিয়াছি, এবং তোমরা যাহার জীবিকাদাতা নও তাহাকে (জীবদিগকে সৃজন করিয়াছি) । ২০ । এবং (এমন) কোন বস্তু নাই যে, আমার নিকটে তাহার ভাণ্ডার নাই, এবং আমি নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তাহা অবতারণ করি না । ২১ । এবং আমি ভারস্থাপনকারী বায়ুকে প্রেরণ করিয়াছি, তৎপর আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছি, অনন্তর তাহা তোমাদিগকে পান করাইয়াছি ; তোমরা তাহার সংগ্রহকারী নও$ । ২২ । এবং নিশ্চয় আমি জীবন দান করি ও প্রাণ হরণ করিয়া থাকি, এবং আমিই স্বত্বাধিকারী§ । ২৩ । এবং সত্য-সত্যই আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে জ্ঞাত আছি, ও সত্য-সত্যই আমি পরবর্তী লোকদিগকে জ্ঞাত আছি** । ২৪ । এবং নিশ্চয় (যিনি)

* অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধর্মদ্রোহী লোকদিগের সংহার সাধনে ঈশ্বরের যে প্রণালী ছিল এক্ষণ তাহা রহিত হইয়াছে । (ত, হো,)

✝ আকাশে মেঘ-বৃষাদি দ্বাদশটি গ্রহমণ্ডল আছে । নক্ষত্রবৃন্দে নভোমণ্ডল শোভিত হইয়াছে । (ত, হো,)

‡ আদমের সময় হইতে মহাপুরুষ ঈশার সময় পর্যন্ত দৈত্যগণ নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া দেবতাগণ যে স্বর্গীয় গ্রন্থ পাঠ করিতেন তাহা শ্রবণ করিত, এবং পৃথিবীতে আসিয়া সেই সকল কথা তাহাদের বন্ধু ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে জানাইত । মহাত্মা ঈশা জন্ম গ্রহণ করিলে পর তিন স্বর্গে গমনে তাহারা নিষিদ্ধ হয়, চতুর্থ স্বর্গ পর্যন্ত গমনাগমন করিত । মহাপুরুষ মোহম্মদ আবির্ভূত হইলে সমুদায় স্বর্গ হইতেই তাহারা তাড়িত হয় । তাহাকে অর্থাৎ সেই শয়তান-দিগকে তাড়াইবার জন্য উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড নিযুক্ত থাকে ও সমুদায় গুপ্তপথ অবরুদ্ধ হয় । (ত, হো,)

$ বৃষ্টি উৎপাদানের জন্য প্রথমতঃ বাষ্প সকল উৎপন্ন হয়, বায়ু সেই বাষ্পপুঞ্জ দ্বারা মেঘকে ভারাক্রান্ত করিয়া প্রকাশ করে, তৎপর বারিবর্ষণ হয় । (ত, ফা,)

§ অর্থাৎ আমি প্রাণের সঞ্চার করিয়া নশ্বর দেহকে জীবিত করি, এবং প্রাণ হরণ করিয়া তাহাকে নির্জীব করিয়া থাকি । অথবা দর্শনের জ্যোতিতে অন্তরকে সজীব করি, এবং সাধনার অগ্নিতে পশু-জীবনকে ধ্বংস করিয়া থাকি । (ত, হো,)

** আদমের সময় হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও মরিয়াছে, এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাহারা জন্মিবে ও মরিবে সমুদায় আমি জ্ঞাত আছি । (ত, হো,)

তোমার প্রতিপালক, তিনি তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিবেন, নিশ্চয় তিনি নিপুণ ও জ্ঞাতা। ২৫। (র, ২, আ, ৫)

এবং সত্য-সত্যই আমি মনুষ্যকে দুর্গন্ধ কর্দমের শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছি। ২৬। এবং পূর্বে দৈত্যাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা সৃজন করিয়াছি। ২৭। এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "নিশ্চয় আমি দুর্গন্ধ কর্দমের শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্যের সৃষ্টিকর্তা*। ২৮। অনন্তর যখন আমি তাহাকে ঠিক করিয়া লইব, এবং তন্মধ্যে আপন প্রাণ ফুৎকার করিব, তখন তোমরা তাহাকে নমস্কার করিবে†।" ২৯। পরে শয়তান ব্যতীত দেবগণ সমুদায় একযোগে নমস্কার করিল, সে নমস্কারকারীদিগের সঙ্গী হইতে অসম্মত হইল। ৩০ + ৩১। তিনি বলিলেন, "হে শয়তান, তোমার কি হইয়াছে যে, তুমি নমস্কারকারীদিগের সঙ্গী হইলে না?" ৩২। সে বলিল, "দুর্গন্ধ কর্দমের শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা তুমি যাহাকে সৃজন করিয়াছ আমি সেই মনুষ্যকে নমস্কার করিতে কখনও (বাধ্য) নহি।" ৩৩। তিনি বলিলেন, "তুমি এস্থান হইতে বাহির হও, অনন্তর নিশ্চয় তুমি তাড়িত। ৩৪। +এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত হইল।" ৩৫। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, অবশেষে আমাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও।" ৩৬। তিনি বলিলেন, "পরিশেষে নিশ্চয় তুমি নির্ধারিত সময়ের দিবস (আগমন পর্যন্ত অবকাশ প্রাপ্তদিগের অন্তর্গত‡।" ৩৭ + ৩৮। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করিলে, আমি অবশ্য পৃথিবীতে তাহাদের জন্য (পাপকে) সজ্জিত করিব এবং আমি অবশ্য একযোগে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিব। ৩৯। + তাহাদের মধ্যে তোমার চিহ্নিত দাসগণকে ব্যতীত (সকলকে বিভ্রান্ত করিব)।" ৪০। তিনি বলিলেন, "ইহাই (এই বিশেষত্ব) আমার দিকে সরল পথ। ৪১। পথভ্রান্তদিগের যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিয়াছে তৎপ্রতি ভিন্ন নিশ্চয় আমার দাসগণের প্রতি তোমার প্রভাব নাই। ৪২। এবং নিশ্চয় নরক তাহাদের সকলের অঙ্গীকৃত ভূমি। ৪৩। তাহার সপ্ত দ্বার, তাহার প্রত্যেক দ্বারের জন্য অংশ বিভাগ করা আছে§। ৪৪। (র, ৩; আ, ১৯)

---

* পরমেশ্বর আদমকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি মৃত্তিকার উপর জল বর্ষণ করিয়া তাহাকে কর্দমে পরিণত করেন, কিছুকাল গত হইলে তাহা শুষ্ক হয়, পরে তদ্দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করেন। (ত, হো,)

† "আপন প্রাণ ফুৎকার করিব", অর্থাৎ আমার গুণ, ভাব যাহাতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত সেই আত্মাকে সেই দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করিব। (ত, ফা,)

‡ "নির্ধারিত সময়ের দিবস পর্যন্ত"—অর্থাৎ প্রথম সুরধ্বনি হইলে প্রলয় হইবে, দ্বিতীয় সুরধ্বনিতে মৃত সকল জীবিত হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় সুরধ্বনি প্রথম ধ্বনির চল্লিশ বৎসর পরে হইবে। শয়তান সেই নির্ধারিত চল্লিশ বৎসর মৃত থাকিয়া পরে বাঁচিয়া উঠিবে। ঈশ্বর শয়তানের প্রার্থনানুসারে তাহাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবকাশ না দিয়া প্রলয় দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। (ত, হো)

§ যেমন স্বর্গের আট দ্বার আছে ও সৎকর্মশীলদের জন্য তাহার বিভাগ হয়; তদ্রূপ নরকের সাত দ্বার আছে। দুষ্ক্রিয়াশীলদিগের নিমিত্ত তাহা বিভক্ত হইয়া

নিশ্চয় ধর্মভিরুগণ উদ্যান প্রস্রবণ সকলে বাস করিবে*। ৪৫। (বলা হইবে,) নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে এস্থানে প্রবেশ কর। ৪৬। এবং তাহাদের বক্ষে পরস্পর ভ্রাতৃবিদ্বেষ যাহা ছিল তাহা আমি বাহির করিব, তাহারা সিংহাসনের উপরে পরস্পর সম্মুখীন থাকিবে+। ৪৭। তথায় কোন দুঃখ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইবে না, এবং তাহারা তথা হইতে বহিষ্কৃত হইবে না। ৪৮। আমার দাসদিগকে (হে মোহম্মদ,) সংবাদ দান কর যে, আমি ক্ষমাশীল দয়ালু। ৪৯। +এবং এই যে আমার শাস্তি, তাহা দুঃখজনক শাস্তি। ৫০। এবং তাহাদিগকে এব্রাহিমের অতিথিদিগের সংবাদ দান করঃ। ৫১। যখন তাহারা নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তখন "সলাম" বলিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, নিশ্চয় আমরা আমাদিগ হইতে ভীত আছি।" ৫২। তাহারা বলিয়াছিল, "ভয় করিও না, নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক জ্ঞানবান্ পুত্রের সুসংবাদ দান করিতেছি।" ৫৩। সে বলিয়াছিল যে, "আমাকে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অদবস্থায় কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দান করিতেছ? অনন্তর কিরূপ শুভ সংবাদ দিতেছ?" ৫৪। তাহারা বলিয়াছিল যে, "যথার্থ ভাবে আমরা তোমাকে সুসংবাদ দান করিতেছি, অতএব তুমি নিরাশদিগের অন্তর্গত হইও না।" ৫৫। এবং সে বলিয়াছিল, পথভ্রান্তগণ ব্যতীত কে স্বীয় প্রতিপালকের দয়াতে নিরাশ হয়? ৫৬। বলিয়াছি, "হে প্রেরিতগণ, অবশেষে তোমাদের কি অভিপ্রায়?" ৫৭। তাহারা বলিয়াছিল যে, "নিশ্চয় আমরা লুতের স্বগণ ব্যতীত (অন্য) অপরাধী দলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি, নিশ্চয় আমরা তাহার ভার্যা ব্যতীত তাহাদিগকে (লুতের স্বগণদিগকে) এক যোগে উদ্ধার করিব, আমরা

থাকে। বোধ করি স্বর্গের এক দ্বার এজন্য অধিক আছে যে, সৎকর্ম ব্যতীত কেবল ঈশ্বর কৃপায় লোকে সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। (ত, হো)
এ স্থানে নরকের দ্বার অর্থে নরকের শ্রেণী, এক এক শ্রেণীর নরক এক এক সম্প্রদায়ের নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে। একেশ্বরবাদী পাপীদিগের জন্য "জহন্নম" নামক এক নরক নির্দিষ্ট, "নতি" ঈসায়ীদিগের নিমিত্ত, "হোতমা" ইহুদীদিগের নিমিত্ত, "সয়ির" সাবী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত, "সকর" অগ্নিপুজকদের নিমিত্ত, "জহিম" অংশীবাদীদিগের নিমিত্ত, "হাভিয়া" কপটদিগের নিমিত্ত নির্ধারিত। বহরোল্ হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, হিংসা, ক্রোধ, কাম অহংকার এই সাতটি নরকের দ্বার। অপিচ অপর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, উদর, জননেন্দ্রিয়, হস্ত, পদ মনুষ্যের এই সাতটি অঙ্গ নরকের দ্বার, এই সপ্ত অঙ্গ দ্বারা মনুষ্য পাপ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

* অর্থাৎ যে সকল উদ্যানে দুগ্ধ ও সুরা প্রভৃতির প্রস্রবণ প্রবাহিত, তথায় তাহারা বাস করিবে। (ত, হো)

+ পৃথিবীতে যাঁহাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষ ছিল উন্নত লোকে তাহা থাকিবে না; সকলের প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইবেন। কথিত আছে যে, স্বর্গবাসীদিগের কেহ কাহার পৃষ্ঠদেশ দর্শন করেন না, তাঁহারা যে স্থানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন পরস্পরের মুখ দর্শন করেন, এবং চলিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনও চলিয়া থাকে। (ত, হো)

ঃ অর্থাৎ সেই তিন স্বর্গীয় দূত বা অষ্ট কিংবা দ্বাদশ স্বর্গীয় দূত, যাঁহারা এব্রাহিমের নিকটে সুসংবাদ দানের জন্য ও লুতের নিকটে তাঁহার সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। (ত, হো)

স্থির করিয়াছি যে, "নিশ্চয় সেই নারী পতিতাদিগের অন্তর্গত"। ৫৮+৫৯+৬০। (রো, ৪, আ, ১৬)

অনন্তর যখন প্রেরিত পুরুষগণ লুতের স্বগণবর্গের নিকটে উপস্থিত হইল। ৬১।+ তখন সে বলিল, "নিশ্চয় তোমরা অপরিচিত দল।" ৬২। তাহারা বলিল, "বরং তাহারা যে বিষয়ে সন্দেহ করিতেছিল তৎসহ আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি*। ৬৩। এবং আমরা তোমার নিকটে সত্যসহ উপস্থিত হইয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী। ৬৪। অনন্তর তুমি রজনীর এক-ভাগে স্বজনসহ প্রস্থান করিও ও তুমি তাহাদিগের পশ্চাদগমনের অনুসরণ করিও, এবং তোমাদের কেহ যেন পশ্চাদ্দৃষ্টি না করে ও যে স্থানে তোমরা আদিষ্ট হইয়াছ তথায় চলিয়া যাইবে৽। ৬৫। এবং তাহার প্রতি আমি এই বিষয় নির্ধারণ করিয়াছিলাম যে, প্রাতঃকাল হইলে ইহাদিগের মূল ছিন্ন হইবে। ৬৬। এবং সেই নগরবাসিগণ আনন্দ সহকারে উপস্থিত হইল। ৬৭। সে বলিল, "নিশ্চয় ইহারা আমার অতিথি, অতঃপর তোমরা আমাকে অপমানিত করিও না। ৬৮।+ এবং ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমাকে লাঞ্ছিত করিও না।" ৬৯। তাহারা বলিল, "ধরাতলবাসীদিগকে (অতিথি করিতে) আমরা কি তোমাকে বারণ করি নাই?" ৭০। সে বলিল, "যদি তোমরা কার্যকারক হও তবে ইহারা আমার কন্যা (বিবাহ কর)ঞ্চ। ৭১। তোমার জীবনের শপথ, (হে মোহম্মদ)$ নিশ্চয় তাহারা স্বীয় মত্ততায় ঘূর্ণায়মান ছিল। ৭২। অনন্তর উষাকাল আগত হইলে ঘোর নিনাদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ৭৩। +পরে আমি তাহার (নগরের) উর্দ্ধতিকে তাহার অবনতি করিলাম, এবং তাহাদিগের উপরে প্রস্তরকঙ্কর সকল বর্ষণ করিলাম। ৭৪। নিশ্চয় ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত নিদর্শন সকল আছে। ৭৫। এবং নিশ্চয় তাহা (সেই নগর) পথিমধ্যে স্থিত। ৭৬। নিশ্চয়ই ইহাতে বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৭৭। নিশ্চয় আয়কানিবাসিগণ§ অত্যাচারী ছিল। ৭৮। অনন্তর আমি তাহাদিগ হইতে

* অর্থাৎ লুত যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করিত। এই পাপের জন্য যে শাস্তির অঙ্গীকার আছে এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ ছিল। এক্ষণ স্বর্গীয় দূতগণ বলিতেছেন যে, তাহারা যে শাস্তির বিষয়ে সন্দেহ করিতেছে তাহাদিগকে সেই শাস্তি দান করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছি। ((ত, ফা,)

৽ শাম বা মেসর দেশে যাইবার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ হইয়াছিল, তথাকার নিবাসিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। (ত, হো,)

ঞ্চ প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষ আপন আপন মণ্ডলীর পিতাস্বরূপ, এজন্য লুত স্বীয় সম্প্রদায়ের কন্যাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমার কন্যাগণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। (ত, হো)

$ পরমেশ্বর সৃষ্ট বস্তু সকলের যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া শপথ করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন জীব ঈশ্বরের উল্লেখ ব্যতীত শপথ করে না। সৃষ্ট জীবের মধ্যে হজরত অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নহে। এজন্য পরমেশ্বর অন্য কাহারও জীবনের শপথ করেন নাই। যেহেতু তাঁহার জীবন সত্য জীবন ছিল, এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রিয় ও সান্নিধ্যবর্তী ছিল। (ত, হো)

§ মহাপুরুষ শোঅয়বের সম্প্রদায় "আয়কা" নিবাসী ও "মদয়ন" নিবাসী ছিল। যে স্থানে ঘন সন্নিবিষ্ট পাদপশ্রেণী, তাহাকে "আয়কা" বলে। অনেক উদ্যান

প্রতিশোধ লইয়াছি ও নিশ্চয় উভয় স্থান* পথিমধ্যে প্রকাশিত আছে। ৭৯।
(র, ৫, আ, ১৯)

এবং সত্য-সত্যই হেজরের নিবাসিগণ প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল†। ৮০। এবং তাহাদিগকে আমি আপন নিদর্শন সকল দান করিয়াছিলাম, পরন্তু তাহারা তাহার প্রতি বিমুখ ছিল। ৮১।+এবং তাহারা পর্বত সকল হইতে নিরাপদ আলয় কাটিয়া লইতেছিল‡। ৮২। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে বিকট ধ্বনি তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইল। ৮৩।+পরিশেষে তাহারা যাহা করিতেছিল তাহাদিগ হইতে তাহা দূর করিল না। ৮৪। এবং আমি সত্য ভাবে ব্যতীত স্বর্গ ও মর্ত এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা সৃজন করি নাই; নিশ্চয় কেয়ামত উপস্থিত হইবে, অনন্তর উত্তম ক্ষমারূপে ক্ষমা কর$। ৮৫। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তিনিই সৃষ্টিকর্তা জ্ঞানবান। ৮৬। এবং সত্য-সত্যই তোমাকে (হে মোহম্মদ,) আমি দ্বিরুক্তির সপ্ত (আয়াত) এবং মহা কোরআন প্রদান করিয়াছি§। ৮৭। যাহা দ্বারা আমি তাহাদিগের অনেক প্রকারের লোককে

ছিল বলিয়া উক্ত স্থানকে "আয়কা" বলিত। আয়কা নিবাসিগণ শোঅয়বের অবাধ্য হওয়াতে এবং মদয়নের লোকগণ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলাতে ভয়ংকর নিনাদে আক্রান্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। (ত, হো)

* "উভয় স্থান" অর্থাৎ লুতীয় সম্প্রদায়ের নিবাসভূমি 'সদুমা" এবং শোঅয়বীয় সম্প্রদায়ের বাসস্থান "আয়কা"। (ত, হো)

† সমুদ জাতি হেজরের নিবাসী; তাহারা তাহাদের প্রেরিত-পুরুষ সালেহ্‌কে অসত্যবাদী বলিয়াছিল। (ত, ফা)

‡ পাষাণ হইতে প্রকাণ্ডকায় উষ্ট্রী প্রসূত হওয়া এবং সেই উষ্ট্রীতে আশ্চর্য জীবনের ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া ইত্যাদি যে অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, সমুদ জাতি গ্রাহ্য করে নাই। তাহারা শাস্তি ও দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পর্বত খনন করিয়া সুদৃঢ় গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল। উহা তাহাদিগ হইতে বিপদ্ দূর করিতে পারে নাই। (ত, হো,)

$ পূর্ববর্তী মণ্ডলীদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পরমেশ্বর বলিলেন যে ক্রীড়ার ভাবে আমি জগৎ সৃজন করি নাই, সত্যভাবে সৃষ্টি করিয়াছি, স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিয়াছি। পরিশেষে প্রলয় উপস্থিত হইবে। আজ্ঞা প্রচার হইলেও যখন কাফেরগণ গ্রাহ্য করিল না, তখন আদেশ হইল যে, বিরোধের প্রয়োজন নাই, সন্ধি ও অঙ্গীকারের পথ অনুসরণ কর। (ত, ফা,)

§ একদা সাত দল বণিক্ বহুমূল্য দ্রব্যজাত সহ মক্কায় উপস্থিত হইয়াছিল। হজরতের কোন কোন ধর্মবন্ধু তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "হায়! যদি এ সকল সম্পত্তি আমাদিগের হস্তে থাকিত তাহা হইলে সমুদায় ঈশ্বরোদ্দেশ্যে ব্যয় করিতাম।" হজরতের মনেও আন্দোলন উপস্থিত হয় যে, বিশ্বাসিগণের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট আর অংশিবাদীদিগের এই সকল সম্পত্তি, এ কেমন ব্যাপার? তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, সপ্ত বণিকের সম্পত্তি অপেক্ষা মূল্যবান্ ফাতেহা সূরার সপ্ত আয়াত, অথবা প্রথম হইতে সপ্ত সূরা তোমাকে দান করিয়াছি। "দ্বিরুক্তি" অর্থে কোরআন, কোরআনকে দ্বিরুক্তি এজন্য বলা হইল যে, তাহাতে অনুজ্ঞা ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকলের পুনরুক্তি হইয়াছে। (ত, হো,)

লাভমান্ করিয়াছি, তুমি তাহার প্রতি আপন দৃষ্টিকে প্রসারণ করিও না ও ইহাদের সম্বন্ধে শোক করিও না, এবং বিশ্বাসিগণের জন্য স্বীয় বাহুকে নত কর* । ৮৮ । বল, নিশ্চয় আমি স্পষ্ট ভয়-প্রদর্শক । ৮৯ ।+যদ্রূপ আমি (ঈশ্বর) বিভাগকারীদিগের প্রতি শাস্তি অবতারণ করিয়াছি তদ্রূপ যাহারা কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি (শাস্তি প্রেরণ করিবে)† । ৯০+৯১ । অনন্তর তোমার প্রতিপালকের শপথ, তাহারা যাহা করিতেছিল সমবেতভাবে তাহাদিগকে আমি তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিব । ৯২+৯৩ । পরে যে বিষয়ে তুমি আদিষ্ট হইতেছ তাহা প্রচার কর, এবং অংশিবাদিগণ হইতে বিমুখ হও । ৯৪ । নিশ্চয় আমি বিদ্রূপকারীদিগকে তোমার পক্ষে যথেষ্ট করিলাম‡ । ৯৫ ।+যাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে অপর ঈশ্বর নির্ধারিত করে, পরে সত্বর তাহারা জানিবে । ৯৬ । এবং সত্য-সত্যই আমি জানিতেছি তাহারা যাহা বলিতেছে তজ্জন্য তোমার বক্ষঃস্থল সংকুচিত হইতেছে । ৯৭ ।+ অনন্তর তুমি আপন প্রতিপালকের গুণ পবিত্রভাবে কীর্তন কর, এবং প্রণামকারীদিগের অন্তর্গত হও । ৯৮ ।+এবং যে পর্যন্ত তোমার প্রতি মৃত্যু উপস্থিত হয়, সে পর্যন্ত আপন প্রতিপালককে অর্চনা কর । ৯৯ । (র, ৬, আ, ২০)

* অনেক প্রকার কাফের আছে। যথা—ইহুদী, ঈসায়ী, সূর্যোপাসক ও পৌত্তলিক ইত্যাদি। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তাহাদিগকে আমি যাহা দান করিয়াছি তৎপ্রতি তুমি অনুরাগ প্রকাশ করিও না, উহা অতি নিকৃষ্ট ও হেয়। ইহাদিগের অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগের দরিদ্রতা দেখিয়া শোক করিও না। "বিশ্বাসীদিগের জন্য স্বীয় বাহুকে নত কর" ইহার অর্থ বিশ্বাসীদিগকে সম্মান কর। (ত, হো,)

† কাফেরগণ যখন কোরআন শ্রবণ করিত তখন উপহাস করিয়া একজন অপর জনকে বলিত, আমি "বকর সুরা" লইব, অন্য জন বলিত, আমি "মায়দা" লইব, অপর ব্যক্তি কহিত, আমি "অনকবুত সুরা" গ্রহণ করিব। ইহাদিগকে কোরআন বিভাগকারী বলা হইয়াছে। (ত, ফা,)

কতকগুলি লোক কোরআনকে কাব্য ও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র এই সংজ্ঞায় বিভক্ত করিত, তাহারা দ্বাদশ জন ছিল। যাত্রিকদিগের আগমনের সময়ে অলিদ মঘয়রা তাহাদিগকে মক্কার পথে পাঠাইয়া দিত। তাহারা যাত্রিক দেখিলেই তাহাদিগকে বলিত যে মোহম্মদ, কবি ভবিষ্যদ্বক্তা, ঐন্দ্রজালিক বৈ নহে। তাহারা কোরআনকে কাব্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দান করিত। (ত, হো,)

‡ প্রধান পাঁচ জন কোরেশ অলিদ মঘয়রা প্রভৃতি হজরতকে উৎপীড়ন করিতে বিশেষ উদ্যোগী ছিল। তাহারা তাঁহাকে যে স্থানে পাইত উপহাস-বিদ্রূপ করিত। ঈশ্বর সেই পাঁচ ব্যক্তিকে যথেষ্ট শাস্তি দান করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

সূরা নহল*

ষোড়শ অধ্যায়

১২৮ আয়াত, ১৬ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ঈশ্বরের আজ্ঞা উপস্থিত, অতএব তাহা সত্বর প্রার্থনা করিও না; তিনি পবিত্র এবং তাহারা যাহাকে অংশী নির্ধারণ করে তাহা হইতে তিনি উন্নত†। ১। তিনি আত্মসহ দেবতাদিগকে স্বীয় আজ্ঞাক্রমে ভয় প্রদর্শন করিতে আপন দাসদিগের যাহার উপরে ইচ্ছা হয় অবতারণ করেন,‡ যথা, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, অতএব তোমরা আমাকে ভয় করিও। ২। তিনি সত্যভাবে স্বর্গ ও মর্ত সৃজন করিয়াছেন, তাহারা যাহাকে অংশী নির্ধারণ করে তাহা অপেক্ষা তিনি উন্নত। ৩। তিনি শুক্র দ্বারা মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন, পরে অকস্মাৎ সে স্পষ্ট বিরোধী হইল। ৪। এবং তিনি চতুষ্পদদিগকে তোমাদের নিমিত্ত সৃজন করিয়াছেন, তন্মধ্যে (বস্ত্রের জন্য) উষ্ণ রোম ও লাভ সকল আছে, এবং তাহাদের (কোন কোনটি) তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। ৫। যখন (প্রান্তর হইতে) প্রত্যাগমন কর ও যখন ছাড়িয়া দেও তখন তন্মধ্যে তোমাদের জন্য শোভা আছে। ৬। এবং তাহারা তোমাদের ভার কোন নগরের দিকে বহন করিয়া থাকে, (অন্যথা) তোমরা আত্মিক ক্লেশ ব্যতীত কখনও তথায় সমাগত হও না, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহকারী দয়ালু। ৭। এবং অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দভদিগকে (তিনি সৃজন করিয়াছেন) যেন তোমরা তদুপরি আরোহণ কর ও শোভার নিমিত্ত (সৃজন করিয়াছেন). তোমরা যাহা অবগত নও তিনি তাহা সৃজন করেন। ৮। এবং ঈশ্বরের প্রতিই সরল পথ পঁহুছে ও তাহার (কোনটি) কুটিল, এবং যদি

* মক্কাতে এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

† অর্থাৎ কেয়ামতের উপস্থিতি সম্বন্ধে অথবা ধর্মদ্রোহীদিগের শাস্তিবিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ নিকটবর্তী, অতএব আর তাহা সত্বর প্রার্থনা করিও না। প্রেরিত পুরুষ কাফেরদিগকে কেয়ামতের ঐহিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিলে তাহারা উপহাস করিয়া বলিতেছিল যে, শীঘ্র কেয়ামত ও শাস্তি উপস্থিত কর। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। যথা, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা সংঘটিত হইবে। তোমরা প্রতিমাকে যে ঈশ্বরের অংশী করিয়াছ সে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর প্রতিমা হইতে উন্নত। (ত, হো,)

‡ এ স্থলে আত্মা শব্দে প্রত্যাদেশ বুঝাইবে। অথবা ঈশ্বরের সান্নিধ্যবর্তী এক দল আত্মা আছে, যখন পরমেশ্বর কোন স্বর্গীয় দূতকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, সেই আত্মা সকলকে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া থাকেন। (ত, ফা,)

তিনি ইচ্ছা করিতেন তবে এক যোগে তোমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিতেন* । ৯ । (র, ১, আ, ৯)

তিনিই যিনি তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, তাহা হইতে পান করা হয়, এবং তাহা হইতে বৃক্ষ (তৃণাদি) হয়, তাহাতে তোমরা পশুদিগকে চরাইয়া থাক । ১০ । তিনি তদ্দ্বারা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র ও জয়তুন ও খোর্মাতরু, এবং দ্রাক্ষা এবং সর্ববিধ ফল উৎপাদন করেন, নিশ্চয় যাহারা চিন্তা করে সেই দলের জন্য ইহাতে নিদর্শন সকল আছে । ১১ । এবং তিনিই তোমাদের জন্য দিবা ও রজনী এবং সূর্য ও চন্দ্র অধিকৃত করিয়াছেন, এবং নক্ষত্রবৃন্দ তাঁহার আজ্ঞাক্রমে অধিকৃত ; নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সকল আছে । ১২ ।+এবং তিনি তোমাদের জন্য ধরাতলে যাহা বিকীর্ণ করিয়াছেন তাহার বিভিন্ন বর্ণ ; উপদেশ গ্রহণকারী দলের জন্য নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে । ১৩ । এবং তিনিই যিনি সমুদ্রকে আয়ত্ত করিয়াছেন, যেন তাহা হইতে তোমরা সদ্য মাংস ভক্ষণ করিতে পাও ও আভরণ যাহা পরিধান করিয়া থাক তাহা হইতে বাহির কর ; এবং তুমি দেখিতেছ যে, (হে মোহম্মদ,) নৌকা সকল তাহাতে চলিয়া থাকে ; (তিনি সমুদ্রকে অধিকৃত করিয়াছেন) যেন তোমরা তাঁহার গুণে (জীবিকা) অন্বেষণ করিতে থাক, ভরসা যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে+ । ১৪ । এবং তিনি ধরাতলে গিরিশ্রেণী স্থাপন করিয়াছেন যেন তাহা তোমাদিগকে স্থিরতর রাখে,‡ এবং জলস্রোত সকল ও বর্ত্ম সকল (সৃজন করিয়াছেন,) ভরসা যে, তোমরা পথ প্রাপ্ত হইবে । ১৫ । +এবং (পথের) নিদর্শন সকল (সৃজন করিয়াছেন,) তাহারা নক্ষত্র যোগে পথ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৬ । অনন্তর যিনি সৃজন করেন তিনি কি যে সৃজন করে না তাহার তুল্য ? পরন্তু তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ

---

* তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার গুণ স্পষ্ট বুঝা যায় । সরল নয় সে-ই তাঁহার পথ হইতে পলায়ন করে । (ত, ফা,)

+ পরমেশ্বর বাহ্য জগতে নদ-নদী ও সাগর সৃজন করিয়াছেন, এবং তাহা পার হইবার জন্য নৌকা সকল নিযুক্ত রাখিয়াছেন । অন্তর রাজ্যেও নদী সকল আছে, যথা—আসক্তি-নদী, বিষাদ, লোভ ঔদাসিন্য, বিচ্ছেদ-নদী ইত্যাদি । এ সমুদায় নদী হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যও তিনি নৌকা সকল নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন । যিনি নির্ভয়ের নৌকায় আরোহণ করেন তিনি আসক্তি-নদী হইতে বিষয়মুক্তির তীরে উত্তীর্ণ হন । যে ব্যক্তি সন্তোষ-তরণীতে আরোহণ করেন তিনি বিষাদ-নদী পার হইয়া শান্তিতটে সমাগত হইয়া থাকেন । যে জন ধৈর্যপোতে আরূঢ় হন, তিনি লোভ-সাগর হইতে বৈরাগ্যকূলে উপস্থিত হন । যিনি বৈরাগ্য-তরীতে উপবেশন করেন তিনি ঔদাসিন্য-সরিৎ পার হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের তটে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন । যিনি একত্ববাদের নৌকায় সমারূঢ় হন, তিনি ভিন্নতার স্রোতস্বতী অতিক্রম করিয়া যোগের ভূমিতে আসিয়া পঁহুছেন । প্রকৃত পক্ষে ভিন্নতাই স্থিতি, যোগ প্রলয় । যাহারা আত্মবান্ (আসক্তিযুক্ত) তাহারা ভিন্নতার মৃত্যুজনক ভূমিতে স্থিতি করে । যিনি আসক্তিহীন তিনিই যোগভূমিতে বাস করেন । (ত, হো,)

‡ যখন পরমেশ্বর জলের উপর পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, তখন পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল, তদুপরি পর্বত সকল স্থাপন করিলে পরে তাহা স্থির হয় । (ত, হো,)

করিতেছ না ? ১৭। এবং যদি তোমরা ঈশ্বরের দান গণনা কর তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশালী দয়ালু। ১৮। এবং তোমরা যাহা গোপন কর ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন। ১৯। এবং যাহারা ঈশ্বর ব্যতীত (অন্য বস্তু সকলকে) আহ্বান করে, (সেই সকল বস্তু) কিছুই সৃষ্টি করে না ও তাহারা সৃষ্ট হইয়া থাকে। ২০। মৃত সকল জীবিত নহে, তাহারা জানে না যে, কখন সমুত্থাপিত হইবে*। ২১। (র, ২, আ, ১২)

তোমাদের ঈশ্বর, একমাত্র ঈশ্বর অনন্তর যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর অগ্রাহ্যকারী এবং তাহারা অহঙ্কারী। ২২। নিঃসন্দেহ যে, তাহারা যাহা গোপন করে ও যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকে ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন, নিশ্চয় তিনি অহঙ্কারীদিগকে প্রেম করেন না। ২৩। এবং যখন তাহাদিগকে বলা যায়, 'যাহা তোমাদের প্রতিপালক অবতারণ করিয়াছেন তাহা কি ?" তখন তাহারা বলে, "পূর্বতন বৃত্তান্ত সকল"। ২৪।+তাহাতে তাহারা স্বীয় (পাপের)পূর্ণ ভার ও যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিতেছে তাহাদিগের কোন ভার কেয়ামতের দিনে বহন করিবে, জানিও, যে কিছু ভার তাহারা বহন করিবে তাহা মন্দ। ২৫। (র, ৩, আ, ৪)

যাহারা ইহাদের পূর্বে ছিল নিশ্চয় তাহারা ছলনা করিয়াছিল, তৎপর তাহাদের অট্টালিকার ভিত্তির দিকে ঈশ্বর আগমন করিলেন, অনন্তর তাহাদের ঊর্ধ্ব হইতে তাহাদের উপর ছাদ পতিত হইল, তাহাদের প্রতি সেই দিক্ দিয়া শাস্তি উপস্থিত হইল যে, তাহারা জানিত না+। ২৬। অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, এবং বলিবেন, "কোথায় আমার সেই অংশিগণ তোমরা যাহাদের সম্বন্ধে বিরোধ করিতেছিলে ?" জ্ঞানবান্ লোকেরা বলিবে যে, "নিশ্চয় ধর্মদ্রোহী-দিগের প্রতি সেই দিবসের লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ হয়"। ২৭+আপন জীবনের প্রতি

* অর্থাৎ যখন পুত্তলিকাদির আপনার ও অন্যের পুনরুত্থানের সময় অবগত নহে, তখন কি প্রকারে স্বীয় সেবকদিগকে পুরস্কার দিতে সক্ষম। উপাস্যের উচিত যে, উপাসকের পুনরুত্থানের তত্ত্ব জ্ঞাত থাকে ও তাহাদিগকে পুরস্কার দানে সমর্থ হয়। (ত, হো,)

+ কথিত আছে যে, নোমরূদের অট্টালিকার পতন সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। নোমরূদ বাবেল প্রদেশে এক অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল, তাহার উচ্চতা দশ সহস্র হস্ত, দৈর্ঘ্য ও পরিসর তিন ক্রোশ ছিল। সেই অট্টালিকার সাহায্যে স্বর্গে আরোহণ করিয়া এব্রাহিমের ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে নোমরূদের চেষ্টা হয়। প্রাসাদ প্রস্তুত হইলে পর ঈশ্বর ভয়ঙ্কর বাত্যা প্রেরণ করেন, তাহাতে উহা সমূলে চূর্ণ হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, অট্টালিকার চূড়া নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট অংশ নোমরূদের অনুবর্তি-গণের গৃহের উপর পড়িয়া যায় এবং এক ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, তাহাতে সেই দেশে এক সম্প্রদায়ের কথা অন্য সম্প্রদায়ের অবোধ্য হইয়া উঠে। পূর্বে সমুদায় জাতির এক ভাষা ছিল, এই ঘটনার পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত হয়, এবং পৃথিবীতে দ্বাধিক সপ্ততি ভাষায় লোকে কথোপকথন করে। এক্ষণ ঈশ্বর সংবাদ দান করিতেছেন যে, যেমন নোমরূদ ও নোমরূদের অনুবর্তিগণ চক্রান্ত করিয়াছিল, তদ্রূপ আমিও তাহাদের অট্টালিকা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলাম। (ত, হো,)

অত্যাচারী (অবস্থায়) দেবগণ যাহাদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছিল অনন্তর তাহারা সম্মিলন স্থাপন করে, (বলে) যে, "আমরা মন্দ আচরণ করিতাম না"। (তখন বলা হয়) "হাঁ, নিশ্চয় তোমরা করিতেছিলে ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা"। ২৮। অতঃপর তোমরা নরকের দ্বার সকলে প্রবেশ কর, তন্মধ্যে তোমরা নিত্য স্থায়ী হইবে, পরন্তু অহঙ্কারীদিগের স্থান কদর্য। ২৯। এবং যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছিল তাহাদিগকে বলা হইল, "তোমাদের প্রতিপালক যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহা কি ?" তাহারা বলিল, "কল্যাণ"; যাহারা এই সংসারে শুভ-কার্য করিয়াছে তাহাদের জন্য শুভ হয়, এবং অবশ্য পারলৌকিক আলয় কল্যাণকর এবং অবশ্য ধর্মভীরুদিগের নিকেতন উত্তম। ৩০। নিত্য উদ্যান সকল আছে, তন্মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, তাহার নিম্নে জলপ্রণালী প্রবাহিত, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে তাহা তাহাদের জন্য তথায় আছে, এইরূপে পরমেশ্বর ধর্মভীরুদিগকে বিনিময় দান করেন। ৩১। + দেবগণ বিশুদ্ধ আছে (এই অবস্থায়) যাহাদিগের প্রাণ হরণ করে তাহাদিগকে বলিয়া থাকে, "তোমাদের প্রতি সলাম, তোমরা যাহা করিতেছিলে তজ্জন্য স্বর্গলোকে প্রবেশ কর"। ৩২। তাহাদের (কাফেরদিগের) নিকটে দেবগণ উপস্থিত হওয়া, অথবা তোমার প্রতিপালকের আদেশ সমাগত হওয়া ব্যতীত তাহারা প্রতীক্ষা করে না, তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এই প্রকার করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। ৩৩। অনন্তর তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহার অশুভ সকল তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইয়াছে ও তাহারা যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল তাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। ৩৪। (র, ৪, আ, ৯)

এবং অংশিবাদিগণ বলে, 'যদি ঈশ্বর চাহিতেন আমরা তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে অর্চনা করিতাম না ও আমাদের পিতৃপুরুষগণ (অর্চনা করিত না,) এবং আমরা তাঁহার (আজ্ঞা) ব্যতীত কোন বস্তুকে অবৈধ স্থির করিতাম না ;" যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল তাহারাও এই প্রকার বলিয়াছে ; অনন্তর প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি স্পষ্ট প্রচার করা বৈ নহে। ৩৫। এবং সত্য-সত্যই আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছি, (বলিয়াছি) যে, তোমরা ঈশ্বরের অর্চনা করিও, এবং প্রতিমা সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিও ; অনন্তর তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল যে, ঈশ্বর তাহাকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল যে, তাহার প্রতি পথভ্রান্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, অবশেষে তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে থাক, পশ্চাৎ দেখ যে, মিথ্যাবাদীদিগের পরিণাম কি হইল। ৩৬। যদি তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের পথ প্রদর্শনে উৎসুক হও তবে (জানিও) যাহারা (লোকদিগকে) পথভ্রান্ত করে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না, এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। ৩৭। তাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে স্বীয় দৃঢ় শপথে শপথ করিয়াছে যে, যে-ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে ঈশ্বর তাহাকে উত্থাপন করিবেন না ; হাঁ (উত্থাপন করিবেন,) অঙ্গীকার করা তাঁহার সম্বন্ধে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক অবগত নহে। ৩৮। + (তিনি উত্থাপন করিবেন,) এ বিষয়ে যাহারা বিরোধ করিতেছে তাহাদিগের জন্য তাহাতে ব্যক্ত করিবেন, এবং তাহাতে ধর্মদ্রোহিগণ জানিবে যে, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী ছিল। ৩৯। কোন বিষয়ের নিমিত্ত আমার ইহা ভিন্ন কথা নহে যে, যখন আমি তাহা (সৃষ্টির) ইচ্ছা করি, তজ্জন্য "হউক" বলি, তাহাতেই হয়। ৪০। (র, ৫ ; আ, ৬)

এবং যাহারা অত্যাচারিত হওয়ার পর ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিয়াছে আমি

অবশ্য তাহাদিগকে পৃথিবীতে উত্তমরূপে স্থান দান করিব, এবং নিশ্চয় পারলৌকিক পুরস্কার শ্রেষ্ঠ, হায়! যদি তাহারা জানিত। ৪১। +যাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করিয়াছে (তাহাদিগকে উত্তমরূপে স্থান দান করিব)। ৪২। এবং আমি যাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছিলাম তোমার পূর্বে (হে মোহম্মদ,) সেই পুরুষদিগকে ব্যতীত প্রেরণ করি নাই, অনন্তর যদি তোমরা (হে কোরেশগণ,) অজ্ঞাত থাক তবে স্মরণকারীদিগকে প্রশ্ন কর *। ৪৩। +প্রমাণ সকল ও গ্রন্থ সকল সহ (তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,) এবং তোমার প্রতি উপদেশ অবতারণ করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহার বর্ণনা কর, ভরসা যে, তাহারা চিন্তা করিবে। ৪৪। অনন্তর যাহারা কুৎসিত ছলনা করিয়াছে ঈশ্বর যে তাহাদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করিবেন বা অজ্ঞাত স্থান দিয়া যে তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে, কিংবা তাহাদের গমনাগমনে তাহাদিগকে যে আক্রমণ করিবেন (এ বিষয়ে) তাহারা কি নির্ভয় হইয়াছে? পরন্তু তাহারা (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নহে। ৪৫+৪৬। অথবা ভয় দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করা (বিষয়ে কি নির্ভয় হইয়াছে)? পরন্তু নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অনুগ্রহকারী দয়ালু †। ৪৭। ঈশ্বর যে বস্তু সৃজন করিয়াছেন তৎপ্রতি কি তাহারা দৃষ্টি করে নাই? ঈশ্বরোদ্দেশ্যে নমস্কার করতঃ তাহার ছায়া সকল বামে ও দক্ষিণে ঘুরিয়া থাকে, এবং সে সকল হীনাবস্থাপন্ন ‡। ৪৮। জীব ও দেবতা এবং যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তাহারা ঈশ্বরকে প্রণিপাত করে ও তাহারা অহংকার করে না$। ৪৯। তাহারা আপনাদের উপরে (পরাক্রান্ত) আপনাদের প্রতিপালককে ভয় করে, এবং যাহাতে আদিষ্ট হয় তাহা করিয়া থাকে। ৫০। (র, ৬, আ, ১০)

এবং ঈশ্বর বলিয়াছেন, "তোমরা দুই ঈশ্বর গ্রহণ করিও না, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, এতদ্ভিন্ন নহে; অতঃপর আমা হইতে ভীত হওǂ। ৫১। এবং স্বর্গে ও

---

* কোরেশগণ বলিয়াছিল যে, ঈশ্বর অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, তিনি মনুষ্যদিগকে ধর্মবিধিপ্রচারে প্রেরণ না করিয়া দেবতাকে তৎকার্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করিতে পারেন। এই উক্তির প্রতিবাদস্বরূপ এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধর্মদ্রোহী লোকেরা যেরূপ আকস্মিক দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, সেই দণ্ডভয় হইতে কি তাহারা মুক্ত হইয়াছে? কিন্তু ঈশ্বর দয়ালু, তিনি শাস্তিদানে বিলম্ব করেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ কাফেরগণ প্রণিপাত করে না ক্ষতি কি? তাহাদের ছায়া সকল প্রণাম করিয়া থাকে। সে সকল হীনাবস্থাপন্ন, অর্থাৎ বিনীত, অবনত। (ত, হো,)

$ প্রণিপাত দ্বিবিধ, আর্চনিক প্রণিপাত ও আবনতিক প্রণিপাত। ঈশ্বরার্চনা-কালে ললাটদেশ যে ভূমিতে স্থাপন করা হয় তাহা আর্চনিক প্রণিপাত, জ্ঞানবান্‌দিগের এই প্রণিপাত। অজ্ঞান পদার্থের আবনতিক প্রণিপাত। (ত, হো,)

ǂ অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে একত্ব প্রয়োজন। ঈশ্বরত্বের সঙ্গে অংশিত্ব সম্ভবনীয় নহে, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরকে অদ্বিতীয়রূপে সর্বতোভাবে স্বীকার করা উচিত। তিনি কোন বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত নহেন, বস্তু সকল তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত, তিনি বস্তুর সাহায্য ব্যতীত স্থিতি করিতেছেন। (ত, হো,)

পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তাঁহারই, এবং তাঁহারই জন্য সাধনা সমুচিত হইয়াছে, পরন্তু তোমরা কি ঈশ্বর ব্যতীত অন্যকে ভয় কর ? ৫২। এবং যে কিছু সম্পদ তোমাদের সঙ্গে আছে তাহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, অতঃপর যখন তোমাদিগের প্রতি দুঃখ উপস্থিত হয় তখন তাঁহার উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করিয়া থাক। ৫৩। অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগ হইতে দুঃখ দূর করেন তখন অকস্মাৎ তোমাদের এক দল আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে অংশী স্থাপন করে। ৫৪। +তাহাতে আমি যাহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহারা তৎসম্বন্ধে অধর্ম করে ; পরে তোমরা ফলভোগ করিতে থাক, অবশেষে সত্বর জানিতে পাইবে। ৫৫। এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছি, তাহারা যাহাকে জ্ঞাত নহে তাহার জন্য উহার অংশ নির্ধারণ করে ; ঈশ্বরের শপথ, তোমরা যে (অসত্য) বন্ধন করিতেছিলে তদ্বিষয়ে অবশ্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে*। ৫৬। এবং তাহারা ঈশ্বরের জন্য কন্যা সকল নির্ধারণ করে, পবিত্রতা তাঁহারই ; এবং তাহারা যাহা ইচ্ছা করে তাহা তাহাদের নিমিত্ত হয়†। ৫৭। এবং যদি তাহাদের এক ব্যক্তিকে কন্যা (উৎপত্তির) সুসংবাদ দেওয়া যায় তবে তাহার মুখ মলিন ও সে বিষাদপূর্ণ হয়। ৫৮। তাহাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেই দুঃখহেতু দল হইতে সে লুক্কায়িত হয়, (ভাবে) যে তাহাকে কি দুরবস্থায় রাখিবে, অথবা কি তাহাকে মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিবে ; জানিও তাহারা যাহা আদেশ করে তাহা অশুভ‡। ৫৯। যাহারা পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই তাহাদের ভাব মন্দ, এবং ঈশ্বরের ভাব উন্নত ও তিনি পরাক্রান্ত নিপুণ। ৬০। (র, ৭, আ, ১০)

এবং যদি পরমেশ্বর লোকদিগকে তাহাদের অত্যাচারের জন্য ধৃত করেন তবে পৃথিবীতে কোন জীব মুক্তি পায় না, কিন্তু তিনি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করেন, অনন্তর যখন তাহাদের সময় উপস্থিত হইবে তখন তাহারা এক ঘণ্টা পশ্চাতে থাকিবে না ও অগ্রসর হইবে না$। ৬১। এবং তাহারা যাহা অবজ্ঞা করে তাহা ঈশ্বরের জন্য নিরূপণ করিয়া থাকে ও তাহাদের রসনা অসত্য বর্ণন করে, এই যে তাহাদের নিমিত্ত কল্যাণ আছে, নিঃসন্দেহ এই যে, তাহাদের নিমিত্ত অগ্নি আছে ও এই যে, তাহারা (নরকে) প্রথম প্রেরিত§। ৬২। ঈশ্বরের শপথ,

---

* অর্থাৎ যে প্রতিমার ক্ষমতাদি তাহারা জ্ঞাত নহে তাহার জন্য তাহারা শস্য ও পালিত পশুর অংশ নিরূপণ করে। সূরা এনামে এতদ্বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। (ত, হো,)

† খোজাআ ও কননা সম্প্রদায় বলিত যে, দেবিগণ ঈশ্বরের কন্যা। মলিহ সম্প্রদায়ের এই উক্তি যে, ঈশ্বর দৈত্যনারীদিগের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্তান হইয়াছিল। তাহারা যাহা ইচ্ছা করে তাহা লইয়াই আমোদ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ বনো তমিম ও বনো নজিব সম্প্রদায় সদ্যোজাত কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় ভূগর্ভে প্রোথিত করিত। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ যখন মৃত্যুর বা শাস্তির নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে তখন তৎক্ষণাৎ তাহা সঙ্ঘটিত হইবে। (ত, হো,)

§ যাহারা অযোগ্য বস্তু ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া মনে করে যে, আমাদের স্বর্গ লাভ হইবে, এই কথা তাহাদের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। তাহারা নরকের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। (ত, ফা,)

সত্য-সত্যই আমি তোমার পূর্বে মণ্ডলী সকলের প্রতি (তত্ত্ববাহকদিগকে) প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর শয়তান তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের কার্যকে সজ্জিত করিয়াছিল, অতঃপর অদ্যও সে-ই তাহাদের বন্ধু, তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ৬৩। এবং তাহারা যাহা বিপরীত করিয়াছে সে বিষয়ে তাহাদিগের নিমিত্ত বর্ণন করিতে ও বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত পথ-প্রদর্শন এবং দয়া করিতে বৈ আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) গ্রন্থ অবতারণ করি নাই। ৬৪। এবং ঈশ্বর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, তৎপর তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর অন্তে জীবিত করিয়াছেন.* নিশ্চয় ইহাতে শ্রোতৃদলের জন্য নিদর্শন আছে। ৬৫। (র, ৮, আ, ৫)

এবং নিশ্চয় তোমাদিগের নিমিত্ত পশুদিগের মধ্যে উপদেশ আছে, তাহাদের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে আমি তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি, মল ও শোণিতের ভিতর হইতে পানকারীদিগের জন্য বিশুদ্ধ সুস্বাদু দুগ্ধ হয়।† ৬৬। এবং খোর্মাতরু ও দ্রাক্ষালতার ফল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য ও উত্তম উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া থাক.‡ নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানীমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৬৭। এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) মধুমক্ষিকার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, "তুমি পর্বত সকলের ও বৃক্ষ সকলের মধ্যে এবং (মনুষ্য) যে (গৃহ) উন্নমিত করে তাহাতে গৃহ সকল প্রস্তুত কর। ৬৮। + তৎপর তুমি প্রত্যেক ফল ভক্ষণ

* এই প্রকার অন্তরের সহিত শ্রবণ করিলে কোরআন দ্বারা মূর্খকে ঈশ্বর জ্ঞানী করিবেন। (ত, ফা,)

† পশুগণ তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহা পাকস্থলীতে যখন পরিপাক হইতে থাকে, তখন তিনটি থাক হয়, নিম্ন থাকে মল, মধ্য স্থলে দুগ্ধ, উপরের থাকে শোণিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্ত শিরা সকলে ও দুগ্ধ স্তনে সঞ্চারিত হয় এবং মল স্বীয় নির্দিষ্ট পথে বাহির হইয়া যায়। দুগ্ধ ও শোণিত মলেতে স্থিতি করে না। ভক্ষিত জীর্ণ দ্রব্য সকলের সার ভাগ হৃৎপিণ্ড আকর্ষণ করিয়া থাকে, স্থূল অসার অংশ যে মল, তাহা পরিত্যাগ করে। প্রথম পরিপাকের পর ভক্ষিত দ্রব্য হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়া কফ, রক্ত, পিত্ত ও পীতরস উৎপাদন করে, এবং সেই সকল যথোপযুক্ত রূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়। যখন কোন জন্তু গর্ভধারণ করে, স্ত্রীপ্রকৃতির সরসতার বৃদ্ধি প্রযুক্ত তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুরূপ উপরিউক্ত চতুর্বিধ রস বর্ধিত হইয়া থাকে এবং সেই বর্ধিত রস গর্ভকোষ ভ্রূণের জন্য সঞ্চারিত হয়। সন্তান প্রসূত হইলে তাহা পয়োধরে প্রবেশ করে. পয়োধরে মাংসপেশী সকলের সংস্পর্শে সেই রস শুভ্র হইয়া যায়, উহাকেই দুগ্ধ বলে। পশুগণ হরিদ্বর্ণ তৃণপত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের মাংসপেশীর ভিতর দিয়া এরূপ শুভ্র ও সুস্বাদু রস নির্গত হওয়া ও রক্তের সঞ্চার হওয়া স্পষ্ট অলৌকিকতা ও উজ্জ্বল নিদর্শন। শুভ্র বিশুদ্ধ দুগ্ধের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের আচরণ হওয়া উচিত। দুগ্ধ যেমন মল ও রক্তের সংস্রবশূন্য, মনুষ্যের চরিত্রে যেন কপটতারূপ মল, কামনারূপ শোণিত হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা ঈশ্বরের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে। কার্যে কপটতা, গুপ্ত অংশিবাদিত্ব, এবং কামনা দ্বারা ক্রিয়ার বিশুদ্ধভাব নষ্ট হয়। কপটতায় লোকের প্রতি দৃষ্টি, কামনায় নিজের প্রতি দৃষ্টি থাকে। ইহার কিছুর সঙ্গে যোগ থাকিলে ক্রিয়া মলিন হয়। (ত, হো,)

‡ এই আয়াত সুরাপান নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, হো,)

কর, তদনন্তর বিনীতভাবে তোমার প্রতিপালকের পথে চলিতে থাক ;" তাহার উদর হইতে বিবিধ বর্ণের পেয় দ্রব্য যাহাতে লোকের আরোগ্য হয় বাহির হইয়া থাকে, নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীল দলের জন্য নিদর্শন সকল আছে* । ৬৯ । এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিবেন, এবং তোমাদের মধ্যে কেহ আছ যে, নিকৃষ্টতর জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে, তাহাতে জ্ঞান লাভের পর কিছুই জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালী† । ৭০ । (র, ৯, আ, ৫)

এবং পরমেশ্বর তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপরে জীবিকা সম্বন্ধে উন্নতি দান করিয়াছেন, তদনন্তর যাহারা উন্নত হইয়াছে তাহারা স্বীয় জীবিকা আপন অধীনস্থ দাসদিগের প্রতি প্রত্যর্পণ করে, (এমন) নহে যে, পরে তাহারা সে বিষয়ে তুল্য হইবে, অবশেষে তাহারা কি ঈশ্বরের দানকে অগ্রাহ্য করে‡ ? ৭১ । এবং পরমেশ্বর তোমাদের নিমিত্ত তোমাদের জাতি হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের নিমিত্ত তোমাদিগের স্ত্রীগণ হইতে পুত্রগণকে ও পৌত্রগণকে সৃজন করিয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ বস্তু সকল হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়াছেন, অনন্তর তাহারা কি অসত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, এবং তাহারা ঈশ্বরের দান

* শ্লেষ্মাদি রোগে মধু ঔষধ বা ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । একদা এক ব্যক্তি হজরতের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিয়াছিল যে, "প্রেরিত মহাপুরুষ, আমার ভ্রাতা উদরের বেদনায় আর্তনাদ করিতেছে।" হজরত বলিলেন, "তাহাকে মধুপান করাও।" পুনঃ পুনঃ কয়েকবার মধুপান করাইলে পর সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে । মধু যেরূপ বাহ্য রোগ সকলের আরোগ্যজনক ঔষধ তদ্রূপ কোরআন আন্তরিক পীড়ার ঔষধ । প্রথমোক্ত ঔষধ শারীরিক রোগ নষ্ট করে, শেষোক্ত ঔষধ আন্তরিক রোগের প্রতীকারক । এ বিষয়ে যাহারা চিন্তা করে তাহাদের জন্য নিদর্শন সকল আছে । মধুমক্ষিকার প্রকৃতি ঈশ্বরের একটি আশ্চর্য ক্রিয়া । তাহারা প্রত্যাদেশ ভিন্ন জীবন ধারণ করে না । জ্ঞানময় শক্তিময় ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই ক্ষুদ্র দুর্বল জীব কেমন জ্ঞান কৌশলের কার্য সকল করে । কখনও মধুমক্ষিকা তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধ পথে চলে না, তাহারা আশ্চর্য মধু প্রদান করে, বিশুদ্ধ বস্তু আহার করিয়া থাকে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে স্বীয় দলপতির অবাধ্য হয় না, বহু ক্রোশের পথ চলিয়া গিয়াও পুনর্বার গৃহে ফিরিয়া আইসে, তাহারা ষট্‌কোণ গৃহ সকলে যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে পৃথিবীর সমুদায় সুনিপুণ শিল্পী একত্র হইয়া যত্ন করিলেও সেরূপ করিতে পারে কি-না সন্দেহ । যেমন মধু দ্বারা বাহ্যিক রোগের উপশম হয়, তদ্রূপ মধুমক্ষিকার প্রকৃতি আলোচনা দ্বারা আন্তরিক রোগ যে অজ্ঞানতা তাহা দূরীভূত হয় । (ত, হো,)

† নিকৃষ্টতর জীবন বার্ধক্য, অর্থাৎ যখন তোমাদের দেহ বৃদ্ধ হইবে, তখন বালকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনেক বিষয় বিস্মৃত হইয়া যাইবে । (ত, হো,)

‡ হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যখন কোন দাস তাহার প্রভুর জন্য অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে, তখন তাহাকে অগ্নির উত্তাপ ও ধূমের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, প্রভুর উচিত যে, ভোজন করিবার সময় তাহাকে সঙ্গে বসাইয়া ভোজন করেন, অথবা তাহার মুখে দুই-চারি গ্রাস অর্পণ করেন । (ত, ফা,)

সম্বন্ধে অধর্ম করিতেছে* ? ৭২। +এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সেই বস্তুর অর্চনা করে যে তাহাদিগকে আকাশ ও ভূমি হইতে কিছুই জীবিকা দানে অধিকারী নহে, এবং ক্ষমতা রাখে না। ৭৩। অনন্তর ঈশ্বর সম্বন্ধে উপন্যাস সকল বলিও না,† নিশ্চয় ঈশ্বর অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নহ। ৭৪। ঈশ্বর এক ক্রীতদাসের আখ্যায়িকা ব্যক্ত করিলেন যে, সে কোন বিষয়ে ক্ষমতা রাখে না, এবং যে ব্যক্তিকে আমি উত্তম উপজীবিকা দান করিয়াছি, পরে সে তাহা হইতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তাহারা কি তুল্য হয় ? ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা বরং তাহাদের অনেকেই জ্ঞাত নহে‡। ৭৫। এবং ঈশ্বর দুই ব্যক্তির আখ্যায়িকা ব্যক্ত করিলেন, তাহাদের এক জন মূক, সে কোন বিষয়ে ক্ষমতা রাখে না, এবং সে তাহার প্রভুর উপর ভারস্বরূপ, তাহাকে যে স্থানে প্রেরণ করা হয় সে তথা হইতে কোন কল্যাণ আনয়ন করে না, সে ও যে ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে আদেশ করে সে, (এই দুইয়ে) কি তুল্য ? সে সরল পথে আছে$। ৭৬। (র, ১০, আ, ৬)

এবং স্বর্গ ও মর্তের গুপ্ত (তত্ত্ব) ঈশ্বরেরই ও কেয়ামতের কার্য চক্ষুর নিমেষ ভিন্ন নহে, অথবা তাহা নিকটতম, নিশ্চয় ঈশ্বরই সমুদায় বিষয়ের উপরে ক্ষমতাশালী। ৭৭। এবং ঈশ্বরই তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভ হইতে বাহির করেন, তোমরা কিছুই জানিতে না, তিনি তোমাদের জন্য চক্ষু ও কর্ণ ও অন্তর সকল সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও§। ৭৮। তাহারা কি আকাশ-মণ্ডলে বিধৃত পক্ষীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতেছে না ? ঈশ্বর ভিন্ন অন্য (কেহ) তাহাদিগকে ধারণ করে না, যাহারা বিশ্বাস করে সেই দলের জন্য নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন সকল আছে। ৭৯। এবং ঈশ্বরই তোমাদের গৃহ সকল দ্বারা তোমাদের জন্য বাসস্থান করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য পশুচর্ম দ্বারা আলয় সকল করিয়াছেন, স্বীয় পর্যটনের দিনে ও স্বীয় অবস্থিতির দিনে তোমরা তাহা লঘু বোধ করিয়া থাক, এবং তিনি উষ্ট্র মেষ ও ছাগরোম দ্বারা সাময়িক গৃহ

* অর্থাৎ তাহারা প্রতিমা সকল হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে। যথা, প্রতিমা রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছে, পুত্র দান ও ধন দান করিয়াছে, এইরূপ তাহারা অনেক অসত্য কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিমাদিগের কিছুই দান করিবার ক্ষমতা নাই, তাহারা কৃতজ্ঞতার পাত্রও নহে। (ত, ফা,)

† অংশিবাদী লোকেরা বলে যে, ঈশ্বরই কর্তা, পুত্তলিকাগণ তাঁহারই নিয়োজিত কর্মচারী, এজন্য আমরা তাহাদের অর্চনা করিয়া থাকি। ইহা মিথ্যা কথা, ঈশ্বর সমুদায় কার্য স্বয়ং করেন, কাহারও প্রতি তিনি কার্যের ভার অর্পণ করেন নাই। (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ প্রভু যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে দান করিতে পারেন, কিন্তু কোন প্রতিমার কোন বস্তুর উপর প্রভুত্ব নাই। (ত, ফা,)

$ যথা, ঈশ্বরের দুই ভৃত্য এক মূক সে অকর্মণ্য, কথা কহিতে পারে না। দ্বিতীয়, প্রেরিত পুরুষ, যিনি সহস্র সহস্র লোককে ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন করেন, এবং তাঁহারাই দাসত্বে নিযুক্ত। এ দুইয়ের মধ্যে কে ভাল ? (ত, ফা,)

§ অর্থাৎ অনেকে উপজীবিকার ভাবনায় ধর্ম গ্রহণে সঙ্কুচিত হইতেছিল, তাহাতেই এই আদেশ হইল যে, কেহ মাতৃগর্ভ হইতে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনয়ন করে নাই, ঈশ্বরই উপার্জনের উপায় চক্ষু কর্ণ মন ইত্যাদি প্রদান করিয়া থাকে। (ত, ফা,)

সামগ্রী ও বাণিজ্য দ্রব্য করিয়াছেন। ৮০। এবং ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়া সকল উৎপাদন করিয়াছেন ও তোমাদের জন্য পর্বতের গহ্বর সকল করিয়াছেন, এবং উষ্ণতা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ সকল করিয়াছেন ও (যুদ্ধের) কষ্ট হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ সকল করিয়াছেন, এই প্রকারে তোমাদিগের সম্বন্ধে তিনি আপন দান পূর্ণ করিয়াছেন যেন তোমরা অনুগত হও*। ৮১। অনন্তর যদি তাহারা বিমুখ হয় তবে (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতি স্পষ্ট প্রচার করা বৈ নহে। ৮২। তাহারা ঈশ্বরের দান বুঝিতেছে, অতঃপর তাহা অগ্রাহ্য করিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই ধর্মদ্রোহী। ৮৩। (র, ১১, আ, ৭)

এবং যে দিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে সাক্ষী সমুত্থাপন করিব, তৎপর সেই দিন যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না, এবং তাহারা (ঈশ্বরের প্রসন্নতাতে) প্রত্যাবর্তিত হইবে না†। ৮৪। এবং যখন অত্যাচারিগণ শাস্তি দেখিবে তখন তাহাদিগ হইতে (তাহা) খর্ব করা যাইবে না, এবং তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। ৮৫। এবং যাহারা অংশী স্থাপন করিয়াছে তাহারা যখন স্বীয় অংশীদিগকে দেখিবে তখন বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা যাহাদিগকে আহ্বান করিতেছিলাম ইহারাই আমাদের সেই অংশী;" পরে উহারা তাহাদের প্রতি এই বাক্য স্থাপন করিবে যে, "নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী"। ৮৬। এবং তাহারা সেই দিন ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সম্মিলন স্থাপন করিবে ও তাহারা যাহা বন্ধন (অংশীস্থাপনাদি) করিতেছিল তাহাদিগ হইতে তাহা হারাইয়া যাইবে। ৮৭। এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও (লোকদিগকে) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে তাহারা যে অত্যাচার করিতেছিল তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে শাস্তির উপর অধিক শাস্তি দান করিব‡। ৮৮। এবং যে দিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে তাহাদের প্রতি তাহাদের জাতি হইতে সাক্ষী দণ্ডায়মান করিব, এবং সেই দিন তোমাকেও উহাদের উপরে সাক্ষীরূপে আনয়ন করিব; প্রত্যেক বিষয় বর্ণনার জন্য এবং মোসলমানদিগের নিমিত্ত সুসংবাদ দান ও দয়া ও পথ-প্রদর্শনের জন্য তোমার প্রতি আমি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি। ৮৯। (র, ১২, আ, ৬)

* আরব উষ্ণ-প্রধান দেশ, তথায় শীতের অভাব বলিয়া শীতনিবারণোপযোগী বস্ত্রের উল্লেখ হয় নাই। (ত, হো,)

† সেই পুনরুত্থানের দিনে এক এক মণ্ডলীর সাক্ষী এক এক জন প্রেরিত পুরুষ হইবেন। কাফেরদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না, অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বা পৃথিবীতে প্রতিগমনের নিমিত্ত অনুমতি দান করা যাইবে না এবং তোমরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন কর। অর্থাৎ সৎকার্য কর তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইবেন, এই কথা বলিয়াও তাহাদিগকে আহ্বান করা যাইবে না। (ত, হো,)

‡ অধিক শাস্তি এই যে, ভয়ানক বিষধর ও বৃহদাকার বৃশ্চিক সকল কাফেরদিগের প্রতি প্রেরিত হইবে, তাহারা চাহিবে যে, পলায়ন করিয়া অগ্নিমধ্যে যাইয়া লুক্কায়িত হয়। পুনশ্চ কথিত আছে যে, দ্রবীভূত জ্বলন্ত ধাতুর পাঁচটি নদী তাহাদিগের দিকে প্রবাহিত হইবে। তাহারা সেই অগ্নিময় ধাতু-নিঃস্রবে ক্রমে ক্রমে জড়িত হইয়া ভয়ানক যাতনা পাইবে। (ত, হো,)

নিশ্চয় ঈশ্বর স্বগণের প্রতি দান, উপকার ও ন্যায়াচরণ করিতে আদেশ করিতেছেন, এবং নির্লজ্জতা ও অবৈধ কর্ম ও অবাধ্যতা সম্বন্ধে নিষেধ করিয়া থাকেন, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দান করেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৯০। এবং যখন তোমরা অঙ্গীকার কর তখন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করিও ও শপথকে তাহা দৃঢ় করিবার পর ভঙ্গ করিও না, নিশ্চয় তোমরা পরমেশ্বরকে আপনাদের সম্বন্ধে প্রতিভূ করিয়াছ, তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাহা অবগত হন। ৯১। এবং সেই (নারীর) সদৃশ হইও না যে, আপনার সূত্রকে তাহা দৃঢ় হওয়ার পর খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, তোমরা আপনাদের শপথকে আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করাইতেছ যাহাতে তোমরা (এমন) এক মণ্ডলী হও যে, তাহা (অন্য) মণ্ডলী হইতে বৃহৎ হয়*, ঈশ্বর তোমাদিগকে এতদ্দ্বারা পরীক্ষা করেন বৈ নহে, এবং তোমরা যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ অবশ্য কেয়ামতের দিনে তিনি তাহা বর্ণন করিবেন। ৯২। এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে অবশ্য তিনি তোমাদিগকে একমাত্র মণ্ডলী করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা হয় পথভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা হয় পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তোমরা যাহা করিতেছিলে অবশ্য তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে। ৯৩। এবং তোমরা আপনাদের শপথকে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করাইও না, অনন্তর তাহা দৃঢ় হওয়ার পর পদস্খলন হইবে, এবং তোমরা যে (লোকদিগকে) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছ তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করিবে ও তোমাদের জন্য মহাশাস্তি আছে। ৯৪। এবং তোমরা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের বিনিময়ে অল্প মূল্য (পার্থিব বস্তু) গ্রহণ করিও না, যদি জান তবে নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণ। ৯৫। তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহা বিনাশ পাইবে ও ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে তাহা অবিনশ্বর, এবং যাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে অবশ্য আমি তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিতেছিল তাহাদের সেই কল্যাণের অনুরূপ বিনিময় পুরস্কার দিব। ৯৬। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়াছে সে পুরুষ হউক বা নারী হউক সে বিশ্বাসী, অনন্তর অবশ্য আমি তাহাকে বিশুদ্ধ জীবনে জীবিত করিব†, এবং অবশ্য আমি তাহাদিগকে তাহারা যাহা করিতেছিল সেই কল্যাণের অনুরূপ বিনিময়

---

* আরব দেশে রায়তা নাম্নী এক নারী ছিল, সেই নারী প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে অর্ধরজনী পর্যন্ত পশুরোম দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করিত, তাহার অনেক দাসী ছিল তাহারাও অনবরত ইহাই করিত, অর্ধযামিনী অন্তে রায়তার আদেশে দাসিগণ সূত্র সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিত। পরমেশ্বর কোন প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করাকে সূত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা ছিন্ন করার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন, যেমন সেই নির্বোধ স্ত্রী সূত্র পাকাইয়া পরে নষ্ট করিত, তদ্রূপ তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া ভঙ্গ করিও না। জ্ঞানবান্ লোকের উচিত যে, প্রতিজ্ঞার সূত্রকে ছিন্ন না করেন। তোমরা অন্য মণ্ডলীকে অর্থাৎ কোরেশ সম্প্রদায়কে ধনবলে মোসলমানগণ অপেক্ষা প্রবল দেখিয়া ছল-কৌশলে স্বার্থ সাধন করিয়া তাহাদিগ হইতে প্রবল হইতে চাহিতেছ, এবং অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করিতেছ, ইহা উচিত নহে। (ত, হো,)

† কেয়ামতে উত্তম জীবনে জীবিত করিব অথবা ইহলোকে ঈশ্বরের প্রেমানন্দে জীবিত রাখিব। (ত, ফা,)

পুরস্কার দিব। ৯৭। অনন্তর যখন তুমি কোরআন পাঠ কর তখন নিস্তাড়িত শয়তান হইতে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিও। ৯৮। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করিতেছে তাহাদের উপরে নিশ্চয় তাহার পরাক্রম নাই। ৯৯। যাহারা তাহাকে প্রেম করে ও সেই যাহারা তাঁহার (ঈশ্বরের) সঙ্গে অংশী নির্ধারণ করে তাহাদের প্রতি ভিন্ন তাহার পরাক্রম নাই। ১০০। (র, ১৩, আ, ১১)

এবং যখন আমি কোন আয়াতের স্থানে কোন পরিবর্তন করি, তখন তাহারা বলে, তুমি (হে মোহম্মদ,) রচনাকারী, এতদ্ভিন্ন নহ; যাহা অবতারণ করেন ঈশ্বর তদ্বিষয়ে উত্তম জ্ঞাত বরং তাহাদের অধিকাংশই জানে না*। ১০১। বল, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে দৃঢ় করিতে ও মোসলমানদিগের জন্য সুসংবাদ ও পথ-প্রদর্শন করিতে পবিত্রাত্মা তোমার প্রতিপালক হইতে সত্যভাবে তাহা অবতারণ করিয়াছেন†। ১০২। এবং সত্য-সত্যই আমি জানি, তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহাকে মনুষ্যে শিক্ষা দান করে, এতদ্ভিন্ন নহে; যাহার প্রতি তাহারা আরোপ করে তাহার ভাষা আজমী এবং এই ভাষা স্পষ্ট আরবী‡। ১০৩। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলে বিশ্বাস করে না ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করেন না, এবং তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১০৪। ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি যাহারা বিশ্বাস করে না তাহারা অসত্য বন্ধন করে এতদ্ভিন্ন নহে এবং এই তাহারাই মিথ্যাবাদী। ১০৫। যে ব্যক্তি উৎপীড়িত ও যাহার মন্ বিশ্বাসেতে বিশ্রাম প্রাপ্ত, সে ব্যতীত যে জন স্বীয় বিশ্বাস লাভের পর ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্রোহী হয় (সে কাফের থাকে,) কিন্তু যাহারা ধর্মদ্রোহিতায় বক্ষঃস্থল প্রসারিত করে, পরে তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ হয়, এবং তাহাদের জন্য

* ঈশ্বর অনেক [illegible] খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাতে কাফেরগণ সন্দেহ করে, এই বাক্যে তাহার উত্তর প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ তিনি সকল সময়ে সময়োপযোগী আদেশ করেন তাহাতে বিশ্বাসীদিগের মনে বল বৃদ্ধি হয় ও তাহাদের এই দৃঢ় সংস্কার হয় যে, আমার প্রভু সকল অবস্থায়ই তত্ত্ব রাখেন। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাসী এই বাক্য সত্য বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়। যখন তাহারা খণ্ডনের বাণী শ্রবণ করেন ও তন্মধ্যে যে সদুদ্দেশ্য ও শুভাভিপ্রায় ও কৌশল আছে হৃদয়ঙ্গম করেন তখনও তাঁহাদের মন শান্তি লাভ করে। (ত, হো,)

‡ খজমীর পুত্র আমেরের খবর নামক এক দাস ছিল। কেহ কেহ বলে যে, খবর ও ইসার নামক ঈসায়ী ও ইহুদী দুই দাস ছিল, তাহারা সর্বদা বাইবল ও তওরাত অধ্যয়ন করিত, যখন হজরত তাহাদের নিকটে যাইতেন, তখন তাহাদের পাঠ শ্রবণ করিতেন। কেহ কেহ বলে যে, খভিতব নামক ব্যক্তির একজন দাস ছিল, সে কখন কখন হজরতের নিকটে রজনীযোগে আগমন করিয়া কোরআন শিক্ষা করিত। কোরেশগণ বলে, মোহম্মদ তাহার নিকটে বাক্য শিক্ষা করিয়া আমাদিগকে বলিয়া থাকে। তাহারই উত্তরস্থলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ দাসের সামান্য আজমী ভাষা হজরত অত্যুৎকৃষ্ট আরব্য ভাষায় প্রবচন সকল বলিয়াছেন। (ত, হো,)

মহা শাস্তি আছে*। ১০৬। ইহা এজন্য যে, তাহারা পরলোক অপেক্ষা পার্থিব জীবনকে প্রেম করিয়াছে, নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্মদ্রোহী দলকে পথ-প্রদর্শন করেন না। ১০৭। ইহারাই তাহারা, ঈশ্বর তাহাদিগের অন্তরে, তাহাদের কর্ণে, তাহাদের নেত্রে মোহর (আবরণ স্থাপন) করিয়াছেন, এবং ইহারাই তাহারা যে অজ্ঞান। ১০৮। নিঃসন্দেহ যে তাহারা পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১০৯। অতঃপর উৎপীড়িত হওয়ার পর যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়াছে, অতঃপর ধর্মযুদ্ধ ও ধৈর্য ধারণ করিয়াছে নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালক তাহাদেরই, এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ইহার পরে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু†। ১১০। (র, ১৪, আ, ১০)

সেই দিনে যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জীবন সম্বন্ধে বিবাদ করতঃ উপস্থিত হইবে‡, এবং যাহা তাহারা অনুষ্ঠান করিয়াছে সকল ব্যক্তিকেই তাহার পূর্ণ (বিনিময়) দেওয়া যাইবে ও তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ১১১। এবং ঈশ্বর এক গ্রামের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, তাহা সুখ-শান্তিযুক্ত ছিল, তাহার উপজীবিকা স্বচ্ছলরূপে সকল স্থান হইতে তথায় আসিত, অনন্তর (সেই গ্রাম) ঈশ্বরের দান সকল সম্বন্ধে

* হজরত পুত্তল পূজা অগ্রাহ্য করিলে কোরেশগণ দুঃখী নিরাশ্রয় বিশ্বাসী বেলাল, খোব্বাব, এমার ও তাঁহার পিতা ইয়াসর এবং মাতা ওসমিয়ার প্রতি উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে পৌত্তলিক ধর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বিষম যন্ত্রণা দান করে, কিন্তু তাহারা আপনাদের অবলম্বিত পথে স্থির থাকিয়া কোরেশগণের উৎপীড়ন সহ্য করেন। এমন কি এমারের জনক-জননী সেই অত্যাচার প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমার শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতাবশতঃ অত্যাচারে বহনে অক্ষম হইয়া অত্যাচারীদিগের মতে সম্মতি দানপূর্বক বলে যে, আমি তোমাদের দেবতাদের প্রতি বিশ্বাসী হইলাম। তখন হজরতের নিকট সংবাদ পঁহুছিল যে, এমার স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কাফের-দিগের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। তিনি বলিলেন, "তাহা নহে, এমারের আপাদমস্তক বিশ্বাসে পূর্ণ, বিশ্বাস তাহার রক্ত-মাংসের মধ্যে মিশ্রিত হইয়াছে", অর্থাৎ তাহার অন্তরে বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা কথাতে টলিবার নহে। অতঃপর এমার কাঁদিতে কাঁদিতে হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়, হজরত স্বহস্তে তাহার অশ্রুমোচন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে প্রবোধ দেন। এবন খলনন তামা মকিশ প্রভৃতি বিশ্বাস লাভের পর কাফের হইয়াছিল। (ত, হো,)

† মক্কাতে কোন ব্যক্তি কাফেরদিগের উৎপীড়ন একান্ত অসহমান হইয়া ধর্ম-বিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করিয়াছিল। তৎপর যখন অনেক ধর্মানুষ্ঠান করিল তখন তাহাদের অপরাধ মার্জনা হয়। এমার নামক একজন সম্ভ্রান্ত লোকের পিতা ইয়াসর ও মাতা ওসমিয়া অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু এমার প্রাণের ভয়ে কাফেরদিগের অভিমত বাক্য উচ্চারণ করে। তৎপর অনুতাপিত হইয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। তদুপলক্ষে এই কয়েক আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, ফা,)

‡ নিজের জীবন সম্বন্ধে বিবাদ করা, অর্থাৎ স্বীয় চরিত্রকে ভৎর্সনা করা ; যথা—প্রত্যেক পাপী বলিবে যে, কেন পাপ করিলাম, এবং সাধু বলিবেন যে, কেন অধিকতর পুণ্য উপার্জন করি নাই, অথবা প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা ও সংগ্রাম করিবে। (ত, হো,)

অধর্মাচরণ করিল, সে যাহা করিতেছিল তজ্জন্য পরে পরমেশ্বর তাহাকে ক্ষুধা ও ভীতিরূপ পরিচ্ছদের স্বাদ গ্রহণ করাইলেন* । ১১২ । এবং সত্য-সত্যই তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে শাস্তি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে ও তাহারা অত্যাচারী হইয়াছিল । ১১৩ । অনন্তর ঈশ্বর যে বৈধ ও শুদ্ধ সামগ্রী তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়াছেন তোমরা তাহা ভক্ষণ কর, এবং যদি তোমরা তাঁহাকে অর্চনা করিতেছ, তবে ঈশ্বরের দানের কৃতজ্ঞতা দান করণ† । ১১৪ । তোমাদের সম্বন্ধে শব, শোণিত, বরাহ-মাংস এবং যাহার উপর ঈশ্বর ভিন্ন (অন্য দেবতার) নাম গৃহীত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন অবৈধ নহে ; পরন্তু যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) কাতর হইয়া পড়ে, অমিতাচারী ও অত্যাচারী নয় (তাহার পক্ষে সে সকল বৈধ,) অপিচ নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল, দয়ালু । ১১৫ । এবং তোমরা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিতে তোমাদের রসনা যাহা মিথ্যা বর্ণনা করে যে ইহা বৈধ ও ইহা অবৈধ, তাহা বলিও না ; যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়া থাকে তাহারা মুক্তি লাভ করে না । ১১৬ । +লাভ অল্প ও তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে । ১১৭ । এবং তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) আমি যাহা বর্ণন করিলাম পূর্বে তাহা ইহুদীদিগের প্রতি অবৈধ করিয়াছিলাম, আমি তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিলঞ্চ । ১১৮ । যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহার পর পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, অবশেষে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদিগেরই, সত্যই তোমার প্রতিপালক তদনন্তর ক্ষমাশীল দয়ালু$ । ১১৯ । (র, ১৫, আ, ৯)

* অর্থাৎ ঈশ্বর এরূপ বলিলেন যে, গ্রামবাসিগণ ক্ষুধা ও ভয়ের যাতনা ভোগ করিল । কথিত আছে যে, মক্কাবাসীদিগের সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গ হইয়াছে । তাহারা হত্যাকাণ্ড লুণ্ঠনাদি বিষয়ে নিরাপদ ছিল, সুখে-সচ্ছন্দে জীবন কাটাইতেছিল । যখন তাহারা প্রেরিত মহাপুরুষ মোহম্মদের বিরোধী হইল, তখনই ঈশ্বর সচ্ছলতা দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রেরণ করিলেন । সাত বৎসর পর্যন্ত মহা দুর্ভিক্ষ ছিল, লোকে ক্ষুধায় নিপীড়িত হইয়া শব ভক্ষণ ও রক্ত পান করিয়াছিল । হজরতের অভিসম্পাতেই এরূপ হইয়াছিল । অপিচ তাহাদের নিশ্চিন্ততা ভয়েতে পরিণত হয়, অর্থাৎ তাহাদের মনে মোসলমান-দিগের ভয় এরূপ প্রবল হয় যে, তাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল । স্বীয় জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহারা নিরাপদ ছিল না । “ক্ষুধা ও ভীতিরূপ পরিচ্ছদের স্বাদ গ্রহণ করাইলেন” অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভয়কে তাহাদের দেহে সংলগ্ন করিলেন ।

† কোরেশ নারিগণ হজরতের নিকটে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া নিবেদন করিয়াছিল যে, আমাদের স্বামিগণ আপনার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে, মক্কানিবাসী স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকার কি অপরাধ যে, তাহারা দুর্ভিক্ষে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইল ? তখন হজরত কিছু খাদ্য সামগ্রী মক্কায় উপস্থিত করিতে আদেশ করেন । তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো,)

সূরা এনামে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে ।

$ অর্থাৎ বৈধাবৈধ বিষয়ে কাফেরগণ অসত্য বলিয়াছে, পরে যখন তাহারা মোসলমান হইল তখন ক্ষমা লাভ করিল । (ত, ফা,)

নিশ্চয় এব্রাহীম ঈশ্বরের অগ্রণী সেবক, সে সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং অংশীবাদীদিগের অন্তর্গত ছিল না*। ১২০। সে তাঁহার দানে কৃতজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সরল পথের দিকে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১২১। এবং তাহাকে আমি পৃথিবীতে কল্যাণ দান করিয়াছি ও নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের অন্তর্গত। ১২২। তৎপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, তুমি সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত এব্রাহিমের ধর্মের অনুসরণ কর, এবং সে অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত ছিল না। ১২৩। শনিবাসর, যাহারা তদ্বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি নির্ধারিত, এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তাহারা যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল তজ্জন্য নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক কেয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন†। ১২৪। তুমি তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উত্তম উপদেশানুশারে (লোকদিগকে) আহবান কর, এবং যাহা উত্তম তদনুসারে তাহাদের সঙ্গে বিতর্ক কর‡। যে ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাকে উত্তম জ্ঞাত, তিনি সৎপথাশ্রিত-দিগকেও উত্তম জ্ঞাত। ১২৫। এবং যদি তোমরা প্রতিশোধ লও, তবে যেরূপ তোমরা উৎপীড়িত হইয়াছ তদনুরূপ প্রতিশোধ লইও, এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তবে উহা ধৈর্যশীলদের জন্য কল্যাণ। ১২৬। এবং

* অর্থাৎ বৈধাবৈধ ও ধর্মপ্রণালী বিষয়ে এব্রাহিমের ধর্মমতই সর্বোৎকৃষ্ট। আরবের লোকেরা আপনাদিগকে এব্রাহিমের মতাবলম্বী বলিয়া থাকে, বাস্তবিক তাহারা তাঁহার পথে নয়, তাহারা ঈশ্বরের অংশী সকল আছে স্বীকার করে। (ত, ফা,)

সর্বত্র "হনিফ" শব্দের অর্থ সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত লিখিত হইয়াছে, কাহার কাহার মতে যাহারা ত্বকচ্ছেদ, হজ্ব ও অশুচি হইলে স্নান করে তাহাদিগকে "হনিফ" বলে।

† পরমেশ্বর মুসাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বনি এস্রায়েলকে বল যেন শুক্রবার দিন সমুদায় কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের অর্চনা করিতে থাকে। যখন আদেশ তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইল অল্প সংখ্যক লোক গ্রাহ্য করিল, অধিকাংশ লোকেই তাহাতে অসম্মত হইল। তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটিল। কতক লোক বলিল যে, ঈশ্বর শুক্রবার দিন সৃষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়াছেন আমরা শনিবারকে অবলম্বন করিব, অন্য দল বলিল যে, রবিবারই শ্রেষ্ঠ, সেই দিন সৃষ্টিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। পরমেশ্বর শনিবারকে সম্মান করিতে সকলকে বিশেষ-রূপে বাধ্য করেন। শনিবার সম্বন্ধে এইরূপ সম্মাননা নির্ধারিত হয়, যথা—সেই দিন লোকে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবে না, কোন কার্যে লিপ্ত হইবে না, সেই দিন উৎসবের দিন হইবে, লোকে কেবল ঈশ্বরের পূজা করিবে। (ত, হো,)

‡ ত্রিবিধ প্রণালীতে ঈশ্বরের পথে লোকদিগকে আহবান করা হইয়া থাকে, বিজ্ঞান, উত্তম উপদেশ ও বিতর্ক। বিজ্ঞান বিশেষ আহবানের জন্য, সদুপদেশ সাধারণ সৎপথ প্রদর্শনের জন্য, বিতর্ক শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য। এই ত্রিবিধ পথ হকিকত, তরিকত, শরীয়ত। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর হইতে যে সত্য লাভ হয় তাহা বিজ্ঞানমূলক হকিকত, প্রেরিত পুরুষযোগে যে সত্য লাভ করা হয় তাহা সদুপদেশমূলক তরিকত; শাস্ত্রীয় নিষেধ বিধি যুক্তি-প্রমাণাদি শরীয়ত। (ত, হো,)

তুমি সহিষ্ণু হও, তোমার সহিষ্ণুতা ঈশ্বরের (সাহায্য) ব্যতীত নহে ও তাহাদের সম্বন্ধে দুঃখ করিও না, তাহারা যে প্রতারণা করিতেছে তজ্জন্য ক্ষুব্ধ থাকিও না। ১২৭। যাহারা ধর্মভীরু হয় ও যাহারা সৎকর্মশীল, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের সঙ্গে থাকেন। ১২৮। (র, ১৬, আ, ৯)

সূরা বনি এস্রায়েল*

সপ্তদশ অধ্যায়

১১১ আয়াত, ১২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তিনি পবিত্র যিনি কোন রজনীতে স্বীয় দাসকে মস্‌জেদোল্ হরাম হইতে সেই দূরতর মস্‌জেদ পর্যন্ত লইয়া গিয়াছেন, আপন নিদর্শন সকলের (কিছু কিছু) তাহাকে দেখাইতে যাহার চতুষ্পার্শ্বকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত করিয়াছি, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা দ্রষ্টা†। ১। এবং আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি ও তাহাকে বনি এস্রায়েলের জন্য পথ প্রদর্শক করিয়াছিলাম,

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† মস্‌জেদোল্ হরাম হইতে অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমার মধ্য হইতে ঈশ্বর কোন রজনীতে হজরতকে দূরতর মস্‌জেদ বয়তোল্ মোকদ্দসে নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, বয়তোল্ মোকদ্দসের চতুষ্পার্শ্বস্থ শামদেশকে আমি ভাগ্যযুক্ত করিয়াছি। শামদেশ বা কেনানভূমি স্বর্গীয় ও পার্থিব এই দ্বিবিধ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, উহা প্রত্যাদেশাবতরণ ভূমি ও ধর্মপ্রবর্তকদিগের সাধনক্ষেত্র, দ্বিতীয়তঃ, হরিৎক্ষেত্র ও নদ-নদী এবং ফলভারাবনত তরুরাজিতে তাহা শোভিত। স্বর্গীয় নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিবার জন্য রজনীতে হজরত মোহম্মদ বয়তোল্ মোকদ্দসে যাহাকে জেরুজেলম বলে, ঈশ্বর কর্তৃক নীত হইয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মক্কা হইতে শামদেশে উপস্থিত হন এবং বয়তোল্ মোকদ্দস দর্শন করিয়া ধর্ম-প্রবর্তক মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎ লাভ এবং তাহাদের অবস্থানভূমি ও দ্যুলোকের অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্য ব্যাপার সকল অবলোকন করেন। হজরতের এই স্বর্গারোহণকে (মেরাজ) বলে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মেরাজ তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভের দ্বাদশ বর্ষে হইয়াছিল, মাস সম্বন্ধে মতভেদ আছে। রবিয়োল আওল বা রবিয়োল আখের কিংবা রমজান অথবা শওয়াল মাসে "মেরাজ" সংঘটিত হইয়াছিল। হজরতের মক্কা হইতে বয়তোল্ মোকদ্দসে গমন কোরআনুসারে প্রমাণিত। যাহারা তাহা বিশ্বাস করে না, তাহারা কাফের। তাঁহার স্বর্গারোহণ ও পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ প্রসিদ্ধ হাদীস সকল দ্বারাও প্রমাণিত। অধিকাংশ বিশ্বাসী মোসলমানের মত এই যে, হজরতের স্বর্গারোহণ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হইয়াছিল। তাঁহার স্থূল শরীর স্বর্গারোহণের প্রতিবন্ধক ছিল, এরূপ যাহারা বলে তারা ঈশ্বরের শক্তি ও অলৌকিক ক্রিয়ায় অবিশ্বাসী। সেই

(বলিয়াছিলাম) যে, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া কোন কার্য-সম্পাদক গ্রহণ করিও না। ২। + যাহাকে আমি নূহার সঙ্গে (নৌকায়) উঠাইয়াছিলাম, তোমরা যে তাহার সন্তান, স্মরণ কর, নিশ্চয় সে কৃতজ্ঞ দাস ছিল*। ৩। গ্রন্থে আমি

রাত্রিতে জেব্রিল এক দল দেবতা সহ আগমন করিয়া পিতৃব্য আবু তালেবের কন্যা ওম্মেহানীর আলয় হইতে হজরতকে মস্জেদোল হরামে লইয়া যায়, তথায় তদীয় বক্ষ বিদীর্ণ ও হৃৎকোষ প্রক্ষালন করার পর তাঁহাকে বোরাক নামক স্বর্গীয় বাহনে আরোহণ করাইয়া বয়তোল্ মোকদ্দসে আনয়ন করেন। বয়তোল্ মোকদ্দসে ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ ও দেবগণের সঙ্গে হজরতের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বয়তোল্ মোকদ্দসে স্থাপিত সখ্রা নামক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর হইতে বোরাক বা জেব্রিলের পক্ষ যোগে গোপনে আরোহণ করেন। ১ম স্বর্গে আদমের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, ২য় স্বর্গে ঈসা ও ইয়হাকে দেখিতে পান, তৃতীয় স্বর্গে ইয়ুসোফকে, চতুর্থ স্বর্গে মুসাকে, সপ্তম স্বর্গে এব্রাহিমকে প্রাপ্ত হন। এই সকল স্থানে তাহাদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় হয়। তিনি সদ্রতোল মন্তহা, বয়তোল মামর, হওজ কওসর ও নহরোন্ রহমত ইত্যাদি পুণ্যস্থান, সরোবর ও নদী দর্শন করেন। হেজাবে নূরে অর্থাৎ জ্যোতির আবরণের নিকটে উপস্থিত হইলে জেব্রিল তাঁহার সঙ্গে গমনে ক্ষান্ত হন। তথা হইতে তিনি একাকী জ্যোতি ও অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া এমন এক স্থানে উপনীত হইলেন যে, বোরাকও গমনে নিবৃত্ত হইল। অনন্তর রফ্রফ্ নামক এস্রাফিলের মন্দিরে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনের সমীপবর্তী হন। তথায় তিনি সহস্র বার "তুমি আমার নিকটে এস," এই আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করেন, এবং সহস্র বার তিনি নব নব উন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমে নিকট হইতে নিকটতর ও উচ্চতর পবিত্র স্থান সকল অতিক্রম করিয়া একান্তে ঈশ্বরের সহবাস লাভ করেন। তখন প্রভু যে সকল প্রত্যাদেশ করেন তাঁহার দাস মোহম্মদ অবগত হন, নানা প্রকার আদর ও প্রিয় সম্ভাষণে তিনি সম্মান লাভ করেন। বেহেস্তেও তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে প্রত্যাগমন কালে নরকের অবস্থা দর্শন করিয়া আপন মণ্ডলীর অন্তর্গত পরলোক প্রাপ্ত লোকদিগের জন্য নমাজরূপ উপহার নির্ধারণ করেন। অতঃপর তিনি বয়তোল্ মোকদ্দসে ফিরিয়া আইসেন, তথা হইতে মক্কায় যাত্রা করিয়া কোরেশ বণিকদিগকে প্রাপ্ত হন। তিন ঘণ্টায়, কেহ বলেন চারি ঘণ্টায় এই ভ্রমণ কার্য শেষ হইয়াছিল। যখন হজরত প্রত্যুষে মেরাজের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন তখন বিশ্বাসীরা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করেন, কাফের লোকেরা একান্ত অসম্ভব বলিয়া বয়তোল্ মোকদ্দসের নিদর্শন প্রার্থনা করেন। তখন সেই মস্জেদ তাহাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহারা যে-যে নিদর্শন চাহিয়াছিল সমুদায় পাইল। যে সকল বণিক পথে হজরতের সঙ্গী ছিল না তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা উহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল। তিনি দ্রষ্টা ও শ্রোতা, অর্থাৎ তিনি হজরত মোহম্মদকে আপনার নিদর্শন সকলের প্রদর্শক ও স্বীয় বাক্যের শ্রাবয়িতা। (ত, হো,)

মহাপুরুষ নূহার এক পুত্রের নাম সাম, মহাপ্লাবনের সময় তিনি নূহার সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। বনি এস্রায়েলের পূর্ব পুরুষ এব্রাহিম তাঁহারই বংশোৎপন্ন। ঈশ্বর বলিতেছেন, জলপ্লাবন হইতে মুক্তি-

এস্রায়েল সন্ততিগণের প্রতি আদেশ করিয়াছি যে, অবশ্য তোমরা পৃথিবীতে দুই বার উৎপাত করিবে, এবং অবশ্য তোমরা মহাদুর্দমরূপে দুর্দান্ত হইবে* । ৪ । অনন্তর যখন দুইয়ের প্রথম অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে, তখন আমি বিষম সংগ্রামকারী স্বীয় দাসগণকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করিব, পরে তাহারা (তোমাদের) আলয়ের মধ্যে আসিবে, এবং (ঈশ্বরের) অঙ্গীকার সম্পন্ন হইয়া থাকে† । ৫ । তৎপর আমি তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগের জন্য পরাক্রম প্রত্যর্পণ করিব, এবং বহু সম্পত্তি ও সন্তান দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিব ও তোমাদিগকে লোক বৃদ্ধির অনুসারে বৃদ্ধিশালী করিব ‡ । ৬ । যদি তোমরা সদাচরণ কর স্বীয় জীবন সম্বন্ধে সদাচরণ করিবে, এবং যদি দুষ্কর্ম কর তবে তাহার নিমিত্ত হইবে ; অনন্তর যখন অপর অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে, তাহাতে তোমাদের মুখমণ্ডলকে বিষন্ন করিবে, এবং তাহাতে তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করিবে, যেরূপ প্রথম বার উহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহাতে যাহা বিনিপাত করিতে প্রবল হইবে তাহা বিনিপাত করিবে$ । ৭ । তোমাদের প্রতিপালক

দানরূপ অনুগ্রহ যে, আমি তোমাদের পূর্ব পুরুষদিগের প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা দান কর । নিশ্চয় সেই নুহা কৃতজ্ঞ ভৃত্য ছিল । বিনীত ভৃত্য, পান-ভোজন, বস্ত্র-পরিধান, শয়ন-উপবেশন, উত্থান ও যানারোহণাদি সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞতা সহ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন । নুহের সন্তানগণের প্রতি ইহা উত্তেজনাসূচক বাক্য যেন তাহারা পূর্ব পুরুষের চরিত্রে অনুসরণ করে । যেহেতু কৃতজ্ঞতায় দানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । (ত, হো)

* ধর্মগ্রন্থ তওরাতে এরূপ লিপি আছে যে, বনি এস্রায়েল পৃথিবীতে দুই বার উৎপাৎ করিবে । প্রথম উৎপাত তওরাতের আদেশ অমান্য করা ও আপনাদের প্রেরিত পুরুষ আরামিয়াকে অগ্রাহ্য করা । দ্বিতীয় ইয়হাকে হত্যা করা ও ঈসার হত্যার উদ্যত হওয়া । (ত, হো,)

† "স্বীয় দাসগণ" অর্থে আমার সৃষ্ট মনুষ্যগণ বুঝাইবে । উহা বোখ্তনসসর অথবা জালুত কিংবা আমলকার দলপতি । মেঘগর্জনের ন্যায় তাহাদের শব্দ এবং বিদ্যুতের ন্যায় তাহাদের চক্ষু ছিল । তাহারা হত্যা ও লুণ্ঠন করিবার জন্য বনি এস্রায়েলের আলয় আক্রমণ করিয়াছিল । (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ পরে যাহারা তোমাদিগকে হত্যা ও তোমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবে তোমরা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে । আমি তোমাদিগকে ধন-সম্পত্তি প্রদান করিব । পূর্বাপেক্ষা তোমাদের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে । (ত, হো,)

$ এ বিষয়ের প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই—শামদেশে বনি এস্রায়েলের রাজত্ব যখন সলমার বংশোদ্ভব সদিকা প্রাপ্ত হইলেন, তখন চতুর্দিক হইতে রাজগণের লোভ দৃষ্টি সেই দেশের প্রতি পড়িল । সদিকা দুর্বল ও নিস্তেজ ছিলেন, তাহা দেখিয়া ভূপতিগণ শামদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন । প্রথমতঃ মোসলেম অধিপতি সঞ্জাবির সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, তাঁহার সংগ্রাম যাত্রার পর আজরবায়জানের বাদশাহ সলমা যাত্রা করিলেন । উভয়েই জেরুজেলম অধিকার প্রার্থী হইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ানক

তোমাদিগকে দয়া করিতে সত্বর, এবং যদি তোমরা (অবাধ্যতায়) পুনঃ প্রবৃত্ত হও, আমি (শাস্তিদানে) পুনঃ প্রবৃত্ত হইব, এবং ধর্মদ্রোহীদিগের জন্য আমি নরকলোককে বন্দীশালা করিয়াছি*। ৮। নিশ্চয় এই কোরআন যাহা অতীব সরল, সেই

সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠলেন। তাহাতে উভয় সৈন্যদল পরাস্ত হইল। তাহাদের দ্রব্যজাত এস্রায়েল বংশীয় লোকেরা লুণ্ঠন করিল। তৎপর রোমের অধীশ্বর ও সকালিয়ার রাজাও আদলসের অধিপতি অগণ্য পরাক্রান্ত সেনা সহ জেরুজেলমে উপস্থিত হন। তাঁহারাও পরস্পর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেন, অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়, অবশিষ্ট সৈন্য পলায়ন করে। সমুদায় সম্পত্তি বনি এস্রায়েলগণ প্রাপ্ত হয়। রণক্ষেত্রে পাঁচজন প্রবল রাজার পরিত্যক্ত প্রচুর সম্পত্তি লাভ করিয়া এস্রায়েল কুলোদ্ভব লোকেরা ভয়ানক অহঙ্কারী হইয়া উঠে, ধর্ম পুস্তক তওরাতের বিধি অমান্য করিতে থাকে, প্রেরিত পুরুষ আরমিয়া তাঁহাদিগকে অনেক প্রকার ভয় প্রদর্শন ও উপদেশ দান করেন, তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করে না। বোখতনসুসর সঞ্জাবিরের লিপিকর ছিল ও সঞ্জাবিরের মৃত্যুর পর তাঁহার নির্ধারণানুসারে তদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরমেশ্বর তাহাকে এস্রায়েল সন্তানগণের প্রতি প্রেরণ করেন। বোখ্তনসুসর আসিয়া যুদ্ধ করিয়া এস্রায়েল বংশীয় লোকদিগের উপর জয়ী হয়, মন্দির ও অট্টালিকা সকল ধ্বংস করে, তওরাত দগ্ধ করিয়া ফেলে, এবং সত্তর সহস্র বনি-এস্রায়েলকে দাস করিয়া রাখে। বনি এস্রায়েলদিগের প্রতি এই প্রথম শাস্তি। অনন্তর কুরশ হমদানী যিনি এস্রায়েল বংশোদ্ভব এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি এই সংবাদ পাইয়া বহু সহস্র ধন-সম্পত্তি এবং ত্রিশ সহস্র স্থপতি ও বহু শ্রমজীবি কর্মচারীসহ উপস্থিত হন। ত্রিশ বৎসর চেষ্টা-উদ্যোগ করিয়া জেরুজেলম নগরের ও তৎ প্রদেশের অট্টালিকা সকল পুনর্নির্মাণ করেন, তাহাতে সেই দেশ পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুনর্বার বনি এস্রায়েল দুর্দান্ত হইয়া উঠে, এবং মহাপুরুষ ইয়হাকে হত্যা করে ও মহাত্মা ঈসাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন দ্বিতীয় শাস্তি উপস্থিত হয়। তরতুস রুমী তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া জেরুজেলমের মন্দির ধ্বংস করে ও এস্রায়েল বংশীয়দিগের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। পরমেশ্বর তওরাতের অঙ্গীকারের পর এই দুই শাস্তির কথা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। তাহাতে তাহারা তোমাদের মুখমণ্ডলকে বিষণ্ণ করিবে, এবং তাহারা তাহাতে মন্দিরে প্রবেশ করিবে, যেরূপ প্রথম বার উহারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে" ইত্যাদি বলেন। অর্থাৎ যেমন প্রথম বার বোখ্তনসুসর সসৈন্যে আসিয়া মন্দির ধ্বংস করে, তদ্রূপ তরতুসের সৈন্যও উপস্থিত হইয়া বয়তোল্ মোকদ্দসে প্রবেশ করিবে ও মন্দির ধ্বংস করিয়া দুঃখে তোমাদের মুখ মলিন করিবে। (ত, হো,)

অবাধ্যতা ও দুর্নীতির কারণে বনি এস্রায়েলদিগের দুইবার দুর্দশা হইয়াছে। এক্ষণ ঈশ্বর অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলিতেছেন, যদি তোমরা বর্তমান ধর্মপ্রবর্তকের আনুগত্য স্বীকার কর, তবে সেই রাজত্ব, জয় ও পরাক্রম তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা যাইবে। পুনরায় সেইরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলে তদ্রূপ দুর্দশাপন্ন হইবে, অর্থাৎ আমি তোমাদিগের উপর মোসলমানদিগকে বিজয়ী করিব। পরলোকে তোমাদের জন্য নরক সজ্জিত রহিয়াছে। (ত, ফা,)

(প্রকৃতির) পথ প্রদর্শন করে, এবং যাহারা সদাচরণ করে সেই বিশ্বাসীদিগকে সুসংবাদ দান করিয়া থাকে যে, তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। ৯। + এবং নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদের জন্য আমি দুঃখকর শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১০। (র, ১, আ, ১০)

এবং মনুষ্য অকল্যাণ বিষয়ে প্রার্থনা করে (যেমন) কল্যাণ বিষয়ে তাহার প্রার্থনা হয়, এবং মনুষ্য ব্যস্ত হইয়া থাকে*। ১১। এবং আমি রাত্রি ও দিবাকে দুই নিদর্শন করিয়াছি, পরন্তু নৈশিক নিদর্শনকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি ও আহ্নিক নিদর্শনকে আলোকিত করিয়াছি যে, তাহাতে তোমরা স্বীয় প্রতিপালক হইতে উন্নতি অন্বেষণ করিবে, এবং তাহাতে বৎসর সকলের গণনা ও হিসাব জ্ঞাত হইবে, এবং আমি সকল বিষয় বিভিন্নরূপে ব্যক্ত করিয়াছি†। ১২। এবং সকল মনুষ্যের কণ্ঠে তাহার পক্ষী (কার্যলিপি) সংলগ্ন করিয়াছি, এবং পুনরুত্থানের দিনে আমি তাহার জন্য এক পুস্তক বাহির করিব, সে তাহা উন্মুক্ত দেখিবে‡। ১৩। (বলিব,) তুমি আপন পুস্তক পাঠ কর, অদ্য তোমার জীবনই তোমার সম্বন্ধে যথেষ্ট হিসাবকারক$। ১৪। যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে অনন্তর

* মনুষ্য যেমন কল্যাণ বিষয়ে প্রার্থনা করে, তদ্রূপ ক্রোধের সময়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া নিজের জীবন ও পরিবার ও সম্পত্তি বিষয়ে অকল্যাণ প্রার্থনা করিয়া থাকে। যেমন, হারুণের পুত্র নজর ঈশ্বরের নিকটে আপন শাস্তি প্রার্থনা করিয়াছিল। যথা;—"আমার উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর।" (ত, হো.)

অর্থাৎ লোকে এই বলিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হয় যে, আমার প্রার্থনা শীঘ্র কেন গ্রাহ্য হইল না। এ দিকে তাহার কোন কোন প্রার্থনা তাহার পক্ষে অকল্যাণ, সেই সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইলে তাহার দুর্গতি হয়, তজ্জন্যই গৃহীত হয় না। সর্বতোভাবে ঈশ্বর উত্তম জ্ঞানী, তাঁহার ইচ্ছার বাধ্য হওয়াই কর্তব্য। (ত, হো.)

† অর্থাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইলে কোন লাভ নাই, সকল বিষয়েরই দিবা-রাত্রির ন্যায় সময় ও পরিমাণ নির্ধারিত আছে। যেমন, কাহারও ব্যাকুলতায় রাত্রি খর্ব হয় না, যথাসময়ে স্বতঃ ঊষার উদয় হইয়া থাকে। দিবা-রাত্রি এই দুই ঈশ্বরের শক্তির নিদর্শন। (ত, হো,)

‡ কি ধার্মিক কি অধার্মিক তাহার শুভাশুভ কর্ম আদিকাল হইতে তাহার কণ্ঠে কণ্ঠবন্ধনের ন্যায় সংলগ্ন আছে। কথিত আছে যে, প্রত্যেক সন্তানের গলদেশে এক এক পুস্তক দোলায়মান থাকে, তাহাতে "দুর্ভাগা" বা "ভাগ্যবান" এই কথা লিখিত। কেহ কেহ বলেন, আরাবী অর্থাৎ যাযাবর লোকেরা দক্ষিণে বা বামে পক্ষী উড়িতে দেখিলে তদ্দ্বারা সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। পক্ষী দক্ষিণে উড্ডীয়মান হইলে শুভ এবং বামে উড়িলে অশুভ লক্ষণ বলে। অতএব এই স্থানে শুভাশুভ কার্যলিপিকে পক্ষী বলা হইয়াছে। অন্য এক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিহঙ্গ বলিতে সেই গ্রন্থ যাহা কেয়ামতের দিনে উড়িয়া আসিয়া পুণ্যবান্ বা পাপীর হস্তগত হইবে, তাহার গলদেশে সংলগ্ন হওয়ার অর্থ এই যে, শুভাশুভ কর্ম তাহার গলায় জড়িত হওয়া। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ স্বীয় কার্যলিপি পাঠ কর, অর্থাৎ সেই দিবস সকলেই পাঠক হইবে,

সে আপন জীবনের জন্য পথ পাইতেছে এতদ্ভিন্ন নহে, এবং যে ব্যক্তি
পথভ্রান্ত হইয়াছে অনন্তর সে তৎপ্রতি পথভ্রান্ত হইতেছে এতদ্ভিন্ন নহে, এবং
কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করেন না ; এবং যে পর্যন্ত কোন প্রেরিত
পুরুষকে প্রেরণ না করি সে পর্যন্ত আমি শাস্তিদাতা নহি* । ১৫ । এবং যখন
আমি কোন গ্রামকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি (প্রথমতঃ) তত্রত্য উদ্ধত লোকদিগকে
(প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইতে) আজ্ঞা করিয়া থাকি, তৎপর সেই স্থানে তাহারা
বিরুদ্ধাচরণ করে, পরে তথায় (শাস্তির) বাক্য স্থিরীকৃত হয়, অবশেষে তাহাকে
উচ্ছেদনরূপে উচ্ছেদ করিয়া থাকি । ১৬ । এবং আমি নূহার পরে বহু শতাব্দী
পর্যন্ত কত সংহার করিয়াছি,+ তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) স্বীয় দাসদিগের
অপরাধ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানী ও দ্রষ্টা । ১৭ । যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখ কামনা
করে, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাতে (সংসারে) যত ইচ্ছা তাহা তাহাকে সত্বর
দান করি, তৎপর তাহার জন্য নরক নিরূপণ করিয়া থাকি, তথায় সে দুর্দশাপন্ন
নিস্তাড়িত ভাবে উপস্থিত হয়‡ । ১৮ । এবং যে ব্যক্তি পরলোক কামনা করে,

সকলকেই বলা হইবে যে, স্বীয় পুস্তক যাহা নিজে রচনা করিয়াছ পাঠ কর, তোমার চিত্তই তোমার সম্বন্ধে বিচারক । অর্থাৎ নিজে দৃষ্টি কর যে, কিরূপ আচরণ করিয়াছ, তুমি কি প্রকার বিনিময় লাভের অধিকারী । মাহাত্মা ওমর স্বীয় অনুগামীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা স্ব স্ব কার্যলিপি সম্মুখে রাখিয়া ভাল-মন্দ কি করিয়াছ দৃষ্টি কর, এখনও সময় আছে, স্বীয় কার্যের অনুসন্ধান লও, অন্তিমকালে তাহা আর অনুসন্ধান করার শক্তি থাকিবে না । কশফোল্ আস্রাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি অদ্য যাহা লোকদিগকে বলিবে বা তাহাদিগ হইতে শ্রবণ করিবে, এবং যে কার্যের অনুসন্ধান করিবে সায়ংকালীন নমাজের সময় তাহা আমার নিকটে বলিও, এবং ভাল-মন্দ সমুদায় বর্ণন করিও" । সে দিন বালক বহু যত্ন ও চেষ্টায় আজ্ঞা পালন করিল । পর দিনও পিতা সেইরূপ আদেশ করিলেন, তখন পুত্র বলিল, "পিতঃ অনেক কষ্টে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কল্য দৈনিক বিবরণ বলিয়াছি, ক্ষমা করিবেন আজ আর বলিবার ক্ষমতা নাই ।" তাহাতে পিতা বলিলেন, "তোমাকে এই ব্যাপারে একটি উপদেশ দিলাম যেন তুমি জাগ্রত ও সতর্ক থাক, হিসাব দান সম্বন্ধে তুমি উদাসীন না থাক । অদ্য তুমি পিতার নিকটে এক দিনের হিসাব দিতে অক্ষম, পরলোকে ঈশ্বরের নিকটে সমুদায় জীবনের হিসাব কেমন করিয়া দিবে ?" (ত, হো,)

* অলিদ মগয়রা কাফেরদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের পাপের ভার বহন করিব । তাহাতে পরমেশ্বর বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের ভার বহন করিয়া থাকে, অন্যের ভার বহন করে না । যে পর্যন্ত ধর্মপ্রবর্তক আসিয়া লোকদিগকে সত্য পথে আহ্বান না করেন ও স্বর্গীয় নিদর্শন প্রদর্শন না করেন সে পর্যন্ত ঈশ্বর কোন জাতিকে শাস্তি দানে প্রবৃত্ত হন না । প্রেরিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করিলেই তিনি শাস্তি দান করেন । (ত, হো,)

+ নূহার মৃত্যুর পর সমুদ ও আদ জাতি প্রভৃতি উচ্ছিন্ন হইয়াছে । (ত, হো,)

‡ কপট লোকেরা বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিল । ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, শত্রুর শিবির লুণ্ঠন করাই উদ্দেশ্য ছিল ।

এবং তাহার জন্য তাহার (অনুরূপ) চেষ্টায় চেষ্টা করে সে বিশ্বাসী, অনন্তর ইহারাই যে ইহাদের যত্নে সম্মানিত হয়। ১৯। সেই সকল ও সেই সকল উভয় (দলকে) আমি তোমার প্রতিপালকের দান দ্বারা সহায়তা করিয়া থাকি, তোমার প্রতিপালকের দান অবরুদ্ধ হয় না*। ২০। দেখ, কেমন আমি তাহাদের (দুই দলের) একের উপর অন্যকে উন্নতি দান করিয়াছি, নিশ্চয় পরলোক শ্রেণী অনুসারে শ্রেষ্ঠ ও উন্নতি বিধানানুসারে শ্রেষ্ঠ। ২১। তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাস্য নিরূপণ করিও না, তবে লাঞ্ছিত ও হীনাবস্থাপন্নরূপে বসিবে। ২২। (র, ২, আ, ১২)

এবং তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ভিন্ন পূজা করিবে না, এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করিবে, যদি তাহাদের একজন বা উভয়েই তোমার নিকটে বৃদ্ধত্বে উপনীত হয় তবে তুমি তাহাদের প্রতি ধিক্ বলিও না ও তাহাদিগকে ধমক দিও না, এবং তাহাদিগকে সম্মানিত কথা বলিও। ২৩। এবং তাহাদের জন্য (তাহাদিগের) দয়ার নিমিত্ত স্বীয় বিনয়ের বাহুকে নত করিও, এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যেমন আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছে তদ্রূপ তুমি তাহাদিগকে দয়া কর। ২৪। তোমাদের অন্তরে যাহা আছে, তোমাদের প্রতিপালক তাহা উত্তম জ্ঞাত, যদি তোমরা সাধু হও, তবে নিশ্চয় তিনি প্রত্যাগমনকারীদিগের জন্য ক্ষমাশীল। ২৫। এবং তুমি স্বগণকে ও দরিদ্রকে এবং পথিককে তাহার স্বত্ব প্রদান করিও, এবং অপব্যয় করিও না। ২৬। নিশ্চয় অপব্যয়িগণ শয়তানের ভ্রাতা, এবং শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিরোধী†। ২৭। এবং যদি তুমি আপন প্রতিপালক হইতে সেই দয়া

তাহাদের পরমেশ্বর যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখ কামনা করে' ইত্যাদি বলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ সাংসারিক সম্পদের অভিলাষী এবং পারলৌকিক সম্পদের প্রার্থী এই দুই দলকেই ঈশ্বর সাহায্য দান করিয়া থাকেন, তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। (ত, হো,)

† স্বগণদিগকে যাহা দান করা যায় তাহাকে "নফ্‌ক" বলে। এমাম আজম বলিয়াছেন, স্বগণের স্বত্ব এই যে, তাহারা সাহায্য প্রার্থী ও দীন হীন হইলে তাহাদিগকে অর্থ দান করিবে। এস্থলে স্বগণ অর্থে প্রেরিত মহাপুরুষের গোষ্ঠীকে বুঝায়। তাঁহাদের স্বত্ব পঞ্চমাংশ তাঁহাদিগকে দান করা নির্ধারিত। তফ্‌সির বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, আলি মোর্তজার পুত্র এমাম হোসেন শামদেশের কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি কি কোরআন পড়িয়া থাক ?' তাহাতে সে উত্তর করিল, ' হাঁ পড়িয়া থাকি", তিনি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সূরা বনি এস্রায়েলের 'ও আতে জোল্ কোবা', এই আয়াত পাঠ করিয়াছ কি ?" সে উত্তর করিল, পড়িয়াছি, বলিতে কি আপনারাই স্বগণস্থলে, ঈশ্বর আপনাদের স্বত্বদানে আদেশ করিয়াছেন। এমাম বলিলেন "হাঁ আমরাই স্বগণ।" অর্থ সৎকার্যে ব্যয় করিবে, অপব্যয় করিবে না। মক্কার লোক করা কপটাচার ও কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত এবং একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আধারে উষ্ট্র কোরবানী করিত। ঈশ্বর তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতেছেন ও তাহাদের কার্যকে শয়তানের কার্য বলিয়া

(জীবিকা) যাহা তুমি আশা করিয়াছ তাহা পাইবার প্রতীক্ষায় তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহাদিগকে কোমল কথা বলিও * । ২৮ এবং তুমি স্বীয় হস্তকে স্বীয় গলদেশের দিকে বদ্ধ রাখিও না ও তাহাকে সম্পূর্ণ প্রমুক্তিতে প্রমুক্ত করিও না, তবে নিন্দিত ও অবসন্ন হইয়া বসিবে । ২৯ । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা করেন উপজীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি স্বীয় দাসগণের সম্বন্ধে জ্ঞানী ও দ্রষ্টা ✝ ৩০ (র, ত, আ, ৮)

এবং তোমরা আপন সন্তানদিগকে দরিদ্রতার ভয়ে বধ করিও না, • আমি তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকি, নিশ্চয় তাহাদিগকে হত্যা করা গুরুতর পাপ । ৩১ । এবং ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তী হইও না, নিশ্চয় তাহা দুষ্কর্ম ও কুপথ হয় । ৩২ । এবং ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে অবৈধ করিয়াছেন তোমরা ন্যায়ানুসার ব্যতীত সেই ব্যক্তিকে হত্যা করিও না, যে ব্যক্তি অত্যাচারগ্রস্তরূপে হত হইয়াছে ; পরে নিশ্চয় আমি তাহার স্বগণকে ক্ষমতা দান করিয়াছি, অনন্তর হত্যা সম্বন্ধে অতিরিক্ত আচরণ করিও না, নিশ্চয় সে আনুকূল্য প্রাপ্ত হয় ✽ । ৩৩ । এবং সেই উপায় যাহা সৎ, তদ্ব্যতীত তোমরা অনাথ বালকের সম্পত্তির নিকটে সে (বয়ঃক্রমের) পূর্ণতায় পঁহুছা পর্য্যন্ত যাইও না, এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিও, নিশ্চয় অঙ্গীকার জিজ্ঞাসিত

নির্দেশ করিয়াছেন । একটি যবকণিকা অন্যায়রূপে ব্যয় হইলেই অপব্যয় হয় । (ত, ফা,)

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিরন্তর দান করিয়া থাকেন কোন সময় তিনি রিক্তহস্ত হইলে দরিদ্র প্রার্থীদিগকে দুঃখিত করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে উচিত নয় । এক সময় তাহাদিগকে কিছু না দিতে পারিলেও মিষ্ট বাক্য বলা কর্ত্তব্য । (ত, ফা,)

✝ অর্থাৎ দুঃখী ভিক্ষুকদিগকে দেখিয়া তুমি অস্থির হইবে না, তাহাদের অভাব পূরণের ভার তোমার উপরে নহে । চিকিৎসক যেমন কোন রোগীকে উষ্ণতার ও কাহাকে শীতলতার ব্যবস্থা করেন, ঈশ্বরও তদ্রূপ ব্যক্তিভেদে প্রচুর ধন দান করেন, কাহাকে বা দরিদ্র করিয়া থাকেন । (ত, ফা,)

✽ এসলাম ধর্ম্মাবলম্বী ও অঙ্গীকারে বদ্ধ এবং আশ্রয় প্রাপ্ত এই তিন শ্রেণীর লোকদিগকে সুবিচার ব্যতীত বধ করিতে এই আয়াতে ঈশ্বর নিষেধ করিলেন । অর্থাৎ তাহাদের কেহ ধর্ম্মত্যাগ বা ব্যভিচারাদি করিলেই তাহার সমুচিত দণ্ড পাওয়া বিধেয় বলিয়া স্বীকৃত হইল, অন্যায়রূপে কেহ হত হইলে তাহার স্বগণ উত্তরাধীকারী হত্যার বিনিময়ে হন্তাকে বধ করিতে পারে, অন্যকে নয় । পৌত্তলিকতার সময়ে কোন ব্যক্তি হত হইলে তাহার স্বগণ আত্মীয় তদ্বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা না করিয়া হত্যাকারী যে দলের লোক সেই দলপতিকে হত্যা করিতে উদ্যোগী হইত । 'ঈশ্বর অতিরিক্ত আচরণ করিও না" বলিয়া তদ্বিষয়ে নিষেধ করিলেন । (ত, হো,)
অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত যে, হত্যার বিনিময় প্রদান বিষয়ে সাহায্য করে, তদ্বিপরীত হত্যাকারীর সহায়তায় প্রবৃত্ত না হয়, এবং হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর কর্ত্তব্য যে, একজনের পরিবর্ত্তে দুই জনকে বধ না করে, অথবা হত্যাকারীকে না পাইলে তাহার পুত্রের বা ভ্রাতার প্রাণ সংহার না করে । (ত, ফা,)

হইবে* । ৩৪ । +এবং তোমরা যখন পরিমাণ কর পরিমাণ যন্ত্রকে পূর্ণ করিও, সরল তুলাদণ্ডে ওজন করিও, ইহা উত্তম এবং পরিমাণ সম্বন্ধে অত্যুত্তম+ । ৩৫ । এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তুমি তাহার অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় চক্ষু ও কর্ণ এবং অন্তঃকরণ এ সকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবেঞ্ঝ। ৩৬ । এবং তুমি পৃথিবীতে আমাদের ভাবে চলিও না, নিশ্চয় তুমি পৃথিবী ভেদ করিতে পারিবে না, এবং পর্বত সকলের দৈর্ঘ্যে পঁহুছিবে না$ । ৩৭ । সমুদায় ইহা পাপ, তোমার প্রতিপালকের নিকটে (হে মোহম্মদ,) ঘৃণিত পাপ হয়§ । ৩৮ । তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি বিজ্ঞানানুসারে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন ইহা তাহা, তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাস্য নির্ধারণ করিও না, তবে নিস্তাড়িত ও তিরস্কৃত হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে । ৩৯ । অতঃপর কি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে পুত্র মনোনীত করিয়াছেন ? এবং দেবতাগণ হইতে কন্যা সকল গ্রহণ করিয়াছেন ? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর কথা বলিয়া থাক । ৪০ । (র, ৪, আ, ১০)

এবং সত্য-সত্যই আমি এই কোরআনে পুনর্বর্ণন করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা ভিন্ন বৃদ্ধি হয় নাই । ৪১ । তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তাহারা যেরূপ বলিয়া থাকে যদি তাহার সঙ্গে (অন্য) বহু উপাস্য

* অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃহীন বালকের সম্পত্তি তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিবে, বিপরীত আচরণ করিবে না । অঙ্গীকারের নিমিত্ত প্রশ্ন হইবে, কাহারও সঙ্গে সন্ধির অঙ্গীকার করিয়া অন্যথাচরণ করিলে নিশ্চয় শাস্তি পাইতে হইবে । (ত, ফা,)

+ উত্তমরূপে শস্যাদি পরিমাণ করিয়া দিবে, তাহাতে ছল-চাতুরতা করিবে না । প্রথমে তোমাদের ছল-চাতুরী প্রকাশ পাইলে কেহ আর তোমাদের সঙ্গে ব্যবসায়ের যোগ রাখিতে চাহিবে না । যে ব্যক্তি সদ্ভাবে ব্যবসায় করে সকলেই তাহাকে ভালবাসে, ঈশ্বরও তাহার ব্যবসায়ে উন্নতি বিধান করেন । (ত, ফা,)

ঞ্ঝ. অর্থাৎ যাহা তুমি জান না, বলিও না যে জানি, যাহা তুমি শ্রবণ কর নাই, বলিও না যে শুনিয়াছি । মোহম্মদ এব্‌ন হনিফা এই আয়তের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, "মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিও না । পরলোকে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রশ্ন করা হইবে যে, তোমাদের প্রভু তোমাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিয়াছেন ? কর্ণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি শুনিয়াছ ও কেন শুনিয়াছ ? চক্ষুর প্রতি প্রশ্ন হইবে, কি দেখিয়াছ ও কেন দেখিয়াছ ? অন্তঃকরণকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি জানিয়াছ ও কেন জানিয়াছ ?" (ত, হো,)

$ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভূমি ভেদ করিতে সমর্থ নহে, এবং শারীরিক দৈর্ঘ্যানুসারে পর্বতের দৈর্ঘ্যের তুল্য নহে তাহার অহঙ্কার করার প্রয়োজন কি ? মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত মনুষ্যের মৃত্তিকাবৎ বিনম্র হইয়া থাকাই কর্তব্য । (ত, হো,)

§ সমুদায় ইহা অর্থাৎ নিষেধ বিধি । চারি নিষেধ ও একাদশ বিধি এ সকল মুসার প্রস্তর ফলকে লিখিত ছিল । তাহার অন্তর্গত অশুভ অর্থাৎ নিষেধবাচ্য বিষয় আচরণ করা ঈশ্বরের নিকট ঘৃণিত । (ত, হো,)

থাকিত তবে অবশ্য তখন তাহারা সিংহাসনাধিপতির উদ্দেশ্যে পথ অন্বেষণ করিত*। ৪২। তাহারা যাহা বলে তাহা অপেক্ষা তিনি পবিত্রতা ও উন্নত, (তাঁহার) মহতী উন্নতি। ৪৩। সপ্ত স্বর্গ ও পৃথিবী এবং সেই সকলের মধ্যে যাহারা আছে তাহারা তাহাকে স্তুতি করে, এবং তাঁহার প্রশংসার স্তব করে না এমন কোন বস্তু নাই, কিন্তু তোমরা তাহাদের স্তুতি বুঝিতেছ না†, নিশ্চয় তিনি গম্ভীর ক্ষমাশীল। ৪৪। এবং যে সময় তুমি কোরআন পাঠ কর, তখন আমি তোমার ও পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে গুপ্ত আবরণ স্থাপন করি। ৪৫। +এবং তাহাদের অন্তরে আচ্ছাদন রাখি যেন তাহারা তাহা হৃদয়ঙ্গম না করে ও তাহাদের কর্ণে ভার (চাপিয়া দেই,) এবং যখন তুমি কোরআনে একাকীমাত্র তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর, তখন তাহারা পলায়নের ভাবে আপন পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইয়া লয়‡। ৪৬। যখন তাহারা তোমার প্রতি কর্ণ স্থাপন করে, এবং যখন তাহারা মন্ত্রণা করে, যখন অত্যাচারিগণ বলিয়া থাকে যে, তোমরা ইন্দ্রজালিক পুরুষের অনুসরণ বৈ করিতেছ না, যে ভাবে তাহারা শ্রবণ করে তাহা আমি উত্তম জ্ঞাত$। ৪৭। দেখ, তোমার জন্য তাহারা কেমন সাদৃশ্যসকল ব্যক্ত করিয়াছে, অনন্তর তাহারা পথভ্রান্ত হইয়াছে অবশেষে পথপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না। ৪৮। এবং তাহারা বলে, "কি যখন আমরা

---

* অর্থাৎ পরমেশ্বর সেই কল্পিত ঈশ্বরদিগের বিরুদ্ধে অনেক আয়াত প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তাহারা ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশী হইত, তবে অবশ্য তাহারা সিংহাসনাধিপতি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পথ অন্বেষণ (প্রতিবাদ) করিত। (ত, হো,)

† দেবতা ও মনুষ্য বাক্যের রসনায় সৃষ্টিকর্তার স্তব করে, অপর জীব ও জড় পদার্থ সকল দিবা-নিশি ভাবের রসনায় তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহা বুঝিতে পারেন। (ত, হো,)

‡ আবুজেহেল প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়াছিল যে, কোরআন পাঠের সময় হজরতের প্রতি উৎপীড়ন করে। সেই দুরাত্মার একজন সহচর কোরআনের সুরা বিশেষ অবতীর্ণ হইলে পর প্রস্তরাঘাত করিবার জন্য হজরতের অন্বেষণে বাহির হয়। তখন আবুবেকরকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার সহচর কোথায়? সে আমাকে নিন্দা করিয়াছে। আবুবেকর বলিলেন, তিনি নিন্দুক নহেন যে, কাহারও নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবেন। ইতিমধ্যে হজরত মোহম্মদ আবুবেকরকে বলিলেন, তুমি জিজ্ঞাসা কর, এই গৃহে তোমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে সে দেখিতেছে কি-না। সদ্দীক তদনুসারে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাস করিতেছ? আমি তো তোমাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে দেখিতেছি না, ইহা বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আমি কোরআন পাঠের সময় তোমাকে কাফেরদিগের দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত রাখি। (ত, হো,)

$ একদা কাফেরগণ গোপনে কথোপকথন করিতেছিল, তখন কেহ হজরতের বাক্যকে "কবিতা" কেহ বা "জাদুকরের মন্ত্র" ইত্যাদি বলিল। হারেসের পুত্র নজর বলিল, "মোহম্মদ কি বলে বুঝিতে পারি না." আবু সোফিয়ান বলিল, "আমি তাহার কোন কোন কথা সত্য বলিয়া জানি"। আবু জেহেল বলিল, "সে ক্ষিপ্ত", আবুহব তাঁহাকে "ভবিষ্যদ্বক্তা" কহিল, হবি-তব তাহাকে "কবি" উপাধি দান করিল, তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

গলিত ও অস্থিপুঞ্জ হইয়া থাকিব তখন কি নূতন সৃষ্টিতে সমুত্থাপিত হইব ?" ৪৯। তুমি বল, তোমরা প্রস্তর বা লোহ হইয়া যাও, অথবা তোমাদের অন্তর যাহা গুরুতর বোধ করে সেই সৃষ্টি হইয়া যাও। তৎপর অবশ্য তাহারা বলিবে, "কে আমাদিগকে পুনরানয়ন করিবে ?" তুমি বলিও, যিনি তোমাদিগকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি, অনন্তর তাহারা তোমার দিকে মস্তক সঞ্চারণ করিবে ও বলিবে যে, "কবে তাহা হইবে ?" বলিও সম্ভব হে, শীঘ্র ঘটিবে। ৫০+৫১। যে দিবস তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসাবাদের সহিত (তাহা) গ্রাহ্য করিবে, এবং মনে করিবে যে, কিঞ্চিৎকাল ভিন্ন বিলম্ব কর নাই*। ৫২। (র, ৫ ; আ, ১২)

এবং তুমি আমার দাসদিগকে বল, যাহা অত্যুত্তম তাহা যেন তাহারা বলে, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিয়া থাকে, একান্তই শয়তান মনুষ্যের জন্য স্পষ্ট শত্রু†। ৫৩। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে উত্তম জ্ঞাত, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন, অথবা যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং আমি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের প্রতি কার্য-সম্পাদক রূপে প্রেরণ করি নাই‡। ৫৪। এবং তোমার প্রতিপালক যে কেহ

---

* উক্ত হইয়াছে যে, লোক সকল কবর হইতে বাহির হইয়া মস্তকের ধূলি ঝাড়িয়া বলিবে, হে ঈশ্বর তুমি পবিত্র। পারলৌকিক জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন ক্ষণকাল মাত্র। জ্ঞানী লোকেরা পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের নিকট কিঞ্চিন্মাত্র মনে করেন, তাহারা এই নশ্বর জীবনকে সেই অবিনশ্বর দীর্ঘ জীবনের কার্যে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতেই সেই দিনে তাঁহারা শাস্তিগ্রস্ত হইবেন না। (ত, হো,)

† মক্কার পৌত্তলিকগণ বাক্যে ও ব্যবহারে হজরতের অনুবর্তীদিগের প্রতি উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিতেছিল না। বিশ্বাসিগণ হজরতের নিকটে স্ব স্ব দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বিরোধ ও সংগ্রাম করিতে অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন হজরত বলেন যে, উহাদের সঙ্গে অসদাচরণ করিতে ঈশ্বর আমাকে আদেশ করেন নাই। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহার মর্ম এই যে, তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে না, বরং তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি মহাত্মা ওমরকে গালি দিয়াছিল, তিনি তাহার প্রতিফল দানে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করিয়া ক্ষমা করিতে আজ্ঞা করেন। "লা এলাহা এল্লেল্লা" ইত্যাদি সাক্ষ্য দানের কলেমা উত্তম বচন, অথবা সদাচারে বিধি ও অসদাচারে নিষেধ বাক্য সদ্বাক্য। বিশ্বাসীদিগের মতে তাহাই শুভ বচন যে শুভ উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন প্রসঙ্গ না করা, কেহ কঠোরাচরণ করিলে কোমল বাক্যে তাহার প্রসন্নতাবিধান করা। অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার বিবাদ ও শত্রুতা বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। সত্যই শয়তান মনুষ্যের স্পষ্ট শত্রু, সে লোকের বিনাশ সাধন ব্যতীত কখনও মঙ্গল চাহে না। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যদি তিনি ইচ্ছা করেন কাফেরদিগের অত্যাচার হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন, অথবা তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের উপর কাফেরদিগকে জয় লাভ করিতে দিবেন। কিংবা তিনি সৎপথ প্রদর্শনে দয়া করিবেন, অথবা পথভ্রান্তি ও অপরাধের মধ্যে রাখিয়া শাস্তি দিবেন। অন্য মতে কাফেরদিগের প্রতি এই

স্বর্গে ও মর্তে আছে তাহাকে উত্তম জ্ঞাত, এবং সত্য-সত্যই আমি কতক ধর্ম-প্রবর্তককে কতক (ধর্মপ্রবর্তকের) উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছি, এবং দাউদকে জবুর গ্রন্থ দান করিয়াছি* । ৫৫ । তুমি বল, তাহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা (ঈশ্বর) মনে করিয়া থাক, আহবান কর, অবশেষে তাহারা তোমাদিগ হইতে দুঃখ উন্মোচন ও পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইবে না । ৫৬ । এ সকল যাহাদিগকে তাহারা আহবান করিয়া থাকে তাহারাও আপন প্রতিপালকের দিকে সহায় অন্বেষণ করে যে, তাহাদের কে অধিকতর নিকটবর্তী হয়, এবং তাহারা তাঁহার দয়ার আশা করে ও তাঁহার শাস্তি হইতে ভীত হয়, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভীষণ হইয়া থাকে† । ৫৭ । এমন কোন গ্রাম নাই যে, পুনরুত্থানের দিনের পূর্বে আমি যাহার সংহারকারী অথবা কঠিন শাস্তিরূপে শাস্তিদাতা নহি, গ্রন্থমধ্যে ইহা লিখিত আছে‡ । ৫৮ । এবং নিদর্শন সকল প্রেরণ করিতে তদ্বিষয়ে পূর্ববর্তী লোকদিগের অসত্যারোপ ব্যতীত আমাকে নিবৃত্ত করে নাই, এবং আমি সমুদ জাতিকে উষ্ট্রীরূপ নিদর্শন দান করিয়াছি, অনন্তর তৎপ্রতি তাহারা অত্যাচার করিয়াছে, এবং আমি ভয় প্রদর্শনের জন্য বৈ নিদর্শন প্রেরণ করি নাই$ । ৫৯ । এবং (স্মরণ কর,) যখন

বাক্য, যথা—যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন ও ঐহিক শাস্তি দানে বিলম্ব করিবেন, এবং যদি ইচ্ছা করেন পৃথিবীতেই শাস্তি দিবেন । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তোমাকে হে মোহম্মদ, কাফেরদিগের প্রতিভূ করি নাই, তাহাদের অসদাচরণের জন্য তুমি দায়ী নও । (ত, হো,)

* যথা, ঈশ্বর মহাত্মা এব্রাহিমকে প্রেম সম্বন্ধে, মহাপুরুষ মুসাকে কথোপকথন বিষয়ে ও হজরত মোহম্মদকে মেরাজে উন্নতি দান করিয়াছেন । দাউদের গৌরব তাঁহার রাজত্বে নয়, জবুর গ্রন্থ যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তজ্জন্য গৌরবান্বিত হন । (ত, হো,)

† অর্থাৎ ধর্মদ্রোহিগণ যাহাদিগকে পূজা করে তাহারা নিজেই ঈশ্বরের নৈকট্য-লাভের জন্য সহায় অন্বেষণ করিয়া থাকে । যে দেবতা ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্তী তাহারা তাহাকেই অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু সকলেরই সহায় প্রেরিত পুরুষ, পরলোকে তিনিই পাপ ক্ষমার অনুরোধ করেন । (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ সকল গ্রামেই বিশ্বাসী সাধুর মৃত্যু হইবে, এবং অসাধু কাফেরগণ হত্যা ও দুর্ভিক্ষাদি শাস্তি লাভ করিবে । ইহা ঈশ্বরের বিধিরূপ গ্রন্থে লিখিত আছে । (ত, হো,)

$ কোরেশগণ হজরতকে অলৌকিক ক্রিয়া সকল প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করে । সেই অদ্ভুত ক্রিয়াসকলের মধ্যে সফা-গিরিকে বিশুদ্ধ সুবর্ণে পরিণত করা ও মক্কার পর্বতশ্রেণীকে চূর্ণ করিয়া প্রসারিত কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী সমভূমি করা, এবং স্রোতস্বতী সকল উৎপাদন করা যেন তদ্দ্বারা উত্তম ক্ষেত্র ও উদ্যানাদি প্রস্তুত হইতে পারে, এই কয়েকটি ক্রিয়া , তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । অর্থাৎ পরমেশ্বর বলেন, পূর্বতন মণ্ডলীসকলও অলৌকিক ক্রিয়াসকলের প্রার্থী হইয়াছিল, আমি প্রেরিত পুরুষদিগের যোগে তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলাম । যথা, সমুদ জাতির জন্য প্রস্তর খণ্ড হইতে উষ্ট্রী বাহির করিয়াছি, এরূপ অপরাপরের জন্যও করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়া সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । অপিচ এই সকল লোক যে সমস্ত অলৌকিকতার

আমি তোমকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক লোকদিগকে আবেষ্টন করিয়া আছেন, আমি সেই নিদর্শন যাহা তোমাকে দেখাইয়াছি, এবং কোরআনেতে যে বৃক্ষ অভিসম্পাদিত হইয়াছে তাহা লোকের জন্য পরীক্ষা বৈ নহে, এবং আমি তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকি, পরন্তু মহা অবাধ্যতা ব্যতীত তাঁহাদের (কিছুই) বৃদ্ধি হয় নাই*। ৬০। (র, ৬ ; আ, ৮)

এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি দেবতাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা আদমকে নমস্কার কর, তখন শয়তান ব্যতীত তাহারা সকলে নমস্কার করিল. সে বলিল, "যে ব্যক্তিকে তুমি মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছ তাহাকে কি আমি নমস্কার করিব† ?"। ৬১। (পুনর্বার) সে বলিল, "তুমি কি দেখিলে এই যাহাকে তুমি

প্রার্থনা করিয়া থাকে, যদি আমি তাহা প্রদর্শন করি, নিশ্চয় ইহারাও সন্তুষ্ট হইবে না। সুতরাং শাস্তি দানে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করা আবশ্যক হইবে। কিন্তু আমি সর্বপ্রথমে আদেশ করিয়াছি যে, ইহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব না, কেন-না ইহাদের বংশ হইতে ধার্মিক লোক উৎপাদন করিব। (ত, হো,)

* মূলে "রোয়া" শব্দের অর্থ "প্রদর্শন" লিখা গিয়াছে, কিন্তু "রোয়া" স্বপ্নদর্শনকেও বুঝায়। ভাষ্যকারক তাহা স্বপ্নদর্শন বলিয়াই লিখিয়াছেন, যথা —হজরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তিনি ওমরা ব্রত পালন করিতেছেন, সফা ও মরওয়া গিরির মধ্য ভূমিতে সপ্ত বার ধাবমান হইয়াছেন ও মস্তক মুণ্ডন এবং কাবা প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সেই বৎসর ওমরাব্রতের সংঘটন হয় নাই। তাহাতে কপট লোকেরা ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে থাকে যে, স্বপ্ন সত্য হইল না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এরূপ বিধি ছিল যে, আগামী বৎসর স্বপ্ন সফল হইবে। কয়েক জন পণ্ডিত এরূপ আন্দোলন করেন যে. এই সূরা মক্কা-সম্বন্ধীয় এবং এই বিবরণটি মদীনায় হইল, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? কেহ কেহ বলেন যে, হজরত স্বপ্ন মক্কাতে দর্শন করিয়া মদীনায় যাইয়া তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই স্বপ্ন লোকের পরীক্ষার কারণ হইয়াছিল, যথা—হজরত দেখিয়াছিলেন যে, আমিরা বংশের কতকগুলি লোক তাঁহার উপদেশ বেদিকার (মেম্বরের) দিকে দৌড়িয়া আসিল ও তথায় মর্কটের ন্যায় লম্ফ-ঝম্ফ করিতে লাগিল। প্রদর্শন অর্থে এইরূপ বুঝাইবে, তোমাকে যে আমি মেরাজে প্রদর্শন করিয়াছিলাম তাহা লোকের পরীক্ষার কারণ হইয়াছে। অর্থাৎ কতকগুলি দুর্বলচিত্ত মোসলমান তাহাতে অবিশ্বাসী হইল, কপট লোকেরা ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, কাফেরগণ অগ্রাহ্য করিল, বিশ্বাসীরা সত্য বলিয়া মান্য করিল। নরক লোকে উৎপন্ন জকুম তরুর প্রসঙ্গ শুনিয়া লোকে আশ্চর্যান্বিত হইল। যথা, "উল্লিখিত হইয়াছে সেই বৃক্ষ জহিম নামক নরকের মূলে উৎপন্ন হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আবু জেহাল বলিল যে, "নরকের অগ্নি প্রস্তরকে দগ্ধ করে. তোমরা বলিতেছ যে, তথায় বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, এ বড় আশ্চর্যের ব্যাপার।" ঈশ্বরের শক্তিতে কিছুই আশ্চর্য নহে, তিনি সমন্দর নামক জন্তুকে অগ্নিতে উৎপাদন করেন, অথচ অগ্নি তাহার গাত্র দগ্ধ করেন না। জকুম বৃক্ষকে অভিশাপগ্রস্ত এ-জন্য বলা হইয়াছে যে, নরকের লোকেরা তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই ফল অমঙ্গলজনক। (ত, হো,)

† ঈশ্বরের আদেশে সন্দেহ উৎপাদন করিতে কাফেরদিগের যে আচরণ তাহা শয়তানের আচরণ। (ত, ফা,)

আমার উপর সম্মানিত করিয়াছ, যদি তুমি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দান না কর তবে অবশ্য আমি অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহার সন্তানগণের মূলোচ্ছেদন করিব।" ৬২। তিনি বলিলেন, "যাও, তাহাদিগের যে কেহ তোমার অনুসরণ করিবে, অবশেষে নিশ্চয় নরক তোমাদের (সকলের) পূর্ণ বিনিময়রূপে বিনিময় হইবে। ৬৩। এবং তুমি আপন ধ্বনিতে তাহাদের যাহাকে সক্ষম হও বিচালিত কর ও তাহাদের উপর আপন অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য আকর্ষণ কর, এবং সন্তান ও সম্পত্তি বিষয়ে তাহাদের অংশী হও, এবং তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার কর, নিশ্চয় শয়তান প্রবঞ্চনা ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করে না*। ৬৪। নিশ্চয় আমার দাসগণ আছে, তাহাদের উপর তোমার কোন প্রভাব নাই, এবং তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট কার্যকারক"। ৬৫। যিনি তোমাদের জন্য সাগরে নৌকাসকল সঞ্চালিত করেন যেন তোমরা তাঁহার প্রসাদে (জীবিকা) অন্বেষণ কর, তিনি তোমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তিনি তোমাদের সম্বন্ধে দয়ালু হন। ৬৬। এবং যখন সমুদ্রে তোমাদের বিপদ উপস্থিত হয় তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত যাহাকে আহ্বান কর সে-ই হারাইয়া যায়, অনন্তর যখন তিনি তোমাদিগকে ভূমির দিকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা বিমুখ হও, এবং মনুষ্য ধর্মদ্রোহী হয়। ৬৭। অনন্তর ভূমিতে তোমাদের প্রোথিত হওয়া অথবা তোমাদের প্রতি প্রস্তরবর্ষী প্রভঞ্জন সঞ্চালিত হওয়া সম্বন্ধে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়াছ? অবশেষে তোমরা আপনাদের সম্বন্ধে কার্য-সম্পাদক পাইবে না। ৬৮। পুনর্বার তন্মধ্যে (সমুদ্রে) তোমাদিগকে প্রত্যানয়ন করা হইতে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়াছ? অবশেষে তোমাদের প্রতি নৌকা-ভগ্নকারী অনিল প্রেরিত হইবে, পরে তোমরা অধর্মাচরণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগকে জলমগ্ন করিবে, তৎপর তোমরা আপনাদের নিমিত্ত তদ্বিষয়ে আমার উপর কোন অনুগামী পাইবে না†। ৬৯। এবং সত্য-সত্যই আমি আদমের সন্তানদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছি ও সমুদ্রে ও প্রান্তরে তাহাদিগকে আরোহণ করাইয়াছি, এবং তাহাদিগকে বিশুদ্ধ বস্তুসকল হইতে উপজীবিকা দিয়াছি, এবং যাহাদিগকে আমি উন্নতভাবে সৃজন করিয়াছি, তাহাদের অনেকের উপরে তাহাদিগকে উন্নতি দান করিয়াছি‡। ৭০। (র, ৭; আ, ১০)

* ঈশ্বরের অনভিপ্রেত যে শব্দ উচ্চারিত হয় তাহাই শয়তানের শব্দ। শয়তানের সৈন্য শয়তানের অনুগামী দানবসকল, তাহারা লোকদিগকে কুমন্ত্রণা দান করে ও প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। সুদ গ্রহণ করিয়া ঋণ দান করা বা দুষ্ক্রিয়ায় অর্থ ব্যয় করাই ধন সম্বন্ধে শয়তানের অংশী হওয়া, ব্যাভিচার দ্বারা সন্তান উৎপাদন হইলে সেই সন্তানে শয়তানের অংশী হওয়া হয়। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, মনুষ্যের সম্বন্ধে পুত্তলিকাগণ পাপ ক্ষমার অনুরোধ করিবে, শয়তান এইরূপ মিথ্যা অঙ্গীকার করে। প্রায়শ্চিত্তে বিলম্ব করা, প্রলয়, পুনরুত্থান স্বর্গ, নরক অগ্রাহ্য করা বিষয়ে শয়তান অনুরোধ করিয়া থাকে, শয়তানের উক্তি প্রবঞ্চনা ব্যতীত নহে। (ত, হো,)

† জলে নিমগ্ন হওয়া বিষয়ে আমার উপরে অনুগামী পাইবে না। অর্থাৎ আমাকে প্রতিফল দান করিবার জন্য কেহ তোমাদের সাহায্য করিতে আসিবে না। (ত, হো,)

‡ মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের করুণা দ্বিবিধ, শরীর সম্বন্ধীয় ও আত্মা সম্বন্ধীয়; শরীর সম্বন্ধীয় করুণা ধার্মিক-অধার্মিক মানবমাত্রের জন্য সাধারণ। যথা,

যে দিন আমি সমুদায় মনুষ্যকে তাহাদের নেতৃগণ সহ আহ্বান করিব, অনন্তর যাহাদিগকে তাহাদের স্বীয় গ্রন্থ (কার্য্যলিপি) তাহাদের দক্ষিণ হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে তখন তাহারা তাহাদের গ্রন্থ পাঠ করিবে, এবং তাহারা সূত্রপরিমাণও অত্যাচারিত হইবে না* । ৭১ । এবং যে ব্যক্তি এ স্থানে অন্ধ হয় অবশেষে পরলোকেও সে অন্ধ ও সমধিক পথভ্রান্ত হইয়া থাকে† । ৭২ । এবং আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) যে প্রত্যাদেশ করিয়াছি নিশ্চয় তাহারা তোমাকে তাহা হইতে বঞ্চনা করিতে উপক্রম করিয়াছে, যেন আমার সম্বন্ধে তুমি তদ্ব্যতিরিক্ত (বিষয়) সংবন্ধ কর, (তুমি তাহা করিলে)তখন অবশ্য তাহারা তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিত‡ । ৭৩ । এবং যদি আমি তোমাকে দৃঢ় না করিতাম তবে সত্য-সত্যই তুমি তাহাদের প্রতি অল্প কিছু অনুরাগী হইবার জন্য উপক্রম করিতে$ । ৭৪ । +তখন আমি তোমাকে অবশ্য (পার্থিব) জীবনের (শাস্তি) ও মৃত্যুর দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাইতাম, তৎপর তুমি নিজের সম্বন্ধে আমার দিকে সাহায্যকারী পাইতে না । ৭৫ । এবং নিশ্চয় তাহারা তোমাকে স্থানভ্রষ্ট করিতে উপক্রম করাইয়াছিল যেন তথা হইতে তোমাকে বাহির করে, এবং তাহারা তোমার পশ্চাতে তখন অল্প বৈ বিলম্ব

শারীরিক রূপ-গুণ স্বাস্থ্য-বল বিষয়ে সাধু অসাধু তুল্য অধিকার । ধন-মানাদি পার্থিব বিষয়েও উভয় শ্রেণীর সমান স্বত্ব । কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের আধ্যাত্মিক দান সম্বন্ধে বিশেষত্ব । মনুষ্যমাত্রের জন্যই সাধারণ উন্নতি ও গৌরব নির্দিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু অধার্ম্মিকদিগের উপর ধার্ম্মিকগণ বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক দান লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহারা প্রত্যাদেশ ও গ্রন্থ লাভ করেন, তাঁহারা সংযমী বৈরাগী ও বিশ্বাসী বিনয়ী ও প্রেমিক হন । তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রেরিত পুরুষ সাধু মহর্ষিগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন । ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহারা এই সঙ্কীর্ণ অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য উন্নত লোকে বাস করেন । "সমুদ্রে ও প্রান্তরে তাহাদিগকে আরোহণ করাইয়াছি" অর্থাৎ সমুদ্রে নৌকায়, প্রান্তরে উষ্ট্রাদি বাহনোপরি আরোহণ করাইয়াছি । (ত, হো,)

* বিচারদিবসে প্রত্যেক মণ্ডলীকে তাহাদের নেতার নাম উল্লেখ সহ আহ্বান করা হইবে । যথা, বলা হইবে, হে মুসার মণ্ডলী, হে ঈসার মণ্ডলী ইত্যাদি, অথবা যে গ্রন্থ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া ডাকা হইবে, যথা—হে কোরআনী, হে ইঞ্জিলী, কিংবা ধর্ম্মাচরণে যাহাদিগের অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করা হইবে, যথা ;—হে হনিফী ও হে শাফী ইত্যাদি. অথবা ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ হইবে, যথা—মোসলমান ;—ইহুদী ইত্যাদি । (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সৎপথপ্রাপ্তি বিষয়ে অন্ধ রহিয়াছে, যে মৃত্যুর পরও অন্ধ হইয়া স্বর্গের পথ হইতে দূরে থাকিবে । (ত, ফা,)

‡ কাফের লোকেরা বলিত যে এ সকল বাক্যে ভাল উপদেশ আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে দোষোদ্ঘোষিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন করিলে আমরা সমুদায় উক্তি মান্য করেতে প্রস্তুত । (ত, ফা,)

$ হজরত, কাফেরদিগের বাসনা পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি বিশুদ্ধ ছিলেন । কেবল মণ্ডলীকে ভয় প্রদর্শনের জন্য এই উক্তি হইয়াছে যেন কেহ অংশিবাদীদিগের কথায় কর্ণপাত না করে । (ত, হো,)

করিবে না* । ৭৬ । পদ্ধতি (তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে,) নিশ্চয় তোমার পূর্বে যাহাদিগকে আমি স্বীয় প্রেরিতগণের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছি, তুমি (তাহাদের মধ্যে) আমার পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না† । ৭৭ ।
(র, ৮, আ, ৭)

তুমি সূর্যাস্তগমন সময়ে অন্ধকার রজনী পর্যন্ত নমাজ ও প্রাতঃকালে কোরআন (পাঠ) প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিশ্চয় প্রাভাতিক কোরআন পরিলক্ষিত‡ হয় । ৭৮ । এবং তুমি কোন রজনী তৎসহ জাগরণ কর, তোমার জন্য (নিত্য নৈমিত্তিক নমাজের উপর তাহা) অতিরিক্ত, সম্ভবতঃ যে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত নিকেতন উঠাইয়া লইবেন$ । ৭৯ । এবং বল, হে আমার প্রতিপালক তুমি প্রকৃত প্রবেশরূপে আমাকে প্রবেশ করাও, প্রকৃত নির্গমনরূপে আমাকে নির্গমন করাও, এবং তোমার নিকট হইতে আমার জন্য পরাক্রান্ত সাহায্যকারী নিযুক্ত কর§ । ৮০ ।

---

* মক্কাবাসিগণ হজরতকে নির্বাসিত করিবার জন্য পরামর্শ করিয়াছিল । তাহাদের সকলের মত এরূপ স্থির হয় যে, হজরতের সঙ্গে ঘোর শত্রুতাচরণ করা হইবে । তাহাতে তিনি মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন । তদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । "তখন অল্প বৈ তোমার পশ্চাতে বিলম্ব করিবে না," অর্থাৎ এরূপ সংঘটিত হয় যে, হজরতের মদীনা প্রস্থানের পর অল্প সময়ের মধ্যেই বদরের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই যুদ্ধে উক্ত শত্রুগণ প্রাণ ত্যাগ করে । অন্য উক্তি এই যে, মদীনায় হজরতের অবস্থানে ইহুদীদিগের ঈর্ষা হয়, তাঁহারা তাঁহাকে বলে, "হে মোহম্মদ, শামদেশেই পূর্বতন প্রেরিত পুরুষেরা অবস্থান করিয়াছেন, যদি তুমি প্রেরিত পুরুষ হও এবং ইচ্ছা কর যে, আমরা তোমাকে সংবাদবাহক বলিয়া মান্য করি, তবে তোমার কর্তব্য যে, শামদেশে যাইয়া বসতি কর ।" এই কথায় হজরত শামদেশে গমনের উদ্যোগী হন, তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, ইহুদীগণ ইচ্ছুক হইয়াছে যে, তোমাকে মদীনা হইতে দূর করে, তোমার পশ্চাতে ইহারা অল্প বৈ বিলম্ব করিবে না । তদনুসারে হজরত প্রস্থানের সংকল্প পরিত্যাগ করেন । কিছু দিন পরেই তত্রত্য ইহুদী-মণ্ডলী হত্যা ও নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয় । এই ব্যাখ্যানুসারে এই আয়াত মদীনা সম্বন্ধীয়, পূর্ব কথানুসারে মক্কা সম্বন্ধীয় । (ত, হো,)

† প্রেরিত পুরুষগণের প্রতি অসত্যারোপ করিলে যে মণ্ডলীর সংহার সাধন হয় সেই পদ্ধতি । (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ প্রাভাতিক কোরআন পাঠ নৈশিক ও আহ্নিক দেবগণ দর্শন করেন । নৈশিক দেবগণ তাহা দেখিয়া নৈশিক অনুষ্ঠান পুস্তকের শেষভাগে লিপি করিয়া থাকেন এবং আহ্নিক দেবগণ তদ্দ্বারা আহ্নিক অনুষ্ঠান পুস্তকের আরম্ভ করেন । (ত, হো,)

$ অর্থাৎ নিদ্রা হইতে জাগিয়া কোরআন পাঠ করা তোমার প্রতি সর্বাপেক্ষা প্রধান আজ্ঞা এই হইল যে, তোমাকে উচ্চপদ দান করা হইবে, তাহা পাপীর জন্য অনুরোধ করা রূপ প্রশংসিত পদ । অর্থাৎ যখন অন্য কোন প্রেরিত পুরুষ কিছুই বলিতে পারিবে না, তখন পরমেশ্বরের নিকটে হজরত প্রার্থনা করিয়া পাপীদিগকে ক্লেশ হইতে মুক্তি দান করিবেন । (ত, ফা,)

§ অর্থাৎ তুমি মদীনাতে আমাকে উত্তমরূপে প্রবেশ করাও ও মক্কা হইতে নির্বিঘ্নে বাহির কর, এবং আমার প্রতি সাহায্যকারী নিদর্শন ও শক্তি প্রেরণ কর । (ত, হো,)

এবং বল, সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অসত্য বিলুপ্ত হইয়াছে, নিশ্চয় অসত্য বিলোপ্য হয়*। ৮১। এবং যাহা বিশ্বাসীদিগের জন্য স্বাস্থ্য ও দয়া হয় আমি কোরআন হইতে তাহা অবতারণ করিব, এবং অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে অনিষ্ট বৈ বৃদ্ধি করে না†। ৮২। এবং যখন মনুষ্যের প্রতি আমি দান করি তখন সে বিমুখ হয় ও পার্শ্ব ফিরাইয়া লয়, এবং যখন অশুভ তাহার প্রতি উপস্থিত হয় তখন সে নিরাশ হইয়া থাকে। ৮৩। তুমি বল, সকলেই স্বীয় প্রণালী অনুসারে কার্য করিতেছে, পরন্তু যে ব্যক্তি উত্তম পথ লাভকারী তোমাদের প্রতিপালক তাহাকে উত্তম জ্ঞাত। ৮৪। (র, ৯, আ, ৭)

এবং তাহারা তোমাকে আত্মার বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে, তুমি বল যে, আমার প্রতিপালকের আজ্ঞা হইতেই আত্মা হয়, এবং তোমাদিগকে অল্প বৈ জ্ঞান প্রদত্ত হয় নাই‡। ৮৫। এবং তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি যদি আমি তাহা প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছা করি তবে অবশেষে নিজের জন্য তুমি তদ্বিষয়ে আমার সম্বন্ধে কোন কার্য-সম্পাদক তোমার প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত প্রাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় তোমার প্রতি তাঁহার প্রসাদ প্রচুর$। ৮৬+৮৭। তুমি বল যে, এই কোরআনের সদৃশ উপস্থিত করিতে যদি মনুষ্য ও দৈত্য একত্র হয়, এবং যদ্যপি তাহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারীও হয়, তথাপি তাহারা ইহার সদৃশ আনয়ন করিতে পারিবে না। ৮৮। এবং সত্য-সত্যই আমি মানব-মণ্ডলীর জন্য এই কোরআনের মধ্যে সমুদায় দৃষ্টান্ত বারংবার বিবৃত করিয়াছি, পরন্তু অধিকাংশ লোক অধর্ম বৈ গ্রাহ্য করে নাই। ৮৯। তাহারা বলিয়াছে, "যে পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য মৃত্তিকা হইতে উৎস উৎসারিত (না) কর, অথবা তোমার নিমিত্ত দ্রাক্ষা ও খোর্মার উদ্যান (না) হয়, তৎপর তাহার মধ্যে পয়ঃপ্রণালী-সকল প্রবাহিত রূপে প্রবাহিত (না) কর, সে পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না। ৯০+৯১। কিংবা তুমি আমাদের সম্বন্ধে যেমন মনে করিয়া থাক সেরূপ আকাশকে খণ্ড খণ্ড রূপে পাতিত (না) কর, অথবা ঈশ্বর ও দেবতাগণসহ সম্মুখে উপস্থিত (না) হও। ৯১।

* সত্য কোরআন অসত্য শয়তান, যে স্থানে কোরআন প্রকাশিত হয় তথা হইতে শয়তান লুক্কায়িত হইয়া থাকে। অন্য মতে যাহা ঐশ্বরিক তাহা সত্য, তদ্ভিন্ন অসত্য। অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বই সত্য, যাহা অনন্ত ও নিত্য; এবং মানবীয় শক্তির অস্তিত্ব অসত্য যাহা অনিত্য ও অস্থায়ী। যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় তখন কল্পিত অস্তিত্ব তাঁহার নিকটে বিলয় প্রাপ্ত হয়। (ত হো,)

† অর্থাৎ সমগ্র কোরআন শারীরিক, মানসিক, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক রোগের মহৌষধ। ফাতেহা সুরার আয়াত সকল শারীরিক রোগের প্রতীকারক ও অন্য সকল আয়াত সংশয় ও মূর্খতা রোগের ঔষধ। (ত, হো,)

‡ হজরতকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইহুদিগণ আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন যে, ইহাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই, সূক্ষ্ম কথা ইহাদিগকে বলা অনাবশ্যক। ইহাদের এই মাত্র জানা যথেষ্ট যে, ঈশ্বরের আদেশে একরূপ পদার্থ দেহে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে দেহ জীবিত হইয়া উঠে, তাহা দেহ হইতে বহির্গত হইলেই মনুষ্য মরিয়া যায়। (ত, ফা,)

$ তদ্বিষয়ে কোন কার্য-সম্পাদক পাইবে না, অর্থাৎ সেই প্রত্যাহার খণ্ডনে কোন কার্যকারক পাইবে না। (ত, হো,)

+কিংবা তোমার জন্য স্বর্ণময় গৃহ (না) হয়, বা তুমি আকাশে আরোহণ (না) কর (সে পর্যন্ত কখনও তোমাকে বিশ্বাস করিব না,) এবং যে পর্যন্ত আমাদের প্রতি (এমন) গ্রন্থ অবতারণ না কর যে, আমরা তাহা পড়িতে পারি, সে পর্যন্ত তোমার (আকাশে) সমুত্থানকে কখনও বিশ্বাস করিব না ;" তুমি বল, আমার প্রতিপালক পবিত্র, আমি প্রেরিত মনুষ্য বৈ নহি। ৯৩। (র, ১০, আ, ৯)

এবং "ঈশ্বর কি মনুষ্যকে প্রেরিত পুরুষ করিয়া পাঠাইয়াছেন?" ইহা বলা ব্যতীত লোকদিগকে তাহাদের নিকটে যখন সত্যালোক উপস্থিত হয় (তাহা) বিশ্বাস করা হইতে (অন্য) কিছু নিবৃত্ত করে নাই। ৯৪। তুমি বল, যদি পৃথিবীতে দেবগণ থাকিত যে সুখে বিচরণ করে, তবে আমি নিশ্চয় তাহাদের প্রতি স্বর্গ হইতে দেবতারূপ প্রেরিত পুরুষ পাঠাইতাম*। ৯৫। তুমি বল, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, নিশ্চয় তিনি আপন দাসগণের সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা হন†। ৯৬। এবং ঈশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন অবশেষে সে-ই পথাশ্রিত হয় ও তিনি যাহাদিগকে পথভ্রান্ত করেন, অনন্তর তুমি কখনও তাহাদের জন্য তিনি ব্যতীত (বন্ধু) পাইবে না, এবং পুনরুত্থানের দিবসে আমি তাহাদিগকে অন্ধ ও বধির এবং মূক করিয়া মুখোপরি সমুত্থাপন করিব,‡ তাহাদের স্থান নরকানল যখন তাহা নির্বাপিত হইবে, তখন আমি তাহাদের উপর অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব। ৯৭। ইহাই তাহাদের বিনিময়, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শনসকলের সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, এবং তাহারা বলে, "যখন আমরা বিশ্লিষ্টাঙ্গ ও অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব, তখন কি নবীন সৃষ্টিতে সমুত্থাপিত হইব?" ৯৮। তাহারা কি দেখে নাই যে, যিনি স্বর্গ-মর্ত সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় সেই ঈশ্বর তাহাদের সদৃশ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা রাখেন, এবং তাহাদের জন্য তিনি কাল নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, অনন্তর অত্যাচারিগণ অধর্ম ব্যতীত স্বীকার করে না। ৯৯। বল, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের করুণা-

---

* পৃথিবীতে দেবতার বাস হইলে তত্ত্ববাহকও দেবতা হইতেন, তাহা হইতে সেই সেই দেবতাগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেন। স্বজাতির নিকটেই শিক্ষা লাভ করা কর্তব্য, তাহাতেই ফল লাভ হইয়া থাকে। দেবতাদিগের প্রতি দেবতা ধর্ম-প্রবর্তক প্রেরিত হন। যখন পৃথিবীতে মনুষ্য বাস করে, তখন তাহাদের নিকটে মনুষ্য তত্ত্ববাহক আবশ্যক। (ত, হো,)

† হজরতকে কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি যে প্রেরিত পুরুষ তাহার সাক্ষী কে?" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, ঈশ্বরই সাক্ষী, অলৌকিকতা ভাবের রসনায় সাক্ষ্য দান করিতেছে যে, মোহম্মদ প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বর-বাণী অলৌকিক ক্রিয়ার সাক্ষী। (ত, হো,)

‡ মালেকের পুত্র ওনস বলিয়াছিলেন যে, হজরতকে প্রশ্ন করা গিয়াছিল, মুখ-মণ্ডলের উপরে অর্থাৎ অধোমুখে কি প্রকারে উত্থাপন করা হইবে? তাহাতে তিনি বলেন, যিনি পদব্রজে উঠাইতে সক্ষম, তিনিই তাহাদিগকে বিপরীত-ভাবে অধোমুখে তুলিবেন। ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, সংসারে তাহাদের মুখমণ্ডল কলঙ্কিত হইবে, তাহারা অন্ধ, বধির ও মূকরূপে উত্থিত হইবে, অর্থাৎ সংসারে তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শন দর্শনে, সত্য শ্রবণে ও সত্য বাক্য কথনে অক্ষম হইবে। (ত, হো,)

ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ হইতে তখন তোমরা ব্যয় করার ভয়ে অবশ্য কৃপণতা করিতে, এবং মনুষ্য কৃপণ হয়*। ১০০। (র, ১১, আ, ৭)

এবং সত্য-সত্যই আমি মুসাকে নয়টি উজ্জ্বল নিদর্শন দান করিয়াছি, পরে তুমি (হে মোহম্মদ,) বনি এস্রায়েলকে যখন তাহাদের নিকটে সে উপস্থিত হইয়াছিল (এ-বিষয়ে) জিজ্ঞাসা কর, অনন্তর তাহাকে ফেরওন বলিয়াছিল, "নিশ্চয় আমি হে মুসা, তোমাকে একান্ত ঐন্দ্রজালিক মনে করিতেছি†। ১০১। সে বলিল, "সত্য-সত্যই তুমি জানিতেছ যে, এ সকল (নিদর্শন প্রমাণস্বরূপ) স্বর্গ-মর্তের প্রতিপালক ব্যতীত, (অন্য কেহ) ইহা প্রেরণ করে নাই, এবং নিশ্চয় আমি হে ফেরওন, তোমাকে একান্ত নিহত মনে করিতেছি"। ১০২। পরে সে ইচ্ছা করিল যে, তাহাদিগকে দেশ হইতে বিচ্যুত করে, অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা ছিল তাহাদিগকে একযোগে জলমগ্ন করিলাম। ১০৩। + এবং তাহার পরে আমি বনি এস্রায়েলদিগকে বলিলাম যে, দেশে বাস কর, অনন্তর যখন শেষ অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে তখন আমি তোমাদিগকে সম্মিলিত ভাবে আনয়ন করিব‡। ১০৪। + এবং আমি সত্যভাবে তাহা (কোরআন) অবতারণ করিয়াছি ও সত্যভাবে তাহা অবতারিত হইয়াছে, এবং আমি তোমাকে সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শকরূপে বৈ প্রেরণ করি নাই$। ১০৫। এবং কোরআনকে আমি খণ্ডশঃ করিয়াছি, যেন

* অর্থাৎ যদি কোন সৃষ্ট জীব ঈশ্বরের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ হয়, তবে তাহার দান কখনও ঈশ্বরের দানের তুল্য হইবে না। যেহেতু সে নিজের জন্য কিছু ধন রাখিতে চাহিবে, এবং ধন ন্যূন হইয়া গেলে ভীত হইবে। পরমেশ্বর এই দুই অবস্থা হইতে মুক্ত। (ত, হো,)

† নয়টি উজ্জ্বল নিদর্শন বা অলৌকিকতা এই—যষ্টি, করতলজ্যোতি, ঝটিকা, পঙ্গপাল, কীটপুঞ্জ, মণ্ডুককুল, রক্ত, বৃক্ষের ফলহানি, বন্যা এই নয়টি। এতদ্ভিন্ন জলস্রোতের উদ্ভেদ, সাগরের উচ্ছ্বাস, বনি-এস্রায়েলের উপর তুর পর্বতের উত্থাপন, কিবতিদিগের সম্পত্তি বিলুপ্ত হওয়া ইত্যাদি আছে। কথিত আছে যে, দুই জন ইহুদী নয়টি নিদর্শন বিষয়ে হজরতকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি বলেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিও না, অকারণে হত্যা করিও না, চৌর্য, ব্যভিচার, সুদ গ্রহণ, কুৎসা ও যাদু করা, সাধ্বী নারীদিগকে অপবাদ দেওয়া—এই সকল কার্য হইতে দূরে থাকিবে, এবং ধর্ম যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিও না। এ সকল সাধারণ বিধি সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই লিখিত আছে। তোমাদের ইহুদী জাতির বিশেষ বিধি এই যে, শনিবাসরে আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিও না।" 'পরে তুমি বনি-এস্রায়েলকে যখন সে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে জিজ্ঞাসা কর।" অর্থাৎ হে মোহম্মদ, ইহুদী পণ্ডিতমণ্ডলীকে এই নিদর্শন সকলের বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে তোমার কথার সত্যতা অংশিবাদীদিগের নিকটে প্রকাশিত হইবে। অথবা ইহুদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যখন মুসা তাহাদের নিকটে ফেরওন ও তাহাদের মধ্যে কি ঘটিয়াছিল। (ত, হো,)

‡ শেষ অঙ্গীকার কেয়ামত। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে যাহারা বিমুখ, তাহাদিগকে তাহার পূর্ণ দয়া ও ক্ষমার বিষয়ে হজরত মোহম্মদ সুসংবাদ দাতা, যেন তাঁহারা তাঁহার মন্দিরের দিকে

তাহাকে তুমি লোকের নিকটে বিলম্বে পাঠ কর ও আমি তাহাকে অবতরণরূপে করিয়াছি*। ১০৬। তুমি বল, তৎপ্রতি তোমরা বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, নিশ্চয় ইতিপূর্বে যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে যখন তাহাদের নিকটে পাঠ হয়, তখন তাহারা নমস্কার করতঃ অধোমুখে পতিত হইয়া থাকে†। ১০৭। +এবং তাহারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের অঙ্গীকার একান্ত সম্পন্ন হয়"। ১০৮। এবং তাহারা ক্রন্দন করতঃ অধোমুখে পতিত হয় ও তাহাদের দীনতা বর্ধিত হইয়া থাকে। ১০৯। বল, তোমরা ঈশ্বরকে আহবান কর, অথবা "রহমানকে" আহবান কর, তোমরা যাহাকে ডাকিবে অনন্তর তাঁহারই উত্তম নাম সকল হয়, তুমি স্বীয় উপাসনায় উচ্চ শব্দ করিও না, ও তাহাতে ক্ষীণ (শব্দও) করিও না, এবং ইহার মধ্যে কোন পথ অন্বেষণ করিও‡। ১১০। এবং তুমি বল, সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, যিনি পুত্র গ্রহণ করেন নাই ও রাজত্বে যাঁহার কোন অংশী নাই, এবং অক্ষমতাবশতঃ যাঁহার কোন সহায় নাই, সম্মানারূপে তাঁহাকে সম্মান কর। ১১১। (র. ১২, আ. ১১)

চলিয়া আইসে, এবং সৎকর্মশীল লোকের প্রতি তিনি ঈশ্বরের তেজ, প্রতাপ, মহিমা ও গৌরব বিষয়ে ভয়-প্রদর্শক, যেন তাঁহারা আপন সদনুষ্ঠানের প্রতি নির্ভর স্থাপন না করেন। (ত, হো.)

* অন্য অন্য গ্রন্থের শুদ্ধ মর্ম গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কোরআনের এক একটি করিয়া শব্দও পাঠ করা আবশ্যক তাহাতে ঈশ্বরের প্রসাদ ও জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হয়। এই জন্যই সূরা ও আয়াতসকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপন করা হইয়াছে ও যাহা পাঠের উপযোগী কিছু কিছু করিয়া সকল সময় তাহা প্রেরিত হইয়াছে। (ত. ফা.)

† অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অথবা কোরআন ও হজরত মোহম্মদকে প্রেরণ করা হইবে এ বিষয়ে যে পূর্বতন গ্রন্থে অঙ্গীকার উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সফল হইল দেখিয়া তাহারা কৃতজ্ঞতার ভাবে নমস্কার করে। (ত. হো.)

‡ "ইহার মধ্যে কোন পথ অন্বেষণ করিও," অর্থাৎ এই দুইয়ের মধ্যে মধ্যম পথ অন্বেষণ করিও। আবুবেকর কোরআন ধীরে ধীরে পাঠ করিতেন, এবং বলিতেন যে, আমি ঈশ্বরের বন্দনা করিয়া থাকি। ওমর উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন, তিনি বলিতেন যে, শয়তানকে তাড়াইয়া থাকি ও নিদ্রিতকে জাগরিত করি। এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর হজরত, আবুবেকরকে বলেন, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে পড় এবং ওমরকে বলেন, স্বীয় ধ্বনি কিছু খর্ব কর। (ত, হো,)

সূরা কহফ*

অষ্টাদশ অধ্যায়

১১০ আয়াত, ১২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

সম্যক্ গুণানুবাদ সেই ঈশ্বরেরই, তিনি আপন দাসের প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছেন, এবং তাহার জন্য কোন বক্রতা করেন নাই† । ১ ।+(তাহাকে) দণ্ডায়মান রাখিয়াছেন যেন সে ঈশ্বরের নিকট হইতে কঠিন শাস্তি (আসিবার) ভয় প্রদর্শন করে ও যাহারা সৎকর্ম করিয়া থাকে সেই বিশ্বাসীদিগকে (এই) সুসংবাদ দান করে যে, তাঁহাদের জন্য উত্তম পুরস্কার আছে । ২ । + তন্মধ্যে তাহারা নিত্যস্থায়ী । ৩ । + এবং যাহারা বলে ঈশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে যেন সে ভয় প্রদর্শন করে । ৪ । তৎসম্বন্ধে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের কোন জ্ঞান নাই, তাহাদের মুখ হইতে গুরুতর কথা নির্গত হয়, তাহারা অসত্য বৈ বলে না । ৫ । যদি তাহারা এই কাহিনীতে (কোরআনে) বিশ্বাস স্থাপন না করে পরে হয় তো তুমি শোকবশতঃ তাহাদের পশ্চাতে স্বীয় প্রাণের হত্যাকারী হইবে । ৬ । পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে নিশ্চয় (তদ্দ্বারা) তাহার শোভা করিয়াছি, তাহাতে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যে, তাহাদের মধ্যে কে কার্যানুসারে সর্বোত্তম‡ । ৭ । এবং তাহার উপরে যাহা কিছু আছে তাহাকে নিশ্চয় আমি তৃণহীন সমতলভূমি করিব$ । ৮ । তুমি কি মনে করিয়াছ যে, গহ্বর রকিম নিবাসিগণ আমার নিদর্শন সকলের মধ্যে আশ্চর্য ছিল§ ? ৯ । যখন যুবকগণ গর্তের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করিল তখন বলিল "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আপন সন্নিধান হইতে আমাদিগকে কৃপা বিতরণ কর, এবং আমাদের নিমিত্ত আমাদের কার্য হইতে শুভ ফল প্রস্তুত কর ।" । ১০ । অনন্তর আমি নির্ধারিত কতক বৎসর

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

† এ স্থলে বক্রতা অর্থে শব্দের পরিবর্তন বা অর্থের ব্যতিক্রম, অথবা সত্যকে অসত্যে পরিণত করা বুঝাইবে । (ত, হো,)

‡ "পৃথিবীতে যাহা কিছু" অর্থাৎ ধাতু-রত্নাদি ও উদ্ভিজ্জ ও জীব-জন্তু ইত্যাদি, তদ্দ্বারা পৃথিবী শোভিত হইয়াছে । (ত, হো,)
তাহাতে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি, অর্থাৎ লোকে পৃথিবীর শোভাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়ে, না তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরলোক সাধনে নিযুক্ত হয়, আমি এই পরীক্ষা করিয়া থাকি । (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ পরিণামে আমি বৃক্ষ, লতা, গৃহ, অট্টালিকাদি ধ্বংস করিয়া পৃথিবীকে সমতল মরুভূমি তুল্য করিয়া ফেলিব । (ত, হো,)

§ অর্থাৎ আমি যে স্বর্গ-মর্ত সৃজনে অদ্ভুত শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছি, গর্তনিবাসীদিগের বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষা আশ্চর্যজনক নহে । দকিয়ানুস নামক

গর্ত মধ্যে তাহাদিগের কর্ণে আবরণ স্থাপণ করিলাম* । ১১ । + তৎপর আমি তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিলাম যেন জ্ঞাপন করি যে, কতক্ষণ বিলম্ব করা হইয়াছে, দুই দলের মধ্যে কে ইহার অধিক স্মরণকারী† । ১২ । (র, ১, আ, ১২)

রাজার রাজধানী আফসুস নগরেব অনতিদূরে স্থিত, রকিম প্রান্তরে তরাখলুস পর্বতে জিবরম নামক এক গহ্বর ছিল, কাহার কাহার মতে রকিম গ্রামের নাম, সেই গ্রামে গহ্বরনিবাসীদিগের পূর্বনিবাস ছিল। কেহ কেহ বলেন, একটি সীসকফলকে গর্তনিবাসীদের নাম অঙ্কিত বা লিখিত অর্থে "রকিম" শব্দ ব্যবহৃত হয়, সীসকফলকে নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়া তাহাকে রকিম বলা হইয়াছে, সেই ফলক পর্বতের দ্বারে লটকান ছিল। সে যাহা হউক, গহ্বর নিবাসীদিগের সম্বন্ধে নানা প্রকার জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও বিশ্বাসজনক তাহাই বিবৃত হইতেছে। উন্মার্গচারী রাজা দকিয়ানুস রোম রাজ্য অধিকারের সময়ে আফসুস নগরকে রাজধানী করে, এবং সেই স্থানে স্বীয় উপাস্য দেব-দেবীর জন্য এক পূজার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া নগরবাসী নরনারীদিগকে সেই সকল দেবতার পূজা করিতে উৎপীড়ন করিতে থাকে। তাহারা তাহার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছিল, দকিয়ানুস তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করে। ছয় জন ভদ্রবংশীয় ঈশ্বরপরায়ণ নব যুবক নগরেব এক প্রান্তে যাইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা প্রবৃত্ত হন, এবং সেই দুরাচার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে মিনতি করিতে থাকেন। অবশেষে তাঁহাদিগের কথা দকিয়ানুসের কর্ণগোচর হয়। রাজা তাঁহাদিগকে সম্মুখে ডাকিয়া অনেক ভয় প্রদর্শন করে। তাহারা দৃঢ়রূপে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাহার আজ্ঞা পালনে অসম্মত হন, তাহাতে দকিয়ানুস তাহাদের গাত্র হইতে বস্ত্রাভরণ কাড়িয়া লইয়া এই আদেশ করে যে, "তোমরা বালক, অতএব তোমাদিগকে আপনাদের বিষয় চিন্তা করিতে তিন দিবসের অবকাশ দেওয়া গেল; দেখ, আমার পরামর্শ তোমাদের গ্রাহ্য হয় কি-না?" অনন্তর দকিয়ানুস স্থানান্তরে চলিয়া যায়, তাহার গমনে যুবকগণ প্রীত হইয়া আপনাদের বিষয়ে মন্ত্রণা করেন, সকলেরই পলায়ণ করা সঙ্গত বোধ হয়, প্রত্যেকে স্ব স্ব পিতৃগৃহ হইতে কিছু কিছু ধন পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া নগরের অদূরস্থিত এক পর্বতের অভিমুখে প্রস্থান করেন। পথে একজন পশুপালকের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, সে তাঁহাদের ধর্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। পশুপালকের কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আইসে। পর্বতের নিকটবর্তী হইলে রাখাল বলে যে, এই পর্বতে এক গহ্বর আছে তথায় আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। সকলে একযোগে সে গহ্বরে প্রবেশ করিলে, কুকুর গর্তের দ্বারে প্রহরিরূপে শয়ান রহিল। পরমেশ্বর তাহাদের গর্ত-প্রবেশের বৃত্তান্ত এই প্রকারে বর্ণন করিতেছেন। (ত, হো,)

* "তাহাদের কর্ণে আবরণ স্থাপন করিলাম" যেন শব্দ শুনিতে না পায়, অর্থাৎ তাহাদিগকে নিদ্রিত করিয়া রাখিলাম। (ত, হো,)

† জ্ঞাপন করি, এস্থানে এই বিবরণ দ্বারা যেন আমার চরণ জ্ঞাত হয় যে, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বা অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামী এই দুই দলের লোকের মধ্যে কোন্ দল কত কাল গর্তে ছিল, যেন তাহা নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। (ত, হো,)

আমি তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের বৃত্তান্ত সত্যভাবে বর্ণন করিতেছি, নিশ্চয় তাহারা কয়েক যুবক ছিল, স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিল, এবং আমি তাহাদিগকে অধিক ধর্মজ্ঞান দান করিয়াছিলাম। ১৩। এবং আমি তাহাদের অন্তরে বন্ধন (দৃঢ়তা) রাখিয়াছিলাম, যখন তাহারা দণ্ডায়মান হইল তখন বলিল, "স্বর্গ ও মর্তের প্রতিপালক আমাদের প্রতিপালক, কখনও আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বরকে আহ্বান করিব না, (তবে) সত্য-সত্যই আমরা তখন অতিরিক্ত বলিব। ১৪। এই আমাদের জাতি তাহাকে ছাড়িয়া (অন্য) উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে. কেন তাহারা তাহাদের নিকটে উজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে না? অনন্তর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্বন্ধে অসত্য যোগ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী"। ১৫। এবং যখন তোমরা (হে বন্ধুগণ,) তাহাদিগ হইতে ও তাহারা ঈশ্বর ভিন্ন যাহাকে অর্চনা করে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, তখন গহ্বরের দিকে আশ্রয় লইও, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য স্বীয় দয়া প্রসারিত করিবেন, এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যকে সহজরূপে প্রস্তুত করিবেন। ১৬। এবং দেখ, সূর্য যখন উদিত হয় তখন তাহাদের গহ্বরের দক্ষিণদিকে ঝুঁকিয়া থাকে ও যখন অস্তমিত হয় তখন তাহাদের বাম দিক্ অতিক্রম করে, এবং তাহারা তাহার প্রশস্ত ভূমিতে আছে; ইহা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের অন্তর্গত, ঈশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন অনন্তর সে-ই পথ প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি যাহাকে পথভ্রান্ত করেন, পরে তুমি তাহার জন্য কখন পথ-প্রদর্শক বন্ধু পাইবে না*। ১৭। (র ২, আ, ৫.)

* যুবকগণ একযোগে পর্বতে চলিয়া আসিলেন, পশুপালক তাঁহাদিগকে গর্তের ভিতরে লইয়া গেল। সেখানে তাঁহারা অবস্থিতি করিলে পর পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রতি নিদ্রা প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা গর্তের ভিতরে নিদ্রিত হইলেন। দকিয়ানুস দুই-তিন দিন অন্তর নগরে প্রত্যাগমন করিয়া যুবকদিগের অবস্থা অনুসন্ধান করিল, তখন যুবকদিগের পলায়নের সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের অভিভাবকদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অভিভাবকেরা বলিল, "মহারাজ, যুবকগণ আমাদের ধন অপহরণ করিয়া অমুক পর্বতে লুক্কায়িত ভাবে আছে।" এই কথা শুনিয়া দকিয়ানুস কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে যুবকদিগের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়, এবং সেই পর্বতের গর্ত মধ্যে তাহাদিগকে শয়ান দেখিতে পায়। তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া দকিয়ানুস আদেশ করিল যে, গর্তের মুখ প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করা হউক, তাহা হইলে সকলেই এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিবে। তদনুসারে দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করা হয়। সকলে চলিয়া গেলে দকিয়ানুসের স্বগণ দুই জন ধর্মবিশ্বাসী পুরুষ যুবকদিগের নাম-ধাম অবস্থা একটি সীসকফলকে অঙ্কিত করিয়া গর্তের প্রাচীরে এই আশায় স্থাপন করে যে, হয় তো এক দিন কেহ এ-স্থানে আসিবে ও যুবকদিগের অনুসন্ধান লইবে। তরাখলুস গিরির দক্ষিণ দিকে গর্তের দ্বার ছিল, সুতরাং সূর্য উদয়াস্তের সময়ে দ্বারের উভয় পার্শ্বে আলোক ও উত্তাপ দান করিত, তাহাতে গলিত দেহের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়া বায়ুকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিত, গর্তাভ্যন্তরে উত্তাপের সঞ্চার হইত না, তজ্জন্য যুবকদের দেহের ও বর্ণের ব্যতিক্রম হইতে পারে নাই। (ত, হো,)

এবং তুমি (হে দর্শক,) তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতেছ, ফলতঃ তাহারা নিদ্রিত, এবং তাহাদিগকে আমি দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে ফিরাইতেছিলাম ও তাহাদের কুকুর আপন দুই হস্ত গর্তমুখে বিস্তার করিয়াছিল, যদি তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতে তবে অবশ্য পলায়নস্বরূপ তাহাদিগ হইতে বিমুখ হইতে, এবং তাহাদিগ হইতে অবশ্য ভয়ে পূর্ণ হইতে* । ১৮ । এবং এইরূপে আমি তাহাদিগকে সমুত্থাপিত করিলাম, যেন তাহারা আপনাদের মধ্যে প্রশ্ন করে, তাহাদের একজন বক্তা প্রশ্ন করিল, "তোমরা কত বিলম্ব করিয়াছ ?" তাহারা বলিল, "আমরা এক দিন অথবা একদিনের কিছুকাল বিলম্ব করিয়াছি," (পরে) তাহারা বলিল, "তোমরা যত কাল বিলম্ব করিয়াছ তোমাদের প্রতিপালক তাহা উত্তম জ্ঞাত ;" অনন্তর তোমাদের এক জনকে তোমাদের এই মুদ্রা সহ নগরের দিকে প্রেরণ কর, পরিশেষে দৃষ্টি করা উচিত যে, কোন্ খাদ্য বিশুদ্ধ, পরে তাহা হইতে জীবিকা তোমাদের নিকট তাহার আনয়ন করা উচিত, এবং মৃদুতা আবশ্যক ও তোমাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে তোমরা কাহাকেও জ্ঞাপন করিবে না† । ১৯ । নিশ্চয় তাহারা

* এইরূপ ঈশ্বরপরায়ণ সৎপুরুষদিগের ভাব লক্ষিত হয় । বাহ্যে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে যে তাঁহারা ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত ভূমিতে বিচরণ করিতেছেন, গূঢ়রূপে নিরীক্ষণ করিলে দেখিবে যে, তাঁহারা ক্রিয়াকাণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রেমরূপ উদ্যানে স্থিতি করেন । তাঁহারা বাহ্যে প্রমত্ত, অন্তরে ধীর শান্ত, অন্তরে নিষ্ক্রিয়, বাহ্যে কর্মী । ছয় মাস অন্তর উক্ত গর্ত নিবাসী যুবকগণের পার্শ্ব পরিবর্তন করা হইত, এরূপ পরিবর্তনের জন্য তাঁহাদের অঙ্গ সংলগ্ন ভূমি শরীরের বিশেষ অপচয় করিতে পারে নাই । তুমি হে মোহম্মদ, তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত হইলে অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিলে ভয় পাইতে, যেহেতু তাহাদের চক্ষু উন্মুক্ত ছিল, নখ ও কেশপুঞ্জ অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল, সেই গর্তের ভিতরে তাহাদের ভয়ঙ্কর আকার প্রকাশ পাইয়াছিল । এদিকে দকিয়ানুস গর্তের দ্বার দৃঢ় বন্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে পর কিছু দিনের মধ্যেই সে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় । তৎপর ক্রমান্বয়ে কয়েক জন অধিপতির অধিবাসে তাহার পরিত্যক্ত রাজ্য-সম্পত্তি স্থিতি করে । অবশেষে সালেহ্ তন্দবিস রাজ্যাধিপতি হন । তিনি ধর্মভীরু ঈশ্বর-পরায়ণ লোক ছিলেন । তাঁহার প্রজাদিগের অধিকাংশেরই দেহের পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে । রাজা তাহাদিগকে এ বিষয়ে অনেক উপদেশ দান করেন, কোন ফল দর্শে না । পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে, ইহার প্রমাণ তাঁহাদের নিকটে প্রদর্শন করেন, তাহাতেই তিনি গর্তবাসী যুবকদিগের নিদ্রা-ভঙ্গ করেন । (ত, হো,)

† দীর্ঘকালেও যুবকদিগের শরীরের কোন পরিবর্তন হয় নাই, তাহাদের বস্ত্রাদিও ছিন্ন ও জীর্ণ হয় নাই । ঈশ্বর কৌশল করিয়া তাঁহাদিগকে নিদ্রিত রাখিয়াছিলেন, অন্য দিকে তাঁহারা সচেতন ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে মগসলমি নামক ব্যক্তি যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবকগণ, গর্তে তোমরা কত বিলম্ব করিলে ?" বিলম্বের সময় নিরূপণ করা এবং যে কয় দিন উপাসনা করা হয় নাই তাহা পূর্ণ করা তাঁহার এরূপ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল । তাঁহারা প্রাতঃকালে গর্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বাহিরে আসিয়া দেখেন যে,

(কাফেরগণ) যদি তোমাদিগের প্রতি ক্ষমতা লাভ করে, তবে তোমাদিগকে তাহারা চূর্ণ করিবে, অথবা তোমাদিগকে আপন ধর্মেতে প্রত্যায়ন করিবে, এবং তোমরা তখন কখনও মুক্তি পাইবে না। ২০। এবং এই প্রকার আমি তাহাদের প্রতি জ্ঞাপন করিলাম যেন তাহারা অবগত হয় যে, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য ও কেয়ামত (সত্য,) তাহাতে সন্দেহ নাই, যখন তাহারা আপনাদের ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ করিতেছিল তখন বলিল, "ইহাদের উপর অট্টালিকা নির্মাণ কর," তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত, যাহারা তাহাদের ব্যাপারে প্রবল হইয়াছিল তাহারা বলিল, "অবশ্য ইহাদের উপর আমরা মন্দির নির্মাণ করিব"*। ২১। অবশ্য (ইহুদীরা) বলিবে যে তিন ব্যক্তি, তাহাদের

মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। তখন কেহ বলিলেন, এক দিন, কেহ বলিলেন, দিবসের একাংশ আমরা নিদ্রিত ছিলাম। যখন তাহারা আপনাদের নখ ও কেশ দীর্ঘ দেখিলেন, তখন বলিলেন, "এ-বিষয় ঈশ্বর জ্ঞাত।" পরিশেষে তাহার দৃষ্টি করা উচিত যে কোন্ খাদ্য বিশুদ্ধ, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তির অন্ন বৈধ ও বিশুদ্ধ ইহা দৃষ্টি করা কর্তব্য। তদানীন্তন কালে নগরে কতক লোক ছিল যে, তাহারা গোপনে সত্যধর্ম পালন করিত, তাহাদের প্রভু খাদ্য না বলিব দ্বারাই বিশুদ্ধ ছিল, তাহাদিগ হইতেই খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য, এই উক্তির তাৎপর্য। (ত, হো.)

* ইমলিখা নামক ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া নগরে চলিয়া গেলেন। ইমলিখা নগরে প্রবেশ করিয়া তাহার গৃহ-অট্টালিকা রাস্তা-ঘাট বাজার ইত্যাদির অবস্থা অন্যরূপ দেখিলেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, পরিশেষে রুটির দোকানে আসিয়া মুদ্রাদানে রুটি ক্রয় করিতে চাহিলেন। রুটি বিক্রেতা মুদ্রায় দকিয়ানুসের নাম অঙ্কিত দেখিয়া মনে করিল যে, এই ব্যক্তি কোন প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সে তাহা বাজারের অন্য লোককে প্রদর্শন করিতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যে এই সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত ও শান্তিরক্ষকের কর্ণ-গোচর হইল। শান্তিরক্ষক ইমলিখাকে ডাকিয়া আনাইয়া তাঁহার নিকটে অবশিষ্ট মুদ্রা চাহিল। তিনি বলিলেন, আমি কোন গুপ্তধন প্রাপ্ত হই নাই, কল্য এই মুদ্রা পিতৃগৃহ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, অদ্য ইহা রুটিকা ক্রয় করিতে আনয়ন করিয়াছি।" শান্তিরক্ষক তাঁহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি নাম বলিলে নগরের কোন ব্যক্তি তাঁহার পিতাকে চিনিতে পারিল না। তিনি মিথ্যা বলিতেছেন বলিয়া সকলে সন্দেহ করিল। ইমলিখা একান্ত ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন যে, "আমাকে তোমরা দকিয়ানুসের নিকটে লইয়া যাও, তিনি আমাদের বিষয় জ্ঞাত আছেন।" সকলে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল যে, "দকিয়ানুস তিনশত বৎসর হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে।" ইমলিখা বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে উপহাস করিতেছ, গত কল্য আমরা এক দল তাহার ভয়ে পলায়ন করিয়া পর্বতে চলিয়া গিয়াছিলাম, তদ্য আমি রুটিকা ক্রয় করিবার জন্য নগরে প্রেরিত হইয়াছি, এতদ্ব্যতীত কিছুই জানি না।" শান্তিরক্ষক পরিশেষে তাঁহাকে রাজার নিকট উপস্থিত করিয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করিল। তখন রাজা তন্দরিস অনুচরবৃন্দসহ গর্তের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ইমলিখা অগ্রেই গহ্বরের ভিতরে আসিয়া বন্ধুদিগকে সকল বিষয় জানাইলেন।

চতুর্থ তাহাদের কুকুর ; এবং (ইসায়ী লোক) বলিবে, পাঁচ ব্যক্তি, তাহাদের ষষ্ঠ তাহাদের কুকুর ; অগোচরে (বাক্যের) নিক্ষেপ, এবং (মোসলমানেরা) বলিবে সাত জন, তাহাদের অষ্টম তাহাদের কুকুর ; তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমার প্রতিপালক তাহাদের গণনা সম্বন্ধে সুবিজ্ঞাত, তাহারা তাহাদিগকে অল্প বৈ জানে না, অতএব তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের সম্বন্ধে বাহ্য তর্ক-বিতর্ক করিও না ও তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগের (কাফেরদিগের) কাহাকেও প্রশ্ন করিও না। ২২। (র, ৩ ; আ, ৫)

এবং "ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে" (বলা) ব্যতীত তুমি কোন বিষয়ে কখনও বলিও না যে, নিশ্চয় আমি কল্য ইহা করিব, ভুলিয়া গেলে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও, এবং বলিও ভরসা যে, আমার প্রতিপালক আমাকে নৈকট্যের জন্য পথ প্রদর্শন করিবেন, ইহার দ্বারাই সৎপথে গমন হয়*। ২৩+২৪। এবং তাহারা আপন গর্তে তিনশত বৎসর বিলম্ব করিয়াছিল এবং নয় বৎসর অধিক ছিল। ২৫।

ইতিমধ্যে রাজা উপস্থিত হইলেন, তিনি গর্তের দ্বারে আসিয়াই সীসক-ফলকে অংকিত তাহাদের নাম ও অবস্থা পাঠ করিলেন, পরে গর্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তন্দরিস তাঁহাদিগকে সেলাম করিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া আপনাদের শয়নাগারে শয়ান হইলেন, তখনই তাঁহাদের আত্মা কালকবলিত হইল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল শরীর ও আত্মা যে একযোগে পুনরুত্থিত হইবে, ঈশ্বর এই যুবকদিগের জীবনে প্রদর্শন করিলেন। তিনি নয় শত বৎসর পর্যন্ত তাঁহাদের শরীরকে বিকার ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া আত্মাকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন। এইরূপে মৃত্যুর পর তিনি সমুদায় মনুষ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল পুনঃসংযোজন করিয়া পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার করিতে সক্ষম। "যখন তাহারা আপনাদের ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিতেছিল", অর্থাৎ যখন তৎকালীন লোকেরা দেহের পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় আপনাদের ধর্ম মত লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল, তখন এক দল অর্থাৎ তন্দাসির ও তাঁহার অনুচরগণ প্রমাণ পাইয়া বলিল, এই যুবকদিগের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ অট্টালিকা নির্মাণ কর। যাহারা তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল, ঈশ্বর তাহাদিগকে উত্তম জ্ঞাত। "তাহাদের ব্যাপারে যাহারা প্রবল হইয়াছিল," অর্থাৎ পুনরুত্থানবাদ মতে যাহারা প্রবল হইয়াছিল। (ত, হো,)

* গর্তবাসী যুবকদিগের বৃত্তান্ত সাধারণের অবিদিত ছিল। ইহুদীদিগের ইঙ্গিতক্রমে কাফেরগণ হজরতকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেই বিবরণ জিজ্ঞাসা করে। জেব্রিল আসিলে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব, এই ভরসায় হজরত কল্য ইহা ব্যক্ত করিব বলিয়া তাহাদের নিকটে অঙ্গীকার করেন। অষ্টাদশ দিবস পর্যন্ত জেব্রিল আসিলেন না, তাহাতে হজরত নিতান্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হন, পরে উপরিউক্ত বিবরণসহ জেব্রিল আগমন করেন, অনন্তর এই উপদেশ দেন যে, তুমি ভবিষ্যদ্বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার উল্লেখ ব্যতীত অঙ্গীকার করিবে না, যদি একবার ভুলিয়া যাও পরে স্মরণ হইলে তাহা বলিও। এবং জেব্রিল ইহাও বলিলেন, আশা করিও যে, পরমেশ্বর এতদ্বারা তোমাকে পদোন্নত করিবেন। অর্থাৎ এইরূপ বলিলেন, আর কখনও তাহা ভুলিবে না। (ত, ফা,)

তুমি বলিও, তাহারা কি পর্যন্ত বিলম্ব করিয়াছিল ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত ; স্বর্গ ও মর্তের নিগূঢ় (তত্ত্ব) তাঁহারই জন্য, তিনি তাহার বিচিত্র দ্রষ্টা ও শ্রোতা*, তাহাদের জন্য তিনি ব্যতীত কোন সহায় নাই, এবং তিনি কোন ব্যক্তিকে স্বীয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অংশী করেন না। ২৬। এবং তোমার প্রতিপালকের গ্রন্থে তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে তুমি তাহা পাঠ কর, তাঁহার বাক্যের পরিবর্তনকারী নাই, এবং তাঁহাকে ব্যতীত তুমি কোন আশ্রয় পাইবে না। ২৭। যাহারা আপন প্রতিপালককে প্রাতঃ-সন্ধ্যা আহ্বান করে, এবং তাঁহার আনন আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে তাহাদের সঙ্গে তুমি আপন জীবনকে বদ্ধ করিও, এবং তাহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি যেন ফিরিয়া না যায়, তুমি পার্থিব জীবনের শোভা চাহিতেছ, আমি যাহার অন্তর আমার প্রসঙ্গ হইতে শিথিল করিয়াছি ও যে স্বীয় ইচ্ছার অনুসরণ করিয়াছে তুমি তাহার অনুগত হইও না, এবং তাহার কার্য সীমার বহির্ভূত হয়†। ২৮। এবং তুমি বলিও, তোমাদের প্রতিপালক হইতেই সত্য সমাগত হয়, অনন্তর যে ইচ্ছা করিবে পরে সে বিশ্বাসী হইবে ও যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিবে পরে সে কাফের হইবে, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি, তাহার আচ্ছাদন তাহাদিগকে আবেষ্টন করিবে ; এবং যদি তাহারা (জল) প্রার্থনা করে, তবে মুখ দগ্ধ করে (এমন) দ্রবীভূত তাম্র সদৃশ জল দ্বারা প্রার্থনা পূরণ করা হইবে, উহা কদর্য পানীয়, (নরক) মন্দ নিবাস। ২৯। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, একান্তই আমি যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগের পুরস্কার বিনষ্ট করিব না। ৩০। তাহারাই, তাহাদের জন্য নিত্য উদ্যান, তাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইবে, তথায় তাহারা স্বর্ণময় বলয় দ্বারা অলংকৃত হইবে, এবং তথায় সিংহাসন সকলে ভর করিয়া সোন্দোস ও আস্তরক নামক হরিদ্বর্ণ বস্ত্র সকল পরিধান করিবে‡, উৎকৃষ্ট পুরস্কার ও (স্বর্গ) উত্তম নিবাস। ৩১। (র, ৪ ; আ, ৯)

এবং তাহাদের জন্য তুমি দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণন কর, আমি তাহাদের একজনের জন্য দুইটি দ্রাক্ষার উদ্যান নিরূপণ করিয়াছিলাম ও খোর্মা তরু দ্বারা উহা

* যে কাল পর্যন্ত তাঁহারা নিদ্রিত থাকিয়া পরে জাগরিত হন তদ্বিষয়ে ইতিহাসবিদ্‌গণ নানা কথা বলিয়াছেন। ঈশ্বর যাহা বুঝাইয়া দিলেন তাহাই ঠিক, এই পর্যন্ত যুবকদিগের ইতিহাস সমাপ্ত। (ত, ফা,)

† অয়নিয়া ও অকরা প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "হে প্রেরিত পুরুষ, আমরা আরবীয় প্রধান পুরুষ, দরিদ্র মোসলমানদিগের সঙ্গে তুল্যাসনে বসিতে অক্ষম। যদি তুমি তাহাদিগকে দূর কর, তাহা হইলে আমরা তোমার নিকটে আসিয়া শাস্ত্রীয় বিধি সকল শিক্ষায় নিযুক্ত থাকিতে পারি।" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, যে সকল দরিদ্র লোক প্রাতঃ-সন্ধ্যা ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করে তুমি তাহাদের সঙ্গ কর। তুমি পার্থিব জীবনের শোভা চাহিতেছ। এস্থলে জানা কর্তব্য যে হজরত কখনও সংসার বা সাংসারিক জীবনের প্রতি অনুরাগী হন নাই। এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, পৃথিবী বা পার্থিব শোভার প্রতি যাহার অনুরাগ তুমি তাহার ন্যায় আচরণ করিও না। (ত, হো,)

‡ মহামূল্য সুকোমল দ্বিবিধ কোষের বস্ত্র বিশেষ।

ঘেরিয়াছিলাম, এবং উভয় উদ্যানের মধ্যে শস্যক্ষেত্র নিরূপণ করিয়াছিলাম*। ৩২।
প্রত্যেক উদ্যান স্বীয় ফল উপস্থিত করিল ও তাহার কিছুই ত্রুটি হইল না, এবং
উভয়ের ভিতরে আমি জলস্রোত প্রবাহিত করিলাম। ৩৩। +এবং তাহার জন্য
ফল (সকল) ছিল, অনন্তর সে আপন সঙ্গীকে বলিল ও সে তাহার সঙ্গে কথোপকথন
করিতে লাগিল যে, "আমি তোমা অপেক্ষা ধনে শ্রেষ্ঠ ও জনে গৌরবান্বিত"। ৩৪।
এবং সে আপন উদ্যানে প্রবেশ করিল ও সে স্বীয় জীবন সম্বন্ধে অত্যাচারী ছিল,
বলিল, "আমি মনে করি না যে, ইহা কখনও বিনাশ পাইবে। ৩৫। +এবং আমি
মনে করি না যে, প্রলয় সংঘটনীয়, এবং যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের দিকে
প্রত্যাবর্তিত হই, নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনভূমি (উদ্যান) লাভ
করিব"। ৩৬। তাহাকে তাহার সঙ্গী বলিল ও সে তাহার সঙ্গে কথোপকথন
করিতে লাগিল, "যিনি তোমাকে মৃত্তিকা দ্বারা তৎপর শুক্র দ্বারা সৃজন করিয়াছেন,
তদনন্তর তোমাকে এক পুরুষ গঠন করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কি তুমি বিদ্রোহিতা
করিতেছ ? ৩৭। কিন্তু সেই ঈশ্বরই আমার প্রতিপালক, এবং আপন প্রতিপালকের
সম্বন্ধে আমি কাহাকেও অংশী স্থাপন করি না"। ৩৮। এবং যখন তুমি স্বীয়
উদ্যানে প্রবেশ করিলে তখন যাহা ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন কেন বলিলে না, ঈশ্বরের
বৈ (কাহারও) ক্ষমতা নাই, যদি তুমি সন্তান ও সম্পত্তি অনুসারে তোমা অপেক্ষা
আমাকে নিকৃষ্টতর দেখিতেছ, তবে সত্বরই আমার প্রতিপালক তোমার উদ্যান অপেক্ষা
উৎকৃষ্টতর আমাকে দান করিবেন, এবং তৎপ্রতি আকাশ হইতে শাস্তি পাঠাইবেন,
অনন্তর তাহা তৃনহীন ভূমি হইয়া যাইবে। ৩৯+৪০। অথবা তাহার জল শুষ্ক
হইবে পরে কখনও তুমি আকাঙ্ক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। ৪১। এবং তাহার
ফল (শাস্তি দ্বারা) আক্রান্ত হইল, অনন্তর সে তাহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল
তৎসম্বন্ধে আপন করে কর (আক্ষেপে) মর্দন করিতে করিতে প্রাতঃকাল
করিল, এবং তাহা (অট্টালিকা) আপন (নিপতিত) ছাদের উপরে পড়িয়া গিয়াছিল,
এবং সে বলিতে লাগিল, হায় ! যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে কাহাকেও
অংশী স্থাপন না করিতাম+। ৪২। এবং ঈশ্বর ভিন্ন কোন সম্প্রদায় তাহার জন্য
ছিল না যে, তাহাকে সাহায্য করে ও সে (ঈশ্বরের) প্রতিফল দাতা ছিল না। ৪৩।
এ স্থানে ঈশ্বরের জন্যই কর্তৃত্ব সত্য, তিনি পুরস্কার দানানুসারে শ্রেষ্ঠ, শাস্তি-
দানানুসারে শ্রেষ্ঠ। ৪৪ ((র, ৫ ; আ, ১৩)

এবং তুমি তাহাদের জন্য সাংসারিক জীবনের দৃষ্টান্ত ব্যক্ত কর, উহা সেই বারি

* সেই দুই ব্যক্তি এস্রায়েল বংশসম্ভূত দুই ভ্রাতা ছিল। একজন ইহুদ, তিনি ধার্মিক ছিলেন। অন্যজন কতরুস বা কত্‌রস, সে কাফের ছিল। তাহারা অষ্ট সহস্র মুদ্রা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা হইতে প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেকে চারি সহস্র মুদ্রা হস্তগত করে, অধার্মিক ব্যক্তি তাহার দ্বারা উদ্যান ভূমি, অট্টালিকা ও গৃহ সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করে, এবং বিশ্বাসী ভ্রাতা সমুদায় অর্থ সৎকার্যে ব্যয় করেন। পরমেশ্বর তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ দান করিতেছেন। (ত, হো,)

+ সেই সাধু পুরুষ যাহা বলিয়াছিলেন, পরিশেষে তাহাই ঘটিল। আকাশ হইতে অগ্নি পতিত হইয়া সমুদায় উদ্যান দগ্ধ করিল, উদ্যানস্থ অট্টালিকার ছাদ পতিত হইলে তাহার প্রাচীরাদি পড়িয়া গেল। সে সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, এক্ষণ মূলধনই একেবারে বিনষ্ট হইল। (ত, ফা,)

সদৃশ, আমি যাহাকে আকাশ হইতে বর্ষণ করিলাম, অনন্তর তৎসহ পৃথিবীর উদ্ভিদ্ মিলিত হইল, পরিশেষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, বায়ু তাহাকে উড়াইতেছিল ; এবং ঈশ্বর প্রতেক বস্তুর উপরে ক্ষমতাশালী হন*। ৪৫। সম্পত্তি ও সন্তান সকল সাংসারিক জীবনের শোভা, অবিনশ্বর সাধুতা সকল তোমার প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কারানুসারে শ্রেষ্ঠ ও আশানুসারে শ্রেষ্ঠ†। ৪৬। এবং (স্মরণ কর,) যে দিন আমি পর্বত সকলকে বিচালিত করিব ও পৃথিবীকে তুমি (পর্বতের নিম্ন হইতে) প্রকাশিত দেখিবে, এবং আমি তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিব, পরে তাহাদের একজনকেও পরিত্যাগ করিব না ; ৪৭। এবং তোমার প্রতিপালকের নিকটে শ্রেণীবদ্ধ-রূপে তাহাদিগকে সম্মুখস্থ করা হইবে, (ঈশ্বর বলিবেন) তোমাদিগকে আমি যেরূপ প্রথমবারে সৃজন করিয়াছি, সত্য-সত্যই তোমরা আমার নিকটে সেরূপ আসিয়াছ, বরং তোমরা মনে করিতেছিলে যে, আমি তোমাদের জন্য অঙ্গীকারভূমি (বিচার স্থান) করিব না। ৪৮। এবং পুস্তক (কর্মলিপি) স্থাপিত হইবে, অনন্তর তুমি অপরাধীদিগকে দেখিবে যে তন্মধ্যে যাহা (লিখিত) আছে তাহা হইতে তাহারা ভয়াকুল, এবং বলিবে, "হায় ! আমাদের প্রতি আক্ষেপ কি অবস্থা যে, না ক্ষুদ্র না বৃহৎ, (পাপের কথা) তাহা পরিগণিত করা ব্যতীত এই পুস্তক পরিত্যাগ করিতেছি না ;" এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইবে, তোমার প্রতিপালক কাহাকেও উৎপীড়ন করিবেন না‡। ৪৯। (র, ৬ ; আ, ৫)

এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি দেবতাদিগকে বলিলাম যে, "তোমরা আদমকে প্রণাম কর ;" তখন শয়তান ব্যতীত তাহারা প্রণাম করিল, সে দৈত্যের অন্তর্গত ছিল, অতএব স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার অবাধ্য হইল, অনন্তর আমাকে ব্যতীত

* অর্থাৎ তৃণ বৃষ্টির জলসংযোগে হরিৎ শ্রী ধারণ করে, পুষ্ট ও বর্ধিত হয়, এমন সময় আইসে যে, তদ্দ্বারা লাভ হইয়া থাকে, পরে হঠাৎ তাহা রসাভাবে শুষ্ক হইয়া যায় ও অপ্রয়োজনীয় হয়। এস্থলে পার্থিব জীবনের সেই বৃষ্টি-জলের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে, মনুষ্য সেই জীবনে সতেজ ও পুষ্ট হয় এবং যৌবনের কান্তি প্রকাশ করে, কিয়দ্দিন অন্তর সে বার্ধক্যে পরিণত হয়, এবং মৃত্যুরূপ বাত্যা তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে ও তাহার আশা ভরসার মূল ছিন্ন হইয়া যায়। "পরিশেষে প্রাতঃকালে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল," অর্থাৎ পর দিন (অবিলম্বে) শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হইল। (ত, হো,)

† আরবের সম্ভ্রান্ত লোকেরা ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির অহঙ্কারে স্ফীত ছিল এবং প্রেরিত মহাপুরুষকে দরিদ্র ও অপুত্রক দেখিয়া কুৎসা করিত, তাহাতেই এই আয়াত প্রেরিত হয়। (ত, হো,)

‡ ঈশ্বর যাহা করেন তাহা অত্যাচার নয়। তিনি নিরপরাধীকে নরকে প্রেরণ করেন না, এবং সৎকর্মের ফল বিনষ্ট করেন না। যে ব্যক্তি বলে পাপ করিতে আমার কি ক্ষমতা আছে ? তাহার এই কথা ঠিক নয়, সে আপন মনকে জিজ্ঞাসা করুক, যখন পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয় সে তখন ইচ্ছাবশতঃ প্রবৃত্ত হয় কি-না ? যে জন বলে যে, ইচ্ছাও তিনি দিয়াছেন, তাহার উত্তর এই যে, ইচ্ছা শক্তি তিনি দান করিলেও পাপ করা না-করা দুইদিকেই ইচ্ছার যোগ হইতে পারে। যদি বলে তিনিই পাপের দিকে ইচ্ছাকে প্রবর্তিত করেন, তাহা হইতে পারে না কেন-না ঈশ্বর কু-ইচ্ছার প্রবর্তক হইলে ঈশ্বরেরই অপরাধ হয়, পাপের জন্য মনুষ্য শাস্তি পাইতে পারে না। (ত, হো,)

তোমরা কি তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে ? তাহারা তোমাদের জন্য শত্রু, অত্যাচারীদিগের জন্য মন্দ বিনিময় হয়*। ৫০। স্বর্গ ও মর্তের সৃজনে আমি তাহাদিগকে উপস্থিত করি নাই ও তাহাদের জীবনের সৃজনেও নয়, এবং আমি পথভ্রান্তকারীদিগের হস্ত ধারণ করিব না। ৫১। এবং (স্মরণ কর,) যে দিন তিনি বলিবেন, "তোমরা যাহাদিগকে অংশী মনে করিতেছ আমার সেই অংশীদিগকে ডাক, পরে তাহারা তাহাদিগকে ডাকিবে, অনন্তর তাহারা তাহাদিগকে উত্তর দান করিবে না, এবং আমি তাহাদের মধ্যে মৃত্যুভূমি স্থাপন করিব। ৫২। এবং অপরাধিগণ অগ্নি দর্শন করিবে, পরে মনে করিবে যে, তাঁহারা তাহাতে পানোন্মুখ, এবং তাহা হইতে প্রত্যাবর্তন স্থান প্রাপ্ত হইবে না। ৫৩। (র, ৭ ; আ, ৪)

এবং সত্য-সত্যই আমি মানবমণ্ডলীর জন্য এই কোরআনে বিবিধ দৃষ্টান্ত পুনঃ পুনঃ বর্ণন করিয়াছি, এবং মনুষ্য বিরোধ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়। ৫৪। এবং যখন তাহাদের নিকটে উপদেশ উপস্থিত হয় তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে ও আপন প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তাহাদের নিকটে পূর্ববতী লোকদিগের পদ্ধতি উপস্থিত হওয়া কিংবা সম্মুখীন শাস্তি সমাগত হওয়া প্রতীক্ষা করা ব্যতীত সেই লোকদিগকে বারণ রাখে নাই†। ৫৫। এবং সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে ব্যতীত আমি প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করি নাই, ধর্মদ্রোহী লোকেরা অসত্য-যোগে বিবাদ করিয়া থাকে যেন তদ্দ্বারা সত্যকে বিচালিত করে, এবং আমার নিদর্শন সকলের প্রতি ও যাহা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা গিয়াছে তৎপ্রতি বিদ্রূপ করে। ৫৬। এবং যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শন সকল দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া পরে তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে ও তাহার হস্ত যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী ? নিশ্চয় আমি তাহাদের অন্তরে আবরণ রাখিয়া দিয়াছি যে, তাহা (কোরআন) বুঝিবে না,) তাহাদের কর্ণে গুরুভার (রাখিয়াছি), এবং যদি তুমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শনের দিকে আহ্বান কর, তবে কখনও তাহারা পথ প্রাপ্ত হইবে না। ৫৭। এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) ক্ষমাশীল ও দয়াবান, তাহারা যে আচরণ করিয়াছে যদি তিনি তজ্জন্য ধরিতেন, তবে তাহাদের নিমিত্ত সত্বর শাস্তি পাঠাইতেন, বরং তাহাদের অঙ্গীকার ভূমি (কেয়ামত) আছে, তাঁহাকে ব্যতীত তাহারা কোন আশ্রয় পাইবে না। ৫৮। এবং যখন অত্যাচার করিল, তখন আমি এই গ্রাম সকলকে বিনাশ করিলাম, এবং তাহাদের সংহারের জন্য অঙ্গীকারভূমি স্থাপন করিলাম‡। ৫৯। (র, ৮, আ, ৬)

* ধর্মদ্রোহী লোকেরা ঈশ্বরের পরিবর্তে শয়তানেরও উপাসক হয়। প্রতিমাই শয়তানের সন্তান। (ত, ফা,)

† "পূর্ববতী লোকদিগের পদ্ধতি" উহা প্রেরিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করার জন্য সবংশে নিধন প্রাপ্ত হওয়া। (ত, হো,)

‡ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্মদ্রোহী লোকেরা পার্থিব সম্পদের অহংকারে দরিদ্র মোসলমানদিগকে নীচ মনে করিয়া হজরতের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছিল যে, ইহাদিগকে তোমার নিকট বসিতে দিও না, তাহা হইলে আমরা বসিব। এতদুপলক্ষে দুই ভ্রাতার আখ্যায়িকা ও অহংকারে শয়তানের অবনতি হওয়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণ ঈশ্বরপরায়ণ মুসা ও খেজরের উপাখ্যান বিবৃত হইতেছে। ধার্মিক লোকেরা শ্রেষ্ঠ হইলেও আপনাকে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেন না। হজরত বলিয়াছেন যে, মহাত্মা মুসা এক সময় আপন সম্প্রদায়কে

এবং (স্মরণ কর,) যখন মূসা আপন (সঙ্গী) নব যুবককে বলিল, "যে পর্যন্ত আমি দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত (না) হই, সে পর্যন্ত নিরন্তর চলিতে থাকিব, অথবা বহু বৎসর চলিব"*। ৬০। অনন্তর যখন তাহারা উভয় (সাগরের) সঙ্গমস্থলে পঁহুছিল, তখন আপনাদের মৎস্য ভুলিয়া গেল, অবশেষে সে (মৎস্য) সাগরেতে সুরঙ্গবৎ স্বীয় পথ অবলম্বন করিল। ৬১। পরে যখন তাহারা (সঙ্গমস্থান হইতে) চলিয়া গেল, তখন সে আপন নব যুবককে বলিল যে, "আমাদের পৌর্বাহ্নিক ভোজ্য উপস্থিত কর, সত্য-সত্যই আমাদের এই পর্যটনে আমরা ক্লান্তি লাভ করিয়াছি"। ৬২। সে বলিল, "তুমি কি দেখিয়াছ, যখন প্রান্তরের দিকে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তখন নিশ্চয় আমি মৎস্যকে ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমার তাহা স্মরণ করিতে শয়তান ব্যতীত (অন্য কেহ) আমাকে বিস্মরণ করায় নাই এবং সে সমুদ্রে আপন পথ গ্রহণ করিয়াছে, আশ্চর্য"। ৬৩। সে (মূসা) বলিল, 'ইহাই যাহা আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম," অনন্তর উভয়ে আপনাদের পদচিহ্নানুসারে অনুসরণ করত প্রত্যাবর্তিত হইল। ৬৪। + অবশেষে সে আমার দাসদিগের এমন এক দাসকে প্রাপ্ত হইল যাহাকে আমি আপন সন্নিধান হইতে কৃপা বিতরণ করিয়াছি ও যাহাকে আমি আপন সন্নিধান হইতে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছি÷। ৬৫। তাহাকে মূসা বলিল, "তুমি যে ধর্ম জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছ তাহা আমাকে তুমি শিক্ষা দিবে বলিয়া আমি কি তোমার অনুসরণ করিব ?" ৬৬। সে বলিল, "নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে কখনও ধৈর্যধারণে সমর্থ হইবে না। ৬৭। এবং তুমি জ্ঞান-যোগে যাহা আয়ত্ত

উপদেশ দিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "দেব, তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী অন্য কেহ কি আছে ?" মূসা বলিলেন, "আমি তাহা জ্ঞাত নহি।" এই কথা যথার্থ, কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি এরূপ বলেন, "আমার ন্যায় প্রভু পরমেশ্বরের দাস অনেক আছেন, সকলের তত্ত্ব তিনিই রাখেন।" তখন মূসা এই প্রত্যাদেশ শুনিলেন যে, আমার এক ভৃত্য দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিতি করিতেছে, তোমা অপেক্ষা সে অধিক জ্ঞানী। মূসা তাহার দর্শনলাভের প্রার্থনা করিলেন। আদেশ হইল যে, একটি ভাজা মৎস্য সঙ্গে লইয়া চল, যে স্থানে মৎস্য হারাইয়া যাইবে তথায় তাঁহাকে পাইবে। (ত, ফা,)

* ইয়ুশা নামক মূসার একজন যুবক শিষ্য ছিলেন। মূসা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও আমার সঙ্গে চল।" রোম ও পারস্য সাগরের সঙ্গমস্থলে সেই মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার নাম খেজর। মূসা বলিলেন, "আমি সর্বদা চলিতে থাকিব।" ইয়ুশা তাঁহার সঙ্গী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কিছু রুটি ও ভাজা মৎস্য সঙ্গে লইলেন। উভয়ে একযোগে যাত্রা করিলেন। (ত, হো,)

+ সেই দাস খেজর ছিলেন, তিনি মূসাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মূসা সবিশেষ জানাইলেন। খেজর বলিলেন, 'ঈশ্বর তোমাকে শিক্ষাদান করিয়াছেন। তথাপি এমন এক বিদ্যা আমার নিকটে আছে যাহা তোমার নাই।" ইতিমধ্যে একটি চটকপক্ষী দৃষ্টিগোচর হইল যে, সে সাগরের জল পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া খেজর বলিলেন, সমুদায় জীবের সমগ্র জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞান-সাগরের নিকটে চটকপক্ষীর চঞ্চুস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র। (ত, ফা,)

কর নাই তৎপ্রতি কেমন করিয়া ধৈর্য ধারণ করিবে* ?" ৬৮। সে বলিল, "যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন তবে তুমি আমাকে ধৈর্যশালী পাইবে, এবং আমি তোমার সম্বন্ধে আদেশমতে অবাধ্যতাচরণ করিব না।" ৬৯। সে বলিল, "অনন্তর যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তবে কোন বিষয়ে যে পর্যন্ত আমি তোমার জন্য তাহার কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত (না) করি সে পর্যন্ত আমাকে প্রশ্ন করিবে না"। ৭০ (র, ৯, আ, ১১)

পরে যে পর্যন্ত না নৌকায় আরোহণ করিল সে পর্যন্ত উভয়ে চলিল, সে (খেজর) তাহা বিদীর্ণ করিল. সে (মুসা) বলিল, "কি তুমি তাহা বিদীর্ণ করিলে যেন তাহার আরোহী জলমগ্ন হয় ? সত্য-সত্যই তুমি এক গুরুতর বিষয় উপস্থিত করিলে"। ৭১। সে বলিল, "আমি কি বলি নাই যে, নিশ্চয় তুমি আমার সঙ্গে কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না ?" ৭২। সে বলিল. "আমি যাহা ভুলিয়াছি তৎসম্বন্ধে তুমি আমাকে ধরিও না, এবং আমার ব্যাপারে তুমি আমার উপরে সংকট ফেলিও না"। অনন্তর উভয়ে যে পর্যন্ত না এক বালকের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল সে পর্যন্ত চলিল. সে (খেজর) তাহাকে হত্যা করিল, সে বলিল. "কোন ব্যক্তির (হত্যা-বিনিময়) ব্যতীত তুমি কি এক নির্দোষ ব্যক্তিকে বধ করিলে ? সত্য-সত্যই তুমি মন্দ বিষয় উপস্থিত করিলে"। ৭৩। সে বলিল, "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, নিশ্চয় তুমি আমার সম্বন্ধে কখনও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিবে না ?" ৭৪। সে বলিল. "যদি ইহার পরে কোন বিষয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তবে আমার সঙ্গে সহবাস করিবে না. নিশ্চয় তুমি আমার নিকট হইতে মার্জনা পাইবে"†। ৭৫। অনন্তর উভয়ে চলিল. যখন তাহারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকটে উপস্থিত হইল তখন তাহার অধিবাসীদের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিল. তখন তাহারা তাহাদের আতিথ্য সৎকারে অসম্মত হইল, পরে তাহারা (মুসা ও খেজর) তথায় পতনোন্মুখ এক প্রাচীর প্রাপ্ত হইল, সে (খেজর) তাহার জীর্ণ সংস্কার করিল, সে (মুসা) বলিল. "যদি তুমি ইচ্ছা করিতে নিশ্চয় এ সম্বন্ধে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে"। ৭৬। সে বলিল, "তোমার ও আমার মধ্যে এই বিচ্ছেদ, যে-যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণে সক্ষম হও নাই, এক্ষণে আমি তোমাকে তাহার তত্ত্ব জানাইব। ৭৭। কিন্তু নৌকা, (নৌকার বিষয়,) পরন্তু উহা কয়েক জন দরিদ্রের ছিল, তাহারা সমুদ্রে কাজ করিতেছিল, অনন্তর আমি ইচ্ছা করিলাম যে, তাহাকে দোষযুক্ত করি, যেহেতু তাহাদের পশ্চাতে এক রাজা ছিল ; সে বলপূর্বক সমুদায় নৌকা গ্রহণ করিত। ৭৮। এবং কিন্তু বালক (বালকের বিষয়), পরন্তু তাহার পিতা-মাতা ধার্মিক ছিল, পরে ভীত হইলাম যে, সে বা তাহাদের উপর অধর্ম ও অবাধ্যতায় প্রবল হইয়া উঠে। ৭৯। অনন্তর ইচ্ছা করিলাম যেন তাহাদের প্রতিপালক শুদ্ধতা অনুসারে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পিতা-মাতার প্রতি করুণা অনুসারে সমধিক নিকটবর্তী (সন্তান) তাহাদিগকে বিনিময় দান করেন‡। ৮০। কিন্তু প্রাচীর, (প্রাচীরের বিষয়,) পরন্তু তাহা

* "জ্ঞানযোগে যাহা আয়ত্ত কর নাই" অর্থাৎ জ্ঞানযোগে যাহা প্রাপ্ত হও নাই।

† অর্থাৎ যখন পুনর্বার তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব, তখন আমাকে তোমার সহবাস হইতে দূর করিলে নিশ্চয় তুমি মার্জনা পাইবে। (ত, হো.)

‡ পরমেশ্বর সেই বালকের পরিবর্তে তাহার পিতা-মাতাকে একটি কন্যা দিয়াছিলেন। একজন প্রেরিত পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে সত্তর জন প্রেরিত পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ত, হো,)

নগরস্থ দুই অনাথ বালকের ছিল, এবং তাহার নিম্নে তাহাদের ধন ছিল ও তাহাদের পিতা সাধু ছিল, পরে তোমার প্রতিপালক চাহিলেন যে, তাহারা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হয় ও আপনাদের ধন বাহির করে, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, আমি আপন মতে তাহা করি নাই, তুমি যাহাতে ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই তাহার এই তত্ত্ব*। ৮১। (র, ১০, আ, ১২)

এবং তোমাকে হে (মোহম্মদ,) জোল্‌করণয়নের বিষয় তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, সত্বর তোমাদের নিকটে তাহার প্রসঙ্গ পাঠ করিব†। ৮২। নিশ্চয় আমি তাহাকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের এক সম্বল দিয়াছিলাম‡। ৮৩। + অনন্তর সে কোন সম্বলের অনুসরণ করিল। ৮৪। সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থান পর্যন্ত পঁহুছিল, তখন কর্দমময় জলপ্রণালী মধ্যে মগ্ন হইতেছে (অবস্থায়) তাহাকে পাইল, এবং তাহার নিকটে এক দল প্রাপ্ত হইল$। ৮৫। আমি বলিয়াছিলাম, "হে জোল্‌করণয়ন, হয় তুমি শাস্তি দিবে, এবং হয় ইহাদিগের প্রতি হিতানুষ্ঠান অবলম্বন করিবে"। ৮৬। সে বলিল, "কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার (অধর্ম)

---

* তৎপর মুসা ও খেজের পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। এই আখ্যায়িকায় গুরু-শিষ্য সম্বন্ধীয় নীতির গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। (ত, হো,)

† "করণ" শব্দের অর্থ দীর্ঘকাল, কোন কোন অভিধানকারের মতে শত বৎসর, কাহারও মতে আশী বৎসর। আরবী ভাষায় দ্বিবচনে "করণয়নে" হয়। জোল্‌করণয়ন এক সম্রাটের নাম ছিল। তিনি দুই করণকালের মধ্যে পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সীমা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার উপাধি জোল্‌করণয়ন অর্থাৎ দ্বিশতবৎসরাধিপতি হইয়াছিল। জোল্‌করণয়ন শব্দের অন্যরূপ অর্থও হয়। রোমের সম্রাট দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের জোল্‌করণয়ন উপাধি ছিল, এরূপ প্রসিদ্ধি। (ত, হো,)

‡ তাঁহাকে এরূপ এক এক বিষয় সম্বন্ধে সম্বল বা উপায় দেওয়া হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা তিনি সেই সেই বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবতেন। কথিত আছে যে, পরমেশ্বর জ্যোতি ও অন্ধকারকে তাঁহার বাধ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। জাদোল্‌-মসির নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, মেঘ তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল। তিনি মেঘের উপর আরোহণ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতেন। এক দিনে রোম হইতে বহির্গত হইয়া তিনি মেসর দেশ আক্রমণ করেন, তথায় হবসীদিগের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়, তিনি তাহাদের উপর জয়লাভ করিয়া পশ্চিম দেশে যাত্রা করেন। (ত, হো,)

$ জোল্‌করণয়ন পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলস্থ এক জল-প্রণালীর নিকটে নাসেক নামক এক সম্প্রদায় প্রাপ্ত হন। তাহারা পৌত্তলিক ছিল। তাহাদের চক্ষু হরিদ্বর্ণ কেশ রক্তবর্ণ, দেহ স্থূল, পরিচ্ছদ পশুচর্ম, খাদ্য বন্যপশু ও জলচর জন্তুর মাংস ছিল। (ত, হো,)

জোল্‌করণয়নের ইচ্ছা হইল যে, পৃথিবীতে লোকের বসতি কতদূর তাহা অবগত হন, সেই ইচ্ছায় বশবর্তী হইয়া তিনি পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। যাইতে যাইতে সূর্যাস্ত গমন কালে এক অগম্য জলা ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হন, তাহাকেই তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সীমা মনে করেন। (ত, ফা,)

করিয়াছে, পরে সত্বর আমি তাহাকে শাস্তি দান করিব, তৎপর সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে, অবশেষে তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন*। ৮৭। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, পরে তাহার জন্য শুভ বিনিময় আছে, এবং শীঘ্র স্বীয় আদেশানুসারে আমি তাহার জন্য সহজ (কার্য) বলিব†। ৮৮। তৎপর সে কোন সম্বলের অনুসরণ করিল। ৮৯। সে যখন সূর্যের উদয় ভূমি পর্যন্ত পঁহুছিল তখন তাহাকে এক সম্প্রদায়ের উপরে প্রকাশ পাইতেছে (অবস্থায়) প্রাপ্ত হইল, আমি তাহা (সূর্য) ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন আবরণ করি নাই‡। ৯০। + এইরূপ (বিবরণ ছিল,) এবং নিশ্চয় তাহার নিকটে যাহা ছিল তাহার তত্ত্ব আমি ধারণ করিয়াছিলাম। ৯১। তৎপর সে কোন সম্বলের অনুসরণ করিল। ৯২। যখন সে দুই প্রাচীরের (পর্বতের) মধ্যে পর্যন্ত পঁহুছিল, সে তখন উভয় প্রাচীরের নিকটে এক সম্প্রদায়কে প্রাপ্ত হইল ; সে তাহাদের কোন কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিকটবর্তী (উপযুক্ত) ছিল না$। ৯৩। তাহারা বলিল, "হে জোল্‌করণয়ন, নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ ভূমণ্ডলে বিপ্লবকারী, অনন্তর তুমি আমাদের মধ্যে ও তাহাদের মধ্যে প্রাচীর স্থাপন করিবে, এই (অঙ্গীকারে) আমরা তোমার জন্য কি কর নির্ধারণ করিব"§ ? ৯৪। সে বলিল, "আমার প্রতিপালক তদ্বিষয়ে আমাকে যে ক্ষমতা

* অর্থাৎ আমি সেই ধর্মদ্রোহী লোকদিগকে শীঘ্র সংহার করিব, পরমেশ্বর আবার কেয়ামতে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিবেন। (ত, হো,)
প্রত্যেক রাজা ও রাজপুরুষকে পরমেশ্বর এইরূপ শক্তিদান করিয়াছেন যে, তাহারা লোকদিগকে শাস্তি বা পুরস্কার এই দুই বিধান করিতে পারেন। (ত, ফা,)

† অতঃপর জোল্‌করণয়ন অন্ধকারের সৈন্যদিগকে নাসেক জাতির উপর প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল, অনন্তর যাহা দ্বারা পূর্ব সীমায় গমন করা যাইতে পারে সেই উপায়ের অনুসরণ করিলেন, এবং নাসেক সম্প্রদায়কে সঙ্গে লইলেন, জ্যোতিঃ সৈন্যকে অগ্রে প্রেরণপূর্বক অন্ধকারের সৈন্যকে পশ্চাতে রাখিলেন ও দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন, এবং হাবিল জাতিকে পরাজিত করিয়া পূর্ব সীমায় উপস্থিত হইলেন। (ত, হো,)

‡ হয় তো তাহারা বন্যলোক ছিল, গৃহ নির্মাণ বা কোন আবরণ স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে বাস করা তাহাদের রীতি ছিল না। (ত, ফা)

$ তাহাদের কথা জোল্‌করণয়নের সৈন্যগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। জোল্‌করণয়ন অনুবাদকের সাহায্যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

§ সেই সম্প্রদায় বলিল, "ইয়াজুজ ও মাজুজ এই স্থানে আসিয়া আমাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। যখন তাহারা এই দুই পর্বত অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয়, তখন হরিদ্বর্ণ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যাহা প্রাপ্ত হয় ভক্ষণ করে ও শুষ্ক তৃণ সঙ্গে লইয়া যায়, এবং আমাদের সমুদায় পালিত পশু মারিয়া খাইয়া ফেলে। চতুষ্পদ না পাইলে তাহার পরিবর্তে মনুষ্যগণকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে। তাহারা নূহার পুত্র ইয়াফসের বংশোদ্ভব, ইয়াজুজ ও মাজুজ এই দুই পরিবারে বিভক্ত। তাহাদের উৎপত্তি ও বলবীর্য ও আকার-প্রকারাদি বিষয়ে নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। (ত, হো,)

দান করিয়াছেন তাহা উত্তম, অনন্তর তোমরা শক্তি দ্বারা আমার সহায়তা কর, আমি তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে দৃঢ় আবরণ স্থাপন করিব। ৯৫। যে পর্যন্ত সেই দুই পর্বতের তুল্য হয়, তোমরা আমার নিকটে সে পর্যন্ত লৌহ খণ্ড সকল উপস্থিত কর"। সে বলিল, "যে পর্যন্ত তাহাকে অগ্নিতে পরিণত করা হয় তোমরা সে পর্যন্ত ফুৎকার করিতে থাক, "সে বলিল, "আমার নিকটে (তাহা) আনয়ন কর, আমি তাহার উপর দ্রবীভূত তাম্র নিক্ষেপ করিব"*। ৯৬। অনন্তর তাহারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) তাহার উপর উঠিতে সমর্থ হইল না, এবং তাহাকে ভেদ করিতেও সমর্থ হইল না। ৯৭। সে (জোল্‌করণয়ন) বলিল, "আমার প্রতিপালকের এই অনুগ্রহ, অনন্তর যখন আমার প্রতিপালকের অঙ্গীকার উপস্থিত হইবে তখন তাহাকে সমভূমি করিবেন, যেহেতু আমার প্রতিপালকের অঙ্গীকার সত্য। ৯৮। এবং সে দিন আমি তাহাদের এক দলকে অন্য দলে মিলিত হইতে ছাড়িয়া দিব এবং সুরবাদ্যে ফুৎকার করা হইবে, অনন্তর আমি তাহাদিগকে একত্র সম্মিলিত করিব†। ৯৯। + এবং সেইদিন আমার স্মরণ করা হইতে যাহাদের চক্ষু আচ্ছাদনের ভিতরে আছে ও যাহারা শ্রবণ করিতে সক্ষম নহে সেই ধর্মদ্রোহীদিগের জন্য নরক সম্মুখস্থ করিব‡। ১০০-। ১০১। (র, ১১, আ, ১১)

অনন্তর ধর্মদ্রোহিগণ কি মনে করিয়াছে যে, আমাকে ছাড়িয়া আমার দাসদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে? নিশ্চয় আমি ধর্মদ্রোহীদিগের নিমিত্ত নরককে আতিথ্য ভূমি করিয়াছি। ১০২। তুমি বল, পার্থিব জীবনে যাহাদিগের চেষ্টা বিফল হইয়াছে, এবং যাহারা মনে করিতেছিল যে, তাহারা কার্য উত্তম করিতেছে, আমি তোমাদিগকে কি কার্যতঃ সেই ক্ষতিগ্রস্তদিগের সংবাদ জানাইব$?

* তখন জোল্‌করণয়নের আদেশে উভয় পর্বতের মধ্যভাগ যে তাহা দীর্ঘে চারি সহস্র পদ ভূমি ও পঁয়ষট্টি গজ পরিসর ছিল, সুগভীর খনন করা হয়, পরে সেই গর্তে লৌহখণ্ড সকল স্থাপিত করিয়া কাষ্ঠপুঞ্জ রাখা হয়, তৎপর লোক সকল ফুৎকার করিয়া অগ্নি উদ্দীপন করে। লৌহ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইলে তন্মধ্যে জোল্‌করণয়ন দ্রবীভূত তাম্ররাশি নিক্ষেপ করেন। সেই ধাতুপুঞ্জযোগে পর্বতের ন্যায় দেড়শত গজ উচ্চ এক প্রাচীর প্রস্তুত হয়। তাহাতে ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় সেই প্রাচীরকে অতিক্রম করিয়া আসিতে সমর্থ হয় না। (ত,হো,) প্রথমতঃ বড় বড় লৌহ পাট সকল নির্মিত হয়, এবং সে সকলকে স্তরে স্তরে স্থাপিত করা যায়, তাহাতে উহা দুই পর্বতের সঙ্গে সমানভাবে মিলিয়া যায়। তৎপর তাম্র গলাইয়া তাহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে জমাট বাঁধিয়া পর্বতের ন্যায় হইয়া যায়। (ত, ফা)

† অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে সমুদায় মানব-দানব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একত্র হইবে, এবং ঈশ্বর সকলকে একযোগে সমুপস্থিত করিবেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যাহাদের অন্তশ্চক্ষু আবরণের মধ্যে আছে যে, আমার নিদর্শন সকল দর্শন করিয়া আমাকে স্মরণ করে না, তাহাদের জন্য নরক হইবে। (ত, হো,)

$ ঈসায়ী বৈরাগ্যাশ্রিত সন্ন্যাসিগণ কার্যতঃ ক্ষতিগ্রস্ত। তাহারা অধিকাংশ সময় তপস্যাকুটিরে বাস করিয়া ব্রতোপাসনাদিতে যাপন করে, কিন্তু তাহাদের সেই ব্রতোপাসনাদি কার্য তাহাদের অংশিবাদিতাদোষে নিষ্ফল হয়। অথবা রাফেজী সম্প্রদায় যে কোরআনের সমুদায় বিধি মান্য করে না ও যে সকল লোক কপটভাবে কার্য করে তাহারা কার্যানুসারে ক্ষতিগ্রস্ত। (ত, হো,)

১০৩+১০৪। তাহারাই যাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকল ও তাঁহার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অধর্ম করিয়াছে, অনন্তর তাহাদের কর্ম সকল বিনষ্ট হইয়াছে, পরে আমি তাহাদের জন্য কেয়ামতের দিনে পরিমাণ স্থাপন করিব না*।
১০৫। যেহেতু তাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলকে এবং প্রেরিতগণকে বিদ্রূপ করিয়াছে, তন্নিমিত্ত এই তাহাদের বিনিময় স্বরূপ নরক।
১০৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্য স্বর্গের উদ্যান সকল আতিথ্য ভূমি হয়। ১০৭+তাহারা তথায় নিত্যস্থায়ী হইবে, তথা হইতে প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিবে না। ১০৮। তুমি বল যে, আমার প্রতিপালকের রচনাবলী (লিপির) জন্য যদি সাগর মসী হয়, এবং যদিচ আমরা তৎসদৃশ সাহায্য আনয়ন করি, আমার প্রতিপালকের রচনাবলী সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে অবশ্য সমুদ্র সমাপ্ত হইবে† । ১০৯। তুমি বল, আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য এতদ্ভিন্ন নহি, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয় যে, তোমাদের ঈশ্বর সে-ই একমাত্র উপাস্য, অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎকারের আশা রাখে তাহার উচিত যে, সৎকর্ম করে ও আপন প্রতিপালকের উপাসনায় কাহাকেও অংশী স্থাপন না করে‡ । ১১০।
(র, ১২, আ, ৯)

* তাহারা কোন পরিমাণের মধ্যে আসিবে না, অর্থাৎ তাহাদের কোন মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা পাইবে না, বরং তাহারা হীন ও অপদস্থ হইবে। (ত, হো,)

† যখন ইহুদীরা মোসলমানদিগকে বলিয়াছিল, "তোমরা আপনাদের এই শাস্ত্রীয় বচন পাঠ করিয়া থাক যে, যে ব্যক্তিকে উত্তম জ্ঞান দান করা হয় নিশ্চয় সে-ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে। মোহম্মদ মনে করেন যে, তাহাকে মহা জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব তোমাদেরও প্রভূত জ্ঞান আছে। পুনর্বার তোমরা পাঠ কর অল্প বৈ জ্ঞান প্রদান করা হয় নাই। এই দুই কথার মধ্যে কেমন করিয়া যোগ হইতে পারে?" তখনই পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞানের সীমা নাই, কোন ব্যক্তির যত কেন প্রচুর জ্ঞান হউক না তাঁহার নিকটে অত্যন্ত অল্প। (ত, হো,)

‡ তত্ত্ববাহক মহাপুরুষদের অধীনতা স্বীকার করা সাধু পুরুষদিগের কার্য, তাঁহার বিধিবর্ত্মযোগেই তাঁহাদের গতি হইয়া থাকে। উহা বাহ্যে সংসার ত্যাগ, বৈরাগ্যালম্বন ও নিত্যসাধনা, অন্তরে বাহ্য পদার্থ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন, অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত পদার্থের সম্বন্ধে অন্তশ্চক্ষু রুদ্ধ করিয়া রাখা, এবং প্রভুর দর্শন ব্যতীত উন্মীলন না করা। একদা জহির আমরির পুত্র জনৈক হজরতকে বলিয়াছিল, "প্রেরিত মহাপুরুষ, আমি ঈশ্বরোদ্দেশে ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি কেহ তদ্বিষয়ে জ্ঞাত হয় আহ্লাদিত হই।" তাহাতে হজরত বলেন, "যে ক্রিয়ায় অন্যকে অংশী করা হয় ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করেন না।" তখন পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রেরিত পুরুষের বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। (ত, হো.)

সূরা মরয়ম*

উনবিংশ অধ্যায়

৯৮ আয়াত, ৬ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

(তিনি) মহান্ পথপ্রদর্শক জ্ঞানময় সত্য স্বরূপ† । ১ । তোমার প্রতিপালকের দয়ার প্রসঙ্গে তাঁহারা দাস জকারিয়ার প্রতি হয়‡ । ২ । যখন সে আপন প্রতিপালককে গুপ্ত আহ্বানে ডাকিল, বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার অস্থি শিথিল হইয়াছে এবং মস্তক বৃদ্ধত্বকে উদ্দীপিত করিয়াছে.$ হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমাকে প্রার্থনা করায় বঞ্চিত হই নাই । ৩ + ৪ । এবং নিশ্চয় আমি আপন (মৃত্যুর) পরে স্বীয় আত্মীয়গণ হইতে ভীত হইতেছি ও আমার ভার্যা বন্ধ্যা, অতএব আমাকে নিজের নিকট হইতে এক উত্তরাধিকারী প্রদান কর । ৫ । + সে আমার উত্তরাধিকার লাভ করিবে ও ইয়কুবের সন্তানের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবে, এবং হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাহাকে মনোনীত কর" । ৬ । (ঈশ্বর বলিলেন,) "হে জকারিয়া, নিশ্চয় আমি তোমাকে এক বালকের সুসংবাদ দান করিতেছি, তাহার নাম ইয়হা § ইতিপূর্বে আমি তাহার (নামানুরূপ) নামকরণ করি নাই" । ৭ । সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, কিরূপে আমার বালক হইবে ? আমার ভার্যা বন্ধ্যা, এবং নিশ্চয় আমি বৃদ্ধত্বে সীমা প্রাপ্ত হইয়াছি" । ৮ (স্বর্গীয় দূত বলিল,) "তদ্রূপই, (কিন্তু) তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন যে, তাহা আমার সম্বন্ধে সহজ, এবং নিশ্চয় তোমাকে (ইতি) পূর্বে সৃজন করিয়াছি, তুমি কিছুই ছিলে না" । ৯ । সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থাপন কর ," তিনি বলিলেন, "তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তিন দিবা-রাত্রি তুমি লোকের সঙ্গে সুস্থাবস্থায় কথা কহিতে পারিবে না" । ১০ । অনন্তর সে মন্দিরের দ্বার হইতে আপন মণ্ডলীর নিকটে বাহির হইল,

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয় ।

† "কহায়অস" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দের গূঢ় অর্থ মহান্ পথ-প্রদর্শক ইত্যাদি । এই শব্দের এক এক বর্ণ ঈশ্বরের গুণবাচক এক এক নাম প্রকাশ করে । (ত, হো,)

‡ জকারিয়া, আজরের পুত্র দাউদের বংশসম্ভূত ছিলেন, তিনি একজন প্রধান স্বর্গীয় বার্তাবাহক ও জেরুজিলমের সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন । (ত, হো,)

$ "মস্তক বৃদ্ধত্বকে উদ্দীপিত করিয়াছে" অর্থাৎ মস্তকের কেশ শুভ্র হইয়াছে ।

§ তাঁহার পূর্বে কাহারও তাঁহার নামের অনুরূপ নাম ছিল না, অথবা জন্ম গ্রহণের পূর্বে তাঁহার ন্যায় এরূপ নামকরণ কাহার হয় নাই, এজন্য তাঁহার মহত্ত্ব, এরূপ নহে । বরং পরমেশ্বর স্বয়ং নামকরণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতা-মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এ-কারণেই মহত্ত্ব । (ত, হো,)

পরে তাহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিল যে, "প্রাতঃসন্ধ্যা তোমরা স্তুতি করিতে থাক"* ।
১১ । (আমি বলিলাম,) "ইয়হা, তুমি সবলে গ্রন্থকে ধারণ কর ;" আমি তাহাকে বাল্যবস্থায়ই বিজ্ঞতা দান করিলাম । ১২ । +এবং আপন সন্নিধান হইতে দয়া ও পবিত্রতা দিলাম, এবং সে সহিষ্ণু ছিল । ১৩ । +এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচারী (ছিল) ও সে উদ্ধত অপরাধী ছিল না । ১৪ । যে দিন সে জন্মগ্রহণ করিল ও যে দিন মরিবে, এবং যে দিন জীবিত সমুত্থাপিত হইবে তৎপ্রতি আশীর্বাদ (হউক) ।
১৫ । (র, ১ ; আ, ১৫),

এবং গ্রন্থ মধ্যে মরয়মকে স্মরণ কর, যখন সে আপন আত্মীয়জন হইতে পূর্ব-ভূমিতে সরিয়া পড়িয়াছিল† । ১৬ । +অনন্তর তাহাদের নিকট সে আবরণ গ্রহণ করিয়াছিল, পরে আমি অহার নিকটে স্বীয় আত্মা পাঠাইয়াছিলাম, অবশেষে উহা তাহার জন্য সুন্দর মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিল‡ । ১৭ । সে বলিল, "যদি তুমি (দুষ্ট) তকি হও তবে আমি তোমা হইতে ঈশ্বরের নিকটে শরণাপন্ন হইতেছি"$ ।
১৮ । সে বলিল, আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ব্যতীত নহি, যেহেতু

* তিনি কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন । এই লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তাঁহার জিহ্বা অতিশয় ভারী হইয়াছিল, তিন দিবস তিনি তাহা সঞ্চালন করিতে পারেন নাই । তাঁহার স্ত্রীর নাম আসিয়াছিল, যে দিন প্রাতঃকালে জকরিয়ার বাগ্‌রোধ হইল সেই দিন রাত্রিতেই আসিয়া গর্ভধারণ করিলেন । কথিত আছে যে, ইয়হা বৈরাগ্য বস্ত্রসহ ঈশ্বরের বন্দনা করতঃ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন । (ত, হো,)

† অর্থাৎ এমরানের কন্যা মরয়মের বৃত্তান্ত কোরআনে পাঠকর । মরয়ম জেরুজিলমের মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন । তিনি অশুচি হইলে মাতৃস্বসার গৃহে যাইতেন, স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া পরে মন্দিরে চলিয়া আসিতেন । একদা তিনি মাতৃস্বসার গৃহে ছিলেন, স্নান করা আবশ্যক হওয়াতে তদুপযোগী স্থান অন্বেষণে মাতৃস্বসা ও স্বগণ হইতে দূরে চলিয়া গেলেন, তিনি মাতৃস্বসার আলয়ের বা জেরুজিলমের পূর্ব প্রান্তে স্নান করিতে যান । তখন শীতকাল ছিল, এজন্য যে স্থান সূর্যাভিমুখে ছিল সেই স্থানে স্নান করিতে গিয়াছিলেন । (ত, হো,)
অর্থাৎ মরয়ম ঋতুর অন্তে স্নান করিবার জন্য গিয়াছিলেন । তাঁহার তখন ত্রয়োদশ বা পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম ও প্রথম ঋতু । লজ্জাবশতঃ তিনি দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন । যে স্থানে স্নান করিতে গিয়াছিলেন সেই স্থান পূর্ব দিকে ছিল । (ত, ফা,)

‡ লোকে না দেখিতে পারে এজন্য তিনি তাহাদের দিকে আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলে পর পরমেশ্বরের স্বীয় আত্মাস্বরূপ জেব্রিলকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন । জেব্রিল মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়া মরয়মের নিকটে আসিয়া দর্শন দেন । মরয়ম স্নান-ভূমিতে ছিলেন, পরপুরুষ দেখিয়া লজ্জিত হন । (ত, হো,)

$ তকি এক জন দুশ্চরিত্র লোকের নাম, সে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিত, মরয়ম তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন । তিনি মনে করিলেন যে, সেই তকি উপস্থিত, অতএব তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন । কিন্তু জেব্রিল তখন তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া অভয় দান করিলেন । (ত, হো,)

তোমাকে পুণ্যবান্ বালক প্রদান করিব"। ১৯। সে বলিল, "কিরূপে আমার বালক হইবে? যেহেতু কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই, এবং আমি দুশ্চরিত্রা নহি"। ২০। সে বলিল, "তদ্রূপই (কিন্তু) তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন যে, উহা আমার সম্বন্ধে সহজ, এবং তাহাকে আমি মানবমণ্ডলীর জন্য এক নিদর্শন ও আপন সন্নিধান হইতে অনুগ্রহ স্বরূপ করিব, এবং আমার কার্য নির্ধারিত আছে"। ২১। অনন্তর সে তাহাকে (ঈসাকে) গর্ভে ধারণ করিল, পরে সে তৎসহ দূরতর ভূমিতে সরিয়া পড়িল*। ২২। অনন্তর খোর্মা তরুর মূলে তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল, সে বলিল, "হায়! যদি আমি ইহার পূর্বে প্রাণত্যাগ করিতাম ও বিস্মরিত হইতাম (ভাল ছিল†)"। ২৩। অনন্তর সে তাহাকে তাহার নিম্ন হইতে ডাকিয়া বলিল যে‡, "তুমি শোক করিও না, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তোমার নিম্নে জলস্রোত সৃষ্টি করিয়াছেন। ২৪। এবং তুমি আপনার দিকে খোর্মা-তরুর কাণ্ডকে কম্পিত কর, তোমার প্রতি সরস খোর্মা সকল নিক্ষেপ করিবে। ২৫। অনন্তর ভক্ষণ কর ও পান কর, এবং নয়নকে শান্ত রাখ। ২৬। পরে যদি তুমি কোন এক মনুষ্যকে দেখ তবে বলিও যে, সত্যই আমি পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উপবাস ব্রত সঙ্কল্প করিয়াছি, পরন্তু অদ্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিব না"। ২৭। অবশেষে সে স্বজাতির নিকটে তৎসহ (অর্থাৎ) তাহাকে বহন করতঃ সমাগত হইল, তাহারা বলিল, "হে মরয়ম, সত্য-সত্যই তুমি এক কুৎসিত বিষয় উপস্থিত করিলে। ২৮। হে হারূনের ভগিনী$, "তোমার পিতা অসৎ লোক ছিলেন না, এবং তোমার মাতা দুশ্চরিত্রা ছিলেন না"। ২৯। অনন্তর সে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিল, তাহারা বলিল, "যে জন শৈশব-দোলায় স্থিতি করিতেছে তাহার

* তিনি নগরের বাহিরে দূরতর এক স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। নগরের পূর্ব দিকে এক পর্বতে অথবা বয়তল্ মকদ্দস হইতে ছয় মাইল দূরে বয়তলখ নামক প্রান্তরে গিয়াছিলেন। তাঁহার নবম মাস কিংবা অষ্টম মাস গর্ভ ধারণের পর সন্তান প্রসূত হয়। কেহ বলেন এক ঘণ্টার মধ্যে গর্ভসঞ্চার ও প্রসব হইয়াছিল, কেহ বলেন নয় ঘণ্টার মধ্যে হইয়াছিল। ফল কথা গর্ভ-সঞ্চারের পর শীঘ্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মরয়ম এক শুষ্ক খোর্মাতরুর মূলে যাইয়া বসিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ সকলে যদি আমাকে ভুলিয়া যাইত, অর্থাৎ কেহ যদি আমার পরিচয় না রাখিত ও আমাকে গণ্য না করিত তবে ভাল ছিল। বস্তুতঃ জেরূজিলমের আপামর সাধারণ সকলে আমাকে চিনে যে, আমি তাহাদের দলপতির কন্যা হই ও জকরিয়ার আশ্রয়ে আছি। এ পর্যন্ত আমার কুমারীত্ব দূর হয় নাই, স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করি নাই, এই অবস্থায় আমি সন্তান প্রসব করিতেছি, লজ্জায় আমাকে ম্রিয়মাণ হইতে হইয়াছে। (ত. হো,)

‡ "সে তাহাকে তাহার নিম্ন হইতে ডাকিয়া বলিল", "অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত মরয়মকে বৃক্ষের নিম্ন হইতে ডাকিয়া বলিল। (ত, হো,)

$ মরয়মের হারূণ নামক এক ভ্রাতা ছিল, অথবা বনি-এস্রায়েলের মধ্যে হারূণ নামক এক জন সাধু বা অসাধু পুরুষ ছিল, সাধুতা বা অসাধুতার উপমা স্থলে তাহার নাম উল্লিখিত হইত। (ত, হো,)

সঙ্গে কেমন করিয়া কথা কহিব* ?" ৩০। সে (ঈসা) বলিল, "নিশ্চয় আমি ঈশ্বরের ভৃত্য, তিনি আমাকে গ্রন্থ দিয়াছেন ও আমাকে সংবাদবাহক করিয়াছেন। ৩১। +এবং যে স্থানে আমি থাকি তথায় আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন ও যে পর্যন্ত আমি জীবিত থাকিব সে পর্যন্ত ধর্মার্থদানে ও উপাসনায় (রত থাকিতে) আমাকে আদেশ করিয়াছেন। ৩২। +এবং আপন পিতা-মাতার প্রতি সদাচারী করিয়াছেন ও আমাকে অবাধ্য হতভাগ্য করেন নাই। ৩৩। এবং যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও যে দিন প্রাণত্যাগ করিব ও যে দিন জীবিত সমুত্থিত হইব সেই সকল দিনে আমার প্রতি আশীর্বাদ"। ৩৪। মরয়মের পুত্র ঈসার এই (বৃত্তান্ত) সত্য কথাই, যাহার প্রতি তাহারা সন্দেহ করিতেছে। ৩৫। ঈশ্বরের পক্ষে (উচিত) নয় যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন, পবিত্রতা তাঁহারই ; যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদন করেন তখন তৎসম্বন্ধে 'হউক' বলেন, এতদ্ভিন্ন নহে, তাহাতেই হইয়া থাকে। ৩৬। নিশ্চয় ঈশ্বর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তাঁহাকে অর্চনা কর, ইহাই সরল পথ"। ৩৭। অনন্তর সম্প্রদায় সকল আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, পরে মহাদিনের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদের প্রতি আক্ষেপ†। ৩৮। যে দিন আমাদের নিকটে আসিবে সেই দিন তাহারা কেমন ভাল দেখিবে শুনিবে। কিন্তু অদ্য অত্যাচারিগণ স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ৩৯। যখন তাহাদের কার্য সম্পাদন করা যাইবে, তুমি সেই অনুশোচনার দিন সম্বন্ধে (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর, এবং তাহারা উদাসিন রহিয়াছে ও তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৪০। নিশ্চয় আমি পৃথিবীর ও যাহারা তাহাতে আছে তাহাদের উত্তরাধিকারী হইব ও আমার প্রতি তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে‡। ৪১। (র, ২ ; আ, ২৬)

এবং গ্রন্থে (কোরআনে) তুমি এব্রাহিমকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে সাধু সংবাদ-বাহক ছিল। ৪২। (স্মরণ কর,) যখন সে স্বীয় পিতাকে বলিল "হে আমার পিতা, যে বস্তু শ্রবণ করে না ও দর্শন করে না, এবং তোমা হইতে কিছু নিবারণ করিতে পারে না, তুমি তাহাকে অর্চনা করিও না। ৪৩। হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমার নিকটে সেই জ্ঞান আসিয়াছে যাহা তোমার নিকটে পঁহুছে নাই, অতএব আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিতেছি। ৪৪। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানকে পূজা করিও না, নিশ্চয় শয়তান পরমেশ্বরের সম্বন্ধে অপরাধী হয়। ৪৫। হে আমার পিতা, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে,

---

* অর্থাৎ মরয়ম ঈসার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল যে, এই শিশু তোমাদের কথার উত্তর দান করিবে। তাহারা বলিল, যে দোলাতে শয়ন করিয়া আছে, এমন ক্ষুদ্র শিশু কেমন করিয়া কথা কহিবে ? (ত, হো,)

† অর্থাৎ ইহুদী ও ঈসায়ী সম্প্রদায় বিপরীত আচরণ করিয়াছে। ইহুদিগণ ঈসাকে নিকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে ও ঈসায়ীরা তাঁহাকে অত্যন্ত বাড়াইয়াছে। মতভেদ হওয়ায় ঈসায়িগণও তিন দলে বিভক্ত হইয়াছে। একদল নস্তুরিয়া, তাহারা ঈসাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে, দ্বিতীয় ইয়কুবিয়া, তাহারা ঈশ্বর বলে, তৃতীয় মলকানিয়া তাহারা ত্রিত্ববাদী। এ-স্থলে মহাদিন কেয়ামত। (ত, হো,)

‡ "আমি পৃথিবীর ও যাহারা তথায় আছে তাহাদের উত্তরাধিকারী হইব" অর্থাৎ সমুদায় বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, আমি থাকিব। (ত, হো,)

পরমেশ্বর হইতে বা শাস্তি (আসিয়া) তোমার প্রতি সংলগ্ন হয়, পশ্চাৎ তুমি শয়তানের বন্ধু হইবে" । ৪৬ । সে বলিল, "হে এব্রাহিম, তুমি কি আমার ঈশ্বর সকল হইতে বিমুখ ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্য তোমাকে চূর্ণ করিব ; দীর্ঘকালের জন্য তুমি আবার সঙ্গ পরিত্যাগ কর" । ৪৭ । সে বলিল, "তোমার প্রতি সলাম, সত্বর তোমার জন্য আমি আপন প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি কৃপালু হন* । ৪৮ । এবং আমি তোমাদিগ হইতে ও তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যে বস্তুকে আহ্বান করিয়া থাক তাহা হইতে দূর হইতেছি, এবং আমি আপন প্রতিপালককে আহ্বান করিব, ভরসা সে স্বীয় প্রতিপালকের আহ্বান করা হেতু আমি হতভাগ্য হইব না†" । ৪৯ । অনন্তর যখন সে তাহাদিগ হইতে ও তাহারা ঈশ্বর ভিন্ন যাহাকে অর্চনা করে তাহা হইতে দূর হইল, তখন আমি তাহাকে এসহাক ও ইয়কুব (পুত্রদ্বয়) দান করিলাম, এবং প্রত্যেককে সংবাদবাহক করিলাম । ৫০ । এবং তাহাদিগকে আমি আপন অনুগ্রহে দান করিলাম ও তাহাদের জন্য উন্নত সরলতার রসনা সৃজন করিলাম । (র, ৩ ; আ, ১০)

এবং গ্রন্থে মুসাকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে বিশুদ্ধ ছিল ও প্রেরিত সংবাদ-বাহক ছিল । ৫২ । এবং আমি তুর গিরির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে তাহাকে ডাকিয়াছিলাম ও কথা বলার অবস্থায় তাহাকে নিকটবর্তী করিয়াছিলাম‡ । ৫৩ । এবং আমি আপন অনুগ্রহে তাহার ভ্রাতা হারুনকে সংবাদবাহকরূপে তাহাকে দান করিয়াছিলাম । ৫৪ । এবং এসমায়িলকে গ্রন্থে স্মরণ কর,

* এব্রাহিম স্বীয় পিতা আজরকে বলিলেন যে, তোমার প্রতি সেলাম হউক । অর্থাৎ আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতেছি । সেলাম করিয়া তিনি পিতার প্রতি তিক্ত মিশ্র মধুর ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যেন আজরের মন একটু স্নিগ্ধ হয় ও সত্য ধর্মের প্রতি মন যায় । পুনশ্চ কথিত আছে যে, যখন এব্রাহিম প্রস্থানের উদ্যোগী হইলেন, তখন তাঁহার পিতা বলিলেন, "গমনে দুঃখিত হইও না, তোমার ঈশ্বর উত্তম, তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ।" এব্রাহিম এই কথায় তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সঞ্চার হওয়ার আশা করিয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়াছিলেন । (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমরা মূর্তিপূজা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইতেছ, আমি ঈশ্বরের নিকটে আশা করি যে, অবশ্য সফল মনোরথ হইব । কথিত আছে যে, এব্রাহিম বাবেল হইতে পারস্যের পার্বত্য প্রদেশে আসিয়া সাত বৎসর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন । যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় ও পিতৃব্য হাজর প্রতিমা সকলের ভার গ্রহণ করে সেই সময়ে তিনি বাবেলে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্তলিকার নিন্দা আরম্ভ করেন ও প্রতিমা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন । পাষণ্ড রাজা নোমরুদ তাঁহাকে অগ্নিতে বিসর্জন করে, অগ্নি শীতল হইয়া যায়, এবং তিনি স্বীয় পত্নী সারা ও অনুগত বন্ধু লুতকে সঙ্গে করিয়া শাম দেশে যাত্রা করেন । এ-স্থলে পরমেশ্বর সেই দেশান্তর গমনের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন । (ত, হো,)

‡ পরমেশ্বর মুসাকে উন্নত করিয়া স্বীয় মন্দিরের সন্নিহিত করিয়াছিলেন । মুসা ঈশ্বর কর্তৃক এক স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরে ক্রমশঃ নীত হইয়া ঈশ্বরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন । (ত, হো,)

নিশ্চয় সে অঙ্গীকারের অব্যর্থকারী ছিল ও প্রেরিত সংবাদবাহক ছিল* । ৫৫ ।
এবং সে আপন পরিজনকে উপাসনা ও ধর্মার্থ দান করিতে আদেশ করিত
ও আপন প্রতিপালকের নিকটে মনোনীত ছিল । ৫৬ । এবং এদ্‌রিসকে
গ্রন্থে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে সত্যবাদী সংবাদবাহক ছিল† । ৫৭ । আমি
তাহাকে উন্নত স্থানে উঠাইয়া ছিলাম‡ । ৫৮ । আমাদের বংশের ও যাহাদিগকে
নূহার সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ করাইয়াছিলাম তাহাদের এবং এব্রাহিম
ও এস্মায়িলের বংশের ও যাহাদিগকে আমি পথ প্রদর্শন ও আকর্ষণ করিয়াছি,
যাহাদিগের প্রতি ঈশ্বর পুরস্কার দান করিয়াছেন তাহাদের (বংশের) স্বর্গীয়
বার্তাবাহকদিগের (মধ্যে) ইহারা ; যখন তাহাদের প্রতি পরমেশ্বরের নিদর্শন
পাঠ করা হইত তখন তাহারা রোরুদ্যমান হইয়া পড়িয়া যাইত$ । ৫৯ ।
অনন্তর তাহাদের পরে (কু) সন্তানগণ স্থলবর্তী হইল, তাহারা উপাসনা ত্যাগ
করিল, কামনা সকলের অনুসরণ করিল, পরে অবশ্যই তাহারা স্বীয় পথভ্রান্তির
(শাস্তির) সাক্ষাৎ লাভ করিবে§ । ৬০ । কিন্তু যাহারা অনুতাপ করিয়াছে ও

---

* এস্মায়িল কাহারও নিকটে এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, যে পর্যন্ত তুমি আমার নিকটে ফিরিয়া না আইস আমি এ-স্থানে অবস্থিতি করিব । তিন দিবস অন্তে, কেহ কেহ বলেন সম্বৎসর অতীত হইলে সেই ব্যক্তি তথায় ফিরিয়া আইসে, এস্মায়িল স্বীয় অঙ্গীকারের অনুরোধে তথায় স্থিতি করেন । এতাবৎ-কাল বৃক্ষের বল্কলমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন । (ত, হো,)

† এদ্‌রিস আমাদের প্রপৌত্র শিসের পৌত্র ও নূহার পিতামহ ছিলেন । তাঁহার নাম আখনুখ, এদ্‌রিস উপাধি ছিল । সর্ব প্রথমে এদ্‌রিসই সূচীকর্ম ও লেখনীযোগে লিপি করেন এবং গ্রহ-নক্ষত্রের তত্ত্ব প্রচার করেন । তাহার প্রতি ত্রিংশৎ ধর্ম পুস্তিকা অবতারিত হইয়াছিল । কথিত আছে যে, এদ্‌রিস আদমের মৃত্যুর পর শত বৎসরের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন । (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহাকে প্রেরিতের উন্নত পদে ও স্বীয় সন্নিহিত ভূমিতে উন্নমিত করিয়াছিলেন, অথবা স্বর্গলোকে পহুছাইয়াছিলেন । মেরাজের বৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত মোহম্মদ চতুর্থ স্বর্গে এদ্‌রিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । (ত, হো)

$ ঈশ্বরের মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার ভয়ে রোদন করিতেন । ঐশ্বরিক বাক্য শ্রবণে ক্রন্দন করা একটি বিশেষ ভাব । শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, কোরআন পাঠ কালে রোদন করিবে, কান্না না পাইলে চেষ্টা করিয়াও কাঁদিবে । প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রয়োজিত ঐশ্বরিক বাক্য শ্রবণে অনুরাগানল অন্তরে জ্বলিয়া উঠিলে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া নয়ন পথ দিয়া বহির্গত হয় । কোরআনের নমস্কার সকলের মধ্যে এই নমস্কার পঞ্চম । শেখ আরবী এই নমস্কারকে যাহা ঐশ্বরিক নিদর্শন সকল পাঠে হইয়া থাকে সাধারণ পুরস্কারের নমস্কার ও ক্রন্দনকে তাহার শাখা বলিয়াছেন । এই ক্রন্দন হর্ষ ও আনন্দের জন্য হয়, শোক-বিষাদের কারণে নয় । (ত, হো,)

§ "ঘায়্‌" অর্থ পথভ্রান্তি বা দুষ্ক্রিয়ার বিনিময় কিংবা শাস্তি বা ক্ষতি । কথিত আছে যে, "ঘায়্‌" নরকের অন্তর্গত কূপ বিশেষ । নরকনিবাসিগণ সেই

বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা নয়, অনন্তর তাহারাই স্বর্গে প্রবেশ করিবে, এবং কিঞ্চিন্মাত্র অত্যাচারিত হইবে না। ৬১।+সেই নিত্যবাসের স্বর্গোদ্যান সকল, যাহা পরমেশ্বর গোপনে আপন দাসের প্রতি অঙ্গীকার করিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহার অঙ্গীকার সমানীত (সম্পাদিত) হয়*। ৬২। আশীর্বাদ ব্যতীত তাহারা বৃথা বাক্য তথায় শ্রবণ করিবে না, ও তথায় প্রাতঃসন্ধ্যা তাহাদের উপজীবিকা তাহাদের জন্য (প্রদত্ত) হইবে†। ৬৩। আপন দাসদিগের যে ব্যক্তি ধর্মভীরু হয় তাহাকে আমি যাহার অধিকারী করিয়া থাকি তাহা এই স্বর্গ। ৬৪। এবং আমরা (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, আমাদের সম্মুখে ও আমাদের পশ্চাতে এবং ইহার মধ্যে যাহা উহা তাঁহারই. এবং তোমার প্রতিপালক বিস্মরণকারী নহেন‡। ৬৫। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর ও এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার প্রতিপালক, অতএব তাঁহাকে অর্চনা কর ও তাহার অর্চনায় ধৈর্য ধারণ কর, তুমি কি তাঁহার তুল্য নাম জান$? ৬৬। (র, ৪, আ, ১৫)

কৃপাধ্যক্ষের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবে। কেহ কেহ বলেন, নরক-লোকের অন্তর্গত প্রজ্বলিত অগ্নিময় কান্তার বিশেষ, তাহার শাস্তি গুরুতর, যাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন আছে ও নমাজ পড়ে না তাহারা তথায় শাস্তি ভোগ করিবে। (ত. হো,)

* অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে পরমেশ্বর যে স্বর্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন উহা গুপ্ত আছে, অথবা তাঁহারা সেই স্বর্গ হইতে গুপ্ত। যখন অঙ্গীকার হইয়াছে তখন উহা গুপ্ত আছে বলিয়া তাঁহাদের ভাবনা নাই। (ত, হো,)

† সম্পন্ন লোকেরা যেমন দুই বেলা অন্নাদি ভোজন করে, গুপ্ত স্বর্গবাসী লোকেরাও সেইরূপ স্বর্গীয় সামগ্রী প্রাতঃ-সন্ধ্যা ভোগ করিবে। অর্থাৎ তাহাদের অস্থায়ী উপজীবিকা হইবে। স্বর্গে যদিচ দিবা-রাত্রি নাই, তথাপি এমন লক্ষণ সকল আছে যে, তাহা দ্বারা দিবা-রাত্রির ভাব বুঝা যায়। কথিত আছে, তথায় যবনিকা নিক্ষেপ ও দ্বার বন্ধ করিলে রজনী অনুভূত হয়, যবনিকা ও দ্বার উদঘাটন করিলে দিবা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। নিশাকালে স্বর্গীয় দাসিগণ দিবাতে দাসগণ বিশ্বাসীদিগের সেবা করিতে উপস্থিত হয়। (ত, হো.)

‡ যখন হজরতকে আত্মা ও জোল্‌করণয়ন এবং গর্তনিবাসীদিগের বিষয় কেহ কেহ প্রশ্ন করিল, তখন তিনি বলিলেন, "তোমরা কল্য আগমন করিও, ইহার উত্তর দান করিব।' ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে দ্বাদশ ও পঞ্চদশ কিংবা বিংশতি দিন পর্যন্ত জেব্রিল আগমন করিলেন না। পরে জেব্রিল উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ, বিলম্বে কেন আগমন করিলে? আমি অমুক বিষয়ের উত্তর দান করিতে না পারিয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কার্য সকল যাঁহার আয়ত্তাধীন তিনি বিস্মৃত হইবার ব্যক্তি নহেন। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ কাহারও "আল্লাহ্" নাম আছে তুমি কি জান? বস্তুতঃ জান না। ঈশ্বরের মহিমার এই একটি নিদর্শন যে, কোন অংশবাদী পৌত্তলিক আপন অসত্য দেবতাকে "আল্লাহ্" বলে না, বরং আল্লাহ্ বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

এবং লোকে বলে, "যখন আমরা মরিয়া যাইব একান্তই কি জীবিত বহিষ্কৃত হইব ?" ৬৭। মনুষ্য কি স্মরণ করে না যে, আমি ইতিপূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং সে কিছুই ছিল না ? ৬৮। অনন্তর তোমাকে প্রতিপালকের শপথ, একান্তই আমি শয়তানের সঙ্গে তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিব, তৎপর অবশ্য তাহাদিগকে নরকের পার্শ্বে জানুপাতিতরূপে উপস্থিত করিব*। ৬৯। তৎপর প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্য হইতে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতারূপে দুরন্ত তাহাদিগকে অবশ্য টানিয়া লইব। ৭০। অতঃপর অবশ্য আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞাত যে, তাহারা তন্মধ্যে প্রবেশের অধিক উপযুক্ত। ৭১। এবং তন্মধ্যে গমনকারী ব্যতীত তোমাদের (কেহই) নহে, তোমার প্রতিপালকের সম্বন্ধে (এই অঙ্গীকার) এক দৃঢ় কার্য†। ৭২। তৎপর যাহারা ধর্মভীরু হইয়াছে আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব, এবং তন্মধ্যে জানুপাতিতরূপে অত্যাচারীদিগকে বিসর্জন করিব। ৭৩। এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল পঠিত হয় তখন ধর্মদ্রোহিরা বিশ্বাসীদিগকে বলে, "এই দুই দলের মধ্যে পদানুসারে কে শ্রেষ্ঠ ? এবং পরিষদ অনুসারে কে অতি উত্তম"‡। ৭৪। তাহাদের পূর্বে দলের কত লোককে আমি বিনাশ করিয়াছি, তাহারা গৃহসামগ্রী অনুসারে ও দৃশ্যে অত্যুত্তম ছিল। ৭৫। তুমি বলিও, "যাহারা পথভ্রান্তিতে আছে, যাহা অঙ্গীকার করা যাইতেছে তাহা বা শাস্তি কিংবা কেয়ামত তাহাদের দর্শন হওয়া পর্যন্ত হয় তো পরমেশ্বর তাহাদিগকে অধিকরূপে অধিক দিবেন, অনন্তর তাহারা জানিতে পাইবে সে কে যে পদানুসারে নিকৃষ্টতর ও সৈনাবল অনুসারে দুর্বলতর$? ৭৬। এবং যাহারা উপদেশে উপদিষ্ট হইয়াছে ঈশ্বর তাহাদিগকে অধিক দান করেন, এবং তোমার প্রতিপালকের নিকটে পুরস্কারানুসারে অবিনশ্বর সাধুতা শ্রেয়ঃ, এবং পরাবৃত্তি অনুসারে শ্রেয়ঃ§। ৭৭। অনন্তর যে ব্যক্তি আমার নিদর্শন সকল সম্বন্ধে অধর্ম

---

* ভয়েতে তাহারা খাড়া পড়িয়া যাইবে, ঠিক ভাবে বসিতে পারিবে না, জানুর উপরে পড়িয়া যাইবে। (ত, ফা,)

† কিন্তু বিশ্বাসী লোকেরা যখন তথায় উপস্থিত হইবে তখন অগ্নি নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। হাদিসে উক্ত হইয়াছে যে, কোন কোন স্বর্গগামী লোক প্রশ্ন করিবে যে, ঈশ্বর যখন বলিয়াছেন, "তন্মধ্যে গমনকারী ব্যতীত তোমাদের (কেহই) নহে।" এমন অবস্থায় আমরা কেমন করিয়া অগ্নি দর্শন করিব না ? দেবগণ বলিবেন, নিশ্চয় নরকাগ্নিতে তোমরা উপস্থিত হইবে, কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের জ্যোতিতে অগ্নি নির্বাণ পাইবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ধর্মদ্রোহী লোকেরা বলে যে, আমরা সভাস্থলে আরবের সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ লোক, তোমরা সভায় দুর্বল ও অধীন। অনন্তর পরমেশ্বর তাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ যে পর্যন্ত শাস্তি না হয় পরমেশ্বর পথভ্রান্ত লোকদিগকে ধন-জন মান-সম্মান হয়তো অধিক দিবেন, পরে জানিতে পারিবে তাহারা কেমন হীন দুর্বল ও দুরবস্থাপন্ন। তাহাদিগের সৈন্য-সামন্ত সহায়-সম্বল কিছুই থাকিবে না, এদিকে দেবগণ ও প্রবর্তকগণ বিশ্বাসীদিগের সহায় ও বন্ধু হইবেন। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ কাফেরদিগের পৃথিবীতে ধন-ঐশ্বর্য মান সম্ভ্রম আছে, কিন্তু পরলোকে তাহাদের দুঃখ-বিপত্তি সার হইবে। কিন্তু সংসারে বিশ্বাসীদিগের ধর্ম ও আলোক আছে, পরলোকেও তাঁহাদের জন্য পুরস্কার ও উত্তম প্রত্যাবর্তন স্থান আছে। (ত,হো,)

করিয়াছে তাহাকে কি তুমি দেখিয়াছ? সে বলিয়াছে, "অবশ্য ধন ও সন্তান আমাকে প্রদত্ত হইবে"*। ৭৮। সে কি গুপ্ত (তত্ত্ব) অবগত হইয়াছে, অথবা ঈশ্বরের নিকটে কোন অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে? ৭৯। এরূপ নয়, সে যাহা বলিতেছে অবশ্য তাহা আমি লিখিব, এবং তাহাকে অধিকরূপে শাস্তি দান করিব। ৮০। এবং সে যাহা বলে আমি তাহাকে তাহার উত্তরাধিকারী করিব, (পরে) আমার নিকট সে একাকী উপস্থিত হইবে। ৮১। এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য) উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে, যেন উহা তাহাদের জন্য গৌরব হয়। ৮২। এরূপ নয়, অবশ্য তাহারা তাহাদের অর্চনায় বিরুদ্ধাচরণ করিবে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে বিরোধী হইবে। ৮৩। (র, ৫, আ; ১৬)

তুমি কি দেখ নাই যে, আমি ধর্মদ্রোহীদিগের প্রতি শয়তানদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকি, তাহারা তাহাদিগকে চঞ্চলতায় চঞ্চলিত করিয়া থাকে†। ৮৪। অতএব তাহাদের সম্বন্ধে ব্যস্ত হইও না, আমি তাহাদের নিমিত্ত (দিন) গণনায় গণনা করি, এতদ্ভিন্ন নহে। ৮৫। সেই দিন ধর্মভীরু লোকদিগকে পরমেশ্বরের দিকে অতিথিরূপে সমুত্থাপন করিব‡। ৮৬। এবং পাপীদিগকে তৃষ্ণার্তরূপে নরকের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব। ৮৭। ঈশ্বরের নিকট যে ব্যক্তি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে সে ভিন্ন (পাপ হইতে) মুক্তির অনুরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। ৮৮। এবং তাহারা বলে যে, পরমেশ্বর পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন সত্য-সত্যই তোমরা

* হাবেসের পুত্র খোব্বাব ওয়াইলের পুত্র আসকে ঋণ দান করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি তাহাকে তাহা পরিশোধ করিতে বলেন, তাহাতে সে বলে, "যে পর্যন্ত তুমি মোহম্মদের বিরোধী না হইবে সে পর্যন্ত আমি ঋণ পরিশোধ করিব না।" খোব্বাব বলিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, আমি কখনও কাফের হইব না।" সে বলিল, "যে দিবস তুমি সমুত্থাপিত হইবে সেদিন আসিও, তুমি যাহা বল যদি তাহা সত্য হয় তবে আমার নিকট হইতে ঋণ পরিশোধ করিও। আমি পরলোকে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব, যেহেতু আমার ধন-জন-সন্তান অধিক আছে।" এই উপলক্ষে পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ শয়তানদিগকে কাফেরদিগের বন্ধু করিয়া থাকি, শয়তানগণ তাহাদিগকে নানা পাপ-প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে। (ত, হো,)

‡ এমাম কশিরী বলিয়াছেন যে, কতক লোক সাধন-ভজনার গৌরবে আছেন ও কোন সম্প্রদায় ধর্মের উচ্চাভিলাষরূপ বাহনে আরূঢ; যাঁহারা সাধনায় বাহনে চড়িয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গ অন্বেষণ করেন, তাঁহাদিগকে স্বর্গের উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইবে। যাঁহারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা ঈশ্বর অন্বেষণ করেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের সান্নিধানে উপস্থিত করা হইবে। মমশাদনামক সাধু পুরুষের মুমূর্ষাবস্থায় একজন ফকির তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া এরূপ প্রার্থনা করিতেছিল যে, হে পরমেশ্বর, ইহার প্রতি দয়া কর, ইহাকে স্বর্গে লইয়া যাও। তাহা শুনিয়া মমশাদ ধমকাইয়া বলেন, "হে অবোধ, ত্রিশ বৎসর যাবৎ স্বর্গ আপন শোভা-সম্পদের সহিত আমায় নিকটে প্রকাশ পাইতেছে, আমি তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করি নাই। এক্ষণ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতেছি, তুমি এদিকে আমার জন্য স্বর্গ চাহিতেছ? (ত, হো,)

এক কঠিন বিষয় আনয়ন করিলে। ৮৯ '+ইহা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার ও পর্বত সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবার উপক্রম। ৯০। যেহেতু তাহারা ঈশ্বরের জন্য পুত্র সমর্থন করিয়াছে। ৯১। ঈশ্বরের নিমিত্ত উচিত নয় যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন। ৯২। ঈশ্বরের নিকটে দাস হইয়া আগমন করে ভিন্ন স্বর্গে ও মর্তে কেহই নাই। ৯৩। সত্য-সত্যই তিনি তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছেন ও তাহাদিগকে গণনায় গণিয়াছেন। ৯৪। কেয়ামতের দিনে তাহাদের প্রত্যেকে একাকী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবে। ৯৫। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, অবশ্য তাহাদিগকে পরমেশ্বর প্রেম করিবেন। ৯৬। পরন্তু, তোমার রসনায় ইহাকে (কোরআনকে) সহজ করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন নহে, যেন তুমি তদ্দ্বারা ধর্মভীরু লোকদিগকে সুসংবাদ দান কর ও কলহকারী দলকে ভয় প্রদর্শন কর। ৯৭। এবং আমি তাহাদের পূর্বে সম্প্রদায় সকলের কত লোককে বিনাশ করিয়াছি, তুমি কি তাহাদের কাহাকেও জানিতেছ ও তাহাদের সম্বন্ধে কোন ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ*। ৯৮। (র, ৬, আ ; ১৫)।

সূরা তাহা†

বিংশতি অধ্যায়

১৩৫ আয়ত, ৮ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

প্রার্থী ও পথ-প্রদর্শক‡। ১। আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,)

* অর্থাৎ যখন আমার শাস্তি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইল তখন তাহারা সমূলে বিনাশ পাইল, কেহই অবশিষ্ট রহিল না যে, কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইবে, কোন শব্দ রহিল না যে কেহ শুনিতে পাইবে। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় হজরত একপদে দণ্ডায়মান হইয়া অবিশ্রান্ত সাধনা করিতেন, তাহাতে তাঁহার চরণ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইত, তদুপলক্ষেই এই "তা-হা" সূরার অবতরণ হয়। অনুজ্ঞা বিশেষে তা, ভূমি অর্থে হা ইঙ্গিত হইয়াছে ; অর্থাৎ তুমি উভয় চরণ ভূমিতলে স্থাপন কর, এই ভাব হইতেই সূরার আরম্ভ। কেহ কেহ বলেন যে, একদিন আবুজহল হজরতকে বলিয়াছিল, তুমি আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্লেশ পাইতেছ। অথবা সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল যে, মোহম্মদের প্রতি কোরআন অবতারিত হইয়াছে তাহাকে কেবল ক্লেশ-যন্ত্রণা দান করিবার জন্য। তাহাতেই হে মহাপুরুষ, তোমার ন্যায় বীরত্বের প্রান্তরে কেহ পদ নিক্ষেপ করে নাই, এই ভাব-ব্যঞ্জক "তা-হা" শব্দ অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ "তা-হা" ব্যবচ্ছেদক শব্দ। তন্মধ্যে মূল দুইটি বর্ণ ত, হ। এ স্থলে এই দুই বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ হইতে বহু সাঙ্কেতিক অর্থ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে

(এজন্য) কোরআন অবতারণ করি নাই যে, তুমি ক্লেশ প্রাপ্ত হও। ২।+কিন্তু যে ব্যক্তি ভীত হয় তাহাকে উপদেশ দান করিতে যিনি পৃথিবী ও উন্নত স্বর্গ সকল সকল সৃজন করিয়াছেন তাঁহা হইতে (ইহার) অবতরণ হইয়াছে। ৩+৪। পরমেশ্বর স্বর্গের উপর স্থিতি করিয়াছেন। ৫। পৃথিবীতে যাহা ও স্বর্গলোক সকলে যাহা উভয়ের মধ্যে যাহা এবং আর্দ্রভূমির নিম্নে (তহতঃসরাতে) যাহা আছে উহা তাঁহারই*। ৬। এবং যদি কথা ব্যক্ত কর (ভাল,) পরন্তু নিশ্চয় তিনি গুপ্ত ও গুপ্ততম (বিষয়) জানেন†। ৭। সেই পরমেশ্বর তিনি ভিন্ন উপাস্য নাই, তাঁহার উত্তম নাম সকল আছে। ৮। এবং তোমার নিকটে কি মূসার বৃত্তান্ত উপস্থিত হইয়াছে? ৯। যখন সে অগ্নি দর্শন করিল তখন আপন পরিজনকে বলিল, "তোমরা বিলম্ব কর, নিশ্চয় আমি অগ্নি দর্শন করিয়াছি, হয় তো তাহা হইতে তোমাদের নিকটে অনলখণ্ড আনয়ন করিব, অথবা অগ্নির নিকটে কোন পথ-প্রদর্শক প্রাপ্ত হইব‡। ১০। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, আমি ডাকিলাম, "হে মূসা, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক, অতঃপর তোমার পাদুকাদ্বয় উন্মোচন কর, নিশ্চয় তুমি তুর নামক পবিত্র প্রান্তরে আছ। ১১।১২। এবং আমি তোমাকে

এক প্রকার তা-র-অর্থ অন্বেষণকারী, অর্থাৎ মণ্ডলীর সদগতির জন্য অনুরোধ করার প্রার্থী; হা-র অর্থ পথ-প্রদর্শক, অর্থাৎ বিধির পথ প্রদর্শনকারী। ইহা হজরতের নাম বিশেষ। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এই শব্দ ঈশ্বরের নাম ও কোরআনের নাম বিশেষেও ব্যবহৃত হয়। ভাষ্যগ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে তাহা বর্ণনা করা আবশ্যক বোধ হইল না। (ত, হো,)

* আর্দ্র ভূমির নিম্নে পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তর। নানা তফসীরেতে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সপ্ত স্তর, উহা এক দেবতার স্কন্ধে আছে, সেই দেবতার পদদ্বয় এক বৃহৎ প্রস্তরের উপর এবং প্রস্তর এক স্বর্গীয় বৃষের উপর স্থাপিত, এবং বৃষের পদ স্বর্গস্থ "কওসর" নামক ক্রীড়া সরোবরের এক মৎস্যের পৃষ্ঠোপরি প্রতিষ্ঠিত, মৎস্য সাগরের উপর ও সাগর নরকের উপর স্থিত, নরক বায়ুর পৃষ্ঠে, বায়ু তিমিরাচ্ছন্ন আর্দ্র ভূমির উপর সংস্থাপিত। স্বর্গ ও পৃথিবী নিবাসীদিগের জ্ঞান উপরিউক্ত আর্দ্র ভূমি অতিক্রম করে না। তহতঃ-সরাতে অর্থাৎ আর্দ্র ভূমির নিম্নে যাহা আছে তাহা পরমেশ্বর মাত্র জানেন। (ত, হো,)

† তাহাই গুপ্ত যাহা অন্যে করে ও জানে, এবং লুক্কায়িত করিয়া থাকে, তাহার অন্তরের বিষয় যাহা মনুষ্যে জানে না তাহা গুপ্ততম। অথবা তাহাই গুপ্ত যাহা অন্য জনকে বলা যায়, অন্তরে যাহা লুকাইয়া রাখা যায় তাহা গুপ্ততম। (ত, হো,)

‡ ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন মহাপুরুষ মূসা আপন শ্বশুর শোয়েব হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পিতামাতাকে দর্শন করিবার জন্য সপরিবারে মেসরে যাইতেছিলেন, তখন এক দিন পথে অন্ধকার রজনীতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া তুষার বর্ষণ করে, সেই সময় তাঁহারা পথ হারা হইয়া এয়মন প্রান্তরের নিকটে উপস্থিত হন, সেই স্থানে তাঁহার পত্নী সেফুরার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়। তখন অগ্নির আবশ্যক হইল, মূসা বহু চেষ্টা করিয়াও আগ্নেয় প্রস্তর হইতে অগ্নি উদ্দীপন করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ দূরে অনল দেখিতে পাইলেন, তাহা দেখিয়া সেফুরাকে এইরূপ বলিলেন। (ত, হো,)

মনোনীত করিলাম, অনন্তর যাহা প্রত্যাদেশ করা যাইতেছে তুমি শ্রবণ কর। ১৩। নিশ্চয় আমি পরমেশ্বর, আমি ব্যতীত উপাস্য নাই, অতএব আমাকে অর্চনা কর ও আমাকে স্মরণ করিবার জন্য উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। ১৪। নিশ্চয় কেয়ামত উপস্থিত হইবে, আমি তাহার (সময়) গোপন রাখিতে সমুদ্যত, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করিতেছে তাহাকে তাহার অনুরূপ ফল দেওয়া যায়। ১৫। অনন্তর তাহাতে যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইয়াছে ও স্বীয় কামনার অনুসরণ করিয়াছে, সে যেন তাহা হইতে (বিশ্বাস হইতে) তোমাকে নিবৃত্ত না করে, তাহা হইলে তুমি বিনাশ পাইবে। ১৬। এবং "হে মুসা, তোমার দক্ষিণ হস্তে ইহা কি ?" ১৭। সে বলিল, "ইহা আমার যষ্টি, আমি ইহার উপর ভর করিয়া থাকি ও এতদ্দ্বারা স্বীয় পশুপালের প্রতি বৃক্ষপত্র নিক্ষেপ করি, ইহাতে আমার অন্য কার্য্যও আছে।" ১৮। তিনি বলিলেন, "হে মুসা, তাহা নিক্ষেপ কর"। ১৯। অনন্তর সে তাহা ফেলিয়া দিল, পরে অকস্মাৎ উহা ধাবমান অজগর হইল। ২০। তিনি বলিলেন, "ইহাকে গ্রহণ কর, এবং ভয় করিও না ; অবিলম্বেই আমি ইহাকে পূর্ব্ব প্রকৃতিতে পরিবর্তিত করিব। ২১। এবং তুমি স্বীয় হস্তকে আপন কক্ষতলে সংলগ্ন কর, তাহা নির্দ্দোষ শুভ্র অন্য নিদর্শনরূপে বাহির হইবে। ২২। তবে আমি তোমাকে স্বীয় মহা নিদর্শন সকল হইতে (কোন নিদর্শন) প্রদর্শন করিব। ২৩। তুমি ফেরওনের নিকটে চলিয়া যাও, নিশ্চয় সে অবাধ্যতাচরণ করিয়াছে"। ২৪। (র, ১ ; আ, ২৪)

সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার জন্য আমার হৃদয়কে প্রশস্ত কর। ২৫। + এবং আমার জন্য আমার কার্য্যকে সহজ কর। ২৬। + এবং আমার জিহ্বা হইতে গ্রন্থি উন্মোচন কর*। ২৭। + তাহা হইলে আমার কথা তাহারা বুঝিতে পারিবে। ২৮। এবং আমার জন্য আমার পরিবার হইতে কোন সহকারী নিযুক্ত কর। ২৯। + হারুন আমার ভ্রাতা। ৩০। তদ্দ্বারা তুমি আমার বল দৃঢ় কর। ৩১। + এবং আমার কার্য্যে তাহাকে অংশী কর। ৩২। + তাহা হইলে আমরা তোমাকে বহু স্তব করিব। ৩৩। + এবং তোমাকে বহু স্মরণ করিব। ৩৪। নিশ্চয় তুমি আমার সম্বন্ধে দর্শক আছ।" ৩৫। তিনি বলিলেন, "হে মুসা, নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রার্থনীয় প্রদত্ত হইল। ৩৬। এবং সত্য-সত্যই আমি তোমার প্রতি দ্বিতীয় বার উপকার করিলাম। ৩৭। + (স্মরণ

---

* একদিন ফেরওন মুসাকে বাল্যকালে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিল, মুসা ফেরওনের শ্মশ্রু টানিয়া কিয়দংশ উৎপাটন করিয়া ফেলেন, তাহাতে ফেরওন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ফেরওনের পত্নী আসিয়া বিনয় করিয়া বলে, এ নিতান্ত বালক, ইহার কোন জ্ঞান নাই, উজ্জ্বল মণি ও জ্বলন্ত অঙ্গার ইহার নিকটে তুল্য, অতএব ইহাকে ক্ষমা কর। আসিয়া তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্নিপূর্ণ এক ভাণ্ড ও মণিপূর্ণ এক পাত্র শিশু মুসার নিকট ধারণ করে, শিশু বিধাতার প্রেরণায় মণিপাত্রের দিকে মনোযোগ না করিয়া একটি জ্বলন্ত অঙ্গার উঠাইয়া লয়, এবং তাহা জিহ্বায় অর্পণ করে, তাহাতে জিহ্বা দগ্ধ হওয়ায় তন্মধ্যে গ্রন্থি বসিয়া যায়। তজ্জন্য তিনি কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। এই স্থানে জিহ্বার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। (ত, হো,)

কর,) যখন তোমার মাতার প্রতি যে প্রত্যাদেশ করা হয়, আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম। ৩৮। যথা—তাহাকে তুমি সিন্দুকে নিক্ষেপ কর, পশ্চাৎ নদীতে তাহা বিসর্জন কর;" অনন্তর তাহাকে নদীকূলে নিক্ষেপ করিল, তাহার শত্রু ও আমার শত্রু (ফেরওন) তাহাকে গ্রহণ করিল;" এবং আমি আপনা হইতে তোমার প্রতি প্রেম ঢালিয়া দিলাম, এবং (চাহিলাম) যে, আমার চক্ষুর সম্মুখে তুমি প্রতিপালিত হও* ? ৩৯। যখন তোমার ভগিনী যাইতেছিল তখন সে বলিতেছিল, "যে ইহাকে প্রতিপালন করিবে তাহার প্রতি কি তোমাদিগকে পথ দেখাইব ?" অনন্তর আমি তোমাকে তোমার জননীর নিকটে ফিরাইয়া আনিলাম যেন তাহার চক্ষু শান্ত হয় ও সে শোকার্ত না থাকে, এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, অনন্তর আমি তোমাকে দুঃখ হইতে মুক্তি দান করিলাম, এবং পরীক্ষাতে তোমাকে পরীক্ষিত করিলাম, পরে তুমি মদয়নবাসীদিগের মধ্যে অনেক বৎসর বাস করিলে, তৎপর হে মুসা, ভাগ্যক্রমে আসিয়াছ। ৪০। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করিয়াছি। ৪১। আমার নিদর্শন সকলসহ তুমি যাও ও তোমার ভ্রাতা (যাউক,) এবং আমাকে স্মরণে তোমরা শৈথিল্য করিও না। ৪২। তোমরা উভয়ে ফেরওনের নিকটে যাও, নিশ্চয় সে দুর্দান্ত হইয়াছে। ৪৩। অনন্তর তোমরা তাহাকে কোমল কথা বলিবে, হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে, অথবা ভয় পাইবে। ৪৪। তাহারা বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা শঙ্কিত আছি যে, সে আমাদের উপর আক্রমণ করিবে, অথবা অবাধ্যতা করিবে"। ৪৫। তিনি বলিলেন, "তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি দেখিতেছি ও শুনিতেছি। ৪৬। অনন্তর তোমরা তাহার নিকটে যাইবে, পরে বলিবে যে, নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, অতএব আমাদের সঙ্গে বনি এস্রায়েলকে প্রেরণ কর, এবং তাহাদিগকে ক্লেশ দিও না, সত্যই আমরা তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন সকলসহ উপস্থিত হইয়াছি এবং যে ব্যক্তি উপদেশের অনুসরণ করে তাহার প্রতি আশীর্বাদ। ৪৭। নিশ্চয় আমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি অসত্যারোপ করে ও অগ্রাহ্য করে "তাহার প্রতি শাস্তি হয়†"। ৪৮।

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, যে সময় তোমার মাতা তোমাকে প্রসব করিয়াছিল ও ফেরওনের নিযুক্ত লোক সকল হত্যা করিবার জন্য শিশুদিগকে অন্বেষণ করিতেছিল ও তোমার মাতা তোমার সম্বন্ধে ভাবিত ছিল, তখন আমি তাহাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, এই শিশুকে সিন্দুকে ভরিয়া নদীতে বিসর্জন কর ইত্যাদি। মুসার মাতা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে নবজাত মুসাকে সিন্দুকে স্থাপন করিয়া নীল নদীতে বিসর্জন করে, নদীর স্রোত ফেরওনের প্রাসাদ মূল পর্যন্ত প্রবাহিত হইত। সিন্দুক জলস্রোতে ভাসিয়া ফেরওনের উদ্যানে উপস্থিত হয়, তখন ফেরওন সস্ত্রীক জল-প্রণালীর কূলে স্থিতি করিতেছিল, সিন্দুক প্রণালী দিয়া তাহাদের নিকটে ভাসিয়া আইসে। তাহারা সিন্দুক উঠাইয়া তাহার উপরের আচ্ছাদন উদ্ঘাটন করে, তাহাতে পরম সুন্দর শিশু প্রকাশ হইয়া পড়ে। ফেরওনও আসিয়া মুসার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার মাতাকে ধাত্রী করিয়া তাঁহাকে পালন করে। (ত, হো,)

† এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মুসা মেসরে চলিয়া যান। মুসার পরিজনবর্গ রজনীতে তাঁহার প্রতীক্ষা করেন, রজনী অবসানেও তাঁহার কোন সংবাদপ্রাপ্ত

সে জিজ্ঞাসা করিল, "হে মূসা, অনন্তর কে তোমাদের প্রতিপালক ?" ৪৯। সে বলিল, "যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার প্রকৃতি দান করিয়াছেন, তৎপর পথ দেখাইয়াছেন, তিনি আমাদের প্রতিপালক"। ৫০। সে জিজ্ঞাসা করিল, "অনন্তর পূর্বতন শতাব্দী সকলের অবস্থা কি ?" ৫১। সে (মূসা) বলিল, "তাহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের গ্রন্থেতে আছে, আমার প্রতিপালক বিস্মৃত ও বিভ্রান্ত হন না। ৫২। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে শয্যা করিয়াছেন ও তন্মধ্যে বর্ত্ম সকল চালিত করিয়াছেন, এবং আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছেন তিনি, অনন্তর তদ্দ্বারা আমি নানাবিধ উদ্ভিদ্ পদার্থ বাহির করিয়াছি। ৫৩। (বলিয়াছিলাম,) তোমরা ভক্ষণ কর ও স্বীয় পশুদলকে চরাও, নিশ্চয় ইহাতে বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে*। ৫৪। (র, ২ ; আ, ৩০)

আমি তাহা হইতে (মৃত্তিকা হইতে) তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছি, এবং তন্মধ্যে তোমাদিগকে পুনরানয়ন করিব ও তাহা হইতে পুনর্বার তোমাদিগকে বাহির করিব। ৫৫। এবং সত্য-সত্যই আমি তাহাকে (ফেরওনকে) আপন নিদর্শন সকলের সমগ্র প্রদর্শন করিয়াছি, অনন্তর সে অসত্যারোপ ও অগ্রাহ্য করিয়াছে"†। ৫৬। সে বলিয়াছিল, "হে মূসা, তুমি কি আমাদের নিকটে আসিয়াছ যে, আপন ইন্দ্রজাল দ্বারা আমাদিগের দেশ হইতে আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিবে ? ৫৭। অনন্তর নিশ্চয় আমি ইহার সদৃশ জাদু তোমার নিকটে উপস্থিত করিব, অবশেষে তোমারও আমাদের মধ্যে অঙ্গীকার কাল নির্ধারণ কর, সমতল ক্ষেত্র নির্ধারণ কর, আমরা সমতল ক্ষেত্রে তাহার বিপরীতাচরণ করিব না"। ৫৮। সে বলিল, "তোমাদিগের অঙ্গীকারের সময় শোভা (সম্পাদনের) দিন, যথায় মধ্যাহ্নকালে লোক সকল একত্রিত হইবে"‡। ৫৯। অনন্তর ফেরওন ফিরিয়া গেল, পরে নিজের প্রবঞ্চনা সংযোজনা

হন না। তাঁহারা সেই প্রান্তরে এজন্য অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হন। দৈবাৎ তথায় কতিপয় মদয়ননিবাসী লোক উপস্থিত হয়, তাহারা সেফুরাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পিতার নিকট লইয়া যায়। ফেরওন জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে পর মূসার সংবাদ সেফুরা প্রাপ্ত হন। অবশেষে মূসা মেসর গমনে উদ্যত হইলে হারূনের প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তুমি স্বীয় ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিতে মদয়নের পথে চলিয়া যাও। তদনুসারে হারূন যাইয়া পথিমধ্যে মূসার সঙ্গে মিলিত হন। মূসা স্বীয় বিবরণ বিস্তারিত তাহাকে জ্ঞাপন করেন। পরে উভয়ে মিলিত হইয়া মেসরে উপস্থিত হন। অনেক দিন প্রতীক্ষার পর ফেরওনের সাক্ষাৎ লাভ হয়। তখন তাঁহারা তাহার নিকটে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রচার করেন। (ত, হো,)

* ফেরওনকে উদ্বোধিত করিবার জন্য মূসা এই সকল ঈশ্বরের উক্তি বলিয়াছিলেন।

† অনন্তর ফেরওন কোন প্রমাণ ও নিদর্শন চাহিল, তাহাতে মূসা যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অজগর হইয়া উঠিল। পুনর্বার তাহা গ্রহণ করিলে যষ্টিতে পরিণত হইল, এবং তিনি তাঁহাকে হস্তের শুভ্রতা প্রদর্শন করিলেন। ফেরওন অলৌকিকতা নয় বার দর্শন করিল, কিছুতেই তাহা গ্রাহ্য করিল না। (ত, হো,)

‡ শোভার দিন অর্থাৎ কিবতি লোকদিগের উৎসবের দিন, সে দিন মেসরের সমুদায় লোক সুশোভিত হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইত ও আমোদ-আহ্লাদ করিত। মূসা বলিল, বহুলোক যে দিন এক স্থানে একত্রিত হইবে, সেই

করিল, তৎপর আসিল*। ৬০। মুসা তাহাদিগকে বলিল, "তোমাদিগের প্রতি ধিক্, তোমরা ঈশ্বরের প্রতি অসত্য যোজনা করিও না, পরে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা বিনাশ করিবেন, নিশ্চয় যাহারা (অসত্য) যোজনা করিয়াছে তাহারা অকৃতকার্য হইয়াছে। ৬১। অনন্তর তাহারা আপনাদের মধ্যে আপনাদের কার্য সম্বন্ধে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা করিল ও ষড়যন্ত্র গোপন করিল। ৬২। তাহারা বলিল, 'নিশ্চয় এই দুই জন ঐন্দ্রজালিক আপন ইন্দ্রজাল দ্বারা তোমাদের দেশ হইতে তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিতে ইচ্ছা করে, এবং তোমাদের উত্তম ধর্মপথকে দূর করিতে চাহে†। ৬৩। অতএব চক্রান্তের যোজনা কর, তৎপর শ্রেণীবদ্ধরূপে উপস্থিত হও, এবং নিশ্চয় অদ্য যে ব্যক্তি প্রবল হইল সে-ই মুক্ত হইল"‡। ৬৪। তাহারা বলিল, "হে মুসা, ইহা কি হইবে যে, তুমি (যষ্টি) নিক্ষেপ করিবে, অথবা এই যে ব্যক্তি প্রথম নিক্ষেপ করিবে সে আমরা হইব?" ৬৫। সে বলিল, "বরং তোমরা নিক্ষেপ কর;" অনন্তর অকস্মাৎ তাহাদের যষ্টি ও তাহাদের রজ্জু সকল তাহাদের ইন্দ্রজালে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতেছিল, যেন সেই সকল দৌড়িতেছিল। ৬৬। পরে মুসা আপন অন্তরে ভয় পাইল। ৬৭। আমি বলিলাম, "তুমি ভয় করিও না, নিশ্চয় তুমি প্রবলতর। ৬৮। এবং তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, তাহারা যাহা প্রস্তুত করিয়াছে তাহা গ্রাস করিবে, নিশ্চয় তাহারা যাহা নির্মাণ করিয়াছে তাহা ঐন্দ্রজালিক বঞ্চনা, এবং ঐন্দ্রজালিকগণ যে স্থানে যাইবে তথায় মুক্তি পাইবে না$। ৬৯। অনন্তর নমস্কারপূর্বক ঐন্দ্রজালিকগণ নিপতিত

উৎসবের দিন তোমাদের নিকটে আমাদের অলৌকিকতা প্রদর্শন করা স্থির রহিল। তাহা হইলে সত্যাসত্য সকলের সাক্ষাতে প্রমাণিত হইবে। (ত, হো,)

* অনন্তর ফেরওন তথা হইতে নির্জনে চলিয়া গেল, এবং নানা স্থান হইতে ঐন্দ্রজালিক লোক সংগ্রহ করিতে পরামর্শ স্থির করিয়া দেশে দেশে লোক পাঠাইল। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পরস্পর তাহারা বলিতে লাগিল যে, তোমাদের ধর্ম অন্য ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসা স্বীয় ধর্ম প্রচার করিয়া তাহা দূর করিতে চাহে, অথবা তোমাদের প্রধান পুরুষদিগকে তোমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের প্রতি অনুরক্ত করিতে ইচ্ছুক। যখন এরূপ অবস্থা তখন ঐন্দ্রজালিক উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক। (ত, হো,)

‡ অতএব সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রান্তরে চলিয়া আইস, তাহা হইলে তোমাদের ভয় লোকের অন্তরে সঞ্চারিত হইবে, এবং চেষ্টা কর, ইন্দ্রজালে মুসার উপর জয়ী হইতে পারিবে। অনন্তর সপ্ততি সহস্র কিংবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ঐন্দ্রজালিক শ্রেণীবদ্ধ হইল, মুসা ও হারুন তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ঐন্দ্রজালিক লোকেরা ফেরওনের উপদেশানুসারে পুঞ্জ পুঞ্জ রজ্জু ও যষ্টি শূন্যগর্ভ করিয়া তন্মধ্যে পারদ পূরিয়া প্রান্তরে আনয়ন করিল। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ তোমার দক্ষিণ হস্তে যে যষ্টি আছে তাহা নিক্ষেপ কর, তাহাদের যষ্টি ও রজ্জুকে ভয় করিও না, তোমার যষ্টি অজগররূপ ধারণ করিয়া সেই সমুদায়কে ভক্ষণ করিবে। অনন্তর মুসা তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত দণ্ড ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, তখনই উহা প্রকাণ্ড অজগররূপ ধারণ করিয়া মুখব্যাদানপূর্বক ঐন্দ্রজালিকদিগের সমুদায় ঐন্দ্রজালিক উপাদান গ্রাস করিল। ইহা দেখিয়া

হইল। ৭০। সে বলিল, "তোমাদিগকে আমি আদেশ করার পূর্বে তোমরা কি তাহাকে বিশ্বাস করিলে ? নিশ্চয় সে (মূসা) তোমাদের প্রধান, যেহেতু সে তোমাদিগকে ইন্দ্রজাল শিক্ষা দিয়াছে, অনন্তর অবশ্য আমি তোমাদের হস্ত ও পদ বিপরীতভাবে ছেদন করিব ও খোর্মা তরুর কাণ্ডে তোমাদিগকে শূলে চড়াইব, এবং অবশ্য তোমরা জানিবে যে, আমাদের মধ্যে কে শাস্তি দান অনুসারে সুকঠিন ও অটল"*। ৭১। তাহারা বলিল, "উজ্জ্বল নিদর্শন সকলের যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে তদুপরি এবং যিনি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন (তাহার উপর) কখনও তোমাকে আমরা শ্রেষ্ঠতা দান করিব না, অনন্তর তুমি যাহার আজ্ঞাকর্ত্তা সেই আজ্ঞা কর, তুমি এই পার্থিব জীবনের আজ্ঞা করিবে এতদ্ভিন্ন নহে। ৭২। নিশ্চয় আমরা আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, তাহাতে তিনি আমাদের জন্য আমাদের অপরাধ এবং ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় বিষয়ে তুমি যে আমাদিগের প্রতি বল করিয়াছ তাহা মার্জনা করিবেন, ঈশ্বর কল্যাণ ও নিত্য†। ৭৩। নিশ্চয় যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট অপরাধিরূপে উপস্থিত হয়, পরে একান্তই তাহার জন্য নরক আছে, তথায় সে মরিবে না, এবং বাঁচিবেও না‡। ৭৪। এবং যে ব্যক্তি তাঁহার নিকটে বিশ্বাসীরূপে উপস্থিত হয় নিশ্চয় সে সাধু কার্য করে, অনন্তর ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য উন্নত পদ সকল আছে। ৭৫। +অক্ষয় উদ্যান-নিবহ যাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা নিত্যাবস্থান-কারী, যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়াছে তাহার ইহাই বিনিময়। ৭৬। (র, ৩ ; আ, ১৮)

এবং সত্য-সত্যই আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, আমার দাসগণ সহ (রজনীতে) প্রস্থান কর, অনন্তর তাহাদের জন্য সাগরে শুষ্ক পথে চলিতে থাক,

লোক সকল ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, কয়েক সহস্র লোক ভীড়ের চাপে মারা পড়িল। পরে মূসা অজগরের পুচ্ছ ধারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ উহা সেই যষ্টি হইল। ঐন্দ্রজালিকগণ বুঝিতে পারিল যে, ইহা ইন্দ্রজাল নহে, যেহেতু এক ইন্দ্রজাল অন্য ইন্দ্রজালকে নষ্ট করে না। এবং ইহাতে ঐশী শক্তি ও মূসার অলৌকিকতার প্রকাশ। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ফেরওন ঐন্দ্রজালিকদিগকে বলিল যে, আমার আদেশ না পাইয়া তোমরা কি মূসাকে স্বীকার করিলে ? অতএব তোমাদের একজনের হস্ত ও একজনের পদ ছেদন করিব, এইরূপ বিপরীতভাবে ছেদন করিয়া খোর্মা বৃক্ষের উপর শূলে চড়াইব। মূসাই তোমাদের শিক্ষক ও দলপতি, তোমরা তাহার সঙ্গে যোগ করিয়া ইচ্ছা করিয়াছ যে, আমার রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত কর। লোকে দেখিবে আমাদের মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বর ও আমার মধ্যে শাস্তি দানে কে অধিক কঠিন ও স্থায়ী ? (ত, হো,)

† ফেরওন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য লোকের প্রতি বল প্রয়োগ করিত, অথবা ঐন্দ্রজালিকদিগের আহবানে বল প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহারা পরমেশ্বরের নিকটে সেই বলপ্রয়োগরূপ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিল, যেহেতু সমুদায় ধর্মেই বল প্রয়োগের জন্য ঈশ্বরের নিকটে দায়ী হইতে হয়, কিন্তু এই দায়িত্ব হজরতের মণ্ডলী সম্বন্ধে রহিত হইয়াছে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ সে তথায় মরিবে না শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে, এবং সে সুখ-স্বচ্ছন্দতার জীবনেও জীবিত থাকিবে না। (ত, হো,)

(শত্রুর) ধরিবার জন্য ভয় করিও না, এবং (জলমগ্ন হইবার) শংকা করিও না*। ৭৭। পরিশেষে ফেরওন আপন সেনাদল সহ তাহাদের অনুসরণ করিল, পরে তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, নদীর যাহা (তরঙ্গ) তাহাদিগকে ঢাকিল†। ৭৮। এবং ফেরওন আপন দলকে পথভ্রান্ত করিল ও পথ-প্রদর্শন করিল না। ৭৯। (আমি বলিলাম,) "হে বনি এস্রায়িল, নিশ্চয় তোমাদের শত্রু হইতে আমি তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছি, এবং তুর গিরির দক্ষিণ দিকে (তওরাত গ্রন্থ অবতারণ বিষয়ে) তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছি ও তোমাদের প্রতি "মন্না" "সলওয়া" বর্ষণ করিয়াছি‡। ৮০। এবং (বলিয়াছি,) তোমাদিগকে যে বিশুদ্ধ উপজীবিকা দান করিয়াছি তোমরা তাহা ভক্ষণ কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করিও না, তবে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হইবে এবং যাহার প্রতি আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হয় অনন্তর সে নিশ্চয় নিপাত হইবে। ৮১। এবং যে ব্যক্তি ফিরিয়া আইসে ও বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকর্ম করিয়াছে, নিশ্চয় আমি তাহার সম্বন্ধে ক্ষমাকারী হইয়াছি, তৎপর সে সৎপথ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৮২। এবং হে মুসা, তোমার মণ্ডলী হইতে তোমাকে কিসে সত্বর আনয়ন করিল"$? ৮৩। সে বলিল, "ঐ তাহারা (অনুবর্তিগণ) আমার পদচিহ্নানুসারে (আসিতেছে,) হে আমার প্রতিপালক, আমি সত্বর তোমার অভিমুখী হইলাম যেন তুমি প্রসন্ন হও"। ৮৪। তিনি বলিলেন, "অনন্তর নিশ্চয় আমি তোমার (আগমনের) পর তোমার দলকে পরীক্ষা করিয়াছি এবং সামরী

* অর্থাৎ সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইবে, ফেরওন সৈন্যদলসহ অনুসরণ করিলেও তোমাদিগকে ধরিতে পারিবে না; তোমরা সহজে পার হইয়া যাইবে, জলমগ্ন হইবার ভয় নাই। আমি নিরাপদে তোমাদিগকে পার করিব। ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে মুসা রাত্রিকালে এস্রায়েল মণ্ডলীকে মেসর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যান। পরদিন কিবৃতিগণ সংবাদ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রত্যেকের ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ মুসার অনুসরণ করিতে সক্ষম হয় নাই, পরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বনি-এস্রায়েলকে ধরিতে যায়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ নদীর তরঙ্গে ফেরওন সসৈন্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। (ত, হো,)

‡ মন্না ও সলওয়ার বৃত্তান্ত সূরা বকরাতে বিবৃত হইয়াছে।

$ ফেরওনের মৃত্যু হইলে পর বনি-এস্রায়েল ধর্মবিধি ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল তাহাদের নিমিত্ত নির্ধারণ করিবার জন্য মুসার নিকটে প্রার্থনা করিল। মুসা এ বিষয় ঈশ্বরের সন্নিধানে নিবেদন করিলে আজ্ঞা হইল যে, তুমি এস্রায়েল বংশধর প্রধান পুরুষদিগকে সঙ্গে করিয়া তুর পর্বতে আসিবে, তাহা হইলে আমি ব্যবস্থাগ্রন্থ তোমাকে দান করিব। মুসা বনি-এস্রায়েলের তত্ত্বাবধানের ভার হারুনের প্রতি অর্পণপূর্বক সত্তর জন প্রধান পুরুষকে সঙ্গে করিয়া তুর গিরির অভিমুখে যাত্রা করেন। অনুবর্তী লোকদিগের নিকটে এই অঙ্গীকার করিয়া যান যে, আমি চল্লিশ দিন অন্তে বিধি পুস্তক সহ ফিরিয়া আসিব। তুরের নিকটবর্তী হইয়াই তিনি সঙ্গের লোকদিগকে রাখিয়া ঈশ্বরের বাণী ও স্বর্গীয় সন্দেশ শ্রবণোৎসাহে দ্রুতগতিতে গিরিমূলে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার প্রতি এই উক্তি হইয়াছিল। (ত, হো,)

তাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছে"*। ৮৫। অবশেষে মূসা আপন সম্প্রদায়ের অভিমুখে ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ণভাবে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, "হে আমার মণ্ডলী, তোমাদের প্রতিপালক কি উত্তম অঙ্গীকারে অঙ্গীকার করেন নাই? অনন্তর তোমাদের প্রতি কি সময় দীর্ঘ হইয়াছে অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছ যে, তোমাদিগের প্রতিপালক হইতে তোমাদের প্রতি আক্রোশ উপস্থিত হয়? পরিশেষে তোমরা আমার অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করিলে"†। ৮৬। তাহারা বলিল, "আমরা আপন সাধ্যানুসারে তোমার অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করি নাই, কিন্তু আমরা (কিবৃতি) জাতির আভরণের ভার বহন করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহা নিক্ষেপ করিয়াছি, পরে তদ্রূপ সামরীও নিক্ষেপ করিয়াছে"‡। ৮৭। অবশেষে সে (সামরী) তাহাদের জন্য এক গোবৎস মূর্তি বাহির করিল, তাহার শব্দ ছিল, অনন্তর তাহারা (সামরী ও তাহার অনুচরগণ) বলিল, 'ইহাই তোমাদের ঈশ্বর ও মূসার ঈশ্বর, তৎপর সে ভুলিয়া গেল'$। ৮৮। অনন্তর তাহারা কি দেখিতেছে না যে,

* সামরী সামরা কুলোদ্ভব এস্রায়েল মণ্ডলীর মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিল। সে গোবৎস পূজা করিত। যখন মূসা তুর গিরিতে চলিয়া গেলেন, তখন সামরী হারুনের নিকটে আসিয়া বলিল যে, কিবৃতিদিগের নিকট হইতে চাহিয়া যে সকল অলংকার লওয়া গিয়াছিল তাহা আমাদের নিকটে আছে, উহা অধিকার করা আমাদের উচিত নয়। সকলেই তাহা ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে, তুমি সেই সকল আভরণ ও ধাতুদ্রব্য একত্র করিয়া বিতরণ করিতে আজ্ঞা কর। এই কথা শুনিয়া তখন হারুন সমুদায় অলঙ্কার আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সে সকলল উপস্থিত করা হইলে সামরী এক পাত্রে স্থাপন করিয়া অনলযোগে দ্রবীভূত করে। সে স্বর্ণকারের কার্যে সুনিপুণ ছিল। সেই দ্রবীভূত ধাতু দ্বারা এক গোবৎসের মূর্তি নির্মাণ করে। জেব্রিলের অশ্বের ক্ষুরের ধূলি উহার ভিতরে নিক্ষেপ করিলে উহা সজীব গোবৎসের ন্যায় শব্দ ও স্পন্দনাদি করিতে থাকে। বনি-এস্রায়েলের চারি সম্প্রদায় সেই গোবৎস মূর্তিকে পূজা করিতে আরম্ভ করে। পরমেশ্বর মূসাকে এই সংবাদ দান করিলেন যে, তুমি চলিয়া আসিলে পর তোমার সম্প্রদায় গোবৎসপূজক হইয়াছে। (ত, হো,)

† মূসা যখন মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন যে, গোবৎস মূর্তিকে ঘেরিয়া সকলে নৃত্য করিতেছে ও বাদ্য বাজাইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি ধর্মগ্রন্থ আনয়নের জন্য তোমাদের দলপতিগণকে সঙ্গে করিয়া তুর গিরিতে গিয়াছিলাম, চল্লিশ দিন পরে ফিরিয়া আসিব আমার এই অঙ্গীকার ছিল আমি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়াছি। এই সময় কি তোমাদের পক্ষে দীর্ঘ হইয়াছিল? (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ এস্রায়িলের সন্তানগণ বলিল, আমরা মেসর হইতে চলিয়া আসিবার সময় কিবৃতিগণ হইতে যে সকল অলংকার চাহিয়া আনিয়াছিলাম তাহা আমাদের নিকটে ভার বোধ হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহা হারুনের আজ্ঞাক্রমে অগ্নিতে বিসর্জন করিয়াছিলাম। যেমন আমরা ফেলিয়া দিয়াছিলাম তদ্রূপ সামরীও অগ্নিতে বিসর্জন করিয়াছিল, পরে সে তাহা অগ্নিতে গলাইয়া গোবৎস মূর্তি বাহির করিয়াছে। (ত, হো,)

$ সে ঈশ্বরের উক্তি ভুলিয়া গেল, অর্থাৎ ধর্ম রক্ষা করা যে কর্তব্য ছিল সামরী তাহা পরিত্যাগ করিল। (ত, হো,)

সে (গোবৎস) তাহাদের প্রতি কোন উক্তি প্রত্যানয়ন করে না (কথা বলে না,) এবং তাহাদের জন্য কোন ক্ষতি-বৃদ্ধিও করিতে সমর্থ নহে ? ৮৯। (র, ৪ ; আ, ১৪)

এবং সত্য-সত্যই পূর্বে হারুন বলিয়াছিল যে, "হে আমার মণ্ডলী, এতদ্দ্বারা তোমরা পরীক্ষিত হইলে এতদ্ভিন্ন নহে এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর ; অনন্তর তোমরা আমার অনুসরণ কর ও আমার আজ্ঞা মান্য কর"। ৯০। তাহারা বলিল, "যে পর্যন্ত মুসা আমাদের নিকট ফিরিয়া না আইসে সে পর্যন্ত আমরা ইহার নিকটে সাধনানুসারে নিরন্তর বাস করিব"। ৯১। সে (মুসা) বলিল, "হে হারুন, যখন তুমি তাহাদিগকে বিপথগামী হইল দেখিলে তখন আমার অনুসরণ করিতে কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল ? অনন্তর তুমি কি আমার আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ"* ? ৯২।-৯৩। সে বলিল, 'হে আমার মাতৃনন্দন, তুমি আমার কেশ ও আমার শ্মশ্রু ধরিও না, নিশ্চয় আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে যে, তুমি বনি এস্রায়িলের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছ এবং আমার কথা পালন কর নাই"। ৯৪। সে (মুসা) বলিল, "হে সামরি, অনন্তর তোমার কি অবস্থা" ? ৯৫। সে বলিল, 'যাহা তাহারা দেখে নাই আমি তাহা দেখিয়াছি, অনন্তর আমি প্রেরিত পুরুষের (অশ্বের) পদাঙ্কের এক মুষ্টি (মৃত্তিকা) গ্রহণ করণান্তর উহাতে (গোবৎসে) নিক্ষেপ করিয়াছি এবং এইরূপে আমার চিত্ত আমাকে উৎকৃষ্ট দেখাইয়াছিল†। ৯৬। সে বলিল, "অনন্তর তুমি চলিয়া যাও, অবশেষে নিশ্চয় জীবদ্দশাতে তোমার জন্য (শাস্তি) এই যে, তুমি বলিবে, "অস্পৃশ্য" এবং তোমার জন্যে এক অঙ্গীকার আছে, তাহার অন্যথা হইবে না ও যাহার নিকটে তুমি সাধকের ভাবে বাস করিয়াছিলে তোমার সেই উপাস্যের প্রতি দৃষ্টি কর, অবশ্য আমি তাহাকে দগ্ধ করিব, তৎপর অবশ্য নদীতে তাহাকে বিকীর্ণভাবে বিকিরণ করিব‡। ৯৭। তোমাদের উপাস্য সেই ঈশ্বর এতদ্ভিন্ন নহে, যিনি তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জ্ঞানযোগে সমুদায় বস্তুতে প্রবেশ করিয়াছেন"। ৯৮। এইরূপে (হে মোহম্মদ,) পূর্বে নিশ্চয় যাহা ঘটিয়াছে আমি তাহার বিবরণ তোমার নিকটে বিবৃত করিলাম এবং নিশ্চয় আপন সন্নিধান হইতে উপদেশ তোমাকে দান করিলাম। ৯৯। যে ব্যক্তি তাহা হইতে বিমুখ হইয়াছে নিশ্চয় সে কেয়ামতের দিনে ভার বহন করিবে। ১০০।+তাহারা তাহাতে (সেই ভাবেতে) সর্বদা থাকিবে এবং কেয়ামতের দিনে তাহাদের বহনীয় কুৎসিত (ভার) হইবে। ১০১।+যে দিবস সুরে ফুৎকার করা হইবে সেই দিবস নীলাক্ষ অপরাধীদিগকে আমি সমুত্থাপন করিব$।

* মুসা পর্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমতঃ লোকদিগকে ভর্ৎসনা করেন, পরে স্বীয় ভ্রাতা হারুনের নিকটে আসিয়া মহাক্রোধে এক হস্তে তাহার কেশ অপর হস্তে শ্মশ্রু ধরিয়া টানিতে থাকেন ও অনুযোগ করেন। (ত, হো,)

† এ-স্থলে প্রেরিত পুরুষ জেব্রিল।

‡ পৃথিবীতে সামরীর এই শাস্তি ছিল যে, তাহাকে এস্রায়িল সৈন্যগণের শিবিরের বাহিরে অবস্থিতি করিতে হইত, সে কাহারও সঙ্গে মিশিতে পারিত না। সে অস্পৃশ্য ছিল, লোকসকল তাহাকে দূরে দূরে করিত। পরকালেও তাহার জন্য শাস্তির অঙ্গীকার রহিয়াছে। (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের অংশী স্থাপন করিয়াছে সেই সকল অপরাধিগণের চক্ষু অতি ক্লেশে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে, অন্ধ হইবে। তাহারা সেই অবস্থায় আমা দ্বারা উত্থাপিত হইবে। (ত, হো,)

১০২। তাহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পর গোপনে বলিবে যে, দশ দিবস ভিন্ন তোমরা বিলম্ব কর নাই*। ১০৩। তাহারা যাহা বলিতেছে যখন ধর্মজ্ঞানানুসারে তাহাদের শ্রেষ্ঠ (ব্যক্তি) বলিবে, একদিন ভিন্ন তোমরা বিলম্ব কর নাই, তাহা আমি উত্তম জ্ঞাত†। ১০৪। (র, ৫ : আ, ১৫)

এবং তোমাকে (হে মোহম্মদ,) পর্বত সকলের বিষয় তাহারা প্রশ্ন করিতেছে, অনন্তর তুমি বল, আমার প্রতিপালক তাহা বিকীর্ণরূপে বিকীর্ণ করিবেন‡। ১০৫। +পরে তিনি সমতল প্রান্তররূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। ১০৬। +তুমি তথায় বক্রতা ও উচ্চতা দেখিতে পাইবে না। ১০৭। সেই দিন তাহারা আহ্বানকারীর পশ্চাদ্বর্তী হইবে, তাহার জন্য কোন বক্রতা হইবে না, পরমেশ্বরের জন্য শব্দসকল ক্ষীণ হইবে, অনন্তর ক্ষীণ শব্দ ব্যতীত তুমি শুনিতে পাইবে না$। ১০৮। যাহাকে ঈশ্বর অনুমতি দান করিয়াছেন, এবং তিনি যাহার বাক্যে প্রসন্ন হইয়াছেন সেই দিন সে ব্যতীত (অন্যের) 'শফাঅত'' (লোকের সদ্গতির জন্য অনুরোধ) উপকারে আসিবে না। ১০৯। তাহাদের যাহা সম্মুখে ও যাহা পশ্চাতে আছে তিনি তাহা জ্ঞাত আছেন, এবং জ্ঞানযোগে তাহারা তাঁহাকে আবেষ্টন করিতে পারে না§। ১১০। এবং (তাহাদের) আনন জীবন্ত বিদ্যমান (ঈশ্বরের) জন্য অবনত হইবে, এবং যে ব্যক্তি অত্যাচার (অংশিবাদিতা) বহন করিয়াছে, নিশ্চয় সে অসিদ্ধকাম হইয়াছে। ১১১। এবং যে ব্যক্তি সৎকর্মসকল করে ও সে বিশ্বাসী হয় পরে সে কোন অত্যাচার ও ক্ষতিকে ভয় করে না। ১১২। এই প্রকারে আমি ইহাকে (এই গ্রন্থকে) আরব্য কোরআনরূপে অবতারণ করিয়াছি, এবং তন্মধ্যে (শাস্তির) ভয়ের বিষয় বর্ণন করিয়াছি হয় তো তাহারা ধর্মভীরু হইবে, অথবা তাহা তাহাদের সম্বন্ধে কোন উপদেশ উৎপাদন করিবে। ১১৩। অনন্তর সত্যাধিপতি পরমেশ্বর সমুন্নত, এবং কোরআনে তাঁহার প্রত্যাদেশ তোমার প্রতি তাহা পঁহুছাইবার পূর্বে তুমি সত্বর হইও না, এবং তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক,

---

* অর্থাৎ পারলৌকিক কালের দীর্ঘতার তুলনায় পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থিতি কালকে অনেকে অতি অল্প (দশ দিন) বলিয়া অনুমান করিবে এবং যাহারা জ্ঞানবান্ তাহারা বলিবে যে, এক দিনের অধিক নয়। কেয়ামতের ভয়ে তাহারা এমন ভীত হইবে যে, পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থিতির সময়কে ভুলিয়া যাইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমাদের অবস্থিতিকাল পৃথিবীতে ও কবরে এক দিনের অধিক নহে। কেয়ামতের ভয়ে তাহারা পৃথিবীতে ও কবরে অবস্থান কালের দীর্ঘতা ভুলিয়া যাইবে। সেই সময়ের দীর্ঘতার তুলনায় পার্থিব জীবনের দীর্ঘতা বিশেষতঃ যে সময় অজ্ঞানতায় অতিবাহিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত খর্ব মনে হইবে। (ত, হো,)

‡ প্রলয়কালে পর্বতসকল সমূলে উৎপাটিত হইবে, পরে তাহা ধূলিবৎ চূর্ণীকৃত হইবে, তৎপর বায়ু উহা উড়াইয়া লইয়া যাইবে। (ত, হো,)

$ প্রলয়কালে আহ্বানকারী এস্রাফিলের। সকলে তাঁহা কর্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবে। "তাঁহার জন্য কোন বক্রতা হইবে না" অর্থাৎ কোন আহূত ব্যক্তি তাঁহার আহ্বানের ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না। "পরমেশ্বরের জন্য শব্দসকল ক্ষীণ হইবে" অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা ও প্রতাপ দেখিয়া লোকে ভয়ে উচ্চ কথা কহিতে সক্ষম হইবে না। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ তাহারা জ্ঞানপ্রভাবে অবগত হইতে পারে না। (ত, হো,)

আমাকে অধিক জ্ঞান দান কর*। ১১৪। এবং সত্য-সত্যই পূর্বে আমি আদমের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, অনন্তর সে ভুলিয়া গেল, এবং আমি তাহার দৃঢ়তা প্রাপ্ত হই নাই†। ১১৫। (র, ৬, আ, ১১)

এবং (স্মরণ কর) তখন আমি দেবতাদিগকে বলিলাম যে, "তোমারা আদমকে প্রণাম কর", তখন শয়তান ব্যতিরেকে তাহারা নমস্কার করিল, সে অগ্রাহ্য করিল। ১১৬। অনন্তর আমি বলিলাম, "হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার ভার্যার শত্রু, অবশেষে এ তোমাদিগকে যেন সে স্বর্গ হইতে বাহির না করে, তবে তুমি দুর্দশাপন্ন হইবে। ১১৭। নিশ্চয় তোমার জন্য ইহা যে, তথায় তুমি ক্ষুধিত ও বিবস্ত্র থাকিবে না। ১১৮। +এবং নিশ্চয় তুমি তথায় তৃষিত ও আতপতাপিত হইবে না। ১১৯। পরিশেষে শয়তান তাহার প্রতি কুমন্ত্রণা প্রয়োগ করিল, "হে আদম, তোমাকে কি অবিনশ্বর বৃক্ষ ও চির নূতন রাজত্বের দিকে পথ প্রদর্শন করিব?" ১২০। অনন্তর তাহারা তাহার (ফল) ভক্ষণ করিল, পরে তাহাদের জন্য তাহাদের লজ্জাজনক অঙ্গ প্রকাশ পাইয়া পড়িল ও তাহারা স্বর্গীয় বৃক্ষপত্র আপনাদের জননেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন করিতে আরম্ভ করিল, এবং আদম স্বীয় প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচারী হইল, অবশেষে পথভ্রান্ত হইয়া গেল‡। ১২১। তৎপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে গ্রহণ করিলেন, পরে তিনি তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও পথ দেখাইলেন। ১২২। তিনি বলিলেন, "তোমরা উভয়ে এ স্থান হইতে অবতরণ কর তোমরা একে অন্যের শত্রু, অনন্তর যদি আমার নিকট হইতে তোমাদের প্রতি জ্ঞানোপদেশ উপস্থিত হয়, তখন যে ব্যক্তি আমার উপদেশের অনুসরণ করিবে, পরে সে পথভ্রান্ত হইবে না ও দুর্গতি ভোগ করিবে না। ১২৩। এবং যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ হইয়াছে, অনন্তর নিশ্চয় তাহার জন্য জীবিকা সঙ্কোচ হয়, এবং আমি কেয়ামতের দিনে তাহাকে অন্ধ (করিয়া) সমুত্থাপন করিব"। ১২৪। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, কেন আমাকে অন্ধ (করিয়া) উত্থাপন করিবে?

"কোরআনে তাহার প্রত্যাদেশ তোমার প্রতি পহুঁছাইবার পূর্বে তুমি সত্বর হইও না" অর্থাৎ যে পর্যন্ত প্রত্যাদেশ লাভ না কর, কোরআন বিষয়ে আদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত হইও না। এমাম হোসন বসোরী বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে চপটাঘাত করিয়াছিল. সেই নারী হজরতের নিকট আসিয়া বিচারপ্রার্থিনী হয়। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আঘাতকারীকে প্রতিফল দান করেন। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, এবং তদনুসারে হজরত শাস্তির আজ্ঞায় বিলম্ব করেন। মুসা অধিক জ্ঞান অন্বেষণ করাতে ঈশ্বর তাঁহাকে মহাপুরুষ খেজরের নিকটে সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদ প্রার্থী না হওয়াতে ঈশ্বর তাঁহাকে অধিক জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিলেন। তিনি অন্য কাহারও নিকটে শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন নাই। (ত, হো)

† অর্থাৎ পরমেশ্বর আদমকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটে যাইও না। তিনি তাহা ভুলিয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

‡ অনন্তর আদম অসিদ্ধকাম হইলেন, স্বর্গ হইতে তাহাকে পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হইল। পরে তিনি নিরন্তর অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (ত, হো)

তাহা রচনা করিয়াছে, বরং সে কবি, অনন্তর উচিত যে, সে আমাদের নিকটে কোন নিদর্শন আনয়ন করে যেমন পূর্ববর্তীগণ তৎসহ প্রেরিত হইয়াছিল"। ৫। তাহাদের পূর্বে (এমন) কোন গ্রাম (গ্রামবাসী) বিশ্বাস স্থাপন করে নাই যাহাকে আমি বিনাশ করিয়াছি, অবশেষে তাহারা কি বিশ্বাস করিবে? ৬। এবং তোমার পূর্বে (হে মোহম্মদ,) যাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছিলাম আমি তাহাদিগকে বৈ প্রেরণ করি নাই, অনন্তর (হে লোক সকল,) তোমরা যদি অবগত না থাক তবে গ্রন্থাধিকারীদিগেকে জিজ্ঞাসা কর*। ৭। এবং আমি তাহাদিগের (প্রেরিত পুরুষদিগের) এমন শরীর করি নাই যে, তাহারা অন্ন ভক্ষণ করিত না; তাহারা চিরস্থায়ী ছিল না। ৮। তৎপর তাহাদের সম্বন্ধে আমি অঙ্গীকার সপ্রমাণ করিয়াছি, অনন্তর তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছি ও (বিশ্বাসীদিগের) যাহাকে ইচ্ছা করিয়াছি (মুক্তি দিয়াছি,) এবং সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে বিনাশ করিয়াছি। ৯। সত্য-সত্যই আমি তোমাদিগের প্রতি গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, তন্মধ্যে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না? ১০। (রু, ১; আ, ১০)

এবং অত্যাচারী ছিল এমন কত বসতি আমি চূর্ণ করিয়াছি ও তাহার পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করিয়াছি। ১১। অনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি অনুভব করিল, অকস্মাৎ তাহারা তথা হইতে দৌড়িতে লাগিল। ১২। (বলিলাম,) "তোমরা দৌড়িও না ও যাহাতে সুখ দেওয়া গিয়াছে সেই দিকে ও আপন আলয় সকলের দিকে ফিরিয়া আইস, পরে তো তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে✝"। ১৩। তাহারা বলিল, "হায়! আমাদের প্রতি আক্ষেপ নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। ১৪। অনন্তর যে পর্যন্ত আমি শস্য কর্তিত ক্ষেত্র (সদৃশ) করিয়াছিলাম, সে পর্যন্ত সর্বদা তাহাদের এই আর্তনাদ ছিল। ১৫। এবং আমি স্বর্গ-মর্ত এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা ক্রীড়াকারিরূপে সৃষ্টি করি নাই। ১৬। যদি ইচ্ছা করিতাম যে ক্রীড়ামোদ গ্রহণ করি, তবে অবশ্য আপনা হইতে গ্রহণ করিতাম, যদি কার্যকারক হইতাম। ১৭। বরং আমি সত্যকে অসত্যের উপর নিক্ষেপ করিতেছি, পরে তাহার মস্তক ভগ্ন হইতেছে, অবশেষে উহা অকস্মাৎ বিলুপ্ত হইতেছে, তোমরা যাহা বর্ণন করিতেছ তজ্জন্য তোমাদের প্রতি আক্ষেপ⁂। ১৮। এবং যে কেহ স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে সে তাঁহারই ও যাহারা তাঁহার নিকটে আছে তাহারা তাঁহার অর্চনায় গর্ব করে না ও পরিশ্রান্ত হয় না। ১৯। তাহারা দিবা-রাত্রি স্তব করে, শৈথিল্য করে না। ২০। তাহারা কি পৃথিবী হইতে ঈশ্বর সকল গ্রহণ করে, তাহারা (মৃতদিগকে) কি জীবিত করিয়া থাকে$? ২১। যদি

* অর্থাৎ গ্রন্থাধিকারী ইসায়ী ও মুসায়ী সম্প্রদায় প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা কর যে প্রেরিত পুরুষগণ মনুষ্য না দেবতা ছিল। (ত, হো,)

✝ ঈশ্বরের শাস্তির ভয়ে লোকসকল পলায়ন করিতে লাগিল, দেবতারা উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, দৌড়িও না, আপন গৃহে ফিরিয়া আইস। স্বীয় ধর্মপ্রবর্তকের হত্যা সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। (ত, হো,)

⁂ আমি সত্য অর্থাৎ কল্যাণ অসত্যের উপর অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদের উপর অথবা এসলাম ধর্মকে পৌত্তলিকতার উপর প্রাধান্য দান করিতেছি। তোমরা যে, ঈশ্বর স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ অযোগ্য বর্ণনা করিতেছ, তজ্জন্য তোমাদিগকে ধিক্। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ তাহারা কি পার্থিব বস্তু সুবর্ণ, রজত ও কাষ্ঠ-মৃত্তিকাদি দ্বারা নির্মিত

(স্বর্গ-মর্ত) উভয়ের মধ্যে এই ঈশ্বর ব্যতীত অনেক ঈশ্বর থাকিত তবে অবশ্য সেই দুই-ই শঙ্কটাপন্ন হইত, অনন্তর তাহারা যাহার বর্ণনা করিয়া থাকে তদপেক্ষা স্বর্গের প্রতিপালক পরমেশ্বরের পবিত্রতা (অধিক)। ২২। তিনি যাহা করেন তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হন না, বরং তাহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে। ২৩। তাহারা কি তাহাকে ব্যতীত (অন্য) ঈশ্বর গ্রহণ করে? তুমি বল, তোমরা আপনাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যাহারা আমার সঙ্গে আছে তাহাদের এই পুস্তক (কোরআন গ্রন্থ) ও যাহারা আমার পূর্বে ছিল তাহাদেরও পুস্তক, বরং তাহাদের অধিকাংশ লোক সত্যকে জানিতেছে না, পরন্তু তাহারা অগ্রাহ্যকারী*। ২৪। তোমার পূর্বে (হে মোহম্মদ,) যাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছিলাম আমি তাহাকে ব্যতীত অন্য কোন প্রেরিত পুরুষ পাঠাই নাই, এই যে আমি ভিন্ন উপাস্য নাই, অনন্তর তোমরা আমাকে অর্চনা কর। ২৫। এবং তাহারা বলিয়াছে যে পরমেশ্বর সন্তান গ্রহণ করিয়াছে। পবিত্রতা তাঁহারই, বরং (দেবগণ) সম্মানিত দাস। ২৬। †তাহারা কথায় তাহাকে অতিক্রম করে না, বরং তাহারা তাঁহার আজ্ঞাক্রমে কার্য করে। ২৭। তাহাদের সম্মুখে যাহা ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা আছে তিনি তাহা জানিতেছেন, এবং যে ব্যক্তি মনোনীত হয় তাহার জন্য ব্যতীত তাহারা শফাঅত (ক্ষমার অনুরোধ) করে না, এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ব্যাকুল। ২৮। এবং তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে যে, "তিনি ভিন্ন নিশ্চয় আমিই ঈশ্বর" অনন্তর এই তাহাকে আমি নরকদণ্ড বিধান করি, এই প্রকার অত্যাচারীদিগকে আমি বিনিময় দান করিয়া থাকি। ২৯। (র, ২, আ, ১৭)

ধর্মদ্রোহিগণ কি দেখে নাই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল, পরে আমি উভয়কে উন্মুক্ত করিয়াছি, এবং আমি জল দ্বারা সমুদায় বস্তুকে জীবিত করিয়াছি, অনন্তর তাহারা কি বিশ্বাস করিতেছে না‡? ৩০। এবং আমি পৃথিবীতে (এই ভাবে) পর্বতসকল সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহা সেই সকলের সঙ্গে বিচলিত না হয়, এবং আমি

ঈশ্বর স্বীকার করে ও সেই ঈশ্বর কি মৃতদিগকে পুনর্জীবন দান করিতে পারে। (ত, হো,)

* যে সকল দেবতাকে ঈশ্বরের তুল্যরূপে গণনা করা হইয়াছে প্রথমতঃ তাহাদের প্রসঙ্গ হইয়াছে। যথা—দুই প্রভু হইলে এ জগৎ বিনাশ পাইত। যাহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা গিয়াছে এক্ষণ তাহাদের প্রসঙ্গ হইতেছে, প্রমাণ স্থলে সেই সকল প্রতিনিধিদিগের প্রভুর নিদর্শনপত্র আবশ্যক, তদ্ব্যতীত কেমন করিয়া তাহারা প্রতিনিধি হইবে। (ত, ফা,)

† কাফেরদিগের সম্বন্ধে কাহারও 'শফাঅতে'র আশা নাই, ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত দেবতারাও তাহাদের জন্য শফাঅত করিতে পারেন না। এবনে আব্বাস বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করিয়াছে ও তৎপ্রতি অন্তরের সহিত বিশ্বাস রাখে, তাহার সম্বন্ধেই "শফাঅত" বিধেয় হইয়াছে, (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আকাশে মেঘ বন্ধ ছিল, বারিবর্ষণ হইত না। পৃথিবীতে জলপ্রণালী ও খনি ইত্যাদি বন্ধ ছিল। পরে এ সকল প্রকাশিত হয়, আকাশে নক্ষত্রসকল দীপ্তি পায়, বারিবর্ষণ হয়, নদ-নদী ও উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়, শুক্রযোগে জীবের উৎপত্তি হয়, এই সমুদায়েরই মূল ঈশ্বর। (ত, হো,)

ছথায় প্রশস্ত বর্ত্ম সকল উৎপাদন করিয়াছি, হয়তো তাহারা পথ প্রাপ্ত হইবে* । ৩১ ।
এবং আমি আকাশকে সংরক্ষিত ছাদ করিয়াছি, এবং তাহারা তাহার নিদর্শন সকল
হইতে বিমুখ আছে† । ৩২ । এবং তিনিই যিনি রাত্রি ও দিবা ও সূর্য ও চন্দ্র সৃজন
করিয়াছেন, এবং সকলেই আকাশেতে স্তুতি করিতেছে‡ । ৩৩ । এবং তোমার
পূর্বে (হে মোহম্মদ,) কোন মনুষ্যের জন্য স্থায়িত্ব প্রদান করি নাই, অনন্তর যদি
তুমি মরিয়া যাও তবে তাহারা কি স্থায়ী হইবে$? ৩৪ । প্রত্যেক মনুষ্য মৃত্যু
আস্বাদনকারী, এবং আমি তোমাদিগকে সম্পদ্ বিপদ্ দ্বারা পরীক্ষানুসারে পরীক্ষা
করিয়া থাকি এবং আমার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে । ৩৫ । এবং
ধর্মদ্রোহিগণ যখন তোমাকে দেখে তখন বিদ্রূপ করে ভিন্ন তোমাকে গ্রহণ করে না,
(যথা,) "যে ব্যক্তি তোমাদের উপাস্যগণকে (অবজ্ঞা করিয়া) স্মরণ করে এ কি
সে" ? তাহারা ঈশ্বরের স্মরণেতে বিরুদ্ধাচারী । ৩৬ । মনুষ্য সত্বর সৃষ্ট
হইয়াছে, অবশ্য তোমাদিগকে আপন নিদর্শন দেখাইব, অনন্তর তোমরা সত্বর চাহিও
না । ৩৭ । এবং তাহারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই অঙ্গীকার
কবে হইবে" ? ৩৮ । ধর্মদ্রোহিগণ যদি সেই সময়কে জানিত যে-সময়ে আপন
মুখমণ্ডল হইতে ও আপন পৃষ্ঠ হইতে অগ্নি নিবারিত করিতে পারিবে না, এবং
তাহারা আনুকূল্য প্রাপ্ত হইবে না, (ভাল ছিল) । ৩৯ । তাহাদের নিকটে অকস্মাৎ
(কেয়ামত) উপস্থিত হইবে,অনন্তর তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবে, তাহারা তাহা
খণ্ডন করিতে পারিবে না, এবং তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে না । ৪০ ।
এবং সত্য-সত্যই তোমার পূর্বে (হে মোহম্মদ,) প্রেরিত পুরুষগণকে উপহাস করা
হইয়াছে, অনন্তর তাহাদের যাহারা উপহাস করিয়াছিল যদ্দ্বারা উপহাস করিয়াছিল
তাহা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে । ৪১ । (র, ৩, আ, ১২)

তুমি জিজ্ঞাসা কর, দিবা-রাত্রি ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা
করিবে ? বরং তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রসঙ্গ হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকে । ৪২ ।
আমি ভিন্ন তাহাদের জন্য কি উপাস্য সকল আছে যে, তাহাদিগকে রক্ষা করে ?
তাহারা আপন জীবনকে সাহায্য দান করিতে পারে না ও তাহারা আমার (শাস্তি)
হইতে রক্ষিত হইতে পারে না । ৪৩ । বরং আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের
পিতৃপুরুষদিগকে এতদূর ফলভোগী করিয়াছি যে, তাহাদিগের প্রতি জীবন দীর্ঘ
হইয়াছে, অনন্তর তাহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি পৃথিবীতে তাহার বিভাগ
সকল হইতে তাহাকে নষ্ট করিয়া উপস্থিত হইতেছি ? অবশেষে তাহারা কি
বিজেতা§ ? ৪৪ । তুমি বল, প্রত্যাদেশযোগে আমি তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন

---

* পৃথিবীর দৃঢ়তার জন্য পর্বত সকল স্থাপিত হইয়াছে । এক দেশের লোকের সঙ্গে অন্য দেশের লোক মিলিতে পর্বত প্রতিবন্ধক যেন না হয় এজন্য পথ প্রস্তুত হইয়াছে । (ত, ফা,)

† অর্থাৎ এমন ছাদ নির্মিত হইয়াছে যে, কেহ তাহা ভগ্ন করিতে পারে না । (ত, ফা,)

‡ সূর্য-চন্দ্র দিবা-রাত্রি নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে । (ত, ফা,)

$ কাফের লোকে বলে যে, এ ব্যক্তি পর্যন্ত এই ঘটনা ও আন্দোলন, এ মরিয়া গেলে আর কিছুই থাকিবে না । (ত, ফা,)

§ তাহাদের বয়ঃক্রম দীর্ঘ হয়, তাহাতে তাহারা অহঙ্কারী হইয়া উঠে ও মনে করে

করিতেছি এতদ্ভিন্ন নহে, এবং যখন কিছু ভয় প্রদর্শন করা হয় বধির লোকেরা (সেই) ধ্বনি শুনিতে পায় না। ৪৫। এবং যদি তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিঞ্চিৎ গন্ধ তাহাদিগকে স্পর্শ করে তবে নিশ্চয় তাহারা বলিবে, "হায়! আমাদের প্রতি আক্ষেপ, একান্তই আমরা অত্যাচারী ছিলাম"। ৪৬। এবং কেয়ামতের দিনে আমি ন্যায়ের তুলযন্ত্র স্থাপন করিব, তখন কোন ব্যক্তি কিছুই অত্যাচারগ্রস্ত হইবে না, এবং সর্ষপ কণিকা পরিমাণ (অনুষ্ঠান) হইলেও আমি তাহা আনয়ন করিব, আমি যথেষ্ট হিসাবকারী*। ৪৭। এবং সত্য-সত্যই আমি মুসাকে ও হারুনকে মীমাংসাগ্রন্থ ও জ্যোতি, এবং ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ দান করিয়াছি। ৪৮। + যাহারা গোপনে আপন প্রতিপালককে ভয় করে তাহারা কেয়ামত হইতে ভীত। ৪৯। এবং এই উপদেশ (কোরআন) ফলোপদায়ক, ইহাকে আমি অবতারণ করিয়াছি, অনন্তর তোমরা কি ইহার অগ্রাহ্যকারী হইয়াছ? ৫০। (র, ৪, আ, ৯)

এবং সত্য-সত্যই আমি পূর্বে এব্রাহিমকে তাহার পথের আলোক প্রদান করিয়াছি ও তাহার (অবস্থা) সম্বন্ধে আমি জ্ঞানী ছিলাম। ৫১। (স্মরণ কর,) যখন সে আপন পিতাকে ও স্বজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এই সকল কি মূর্তি, তোমরা যাহাদিগের সহবাস করিয়া থাকক?" ৫২। তাহারা বলিল, "আমাদের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের অর্চনাকারী প্রাপ্ত হইয়াছি।" ৫৩। সে বলিল, "সত্য-সত্যই স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে তোমরা (আছ) ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ছিল"। ৫৪। তাহারা বলিল, "তুমি কি আমাদের নিকটে সত্য উপস্থিত করিযাছ, অথবা তুমি কি আমোদকারীদিগের অন্তর্গত"? ৫৫। সে বলিল, "বরং যিনি স্বর্গ-মর্তের প্রতিপালক ও এ দুইকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, এবং আমি এ বিষয়ে সাক্ষীদিগের অন্তর্গত। ৫৬। এবং ঈশ্বরের শপথ, তোমরা পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া গেলে পর অবশ্য আমি তোমাদের প্রতিমা সকলের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিব"ꕥ। ৫৭। অনন্তর সে তাহাদের প্রধান প্রতিমা ব্যতীত

যে, সর্বদা এই ভাবেই গত হইবে। তাহারা ইহা জানে না যে, মুহূর্মুহুঃ সুখের মূল ছিন্ন ও জীবনের ভিত্তি চূর্ণ হইয়া থাকে। (ত, ফা,)

* কোন কোন ভাষ্যকারের মত এই যে তুলযন্ত্র অর্থে ন্যায়বিচার। তুলযন্ত্র স্থাপন, পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কারাদির সত্য ও ন্যায়ানুসারে বিচার ও হিসাবের উদাহরণ স্থলে উক্ত হইয়াছে। সাধারণের মত এই যে, পরলোকে একটি তুলযন্ত্র আছে, তাহাতে একটি পরিমাণদণ্ড ও দুই দিকে দুটি পরিমাণপাত্র বিদ্যমান। তাহাতে লোকের ধর্মাধর্মের পরিমাণ করা হয়। (ত, ফা,)

+ কেহ কেহ বলেন যে, বাবেলের দেবালয়ে ২৭টি প্রতিমা, কেহ বলেন ৯০টি প্রতিমা ছিল। সর্বপ্রধান মূর্তি সুবর্ণ নির্মিত ও তাহার দুই চক্ষুতে দুইটি উজ্জ্বল মণি সংযুক্ত ছিল। সেই সকল মূর্তি পশু-পক্ষি-মনুষ্যাকারে বা গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকারে গঠিত ছিল বলিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এব্রাহিম সেই সকল প্রতিমূর্তিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এ সকল কিসের মূর্তি? (ত, হো,)

ꕥ ঈশ্বর-বিরোধী বাবেলাধিপতি নোমরুদের অনুবর্তী লোকেরা বৎসরে এক দিন বিশেষ উৎসব করিত, সেই দিবস তাহারা প্রান্তরে যাইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত আমোদ-

সেই সকলকে খণ্ড খণ্ড করিল, (এই মনে করিল,) হয় তো তাহারা তাহার প্রতি পুনরুন্মুখ হইবে* । ৫৮ । তাহারা বলিল, "কে আমাদের ঈশ্বরগণের প্রতি ইহা করিল, নিশ্চয় সে অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত+" । ৫৯ । (পরস্পর) বলিল, "আমরা শুনিয়াছি এক নবযুবক, তাহাকে এব্রাহিম বলিয়া থাকে, সে সেই সকলের প্রসঙ্গ করিত ।" ৬০ । তাহারা বলিল, "অনন্তর তাহাকে লোকের চক্ষুর নিকটে উপস্থিত কর, হয় তো তাহারা সাক্ষ্য দান করিবে" । ৬১ । তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "হে এব্রাহিম, তুমি কি আমাদিগের ঈশ্বরগণের প্রতি ইহা করিয়াছ" ? ৬২ । সে বলিল, "বরং ইহাদিগের এই প্রধান (দেব) তাহা করিয়াছে, অনন্তর যদি ইহারা কথা কহিতেছিল তবে ইহাদিগকে প্রশ্ন কর" । ৬৩ । অবশেষে তাহারা আপনাদের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হইল, পরে (পরস্পর) বলিল, "নিশ্চয় তোমরা অত্যাচারী" । ৬৪ । তৎপর তাহারা আপনাদের মস্তকোপরি উল্টিয়া পড়িল‡ । (বলিল,) সত্য-সত্যই তুমি জান যে, ইহারা কথা কহে না" । ৬৫ । সে বলিল, "অনন্তর তোমরা কি সেই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহার পূজা কর যে তোমাদিগের কিছুই লাভ ও ক্ষতি করে না ?" ৬৬ । তোমাদের প্রতি ও তোমরা ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে অর্চনা কর তাহাদের প্রতি আক্ষেপ, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না" ? ৬৭ । তাহারা বলিল, "ইহাকে দগ্ধ কর যদি তোমরা কার্যকারক হও, তবে আপনাদের ঈশ্বরদিগকে সাহায্য কর" $ । ৬৮ । আমি বলিলাম, "হে অগ্নি তুমি

আহ্লাদে রত থাকিত । পরে দেবালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেবমূর্তি সকলকে সুসজ্জিত করিত ও সেই সকলকে প্রণাম ও পূজা-অর্চনা করিয়া আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইত । যখন এব্রাহিম বালকেরা তাঁহাদের সঙ্গে তাহাদের প্রতিমা-বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন তখন তাহারা বলিয়াছিল যে কল্য আমাদের উৎসব আমাদের সঙ্গে উৎসবে উপস্থিত হইয়া দেখিও আমাদের ধর্ম প্রণালী কেমন উত্তম । এব্রাহিম তাহারা কিছুই বলিলেন না । পরদিন পৌত্তলিকগণ চাহিল যে, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উৎসবে লইয়া যায় । কিন্তু তিনি পীড়ার ছল করিয়া গেলেন না । তাহারা চলিয়া গেলে পর তিনি তাহাদের গোচরে এইরূপ বলিলেন । (ত, হো,)

* এব্রাহিম প্রধান মূর্তিকে রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায় মূর্তি কুঠারাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন । প্রধান মূর্তির স্কন্ধে আপন কুঠার স্থাপন করিয়াছিলেন ।

\+ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অত্যাচারী, কোথায় দেবতাদিগকে সম্মান করিবে, না, পরন্তু নাই অপমান করিল ; অথবা সে আপন জীবনের প্রতি অত্যাচারী, এই কার্য দ্বারা সে আপনাকে মৃত্যুর স্রোতে নিক্ষেপ করিল । নেমরুদের অনুবর্তী লোকেরা যে এরূপ দুষ্কর্ম করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল । তখন এক ব্যক্তি এব্রাহিম প্রতিমা ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া নির্দেশ করিল । (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ অধোবদনে রহিল ।

$ নোমরুদ এক পর্বতের সম্মুখে একটি প্রশস্ত স্থান উচ্চ প্রাচীরে বদ্ধ করে । প্রায় এক মাস কাল কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তন্মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে । সেই কাষ্ঠপুঞ্জে ঘৃত ঢালিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দেয় । এব্রাহিমকে বন্ধন করিয়া সেই অগ্নিমধ্যে পর্বতের উপর হইতে বিশেষ যন্ত্রযোগে নিক্ষেপ করা হয় । অগ্নিতে

এব্রাহিমের উপর শীতল ও শান্ত হও"। ৬৯।+এবং তাহারা তাহার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলাম*। ৭০। সেই দেশের দিকে আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম যে স্থানকে জগদ্বাসীদিগের জন্য গৌরব দান করিয়াছিলাম†। ৭১। এবং তৎপ্রতি আমি এস্‌হাক ও অতিরিক্ত (পৌত্র) ইয়কুবকে দান করিয়াছিলাম ও প্রত্যেককে সাধু করিয়াছিলাম। ৭২। এবং আমি তাহাদিগকে অগ্রণী করিয়াছিলাম, তাহারা আমার আজ্ঞানুসারে পথ প্রদর্শন করিত, এবং সৎকার্য করিতে ও উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে এবং জকাত দান করিতে তাহাদিগকে আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম, এবং তাহারা আমার সেবক ছিল। ৭৩।+এবং আমি লূতকে জ্ঞান বিজ্ঞান দান করিয়াছিলাম, এবং যে (গ্রাম) দুষ্কর্ম করিত সেই গ্রাম হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা পাপাচারী দুষ্ট জাতি ছিল‡। ৭৪।+এবং তাহাকে আমি স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলাম, নিশ্চয় সে সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল। ৭৫। (র. ৫, আ, ২৫)

এবং নূহাকে (স্মরণ কর,) যখন ইতিপূর্বে সে ডাকিয়াছিল, তখন আমি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছিলাম, পরে আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনকে গুরুতর ক্লেশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। ৭৬। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল সেই সম্প্রদায় হইতে আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা দুষ্ট লোক ছিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে একযোগে জলমগ্ন করিয়াছিলাম। ৭৭। এবং দাউদ ও সোলয়মানকে (স্মরণ কর,) যখন শস্যক্ষেত্র বিষয়ে যে সময়ে তাহাতে এক সম্প্রদায়ের ছাগপাল চড়িয়াছিল তাহারা আদেশ

বিসর্জন করার সময় জেব্রিল আসিয়া এব্রাহিমকে বলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর"। তিনি বলেন, "আমার কোন প্রার্থনীয় নাই।" তিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

* যখন এব্রাহিম অগ্নিতে বিসর্জিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত-পদ ও গলদেশের বন্ধন সকল দগ্ধ হইয়া গেল ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে পুষ্প সকল বিকশিত ও মিষ্টজলের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। সাত দিবস তিনি সেই স্থানে ছিলেন। নোমরুদ প্রাসাদের উপর হইতে দেখিল যে, এব্রাহিম মনোহর পুষ্পোদ্যানে বসিয়া দেবতাদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন। তখন সে ডাকিয়া বলিল, "এব্রাহিম, তোমার ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা দেখিতেছি, আমি তাঁহার উদ্দেশ্য বলিদান করিব।" এব্রাহিম বলিলেন, "যে পর্যন্ত তুমি ধর্ম গ্রহণ না কর সে পর্যন্ত আমার ঈশ্বর তোমার প্রদত্ত বলি গ্রহণ করিবেন না"। কথিত আছে যে, পরে নোমরুদ চারি সহস্র গো বলিদান করিয়াছিল। (ত, হো,)

† অর্থাৎ শাম দেশে আমি তাহাকে ও লূতকে লইয়া গেলাম। ধর্মপ্রবর্তক প্রেরিত পুরুষদিগের অভ্যুদয় দ্বারা সেই দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলাম, এবং তথায় আমা হইতে অনেক সম্পদ্‌ ও অনুগ্রহের সঞ্চার হইয়াছিল। এব্রাহিম শাম দেশের ফলস্তিন নামক স্থানে উপনীত হন, লূত মওতফক্কাতে যাইয়া বাস করেন, এই দুই স্থানের ব্যবধান এক দিবসের পথ। (ত, হো,)

‡ সেই গ্রামের নাম সদুম। সদুম-নিবাসিগণ অত্যন্ত দুষ্কর্ম করিত, গর্হিত ব্যাভিচার ও বলাৎকারে রত ছিল। (ত, হো,)

করিতেছিল, এবং আমি তাহাদের আদেশের সাক্ষী ছিলাম*। ৭৮। অনন্তর আমি সোলয়মানকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম ও প্রত্যেককে জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করিয়াছিলাম, এবং দাউদের সঙ্গে স্তব করিতে পক্ষী ও পর্বত সকলকে বাধ্য করিয়াছিলাম, এবং আমি কর্মকর্তা ছিলাম†। ৭৯। এবং তোমাদের জন্য তাহাকে আমি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলাম, যেন তোমাদিগকে তোমাদের সংগ্রাম-ক্লেশ হইতে রক্ষা করে, অনন্তর তোমরা কি কৃতজ্ঞ হওঃ‡ ? ৮০। এবং মহাবাত্যাকে সোলয়মানের (বাধ্য করিয়াছিলাম,) উহা তাহার আদেশক্রমে সেই দেশে প্রবাহিত হইত যাহাকে আমি গৌরব দান করিয়াছিলাম, এবং আমি সমুদায় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাতা$। ৮১।

নরপতি দাউদ যখন বিচারালয়ে উপবেশন করিতেন, তখন তাঁহার পুত্র সোলয়মান বিচারালয়ের দ্বারে বসিয়া থাকিতেন। বিচারার্থী যে কেহ বাহিরে আসিত তিনি তাহাকেই তাহার অভিযোগ কি ছিল ও পিতা কিরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতেন। একদা দুই জন অর্থী প্রত্যর্থী বিচারাগারে উপস্থিত হয়, একজন কৃষক, তাহার নাম আয়লিয়া, আর একজনের নাম ইয়ুহনা ছিল, সে ছাগ পশু পালন করিত। আয়লিয়া বলিল, "মহারাজ, আমার প্রতিবেশী ইয়ুহনা রাত্রিতে ছাগপাল ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই পশু যূথ আমার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সমুদায় শস্য নষ্ট করিয়াছে। দাউদ ইয়ুহনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "হাঁ এরূপ হইয়াছে।" তখন দাউদ আদেশ করিলেন, "আপন পশুযূথ এই অপরাধের জন্য তুমি আয়লিয়াকে অর্পণ কর।" দাউদের ব্যবস্থাশাস্ত্রে এইরূপই বিধি ছিল। পরে আয়লিয়া ও ও ইয়ুহনা বিচারমণ্ডপ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিলে সোলয়মান অভিযুক্ত বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হন, তৎক্ষণাৎ তিনি বিচারালয় প্রবেশ করিয়া পিতাকে বলেন, "বিচার-নিষ্পত্তি অন্য রূপ হইলে ভাল হইত"। দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ করা যায়?" সোলয়মান উত্তর করিলেন যে, "ছাগযূথ আয়লিয়াকে অর্পণ করা হউক, সে দুগ্ধ ও ঘৃত ইত্যাদি দ্বারা লাভ করিতে থাকুক, এবং শস্যক্ষেত্র ইয়ুহনাকে অর্পণ করা হউক, সে ক্ষেত্র কর্ষণ ও বীজ-বপনাদি করিয়া তাহাকে পূর্বাবস্থায় পরিণত করুক। ক্ষেত্রের শস্য পরিপক্ক হইলে সে আয়লিয়াকে অর্পণ করিয়া স্বীয় পশুযূথ তাহা হইতে গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে কাহারই ক্ষতি হইবে না।" পরে দাউদ পূর্ব আদেশ খণ্ডন করিয়া সোলয়মানের মন্ত্রণানুসারেই আজ্ঞা করেন। সেই সময়ে সোলয়মানের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর ছিল। এক্ষণ পরমেশ্বর এই বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। (ত, হো,)

কথিত আছে যে, দাউদ যখন ঈশ্বরের স্তব করিতেন তখন পর্বত ও পক্ষী-সকলও সেইরূপ স্তুতি করিত। ইহা তাঁহার সম্বন্ধে এক বিশেষ অলৌকিক ক্রিয়া ছিল। কিন্তু অনেক ধার্মিক লোকের মত এই যে, পর্বত ও পক্ষী ভাবের রসনায় স্তব করিত, মানবীয় ভাষায় নহে। (ত, হো,)

অস্ত্রের আঘাত হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার পরমেশ্বর দাউদকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। (ত, হো,)

শামদেশে তদ্মর নামক এক নগর ছিল। দৈত্যগণ সোলয়মানের জন্য সেই নগর নির্মাণ করিয়াছিল। বায়ু তথা হইতে নির্গত হইয়াও পৃথিবীর চতুর্দিক্

এবং দৈত্যদিগের মধ্যে যাহারা তাহার জন্য জলমগ্ন হইত, এবং এতদ্ভিন্ন কার্য করিত, তাহাদিগকে (বাধ্য করিয়াছিলাম) ও আমি তাহাদের সংরক্ষক ছিলাম* । ৮২ । +এবং অয়্যুবকে (স্মরণ কর,) যখন সে আপন প্রতিপালককে ডাকিল যে, নিশ্চয় আমাকে দুঃখ আক্রমণ করিয়াছে, তুমি দয়ালুদের অপেক্ষা দয়ালু† । ৮৩ ।

ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালীন উপাসনার সময় তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইত। মোখতাসোল্ কসসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাতঃকালে সোলয়মান বায়ুভরে তদ্মর হইতে নির্গত হইয়া পারস্য দেশের আস্তখর নামক স্থানে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা যাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে বাবেলে উপস্থিত হইতেন, এবং পর দিন বাবেল হইতে বাহির হইয়া পৌর্বাহ্নিক ভোজন আস্তখরে সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে তদ্মরে প্রত্যাগমন করিতেন। (ত, হো,)

* দৈত্যগণ সাগরে নিমগ্ন হইয়া সোলয়মানের জন্য নানাপ্রকার মূল্যবান্ বস্তু উত্তোলন করিত, এতদ্ভিন্ন অট্টালিকা নির্মাণ ও শিল্প কার্যাদি করিত। (ত, হো,)

† অয়্যুব এব্রাহিমের বংশোদ্ভব আমুসের পুত্র ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি দান করেন, এবং প্রেরিতত্ব পদে বরণ করিয়া শাম রাজ্যের অন্তর্গত বসনিয়া প্রদেশে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় দিবা-রাত্রি সাধন-ভজনায় ও দান-ধর্মাদিতে নিযুক্ত ছিলেন। শয়তান তাঁহার প্রতি হিংসা করিয়া পরমেশ্বরের নিকটে এই নিবেদন করে যে, "তোমার দাস অয়্যুব সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, তাহার প্রচুর ধন ও উপযুক্ত সন্তানসকল বিদ্যমান, যদি তাহার ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি বিনষ্ট কর, তাহাকে আর তোমার অনুগত পাইবে না, সে তোমার বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।" ঈশ্বর বলিলেন, "ইহা কখনও হইতে পারে না, সে আমার বিশেষ চিহ্নিত ও মনোনীত ভৃত্য। যদি সহস্র বার তাকে আমি বিপদে আক্রান্ত করি, তথাপি সে বিচলিত হইবে না, সকল পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইবে।" তখন শয়তান ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল যে, "অয়্যুবের শরীর ও সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পত্তির প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করিতে তুমি আমাকে অধিকার প্রদান কর, তাহা হইলেই তাঁহার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া পড়িবে।" ইহা শুনিয়া পরমেশ্বর অয়্যুবের বাহ্যিক বিষয়ের উপর শয়তানকে ক্ষমতা দান করিলেন। তখন শয়তান স্বীয় অনুচর দৈত্যদিগকে পাঠাইয়া অয়্যুবের সন্তানাদি সংহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রাচীন প্রামান্য গ্রন্থাদিতে এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না, ইহা জনশ্রুতি মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে, পরমেশ্বর অয়্যুবকে নানা প্রকার দুঃখ-ক্লেশে আক্রান্ত করেন। প্রবল ঝটিকায় তাঁহার উষ্ট্রসকল বিনষ্ট হয়, বন্যা আসিয়া ছাগ-মেষাদি পশু ভাসাইয়া লইয়া যায়, এবং শস্যক্ষেত্র বাত্যাহত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। তাঁহার সাত পুত্র ও সাত কন্যা প্রাচীরের চাপে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে। তাঁহার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগ হয়, তাহাতে কৃমিসকল জন্মে ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। সকলে তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে থাকে, কোন গ্রামে ও নগরে তাঁহার বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে, সকলেই ঘৃণা করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে থাকে। তাঁহার ভার্যা-মাত্র তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকেন। সাত বৎসর পর্যন্ত তিনি এই দুঃখ-বিপদে আক্রান্ত থাকিয়া একদিনের জন্যও ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসী হন নাই। সেই অবস্থায়ও সর্বদা তাঁহার গুণানুকীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার রসনা পর্যন্ত ক্ষত

অনন্তর আমি তাহা গ্রাহ্য করিয়াছিলাম, অবশেষে যে দুঃখ তাহাতে ছিল তাহা আমি দূর করিয়াছিলাম ও আপন সন্নিধানের দয়াবশতঃ আমি তাহাকে তাহার পরিজন ও তাহাদের সদৃশ তাহাদের অনুচরবর্গ দান করিয়াছিলাম, এবং সাধকদিগের জন্য উপদেশ (দান করিয়াছিলাম)* । ৮৪। এবং এস্মায়িল ও এদ্রিস্ ও জোল্কোফলকে (স্মরণ কর,) প্রত্যেকেই ধৈর্য্যশীলদিগের অন্তর্গত ছিল+ । ৮৫। +এবং আমি তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল। ৮৬। এবং জোল্নুনকে (স্মরণ কর,) যখন সে ক্রোধ করিয়া চলিয়া গেল, তখন মনে করিয়াছিল যে, কখনও আমি তাহার প্রতি বাধা দিব না, অনন্তর সে অন্ধকারের মধ্যে শব্দ করিল যে, "তুমি ব্যতীত উপাস্য নাই, পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম‡" ।
৮৭। পরিশেষে তাহার (মিনতি) আমি গ্রাহ্য করিয়াছিলাম ও শোক হইতে তাহাকে মুক্তি দান করিয়াছিলাম, এবং এই প্রকারে আমি বিশ্বাসীদিগকে মুক্ত

ও কীটাকীর্ণ হইয়াছিল, তিনি অন্তরে মাত্র ঈশ্বরের গুণানুকীর্তন করিতেন, রসনায় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, তিনি এরূপ দয়ালু ও সহিষ্ণু ছিলেন যে, এক দিন রৌদ্রের সময় একটি কীট তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে উত্তপ্ত বালুকার উপর পড়িয়া যায়, তিনি সেই কীটের ক্লেশ দেখিয়া দয়ার্দ্র হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করেন। (ত, হো.)

* এই বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার পরে ঈশ্বর তাঁহার সমুদায় রোগ ও দারিদ্র্যতা দূর করেন। পূর্ব পুত্র ও কন্যাদিগের অনুরূপে সাত কন্যা ও অনুচরবর্গ প্রদান করেন। ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহার ধন-সম্পত্তি ও গো-মেষাদি পশু দ্বিগুণ হয়। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সুরা সাদে বিবৃত হইবে। (ত, হো,)

+ এস্মায়িল, এদ্রিস ও জোল্কোফল ইহারা সকলেই প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। এস্মায়িল মক্কার মরু প্রান্তরে স্থিতি করিয়া ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন। এদ্রিস বহুকাল অবিশ্বাসী লোক দ্বারা ক্রমাগত উৎপীড়িত হইয়া আশ্চর্য সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জোল্কোফলের অর্থ ধুরন্ধর বা ভারবাহক। প্রেরিত পুরুষ এলিয়াস প্রস্থান কালে অনিসা নামক ব্যক্তির প্রতি স্বীয় কার্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই অনিসা জোল্কোফল উপাধি লাভ করেন। তিনি যে কার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

‡ মহাপুরুষ ইয়ুনুসের অন্য নাম জোল্নুন। লোকে তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করাতে তিনি ক্রোধ করিয়া চলিয়া যান। মহাত্মা জনিদ বলিয়াছেন যে, তিনি আপন জীবনের প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, জোল্নুন ধর্ম-বিরোধীদিগের নিকটে বলিয়াছেন যে, তোমাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। যখন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইল তখন শাস্তির বিলম্ব দেখিয়া মনে করিলেন যে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী জানিবে, এবং ভাবিয়া তিনি মণ্ডলীর মধ্য হইতে প্রস্থান করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পথে ঈশ্বর তাঁহাকে বাধা দিবেন না। পরে পরমেশ্বর তাঁহাকে সমুদ্রে লইয়া যান ও মৎস্যের গর্ভে স্থাপন করেন। তখন ইয়ুনুস অন্ধকারময় সাগর জলে ও মৎস্যের গর্ভে এবং অন্ধকার রজনীতে "তুমি আমার একমাত্র উপাস্য, আমি সত্বর পলায়ন করিয়া নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি", এই কথা বলেন। (ত, হো,)

করিয়া থাকি* । ৮৮ । এবং জকরিয়াকে (স্মরণ কর,) যখন সে আপন প্রতিপালককে ডাকিল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে একাকী (অপুত্রক) পরিত্যাগ করিও না, তুমিই উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে উত্তম† । ৮৯ । অনন্তর আমি তাহার (প্রার্থনা) গ্রাহ্য করিলাম ও তাহাকে ইয়হ্যা (পুত্র) দান করিলাম, এবং তাহার জন্য তাহার ভার্যাকে সাধ্বী করিলাম, নিশ্চয় তাহারা সৎকার্য সকলে ধাবমান হইত, এবং ভয় ও আশাতে আমাকে আহ্বান করিত ও আমার সম্বন্ধে তাহারা বিনীত ছিল‡ । ৯০ । এবং সেই (স্ত্রীকে স্মরণ কর,) যে, আপন লজ্জাকর ইন্দ্রিয়কে সংরক্ষণ করিয়াছিল, অনন্তর তৎপ্রতি আমি স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম, এবং আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে জগতের জন্য নিদর্শন করিয়াছিলাম$ । ৯১ । নিশ্চয় তোমাদের এই মণ্ডলী একমাত্র মণ্ডলী, এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে অর্চনা করিতে থাক§ । ৯২ । এবং তাহারা আপনাদের মধ্যে আপন আপন কার্য বিচ্ছিন্ন করিল, প্রত্যেকে আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী । ৯৩ । (র, ৬ ; আ, ১৮)

অনন্তর যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, পরে তাহার যত্ন অনাদৃত হয় না, এবং নিশ্চয় আমি তাহার (সৎকর্মের) লিপিকারক । ৯৪ । যাহাকে আমি সংহার করিয়াছি সেই গ্রামের প্রতি নির্ধারিত হইয়াছে যে, তাহারা ফিরিবে না** । ৯৫ । যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রমুক্ত হয়, তাহারা সকলে উচ্চ ভূমি

---

* "শোক হইতে তাহাকে মুক্তি দান করিয়াছিলাম", অর্থাৎ সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতির ক্লেশ হইতে আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম । তাহাকে স্বীয় গর্ভ হইতে বাহির করিয়া সমুদ্রের তীরে স্থাপন করিতে মৎস্যের প্রতি আদেশ করিয়াছিলাম । সূরা সাফাতে সেই মৎস্য ও সাগরের বৃত্তান্ত বিশেষরূপে বিবৃত হইবে । (ত, হো,)

† তুমি উত্তম উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ যদি তুমি আমাকে উত্তরাধিকারী প্রদান না কর তাহাতে আমি দুঃখিত নহি । (ত, হো,)

‡ জকরিয়ার ভার্যার নাম ইয়শা, তিনি এহরানের কন্যা ছিলেন । ঈশ্বর জকরিয়ার সঙ্গে ইয়শার অত্যন্ত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন । ইয়শা বন্ধ্যা ছিলেন, পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি গর্ভধারণ করিয়া ইয়হ্যা নামক পুত্র প্রসব করেন । (ত, হো,)

$ অর্থাৎ মরয়ম কৌমার্য রক্ষা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহার গর্ভে স্বীয় আত্মারূপে ঈসাকে ফুৎকার করেন, এবং তিনি ঈসা ও মরয়মকে জগতের জন্য এক অলৌকিক নিদর্শন করেন, যেহেতু পিতা ব্যতিরেকে কুমারীর গর্ভ হইতে সন্তানের জন্মগ্রহণ করা ঈশ্বরের অদ্ভুত ক্রিয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? (ত, হো,)

§ একত্বের ধর্মে ও এসলাম ধর্মে স্থিতি করাই তোমাদের পক্ষে উচিত, এই ধর্মে কোন বিরোধ নাই বরং সমুদায় প্রেরিত পুরুষ এই ধর্মেই ছিলেন । প্রকৃত একত্ববাদে সমুদায়ের মিলন । (ত, হো,)

** অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত লোকগণ যে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের কার্যের ও অবস্থার অনুসন্ধান লইবে এইরূপ বিধি নাই । বরং তাহারা পুনরুত্থানের দিন আপনাদের কার্যের হিসাব দিবার জন্য সমুত্থিত হইবে ও তাহাদের সম্বন্ধে বিচার হইবে । গ্রাম শব্দে এ-স্থানে গ্রামবাসী বুঝাইবে । (ত, হো,)

দিয়া দৌড়িতে থাকিবে*। ৯৬। এবং সত্য অঙ্গীকার নিকটবর্তী হইবে, অনন্তর তাহাতে অকস্মাৎ ধর্মদ্রোহীদিগের চক্ষু ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া থাকিবে, (বলিবে,) আমাদের প্রতি আক্ষেপ, নিশ্চয় আমরা এ বিষয়ে ঔদাসিন্যে ছিলাম, বরং আমরা অত্যাচারী ছিলাম। ৯৭। নিশ্চয় তোমরা ও ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে অর্চনা কর সে সকল নরকের প্রস্তর, তোমরা তাহার প্রতি আগমনকারী। ৯৮। যদি তাহারা ঈশ্বর হইত তবে তথায় উপস্থিত হইত না, এবং সকলে (মূর্তি ও মূর্তিপূজক) তথায় সর্বদা থাকিবে। ৯৯। তথায় তাহাদের আর্তনাদ হইবে, এবং তাহারা তথায় (কিছুই) শুনিতে পাইবে না। ১০০। নিশ্চয় যাহারা প্রথম হইয়া গিয়াছে, তাহাদের জন্য আমা হইতে কল্যাণ আছে, তাহারা তাহা হইতে (নরক হইতে) বিদূরিত হইবে†। ১০১। +তাহারা তাহার শব্দ শুনিতে পাইবে না, এবং তাহারা যাহা চাহিবে তাহাতে তাহাদের জীবন চিরস্থায়ী হইবে। ১০২। মহাভয় তাহাদিগকে বিষণ্ণ করিবে না, এবং দেবগণ তাহাদের প্রত্যুদ্‌গমন করিবে, (বলিবে,) এই তোমাদিগের দিন যাহা তোমাদিগের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করা হইয়াছে‡। ১০৩। (স্মরণ কর,) আদেশ পত্রকে লিপি করিলে যেমন জড়ান হয় সেই দিন আমি নভোমণ্ডলকে সেই প্রকার জড়াইব, যেরূপ আমি প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলাম তদ্রূপ পুনর্বার করিব, আমার পক্ষেই অঙ্গীকার, নিশ্চয় আমি কর্তা হই। ১০৪। এবং সত্য-সত্যই আমি উপদেশের (তওরাতের) পরে জবুর গ্রন্থে লিপি করিয়াছি যে, আমার সাধু দাসগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে। ১০৫। নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেবক দলের জন্য মনোরথ সিদ্ধি আছে। ১০৬। আমি তোমাকে (হে

* ইয়াজুজ ও মাজুজের বৃত্তান্ত কহফ সুরাতে বিবৃত হইয়াছে। কেয়ামতের বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাপুরুষ ঈসার হত্যাকারী দজ্জাল ও তাহার অনুচরগণ ঈসার হস্তে হত হইলে ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রাচীরমুক্ত হইবে। তাঁহাদের প্রাচীর উন্মুক্ত হইলে পর ঈসা ধার্মিক লোকদিগের সঙ্গে তুর গিরিতে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন। কোন কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় জেরুজেলমের নিকটবর্তী খমর পর্বত পর্যন্ত যাইয়া বলিবে, "পৃথিবীর লোকদিগকে তো বধ করিলাম, চল স্বর্গে যাহা কিছু আছে তৎসমুদায় হত্যা করি।" তখন আকাশের দিকে তাহারা বাণ নিক্ষেপ করিবে, সেই শর শোণিত লিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। ঈসা ও তাঁহার অনুগামিগণ বিষম সঙ্কটে পড়িয়া প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, তখন পরমেশ্বর একেবারে সমুদায় ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায়কে সংহার করিবেন। (ত, হো,)

† "যাহারা প্রথম হইয়াছে অর্থাৎ পূর্বতন মহাজন আজিজ ও ঈসা এবং দেবগণ, যাঁহারা ঈশ্বর হইতে সাধনা বল সৌভাগ্য ও স্বর্গের সুসমাচার লাভ করিয়াছেন তাঁহারা নরকের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন না। (ত, হো,)

‡ কবর হইতে বাহির হইবার সময় দেবতাগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবেন ও বলিবেন যে, "এই সেই দিন, পৃথিবীতে অবস্থান কালে যে দিন উপস্থিত হইবে বলিয়া তোমাদিগের নিকটে অঙ্গীকার করা গিয়াছে। অর্থাৎ ইহাই তোমাদিগের গৌরব ও পুরস্কারের দিন, তপস্বীদিগকে বলা হইবে, ইহা তোমাদিগের বিনিময় লাভের দিন ইত্যাদি। (ত, হো,)

মোহম্মদ,) জগতের নিমিত্ত দয়া অনুসারে এতদ্ভিন্ন করি নাই*। ১০৭। তুমি বল, "আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয় ইহা বৈ নহে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র পরমেশ্বর, অনন্তর তোমরা কি মোসলমান? ১০৮। অবশেষে যদি ফিরিয়া যায় তবে তুমি তাহাদিগকে বল যে, "আমি সাম্য বিষয়ে তোমাদিগকে সংবাদ দান করিয়াছি, তোমাদিগকে যাহা অঙ্গীকার করা গিয়াছে, আমি জানি না তাহা নিকটবর্ত্তী কি দূরবর্ত্তী†। ১০৯। নিশ্চয় তিনি (কাফেরদিগের) কথা স্পষ্ট জানেন, এবং যাহা তোমরা গোপন কর তাহা অবগত হন। ১১০। এবং আমি জানি না হয় তো উহা তোমাদের জন্য পরীক্ষা ও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত লাভ হইবে‡। ১১১। তুমি বল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি সত্যভাবে আদেশ করিতে থাক, এবং আমার প্রতিপালক পুনর্জীবন দাতা, তোমরা যাহার বর্ণন করিয়া থাক তদ্বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা গিয়াছে$। ১১২। (র, ৭, আ, ১১)

---

* হজরত মোহম্মদ জগতে বিশ্বাসী লোকদিগের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্বরূপ ছিলেন। বিশ্বাসিগণ তাঁহার সাহায্যে ধর্ম্মপথে চলিতেন, এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধেও তিনি অনুগ্রহ স্বরূপ ছিলেন, যেহেতু তাঁহারই কারণে তাহারা সমূলে সংহার প্রাপ্ত হওয়ার শাস্তি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কশফোল্ আস্রার গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কি মক্কায়, কি মদিনায়, কি মস্জেদে, কি কুটিরে যখন যেখানে তিনি থাকিতেন আপন মণ্ডলীকে স্মরণ করিতেন, কোথাও কখনও ভুলেন নাই, স্বর্গে যাইয়াও বিস্মৃত হন নাই। সর্ব্বদা সকল স্থানে মণ্ডলীর কল্যাণ কামনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতেই তিনি অনুগ্রহ স্বরূপ হইয়াছেন। (ত, হো,)

† "আমি সাম্য বিষয়ে তোমাদিগকে সংবাদ দান করিয়াছি", অর্থাৎ যে তত্ত্ব প্রচার করা গিয়াছে, তাহার জ্ঞানে আমি ও তোমরা যে তুল্য তাহা বলিয়াছি। আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হইয়াছে তাহা আমি প্রচার করিয়াছি, তোমাদের প্রতি তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। পুনরুত্থান ও মোসলমানদিগের জয় বিষয়ে যাহা অঙ্গীকার করা গিয়াছে তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে উপস্থিত হইবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ সেই অঙ্গীকৃত বিষয় বা তোমাদের সদসৎ কর্ম্মের দণ্ড ও পুরস্কার বিষয়ে বিলম্ব হওয়া তোমাদের সম্বন্ধে পরীক্ষা বা তোমাদের জন্য এক নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত মনোরথ সিদ্ধি। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ তোমরা যে বলিয়া থাক শাস্তি নির্দ্ধারিত, যদি তাহা সত্য হয় তবে কেন আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইতেছে না? তোমরা অযোগ্য কথা সকল বলিয়া থাক, আমি পরমেশ্বরের নিকটে তাহা খণ্ডনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, এবং ঈশ্বর হইতে সাহায্যের আশা আছে। (ত, হো,)

সূরা হজ্*

দ্বাবিংশ অধ্যায়

৭৮ আয়াত, ১০ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

হে লোক সকল, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় কেয়ামতের ভূমিকম্প মহা ব্যাপার† । ১ । যে দিন উহা তোমরা দেখিবে সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী যাহাকে স্তন্য দান করিতেছিল তাহার প্রতি উদাসীন হইবে, এবং প্রত্যেক গর্ভবতী স্বীয় গর্ভ পরিত্যাগ করিবে ও লোকদিগকে মত্ত দেখিবে ও তাহারা (নিশায়) বিহ্বল নহে, কিন্তু ঈশ্বরের শাস্তি কঠিন । ২ । মানব মণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে, জ্ঞান না রাখিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে ও প্রত্যেকে অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে‡ । ৩ । তাহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তাহার বন্ধু হইবে অনন্তর নিশ্চয় সে-ই তাহাকে পথভ্রান্ত করিবে ও নরক-কুণ্ডের দিকে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবে । ৪ । হে লোক সকল, যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হও তবে (জানিও) নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছি, তৎপর শুক্র দ্বারা, তৎপর জমাট রক্ত দ্বারা, তৎপর অবয়বহীন ও অবয়ব যুক্ত মাংস খণ্ড দ্বারা (সৃজন করিয়াছি,) তাহাতে তোমাদের জন্য (সৃষ্টি প্রণালী) ব্যক্ত করিয়া থাকি, এবং আমি জরায়ুকোষে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে স্থিরতর রাখি, তৎপর তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি তাহার পর (প্রতিপালন করি,) তাহাতে তোমরা স্ব স্ব যৌবন প্রাপ্ত হও, এবং তোমাদের মধ্যে কেহ হয় যে, তাহার প্রাণ হরণ করা হইয়া থাকে ও তোমাদের মধ্যে কেহ হয় যে, সে নিকৃষ্টতর জীবনে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে কোন বিষয় জ্ঞান রাখার পরে অজ্ঞান হইয়া যায়, এবং তুমি পৃথিবীকে শুষ্ক দেখিতেছ, অনন্তর অকস্মাৎ তাহাতে আমি জল প্রেরণ করি, উহা সঞ্চালিত ও বর্ধিত হয় ও সর্বপ্রকার উত্তম বস্তু উৎপাদন করে$ । ৫ । ইহা এইজন্য যে, সেই ঈশ্বর

---

* এই সূরা মদীনাতে অবতারিত হয় ।

† এই ভূকম্পই কেয়ামতের পূর্বলক্ষণ, পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে উহার উদ্ভব হইবে । জাদেল্ মসর নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, কেয়ামত সূচক প্রথম সুরধ্বনির পূর্বে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিবে, আকাশ হইতে ধ্বনি হইবে যে, হে লোক সকল, ঈশ্বরের আজ্ঞা উপস্থিত । তখন মানব মণ্ডলী অত্যন্ত ভীত হইবে । (ত, হো,)

‡ হারেসের পুত্র নজর বলিয়াছিল যে, এই কোরআন পুরাতন উপন্যাস ভিন্ন নহে । অথবা লোকে ঈশ্বরের শক্তি সম্বন্ধে তর্ক করিয়া থাকে ও কেয়ামতকে অস্বীকার করে । (ত, হো,)

$ এ স্থলে অবিশ্বাসী কাফেরদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে । মানব মণ্ডলীর আদি পিতা আদম মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন । আদমের সন্তানগণ

সত্য, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন ও তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৬। + এবং এই যে কেয়ামত উপস্থিত হইবে তাহাতে নিঃসন্দেহ, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহারা কবরে আছে তাহাদিগকে উঠাইবেন। ৭। মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান না রাখিয়া এবং শিক্ষা ও উজ্জ্বল গ্রন্থ না রাখিয়া বাদানুবাদ করে। ৮। +সে আপন স্কন্ধকে ফিরাইয়াছে যেন (লোকদিগকে) ঈশ্বরের পথ হইতে বিভ্রান্ত করে,* পৃথিবীতে তাহার দুর্গতি এবং কেয়ামতের দিনে আমি তাহাকে দাহদণ্ড আস্বাদন করাইব। ৯। (বলিব,) যাহা তোমার হস্তদ্বয় পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে, ইহা সেই (দুষ্কর্মের) জন্য, এবং এই যে পরমেশ্বর দাসদিগের প্রতি নহেন"। ১০। (র, ১, আ, ১০)

এবং মানব মণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে, পার্শ্বে (থাকিয়া) ঈশ্বরকে অর্চনা করে, পরে যদি তাহার নিকটে সম্পদ উপস্থিত হয় সেই (অর্চনার) সঙ্গে সে আরাম লাভ করে, এবং যদি তাহার নিকটে বিপদ উপস্থিত হয় সে আপন মুখ ফিরাইয়া থাকে, ইহলোক-পরলোক নষ্ট হয়, ইহাই সেই স্পষ্ট ক্ষতি। ১১। তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে আহ্বান করে সে তাহাদের লাভ ও ক্ষতি করে না, ইহাই সেই দূরতর পথভ্রান্তি। ১২। অবশ্য যাহার লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক নিকটে তাহারা সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করে, অবশ্য সে মন্দ প্রভু ও মন্দ বন্ধু। ১৩। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যাইবেন তাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন করিয়া থাকেন। ১৪। যে ব্যক্তি মনে করিয়া থাকে যে, পরমেশ্বর তাহাকে (প্রেরিত পুরুষকে) ইহলোকে ও পরলোকে কখনো সাহায্য দান করিবেন না, পরে তাহার উচিত যে, আকাশেতে একটি রজ্জু প্রসারণ করে, তৎপর উচিত যে (পথ) অতিক্রম করিতে থাকে, পরিশেষে সে দেখিবে যাহা ক্রোধ উপস্থিত করে তাহার কৌশল উহা দূর করে কি ? ১৫। এই প্রকারে আমি তাহাকে (কোরআনকে) [illegible]

পিতা-মাতার শুক্র-শোণিত-যোগে জরায়ুকোষে প্রথম জড়-পিণ্ডাকারে প্রকাশ পায়, পরে তাহাতে মাংস খণ্ড সকল জন্মে তৎপর হস্ত-পদাদি অবয়ব উৎপন্ন হয়, ভ্রূণাকারে নির্দিষ্ট কাল গর্ভে স্থিতি করে, অনন্তর শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ যৌবনকালে প্রাণত্যাগ করে, কেহ বা জরা-দুর্বল বৃদ্ধ হইয়া শিশুর অবস্থা লাভ করে, তাহার পূর্বার্জিত জ্ঞান সকল বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, এইরূপে আমি তোমাদিগকে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া যাই। জড় পৃথিবীর সম্বন্ধেও শুষ্কতার পরে জলপ্লাবন বৃক্ষোদ্গম ইত্যাদি পরিবর্তন হইয়া থাকে। অতএব এইরূপে আমি কেয়ামতের সময় গলিত মনুষ্য দেহকে পুনর্গঠন করিয়া পূর্বাবস্থায় আনিতে পারি। (ত, হো,)

* স্কন্ধ ফিরান অর্থাৎ অহঙ্কারে বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া লওয়া, ইহাতে অহঙ্কারী লোকের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। (ত, হো,)

ঃ অর্থাৎ তুমি আকাশ হইতে একটি রজ্জু ভূমির দিকে লম্বমান করিয়া তাহাতে হস্তার্পণ পূর্বক ঊর্ধ্বে উঠিতে থাক, স্বর্গে যাইয়া আরোহণ কর, এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি ঈশ্বরের আনুকূল্য দূর করিতে চেষ্টা করিতে থাক, দেখ এই সকল পরিশ্রম-যত্নেও তোমার ক্রোধের কারণ দূর হয় কি-না। (ত, হো,)

পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ১৬। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং যাহারা নক্ষত্র-পূজক ও ঈসায়ী এবং অগ্নি-পূজক ও যাহারা অংশীবাদী, কেয়ামতের দিনে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের মধ্যে (বিচার) নিষ্পত্তি করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বস্তুর সম্বন্ধে সাক্ষী। ১৭। তোমরা কি দেখ নাই যে, যাহারা স্বর্গে ও যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা এবং চন্দ্র ও সূর্য ও নক্ষত্রবৃন্দ ও পর্বতসকল ও বৃক্ষ ও চতুষ্পদগণ এবং অধিকাংশ মনুষ্য নিশ্চয় ঈশ্বরকে প্রণাম করে, এবং অনেকে আছে যে, তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং যাহাকে ঈশ্বর দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছেন অনন্তর তাহার জন্য কোন সম্মানকারী নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহা করিয়া থাকেন*। ১৮। এই দুই বিরোধী দল স্বীয় প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিরোধ করিয়াছে, অনন্তর যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের জন্য অগ্নেয় বসন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের মস্তকের উপর উষ্ণজল নিক্ষেপ করা হইবে†। ১৯। তাহাদের উদরে যাহা আছে তাহা ও চর্ম তদ্দ্বারা দ্রবীভূত করা হইবে। ২০। এবং তাহাদের জন্য লৌহময় হাতুড়ি সকল আছে। ২১। যখন তাহারা ইচ্ছা করিবে যে, তাহার ক্লেশ হইতে বাহির হয় তখন তথায় পুনঃ স্থাপিত করা হইবে, এবং (বলা হইবে,) অগ্নিদণ্ড আস্বাদন কর। ২২। (র, ২, আ, ১২)

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যান, তাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় স্বর্ণময় ও মৌক্তিক কঙ্কণ (তাহাদিগকে) পরান হইবে, এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ কৌষেয় বস্ত্র (হইবে)। ২৩। এবং তাহাদিগকে বিশুদ্ধ কথার দিকে পথ প্রদর্শন

* এক প্রকার প্রণাম আছে যে, তাহার সঙ্গে স্বর্গ-মর্তের সমুদায় পদার্থের যোগ আছে, উহা ঈশ্বরের মহিমাতে সকল পদার্থের বিহ্বল হইয়া যাওয়া, আর এক প্রকার প্রণাম প্রত্যেক পদার্থের জন্য ভিন্ন। তাহা এই যে, ঈশ্বর যাহাকে যে কার্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সেই কার্যে নিযুক্ত থাকা উহা অনেকে করে না, এবং অনেকে করিয়াও থাকে। যাহারা করে না তাহাদের দুর্দশা ও শাস্তি আছে। (ত, হো,)

† গ্রন্থাধিকারী ঈসায়ী ও মুসায়ী লোকেরা হজরতের অনুবর্তী লোকদিগের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া বলিয়াছিল যে, "আমাদের ধর্ম প্রাচীন ও আমাদের ধর্ম বর্ধনশীল অগ্রগণ্য, প্রকৃতপক্ষে আমরা তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তাহাতে তাঁহারা উত্তর দান করেন যে, 'আমরা স্বীয় পেগাম্বর ও তোমাদের পেগাম্বরকে মান্য করি, এবং আপন ধর্মগ্রন্থ ও তোমাদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তোমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মপ্রবর্তককে জানিয়াও ঈর্ষাবশতঃ স্বীকার করিতেছ না। সুতরাং সত্য আমাদের দিকে হয়, তোমাদের দিকে নয়।' ইহাতেই পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন। আবুজর গোফ্ফারি বলিয়াছেন যে, 'ছয় জনের সম্বন্ধে এই আয়াত প্রেরিত হইয়াছে, সেই ছয় জন বদরের যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল কাফেরদিগের পক্ষে অত্‌বা, সয়বা ও অলিদ, বিশ্বাসীদিগের পক্ষে হমজা, আলি ও ওবয়দা। পুনশ্চ কথিত আছে যে, দুই দলের মধ্যে এক দল ইহুদী, ঈসায়ী ও নক্ষত্রপূজক, অগ্নিপূজক এবং অংশিবাদী; আর এক দল তাহাদের বিরোধী বিশ্বাসী দল। এই দুই দল সর্বদা ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণবিষয়ে বিরোধ করিয়াছে। (ত, হো,)

করা গিয়াছে ও প্রশংসিত পথের দিকে পথ প্রদর্শন করা গিয়াছে। ২৪। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের পথও সেই মস্জেদোল্ হরাম হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করে যাহাকে আমি তত্র নিবাসী ও অরণ্যবাসী লোকমণ্ডলীর সম্বন্ধে তুল্য করিয়াছি; যে ব্যক্তি তথায় অত্যাচার যোগে বক্রগামী হয়, তাহাকে আমি দুঃখজনক শাস্তি আস্বাদন করাইব*। ২৫। (র, ৩, আ, ৩)

এবং (স্মরণ কর,) যখন আমি ইব্রাহিমের জন্য কাবা গৃহ নির্ধারণ করিলাম, তখন (বলিলাম) যে, আমার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী করিও না ও আমার নিকেতনকে প্রদক্ষিণকারীদিগের জন্য ও (উপাসনায়) দণ্ডায়মানকারীদিগের জন্য এবং রকু ও নমস্কারকারীদিগের জন্য পবিত্র রাখ+। ২৬। এবং তুমি লোকদিগকে হজ্ব উদ্দেশ্যে আহ্বান কর, তাহারা পদাতিকরূপে ও ক্ষীণাঙ্গ উষ্ট্র সকলের উপর (চড়িয়া) সকল দূর পথ হইতে তোমার নিকটে আসিবে। ২৭। +তাহা হইলে তাহারা নিজের লাভের প্রতি উপস্থিত হইবে, এবং পরিচিত দিবসসকলে, আমি তাহাদিগকে যে সকলকে উপজীবিকারূপে দিয়াছি সেই গৃহপালিত চতুষ্পদের উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে, পরে তোমরা তাহার (মাংস) ভক্ষণ করিবে, এবং পরিশ্রান্ত ফকিরদিগকে ভোজন করাইবে‡। ২৮। তৎপর উচিত যে, তাহারা আপন দৈহিক মালিন্য দূর করে ও আপন সংকল্পসকল সম্পাদন করে, এবং সেই প্রাচীন

---

* অর্থাৎ মক্কানিবাসী ও দূর-দেশবাসী লোক হজ্ব ক্রিয়াদিতে তুল্য। (ত, হো,)

\+ অর্থাৎ কাবা মন্দিরকে পরিষ্কার কর, তাহা হইলে সকলে তাহা প্রদক্ষিণ করিবে ও তথায় নমাজ পড়িবে। ইহা জ্ঞানীদিগের উচ্চারিত বাক্য, কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞদিগের উক্তি এই যে, মহাত্মন্ মন্দিরস্বরূপ অন্তরকে সকল বিষয় হইতে মুক্ত কর, অন্য কিছু তাহাতে প্রবেশ করিতে দিও না। যেহেতু উহা প্রেমরূপ সুধার আধার। মহাপুরুষ দাউদের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যে, "যাহাতে আমার মহাদৃষ্টি পড়ে এমন তুমি আমার জন্য সেই আলয় শুদ্ধ করিয়া লও।" দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো, কিরূপ গৃহ তোমার মহিমা ও গৌরবের উপযুক্ত?" ঈশ্বর বলিলেন, "উহা বিশ্বাসীদিগের হৃদয়।" দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহা কিরূপে শুদ্ধ করিয়া লইব।" ঈশ্বর বলিলেন, "তন্মধ্যে প্রেমের অগ্নি জ্বালিয়া দেও, তাহা হইলে আমার বিরোধী সমুদায় বস্তুকে নষ্ট করিবে।" যখন মহাপুরুষ এব্রাহিম কাবা মন্দির নির্মাণ করিয়া তুলিয়াছিলেন তখন প্রত্যাদেশ হইযাছিল যে "লোকদিগকে এই পুণ্যগৃহে আসিতে আহ্বান কর।" এব্রাহিম বলিলেন, "প্রভো, আমার ধ্বনি কতদূর যাইবে?" ঈশ্বর বলিলেন, "তোমার কার্য ডাকা, আমার কার্য সেই ধ্বনি লইয়া যাওয়া।" তখন এব্রাহিম, আবুকবিস গিরিশিখরে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "হে বিশ্বাসীগণ, পরমেশ্বর স্বীয় নিকেতনের হজ্ব তোমাদের জন্য লিপি করিয়াছেন, তোমাদিগকে তথায় আসিতে তিনি আহ্বান করিতেছেন, তাহা স্বীকার কর।" পরমেশ্বর তাঁহার এই ধ্বনি সর্বত্র পঁহুছাইলেন, এবং সকলকে তাঁহার আহ্বান বাক্য শুনাইলেন। যে ব্যক্তি হজ্ব করিতে ঈশ্বর হইতে জ্ঞানলাভ করিল সে অগ্রসর হইয়া উত্তর দান করিয়া উপস্থিত হইল। এব্রাহিমের ধর্ম পর্যন্ত এই বৃত্তান্ত। (ত, হো,)

‡ গো, উষ্ট্র ও ছাগ পশুর উপর ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া তাহা জবহ্ করিবার বিধি। কাফেরগণ পুত্তলিকার নামে জবহ্ করিত, বলির পশুর মাংস ভক্ষণ

নিকেতন প্রদক্ষিণ করে। ২৯। ইহাই, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের গৌরব সকলকে সম্মানিত করে পরে উহা তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের নিকটে কল্যাণ হয়, তোমাদের নিকটে যাহা পড়া যাইবে তদ্ব্যতীত গ্রাম্য পশু তোমাদের জন্য বৈধ, অনন্তর তোমরা পুত্তলিকা সকলের অশুদ্ধিতা হইতে নিবৃত্ত থাক, এবং মিথ্যা কথা হইতে নিবৃত্ত থাক,* । ৩০ । +ঈশ্বর সম্বন্ধে একত্ববাদিগণ তাঁহার সঙ্গে অংশিবাদী নহে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অংশিত্ব স্থাপন করে, পরে সে যেন আকাশ হইতে পতিত, অনন্তর তাহাকে (শবাশী) পক্ষী উঠাইয়া লইবে, অথবা বায়ু তাহাকে দূরতর স্থানে ফেলিয়া দিবে+ । ৩১ । ইহাই, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদর্শন সকলকে সম্মান করে ইহা (তাহার) মনের ধর্মভীরুতা হইতে হয় । ৩২ । তোমাদের জন্য তন্মধ্যে (সেই পশুর মধ্যে) নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত লাভ সকল আছে, তৎপর প্রাচীন নিকেতনের (কাবার) দিকে তাহার অবতারণ ভূমি+ । ৩৩ । (র, ৪, আ, ৮)

এবং প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য আমি (কোরবানীর ভূমি) নির্দিষ্ট করিয়াছি, যে চতুষ্পদ পশুদিগকে আমি উপজীবিকা রূপে তাহাদিগকে দান করিয়াছি যেন তাহাদের উপর তাহারা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে ; অনন্তর তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর, অতএব তোমরা তাহার অনুগত হও, এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) বিনয়ীদিগকে সুসংবাদ দান কর$ । ৩৪ । +সেই তাহারা, যখন ঈশ্বর স্মরণীয় হন তখন যাহাদিগের মন ভীত হইয়া থাকে এবং যাহারা আপনাদের সম্বন্ধে যাহা সংঘটিত হয় তৎপ্রতি সহিষ্ণু ও উপাসনার প্রতিষ্ঠাকারী হয়, এবং যাহা তাহাদিগকে উপজীবিকা দেওয়া যায় তাহা ব্যয় করে, তাহাদিগকে (সুসংবাদ দান করে) । ৩৫ । এবং সেই বলির উষ্ট্র, তাহাকে আমি তোমাদের জন্য ঈশ্বরের (ধর্মের) নিদর্শন ও তোমাদের জন্য

করিত না। পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগকে বলিতেছেন যে, জবহ্ করিবে, পরে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে। "পরিচিত দিবস" হজ্বক্রিয়া সম্পাদনের নির্দিষ্ট দিন। (ত, হো,)

* "তোমাদের নিকটে যাহা পড়া হইবে" অর্থাৎ শব ও বরাহ মাংস প্রভৃতির বিষয় যাহা পরে বলা যাইবে তদ্ব্যতীত অন্য মাংস তোমাদের জন্য বৈধ, এবং তোমরা পুত্তলিকা সম্বন্ধীয় অশুদ্ধ সংস্রব ছাড়িয়া দিবে ও অসত্য বাক্য হইতে দূরে থাকিবে। যে কথার সঙ্গে অংশিবাদিতার সংস্রব আছে এবং যে বাক্যের সঙ্গে মনের যোগ হয় না তাহা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দান, এই সকল অসত্যবাণী। (ত, হো,)

+ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশ্বাসের উচ্চ ভূমি হইতে অবিশ্বাসের গর্তে নিপতিত হয় মানসিক কুপ্রবৃত্তি সকল তাহাকে পদদলিত ও বিক্ষিপ্ত করে, অথবা শয়তানের কুমন্ত্রণারূপ বাত্যা ভ্রান্তির প্রান্তরে লইয়া গিয়া বিনাশ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

+ অর্থাৎ পরে কাবা মন্দিরে সেই পশু সকলকে বলিদান করিবার জন্য উপস্থিত করিবে। (ত, হো,)

$ গবাদি যত গৃহপালিত পশু আছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিধি এই যে, প্রথমতঃ তাহাদের দ্বারা কার্য উদ্ধার করিয়া লইবে, পরে কাবার নিকটে আনয়ন করিয়া বলিদান করিবে। অন্য যে স্থানে "আল্লাহো আকবার" বলিয়া পশু জবহ্ করা হয় সেই স্থান কাবা হইতে নিকটে বা দূরে হইলেও কাবার উদ্দেশ্যে জবহ্ হইল মানিতে হইবে। (ত, ফা,)

তন্মধ্যে মঙ্গল স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার উপর (বলিদান কালে) তোমরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিও, পরে যখন পার্শ্ব ভাগে পড়িয়া যায় তখন তাহা ভক্ষণ কর, এবং প্রার্থী ও অপ্রার্থী (ফকিরদিগকে) ভোজন করাও, এইরূপে আমি তোমাদের জন্য তাহাকে বশীভূত করিয়াছি, সম্ভবতঃ তোমরা ধন্যবাদ করিবে* । ৩৬ । ঈশ্বরের নিকটে তাহার মাংস ও তাহার রক্ত কখনও পঁহুছিবে না, কিন্তু তাঁহার নিকটে তোমাদিগের ধর্মভীরুতা উপস্থিত হইবে, এইরূপে তোমাদের জন্য তাহাকে আয়ত্ত করিয়াছি যেন তোমাদিগকে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছি তদ্বিষয়ে তোমরা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করিতে থাক, এবং তুমি (হে মোহম্মদ), হিতকারী-দিগকে সুসংবাদ দান কর† । ৩৭ । নিশ্চয় ঈশ্বর বিশ্বাসিগণ হইতে (কাফেরদিগের উপদ্রব) দূর করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যেক ক্ষতিকারক ধর্মদ্রোহীকে প্রেম করেন না‡ । ৩৮ । (র, ৫, আ, ৫)

যাহাদের সঙ্গে (কাফেরগণ) সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদিগকে (ধর্মযুদ্ধে) অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ; যেহেতু তাহারা উৎপীড়িত, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদের সাহায্য দানে সমর্থ$ । ৩৯ ।- তাহারা যে অন্যায়রূপে স্ব স্ব আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, কেবল (এই কারণে) যে তাহারা বলিয়া থাকে আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, এবং যদি মনুষ্য পরস্পর এক জন হইতে অন্য জন ঈশ্বর কর্তৃক দূরীকৃত না হইত তবে অবশ্য মোসলমান সন্ন্যাসীদিগের তপস্যাকুটির, ঈসায়ীদিগের উপাসনালয়, ও ইহুদীদিগের পূজাগৃহ ও মোসলমানদিগের ভজনালয় সকল যে স্থানে প্রচুররূপে ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে ধ্বংস করা হইত, এবং

---

* অর্থাৎ উষ্ট্রকে দণ্ডায়মান অবস্থায় জবহ্ করার বিধি । অনেকে কোরবানীর সময় বলিয়া থাকে "আল্লাহো আকবর, লা এলাহ্ এল্লেল্লাহ্ ও আল্লাহো আক্বার আল্লাহোম্মা মেন্কা ও অলয়কা" অর্থাৎ ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, হে পরমেশ্বর তোমা হইতে আগমন ও তোমার দিকে প্রতি গমন । জবহ্ করার পর উষ্ট্র ভূমিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেলে ও জীবনশূন্য হইলে তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে । আমি তোমাদের জন্য মহাশক্তিশালী ও বৃহৎকায় উষ্ট্রকে বশীভূত করিয়াছি । (ত, হো,)

† পূর্বে অজ্ঞানী লোকেরা বলি প্রদত্ত পশুর রক্ত কাবা মন্দিরের প্রাচীরে লেপন করিত, তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের কারণ বলিয়া জানিত । এস্লাম ধর্মের অভ্যুদয় সময়েও বিশ্বাসী লোকেরা পূর্ব প্রথা অনুসারে কাবার প্রাচীরে রক্ত লেপন করিতেছিল, এই আয়ত দ্বারা পরমেশ্বর নিষেধ করিতেছেন । (ত, হো,)

‡ যাহারা ধর্ম রক্ষণে ও ঈশ্বরদত্ত সম্পদের কৃতজ্ঞতা দানে বিরত তাহারা ক্ষতি-কারক । যখন মক্কার পৌত্তলিকগণ বিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতে হস্ত ও জিহ্বা প্রসারণ করিয়াছিল, তখন ক্ষণে ক্ষণে হজরতের এক এক জন অনুবর্তী উৎপীড়ন ও আহত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন । হজরত বলিতেন, "ধৈর্য ধারণ কর, আমি তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে এক্ষণ পর্যন্ত আদিষ্ট হই নাই ।" মদীনায় প্রস্থান করার পর হইতে সংগ্রামের আদেশ উপস্থিত হয় । পরবর্তী আয়াতে তাহার উল্লেখ হইয়াছে । (ত, হো,)

$ অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ শত্রুর অত্যাচার অত্যন্ত সহ্য করিয়াছেন, অতএব ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, কাফেরগণ যুদ্ধ করিতে চাহিলে তোমরাও যুদ্ধ কর । (ত, হো,)

যে ব্যক্তি তাঁহার (ধর্মের) সাহায্য করিয়া থাকে, অবশ্য ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমতাবান্ পরাক্রান্ত। ৪০। তাহারাই, যদি পৃথিবীতে আমি তাহাদিগকে ক্ষমতা দান করি তবে তাহারা নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, জকাত দান করিবে, বৈধ বিষয়ে আদেশ ও অবৈধ বিষয়ে নিষেধ করিবে, ঈশ্বরের জন্যই কার্য সকলের পরিণাম। ৪১। যদি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) তাহারা অসত্যারোপ করে তবে নিশ্চয় (জানিও) তাহাদের পূর্বে নূহার দল ও আদ ও সমূদ জাতি অসত্যারোপ করিয়াছে। ৪২। +এবং এব্রাহিমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায় (অসত্যারোপ করিয়াছে)। ৪৩। +ও মদয়ননিবাসিগণ (অসত্যারোপ করিয়াছে) এবং মূসা অসত্যারোপিত হইয়াছিল, অনন্তর আমি ধর্মদ্রোহীদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম, তৎপর আমি তাহাদিগকে ধরিয়াছিলাম, অনন্তর কিরূপ আমার শাস্তি ছিল ? ৪৪। এবং কত গ্রাম ছিল যে, তাহাকে আমি সংহার করিয়াছি, উহা অত্যাচারী ছিল, অনন্তর উহা আপন ছাদ ও অকর্মণ্যকূপ ও সুদৃঢ় অট্টালিকার উপর নিপতিত হইয়াছে*। ৪৫। অনন্তর তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ? তাহা হইলে তাহাদের জন্য এরূপ অন্তর সকল হইতে যে, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারে, অথবা কর্ণ সকল যে, তাহা দ্বারা শুনিতে পায় ; পরিশেষে বৃত্তান্ত এই যে, চক্ষু সকল অন্ধ হয় না, কিন্তু অন্তর যাহা বক্ষেতে আছে তাহাই অন্ধ হইয়া থাকে†। ৪৬। এবং তাহারা তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) শাস্তি শীঘ্র চাহিতেছে, কখনও পরমেশ্বর আপন অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না, এবং তোমরা যাহা গণনা করিয়া থাক নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকটে তাঁহার এক দিবস সহস্র বৎসর তুল্য‡। ৪৭। এবং অনেক গ্রাম আছে যে, সেই সকলকে আমি অবকাশ দিয়াছি, সে সকল অত্যাচারী ছিল, তৎপর সে সকলকে ধরিয়াছি, এবং আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন হয়। ৪৮। (র, ৬, আ, ১০)

— —

* কূপটি হজরমৌত নগরের নিকটে এক পর্বতের পার্শ্বে ছিল এবং উচ্চ অট্টালিকা সেই পর্বতের উপর ছিল। সেই অট্টালিকার নির্মাতা দ্বিতীয় আদ, তাহাকে মগ্ধর হইত। প্রকৃত বিবরণ এই যে, যখন সমূদ জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হইল, তখন প্রেরিত পুরুষ স্বালেহ্ চারি সহস্র বিশ্বাসিসহ এযমন দেশে সমাগত হন। সেই দেশের কোন স্থানে মড়ক উপস্থিত ছিল, এজন্য তাহারা তাহার "হজরমৌত" (মৃত্যু উপস্থিত) নাম রাখিলেন। তাহারা জবালসের পুত্র জবালসকে আপনাদের মধ্যে দলপতি সওয়াদার পুত্রকে মন্ত্রিত্বের পদে নিযুক্ত করিয়া উপরি উক্ত কূপের নিকটে বসতি স্থাপন ও উক্ত অট্টালিকা নির্মাণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাহাদের সন্তানগণ পুত্তলপূজা আরম্ভ করিয়া পৈত্রিক ধর্ম হইতে ফিরিয়া যায়। পরে সফওয়ানের পুত্র হঙ্গলা তাহাদের সম্বন্ধে প্রেরিতত্ব পদে বরিত হন, তাহারা তাঁহাকে নানা প্রকার লাঞ্ছনা করিয়া হত্যা করে। এজন্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করেন। তদবধি তাহাদের সেই কূপ অকর্মণ্য ও অট্টালিকা শূন্য পড়িয়া আছে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পূর্ববর্তী লোকদিগের অবস্থা দর্শন সম্বন্ধে তাহাদের মন প্রচ্ছন্ন ছিল, অতএব তাহারা শিক্ষা লাভ করিতেছে না। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকটে একদিন ও সহস্র দিন সমান, যেহেতু তাঁহাতে কালের অধিকার নাই। অতএব কালের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব এবং অল্প ও অধিক তাঁহার নিকটে তুল্য। যখন ইচ্ছা তিনি শাস্তি প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

তুমি বল, হে লোকসকল, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক, এতদ্ভিন্ন নহি। ৪৯। অনন্তর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্মসকল করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা ও উত্তম উপজীবিকা আছে। ৫০। এবং যাহারা দুর্বলকারী হইয়া আমার নিদর্শন সকলের প্রতি দৌড়িয়া থাকে তাহারা নরকলোক নিবাসী*। ৫১। এবং আমি তোমার পূর্বে (হে মোহম্মদ,) এমন কোন রসুল ও নবী প্রেরণ করি নাই যে, সে যখন কোন) অভিপ্রায় করিত শয়তান তাহার অভিপ্রায়ের মধ্যে (কিছু) নিক্ষেপ করে নাই, অনন্তর শয়তান যাহা নিক্ষেপ করিয়াছে ঈশ্বর তাহা খণ্ডন করিয়াছেন, তৎপর পরমেশ্বর আপন নিদর্শন সকলকে দৃঢ় করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞানী ও নিপুণ†। ৫২। + শয়তান যাহা নিক্ষেপ (কুমন্ত্রণা দান) করে যাহাদের অন্তরে রোগ আছে ও যাহাদের অন্তর কঠিন তাহাদের নিমিত্ত (পরমেশ্বর) তাহা আপদজনক করিয়া থাকেন, নিশ্চয় অত্যাচারীগণ প্রবল বিরুদ্ধাচারের মধ্যে

যখন সূরা নজম অবতীর্ণ হয় তখন হজরত তাহা কাবা মন্দিরে কোরেশদিগের সভায় পাঠ করিতেন, এবং আয়াত সকলের বিরামস্থলে লোকে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিরত থাকিতেন। পরে একদা উক্ত প্রণালী অনুযায়ী আয়াত পাঠের পর তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমরা কি লাত, গার ও মনাত দেবকে দেখ নাই? ইত্যাদি। লাত, গার প্রভৃতি কোরেশদিগের উপাস্য প্রতিমা ছিল। শয়তান ইতিমধ্যে সুযোগ পাইয়া কাফেরদিগের কানে বলিয়া দিল যে, এ সকল দেবতা দলপতি ও ব্যোমচারী মহাবিহঙ্গম। ইহাদের প্রতি শফায়ৎ, অর্থাৎ পাপ ক্ষমার অনুরোধের আশা করা যাইতে পারে। ধর্মদ্রোহিগণ এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল, তাহারা মনে করে যে, হজরত প্রতিমা সকলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও [illegible] প্রতিমা সকলকে প্রশংসা করিলেন। এই [illegible] বিশ্বাসী[illegible] সহিত [illegible]জাতের প্রণালী [illegible] কারণ অধিকাংশ লোক [illegible] দেয়। তখন জেব্রিল অবতীর্ণ হইয়া [illegible] নিকট প্রকাশ করেন [illegible] হজরতের মন অত্যন্ত দুঃখিত হয়। এই হেতু পরমেশ্বর [illegible] সান্ত্বনার জন্য পরবর্তী আয়াত প্রেরণ করেন [illegible] দুর্বলকারী হইয়া আমার নিদর্শন সকলের প্রতি দৌড়িয়া থাকে" ইহার অর্থ এই যে, আমার নিদর্শন কোরআনের উদ্দেশ্য তাহাকে দুর্বল করিবার জন্য যাহারা তাহার প্রতি যোগ-দান করিয়া থাকে। (ত, হো,)

রসুল ধর্মবিধির প্রবর্তক নবী বিধিপ্রচারে রসুলের সহকারী। যেমন, রসুল এবরাহিমের [illegible] ছিলেন। এইরূপ মুসা রসুল, তাহার নবী হারুন ও ইয়ুশা; রসুল ঈসা তাঁহার সহকারী শমউন নবী। রসুল ধর্মবিধি সম্বন্ধে বিশেষ প্রচারক, নবী রসুলের সহকারী সাধারণ প্রচারক। রসুলের প্রতি কোন বিশেষ বিধিগ্রন্থ অবতীর্ণ হয় ও তিনি অলৌকিকতার প্রকাশভূমি, নবীর প্রতি সেইরূপ কোন গ্রন্থ অবতারিত হয় না। রসুলের নিকটে ফেরেশ্তা বিশেষ প্রত্যাদেশ আনয়ন করেন, নবী সাধারণভাবে দৈববাণী শ্রবণ করেন ও প্রত্যাদিষ্ট হয়। রসুল বা নবী যখন কোন প্রত্যাদেশ প্রচার করেন, তখন শয়তান সেই প্রত্যাদেশের অভিপ্রায়ে গোলযোগ করিয়া লোকের মনে অন্য ভাব জন্মাইয়া দিয়া থাকে। (ত, হো,)

আছে। ৫৩। +যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে তাহারা জানিতে পারে যে, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক হইতে (আগত) উহা (প্রত্যাদেশ) সত্য, অনন্তর তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পরে তজ্জন্য তাহাদের অন্তর বিনীত হয়, এবং নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে ঈশ্বর সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন*। ৫৪। এবং ধর্মদ্রোহিগণ যে পর্যন্ত (না) অকস্মাৎ তাহাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হয় অথবা তাহাদের নিকটে বন্ধ্য দিবসের শাস্তি উপস্থিত হয়৵ সে পর্যন্ত তাহা হইতে (সেই প্রত্যাদেশ হইতে) সন্দেহের মধ্যে সর্বদা থাকিবে। ৫৫। সেই দিন ঈশ্বরের জন্য রাজত্ব, তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন.ঞ্চ অনন্তর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে তাহারা তাহারা সম্পদের স্বর্গোদ্যান সকলে থাকিবে। ৫৬। এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর তাহারাই, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক দণ্ড আছে। (র, ৭, আ, ৯)

এবং যাহারা ঈশ্বরের পথে দেশত্যাগ করিয়াছে, তৎপর নিহত হইয়াছে, অথবা মরিয়াছে, নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদিগকে উত্তম উপজীবিকা দান করিবেন, একান্তই পরমেশ্বর জীবিকাদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ$; ৫৮। অবশ্য তিনি এমন স্থানে তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন যে, তাহারা তাহা মনোনীত করিবে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর প্রশান্ত ও জ্ঞাতা§। ৫৯। এই (ঈশ্বরের আজ্ঞা) এবং যে ব্যক্তি এরূপ শাস্তি দান করে যেরূপ তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তৎপর তাহার প্রতি উৎপীড়ন করা

---

* অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে যাহা দুষ্কর হয় পরমেশ্বর সত্য দৃষ্টিযোগে তাহার পথ তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করেন, তাহাতে তাঁহাদের মনোরথসিদ্ধ হয়। তজ্জন্য তাঁহাদের অন্তর নম্র হয়, তাঁহারা তাহার বিধি সকল গ্রাহ্য করেন। (ত, হো,)

৵ বন্ধ্য দিবস কেয়ামতের দিন, সেই দিবসের পর আর দিবস জন্মগ্রহণ করিবে না, এজন্য তাহাকে বন্ধ্য দিন বলা হইয়াছে। (ত, হো.)

ঞ্চ অদ্য রাজাধিরাজের রাজত্ব ও আধিপত্যের গৌরব। সেই কেয়ামতের দিবস সকল অহঙ্কারীর অহঙ্কারের কটীবন্ধন কটীদেশ হইতে উন্মোচন করা যাইবে, রাজাদিগের মস্তক রাজ-মুকুট শূন্য হইবে, তাঁহাদের স্বত্ব অধিকার ও অভিমান কিছুই থাকিবে না। ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ঈশ্বর পৃথিবীর রাজাদিগের সমুদায় রাজকীয় ভাব ও চিন্তা বিনাশের গভীর সমুদ্রে বিসর্জন করিবেন। ঈশ্বরেরই নির্বিরোধ ও নিষ্কণ্টক আধিপত্য ও কর্তৃত্ব থাকিবে। (ত, হো,)

$ হজরতের কোন কোন ধর্মবন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "প্রেরিত মহাপুরুষ, আমরা ধর্মভ্রাতাদিগের সঙ্গে জেহাদ করিতে যাইতেছি, যদি আমরা ধর্মযুদ্ধে নিহত না হইয়া অন্য কারণে মরিয়া যাই তবে আমাদের কি দশা ঘটিবে ?" তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, যখন তোমরা সকলে জেহাদের সঙ্কল্পে ঐক্য হইয়াছ, তখন সকলকেই আমি উত্তম উপজীবিকা দান করিব। (ত, হো,)

§ জেহাদকারীকে সৌরভময় স্বর্ণময় স্বর্গে লইয়া যাওয়া হইবে। সে তাহা মনোনীত করিবে ও তাহা পাইয়া আনন্দিত হইবে। পরমেশ্বর দেবতাদিগকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য পাঠাইবেন, তাঁহারা তাহাকে সংবর্ধনা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন। (ত, হো,)

হইলে একান্তই ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর মার্জনাকারী ক্ষমাশীল* । ৬০ । এই (সাহায্য) এই কারণে যে, ঈশ্বর রাত্রিকে দিবাতে পরিণত করেন ও দিবাকে রাত্রিতে পরিণত করেন, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও দ্রষ্টা । ৬১ । এই (সাহায্য) এই কারণে যে, সেই ঈশ্বর সত্য, এবং এই যে, (ধর্মদ্রোহিগণ) তাঁহাকে ব্যতীত (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা অসত্য, এবং নিশ্চয় সেই ঈশ্বর উন্নত মহান্ । ৬২ । তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, অনন্তর ভূমি হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে, নিশ্চয় ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ কৃপালু । ৬৩ । যাহা স্বর্গে ও যাহা মর্তে আছে তাহা তাঁহারই নিশ্চয় ঈশ্বর নিষ্কাম ও প্রশংসিত । ৬৪ । (র, ৮, আ, ৭)

তোমরা কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা ও নৌকা-সকল তোমাদের জন্য অধিকৃত করিয়াছেন যে, তাঁহার আজ্ঞানুসারে (নৌকা) সমুদ্রে চলিয়া থাকে, এবং তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত পৃথিবীর উপর পড়িয়া না যায় (এজন্য) তিনি নভোমণ্ডলকে রক্ষা করিতেছেন, নিশ্চয় ঈশ্বর মানবের সম্বন্ধে সদয় কৃপালু । ৬৫ । এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, তৎপর তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিবেন, তাহার পর তোমাদিগকে বাঁচাইবেন, নিশ্চয় মানব-মণ্ডলী অকৃতজ্ঞ । ৬৬ । আমি প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য ধর্মপ্রণালী নির্ধারণ করিয়াছি যেন তাহারা তদনুযায়ী কার্যকারক হয়, অনন্তর উচিত যে, এ বিষয়ে তাহারা তোমার সঙ্গে (হে মোহম্মদ,) বিবাদ না করে, এবং তুমি আপন প্রতিপালকের দিকে (তাহাদিগকে) আহ্বান কর, নিশ্চয় তুমি সরল পথে আছ । ৬৭ । এবং যদি তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে তবে তুমি বলিও যে, "তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তাহার উত্তম জ্ঞাতা । ৬৮ । তোমরা যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলে কেয়ামতের দিনে তাহা সে ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে বিচার করিবেন" । ৬৯ । তুমি কি কি জানিতেছ না যে ঈশ্বর স্বর্গে ও মর্তে যাহা আছে তাহা জানিতেছেন ? নিশ্চয় ইহা গ্রন্থে (লিখিত) আছে, একান্তই ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ । ৭০ । যাহার সঙ্গে কোন প্রমাণ প্রেরিত হয় নাই, তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহাকে এবং যাহার (প্রমাণ) বিষয়ে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই তাহাকে অর্চনা করে, অত্যাচারীদিগের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই । ৭১ । এবং যখন আমার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল তাহাদের নিকটে পঠিত হয়, তখন তুমি সেই কাফেরদিগের মুখমণ্ডলে অসম্মতি উপলব্ধি করিয়া থাক ; যাহারা তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করে তাহারা সেই পাঠকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তুমি বল, "অনন্তর তোমাদিগকে কি এতদপেক্ষা মন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করিব ? (উহা) নরক, ধর্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে ঈশ্বর (ইহাই) অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং (উহা) কুৎসিত স্থান" । ৭২ । (র, ৯, আ, ৭)

হে লোকসকল, দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে, অনন্তর তাহা তোমরা শ্রবণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা (প্রতিমাসকল)

* এক দল কাফের মহরম মাসের শেষভাগে চাহিয়াছিল যে, মোসলমানদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করে । মহরম মাসে সংগ্রাম নিষিদ্ধ । মোসলমানগণ উক্ত মাসে নিবৃত্ত থাকিয়া তৎপর মাসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কাফের লোকেরা সম্মত হইল না । তখন মোসমানগণ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করেন । তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো)

একটি মক্ষিকাও কখন সৃজন করিতে পারে না তাহারা যদিচ তজ্জন্য সম্মিলিতও হয়, এবং যদি মক্ষিকা তাহাদিগ হইতে কিছু লইয়া যায় তাহা হইতে তাহারা উহা উদ্ধার করিতে পারে না, প্রার্থী ও প্রার্থিত দুর্বল হয়। ' ৭৩। তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার যথার্থ মর্যাদায় মর্যাদা করে নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিময় পরাক্রান্ত। ৭৪। পরমেশ্বর দেবতাগণ ও মানবগণ হইতে প্রেরিত পুরুষ মনোনীত করেন, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা ও দ্রষ্টা। ৭৫। যাহা তাহাদের (লোকদিগের) সম্মুখে ও যাহা তাহাদের পশ্চাতে আছে তাহা তিনি জানিতেন, এবং ঈশ্বরের দিকে কার্য সকলের প্রত্যাবর্তন। ৭৬। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে রকু কর ও নমস্কার কর, এবং পূজা কর, এবং শুভানুষ্ঠান কর, সম্ভবতঃ তোমরা মুক্তি লাভ করিবে‡। ৭৭। এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত জেহাদমতে জেহাদ কর,

* কাবা মন্দিরের চতুষ্পার্শে ৩৬০টি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। ঈশ্বর বলিতেছেন, তোমরা আমাকে ছাড়িয়া এই সকল প্রতিমাকে যে অর্চনা করিয়া থাক যদি তাহারা সকলে একত্রিত হইরা একটি মক্ষিকা সৃজন করিতে চাহে, পারিবে না, বা একটি মক্ষিকা তাহাদের কাহারও হইতে কিছু লইয়া গেলে তাহা প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ হইবে না। মক্কায় পৌত্তলিকদিগের এরূপ রীতি ছিল যে তাহারা প্রতিমা সকলকে সুগন্ধি রস ও মধুদানা লেপন করিত ও মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইত মক্ষিকাসকল গৃহের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া সেই সকল ভক্ষণ করিত, কিয়দ্দিন পরে যখন সেই সুগন্ধি দ্রব্য ও মধুর কোন চিহ্ন থাকিত না, তখন উপাসকগণ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিত যে, আমাদের ঈশ্বর তাহা ভক্ষণ করিয়াছেন। তাহাতে ঈশ্বর এ বিষয়ে সংবাদ দান করিতেছেন যে, প্রতিমার কোন ক্ষমতা নাই। প্রার্থী ও প্রার্থিত দুর্বল অর্থাৎ উপাসক পৌত্তলিক ও উপাস্য পুত্তল দুই ই দুর্বল। (ত, হো)

† ইহুদিগণ বলিয়া থাকে যে পরমেশ্বর ক্রমাগত ছয় দিন সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবস শনিবারে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যথা, শক্তিময় ঈশ্বরকে তাহারা যথার্থ মর্যাদায় মর্যাদা করে নাই, যেহেতু তাহারা তাঁহার পরিশ্রম ও ক্লান্তি হইয়াছিল এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, অংশিবাদী প্রতিমাপুজকদিগের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, যেহেতু তাহারা তাঁহাকে সত্যভাবে চিনিয়া সম্মান করে না, তাঁহার অংশী স্থাপন করে ও প্রস্তরাদিকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা বলেন, যেমন অংশিবাদিগণ প্রকৃত তত্ত্বানুসারে ঈশ্বরকে জানিতে পারে নাই, বিদ্বান লোকেরাও তাঁহার তত্ত্বলাভে বঞ্চিত আছে। কেহই তাঁহার মহিমার মন্দিরে যাইতে পারে না, কোন পথপ্রদর্শক তাহার পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। তাঁহার যথার্থ মর্যাদা তিনিই জানেন, অন্য কেহ জানে না। তাঁহার তত্ত্ব-ভূমিতে তিনি ব্যতীত অপর কেহই উপনীত হইতে পারে না। ঈশ্বর ও ঈশ্বরেতর পদার্থের মধ্যে পরস্পর কোন সাদৃশ্য সম্বন্ধ নাই যে তত্ত্বরাজ্যে পদার্পণ করা যাইবে। (ত, হো,)

‡ এস্লাম ধর্মের প্রথম অবস্থায় নমাজের সময় উপবেশন করা ও দণ্ডায়মান হওয়ার বিধি মাত্র ছিল। এই আয়াত হইতেই নামাজাদির ব্যবচ্ছেদস্থলে রকু (কুব্জপৃষ্ঠ হইয়া মস্তক অবনমন) সেজদা (ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া নমস্কার) প্রবর্তিত হয়। রকু ও সেজদা নমাজের শুদ্ধ দুই প্রধান অঙ্গ। এজন্য

তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমাদের প্রতি ধর্মবিষয়ে সংকোচ করেন নাই. তোমরা আপন পিতৃপুরুষ এব্রাহিমের ধর্ম (গ্রহণ কর,) পূর্বে এবং ইহাতে (কোরআনে) তিনি (ঈশ্বর) তোমাদিগের মোসলমান নাম রাখিয়াছেন, প্রেরিতপুরুষ যেন তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষী হয় ও তোমরা মানবমণ্ডলী সম্বন্ধে সাক্ষী থাক, অনন্তর তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর এবং ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর, তিনি তোমাদের প্রভু, পরন্তু তিনি উত্তম প্রভু ও উত্তম সাহায্যকারী*। ৭৮। (র, ১০, অা, ৭)

এমাম আজম ও এমাম মালেক এই আয়াতে নমস্কার করিতেন না, তাঁহারা নমাজের সম্বন্ধেই এই রকু ও সেজদার উল্লেখ হইয়াছে বলিতেন। কিন্তু এমাম শাফি ও এমাম অাহমদ এই আয়াতে সেজদা করিতেন ও বলিতেন যে এস্থলে সেজদা সম্বন্ধেই স্পষ্ট আদেশ হইয়াছে। এমাম শাফি কোরআনের নমস্কার সকলের মধ্যে এই নমস্কারকে প্রথম নমস্কার বলিয়াছেন। এ স্থলে নমস্কারতত্ত্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা যাইতেছে। ললাটদেশ ভূমিতে স্থাপন করা বস্তুতঃ নমস্কার নহে। যদি কেহ উপহাস করিয়া কাহারও নিকট ভূতলে মস্তক স্থাপন করে তবে উহা নমস্কার বলিয়া গণ্য হইবে না। নমস্কার হৃদয়ের নম্রতা, কাতরতা ও নমস্যের প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রকাশক। এক অর্থে জগতের সমুদায় ক্ষুদ্র বস্তু পর্যন্ত ভাবযোগে ঈশ্বরের নিকট নম্রতা ও আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। (ত, হো,)

জেহাদ শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ করা। জেহাদ দ্বিবিধ, এক অংশিবাদী পৌত্তলিক ঈশ্বর বিদ্রোহী ইত্যাদি বাহ্য শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম, অন্য কাম-ক্রোধাদি আন্তরিক রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম। এমাম বয়শরি বলিয়াছেন যে, "কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে এক নিমেষও ক্ষান্ত থাকিবে না, যেহেতু তাহা হইতে কখনও নিরাপদ নাই। প্রভু পরমেশ্বর আপন ধর্ম বিস্তারের জন্য তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন। তোমাদের প্রতি তিনি ধর্মসম্বন্ধে কোন ত্রুটি করেন নাই, অর্থাৎ পরমেশ্বর বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা তোমাদিগকে আঁটিয়া ধরেন নাই ও শক্তির অতীত ভারবহনে নিযুক্ত করিতেছেন না। প্রয়োজনমতে তিনি তোমাদিগকে যুদ্ধাদি হইতে বিদায় দিয়া থাকেন।" "তোমরা আপন পিতৃপুরুষের (ধর্ম) গ্রহণ কর", অর্থাৎ এব্রাহিমের ধর্ম গ্রহণ কর। অধিকাংশ আরবীয় লোক এব্রাহিমের বংশসম্ভূত ছিলেন। তাঁহাদিগকে সমুদায় মণ্ডলীর উপর শ্রেষ্ঠতা দান করা হইয়াছে। অথবা তিনি হজরত মোহম্মদের পিতৃপুরুষ ছিলেন ও হজরত মোহম্মদ মণ্ডলীর পিতাস্বরূপ অতএব পিতার পিতাতে পিতৃত্ব আছে। এসলাম ধর্ম এব্রাহিমের ধর্মের অনুরূপ, এব্রাহিম প্রবর্তিত ধর্মের সঙ্গে তাহার কোন বিরোধ নাই। এজন্য বিশ্বাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, তোমরা এব্রাহিমের ধর্মের অনুসরণ কর। তাহা হইলে হজরত মোহম্মদ পুনরুত্থান দিনে তোমরা যে তাহার স্বর্গীয় আহ্বান গ্রহণ ও এব্রাহিমের ধর্মের অনুসরণ করিয়াছ তাহার সাক্ষী হইবেন, তোমরাও প্রেরিত পুরুষের যথার্থ আহ্বান সম্বন্ধে সাক্ষী হইবে। ঈশ্বরকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় কর, অর্থাৎ তোমারা আপন সমুদয় কার্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ ও তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। (ত, হো,)

সূরা মুমেনূন*

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

১১৮ আয়াত, ৬ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় বিশ্বাসীগণ মুক্ত হইয়াছে। ১। এবং (বিশ্বাসী) তাহারা যাহারা আপন নমাজে সাভিনিবেশ†। ২।+এবং তাহারা যাহারা অনর্থ বিষয় হইতে বিমুখ‡। ৩।+এবং তাহারা যাহারা জকাতের পরিশোধকারী। ৪+এবং তাহারা যাহারা আপন ভার্যাদিগের অথবা তাহাদের হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে সেই (ভোগ্যা দাসীদিগের) সম্বন্ধে ব্যতীত আপন গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমকারী, নিশ্চয় তাহারা ভর্ৎসনাশূন্য। ৫।৬। অনন্তর যাহারা ইহা ব্যতীত অন্বেষণ করে পরে এই তাহারাই সীমা লঙ্ঘনকারী। ৭।+এবং তাহারা যাহারা আপন গচ্ছিত বিষয় ও আপন অঙ্গীকারের রক্ষক$। ৮।+এবং বিশ্বাসী তাহারা

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† পূর্বে হজরত মোহম্মদ নমাজ পড়িবার সময় উর্ধ্বদিকে দৃষ্টি স্থাপন করিতেন। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হইতে নমস্কারভূমির প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করেন। এইরূপ বিধি যে, দণ্ডায়মানের অবস্থায় নমস্কার ভূমির দিকে দৃষ্টি স্থাপিত রাখিবে, কিন্তু মক্কা তীর্থে নমাজের সময় কাবা মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দক্ষিণে ও বামে কে আছে উপাসক ঈশ্বরের প্রতি মনের একাগ্রতার জন্য তখন তাহা জানিতে পারেন না তখন তাহাকে সাভিনিবেশ বলা যায়। মহাত্মা ওয়াস্তি বলিয়াছেন যে, অনন্যমনে ঈশ্বরেতে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যে নমাজ হয় সেই নমাজের অবস্থাকে "খশু" বলে। এস্থলে "খশু" শব্দের অভিনিবেশ অর্থ করা হইয়াছে। বহরোল্ হকায়ক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, বাহ্যে উক্ত অভিনিবেশ এই যে, সম্মুখের দিকে মস্তক ঝুঁকাইয়া রাখা এবং দক্ষিণে বামে দৃষ্টি প্রসারণে নিবৃত্ত থাকা এবং স্থির ভাবে বচন পাঠ করা। আন্তরিক অভিনিবেশ এই যে, মনে কোন সংশয় ও দ্বৈধভাব না রাখা ও ঈশ্বরকে অনুধ্যান করা, ঈশ্বর আবির্ভাবরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তাহার সৌন্দর্য ও মহিমার জ্যোতিতে বিমুগ্ধ হওয়া। তত্ত্বজ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন যে, উপাসনার প্রথমে নিজের প্রতি বিরাগী, পরে সখার দর্শন ও সান্নিধ্যের জন্য আগ্রহান্বিত হইবে। (ত, হো,)

‡ যাহা ঈশ্বর উদ্দেশ্যে হয়না ও যে সকল কথা ও কার্য কোন প্রয়োজনে আসে না তাহাকে অনর্থ বিষয় বলা হইয়া থাকে। (ত, হো,)

$ গচ্ছিত বস্তু দুই প্রকার হইতে পারে, এক মানব সম্বন্ধীয়, অন্য ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। মানব সম্বন্ধীয় গচ্ছিত ধন তৈজসপত্রাদি ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গচ্ছিত সামগ্রী নমাজ রোজা ইত্যাদি। (ত, হো,)

যাহারা আপন উপাসনাকে রক্ষা করিয়া থাকে*। ৯। এহারাই তাহারা যে উত্তরাধিকারী হয়। ১০।+যাহারা স্বর্গের উত্তরাধিকারী হইবে তাহারা তথায় সর্বদা থাকিবে। ১১।+এবং সত্য-সত্যই আমি মানবমণ্ডলীকে কর্দমের সার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। ১২। তৎপর আমি তাহাকে দৃঢ় অবস্থান ভূমিতে শুক্রবিন্দু করিয়াছি†। ১৩। তাহার পর আমি শুক্রবিন্দুকে ঘনীভূত রক্ত করিয়াছি, পরে আমি ঘনীভূত রক্তকে মাংস খণ্ড করিয়াছি, অনন্তর মাংস খণ্ডকে অস্থিপুঞ্জ করিয়াছি, অবশেষে অস্থিপুঞ্জকে মাংসে আচ্ছাদন করিয়াছি, তৎপর তাহাকে আমি অন্য সৃষ্টি-রূপে সৃজন করিয়াছি, পরিশেষে ঈশ্বর মহা গৌরবান্বিত অত্যুত্তম সৃষ্টিকর্তা। ১৪। অনন্তর নিশ্চয় তোমরা ইহার পরে প্রাণত্যাগকারী। ১৫। তৎপর নিশ্চয় তোমরা কেয়ামতের দিনে সমুত্থিত হইবে। ১৬। এবং সত্য-সত্যই আমি তোমাদের উপর সপ্ত স্বর্গ সৃজন করিয়াছি, এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে উপেক্ষাকারী ছিলাম না। ১৭। এবং আমি উপযুক্ত পরিমাণে আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছি, পরে তাহা পৃথিবীতে স্থাপিত করিয়াছি‡ এবং নিশ্চয় আমি তাহা উপরে লইয়া যাইতে ক্ষমতাবান্। ১৮। অনন্তর আমি তোমাদের জন্য তাহা দ্বারা দ্রাক্ষা ও খোর্মার উদ্যান সকল উৎপাদন করিয়াছি, তোমাদের জন্য সেই (উদ্যান সকলে) প্রচুর ফল হইয়াছে, এবং তাহা তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। ১৯। এবং এক বৃক্ষ (সৃজন করিয়াছি,) তাহা তুর সায়না পর্বত হইতে নির্গত হয়, উহা হইতে তৈল ও ভোক্তাদিগের জন্য ভোজ্যোপকরণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে$। ২০। এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ সকল উপদেশ আছে, তাহাদের উদরে যে (দুগ্ধ) আছে আমি তাহা তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি, এবং তাহাদিগের মধ্যে তোমাদের অত্যন্ত লাভ আছে ও তাহাদের (মাংস) তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। ২১।+এবং তাহাদের উপরে ও নৌকা সকলের উপরে তোমরা আরোপিত হইয়া থাক§। ২২। (র. ১, আ, ২২,

* অর্থাৎ স্বীয় উপাসনাতে নির্দিষ্ট সময় ও নিয়ম-প্রণালী ইত্যাদি রক্ষা করিয়া থাকে। (ত, হো,)

† দৃঢ় অবস্থানভূমি, জরায়ু কোষ, জরায়ু কোষে চল্লিশ দিন শুক্রবিন্দু শুভ্রাবস্থায় স্থিতি করে। (ত, হো,)

‡ কথিত আছে যে, পরমেশ্বর স্বর্গের পয়ঃপ্রণালীর পাঁচটি জলস্রোত জেব্রিলের পক্ষোপরি স্থাপন করিয়া আকাশ হইতে পাঠাইয়াছেন। তাহাতেই ভারতবর্ষস্থ নদী বিশেষ সরহূন (শোন) ও বলখের নদী বিশেষ জয়হূণ এবং এরাকের নদীদ্বয় ফোরাত ও দজলা এবং মেসরের নদী নীল ও পর্বতস্থ প্রস্রবণ সকল লোকহিতার্থ প্রবাহিত হয়। এজন্যই উক্ত হইয়াছে যে আমি "পৃথিবীতে জল স্থাপিত করিয়াছি।" (ত, হো,)

$ মেসর ও আয়লা প্রদেশের মধ্যস্থলে সায়না গিরি, উহার অপর নাম মুসা পর্বত। মহাপুরুষ মুসা এই পর্বতে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিয়া প্রচারব্রতে ব্রতী হইয়া-ছিলেন। কথিত আছে যে, নূহার জলপ্লাবনের পর প্রথমে সায়না গিরিতে এক বৃক্ষ জন্মে, উহা জয়তুন, সেই বৃক্ষে তৈল জন্মে, তাহা দীপজ্বালনে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহা রুটির উপকরণ হইয়া থাকে। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ স্থলপথে উষ্ট্রের উপর ও জল পথে নৌকায় তোমরা আরোহণ করিয়া

এবং সত্য-সত্যই আমি নূহাকে তাহার মণ্ডলীর নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর সে বলিয়াছিল যে, "হে আমার সম্প্রদায়, ঈশ্বরকে অর্চনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য (অন্য) ঈশ্বর নাই, অনন্তর তোমরা কি ভয় পাইতেছ না ?" ২৩। অবশেষে তাহার দলস্থ প্রধান ধর্মদ্রোহী লোকেরা বলিল, "এ তোমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন নহে, এ তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিতে চাহিতেছে, এবং যদি ঈশ্বর চাহিতেন তবে অবশ্য দেবতাদিগকে প্রেরণ করিতেন, আপন পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদিগের নিকটে আমরা এ বিষয় শ্রবণ করি নাই। ২৪। সে বায়ুরোগগ্রস্ত পুরুষ বৈ নহে, অতএব কিয়ৎকাল পর্যন্ত তাহার সম্বন্ধে তোমারা প্রতীক্ষা কর"। ২৫। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যে অসত্যারোপ করিতেছে তদ্বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য দান কর'। ২৬। অনন্তর আমি তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে, তুমি আমার সাক্ষাতে ও আমার আজ্ঞানুসারে নৌকা প্রস্তুত কর, পরে যখন আমার আজ্ঞা উপস্থিত হইবে, এবং চুল্লী উচ্ছ্বসিত হইবে তখন সকল প্রকারের পুং-স্ত্রী যুগল ও আপন পরিজন তাহাদের তাহাদের যাহার সম্বন্ধে কথা পূর্বে হইয়াছে সে ব্যতীত (সকলকে) তন্মধ্যে আনয়ন করিও, যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিও না, নিশ্চয় তাহারা জলমগ্ন হইবে*। ২৭। অনন্তর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গী লোক নৌকায় বসিবে, তখন তুমি বলিও, "সেই ঈশ্বরেরই প্রশংসা ; যিনি আমাদিগকে অত্যাচারী দল হইতে উদ্ধার করিলেন। ২৮। এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে মঙ্গলজনক স্থানে অবতারণ কর, তুমি অবতারণকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"†। ২৯। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে ও নিশ্চয় আমি

থাক। উষ্ট্র ও নৌকা তোমাদিগকে বহন করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। (ত, হো,)

* মহাপুরুষ নূহা মণ্ডলীর মন পরিবর্তনে নিরাশ হইয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, প্রভো, আমাকে সাহায্য দান কর, আমার পক্ষ হইয়া তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দান কর, ইহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। তৎপর পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, তুমি একটি নৌকা নির্মাণ করিয়া রাখ, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। নৌকা কিরূপে নির্মাণ করিতে হইবে আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। পরে যখন আমার আদেশ বা ধর্মবিদ্রোহীদিগের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে তখন চুল্লী হইতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ তোমার রন্ধন করিবার সময় অগ্নির ভিতর হইতে জল উঠিবে। তখন পুং-স্ত্রী এক এক ঘোড়া সমুদায় জন্তু ও স্বীয় ধার্মিক বিশ্বাসী পরিজনদিগকে নৌকায় তুলিবে. কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই "বিনাশ" কথা লিখিত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে অর্থাৎ তোমার অবিশ্বাসী পুত্র কেনান ও ভার্যা আয়লাকে নৌকায় তুলিবে না, এবং যাহারা ধর্ম গ্রহণ করে নাই ও তোমাকে উপহাস করিয়াছে সেই অত্যাচারীদিগের জন্য তুমি আমার নিকটে প্রার্থনা করিও না। (ত, হো,)

† উহাই মঙ্গলজনক স্থান যে স্থান বিশ্বাসিগণের সম্বন্ধে শান্তি ও মুক্তির কারণ হয়। কেহ কেহ বলেন, নৌকা হইতে বাহির হইবার সময় এইরূপ প্রার্থনা করিবার জন্য নূহার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছিল। কিন্তু নৌকায় আরোহণ ও তাহা হইতে অবতরণ করার সময় এইরূপ প্রার্থনা করিতে আদেশ

পরীক্ষক ছিলাম। ৩০। অবশেষে তাহাদের পরে আমি অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছি। ৩১। পরে আমি তাহাদের (বংশ) হইতে তাহাদের মধ্যে এক প্রেরিত পুরুষ পাঠাইয়াছি*। (সে বলিয়াছিল) যে, "তোমরা ঈশ্বরকে অর্চনা কর, তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত ঈশ্বর নাই, অনন্তর তোমরা কি ভয় পাইতেছ না"? ৩২। (র, ২, আ, ১০)

এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছিল ও পরলোকের সাক্ষাৎকারের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, এবং যাহাদিগকে আমি সাংসারিক জীবনে সুখী করিয়াছিলাম তাহার দলের সেই প্রধান পুরুষেরা বলিল, "এ তোমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন নহে, তোমরা যাহা ভক্ষণ করিয়া থাক তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং তোমরা যাহা পান কর তাহা পান করে। ৩৩। এবং যদি তোমরা আপনাদের ন্যায় মনুষ্যের আনুগত্য স্বীকার কর, তবে নিশ্চয় তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ৩৪। তোমাদের সঙ্গে কি অঙ্গীকার করা হইতেছে যে, তোমরা যখন মরিবে ও মৃত্তিকা ও অস্থি সকল হইবে তখন তোমরা বাহির হইবে? ৩৫। যে বিষয়ে তোমাদিগের সঙ্গে অঙ্গীকার করা হইতেছে তাহা দূরে দূরে। ৩৬। + আমাদের সাংসারিক জীবন ভিন্ন ইহা (এই জীবন) নহে, আমরা মরিতেছি ও বাঁচিতেছি, এবং আমরা সমুত্থাপিত হইব না। ৩৭। + সে সেই ব্যক্তি ভিন্ন নহে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্য রচনা করিয়াছে, এবং আমরা তাহার সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহি"। ৩৮। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যে আমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, তদ্বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য দান কর"। ৩৯। তিনি বলিলেন, "কিয়ৎকালের মধ্যে অবশ্য তাহারা লজ্জিত হইবে"। ৪০। অবশেষে সত্যতঃ মহানিনাদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে (তৃণবৎ) খণ্ড খণ্ড করিলাম, পরিশেষে অত্যাচারীদলের নিমিত্ত (ঈশ্বরের কৃপা) দূর হউক†৪১। তৎপর আমি তাহাদিগের পরে অন্য সম্প্রদায় সকল সৃষ্টি করিয়াছি‡। ৪২। কোন মণ্ডলী আপন (শাস্তির) নির্দিষ্ট কাল (অতিক্রম করিয়া) অগ্রসর হইবে না ও পশ্চাদ্বর্তী হইবে না। ৪৩। তৎপর আমি ক্রমান্বয়ে স্বীয় প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছি, যখন কোন মণ্ডলীর নিকটে তাহাদের রসুল উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর আমি তাঁহাদের একজনের পশ্চাৎ অন্য জনকে আনয়ন করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে উপাখ্যান করিয়াছি, অবশেষে যাহারা বিশ্বাস করে না সেই দলের নিমিত্ত (ঈশ্বরের কৃপা) দূর হউক$।

হইয়াছিল এ প্রকার প্রসিদ্ধি। আতবার পুত্র সোলয়মান বলিয়াছেন যে, উহাই মঙ্গলজনক ভূমি যথায় কুপ্রবৃত্তি ও রিপুর প্ররোচনা হইতে নিরাপদ থাকা যায়, এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্যের আবির্ভাব সমধিকরূপে হয়। (ত, হো,)

* তাহাদের প্রেরিত পুরুষ হুদ বা সালেহ্ ছিলেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ জেব্রিল ভয়ানক শব্দ করিলেন, তাহাতে ধর্মদ্রোহী লোকদিগের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল, সকলে প্রাণ ত্যাগ করিল। কতিপয় তফসীর লেখক বলেন যে, এই শব্দদণ্ড সমুদ জাতির প্রতি হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে আদ জাতি এই শাস্তি প্রাপ্ত হয়। যে দণ্ড অপরাধীদিগের সমূলে বিনাশের কারণ হয় তাহাকেই শব্দদণ্ড বলা যাইতে পারে। (ত, হো,)

‡ এস্থলে অন্য সম্প্রদায় শোঅব ও লুতের সম্প্রদায়। (ত, হো,)

$ একজনের পশ্চাৎ অন্যজনকে আনয়ন করার অর্থ একজনকে অন্যজনের সংহার-

৪৪। তৎপর আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারুনকে আপন নিদর্শন ও উজ্জ্বল প্রমাণসহ ফেরওনের ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছি, অনন্তর তাহারা গর্ব করিল, এবং তাহারা উদ্ধত দল ছিল। ৪৫ + ৪৬। পরিশেষে তাহারা বলিল, "আমাদের তুল্য দুই জন মনুষ্যকে কি আমরা বিশ্বাস করিব? সেই দুয়ের জ্ঞাতিবর্গ আমাদিগকে সেবা করিয়া থাকে"*। ৪৭। অনন্তর তাহারা সেই দুই জনের প্রতি অসত্যারোপ করিল, পরিশেষে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪৮। এবং সত্য-সত্যই আমি মূসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি যেন তাহারা (বনি এস্রায়িল) সৎপথ প্রাপ্ত হয়। ৪৯। এবং আমি মরয়মের পুত্র ও তাহার জননীকে নিদর্শন স্বরূপ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে প্রস্রবণযুক্ত অবস্থানযোগ্য উচ্চভূমিতে স্থান দান করিয়াছিলাম†। ৫০। (র, ৩, আ, ১০)

হে প্রেরিত পুরুষগণ, তোমরা বিশুদ্ধ বস্তু সকল ভক্ষণ কর ও শুভকর্ম কর, তোমরা যাহা করিয়া থাক নিশ্চয় আমি তাহার জ্ঞাতা‡। ৫১। এবং নিশ্চয় তোমাদের এই ধর্ম একমাত্র ধর্ম এবং আমি তোমাদের মধ্যে প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর। ৫২। অনন্তর তাহারা আপনাদের মধ্যে আপনাদের কার্য খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল, প্রত্যেক সম্প্রদায় যাহা তাহাদের নিকটে আছে তাহাতে আনন্দিত$। ৫৩। অতএব তুমি (হে মোহম্মদ,) কিয়ৎকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের শৈথিল্য ছাড়িয়া দেও। ৫৪। তাহারা কি মনে করিতেছে যে, ধন ও

সাধনে নিযুক্ত করা। আমি কাহাকেও জীবনধারণে অবকাশ দান করি নাই। "আমি তাহাদিগকে উপাখ্যান করিয়াছি" অর্থাৎ তাহাদের উপাখ্যান ভিন্ন অন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই, তাহারা সমূলে সংহার প্রাপ্ত হইয়াছে, লোকে তাহাদের গল্প মাত্র করিয়া থাকে। তাহাদের বৃত্তান্ত সকল সাধারণের শিক্ষার কারণ হইয়াছে, যেন তাহাদের চিরশাস্তি লোকে স্মরণ করিয়া ভীত হয়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ বনি-এস্রায়িল ক্রীতদাসের ন্যায় আমাদিগের সেবা করিয়া থাকে, তাহারা দাস ও আমরা প্রভু। ফেরওন ও তাহার অনুবর্তিগণ গোবৎস ও প্রতিমার সেবা করিত, বনি-এস্রায়িল ফেরওন ও তাহার অনুচরগণের সেবা করিতেন। (ত, হো,)

† প্রস্রবণযুক্ত অবস্থানযোগ্য উচ্চভূমি ফেলস্তিন বা পেলেস্টাইন নামক স্থান। মরয়ম আপন পুত্র ও স্বীয় পিতৃব্য সমানের পুত্র ইয়ুসোফ সহ দ্বাদশ বৎসর তথায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন। তিনি সূতা কাটিতেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেন। কেহ কেহ বলেন, উপরি উক্ত উচ্চভূমি মেসরদেশ, কেহ দমস্ককে জেরুজেলম বলিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক প্রামাণিক লোকের মতে ফেলস্তিনই সত্য বলিয়া পরিগণিত। (ত, হো,)

‡ ফতোল্‌কলুব নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ ভোজ্য শব্দ সৎক্রিয়ার পূর্বে এজন্য সন্নিবেশিত হইল যে, উহা কর্মের ফলস্বরূপ হইয়াছে। হজরত শোখোল্ এস্‌লাম বলিয়াছেন যে, কর্মের বীজ অন্ন, কর্মফল, বীজ উত্তম ও বিশুদ্ধ হইলে তাহার ফলও উত্তম হয়। (ত, হো,)

$ গ্রন্থাধিকারিগণ পরস্পরের মধ্যে আপনাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় কার্য প্রণালী বিভাগ করিয়া নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে ও পরস্পর বিবাদ করিয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপনার নিকটে যে কিছু আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত এবং ইহাই সত্য এই বলিয়া তাহারা তৎপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। (ত, হো,)

সন্তান দ্বারা যে কিছু আমি তাহাদিগকে সাহায্য দান করি তাহাতে তাহাদের জন্য মঙ্গলানুষ্ঠান সকলে চেষ্টা করিয়া থাকি? বরং তাহারা জানিতেছে না। ৫৫+৫৬। নিশ্চয় তাহারাই যাহারা আপন প্রতিপালকের ভয়ে শশব্যস্ত। ৫৭।+এবং তাহারাই যাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করে। ৫৮। এবং তাহারাই যাহারা আপন প্রতিপালকের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে না। ৫৯।+এবং তাহারাই যাহারা যাহা কিছু দেওয়া যায় তাহা দান করে এবং যাহাদের মন ভীত, নিশ্চয় তাহারাই আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী*। ৬০।+ইহারাই শুভকার্য সকলে সত্বর হয় ও ইহারা তদুদ্দেশ্যে অগ্রসর†। ৬১। আমি কোন ব্যক্তিকে তাহার সাধ্যাতীত ক্লেশ দান করি না, এবং আমার নিকটে সেই গ্রন্থ আছে যে সত্য বর্ণন করে ও তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ৬২। বরং তাহাদের মন এ বিষয়ে ঔদাসিন্যে আছে, এতদ্ব্যতীত তাহাদের (মন্দ) কার্য সকল আছে, তাহারা তাহার অনুষ্ঠানকারী‡। ৬৩। এতদূর পর্যন্ত, যখন আমি সম্পন্ন লোকদিগকে শাস্তি দ্বারা আক্রমণ করিব তখন তাহারা আর্তনাদ করিবে। ৬৪। (আমি বলিব,) অদ্য তোমরা আর্তনাদ করিও না, নিশ্চয় তোমরা আমা হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ৬৫। একান্তই তোমাদের নিকটে আমার আয়াত সকল পঠিত হইত, পরে গর্ব করতঃ তোমরা আপন পশ্চাৎ পদের প্রতি ফিরিয়া যাইতে, তৎসম্বন্ধে গল্পে রত হইয়া ব্যর্থ বাক্য সকল বলিতে$। ৬৬+৬৭। অনন্তর এই উক্তির প্রতি কি তাহারা মনোযোগ করে না? যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদিগের নিকটে আসে নাই তাহা তাহাদের নিকটে কি উপস্থিত হইয়াছে§? ৬৮। তাহারা কি আপনাদের প্রেরিত পুরুষকে চিনিতেছে না, অনন্তর তাহারা তাহার অস্বীকারকারী। ৬৯। তাহারা কি বলিতেছে যে, তাহাকে উন্মত্তা আছে? বরং সে তাহাদের নিকটে সত্য আনয়ন করিয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই সত্যের অশ্রদ্ধাকারী। ৭০। এবং যদি (ঈশ্বর) তাহাদের ইচ্ছার অনুসরণ করিতেন, তবে একান্তই স্বর্গ ও মর্ত এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে কেহ আছে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত, বরং আমি তাহাদের

---

* অর্থাৎ "জকাত" ও "সদকা" স্বরূপ তাহাদিগকে যাহা দেওয়া যায় তাহারা দীনদুঃখীদিগকে দান করিয়া থাকে, তাহাদের মন শাস্তিভয়ে ভীত, তাহারাই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ ইহারা সাংসারিক কল্যাণজনক দানাদি সৎকার্য ও সাধন-ভজনাদি পারলৌকিক শুভকর্ম উৎসাহের সহিত নির্বাহ করে। (ত, হো,)

‡ যে কথা বলা হইল তৎপ্রতি তাহারা উপেক্ষাকারী। তদ্ব্যতীত তাহারা দুষ্কর্ম ও ভয়ানক পাপ সকল করিয়া থাকে, ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করে ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করিয়া থাকে। (ত, হো)

$ অর্থাৎ তোমরা উপহাস করিয়া ফিরিয়া যাইতে, আমার বাক্য শ্রবণ করিতে না। সাধারণ লোকের উপরে নিজের গৌরব অন্বেষণ করিতে ও বলিতে যে, আমরা মক্কা তীর্থের অধিবাসী ও গৌরবান্বিত লোক। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ তাহারা বলে যে, আমরা ধর্মগ্রন্থ ও পেগাম্বর সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখি না। ঈশ্বর এই ভাব ব্যক্ত করেন, আমি নুহা ও এব্রাহিমকে যেমন তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদের জন্যও মোহম্মদকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহারা যেন আপত্তি না করে। (ত, হো,)

নিকটে তাহাদের সম্বন্ধীয় উপদেশ আনয়ন করিয়াছি, অনন্তর তাহারা আপন উপদেশ হইতে বিমুখ*। ৭১। তুমি কি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের নিকটে ধন প্রার্থনা কর? অনন্তর তোমার প্রতিপালকেরই উৎকৃষ্ট ধন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। ৭২। এবং নিশ্চয় তুমি তাহাদিগকে সরল পথের দিকে আহ্বান করিতেছ। ৭৩। এবং নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহারা সেই সরল পথ হইতে দূরবর্তী হয়। এবং যদি আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতাম ও তাহাদের যে দুঃখ আছে তাহা উন্মোচন করিতাম তবে নিশ্চয় তাহারা আপন অবাধ্যতাতে অবিশ্রান্ত নিক্ষিপ্ত থাকিত†। ৭৫। + এবং সত্য-সত্যই আমি তাহাদিগকে শাস্তিযোগে আক্রমণ করিয়াছিলাম, অনন্তর আপন প্রতিপালকের নিকটে তাহারা মিনতি করে নাই ও কাতরোক্তি করে নাই। ৭৬। এ পর্যন্ত, যখন আমি তাহাদের প্রতি সুকঠিন শাস্তির দ্বার উন্মুক্ত করিলাম, তখন অকস্মাৎ তাহারা তাহাতে নিরাশ হইল। ৭৭। (র, ৪; আ, ১৭)

এবং তিনিই যিনি তোমাদের জন্য দৃক্, শ্রবণ ও অন্তঃকরণ সকল সৃজন করিয়াছেন, তোমরা অল্পই ধন্যবাদ করিয়া থাক। ৭৮। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও তোমরা তাঁহার দিকে সমুত্থাপিত হইবে। ৭৯। এবং তিনিই যিনি জীবন দান ও প্রাণ হরণ করেন ও তাঁহার কারণেই দিবা-রাত্রির পরিবর্তন হইয়া থাকে, অনন্তর তোমরা কি জানিতেছ না? ৮০। বরং পূর্ববর্তী লোকেরা যে প্রকার বলিত তাহারাও তাহাই বলিয়াছে। ৮১। তাহারা বলিয়াছে, "কি যখন আমরা প্রাণত্যাগ করিব, এবং মৃত্তিকা ও অস্থি সকল হইয়া যাইব তখন কি আমরা সমুত্থাপিত হইব? ৮২। সত্য-সত্যই আমাদিগকে এবং ইতিপূর্বে আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে এই অঙ্গীকার প্রদত্ত হইয়াছে; ইহা পুরাতন উপন্যাস ভিন্ন নহে"। ৮৩। তুমি জিজ্ঞাসা কর (হে মোহম্মদ,) পৃথিবী ও তন্মধ্যে যে কেহ আছে সে কাহার? যদি তোমরা জান (বল,)। ৮৪। তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিবে, "ঈশ্বরের"

* ঈশ্বর কাফেরদিগের ইচ্ছা অনুসরণ করিলে স্বর্গলোক ও পৃথিবী এবং উভয় লোকবাসী দেব-দানব-মানবাদি জীবজন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইত। অর্থাৎ ঈশ্বর কাফেরদিগের ইচ্ছানুসারে অংশিবাদিতাকে প্রশ্রয় দিলে কেয়ামত উপস্থিত করিতেন ও মহাপ্রলয় হইত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি কাফেরদিগের নিকটে এক গ্রন্থ (কোরআন) উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতে তাহাদের সম্বন্ধে উপদেশ সকল আছে, সেই উপদেশ মান্য করিয়া চলিলে তাহাদের গৌরব ও খ্যাতি হয়। কিন্তু তাহারা আপনাদের সেই উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতেছে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদি আমি তাহাদের নিকট হইতে বিপদ-বিঘ্ন দূর করিতাম, তবে তাহারা কুভাব বশতঃ ধর্মবিদ্বেষে ও অসত্যালাপে আরও দৃঢ় থাকিত। একদা মক্কাবাসী ধর্মদ্বেষী লোকগণ প্রবল দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয় তাহারা খাদ্যাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় শব ভক্ষণ করিতে থাকে। তখন কোরেশ দলপতি আবু সুফিয়ান মদীনাতে আগমন করিয়া হজরতকে বলে যে তোমার অভিসম্পাতে মক্কাবাসীরা বিপদগ্রস্ত, তুমি পিতৃবর্গকে করবালাঘাতে বধ করিয়াছ, আবার সন্তানদিগকে ক্ষুধানলে দগ্ধ করিতেছ, তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

তুমি বলিও, অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না* ? ৮৫। তুমি জিজ্ঞাসা কর, সপ্ত স্বর্গের স্বামী ও মহা স্বর্গের স্বামী কে ? ৮৬। তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিবে, "(এ সকল) ঈশ্বরের ;" তুমি বলিও, অনন্তর তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছ না ? ৮৭। তুমি জিজ্ঞাসা কর, কে তিনি যাঁহার হস্তে সকল বস্তুর রাজত্ব, এবং যিনি আশ্রয় দান করেন ও যাঁহার সম্বন্ধে আশ্রয় দেওয়া হয় না, যদি তোমরা জান (বল)। ৮৮। তৎক্ষণাৎ তাহারা বলিবে, "(এ সকল) ঈশ্বরের ;" তুমি বলিও, অনন্তর তোমরা কোথা হইতে প্রবঞ্চিত হইতেছ† ? ৮৯। বরং আমি তাহাদের নিকটে সত্য আনয়ন করিয়াছি, এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। ৯০। পরমেশ্বর কোন সন্তান সন্তান গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার সঙ্গে (অন্য) কোন ঈশ্বর নাই, তবে তৎকালীন প্রত্যেক ঈশ্বর যাহা সৃজন করিয়াছে তাহা লইয়া যাইত, এবং নিশ্চয় তাহাদের পরস্পর একে অন্যের উপর প্রবল হইত, তাহারা যাহা বর্ণনা করে ঈশ্বর তাহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ‡। ৯১। তিনি অন্তর্বাহির্বিদ, অনন্তর তাহারা যাহাকে অংশী স্থাপন করে তাহা হইতে তিনি উন্নত। ৯২। (র, ৫, আ, ১৫,)

তুমি বল, "হে আমার প্রতিপালক, (শাস্তি বিষয়ে) যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহা যদি আমাকে প্রদর্শন করাও। ৯৩। হে আমার প্রতিপালক, অনন্তর আমাকে তুমি অত্যাচারী দলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিও না" । ৯৪। এবং যাহা তাহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছি নিশ্চয় আমি তাহাতে আছি, তাহা তোমাকে দেখাইব, অবশ্য আমি ক্ষমতাবান। ৯৫। যাহা অতি কল্যাণ তাহা দ্বারা তুমি অকল্যাণকে দূর কর, তাহারা যাহা বর্ণনা করিতেছে আমি তাহা উত্তম জ্ঞাত$। ৯৬। এবং বল, "হে আমার প্রতিপালক, আমি শয়তান

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথমে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা রাখেন, তিনি মৃত্যু ও শরীর ধ্বংস হওয়ার পরে তাহাকে পুনর্বার পূর্বাবস্থায় আনয়ন করিতে অক্ষম হইতে পারেন না, এই উপদেশ কি তোমরা প্রাপ্ত হইতেছ না ? (ত, হো,)

† "কোথা হইতে প্রবঞ্চিত হইতেছ ?" অর্থাৎ একত্বের জ্যোতির প্রকাশ ও পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বের প্রমাণ জাজ্বল্যমান সত্ত্বে তোমরা কেমন করিয়া সত্য পথ হইতে ফিরিয়া যাইতেছ এবং কোথায় যাইতেছ ? (ত, হো,)

‡ এমন কোন উপাস্য নাই যে, সে ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশ্বরত্বে অংশী হয়, যদি ঈশ্বরত্বে পরমেশ্বরের কেহ অংশী থাকে, তবে সেই অংশী-ঈশ্বরের উচিত যে স্রষ্টা হন। পরন্তু প্রকৃত ঈশ্বর সম্বন্ধে আরোপিত অংশী কতকগুলি সৃষ্ট পদার্থ মাত্র। নানা প্রকারে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরের অংশী অন্য কোন ঈশ্বর নাই, তিনি অংশিবিহীন একমাত্র। যেরূপ উক্ত হইয়া থাকে, যদি তদ্রূপ তাঁহার অংশী কেহ থাকিত তবে সে আপনার সৃষ্ট বস্তু ও রাজ্য-বিভাগ করিয়া লইতে চাহিত, পৃথিবীর রাজাদিগের মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে একান্তই তাঁহাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ উপস্থিত হইত। (ত, হো,)

$ পরমেশ্বর মহা অনুগ্রহ ও দয়া প্রকাশে বলিতেছিলেন যে, তুমি মহাকল্যাণ দ্বারা অকল্যাণকে দূর কর, অর্থাৎ দয়া ও ক্ষমা দ্বারা অপরাধীর অপরাধ ভুলিয়া যাও, অথবা নীচ লোকদিগের মূর্খতার কার্য আপন ধৈর্যগুণে নিবৃত্ত কর, কিংবা সাধন-ভজনায় প্রবৃত্ত করিয়া লোকদিগকে পাপ হইতে দূরে

সকলের কুমন্ত্রণা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ৯৭।+এবং হে আমার প্রতিপালক, আমার নিকটে যে, (সেই পাপ পুরুষ) উপস্থিত হয় তাহা হইতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি"*। ৯৮। এ পর্যন্ত, যখন তাহাদের কোন ব্যক্তির নিকটে মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও। ৯৯।+সম্ভবতঃ আমি যে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছি তথায় (যাইয়া) সৎকর্ম করিব"। কখনও নহে, নিশ্চয় ইহা এক কথামাত্র যে, সে উহার বক্তা, পুনরুত্থান হওয়ার দিন পর্যন্ত তাহাদের সম্মুখে আবরণ আছে†। ১০০। অনন্তর যখন সুরবাদ্যে ফুৎকার করা হইবে তখন সেই দিবস তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিবে না, এবং তাহারা পরস্পর সংবাদ লইবে না‡। ১০১। অবশেষে যাহার তুল-যন্ত্র গুরুভার হইবে, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে মুক্ত হইবে$। ১০২। এবং যে ব্যক্তির তুলযন্ত্র লঘু, অনন্তর তাহারাই, যাহারা আপন জীবনের প্রতি ক্ষতি করিয়াছে, তাহারা নরকে নিত্য নিবাসী হইবে§। ১০৩। অগ্নি তাহাদের মুখ দগ্ধ করিবে, এবং তাহারা তথায় বিকটমুখ হইবে। ১০৪। (আমি বলিব,) "তোমাদের নিকটে কি আমার আয়াত সকল পঠিত হয় নাই? অনন্তর তোমরা তাহা অসত্য বলিতেছিলে"। ১০৫। তাহারা বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য প্রবল হইয়াছিল, এবং আমরা পথভ্রান্ত দল

রাখ, অথবা একত্ববাদ দ্বারা অংশিবাদীদিগের অংশিবাদ বিলুপ্ত কর, বা বিধি দ্বারা নিষিদ্ধকে বিনষ্ট কর। এমাম কয়শরি বলিয়াছেন যে, অত্যাচারকে উপকার দ্বারা দূর কর, বা কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনাকে বিবেকের সুসংবাদ দ্বারা দূর কর, কিংবা মানবীয় অন্ধকারকে ঐশ্বরিক জ্যোতি দ্বারা পরাস্ত কর, অথবা আমোদ-কৌতূহলকে ঐশ্বরিক সত্য দ্বারা বিমোচন কর। কিংবা বিপদ-দুর্ঘটনার সঙ্কীর্ণ পথকে পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত তত্ত্বক্ষেত্রে বিচরণ কর। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কোরআন পাঠ উপসনার সময়ে কিংবা অন্য অন্য অবস্থায় শয়তান যে আমার নিকটে আসিয়া আমাকে বিপন্ন করিবে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হে ঈশ্বর, আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি (ত, হো,)

† অর্থাৎ মানুষ ইহা বলিয়া থাকে যে, মনুষ্য মৃত্যুর পর পুনর্বার পৃথিবীতে আসিয়া থাকে, ইহা অসত্য। কেয়ামতের দিন কবর হইতে সকলে উঠিবে, ইহার পূর্বে কখনও নয়। (ত, ফা,)

‡ সুর-বাদ্য বাজিলেই কেয়ামত উপস্থিত হইবে। সেই দিন সমুদায় সম্বন্ধ কাটিয়া যাইবে। কোন ব্যক্তি আপন আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রকাশ করিবে না, এক্ষণ যে সকল পার্থিব সম্বন্ধ আছে বলিয়া লোকে গর্ব করে তখন তাহা কোন ফলদায়ক হইবে না। আপনার জন্য ব্যস্ততা বশতঃ আত্মীয়-স্বগণাদির নিমিত্ত কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে না। এই অবস্থা বিচারের পূর্বে হইবে। পরে সকলে পরস্পরের তত্ত্ব লইবে। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ যাহাদের সৎকর্মের ভারে তুলযন্ত্র ভারাক্রান্ত হইবে, সেই বিশ্বাসীরাই মুক্তি লাভ করিবে। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ তাহারা জীবনের মূল ধন উপেক্ষা করিয়া নষ্ট করিয়াছে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে ও কামনার আনগত্য স্বীকারে স্বর্গীয় ধন বিসর্জন দিয়াছে। (ত, হো,)

ছিলাম। ১০৬। হে আমাদের প্রতিপালক, ইহা হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর, পরে যদি আমরা (ধর্মদ্বেষিতায়) ফিরিয়া আসি তবে নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী হইব"। ১০৭। তিনি বলিবেন, "ইহার ভিতরে অপমানিত হইয়া দূর হও, এবং কথা কহিও না"। ১০৮। নিশ্চয় আমার দাসদিগের এক দল ছিল* তাহারা বলিতেছিল যে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে দয়া কর, এবং তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু"। ১০৯। অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলে, এতদূর পর্যন্ত যে, আমার স্মরণ তাহারা তোমাদিগকে ভুলাইয়াছিল, এবং তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে হাস্য করিয়াছিলে†। ১১০। নিশ্চয় তাহারা যে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল তজ্জন্য অদ্য আমি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিলাম, যেহেতু তাহারা প্রাপ্তকাম হইবে। ১১১। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, "বৎসরের গণনানুসারে তোমরা পৃথিবীতে কত কাল স্থিতি করিয়াছিলে"? ১১২। তাহারা বলিবে, "আমরা এক দিবস বা এক দিবসের অংশমাত্র স্থিতি করিয়াছিলাম, অনন্তর গণনাকারীদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর"‡। ১১৩। তিনি বলিবেন, "অল্পক্ষণ ভিন্ন তোমরা স্থিতি কর নাই, হায়! তোমরা যদি জানিতে"। ১১৪। অনন্তর তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে ক্রীড়ার ভাবে সৃষ্টি করিয়াছি, এবং ইহা (মনে করিয়াছ) যে, আমার দিকে তোমরা ফিরিয়া আসিবে না"$? ১১৫। পরিশেষে পরমেশ্বর সমুন্নত, সত্য অধিপতি; তিনি

---

* এক দল দাস, অর্থাৎ এমার ও বেলাল খোব্বাব প্রভৃতি তাহারা সর্বদা বলিত, হে ঈশ্বর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, আমাদিগকে ক্ষমা কর ইত্যাদি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমাদের উপহাস-বিদ্রূপের জন্য ব্যস্ততাবশতঃ তাহারা তোমাদের সম্মুখে আমার স্মরণ মনন ভুলিয়া যাইত। তাহাদের দুর্গতি ও দুরবস্থা দেখিয়া অহংকারে তোমরা হাস্য করিতে। (ত, হো,)

‡ ধর্মবিরোধী লোকেরা ঔদাসিন্য প্রবণতাবশতঃ বলিত যে, আমরা পৃথিবীতে চিরকাল অবস্থান করিব, কখনও পরলোক প্রাপ্ত হইব না। তৎপর ঈশ্বর বা দেবগণ তিরস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা পৃথিবীতে ও কবরে কত বৎসর স্থিতি করিয়াছিলে? তাহাতে তাহারা চির নরকবাস ও দাহের ভয়ে অস্থির হওতঃ সময় বিস্মৃত হইয়া বলিবে একদিন বা তদপেক্ষা অল্প সময় ছিলাম, আমরা বিশেষ জানি না, যে সকল দেবতা জীবন ও নিঃশ্বাস গণনা করেন, তুমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ সদসৎ কর্মের বিনিময়গ্রহণ করিবার জন্য তোমাদিগকে আমার নিকটে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি তোমাদিগকে সাধন-ভজনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি ও তোমাদের আচরণের ফল নির্ধারণ করিয়াছি। এ স্থলে যে কার্য ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিয়া সংসারে লিপ্ত রাখে তাহাই ক্রীড়া। ঈশ্বর মনুষ্যকে সেই ক্রীড়াতে লিপ্ত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই ও তাহা করিতে আজ্ঞা করেন নাই। শেখ আবুবেকর ওয়াস্তি এই আয়াত পড়িতে পড়িতে বলিয়াছিলেন যে, "ঈশ্বর মনুষ্যকে ক্রীড়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই, বরং তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন যেন তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়, তাঁহার সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার গুণ ও মহিমার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে"। উক্ত হইয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে ক্রীড়ার জন্য সৃষ্টি করি নাই,

ব্যতীত ঈশ্বর নাই, তিনি মহা স্বর্গের প্রতিপালক। ১১৬। এবং যে ব্যক্তি এই পরমেশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে, তৎসম্বন্ধে তাহার কোন প্রমাণ নাই, অনন্তর তাহার প্রতিপালকের নিকটে তাহার গণনা (হিসাব) এতদ্ভিন্ন নহে, নিশ্চয় ধর্মদ্বেষিগণ উদ্ধার পাইবে না। ১১৭। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) "হে আমার প্রতিপালক, ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি শ্রেষ্ঠ দয়ালু"। ১১৮। (র, ৬, আ, ২৪)

সূরা নূর*

চতুর্বিংশ অধ্যায়

৬৪ আয়াত, ৯ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

এই এক সূরা যে, ইহাকে আমি অবতারণ করিয়াছি ও ইহাকে বৈধ করিয়াছি, এবং ইহার মধ্যে উজ্জ্বল নিদর্শন সকল অবতারণ করিয়াছি, সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ১। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী হইলে পর তাহাদের প্রত্যেককে তোমরা এক শত কশাঘাত করিও, যদি তোমরা ঈশ্বর ও পারলৌকিক দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হও, তবে ঐশ্বরিক ধর্মে তাহাদিগের প্রতি তোমাদিগকে অনুগ্রহ আশ্রয় না করুক, এবং তাহাদিগের শাস্তিদানে বিশ্বাসীদিগের এক দল উপস্থিত থাকুক†। ২। ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী বা অংশিবাদিনী নারীকে ব্যতীত বিবাহ করিবে না, এবং ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী বা অংশিবাদী পুরুষকে ব্যতীত বিবাহ করিবে না, বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে ইহা অবৈধ করা গিয়াছে। ৩। এবং যাহারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দান করে, তৎপর চারিজন সাক্ষী আনয়ন করে না, অনন্তর তাহাদিগকে তোমরা অশীতি কশাঘাত করিও, এবং কখনও (কোন বিষয়ে), তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না, ইহারাই তাহারা যে দুষ্ক্রিয়াশীল‡। ৪। কিন্তু

বরং মোহম্মদীয় জ্যোতি প্রকাশের জন্য সৃজন করিয়াছি। আদিকালেই নির্ধারিত ছিল যে, সেই উজ্জ্বল মণি মানব জাতিরূপ শুক্তিকোষ হইতে বাহির হইবে, উহাই মূল এবং তোমরা তাহার অংশস্বরূপ। বহরোল্ হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বর বলিয়াছেন, "হে মানবগণ, আমি তোমাদিগকে এ জন্য সৃজন করিয়াছি যে, আমাতে তোমরা লাভবান হইবে, এ জন্য সৃজন করি নাই যে, তোমাদিগের দ্বারা আমি লাভবান হইব"। (ত, হো,)

* এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† ব্যভিচারের শাস্তিদান কালে বিশ্বাসীদিগের এক দল উপস্থিত থাকার বিধি এই জন্য হইয়াছে যে, লজ্জা ও অপমানবশতঃ পুনর্বার সেই দুষ্কর্ম করিতে কাহারও সাহস হইবে না। এমাম মালেব ও এমাম শাফির মতে ব্যভিচারের অন্যূন চারিজন সাক্ষীর প্রয়োজন, অন্য এমামদের মতে একজন, কেহ কেহ দশ জন আবশ্যক বোধ করিয়াছেন। (ত, হো,)

‡ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর অদির পুত্র আসেম হজরতকে বলিয়াছিলেন যে, "হে প্রেরিত মহাপুরুষ, মনে করুন আমাদের কোন এক জন আপন স্ত্রীকে

যাহারা ইহার পরে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা নয়, অনন্তর নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়াময়। ৫। এবং যাহারা আপন ভার্যাদিগকে অপবাদ দেয় ও তাহাদিগের জন্য আপন জীবন ভিন্ন সাক্ষী নাই, তবে তাহাদিগের এক জনের সাক্ষ্য দান ঈশ্বরের শপথ যোগে চারি বার হইবে, (তাহা হইলে,) নিশ্চয় সে সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত। ৬। এবং পঞ্চম বার (বলিবে,) "যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে ঈশ্বরের অভিসম্পাত তাহার উপর হউক"*। ৭। এবং যদি ঈশ্বরের শপথপূর্বক চারি বার (স্ত্রী) এই সাক্ষ্যদান করে যে, নিশ্চয় সে (স্বামী) মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত, তবে তাহা হইতে (স্ত্রী হইতে) শাস্তি নিবৃত্ত রাখিবে। ৮।+ এবং পঞ্চম বার বলিবে যে, যদি সে (স্বামী) সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত, তবে তাহার (স্ত্রীর) উপর যেন ঈশ্বরের ক্রোধ হয়†। ৯। এবং যদি ঈশ্বরের প্রসাদ ও তাঁহার

পর পুরুষের সঙ্গে বাস করিতে দেখিতে পাইল, এ দিকে সে সাক্ষীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল, এবং সেই পুরুষ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া চলিয়া গেল। সাক্ষী ব্যতিরেকে আশি বেত্রাঘাত তাহাকে লাভ করিতে হইবে ও অপবাদের ভাগী হইতে হইবে. কোন স্থানে তাহার সাক্ষ্য প্রমাণিত হইবে না, এমত অবস্থায় কেমন হইবে"? তখন হজরত বলিলেন, "আসেম. ঈশ্বর এক্ষণ এইরূপই আজ্ঞা করিতেছেন"। অতঃপর আসেম চলিয়া গেলেন। পথে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অভিমরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, সে তাঁহাকে বলে, "আমি সমহার পুত্র শরিফকে আমার ভার্যা খভিলার সঙ্গে শয়ন করিতে দেখিয়াছি"। আসেম এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন যে, 'হায়! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল"। অনন্তর তিনি ফিরিয়া গিয়া হজরতকে এ বিষয় জানাইলেন। তখন হজরত খভিলাকে নিকটে ডাকিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন, সে অস্বীকার করে, এতদুপলক্ষে আয়াত অবতীর্ণ পরবর্তী হয়। (ত, হো,)

* স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া চারিবার বলিবে যে, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এ স্ত্রীর সম্বন্ধে যে অপবাদ দিয়াছি তাহা সত্য, পঞ্চম বারে বলিবে, যদি আমি এ বিষয়ে এই স্ত্রীকে মিথ্যা দোষে দোষী করিয়া থাকি, তবে আমার প্রতি ঈশ্বরের অভিসম্পাত হউক। এই কথা বলা হইলে স্বামী নির্দোষ হইয়া কশাঘাত হইতে মুক্ত হইবে। এমাম আবু হানিফার বিধি অনুসারে স্ত্রী বর্জন হইবে, এবং এমাম শাফির মতে স্বামীর প্রতি শাস্তির বিধি রহিত হইয়া ব্যভিচারের বিহিত শাস্তি স্ত্রীকে ভোগ করিতে হইবে; এবং পঞ্চম উক্তি অনুসারে স্বামী শপথ না করিলে এমাম শাফি ও আবু হানিফার মতে তাহার কারাবাস বিধি। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদি স্ত্রী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ পূর্বক চারি বার বলে যে, এ ব্যক্তি আমার উপর যে অপবাদ দিতেছে তাহা সত্য নয়, এ মিথ্যা কথা কহিতেছে, এবং পঞ্চম বার যদি বলে এ ব্যক্তি সত্য বলিয়া থাকিলে আমার প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ হউক। তাহা হইলে সে শাস্তি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। হজরত দ্বিতীয় নমাজের পর অভিমর ও খভিলাকে ডাকিয়াছিলেন, উল্লিখিত মতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সাক্ষ্য দান করিয়াছিল। অভিশাপ ও ক্রোধের উক্তির সময়ে হজরত 'আমিন' বলিয়াছিলেন ও উপাসকমণ্ডলীও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। কতিপয় তফসীরকারক অভিমর স্থানে আমিরার পুত্র হেলনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (ত, হো,)

দয়া তোমাদের উপর না হইত (কেমন হইত,) নিশ্চয় ঈশ্বর অনুতাপ গ্রহণকারী বিজ্ঞানময়। ১০। (র, ১, আ, ১০)

নিশ্চয় যাহারা (আয়শার সম্বন্ধে) অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে, তাহারা তোমাদের এক দল ; তাহা আপনাদের নিমিত্ত তোমরা অকল্যাণ মনে করিও না, বরং তোমাদের জন্য তাহা কল্যাণ ; (অপবাদ দ্বারা) তাহারা যে পাপ উপার্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, এবং তাহাদিগের যে ব্যক্তি উহাকে গুরুতররূপে পরিণত করিয়াছে, তাহার জন্য মহাশাস্তি আছে*। ১১। যখন তোমরা তাহা শ্রবণ করিয়াছিলে তখন (তোমাদের) বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী

* একদা হজরত মোহম্মদের সহধর্মিণী সতী আয়শার চরিত্রের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল, তদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সেই অপবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ঃ মদীনায় প্রস্থানের পঞ্চম বৎসরে মরিসির যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধযাত্রা কালে সাধ্বী আয়শা শিবিকারোহণে হজরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কোন স্থলে আবশ্যকমতে তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করেন, তথায় অনবধানতাবশতঃ তাঁর হার হারাইয়া যায়। তিনি ইতস্ততঃ সেই হারের অনুসন্ধান করিতে করিতে কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া যান, এজন্য কিছু বিলম্ব হইয়া পড়ে। এ দিকে শিবিকাবাহকগণ প্রস্থান করে। আয়শা কিঞ্চিৎক্ষণ অন্তর পূর্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া কাহাকেও দেখিতে পান না। তখন তিনি সেখানে শিবিকাবাহকদিগের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে মাতেলের পুত্র সফ্‌ওয়ান যে হজরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যবৃন্দের পশ্চাতে আসিতেছিল, তথায় উপস্থিত হয়, এবং সে আয়শাকে দেখিতে পাইয়া আপন উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া শিবিরে লইয়া যায়। তখন আবুর পুত্র অবদোল্লা আয়শাকে সফ্‌ওয়ানের উষ্ট্রোপরি দর্শন করিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অতি জঘন্য কথা সকল বলে। যখন সকলে মদীনাতে উপনীত হইলেন, তখন এই সংবাদ হজরতের কর্ণগোচর হইল। আয়শা পীড়িত ছিলেন, এই ব্যাপারের কোন তত্ত্ব রাখিতেন না, কিন্তু হজরত তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতেছেন বুঝিতে পারিলেন। সেই সময়ে তিনি অনুমতি গ্রহণ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান. তথায় সবিশেষ অবগত হন। তাহাতে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয়, তিনি দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে থাকেন। এদিকে হজরত স্বীয় ধর্মপত্নী আয়শার চরিত্রের অনুসন্ধানে মনোযোগী হইয়া আপন ধর্মবন্ধুবর্গ ও প্রধান প্রধান বিশ্বাসী লোকদিগকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই তাঁহার সচ্চরিত্রতা বিষয়ে দৃঢ়তা সহকারে সাক্ষ্য দান করিতে থাকেন। তৎপর একদিন হজরত আপন শ্বশুর আবুবেকর সেদ্দিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া আয়শাকে ক্রন্দন বিলাপের অবস্থায় দেখিতে পান। তখন হজরত বলেন, "আয়শা, পাপ করিয়া থাকিলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও ও ক্ষমা প্রার্থনা কর"। হজরতের কথার উত্তর দান করিতে আয়শা জনক-জননীকে অনুরোধ করেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। পরে অগত্যা তিনিই সভয় অন্তরে বলিলেন যে, "শত্রুগণ ইহা রটনা করিয়াছে, আমি যাহা বলি কেহ বিশ্বাস করে না। ইয়ুসোফের পিতা ইয়কুব যেমন বলিয়াছেন, "ধৈর্য ধারণ করিতেছি, দেখি প্রভুর কার্য কি করুণা করে!' আমিও ইহাই বলিতেছি।" ইতিমধ্যে হজরত প্রত্যাদিষ্ট হইলেন। "নিশ্চয় যাহারা অপবাদ করিয়াছে" এই আয়াত অবতীর্ণ হইল। অপবাদ রটনাকারী পাঁচজন ছিল, যথা—কপট লোকদিগের

নারিগণ আপনাদের জীবন সম্বন্ধে কেন কল্যাণ মনে করিতেছিল না ? এবং বলিতেছিল না যে, ইহা স্পষ্ট মিথ্যাপবাদ* । ১২ । চারি জন সাক্ষী তৎপ্রতি কেন আনয়ন করে নাই ? অনন্তর যখন সাক্ষিগণ উপস্থিত করে নাই তখন ঈশ্বরের নিকটে ইহারা তাহারাই যে মিথ্যাবাদী । ১৩ । এবং যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ ও ইহ-পরলোকে তাঁহার দয়া না থাকিত, তবে যে বিষয়ে তোমরা প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাতে অবশ্য মহাশাস্তি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইত† । ১৪ । যখন তোমরা আপনাদের রসনায় তাহা উচ্চারণ করিতেছিলে, এবং যৎসম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই তাহা আপন মুখে বলিতেছিলে ও তাহা সহজ মনে করিতেছিলে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর ছিল । ১৫ । এবং যখন তোমরা তাহা শ্রবণ করিতেছিলে তখন কেন বলিতেছিলে না, "আমরা যে ইহা বলিব আমাদের জন্য (উচিত) নয়, (ঈশ্বর,) তোমারই পবিত্রতা. (স্মরণ করিতেছি) ইহা মহা অপলাপ"‡ । ১৬ । ঈশ্বর তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে কখনও এই প্রকার আর করিও না । ১৭ । এবং ঈশ্বর তোমাদের জন্য আয়াত সকল ব্যক্ত করিতেছেন, ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময় । ১৮ । বিশ্বাসীদিগের প্রতি যাহারা কুৎসা রটনা করিতে

অগ্রণী অবদোল্লা, রাফাব পুত্র জয়দ, সাবেতার পুত্র হসান ও আবুবেকর সেদ্দিকের মাতৃস্বসার পুত্র মস্তহ এবং হজবশের কন্যা হমিয়ত । "তাহা (মিথ্যা দোষারোপকে) তোমরা আপনাদের নিমিত্ত অকল্যাণ মনে করিও না" প্রেরিত পুরুষ ও আয়শা এবং সফওয়ানের প্রতি এই উক্তি । কেন-না এইরূপ দোষারোপ করাতেই কতকগুলি স্বর্গীয় আয়াত তোমাদের সম্বন্ধে প্রকাশ পাইল, সর্বাপেক্ষা তোমাদের গৌরব হইল, তোমরা প্রচুর পুরস্কার পাইবে, এবং মিথ্যাবাদীরা আপনাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল লাভ করিবে । (ত, হো,)

* অর্থাৎ আয়শা ও সফওয়ান সম্বন্ধীয় অপবাদ শ্রবণ করিয়া মিথ্যা মনে করা বিশ্বাসীদিগের উচিত ছিল । (ত, হো,)

† অর্থাৎ শাস্তিদানে বিলম্ব করা বিধেয় । যদি ঈশ্বরের দয়া ও প্রসন্নতা না থাকিত তাহা হইলে তোমরা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে, অথবা যদি পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া কুক্রিয়ায় নিষেধ ও তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে প্রবৃত্ত না থাকিতেন, তবে তোমাদের বংশ উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত ; কিংবা যদি ঈশ্বর দয়া করিয়া তোমাদের অনুতাপ গ্রাহ্য না করিতেন, তবে তোমরা নিরাশার প্রান্তরে ভ্রাম্যমান হইতে । অতএব তিনি তোমাদিগকে অনুতাপ উদ্দীপনে সাহায্য দান করিয়া আশার প্রশস্ত ভূমিতে আহ্বান করিয়াছেন । (ত, হো,)

‡ কথিত আছে যে, আবু আয়ুব আনসারীর স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিল, "শুনিয়াছ, লোকে আয়শার সম্বন্ধে কি সকল কথা কহিতেছে" ? তাহাতে আবু আয়ুব বলিয়াছিল, "শুনিয়াছি উহা মিথ্যা. ভাল, তুমি নিজের সম্বন্ধে এরূপ করিতে সম্মত আছ কি" ? সে বলিল, "ঈশ্বরের শপথ, কখনও না" । তখন আবু আয়ুব বলিল, "আয়শা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নারী, পরন্তু স্বর্গীয় বার্তাবাহকের সহধর্মিণী. তাঁহা দ্বারা এরূপ কার্য হইল তুমি কেমন করিয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছ ? ইহা যে ভয়ানক মিথ্যা কথা" । তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । কোরআনকে মিথ্যা বলা, প্রেরিত পুরুষের পরিবার সম্বন্ধে অপবাদ রটনা করা, প্রেরিতত্ব পদকে লঘু মনে করা—এই সকল পাপের গুরুতর শাস্তি বিহিত হইয়াছে । (ত, হো,)

ভালবাসে নিশ্চয় তাহাদের জন্য ইহ-পরলোকে দুঃখজনক শাস্তি আছে, এবং ঈশ্বর জ্ঞাত হইতেছেন ও তোমরা অবগত নও। ১৯। এবং যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ ও তাঁহার দয়া না থাকিত (কেমন হইত,) এবং নিশ্চয় ঈশ্বর দয়ালু অনুগ্রহ-কারী। ২০। (র, ২, আ, ১০)

যে বিশ্বাসিগণ, তোমরা শয়তানের পদানুসরণ করিও, এবং যে ব্যক্তি শয়তানের পদের অনুসরণ করে, পরে নিশ্চয় সে তাহাকে নির্লজ্জ ও অবৈধ কার্যে আদেশ করিয়া থাকে, এবং যদি তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসাদ ও তাঁহার দয়া না থাকিত তবে কখনও তোমাদের মধ্যে কেহ পবিত্র হইত না, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা হয় পবিত্র করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২১। এবং তোমাদিগের মধ্যে গৌরবান্বিত ও ক্ষমতাবান লোক যেন স্বগণ ও দরিদ্র এবং ঈশ্বরের পথে গৃহত্যাগী লোকদিগকে দান করিতে শপথ না করে, এবং যেন ক্ষমা করেও দোষ পরিহার করে, তোমরা কি ভালবাস না যে, ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু*। ২২। নিশ্চয় যাহারা (দুষ্কর্ম) অবিজ্ঞাতা বিশ্বাসিনী সাধ্বী নারীদিগের প্রতি অপবাদ দেয়, ইহ-পরলোকে তাহারা অভিশপ্ত হয়, এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে। ২৩। যে দিবস তাহাদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের জিহ্বা ও তাহাদিগের হস্ত এবং তাহাদিগের চরণ সকল তাহারা যাহা করিতেছিল তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে। ২৪। সেই দিবস পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহাদিগের বিনিময় পূর্ণ-রূপে প্রদান করিবেন এবং তাহারা জানিবে যে, নিশ্চয় ঈশ্বর (স্বরূপতঃ) স্পষ্ট সত্য। ২৫। অসতী নারীগণ অসৎপুরুষদিগের ও অসৎপুরুষগণ অসতী নারীদিগের (উপযুক্ত) এবং সতী নারীগণ সৎপুরুষদিগের ও সৎ পুরুষগণ সতী নারীদিগের (যোগ্য), তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তাহা হইতে ইহারা বিমুক্ত. ইহাদের জন্য ক্ষমা ও উত্তম উপজীবিকা আছে†। ২৬। (র, ৩, আ, ৬)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপন গৃহ ব্যতীত (অন্য) গৃহে যে পর্যন্ত তাহার স্বামীর নিকটে অনুমতি প্রার্থনা ও সলাম (না) কর প্রবেশ করিও না, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণ, সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ লাভ করিবে‡। ২৭। পরন্তু

---

* "দান করিতে শপথ না করে" অর্থাৎ দান করিব না বলিয়া শপথ না করে। যদি তোমরা ইচ্ছা কর যে, ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করুন, তবে তোমরাও অন্যের দোষ উপেক্ষা করিও। (ত, হো,)

† আব্বাসের পুত্র বলিয়াছেন যে, কোন প্রেরিত পুরুষের সহধর্মিণী দুশ্চরিত্রা হন নাই, ঈশ্বর তাঁহাদিগের সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

‡ কথিত আছে যে, একদা একটি আনসারী স্ত্রী হজরতের নিকটে আসিয়া নিবেদন করিয়াছিল যে, "আমরা আপন আপন গৃহে এক ভাবে থাকি, সেই অবস্থায় কেহ আমাদিগকে দর্শন করে এরূপ ইচ্ছা করি না। কখন কখন হঠাৎ কেহ আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং যে অবস্থায় আমাদিগকে দেখা উচিত নয় সে দেখিয়া যায়।" তাহাতেই ঈশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন। কোন ব্যক্তি আপন আত্মীয়-স্বজনের নিকটে আসিলে প্রথমতঃ কোন বাক্য বা পদধ্বনি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তাহাকে সংবাদ দিবে। তাহা হইলে গৃহস্বামী আপন পরিধেয় বস্ত্রাদি সংবরণ ও লজ্জাজনক ব্যাপার নিবারণে অগ্রসর হইতে পারিবে। (ত, হো,)

যদি তন্মধ্যে কাহাকেও প্রাপ্ত না হও, তবে যে পর্যন্ত (না) তোমাদিগকে অনুমতি করে তোমরা তাহাতে প্রবেশ করিও না, এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয় যে, ফিরিয়া যাও তবে ফিরিয়া যাইও ; তাহা তোমাদের জন্য বিশুদ্ধতর, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ২৮। বসতিবিহীন আবাস সকলে প্রবেশ করিতে তোমাদের সম্বন্ধে দোষ নাই, তথায় তোমাদের জন্য লাভ আছে, এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর ও গোপন করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জানেন*। ২৯। বিশ্বাসী পুরুষদিগকে (হে মোহম্মদ,) তুমি বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকল বন্ধ করে ও স্ব স্ব গুহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সংযত রাখে, ইহা তাহাদের জন্য বিশুদ্ধতর, তোমরা যাহা করিয়া থাক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার তত্ত্বজ্ঞ†। ৩০। এবং বিশ্বাসিনী নারীদিগকে বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকলকে বন্ধ করে ও স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা হইতে ব্যক্ত হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহার আপন কণ্ঠদেশে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ঝুলাইয়া রাখে, আপন স্বামী বা আপন শ্বশুর বা আপন পুত্র (এবং পৌত্র) বা আপন স্বামীর পুত্র (সপত্নীজাত পুত্র) বা আপন ভ্রাতা বা আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বা আপন ভাগিনেয় বা আপন (ধর্মাবলম্বী) নারিগণ বা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের উপম স্বত্ব লাভ করিয়াছে সেই (দাসিগণ) বা নিষ্কাম অনুগামী পুরুষগণ এই সকলের ও যাহারা নারিগণের লজ্জাজনক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না সেই শিশুদিগের নিমিত্ত ভিন্ন তাহারা আপন আভরণ যেন প্রকাশ না করে, এবং তাহারা যেন আপন শব্দায়মান (ভূষণযুক্ত) চরণ বিক্ষেপ না করে, তাহা করিলে তাহারা আপন ভূষণ যাহা গোপন করিয়া থাকে (লোকে) তাহা জানিতে পাইবে, এবং হে বিশ্বাসিগণ তোমরা একযোগে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আইস, সম্ভবতঃ তোমরা মুক্ত হইবে‡ ৩১। এবং আপন (দলের) ভর্তৃহীন

---

* অষ্টাবিংশ আয়ত অবতীর্ণ হইলে আবুবেকর সেদ্দিক হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রেরিত পুরুষ শাম ও এরাকের পথে বণিকদিগকে পান্থনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তথায় কেহ না থাকিলে কাহার নিকটে তাহারা প্রার্থনা করিবে ?" তাহাতেই এই আয়াত অবতরণ হয়। (ত, হো)

† মানবদেহে শয়তানের দ্রুতগামী পদাতিক চক্ষু; যেহেতু অন্যান্য ইন্দ্রিয় স্ব স্ব স্থানে স্থিতি করে, কোন বিষয় আপনাদের মধ্যে প্রাপ্ত না হইলে তাহারা তাহার ভোগে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু চক্ষু এরূপ এক ইন্দ্রিয় যে, দূর ও নিকটের পাপ-বিপদকে টানিয়া আনে। এজন্য অবস্থাবিশেষে নয়ন অবরুদ্ধ করিবার বিধি হইয়াছে। মহাত্মা শব্লি বলিয়াছেন যে, শিরশ্চক্ষুকে অবৈধ দর্শন সম্বন্ধে এবং অন্তশ্চক্ষুকে ঈশ্বরেতর পদার্থের আলোচনা সম্বন্ধে অবরুদ্ধ কর। (ত, হো,)

‡ কার্য করিবার সময় এ সকল বসন-ভূষণ ব্যক্ত হইয়া থাকে, যথা—অঙ্গুরীয়, বসনাঞ্চল চক্ষের কজ্জল, করতলের অঙ্কনদ্রব্য, (খেজাব) এ সমুদায় ব্যতীত অন্য ভূষণ নারীগণ লোকের নিকটে প্রকাশ করিবেন না। কেহ কেহ বলেন, এ স্থলে ভূষণ অর্থ ভূষণস্থান। "যেন আপন কণ্ঠদেশে আপন বস্ত্রাঞ্চল নামাইয়া রাখে" অর্থাৎ স্ত্রীগণ উত্তরীয় বস্ত্রবিশেষ মস্তক হইতে কণ্ঠের উপর ঝুলাইয়া রাখিবে, তাহাতে তাহাদের কেশপাশ কর্ণমূল গ্রীবা ও বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত থাকিবে। যে সকল স্বগণ পুরুষের নিকটে ভূষণস্থান প্রকাশ করিবার বিধি হইল, তাহাদের সঙ্গে বিবাহের বিধি নাই। সহ স্তন্যপায়ী ভ্রাতার সম্বন্ধেও এই

নারীদিগকে এবং আপন উপযুক্ত দাসদিগকে ও আপন দাসীদিগকে তোমরা বিবাহ দিও, তাহারা নির্ধন হইলে ঈশ্বর স্বীয় কৃপায় তাহাদিগকে সম্পন্ন করিবেন, এবং ঈশ্বর উদার দাতা জ্ঞানময়। ৩২। যাহারা বৈবাহিক (সম্পত্তি) প্রাপ্ত হয় নাই, যে পর্যন্ত (না) ঈশ্বর আপন করুণায় তাহাদিগকে ধন-সম্পন্ন করেন সে পর্যন্ত যেন তাহারা বিশুদ্ধ থাকে, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে তাহাদের যাহারা মুক্তিপত্র প্রার্থনা করে, অনন্তর তোমরা যদি তাহাদের সম্বন্ধে ভাল বুঝ তবে তাহাদিগকে তাহা লিখিয়া দেও, এবং ঈশ্বরের ধন হইতে যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তোমরা তাহাদিগকে দান করিও, যদি নিবৃত্তি চাহে তবে আপন দাসীদিগের প্রতি দুষ্ক্রিয়ায় বল প্রয়োগ করিও না যে, তদ্দ্বারা তোমরা পার্থিব সম্পত্তি অন্বেষণ করিবে, যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি বল প্রয়োগ করে অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর বল প্রয়োগের পর (তাহাদের প্রতি) ক্ষমাশীল দয়ালু হন*। ৩৩। এবং সত্য-সত্যই আমি

ব্যবস্থা। পিতৃব্য ও মাতুঃস্বসৃপতি ভ্রাতার স্থলে গণ্য। স্থলান্তরে তাহাদিগকেও ভূষণস্থান প্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু তাহারা আপন আপন পুত্রের নিকটে তাহার বর্ণনা করিতে মোসলমান মহিলাদিগের ভূষণস্থান প্রকাশ করিবে। ঈসায়ী, ইহুদী ও সূর্যোপাসক এবং পৌত্তলিক নারীগণের নিকটে উহা প্রকাশ করিবে না, তাহারা পরপুরুষ তুল্য। গোপনীয় ভূষণস্থান তাহাদিগকে প্রদর্শন করা মোসলমান নারীদিগের পক্ষে উচিত নহে। তখন মোসলমান ও কাফের দলের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। অধার্মিকা নারীর সঙ্গে ধার্মিকা মহিলাদিগের মিলন না হওয়াই শ্রেয়ঃ। কেহ কেহ বলেন যে, কোন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের নিকটে মোসলমাননারীগণ ভূষণস্থান গুপ্ত রাখিবেন না এইরূপ বিধি। অকাম পুরুষ ভৃত্যগণ যাহারা খাদ্যাদির অনুরোধে অন্তঃপুরে গমনাগমন করে, যুবতী নারী দর্শন করিয়া যাহাদের মনে কুভাবের উদয় হয় না, অর্থাৎ যাহারা বৃদ্ধ বা বিকারহীন নির্বোধ ভৃত্য তাহাদিগকে নারিগণ ভূষণস্থান প্রদর্শন করিতে পারেন। যে সকল শিশু-বালক স্ত্রী-সংসর্গের কোন তত্ত্ব রাখে না, তাহাদিগকেও দেখাইতে পারেন। মহিলাদিগের চলিবার সময় চরণভূষণের ধ্বনি যেমন পুরুষের কর্ণগত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হওয়া সম্ভব। (ত, হো,)

* "তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে" ইত্যাদি অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস-দাসীগণ দাসত্ব হইতে মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিলে তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে যদি ভাল বুঝ তবে মুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে পার, এবং মুক্তিপত্রে লিখিত নির্দিষ্ট মূল্যের কিছু তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পার। সোলমান ফারসীর নিকটে এক দাস মুক্তিপত্র চাহিলে সোলমান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কিছু সম্পত্তি রাখ কি ?" সে বলিল, "না"। তিনি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অর্থ সাহায্য করিতে পারে এমন কেহ আছেন ?" সে বলিল, "না"। তাহাতে সোলমান মুক্তপত্র লিখিয়া দিতে অসম্মত হন। এক শত টাকায় মরসকে খণ্ডিতব মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, এই আয়াত শ্রবণের পর বিশ টাকা তাহাকে দান করিয়াছিলেন। এমাম শাফি ও এমাম আহমদ বলেন যে, লিপির নির্ধারিত অর্থ হইতে কিছু দান করিতে হইবে। এমাম আহমদ চতুর্থাংশ ধন নিরূপণ করেন। ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন এমামের মতভেদ আছে। আবুসলুলের পুত্র অবদোল্লা যে কপট লোকদিগকে অগ্রণী ছিল তাহার পরমা সুন্দরী ছয় জন দাসী ছিল। সে তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিত এবং ছাড়িয়া

তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শন সকল ও তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত এবং ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ অবতারণ করিয়াছি। ৩৪। (রু, ৪, আ, ৮)

পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোকের জ্যোতি (দাতা); তাঁহার জ্যোতির উপমা, যথা—(গৃহে) দীপ সংরক্ষণীয় তাক আছে, তন্মধ্যে দীপ আছে, সেই দীপ কাচাধারে সেই কাচাধার উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য, কল্যাণযুক্ত জয়তুন তরুর তৈল যোগে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় নহে, তাহার তৈল যদিচ তাহাকে অগ্নি স্পর্শ না করে (তথাপি স্বতঃ) জ্যোতি দানে সমুদ্যত হয়, জ্যোতির উপর জ্যোতি হয়, যাহাকে ইচ্ছা করেন ঈশ্বর আপন জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য দৃষ্টান্ত সকল বর্ণন করেন, ঈশ্বর সকল বিষয়ে জ্ঞানী*। ৩৫।+ যে সকল আলয়ের প্রতি ঈশ্বর আদেশ করিয়াছেন যে, (তাহাকে) উন্নত করা হয়, এবং তন্মধ্যে তাঁহার নাম উচ্চারণ কর হয়৷ যাহাদিগকে বাণিজ্য ও

দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগ হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিত। মাজা ও মসিকা নাম্নী দুইটি দাসী পরস্পর বলিয়াছিল যে, "যে কার্য আমরা করিয়া থাকি যদি তাহা ভাল হয় তবে আমরা তাহা অনেক করিয়াছি, যদি মন্দ হয় তবে সময় উপস্থিত যে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব"। এই বলিয়া তাহারা হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করে, তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। দাসী দুষ্ক্রিয়ায় অসম্মত হইলে তাহার উপার্জিত অর্থ বা তাহার সন্তান বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ গৃহস্বামী গ্রহণ করিত। (ত, হো,)

* নানা টীকাকার ও গ্রন্থকার এই আয়াতের বিস্তারিতরূপে নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বিবৃত হইতেছে! দীপ ঈশ্বরতত্ত্ব, উহা ঈশ্বরপরায়ণ লোকের অন্তররূপ কাচাধারে স্থিত, সাধুর বক্ষঃস্থলে দীপ সংরক্ষণীয় তাক, হজরত মোহম্মদের বিদ্যমানতা জয়তুন তরু স্বরূপ। তিনি পূর্ব দেশে বা পশ্চিম দেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, মক্কাভূমিজাত, মক্কা পৃথিবীর মধ্যস্থল। পুণ্য শামদেশের পার্বত্য প্রদেশে জয়তুন তরু উৎপন্ন হয়, অন্য কোথাও নহে। সেই বৃক্ষে সাতজন পেগাম্বরের শুভাশীর্বাদ পড়িয়াছে, তাহাতেই তাহাকে কল্যাণযুক্ত বলা হইয়াছে। সেই জয়তুন ফলের নির্যাস অগ্নির স্পর্শ না হইতেই জ্বলিয়া উঠে, হজরত মোহম্মদ জয়তুন, তাঁহার শিক্ষা তৈলস্বরূপ। সেই শিক্ষায় তত্ত্বপরায়ণ লোকদিগের অন্তরে তত্ত্বরূপ দীপ জ্বলিয়া উঠে। অন্য জ্যোতির সাহায্য ব্যতীত স্বতঃ সেই শিক্ষারূপ তৈল সাধুদিগের অন্তরস্বরূপ কাচাধারে জ্বলিয়া উঠে। হজরত মোহম্মদের প্রেম ও এব্রাহিমের প্রেম এই দুই জ্যোতির উপর জ্যোতি। (ত, হো,)

+ এ-স্থলে আলয় সকল ঈশ্বরের মন্দির, উহা চারিটি মন্দির। (১) মহা মন্দির কাবা ইহা মহাপুরুষ এব্রাহিমের যত্নে ও এস্মায়িলের সাহায্যে নির্মিত হইয়াছে। (২) জেরুজিলমের মন্দির, দাউদ তাহার ভিত্তি স্থাপন ও সোলয়মান তাঁহার নির্মাণ পূর্ণ করেন। (৩) মদীনার মসজেদ, (৪) কাবা মসজেদ এই দুই হজরত মোহম্মদের ইঙ্গিতক্রমে নির্মিত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরে ঈশ্বরের উপাসনাদি হইয়া থাকে। এ সমস্তকে উন্নত, বর্ধিত ও সংস্কৃত করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন' এ স্থানে আলয় অর্থে প্রেরিত পুরুষদিগের আলয়, মদীনার আবাস কিংবা তপস্যা কুটির সকল বুঝাইবে। (ত, হো,)

ক্রয়-বিক্রয় ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে ও উপাসনার প্রতিষ্ঠা এবং জকাত দান হইতে শিথিল করে না ও যাহাতে অন্তর সকল দৃষ্টি সকল বিক্ষিপ্ত হইবে যাহারা সেই দিনকে ভয় করে, সেই পুরুষগণ প্রাতঃ-সন্ধ্যা তথায় তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকে। ৩৬+৩৭। +তাহাতে তাহারা যে অত্যুত্তম কাজ করিয়াছে ঈশ্বর তাহার পুরস্কার দিবেন ও তিনি আপন করুণায় তাহাদিগকে অধিক দিবেন, এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে অগণ্য জীবিকা দান করিয়া থাকেন। ৩৮। এবং যাহারা ধর্মদ্বেষী হইয়াছে তাহাদের কর্ম সকল প্রান্তরের সেই মৃগতৃষ্ণার ন্যায়, পিপাসু যাহাকে জল মনে করে, এ পর্যন্ত, যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হয় তাহাকে কোন পদার্থরূপে প্রাপ্ত হয় না, এবং ঈশ্বরকে আপনার নিকটে (শাস্তি দাতৃরূপে) প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ঈশ্বর তাহার হিসাব (বিচার) পূর্ণ করেন, এবং ঈশ্বর হিসাবে সত্বর*। ৩৯।+ অথবা তাহার অবস্থা যেন গভীর সমুদ্রে তিমির-রাশি, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিতেছে, তাহার উপর মেঘ অন্ধকারপুঞ্জ পরস্পর একে অন্যের উপর, যখন সে আপন হস্ত বাহির করে তাহা যে দেখিবে এমন সুযোগ নাই, যাহাকে ঈশ্বর আলোক দান করেন নাই সে সেই ব্যক্তি, অনন্তর তাহার জন্য কোন আলোক নাই। ৪০। (র, ৫, আ, ৬)

তুমি কি দেখ নাই যে, দ্যুলোকে ও ভূলোকে যে কেহ আছে সে এবং প্রসারিত-পক্ষ পক্ষী ঈশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে? সকলে একান্তই তাঁহার উপাসনা ও তাঁহার স্তুতি জ্ঞাত আছে, এবং তাহারা যাহা করিতে থাকে ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ৪১। এবং দ্যুলোকের ও ভূলোকের রাজত্ব ঈশ্বরের ও তাঁহার দিকে (সকলের) পুনর্গমন। ৪২। তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর বারিবাহকে সঞ্চালিত করেন, তৎপর তাহার ভিতরে স্তর সকল (পরস্পর) সম্মিলিত করেন, তদনন্তর স্তরে স্তরে স্থাপিত করেন? অনন্তর তুমি দেখিয়া থাক যে, তাহার ভিতর হইতে জলবিন্দু সকল নির্গত হয়, এবং তিনি আকাশ হইতে যন্মধ্যে করকা আছে সেই (মেঘরূপ) পর্বত সকল হইতে (করকা) বর্ষণ করেন, অনন্তর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহার প্রতি উহা পঁহুছাইয়া থাকেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখেন, এবং উহার বিদ্যুতের জ্যোতি দৃষ্টি সকল হরণ করিতে উদ্যত হয়†। ৪৩।+ঈশ্বর দিবা-রজনীর পরিবর্তন করেন, নিশ্চয় ইহাতে চক্ষুষ্মান্ লোকদিগের জন্য শিক্ষা আছে। ৪৪। এবং ঈশ্বর সমুদায় স্থলচরকে (শুক্ররূপ) জল দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তাহাদের কেহ বক্ষোযোগে গমন করে, এবং তাহাদের কেহ পদদ্বয়যোগে বিচরণ করে ও তাহাদের কেহ চতুষ্পদে চলিয়া থাকে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৪৫। সত্য-সত্যই আমি উজ্জ্বল নিদর্শন সকল অবতারণ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সরল পথের দিকে আলোক দান করিয়া থাকেন। ৪৬। এবং তাহারা

* মধ্যাহ্নকালে বালুকাময় বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সূর্যকিরণে দূর হইতে তরঙ্গায়িত জলরাশির আকারে তৃষ্ণার্ত পথিকদিগকে যে দৃষ্টিভ্রম জন্মায় তাহাকে মৃগতৃষ্ণা বলে। (ত, হো,)

† ভূতলে যেমন পাষাণময় পর্বত সকল আছে, তদ্রূপ আকাশে করকাময় পর্বতাকার মেঘ সকল আছে, তাহা হইতে ঈশ্বর করকা বর্ষণ করেন। তিনি যে উদ্যান ও শস্য ক্ষেত্রাদির প্রতি ইচ্ছা হয় করকা লইয়া যান, এবং যে উদ্যানাদির প্রতি ইচ্ছা হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখেন। (ত, হো,)

বলে যে, "আমরা পরমেশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং অনুগত হইয়াছি," অনন্তর তাহাদের একদল ইহার পরে বিমুখ হয়, এবং তাহারা বিশ্বাসী নহে*। ৪৭। এবং যখন ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের দিকে তাহারা আহূত হয় যেন তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন অকস্মাৎ তাহাদের একদল বিমুখ হয়। ৪৮। এবং যদি স্বত্ব তাহাদের হয় তবে তাহারা (প্রেরিত পুরুষের) দিকে অনুগতভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে। ৪৯। তাহাদের অন্তরে কি রোগ আছে, বা তাহারা সন্দেহ করিয়া থাকে, অথবা তাহারা ভয় পায় যে, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন? বরং ইহারাই তাহারা যে অত্যাচারী। ৫০। (র, ৬, আ, ১০)

যখন (বিশ্বাসিগণ) ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের নিকটে আহূত হয় যেন তিনি তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করেন তখন তাহারা বলে, "শ্রবণ করিলাম ও আজ্ঞাবহ হইলাম," বিশ্বাসীদিগের বাক্য এতদ্ভিন্ন হয় না, ইহারাই তাহারা যে মুক্তিলাভকারী। ৫১। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাকারী হয় এবং ঈশ্বরকে ভয় করে ও তাঁহার (শাস্তি-বিষয়ে) সাবধান হয়, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে সিদ্ধকাম হইবে। ৫২। এবং তাহারা আপনাদের দৃঢ় শপথে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়াছে যে, যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর, তবে অবশ্য তাহারা (স্বদেশ হইতে) বহির্গত হইবে; তুমি বল, "তোমরা শপথ করিও না, আনুগত্যই মনোনীত হয়, তোমরা যাহা করিয়া থাক নিশ্চয় ঈশ্বর তাহার তত্ত্বজ্ঞ†। ৫৩। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) "তোমরা ঈশ্বরের অনুগত থাক ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত থাক; পরে যদি তোমরা (হে লোক সকল,) বিমুখ হও তবে তাহার প্রতি যে ভার অর্পিত ও তোমাদের প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন নহে‡ এবং যদি তোমরা তাহার আজ্ঞাকারী হও তবে পথ প্রাপ্ত হইবে, প্রেরিত পুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার করার (ভার) বৈ নহে। ৫৪। ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্মসকল করিয়াছে

* ভূমি ও জলাশয় লইয়া মহাত্মা আলির সঙ্গে ওয়ায়িলের পুত্র মঘয়রার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। আলি চাহিলেন তাহাকে হজরত মোহম্মদের নিকটে লইয়া যান, এ-বিষয়ে বিচার প্রার্থী হন। মঘয়রা বলিল, "তিনি তোমার পক্ষেই বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, যেহেতু তুমি তাঁহার পিতৃব্য পুত্র"। কিন্তু সে জানিত আলিরই স্বত্ব এবং হজরত সত্য বিচার করিবেন। তাহাতে ঈশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন যে, কপট লোকেরা মুখে বিশ্বাস ও আনুগত্য স্বীকার করে, এদিকে ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করে ইত্যাদি। (ত, হো,)

† একজন বাদশাহ্ এমন একটি আয়াতের প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তদনুসারে কার্য করিলেই যথেষ্ট হইবে, অন্য আয়াতের আবশ্যক হইবে না। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ এ-বিষয়ে এ আয়াতে ঐক্য হন। যেহেতু লোকের সুখ-শান্তি প্রেরিত পুরুষের ও ঈশ্বরের আনুগত্য ও ঈশ্বর ভয় ব্যতীত অসম্ভব। (ত, হো,)

‡ "তাহার প্রতি যে ভার অর্পিত ও তোমাদের প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছে" অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের প্রতি যে সুসংবাদ প্রচারের ভার ও তোমাদের প্রতি যে তাহা মান্য করার ভার অর্পিত আছে। (ত, হো,)

ভূতলে তিনি তাহাদিগকে অবশ্য রাজ্যাধিপতি করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছেন, এবং তিনি অবশ্য তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে যাহা তাহাদের নিমিত্ত মনোনীত হইয়াছে দৃঢ় করিবেন, এবং অবশ্য তাহাদের ভয়ের পরে তাহাদিগকে অভয় পরিবর্তিত করিবেন, তাহারা আমাকে অর্চনা করিবে, এবং আমার সঙ্গে কিছুই অংশী স্থাপন করিবে না, এবং যাহারা ইহার পরে ধর্মদ্বেষী হইবে অনন্তর তাহারাই ইহারা যে দুষ্ক্রিয়াশীল। ৫৫। এবং তোমরা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর, এবং প্রেরিত পুরুষের অনুগত থাক, সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে। ৫৬। তোমরা মনে করিও না যে, পৃথিবীতে ধর্মদ্রোহিগণ (ঈশ্বরের) পরাভবকারী, অগ্নি তাহাদের আশ্রয়ভূমি, এবং (তাহা) কুৎসিত প্রত্যাবর্তন-ভূমি। ৫৭। (র, ৭, আ, ৭)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদিগের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে (সেই দাস-দাসিগণ) ও তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা প্রভাতিক নমাজের পূর্বে এবং মধ্যাহ্নে যখন তোমরা স্বীয় বস্ত্র সকল উন্মোচন কর তখন ও নৈশিক উপাসনার অন্তে (গৃহে প্রবেশ) যেন তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তোমাদের জন্য এ তিনটি নির্জনতা হয়, ইহার পর (আসিলে) তাহাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি কোন দোষ নাই, তাহারা তোমাদের পরস্পর পরস্পরের নিকট গমনাগমনকারী, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য আয়াতসকল বর্ণনা করেন, এবং ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়*। ৫৮। এবং যখন তোমাদের বালকগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন উচিত যে, তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিত (তদনুরূপ) অনুমতি প্রার্থনা করে, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য আপন আয়াতসকল বর্ণন করেন, ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়। ৫৯। গৃহবাসিনী নারীদিগের যাহারা (বৃদ্ধত্ব প্রযুক্ত) বিবাহার্থিনী নহে, তখন আভরণ প্রকাশ না করার অবস্থায় আপন (বাহ্যিক) বসন পরিত্যাগ করিলে তাহাদের সম্বন্ধে দোষ নাই,

* প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ মধ্যাহ্নকালে মদলজ নামক একজন দাসকে স্বীয় প্রচারবন্ধু ওমর ফারুককে ডাকিতে পাঠান। মদলজ সংবাদ না দিয়া ফারুকের গৃহে প্রবেশ করে। তখন তিনি নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহার কোন কোন অঙ্গ হইতে আচ্ছাদন দূরীভূত হইয়াছিল। কেহ বলেন যে, তিনি নিদ্রিত ছিলেন না, আপন সহধর্মিণীসহ আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিলেন। মদলজের আগমনে তাঁহার মনে অতিশয় লজ্জার সঞ্চার হয়। তখন তিনি বলিয়া উঠেন, ঈদৃশ সময় আমাদের পিতা ও সন্তান ও স্বজন ও কিঙ্কর বিনা অনুমতিতে আমাদিগের গৃহে উপস্থিত না হয় ঈশ্বর যদি এইরূপ আদেশ করিতেন কেমন ভাল হইত, তাহা হইলে গোপনীয় ব্যাপারসকল তাহারা জানিতে পারিত না। ইহার পরই তিনি প্রেরিত পুরুষের নিকটে উপস্থিত হন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। প্রাভাতিক নমাজের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য এই যে, সেই সময়ে গৃহস্থ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাত্রিবাস বস্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক বসন পরিধান করে এবং মধ্যাহ্নকালে বস্ত্র ত্যাগ করা হইয়া থাকে, আর এক বার নৈশিক নমাজের পর শয়নের পূর্বে নির্জনতার বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই তিন সময়ে অনুমতি ব্যতীত কোন গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করা নিষেধ। (ত, হো,)

এবং যদি আত্মসংবরণের প্রার্থিনী হয়, (আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করে) তবে তাহাদের জন্য মঙ্গল, এবং ঈশ্বর শ্রোতা ও জ্ঞাতা* । ৬০ । যদি তোমরা আপন আলয়ের বা আপন পিত্রালয়ের বা স্বীয় মাতৃগৃহের বা স্বীয় ভ্রাতৃভবনের বা স্বীয় পিতৃব্য গৃহের বা পিতৃব্যপত্নীর গৃহেব বা স্বীয় মাতৃস্বসৃপতির নিকেতনের বা আপন মাতৃস্বসৃগৃহের অথবা যাহার (ধনাগারের) কুঞ্জিকা তোমরা হস্তগত করিয়াছ তাহাদের কিংবা আপন বন্ধুদিগের (ভবনের খাদ্য,) তাহাতে তোমাদের নিজের সম্বন্ধে ভোজন কর কোন দোষ নাই, অন্ধের প্রতি কোন দোষ নাই, খঞ্জের প্রতি কোন দোষ নাই, রোগীর প্রতি কোন দোষ নাই, যদি তোমরা এক যোগে বা পৃথক ভাবে ভোজন কর তাহাতে তোমাদের প্রতি কোন দোষ নাই, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে, তখন স্বজাতির প্রতি ঈশ্বর সন্নিধানের বিশুদ্ধ কল্যাণযুক্ত মঙ্গলাশীর্বাদসূচক সেলাম করিবে, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাদের জন্য নিদর্শনসকল বর্ণনা করেন, সম্ভবতঃ তোমরা বুঝিতে পারিবে* । ৬১ । (র, ৮, আ, ৪)

---

* এ স্থলে বাহ্যিক বসন চাদর ও শিরোবাস, বর্ষীয়সী মহিলাগণ ইচ্ছা করিলে তাহা দ্বারা গ্রীবা ও মস্তক আবৃত না করিতে পারেন। কেহ কলঙ্কারোপ করিবে না, শুদ্ধতা রক্ষা পাইবে এই উদ্দেশ্যে যদি উহা পরিধান করেন তাহাতে ববং কল্যাণ হইবে। (ত, হো,)

* হজরতের সুস্থ ধর্মবন্ধুগণ অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতেন না, অথবা বিকলাঙ্গ অসুস্থ লোকসকল সুস্থ ব্যক্তিদিগেব সঙ্গে এক পাত্রে ভোজনে নিবৃত্ত থাকিত। তাহারা ভয় করিত বা পাছে তাহাদের সংসর্গে সুস্থ লোকের বিরক্তির কারণ হয়। হজরতের কোন কোন বন্ধু যখন বিদেশে যাত্রা করিতেন তখন তাঁহারা গৃহের ও ভাণ্ডারের কুঞ্জিকা সকল বিপদগ্রস্ত দরিদ্র লোকদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেন, অভাবগতে সেই দুঃখী বিপন্নগণ তাঁহাদের ভাণ্ডার হইতে খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিবে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এরূপ আচরণ করিতেন। সচরাচর সে সকল দুঃখী লোক গৃহস্বামীর সম্মতি নাই মনে করিয়া তদ্‌গ্রহণে বিরত থাকিত। কিংবা যদি আপন পিতৃ মাতৃ গৃহ বা নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের আলয়ে রুটিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিত তাহাও তাহারা গ্রহণ করিত না। এই আয়াত এতদুপলক্ষে আবির্ভূত হয়। সত্য বন্ধুর গৃহ হইতে কোন দ্রব্য তাহার অগোচরে গ্রহণ করিলে তাহার বিরক্তি না হইয়া বরং আহ্লাদ হইয়া থাকে। একদা তপস্বী ফতেহ মওসলি এক জন বন্ধুর দ্বারে উপস্থিত হন, বন্ধু গৃহে ছিলেন না। মওসলি বন্ধুর মুদ্রাধার তাঁহার দাসীর নিকটে চাহিয়া লইলেন, এবং দুইটি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দাসীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৃহস্বামী গৃহে আসিয়া ইহা শ্রবণ পূর্বক মহা আহ্লাদিত, এবং দাসীকে পুরস্কার দান করিয়া দাসীত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করেন। এস্থলে উক্ত হইয়াছে, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি লোকের সঙ্গে একপাত্রে ভোজনে দোষ নাই। ওমরের পুত্র বনি লয়সের সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি একাকী ভোজন করিতেন না, ভোজ্যপাত্র স্থাপন করিয়া সমুদায় দিন ও রজনীর তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অতিথির প্রতীক্ষা করিতেন, কাহাকেও না পাইলে অগত্যা একাকী কিছু খাইতেন। অপিচ একদল আনসারী বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতেন, তাঁহারা অভ্যাগত না পাইলে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। পুনশ্চ এরূপ এক সম্প্রদায়

যাহারা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা বিশ্বাসী এতদ্ভিন্ন নহে, এবং যখন তাহারা তাহার (প্রেরিত পুরুষের) সঙ্গে কোন কার্যসংগ্রহসাধনে স্থিতি করে, যে পর্যন্ত তাহার নিকটে অনুমতি চাওয়া (না) হয় চলিয়া যায় না ; নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) অনুমতি প্রার্থনা করে ইহারাই তাহারা যে ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, অনন্তর যখন তাহারা আপনাদের কোন কার্যের নিমিত্ত তোমার নিকটে অনুমতির প্রার্থী হয় তখন তাহাদের যাহাকে ইচ্ছা কর তুমি অনুমতি দান করিও, এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু* । ৬২ । তোমাদের মধ্যে প্রেরিত পুরুষের প্রার্থনা তোমাদের পরস্পরের প্রার্থনার অনুরূপ গণ্য করিও না,† নিশ্চয় তোমাদের যাহারা আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত হঠাৎ বাহির হইয়াছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে জানেন ; অতএব যাহারা তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে প্রতি যে বিপদ্ উপস্থিত হইবে অথবা তাহাদিগকে যে দুঃখজনক শাস্তি আশ্রয় করিবে, উচিত যে তাহারা তাহা হইতে ভীত হয় । ৬৩ । জানিও স্বর্গে ও মর্তে যে কিছু আছে তাহা নিশ্চয় ঈশ্বরের, তোমরা যাহাতে (প্রবৃত্ত) আছ একান্তই তিনি তাহা জানেন, এবং যে দিবস তাহারা তাঁহাদের নিকটে ফিরিয়া আসিবে, তাহারা যাহা করিয়াছে তখন তিনি তাহাদিগকে সংবাদ দিবেন, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ । ৬৪ । (র, ৯, আ, ৩,)

সূরা ফোরকাণ‡

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

৭৭ আয়াত, ৬ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

যিনি আপন দাসের প্রতি কোরআন অবতারণ করিয়াছেন যেন জগদ্বাসীদিগের জন্য ভয় প্রদর্শক হয়, তিনি বহু গৌরবান্বিত । ১ । +তিনিই যাঁহার স্বর্গলোক ও ভূলোকের রাজত্ব, এবং তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই ও রাজত্বে তাঁহার কোন

ছিল যে, দলবদ্ধভাবে ভোজন করিতেন না । ইহাদের অবস্থা বর্ণনেও এই আয়াতের অবতারণা হইয়া থাকিবে । (ত, হো,)

* তবুকের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে কতকগুলি কপট লোক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার ছলে হজরতের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো.)

† প্রেরিত পুরুষের প্রার্থনা ও তোমাদের প্রার্থনা তুল্য নহে । তাঁহার প্রার্থনা একান্তই ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয় । অথবা এস্থলে যে শব্দের অর্থ প্রার্থনা লিখিত হইল তাহার অন্যতর অর্থ আহ্বান, (ডাকা) যথা—তোমাদের আহ্বান ও প্রেরিত পুরুষের আহ্বান তুল্য নহে । তাঁহার আহ্বানকে অবজ্ঞা করিয়া বিনা অনুমতিতে যাহারা চলিয়া যায় তাহাদের গুরুতর অপরাধ ।

‡ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

অংশী নাই, এবং তিনি সমস্ত পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, অনন্তর তাহা পরিমাণে পরিমিত করিয়াছেন। ২। এবং তাহারা তাঁহাকে ব্যতীত (এমন) ঈশ্বরদিগকে গ্রহণ করিয়াছে যে, যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে নাই, তাহারা সৃষ্ট হয়, এবং তাহারা আপনাদের জীবন সম্বন্ধে ক্ষতি ও বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহে ও জীবন ও মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের সম্বন্ধে ক্ষমতা রাখে না। ৩। ধর্মবিদ্বেষিগণ বলিয়াছে যে, "ইহা অপলাপ ভিন্ন নহে, সে তাহা রচনা করিয়াছে, এবং অন্য দল তদ্বিষয়ে তাহাকে সাহায্য দান করিয়াছে, "অনন্তর একান্তই তাহারা অত্যাচার ও মিথ্যা আনয়ন করিয়াছে*। ৪ এবং তাহারা বলিয়াছে, (এই কোরআন) পুরাতন উপন্যাসাবলী, সে ইহা লিখাইয়া লইয়াছে; পরে ইহা তাহার নিকটে প্রাতঃ-সন্ধ্যা পঠিত হয়†। ৫। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যিনি স্বর্গ-মর্ত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন তিনিই ইহা অবতারণ করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। ৬। এবং তাহারা বলিয়াছে "এই প্রেরিত পুরুষ কেমন সে অন্ন ভোজন করে ও বিপণীতে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহার নিকট কেন দেবতা প্রেরিত হয় নাই? তাহা হইলে সে তাহার সঙ্গে ভয় প্রদর্শক হইত। ৭। + অথবা তাহার প্রতি ধনরাশি নিক্ষিপ্ত কিংবা তাহার জন্য উদ্যান যে উহার (ফল) ভক্ষণ করিবে" (কেন হয় নাই?) এবং অত্যাচারী লোকেরা বলিয়াছে যে, 'তোমরা ইন্দ্রজালগ্রস্ত পুরুষের অনুসরণ বৈ করিতেছ না"। ৮। তুমি দেখ, তোমার জন্য কেমন দৃষ্টান্ত সকল তাহারা প্রয়োগ করিয়াছে, অনন্তর তাহারা পথভ্রান্ত হইয়াছে, অবশেষে তাহারা কোন পথ পাইতে পারিবে না। ৯। (র, ১, আ, ৯)

যিনি ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষা উত্তম উদ্যান সকল তোমাকে দান করিবেন যাহাদের নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, এবং তোমাকে প্রাসাদ সকল দান করিবেন, তিনি গৌরবান্বিত‡। ১০। বরং তাহারা কেয়ামত সম্বন্ধে

* অর্থাৎ তাহারা পরস্পর এরূপ বলে যে, জবার ও ইয়সার প্রভৃতি কতকগুলি রোম দেশীয় লোক প্রাচীন উপাখ্যান সকল মোহম্মদের নিকট পাঠ করে ও সে তাহা আরব্য ভাষায় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকে, ইহাকেই সে কোরআন বলে। এইরূপ মিথ্যাবাদী লোকেরাই অত্যাচারী। (ত, হো.)

† কাফের লোকেরা বলে যে, কোরআন মিথ্যা। উহা কতকগুলি লোকের সাহায্যে রচিত হইতেছে, মোহম্মদ নিজে লিখিতে জানে না, অন্য লোক দ্বারা লিখাইয়া লয়, এবং উহা প্রাতঃ-সন্ধ্যা তাঁহার নিকট পঠিত হয়, তিাহাতে সে মুখস্থ করিয়া লোকের নিকটে পাঠ করে। (ত, হো,)

‡ যখন ধনশালী কোরেশগণ দুঃখী-দরিদ্র বলিয়া হজরতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিল, তখন স্বর্গোদ্যানের অধ্যক্ষ রজওয়ান এই আয়াতসহ অবতীর্ণ হইয়া হজরতের সম্মুখে এক জ্যোতির ভাণ্ড সমর্পণপূর্বক বলিলেন যে, "তোমার প্রভু পরমেশ্বর আজ্ঞা করিতেছেন, এ স্থানে অগণ্য পার্থিব ধন-সম্পত্তির কুঞ্জিকা আছে, তিনি তাহা তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, কিন্তু যে পারলৌকিক সম্পদ তোমার নামে লিখিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন করা যাইবে"। হজরত বলিলেন, "তদ্দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই, আমি দীনতাকে সমধিক প্রেম করিয়া থাকি, ইচ্ছা করি যে, সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ দাস হইয়া থাকি"। ইহা শ্রবণ করিয়া রজওয়ান বলিলেন, "তুমিই ঈশ্বরের দান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহাতেই সৎ

অসত্যারোপ করিয়াছে ; যে ব্যক্তি কেয়ামত সম্বন্ধে অসত্যারোপ করে আমি তাহার জন্য নরক প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১১। যখন (নরক) দূরদেশ হইতে তাহাদিগকে দেখিবে, তখন তাহারা তাহার গর্জন ও কোপানিনাদ শ্রবণ করিবে। ১২? যখন তাহারা বন্ধভাবে তাহা হইতে সংকীর্ণ ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তথায় মৃত্যুকে ডাকিবে*। ১৩। (আমি বলিব যে,) "অদ্য তোমরা এক মৃত্যুকে আহ্বান করিও না, এবং বহু মৃত্যুকে আহ্বান কর"। ১৪। তুমি জিজ্ঞাসা করিও (হে মোহাম্মদ) ইহা কি উত্তম ? না নিত্য স্বর্গধাম যাহা ধর্মভীরুদিগের প্রতি অঙ্গীকার করা হইয়াছে, (উত্তম ?) তাহাদের জন্য উহা পুরস্কার প্রত্যাবর্তন স্থান হয়। ১৫। তাহারা যাহা চাহিবে তথায় তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী, তোমার প্রতিপালকের নিকটে অঙ্গীকার প্রার্থিত হইয়াছে"†। ১৬। এবং যে দিবস তিনি তাহাদিগকে ও তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে অর্চনা করিতেছিল তাহাকে সমুত্থাপন করিবেন, তখন জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমরা কি আমার এই দাসদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছ, অথবা ইহারা (স্বয়ং) পথহারা হইয়াছে"? ১৭। তাহারা (উপাস্যগণ) বলিবে, "পবিত্রতা তোমার (হে পরমেশ্বর,) আমাদের জন্য উচিত নয় যে, আমরা তোমাকে ছাড়িয়া কোন সহায় গ্রহণ করি, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে ও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে এতদূর লাভবান করিয়াছ যে, তোমার উপদেশ তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, এবং বিনাশোন্মুখ দল হইয়াছে"। ১৮। অনন্তর (হে ধর্মদ্বেষিগণ) তোমরা যাহা বলিতেছিলে তাহাতে (এই উপাস্যগণ) নিশ্চয় তোমাদিগের প্রতিই অসত্যারোপ করিয়াছে পরে তোমরা (শাস্তি) ফিরাইতে ও সাহায্য দান করিতে সমর্থ হইতেছ না, তোমাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে মহাশাস্তি ভোগ করাইব। ১৯। তোমার পূর্বে (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় যাহারা অন্নাহার করিত ও বিপণীতে বিচরণ করিত তাহাদিগকে ব্যতীত আমি প্রেরিত পুরুষরূপে প্রেরণ করি নাই, এবং আমি তোমাদের এক জনকে (হে বিশ্বাসিগণ,) অন্যজনের পরীক্ষাস্বরূপ করিয়াছি, তোমরা কি ধৈর্য ধারণ করিতেছ ? তোমাদের প্রতিপালক দর্শক আছেন‡। ২০। (র, ২, আ, ১৩,)

সাহসের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে"। হজরত নানা অভাব ও কষ্টে পড়িয়া ও পৃথিবীর ঐশ্বর্যের প্রতি কটাক্ষপাত করেন নাই। (ত, হো,)

* অর্থাৎ সাধারণ নরক ভূমি হইতে অত্যন্ত ক্লেশজনক সংকীর্ণ স্থানে ঘোর পাপীদিগকে নিক্ষেপ করা হইবে। তথায় পড়িয়া মৃত্যু আকাংক্ষা করিবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ প্রার্থনা করিয়াছেন যে, পরমেশ্বর তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা আমাদের নিকটে উপস্থিত কর, অথবা দেবগণ বিশ্বাসীদিগের জন্য এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ধনীদিগের দ্বারা দরিদ্রগণের, স্ব স্ব মণ্ডলীর দ্বারা প্রেরিত পুরুষদিগের, অসুস্থ দ্বারা সুস্থের, অন্ধ দ্বারা চক্ষুষ্মানের পরীক্ষা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সংসারের লোক পরীক্ষার স্থল। অবস্থার প্রতিকূলতাকে মনুষ্য কিছুতেই এড়াইতে পারে না। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি প্রতিকূলতা দ্বারা মনুষ্যকে পরীক্ষা করিয়া থাকি যে, সে সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ, না অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞ। কথিত আছে যে, আবুজেহল ও অসৈয়দ ও তাহাদের অনুগামী লোকেরা যখন বেলাল ও এমাম ও সহিব এবং অপর দীন বিশ্বাসী লোকদিগকে দেখিত, তখন

এবং যাহারা আমার সাক্ষাৎকারের আশা রাখে না তাহারা বলিয়াছে যে, "কেন আমাদের নিকটে দেবতাগণ প্রেরিত হয় নাই, অথবা আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না" ? সত্য-সত্যই তাহারা স্ব স্ব জীবন সম্বন্ধে অহঙ্কৃত ও মহা অবাধ্যতায় অবাধ্য হইয়াছে। ২১। যে দিবস তাহারা দেবতাদিগকে দর্শন করিবে, সেই দিবস সেই অপরাধীদিগের জন্য কোন সুসংবাদ নাই, এবং তাহারা (দেবতারা) বলিবে, "বিঘ্ন ও অন্তরায়"*। ২২। এবং তাহারা যে সকল কর্ম করিয়াছে, আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অনন্তর আমি তাহা রেণুপুঞ্জ সদৃশ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছি†। ২৩। সেই দিবস স্বর্গবাসী অবস্থিতিস্থান অনুসারে উত্তম এবং এবং সুখস্থান অনুসারে উৎকৃষ্টতর। ২৪। এবং যে দিবস মেঘসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে, এবং দেবগণ অবতারণরূপে অবতারিত হইবে‡। ২৫। সেই দিবস প্রকৃত রাজত্ব ঈশ্বরের, এবং সেই দিবস কাফেরদিগের প্রতি কঠিন হইবে। ২৬। এবং (স্মরণ কর,) যে দিবস অত্যাচারিগণ আপন হস্তপৃষ্ঠ দংশন করিতে থাকিবে, বলিতে থাকিবে, "হায়! যদি আমি প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে পথ অবলম্বন করিতাম$। ২৭। হায়! আমার প্রতি আক্ষেপ,

পরস্পর বলিত, "আমরা কি এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ইহাদের ন্যায় দুঃখী-দরিদ্র ও নীচ হইব" ? তদুপলক্ষে পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন। তিনি দুঃখী-দরিদ্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আমি সজ্জনকে নীচ গর্বিত লোক দ্বারা নীচ ব্যক্তিকে মহদ্ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকি। (ত, হো,)

* মক্কানিবাসী কাফেরগণ ঈশ্বর-দর্শন ও দেবতাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ এই দুইটি বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিল। ঈশ্বর জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তাহারা কেয়ামতের সময় দেবতাদিগকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু দেবতাদের নিকটে শুভ সংবাদলাভ করিবে না, শাস্তির সংবাদ শুনিতে পাইবে। দেবতারা তাহাদিগকে বলিবেন যে, তোমাদের ঈশ্বর দর্শন পক্ষে বিঘ্ন ও অন্তরায় আছে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ আকাশে বিকীর্ণ রেণু বা বায়ু-নিক্ষিপ্ত ভস্মের ন্যায় আমি ইহাদের ধর্ম-কর্ম সকলকে বিলুপ্ত করিব। যেহেতু এই সকল কর্ম গৃহীত হইবার সূত্র বিশ্বাস, তাহাদের সেই বিশ্বাস নাই। (ত হো.)

‡ কথিত আছে যে, পুনরুত্থানের সময় দেবতাগণ সপ্তদলে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, নভোমণ্ডল মেঘমুক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। মেঘ ভূতলে বর্ষিত হইবে। (ত, হো,)

$ আবু সয়িদের পুত্র আকবা দেশান্তর হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয় প্রতিবেশীদিগকে এক ভোজ দেয়, প্রতিবেশী বলিয়া হজরতকেও নিমন্ত্রণ করে। হজরত বলেন যে, "ধর্মদীক্ষার বাক্য কলেমা উচ্চারণ না করিলে আমি তোমার অন্ন গ্রহণ করিব না"। তাহাতে আকবা কলেমা উচ্চারণ করে। তাহার বন্ধু খলফের পুত্র আবি এ কথা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলে, "শুনিলাম তুমি মোহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, মোহম্মদের কথা মান্য করিয়া কলেমা পড়িয়াছ"। আকবা বলিল, "বস্তুতঃ তাহা নহে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজন না করিয়া চলিয়া যাইবে এই ভাবিয়া দুঃখ হইল, তজ্জন কলেমা উচ্চারণ করিয়াছি, আমি ধর্ম গ্রহণ করি নাই"। তখন আবি বলিল, "যে পর্যন্ত না তুমি মোহম্মদের মুখে থুথু ফেলিবে সে পর্যন্ত আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারি না"। অকবা তাহাতে সম্মত হইয়া হজরতের মুখে থুথু

যদি আমি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম (ভাল ছিল)। ২৮। সত্য-সত্যই আমার নিকটে পঁহুছিবার পর সেই উপদেশ হইতে সে আমাকে বিপথে লইয়া গিয়াছে, এবং শয়তান মানবমণ্ডলীর (বিপদে) নিক্ষেপকারী হয়"। ২৯। এবং প্রেরিত পুরুষ বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে বর্জিত করিয়াছে"। ৩০। এবং এইরূপে আমি প্রত্যেক তত্ত্ববাহকের জন্য অপরাধিগণ হইতে শত্রু উপস্থিত করিয়াছি, এবং তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী। ৩১। ধর্মদ্বেষী লোকেরা বলিয়াছে, "কেন তাহার প্রতি কোরআন একযোগে একবারে অবতীর্ণ হয় নাই"? এইরূপই (অবতারণ করিয়াছি,) যেহেতু তদ্দ্বারা আমি তোমার অন্তর দৃঢ় করিব ও তাহা আমি ক্রমশঃ পাঠ করিয়াছি*। ৩২। তাহারা তোমার নিকটে এমন কোন প্রস্তাব উপস্থিত করে না, যাহার সত্য (উত্তর) ও উত্তমতম ব্যাখ্যা আমি তোমাকে যোগাই না। ৩৩। যাহারা আপন মুখোপরি (অধোমুখে) নরকের দিকে সমুত্থাপিত হইবে, তাহারাই স্থানানুসারে নিকৃষ্ট, পথ অনুসারে ভ্রান্ত। ৩৪। (র, ৩, আ, ১৪)

এবং সত্য-সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম, এবং তাহার সঙ্গে তাহার ভ্রাতা হারুনকে সহকারী করিয়া দিয়াছিলাম। ৩৫। তদনন্তর আমি বলিয়াছিলাম যে, যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তোমরা সেই জাতির নিকটে যাও, পরে আমি তাহাদিগকে সংহারে সংহার করিয়াছি। ৩৬। এবং নুহীয় সম্প্রদায় যখন প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম ও মানব মণ্ডলীর জন্য তাহাদিগকে নিদর্শন করিয়াছিলাম, এবং অত্যাচারীদিগের জন্য আমি কষ্টকর দণ্ড সজ্জিত রাখিয়াছি। ৩৭। এবং আদ ও সমুদ ও রস্বাসিগণকে এবং ইহাদের মধ্যবর্তী বহু দলকে আমি

ফেলিতে তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হয়। তখন হজরত দারন্নদওয়াতে নমাজ পড়িতেছিলেন। অক্‌বা যাইয়া তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে নিষ্ঠীব নিক্ষেপ করে। কথিত আছে যে, সেই থুথু অগ্নিশিখা হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মুখ দগ্ধ করে, হজরতকে স্পর্শও করে না। পরে বদরের যুদ্ধে আলির হস্তে সে নিহত হয়। এই আয়াত তাহার সম্বন্ধেই অবতারিত হইয়াছে। ইহার মর্ম এই যে, সেই অত্যাচারী আক্‌বা কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করিতে করিতে আপন হস্তপৃষ্ঠে দংশন করিবে ও বলিবে যে, "হায়! আমি প্রেরিত পুরুষের অনুগামী কেন হই নাই"? (ত, হো,)

* মুসা ও দাউদের গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত না হইয়া একযোগে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারা একবারে লিখিয়া লইয়াছিলেন ও পাঠ করিয়াছিলেন। কোরআন তদ্রূপ অবতীর্ণ হয় নাই, তাহার এক একটি ক্ষুদ্র অংশ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। এজন্য অংশিবাদিগণ তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে যে, উহা ঐশ্বরিক গ্রন্থ হইলে খণ্ডশঃ প্রকাশিত না হইয়া পূর্ণভাবে একবারে অবতীর্ণ হইত। এইরূপ ক্রমশঃ কোরআনের প্রকাশ হওয়ার নানা কারণ আছে। এক এই যে, হজরত লেখাপড়া জানিতেন না, একযোগে সমুদায় গ্রন্থ অবতীর্ণ হইলে তাহা স্মরণ করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। দ্বিতীয়তঃ, এক এক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহার তাৎপর্যের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও অনুসন্ধান বৃদ্ধি করিবার জন্য এক এক সুরা বা আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, হো,)

(বিনষ্ট) করিয়াছি*। ৩৮। এবং প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত সকল ব্যক্ত করিয়াছি, এবং প্রত্যেককে সংহারে সংহার করিয়াছি। ৩৯। এবং সত্য-সত্যই তাহারা এমন এক গ্রামেতে উপস্থিত হয়, যাহাতে কুবৃষ্টি বর্ষিত করা হইয়াছিল, অনন্তর তাহারা কি উহা দেখিতেছিল না? বরং তাহারা পুনরুত্থানের আশা করিত না†। ৪০। এবং যখন তাহারা তোমাকে (হে মোহম্মদ,) দর্শন করে, তখন তোমাকে উপহাস করিয়া বৈ গ্রহণ করে না, (বলে,) "যাহাকে ঈশ্বর প্রেরিতরূপে পাঠাইয়াছেন এ কি? ৪১। নিশ্চয় সে আমাদের উপাস্যগণ হইতে আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে

* রস্ব এক কূপের নাম, উহা তহামায় বা আজরায়জানে কিংবা এনতাকিয়াতে ছিল। কেহ বলেন যে, রস্ব একটি প্রস্রবণ ছিল, কেহ বলেন উদ্যান ছিল। সেই রস্বের নিকটস্থ লোকেরা বাবেলাধিপতি নোমরুদের অনুগামী দলের অন্তর্গত ছিল। তাহারা এয়মন দেশস্থ কোন নগরে তথায় আবির্ভূত এক প্রেরিত পুরুষকে বধ করিয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, তাহারা সেই প্রেরিত পুরুষকে হত্যা করিয়া তাঁহার মাংস ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হয়। অথবা রস্বনিবাসী এক দল পৌত্তলিক ছিল, প্রেরিত পুরুষ শোঅব তাঁহাদের নিকটে আসিয়া উপদেশ দান করেন, তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাহারা যে কূপের পার্শ্বে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিল, তথায় একদা শোঅবকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন অকস্মাৎ সেই কূপ ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহারা সকলে গৃহ সম্পত্তি এবং পশ্বাদিসহ ভূগর্ভশায়ী হয়। অথবা একদল লোক ছিল যে, তরুবিশেষকে তরুবাজ বলিয়া পূজা করিত। ইয়কুবের পুত্র ইহুদার বংশসম্ভূত এক প্রেরিত পুরুষ তাহাদের নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া হত্যা করে ও কূপে ফেলিয়া দেয়। তখন এক কৃষ্ণ মেঘ তাহাদের উপর প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে বজ্রপাত হইয়া তাহাদিগের সকলকে দগ্ধ করে। প্রসিদ্ধ বিবরণ এই যে, রস্ব নিবাসীরা সফওয়ার পুত্র হঞ্জলার মণ্ডলী। যখন তাহারা ধর্মপ্রবর্তককে মিথ্যাবাদী বলিল, তখন পরমেশ্বর এক বৃহদাকার বিহঙ্গম দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই পক্ষীর গ্রীবা দীর্ঘ পক্ষপুট নানা বর্ণে রঞ্জিত ছিল। তাহার নাম অনকা। গ্রীবাকে আরব্য ভাষায় অনক বলে, উক্ত পক্ষীর গ্রীবা দীর্ঘ ছিল বলিয়া উহা অনকা নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই পক্ষী জমাহা নামক পর্বতে বাস করিত। সময়ে সময়ে আসিয়া উক্ত ধর্মদ্বেষী লোকদিগের বালক-বালিকা ও ছাগ-মেষাদি পশু চঞ্চুপুটে বহন করিয়া লইয়া যাইত ও সেই সকলকে মারিয়া ভক্ষণ করিত। এজন্য একদা রস্ব নিবাসিগণ প্রেরিত পুরুষের নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করে, এবং অঙ্গীকার করে যে, সেই পক্ষীর অত্যাচারের নিবৃত্তি হইলে তাহারা ধর্মগ্রহণ করিবে। তাহাতে সেই মহাপুরুষ প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা সিদ্ধ হয়। অনকা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তাহার নামমাত্র থাকে। অনকা অদৃশ্য হইলে তাহাদের অহঙ্কার ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি হয়, তাহারা হঞ্জলাকে হত্যা করে। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি রস্বনিবাসীদিগকে সংহার করিয়াছিলাম। (ত, হো,)

† সেই স্থানের নাম সদুমা, মওতফক্কাত প্রদেশের মধ্যে সদুমা প্রধান স্থান। তথায় মহাত্মা লুত বাস করিতেন, সেই স্থানে প্রস্তর বৃষ্টি হইয়াছিল। বহুকাল পরে ধর্মদ্রোহী কোরেশগণ তথায় গিয়াছিল। তাহাতেই ঈশ্বর বলিতেছেন যে,

উদ্যত ছিল, যদি আমরা তাহাদের প্রতি ধৈর্য ধরিয়া না থাকিতাম* ;" যখন শাস্তি অবলোকন করিবে, তখন তাহারা অবশ্য জানিবে যে, কে অধিকতর পথভ্রান্ত। ৪২। তুমি তাহাকে কি দেখিয়াছ যে, স্বীয় বাসনাকে স্বীয় ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে ? অনন্তর তুমি কি তাহার সম্বন্ধে কার্যসম্পাদক হইবে† ? ৪৩। তুমি কি মনে করিতেছ যে, তাহাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে বা বুঝিতে পায় ? তাহারা পশু সদৃশ বৈ নহে, বরং তাহারা অধিকতর পথভ্রান্ত‡। ৪৪। (র, ৪, আ, ১০)

তুমি কি আপন প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টি করিতেছ না যে, তিনি কেমন ছায়া বিস্তৃত করিয়াছেন ? এবং যদি তিনি চাহিতেন তবে তাহাকে স্থির রাখিতেন, তৎপর আমি তাহার দিকে সূর্যকে পথ-প্রদর্শক করিয়াছি, তাহার পর আমি সহজ ধারণে তাহাকে আপনার দিকে ধারণ করিয়াছি$। ৪৫ + ৪৬। এবং তিনিই যিনি তোমাদের জন্য রজনীকে আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রামপ্রদান

কোরেশগণ সদুমা নিবাসীদিগের দুর্দশা কি দেখিতেছে না ? (ত, হো,)

* অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের উপাস্য দেবগণকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন না করিতাম, তবে মোহম্মদ নানা চেষ্টা-যত্নে ও মনোহর বাক্যে আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইত। (ত, হো,)

† এক সময়ে অংশিবাদিগণ কোন প্রস্তর বা লোষ্ট্র কিংবা কাষ্ঠ খণ্ড পূজা করিত, যখন অন্য কোন প্রস্তর বা লোষ্ট্র কিংবা কাষ্ঠ তদপেক্ষা সুন্দর দেখিতে পাইত তখন আপন সেই উপাস্যকে পরিত্যাগ করিয়া উহার অর্চনায় প্রবৃত্ত হইত। তাহাতেই ঈশ্বর বলেন, "তুমি তাহাকে কি দেখিয়াছ যে, স্বীয় বাসনাকে স্বীয় ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে" ? অর্থাৎ তাহারা আপনাদের কামনাকে পূজা করে, আপন মনে যাহা ভাল বোধ হয় তাহারই অর্চনায় প্রবৃত্ত হয়। যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অন্য পদার্থকে ভালবাসে ও তাহাতে লিপ্ত থাকে, এবং তাহার পূজা করে, প্রকৃতপক্ষে তাহরা স্বীয় বাসনার পূজা করিয়া থাকে। যেহেতু তাহাদের বাসনাই তাহাদিগকে ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রেমে সংলিপ্ত রাখে। (ত, হো,)

‡ পশু সকল আপন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে, অংশিবাদিগণ স্বীয় প্রতিপালকের পূজা অস্বীকার করে। যাহাতে লাভ আছে পশুযূথ তাহারই দিকে ধাবিত হয়, যাহাতে ক্লেশ ও ক্ষতি তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকে। অংশিবাদিগণ যাহা লাভজনক যাহা পুণ্য তাহা প্রত্যাখ্যান করে, অত্যন্ত ক্লেশকর যে পাপ তাহাতে তাহারা লিপ্ত থাকে। এজন্য অংশিবাদিগণ পশু অপেক্ষা অধম। (ত, হো,)

$ ঊষা সমাগম হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সুখপ্রদ ছায়ার কাল। নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার অন্তরের ক্লেশজনক ও নয়নের জ্যোতিহারক হয়, এবং দিবাকরের দীপ্তি বায়ুকে উত্তপ্ত করে ও চক্ষুর উদ্বেগ জন্মায়, কিন্তু এ দুই ঊষাকালে মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। এজন্য বিস্তৃত ছায়া স্বর্গীয় সম্পদ্বিশেষরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সেই ছায়াকে একভাবে স্থির রাখিয়া দিতে পারিতেন। পরমেশ্বর সূর্যকে ছায়ার পথ প্রদর্শন করেন, অর্থাৎ সূর্যের প্রকাশ ব্যতীত ছায়া পরিচিত হয় না। সূর্যোদয় হইলে পরমেশ্বর ছায়াকে নিজের দিকে টানিয়া লন, ক্রমে ছায়া অন্তর্হিত হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর ক্রমশঃ সূর্যের কিরণকে সূর্যের উর্ধ্ব

করিয়াছেন, এবং দিবাকে সমুত্থানের সময় করিয়াছেন। ৪৭। এবং তিনিই যিনি আপনার দয়ার পূর্বে বায়ুকে সুসংবাদদাতৃরূপে প্রেরণ করিয়াছেন,* এবং আমি আকাশ হইতে নির্মল বারি বর্ষণ করি। ৪৮। যেহেতু তাহা দ্বারা আমি মৃত নগরকে জীবিত করি, যে সকলকে আমি সৃজন করিয়াছি সেই পশু ও বহু মনুষ্যকে তাহা পান করাইয়া থাকি। ৪৯। এবং সত্য-সত্যই আমি তাহাদের মধ্যে উহা (অর্থাৎ উপদেশ) নানা প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছি, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, পরন্তু অধিকাংশ মনুষ্য অধর্ম ভিন্ন গ্রাহ্য করে নাই। ৫০। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে অবশ্য প্রত্যেক গ্রামে ভয় প্রদর্শক প্রেরণ করিতাম। ৫১। অনন্তর তুমি কাফেরদিগের অনুগত হইও না, এবং তদনুসারে (কোরআনেরই মতে) মহা জেহাদে জেহাদ কর। ৫২। এবং তিনিই যিনি দুই সাগরকে মিলিত করিয়াছেন, এই (এক) তৃষ্ণানিবারক মিষ্ট এবং এই (অন্য) লবণাক্ত বিরস, এবং উভয়ের মধ্যে আবরণ ও দৃঢ় প্রাচীর রাখিয়াছেন† । ৫৩। এবং তিনিই যিনি (শুক্ররূপ) জল হইতে মনুষ্যকে

গমনানুসারে ছায়ার দিকে আনয়ন করেন ও ছায়া অধিকৃত হইতে থাকে। একেবারে অকস্মাৎ ছায়াকে বিলুপ্ত করা হইলে ছায়াতে মনুষ্যের যে সকল কার্য হইয়া থাকে তাহা রহিত হইত। কাহারও কাহারও মতে ছায়া তামসী নিশা। পরমেশ্বর সেই নৈশিক ছায়া বিস্তৃত করিয়া জগৎকে অন্ধকারাবৃত করেন। সেই ছায়া চিরকাল রাখেন না। বরং তিনি সূর্যকে প্রকাশ করিয়া তাহার পরিচয়ের উপায় করেন, এবং রজনীর বিপরীত দিবা ভাগকেও তিনি চিরস্থায়ী করেন নাই, নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে তাহাকে লুক্কায়িত করেন, তখন রজনী উপস্থিত হয়। এই দিবা ও রজনী লোকের কার্য-সৌকার্য ও সুখ-শান্তি বিধানের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার আধ্যাত্মিক ভাব এই যে, সে যুগে মানবাত্মা অধর্মের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, ছায়া সেই ধর্মশূন্য যুগ, সূর্য এস্‌লাম ধর্মের জ্যোতি যাহা হজরত মোহম্মদের আবির্ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই ছায়া সর্বদা থাকিলে মনুষ্য অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকিয়া জ্যোতির তত্ত্ব কিছুই পাইত না। কশফোল্ আসরারে উক্ত হইয়াছে যে, হজরতের এক অলৌকিক ক্রিয়ার প্রকাশানুসারে এই আয়াতের আবির্ভাব হইয়াছে। একদা হজরত দেশ পর্যটন কালে মাধ্যাহ্নিক বিশ্রামের সময় কোন বৃক্ষতলে উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে বহু সংখ্যক অনুচর ছিল, সেই তরুচ্ছায়া সঙ্কীর্ণা ছিল। পরমেশ্বর আপনার অলৌকিক শক্তিযোগে সেই সঙ্কীর্ণা ছায়াকে সুদূরব্যাপিনী করেন। তখন সমুদায় এস্‌লাম সৈন্য তাহার মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া সুখী হয়। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* এ স্থলে ঈশ্বরের দয়া অর্থে বৃষ্টিপাত। ঈশ্বর বারিবর্ষণরূপ দয়া প্রকাশের পূর্বে জগতে সুসংবাদ প্রচারের জন্য শীতল সমীরণ প্রেরণ করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

† এ দুই রোম সাগর ও পারস্য সাগর। এ দুইয়ের মধ্যে এরূপ সীমা নির্দিষ্ট আছে যে, একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অপিচ কথিত আছে যে, নীল সয়হুন জয়হুন ও দজলা এব সকল বৃহৎ জলস্রোত সুমিষ্ট ও তৃষ্ণানিবারক ও অন্যান্য নদী লবণময় বিরস, ইহাদের মধ্যে প্রান্তর ও নগর সকল ব্যবধান আছে। দুই সাগর বা নদীকে মিলিত করার অর্থ নিকটস্থ করা। (ত, হো,)

সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তাহাকে বংশ ও (পিতা) ও শ্বশুর করিয়াছেন, এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) ক্ষমতাবান হন*। ৫৪। এবং যাহা তাহাদের কোন ক্ষতি ও তাহাদের কোন বৃদ্ধি করে না তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাহাকে অর্চনা করিয়া থাকে, এবং কাফেরগণ আপন প্রতিপালকের দিকে পৃষ্ঠস্থাপক হয়। ৫৫। এবং আমি তোমাকে সুসংবাদ দাতা ও ভয়প্রদর্শক ভিন্ন প্রেরণ করি নাই। ৫৬। তুমি বল, (হে মোহম্মদ), যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিতেছে যে, আপন প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করে সে (করুক,) তদ্ব্যতীত আমি তৎসম্বন্ধে (কোরআন প্রচার সম্বন্ধে) তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না। ৫৭। যিনি মরেন না, জীবিত, তুমি তাঁহার প্রতি নির্ভর স্থাপন কর, এবং তাঁহার প্রশংসাযোগে স্তব কর, তিনি আপন দাসগণের অপরাধ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানী। ৫৮। যিনি স্বর্গ-মর্ত এবং উভয়ের ভিতরে যাহা কিছু আছে তাহা ছয় দিবসের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর স্বর্গোপরি অবস্থিত আছেন, তিনি রহমান, (পুনর্জীবনদাতা,) অবশেষে তুমি তাঁহার (গুণ ও স্বরূপ) সম্বন্ধে কোন জ্ঞানীকে প্রশ্ন কর। ৫৯। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে, রহমানকে তোমরা নমস্কার কর, তখন তাহারা বলিল, "কে রহমান? যাহাকে (প্রণাম করিতে) তুমি আমাদিগকে আদেশ করিতেছ, আমরা কি সেই বস্তুকে প্রণাম করিব"? (এ-কথা) তাহাদের সম্বন্ধে বিচ্ছেদ বৃদ্ধি করিল। ৬০। (র, ৫, আ, ১৬)

যিনি গগনে গ্রহমণ্ডল সকল সৃজন করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে দীপ (সূর্য) ও উজ্জ্বল চন্দ্রমা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মহিমান্বিত। ৬১। এবং তিনিই যিনি যাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে বা ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে তাহাদের জন্য (পরস্পর) অনুগামিনী রজনী ও দিবা সৃজন করিয়াছেন। ৬২। এবং তাহারাই ঈশ্বরের দাস যাহারা ভূতলে ধীরে গমন করে, এবং যখন মূর্খ লোকেরা তাহাদের সঙ্গে কথা কহে তাহারা সলাম বলিয়া থাকে†। ৬৩। এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও (নমাজের জন্য) দণ্ডায়মানভাবে রজনী যাপন করে। ৬৪। এবং যাহারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগ হইতে নরকদণ্ড দূর কর, নিশ্চয় তাহার শাস্তি (আমাদের সম্বন্ধে) সমুচিত হইয়াছে"। ৬৫। নিশ্চয় উহা স্থান ও অবস্থিতি ভূমি অনুসারে মন্দ। ৬৬। এবং যাহারা যখন ব্যয় করে অপব্যয় করে না ও কৃপণতা করে না, এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়। ৬৭। এবং যাহারা পরমেশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করে না, এবং ঈশ্বর যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন এমন ব্যক্তিকে ন্যায়ানুরোধে ব্যতীত হত্যা করে না, এবং ব্যভিচার করে না‡। ৬৮। এবং যে ব্যক্তি ইহা করে সে আসামে মিলিত

* বিবিধ অবস্থাপন্ন পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে। এক বংশপতি, যাহা দ্বারা বংশ উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়, যথা—পিতা; দ্বিতীয় সম্বন্ধপতি, যাহা দ্বারা সম্বন্ধ রক্ষা পায়, যথা—শ্বশুর। (ত, হো,)

† ধীরে গমন করা অর্থাৎ বিনম্র ও গাম্ভীর্য ভাবে চলা। "মূর্খ লোকেরা যদি তাহাদের সঙ্গে কথা কহে তাহারা সলাম করিয়া থাকে"। অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গে মূর্খ ও পাষণ্ড লোকেরা কলহ ও বাগ্বিতণ্ডা করিলে তাঁহারা তদুত্তরে বিনম্রভাবে কথা কহিয়া থাকেন। (ত, হো,)

‡ একদা কয়েক দল অংশীবাদী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল যে, "হে মোহম্মদ, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন করিয়াছি ও অন্যায়রূপে

হয়*। কেয়ামতের দিন তাহার জন্য শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে, তথায় সর্বদা সে লাঞ্ছিত থাকিবে। ৬৯।+কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকর্ম করিয়াছে সে নহে, অনন্তর ইহারাই যে ঈশ্বর ইহাদের পাপ সকলকে পুণ্যেতে পরিবর্তিত করিবেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ৭০। এবং যে ব্যক্তি (পাপ হইতে) ফিরিয়া আইসে ও শুভ কর্ম করে অনন্তর নিশ্চয় সে ঈশ্বরের দিকে প্রত্যাবর্তনরূপে প্রত্যাবর্তিত হয়। ৭১। এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, এবং যখন নিরর্থক বিষয়ের দিকে উপস্থিত হয় তখন মহদ্ভাবে চলিয়া যায়। ৭২। এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয় তখন তৎসম্বন্ধে বধির ও অন্ধরূপে পতিত (উপস্থিত) থাকে না। ৭৩। এবং যাহারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে ভার্যা ও নয়নজ্যোতি স্বরূপ সন্তানবৃন্দ দান কর, ও আমাদিগকে ধর্মভীরুদিগের অগ্রণী কর। ৭৪। ইহারাই যাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে, তজ্জন্য ইহাদিগকে উচ্চ উট্টালিকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে, এবং ইহারা তথায় মঙ্গল ও শান্তির আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে। ৭৫।+এবং তথায় ইহারা চিরস্থায়ী হইবে, বাসভূমি ও স্থান অনুসারে তাহা উত্তম। ৭৬। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) যদি তোমাদের প্রার্থনা না থাকিত তবে আমার প্রতিপালক তোমাদিগকে কি গণ্য করিতেন? অনন্তর নিশ্চয় তোমরা অসত্যারোপ করিয়াছ, পরে অবশ্য তাহার সমুচিত (প্রতিফল) হইবে। ৭৭। (র, ৬, আ, ১৮)

বহু লোককে হত্যা করিয়াছি, এবং ব্যভিচার ও নানা দুষ্ক্রিয়া আমাদিগের দ্বারা হইয়াছে, যদি তোমার ঈশ্বর আমাদের এই সকল অপরাধ ক্ষমা করেন তবে আমরা এস্লাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি"। তাহাতে এই আয়াত আবির্ভূত হয়। মস্উদের পুত্র হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "পাপের মধ্যে কোন্ কোন্ পাপ প্রধান"? তিনি বলেন, "যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার অংশী আছে বলা এই একটি গুরুতর পাপ, এবং অন্নদানে প্রতিপালন করিতে হইবে এই ভয়ে আপন সন্তানকে হত্যা করা, এবং প্রতিবেশিনী নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা গুরুতর পাপ"। তাহাতেই ঈশ্বরের অনুগত ভৃত্যগণ অংশীবাদী হয় না, ব্যভিচার ও অন্যায়রূপে হত্যা করে না। এ সকল কথা এই আয়াতে প্রকাশ পায়। (ত, হো,)

নরকের প্রান্তর বিশেষের নাম আসাম, ব্যভিচারী লোকেরা তথায় শাস্তি ভোগ করিবে। অথবা শোণিত বা পিত্তরস যাহা নরক গত লোকদিগের শরীর হইতে নির্গত হইবে, তাহার নাম আসাম। কিংবা আসাম ও ঘায় নিরয়ান্তর্গত শাস্তিদানের দুইটি কূপ বিশেষ। (ত, হো,)

সূরা শোঅরা*

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

২২৭ আয়াত, ১১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

(পাপ) গোপনকারী ও পবিত্র এবং মহিমান্বিত†। ১। উজ্জ্বল গ্রন্থের এই আয়াত সকল। ২। তুমি (হে মোহম্মদ,) সম্ভবতঃ আপন জীবনের বিনাশক হইয়াছ, যেহেতু তাহারা বিশ্বাসী হইতেছে না‡। ৩। আমি ইচ্ছা করিলে স্বর্গ হইতে তাহাদের নিকটে কোন নিদর্শন প্রেরণ করিতাম, তখন তাহার জন্য তাহাদের গ্রীবা নত হইত। ৪। এবং ঈশ্বর হইতে তাহাদের নিকটে (এমন) কোন নূতন উপদেশ আসে নাই যে, তাহারা তাহা হইতে বিমুখ হয় নাই। ৫। অনন্তর তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছে, অবশেষে যাহারা তাহার প্রতি উপহাস করিতেছিল সত্বরই তাহাদের নিকট তাহার তত্ত্ব আসিবে$। ৬। তাহারা কি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি করে না যে, আমি তাহাতে সকল প্রকারের কত উত্তম (বস্তু) উৎপাদন করিয়াছি। ৭। নিশ্চয় ইহার মধ্যে এক নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে। ৮। নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) পরাক্রমশালী দয়ালু। ৯। (র, ১, আ, ৯)

এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক মুসাকে ডাকিলেন যে, "তুমি অত্যাচারী দলের নিকটে যাও§। ১০। + ফেরওনের দল, তাহারা কি ধর্মভীরু

* এই সূরা মক্কাতে প্রকাশ পায়।

† "তাসম্মা" এই ব্যবচ্ছেদকে শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ গোপনকারী ও পবিত্র ও মহিমান্বিত। এই কয়েকটি ঈশ্বরের নাম! বহরোল্ হকায়কে উক্ত হইয়াছে যে, 'ত', এই বর্ণের অর্থে একত্বের আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী, অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবমান ব্যক্তি। 'স', এই বর্ণের অর্থ তত্ত্ব পথের যাত্রিক, 'ম' বর্ণের অর্থ দাসত্বের পথে বিচরণকারী। এ সকল হজরতের বিশেষণ স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন এই কয় বর্ণের অন্য অনেক অর্থও হইতে পারে। (ত, হো,)

‡ যখন কোরেশগণ কোরআন গ্রন্থকে অসত্য বলিতে লাগিল, কিছুতেই বিশ্বাস করিতেছিল না, এদিকে হজরত তাঁহাদের বিশ্বাস লাভ ও ধর্ম গ্রহণের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইলেন, তখন পরমেশ্বর তাঁহার মনের সান্ত্বনার জন্য এই আয়াত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

$ "সত্বরই তাহার তত্ত্ব আসিবে" অর্থাৎ শীঘ্র তজ্জন্য তাহাদিগকে পরিতাপিত হইতে হইবে। (ত, হো,)

§ ফেরওন ও তাহার অনুবর্তী কিব্‌তি জাতি অত্যাচারী দল, যেহেতু তাহারা আপন জীবনের প্রতি ও বনি-এস্রায়িলের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। (ত, হো,)

হইতেছে না" ? ১১। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে, তাহারা আমার প্রতি অসত্যারোপ করিবে। ১২। এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হইতেছে ও আমার রসনা সঞ্চালিত হইতেছে না, অতএব হারুনের প্রতি (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ কর। ১৩। এবং তাহাদের সম্বন্ধে আমাতে কোন অপরাধ আছে, অতএব আমি শঙ্কিত আছি যে, তাহারা আমাকে বধ করিবে"। ১৪। তিনি বলিলেন, "এরূপ হইবে না, অনন্তর তোমরা দুই জন আমার নিদর্শন সকল সহ যাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে শ্রোতা আছি। ১৫। অবশেষে তোমরা ফেরওনের নিকটে যাও, পরে বল যে, নিশ্চয় আমরা বিশ্বপালকের প্রেরিত। ১৬। (সংবাদ) এই যে, আমাদের সঙ্গে তুমি বনি এস্রায়িলকে প্রেরণ কর। ১৭। সে (ফেরওন) বলিল, "আমি কি তোমাকে আপনার মধ্যে শৈশবে প্রতিপালন করি নাই ও আমাদের মধ্যে তুমি আপন জীবনের বহু বৎসর স্থিতি কর নাই ? ১৮। এবং তুমি যাহা করিয়াছ তাহা নিজের কার্য করিয়াছ ও তুমি অধর্মাচারী লোকদিগের অন্তর্গত"*। ১৯। সে (মুসা) বলিল, "আমি তাহা করিয়াছি ও তখন আমি পথভ্রান্তদিগের অন্তর্গত ছিলাম। ২০। পরে যখন তোমাদিগকে ভয় করিলাম তখন তোমাদিগ হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম, অবশেষে আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে প্রেরিতদিগের অন্তর্গত করিয়াছেন। ২১। এবং ইহা কি এক দান হয় যে, তুমি আমাকে তদ্দ্বারা উপকৃত করিয়াছ যে, বনি এস্রায়িলকে দাস করিয়া রাখিয়াছ" ? ২২। এবং ফেরওন জিজ্ঞাসা করিল, "জগতের প্রতিপালক কে" ? ২৩। সে বলিল, "যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকের এবং উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার প্রতিপালক, যদি তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর"। ২৪। যাহারা তাহার পার্শ্বে ছিল সে (ফেরওন) তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা কি শুনিতেছ না" ? ২৫। সে (মুসা) বলিল, "তিনি তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষদিগের প্রতিপালক"। ২৬। সে আপন দলকে বলিল, "তোমাদের নিকটে যে প্রেরিত হইয়াছে তোমাদের এই প্রেরিতপুরুষ সে একান্ত ক্ষিপ্ত"। ২৭। সে (মুসা) বলিল, "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের ও যাহা উভয়ের মধ্যে আছে তাহার প্রতিপালক, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ"। ২৮। সে কহিল, "যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া (অন্য) ঈশ্বর গ্রহণ করিয়া থাক তবে অবশ্য আমি তোমাকে কারাবাসীদিগের অন্তর্গত করিব"। ২৯। সে বলিল, "যদ্যপি আমি তোমার নিকটে কোন উজ্জ্বল বস্তু আনয়ন করি (তথাপি কি তুমি ইহা করিবে" ?)। ৩০। সে বলিল, "যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও তবে তাহা উপস্থিত কর"। ৩১। অনন্তর সে আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিল, অবশেষে অকস্মাৎ উহা স্পষ্ট অজগর হইল। ৩২। এবং সে আপন হস্ত বাহির করিল, অনন্তর হঠাৎ উহা দর্শকদিগের জন্য শুভ্র হইল। ৩৩। (র, ২, আ, ২৪)

সে আপন পার্শ্বস্থ প্রধান পুরুষদিগকে বলিল যে, "নিশ্চয় এ জ্ঞানী ঐন্দ্রজালিক। ৩৪।+সে আপন ইন্দ্রজালযোগে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বাহির করিতে ইচ্ছা করে, অনন্তর তোমরা কি অনুমতি করিতেছ" ? ৩৫। তাহারা বলিল, "তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে অবকাশ দাও, এবং নগর সকলে (লোক) সংগ্রহকারীদিগকে প্রেরণ কর। ৩৬।+তাহারা সমুদায় জ্ঞানী

* মুসা একজন কিব্‌তিকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া ফেরওন এই কথা বলিয়াছিল। (ত, হো,)

ঐন্দ্রজালিককে তোমার নিকটে আনয়ন করিবে"। ৩৭। অনন্তর নির্ধারিত দিনের সময়ের জন্য ঐন্দ্রজালিকগণ একত্রীকৃত হইল। ৩৮।+এবং লোকদিগকে বলা হইল, "তোমরা কি একত্র হইবে? ৩৯।+হয় তো আমরা (মূসাকে দূর করিতে) ঐন্দ্রজালিকদিগের অনুসরণ করিব, (দেখি) যদি তাহারা বিজয়ী হয়"। ৪০। অনন্তর যখন ঐন্দ্রজালিকগণ উপস্থিত হইল, তখন তাহারা ফেরওনকে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য কি পুরস্কার হইবে"? ৪১। সে বলিল, "হাঁ, এবং তখন নিশ্চয় তোমরা সন্নিহিত লোকদিগের অন্তবর্তী হইবে"। ৪২। মূসা তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা যাহার নিক্ষেপকারী নিক্ষেপ কর"। ৪৩। অনন্তর তাহারা আপনাদের রজ্জু ও আপনাদের যষ্টি সকল নিক্ষেপ করিল, এবং বলিল, 'ফেরওনের গৌরবের শপথ, নিশ্চয় আমরা বিজয়ী হইব"। ৪৪। অবশেষে মূসা নিজের যষ্টি নিক্ষেপ করিল, পরে হঠাৎ উহা তাহারা যদ্দ্বারা প্রবঞ্চনা করিতেছিল তাহা গ্রাস করিতে লাগিল। ৪৫। অনন্তর ঐন্দ্রজালিকগণ প্রণত হইয়া পড়িয়া গেল। ৪৬।+ তাহারা বলিল, "বিশ্বপালকের প্রতি, মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম"। ৪৭+৪৮। সে (ফেরওন) বলিল, "তোমাদিগকে আজ্ঞা করিবার পূর্বে তোমরা কি তাহার (মূসার) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে? নিশ্চয় এ তোমাদিগের দলপতি যে তোমাদিগকে ইন্দ্রজাল শিক্ষা দিয়াছে, অনন্তর তোমরা অবশ্য জানিতে পাইবে। অবশ্য আমি তোমাদের হস্ত ও তোমাদের পদ (পরস্পর) বিপরীত ভাবে ছেদন করিব* এবং অবশ্য একযোগে তোমাদিগকে শূলে চড়াইব"। ৪৯। তাহারা বলিল, "ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ৫০। নিশ্চয় আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ আমাদিগের নিমিত্ত ক্ষমা করিবেন, যেহেতু আমরা প্রথম বিশ্বাসী হইলাম"। ৫১। (র, ৩, আ, ১৮)

এবং আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার দাসবৃন্দ রজনীতে প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমরা অনুসৃত হইবেক†। ৫২। অনন্তর ফেরওন নগর সকলে (লোক) সংগ্রহকারীদিগকে প্রেরণ করিল। ৫৩। (বলিল,) "নিশ্চয় তাহারা এক ক্ষুদ্র দল‡। ৫৪।+এবং একান্তই ইহারা আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়া

---

* অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকদিগের এক এক জনের দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ, বা বাম হস্ত দক্ষিণ পদ ছেদন করিয়া সকলকে শূলে চড়াইতে ফেরওন আদেশ করিল। তাহাতে মূসা তাহাদের জন্য আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন পরমেশ্বর আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাদের জন্য যে স্বর্গলোকে উচ্চ স্থান আছে তাহা প্রদর্শন পূর্বক মূসাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। (ত, হো,)

† মূসা এই প্রকারে কয়েক বৎসর ফেরওনের নিকটে থাকিয়া প্রচার ও অলৌকিক ক্রিয়া সকল প্রদর্শন করিতে থাকেন। তাহাতে প্রত্যহ ফেরওনের ও তাহার অনুগামিগণের ক্রোধবিদ্বেষ ও অত্যাচার বৃদ্ধি হইতে থাকে। তজ্জন্য তাহাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হয় ঈশ্বর মূসাকে আদেশ করেন যে, তুমি আপন দল সহ মেসর হইতে প্রস্থান কর। (ত, হো,)

‡ বনি-এস্রায়িল বিংশতি বৎসর হইতে ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত ছয় লক্ষ সত্তর সহস্র লোক ছিল। তদ্ভিন্ন গর্ভী বালক ও নব যুবক সহস্র সহস্র ছিল। ফেরওন

তুলিয়াছে। ৫৫। + এবং নিশ্চয় আমরা অস্ত্রধারী দল"। ৫৬। অনন্তর আমি তাহাদিগকে (ফেরওনীয় সম্প্রদায়কে) উদ্যান ও প্রস্রবণ সকল হইতে এবং ধনাগার ও উত্তমাগার হইতে বাহির করিয়াছি। ৫৭+৫৮। এই (করিয়াছি) এবং বনি-এসরায়িলকে তাহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি*। ৫৯। অনন্তর তাহারা সূর্যোদয়ের সময়ে তাহাদের পশ্চাদগামী হইয়াছিল। ৬০। পরে যখন দুই দল (পরস্পরকে) দৃষ্টি করিল, তখন মূসার সহচরগণ বলিল যে, "নিশ্চয় আমরা (তাহাদিগ কর্তৃক) প্রাপ্ত হইলাম"। ৬১। সে বলিল, "এরূপ নহে, একান্তই আমার সঙ্গে প্রতিপালক আছেন, শীঘ্র তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন"। ৬২। অনন্তর আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম যে, তুমি সাগরকে আপন যষ্টি দ্বারা আঘাত কর;" পরে তাহা বিদীর্ণ হইল; পরিশেষে (তাহার) প্রত্যেক অংশ পর্বত সদৃশ হইল। ৬৩। এবং আমি সেই স্থানে অপর সকলকে ফেরওনের দলকে সন্নিহিত করিয়াছিলাম। ৬৪। মূসাকে ও তাহার সঙ্গী লোকদিগকে এক যোগে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৬৫। তৎপর অপর দলকে জলমগ্ন করিলাম। ৬৬। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। †। ৬৭। এবং নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) পরাক্রমশালী দয়ালু। ৬৮। (র, ৪, আ, ১৭,)

এবং তুমি (হে মোহাম্মদ.) তাহাদের নিকটে এব্রাহিমের বৃত্তান্ত পাঠ কর। ৬৯। যখন সে স্বীয় পিতাকে ও স্বীয় সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কাহাকে পূজা করিয়া থাক"? ৭০। তাহারা বলিল. "আমরা প্রতিমূর্তি সকলকে অর্চনা করি, পরন্তু তাহাদের সহবাসে স্থিতি করিয়া থাকি"। ৭১। সে জিজ্ঞাসা করিল, "যখন তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান কর তাহারা কি তোমাদের কথা শুনিতে পায়? ৭২। + অথবা তাহারা তোমাদিগে উপকার করে, কিংবা অপকার করিয়া থাকে"? ৭৩। তাহারা বলিল, "বরং আমরা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে এরূপ করিতে প্রাপ্ত হইয়াছি"। ৭৪। সে জিজ্ঞাসা করিল, "অনন্তর তোমরা যাহাদিগকে অর্চনা করিয়া থাক ও তোমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ (অর্চনা করিয়াছে,) তোমরা কি তাহাদিগকে দেখিতেছ (জানিতেছ)? ৭৫+৭৬। অনন্তর বিশ্বপালক ব্যতীত নিশ্চয় তাহারা আমার শত্রু। ৭৭। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন পরে তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ৭৮। এবং তিনি যিনি আমাকে ভোজন পান করাইয়া থাকেন‡। ৭৯। এবং যখন আমি পীড়িত

তাহাদিগকে স্বীয় সৈন্যদলের তুলনায় অত্যল্প সংখ্যক মনে করিয়া চব্বিশ লক্ষ সৈন্যসহ মূসার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিল। (ত, হো,)

* কেহ কেহ বলেন যে, ফেরওন ও তাহার অনুগামিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে বনি-এসরায়িল মেসরে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের সমুদায় ধন-সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বিবরণ এই যে. দাউদ ও সোলয়মান মেশর দেশ জয় করিয়া কিবৃতিদিগের সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন। (ত, হো)

† কথিত আছে, ফেরওনের পরিবারের জব্জাবিন নামক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই তখন মূসার ধর্ম গ্রহণ করে নাই, সে মূসার সঙ্গে মেসর হইতে চলিয়া গিয়াছিল। (ত, হো,)

‡ অন্নপান দ্বিবিধ, বাহ্যিক ও অধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক অন্ন ঈশ্বরাৰ্চনা, তদ্দ্বারা আত্মা জীবিত থাকে, আধ্যাত্মিক পানীয় ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশ, তদ্দ্বারা

তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। ৮০। এবং তিনি আমার প্রাণ হরণ করেন, তৎপর আমাকে জীবিত করিয়া থাকেন*। ৮১। এবং আমি আশা করি যে, কেয়ামতের দিনে আমার পাপ সকল তিনি আমার জন্য ক্ষমা করিবেন। ৮২। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে জ্ঞান দান কর ও সাধু পুরুষগণের সঙ্গে আমাকে মিলিত কর। ৮৩। এবং পশ্চাদ্বর্তীদিগের মধ্যে আমার জন্য সত্য-রসনা দান কর†। ৮৪। এবং আমাকে সম্পদের স্বর্গের উত্তরাধিকারী কর। ৮৫। এবং আমার পিতাকে তুমি ক্ষমা কর, নিশ্চয় তিনি পথভ্রান্তদিগের (অন্তর্গত)। ৮৬। যে দিবস (লোক সকল) সমুত্থাপিত হইবে সেই দিবস আমাকে ক্ষুণ্ন করিও না। ৮৭। যে ব্যক্তি প্রশান্ত হৃদয় ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করে‡ তাহা ব্যতীত যে দিবস সম্পত্তি ও সন্তানগণ তাহার উপরকার করে না। ৮৮। + ৮৯ এবং (যে দিবস) ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য স্বর্গ সন্নিহিত করা যাইবে। ৯০। + এবং বিপথগামী লোকদিগের জন্য নরক প্রকাশিত হইবে, সে দিবস (আমাকে লজ্জিত করিও না)"। ৯১। তাহাদিগকে বলা হইবে, "তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে অর্চনা করিতে ছিলে সে কোথায়"? তাহারা কি তোমাদিগকে সাহায্য দান করে

আত্মা সতেজ হয়। এই স্থানে তপস্বী জোলনুন বলিয়াছেন যে, এই অন্ন ভোজন তত্ত্বান্ন ভোজন, এই জল পান, প্রেমজল পান। (ত, হো,)

* অর্থাৎ পরমেশ্বর ন্যায় বিচারে মারেন, কৃপাতে প্রাণে বাঁচান। অথবা পাপে মৃত্যু, ঈশ্বরভজনায় জীবন। কিংবা অজ্ঞানতায় মৃত্যু, জ্ঞানে জীবন। অথবা লোভে মৃত্যু, অলোভে জীবন। কিংবা অবৈরাগ্যে মৃত্যু, বৈরাগ্যে জীবন, বা বিচ্ছেদে মৃত্যু, সম্মিলনে জীবন। কোন সাধু পুরুষ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর আমিত্ববিনাশে আমাকে আপনাতে জীবিত করিয়া থাকেন, মানবীয় গুণে বিনাশ ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতিতে জীবন দান করেন, আধ্যাত্মিক উন্নতির গৌরবে বিনাশ ও ঐশ্বরিক স্বরূপে জীবিত করেন। কোন কোন তত্ত্বদর্শীর মতে ভয় ও আশাতে বা ভজন হীনতা ও সাধন-ভজনেতে, ঈশ্বরের অদর্শনে ও তাঁহার আবির্ভাবে মৃত্যু ও জীবন স্থিতি করে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে সকল লোক আমার পরে আসিবে, সেই ভবিষ্যদ্বংশীয় লোকদিগের রসনায় তুমি আমার নিমিত্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তি দান কর। তাঁহার এই প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছিল। সমুদয় সূর্যোপাসক ও ইহুদী ও ঈসায়ী এবং মোসলমান-মণ্ডলী মহাত্মা এব্রাহিমের গুণানুকীর্তন করিতেন। কেহ কেহ বলেন যে, সত্য রসনার অর্থ সত্যপ্রিয় পুরুষ। এই আয়াতের মর্ম এই যে, আমার ধর্মের মূল গৌরবান্বিত করিবার জন্য তুমি ভবিষ্যদ্বমণ্ডলীর মধ্যে একজন সত্যবাদী পুরুষ প্রকাশ কর। হজরত মোহম্মদই সেই সত্যবাদী পুরুষস্থলে লক্ষিত হইয়াছেন। (ত, হো,)

‡ "লা এলাহ এল্লেল্লা মোহম্মদ রসুলাল্লা" এই বাক্যের সত্যতাতে যে একান্ত আস্থা তাহাই অন্তরের শান্তি। অন্য মত এই যে, যে হৃদয় সংসার-প্রেমশূন্য, উহাই প্রশান্ত হৃদয়। অনেক সাধুলোকরা বলিয়াছেন, যে-মন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু জানে না, তাহাই প্রশান্ত মন। অন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে হৃদয়ে সাংসারিক গোলযোগ স্থান পায় না, পারলৌকিক সুখেরও আশা নাই তাহাই শান্ত হৃদয়। অন্য অনেকে এ বিষয়ে এরূপ অনেক প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। (ত, হো,)

বা স্বয়ং প্রতিশোধ তুলিতেছে ? ৯২+৯৩। অনন্তর তথায় তাহারা ও বিপথগামীগণ এবং শয়তানের সেনাদল এক যোগে অধোমুখে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৯৪+৯৫। (কাফেরগণ) বলিবে, এবং তাহারা (প্রতিমা সকল) তথায় পরস্পর বিতণ্ডা করিতে থাকিবে। ৯৬।।- "ঈশ্বরের শপথ, যখন তোমাদিগকে বিশ্বপতির সঙ্গে তুল্য করিয়াছিলাম, তখন নিশ্চয় আমরা স্পষ্ট বিপথে ছিলাম। ৯৭+৯৮। এই পাপিগণ ভিন্ন আমাদিগকে (কেহ) বিপথগামী করে নাই। ৯৯। অনন্তর আমাদের জন্য পাপক্ষমার কোন অনুরোধকারী বন্ধু নাই। ১০০।+এবং সহানুভূতিকারী বন্ধু নাই। ১০১। অনন্তর যদি আমাদের জন্য একবার পুনর্গমন হয় তবে আমরা বিশ্বাসীদলের অন্তর্গত হইব"। ১০২। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১০৩। এবং নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) পরাক্রমশালী দয়ালু। ১০৪। (র, ৫, আ, ৩৬)

নূহীয় সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১০৫। (স্মরণ কর,(যখন তাহাদের ভ্রাতা নূহা তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা কি ভয় পাইতেছ না ? ১০৬। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১০৭। অনন্তর তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অনুগত হও। ১০৮। আমি এ বিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপালকের নিকটে ভিন্ন আমার পারিশ্রমিক নাই। ১০৯। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও"। ১১০। তাহারা বলিল, "আমারা কি তোমাকে বিশ্বাস করিব ? বস্তুতঃ নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে"*। ১১১। সে কহিল, "আমি তাহা কি জানি তাহারা কি করিতেছিল ? ১১২। যদি তোমারা বুঝিতেছ তবে আমার প্রতিপালকের নিকটে ভিন্ন তাহাদের গণনা নাই। ১১৩। এবং আমি বিশ্বাসীদিগের দূরকারী নহি। ১১৪। আমি স্পষ্ট ভয়-প্রদর্শক বৈ নহি"। ১১৫। তাহারা বলিল, "হে নূহা, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্য চূর্ণীকৃত হইবে"। ১১৬। সে কহিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় আমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে। ১১৭। অতএব তুমি আমার ও তাহাদের মধ্যে মীমাংসায় মীমাংসিত কর, এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসীদিগের যাহারা আছে তাহাদিগকে উদ্ধার কর"। ১১৮। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গী লোকদিগকে নৌকায় পূর্ণ করিয়া উদ্ধার করিলাম। ১১৯। তৎপর আমি পরিশেষে অবশিষ্ট লোকদিগকে জলমগ্ন করিলাম। ১২০। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১২১। নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) পরাক্রমশালী দয়ালু। ১২২। (র, ৬, আ, ১৮)

আদ সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১২৩। (স্মরণ কর,) যখন তাহাদের ভ্রাতা হূদ তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছ না ? ১২৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১২৫। অনন্তর তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অনুগত হও। ১২৬। আমি এ-বিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না,

---

* অর্থাৎ যাহারা বাহ্যে তোমার অনুগত হইয়া বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দেয় ও বিশ্বাসীদিগের অনুরূপ কার্য করে, কিন্তু অন্তরে তোমার বিরোধী এমন নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। (ত, হো)

বিশ্বপালকের নিকটে বৈ আমার পারিশ্রমিক নাই। ১২৭। তোমরা কি সকল উচ্চ স্থানে আমোদ করতঃ এক এক নিদর্শন নির্মাণ করিতেছ* ? ১২৮।+এবং তোমরা কারুকার্যযুক্ত আলয় সকল প্রস্তুত করিয়া লইতেছ, যেন সর্বদা থাকিবে। ১২৯। এবং যখন তোমরা আক্রমণ কর তখন দুর্দান্ত হইয়া আক্রমণ করিয়া থাক। ১৩০। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অনুগত হও। ১৩১। এবং তোমরা যাহা জানিতেছ যিনি তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, পশু ও সন্তানবর্গ দ্বারা এবং উদ্যান ও জলপ্রণালী দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে ভয় কর। ১৩২+১৩৩+১৩৪। আমি মহাদিনের শাস্তিকে তোমাদের সম্বন্ধে ভয় করিতেছি"। ১৩৫। তাহারা বলিল, "তুমি উপদেশ দান কর বা উপদেষ্টাদিগের অন্তর্গত না হও, (ইহা) আমাদের সম্বন্ধে তুল্য। ১৩৬। ইহা পূর্বতন লোকদিগের স্বভাব ভিন্ন নহে। ১৩৭।+এবং আমরা শাস্তিগ্রস্ত লোক নহি"। ১৩৮। অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, পরিশেষে আমি তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলাম, নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১৩৯ এবং নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) পরাক্রমশালী দয়ালু। ১৪০। (র, ৭, আ, ১৮)

সমুদ জাতি প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৪১। (স্মরণ কর,) যখন তাহাদের ভ্রাতা সালেহ্ তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছ না ? ১৪২। নিশ্চয় আমি তোমাদিগের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১৪৩। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং আমার অনুগত হও। ১৪৪। আমি এ-বিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপালক পরমেশ্বরের নিকটে ভিন্ন আমার পারিশ্রমিক নাই। ১৪৫। এ স্থানে তোমরা যে ভাবে আছ উদ্যানে ও প্রস্রবণ সকলে এবং শস্যক্ষেত্রে ও যাহার পুষ্প কোমল হয় সেই খোর্মা তরুতে কি তোমরা নিরাপদে পরিত্যক্ত হইবে ? ১৪৬+ +১৪৭+১৪৮। তোমরা নিপুণ হইয়া পর্বত সকল হইতে আলয় সকল কাটিয়া লইতেছ। ১৪৯। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অনুগত থাক। ১৫০। এবং যাহারা ধরাতলে উৎপাত করে ও সৎকর্ম করে না এমন সীমালঙ্ঘনকারীদিগের আদেশ মান্য করিও না"। ১৫১+১৫২। তাহারা বলিল, "তুমি ইন্দ্রজালগ্রস্ত (লোকদিগের) অন্তর্গত ভিন্ন নও। ১৫৩। তুমি আমাদের ন্যায় এক জন মনুষ্য বৈ নও, অনন্তর যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর"। ১৫৪। সে বলিল, "এই উষ্ট্রী, নির্দিষ্ট দিবসে ইহার জন্য পানীয় হইবে ও তোমাদের জন্য পানীয় হইবে+। ১৫৫। এবং তোমরা ক্লেশ দান করিতে

---

* আদ সম্প্রদায় পথের পার্শ্বে কপোতগৃহ নির্মাণপূর্বক তাহাতে অবস্থিতি করিয়া পথিকদিগের সঙ্গে কপোতযোগে ক্রীড়া-আমোদ করিত। (ত, হো,)

+ সমুদ জাতি সালেহ্‌কে আপনাদের সদৃশ দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল, "তুমি আমাদেরই প্রায় একজন, তোমার প্রেরিতত্বের অদ্ভুত ক্রিয়া কি আছে" ? সালেহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিসের প্রার্থী" ? তাহাতে তাহারা বলিল যে, "এই সম্মুখস্থ প্রস্তরখণ্ড হইতে একটি উষ্ট্রী বাহির কর"। তখনই এক উষ্ট্রী বাহির হইল। এবং সালেহ্ বলিল, "এই তোমাদের প্রার্থিত উষ্ট্রী, জলাশয়ের জল এক দিবস ইহার পান করা ও এক দিবস তোমাদের পান করা

তাহাকে স্পর্শ করিও না, তবে মহাদিবসে তোমাদিগকে শাস্তি আশ্রয় করিবে"। ১৫৬। অনন্তর তাহারা তাহার পদচ্ছেদন করিল, পরে মনঃক্ষুণ্ণ হইল। ১৫৭। +অনন্তর তাহাদিগকে শাস্তি আশ্রয় করিল, নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে ও তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে। ১৫৮। এবং নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) পরাক্রমশালী দয়ালু। ১৫৯। (র, ৮, আ, ১৯)

লূতীয় সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৬০। (স্মরণ কর,) যখন তাহাদের ভ্রাতা লূত তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছ না? ১৬১। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১৬২। অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। ১৬৩। আমি এ বিষয়ে তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, বিশ্বপতির নিকটে ব্যতীত আমার পারিশ্রমিক নাই। ১৬৪। পৃথিবীস্থ পুরুষদিগের নিকটে কি তোমরা (ব্যভিচার উদ্দেশ্যে) উপস্থিত হও? ১৬৫। +তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের ভার্যাগণকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে কি তোমরা পরিত্যাগ কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি"। ১৬৬। তাহারা বলিল, "হে লূত, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে একান্তই তুমি বহিষ্কৃত লোকদিগের অন্তর্গত হইবে"। ১৬৭। সে বলিল, "নিশ্চয় আমি তোমাদিগের ক্রিয়ার বিপক্ষদিগের অন্তর্গত। ১৬৮। হে আমার প্রতিপালক তাহারা যাহা করিতেছে তাহা হইতে তুমি আমাকে ও আমার পরিজনকে রক্ষা কর"। ১৬৯। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনকে অবশিষ্ট স্থিত এক বৃদ্ধা নারীকে ব্যতীত এক যোগে উদ্ধার করিয়াছিলাম*। ১৭০। ১৭১। তৎপর অন্য লোকদিগকে বিনাশ করিয়াছিলাম। ১৭২। এবং তাহাদের উপর আমি বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, অনন্তর ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সেই বৃষ্টি অকল্যাণ ছিল। ১৭৩। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে ও তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১৭৪। নিশ্চয় তোমার সেই প্রতিপালক, (হে মোহম্মদ,) পরাক্রমশালী দয়ালু। ১৭৫। (র, ৯, আ, ১৬)

এয়কা নিবাসিগণ প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১৭৬। (স্মরণ কর,) যখন শোঅব তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা কি শঙ্কিত হইতেছ না? ১৭৭ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১৭৮।+ অনন্তর ঈশ্বরকে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। ১৭৯। । এ বিষয়ে আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক চাহি না, বিশ্বপালকের নিকটে ব্যতীত আমার পারিশ্রমিক নাই। ১৮০। তোমরা পূর্ণ পরিমাণপাত্র রাখিও, এবং ক্ষতিকারকদিগের অন্তবর্তী হইও না। ১৮১। সরল তুলযন্ত্র দ্বারা তুল করিও। ১৮২। এবং লোকদিগকে তাহাদের দ্রব্য কম দিও না ও পৃথিবীতে উৎপাতজনক হইয়া (নির্ভয়ে) ঘুরিয়া বেড়াইও না। ১৮৩। এবং যিনি তোমাদিগকে ও পূর্বতন জাতিকে সৃজন করিয়াছেন তাহাকে ভয় করিও"। ১৮৪। তাহারা বলিল, "তুমি ইন্দ্রজালগ্রস্ত লোকদিগের অন্তর্গত ভিন্ন নও। ১৮৫।+ এবং তুমি আমাদের ন্যায় মনুষ্য বৈ নও,

নির্দিষ্ট হইল। ইহার জল পান করার দিন তোমরা প্রতিবন্ধক হইবে না। (ত, হো,)

* সেই স্ত্রী লূতের সঙ্গে চলিয়া যায় নাই। সে বলিয়াছিল, সকলের ভাগ্যে যাহা ঘটে আমারও তাহাই ঘটিবে। (ত, হো,)

এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত ভিন্ন মনে করি না। ১৮৬। যদি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও, তবে তুমি আমাদের নিকটে আকাশের এক খণ্ড নিক্ষেপ কর"। ১৮৭। সে বলিল, "তোমরা যাহা করিতেছ আমার প্রতিপালক তাহা উত্তম জ্ঞাত"। ১৮৮। অনন্তর তাহার প্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিল, পরিশেষে তাহাদিগকে চন্দ্রাতপসমন্বিত দিবসের শাস্তির আশ্রয় করিল, নিশ্চয় উহা মহাদিনের শাস্তি (স্বরূপ) ছিল*। ১৮৯। নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন ছিল, এবং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। ১৯০। এবং একান্তই তোমার সেই প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) পরাক্রমশালী দয়ালু†। ১৯১। (র, ১০, আ, ১০)

এবং নিশ্চয় এই (কোরআন) বিশ্বপালক কর্তৃক অবতারিত। ১৯২। জেব্রিল তৎসহ তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছে যেন তুমি স্পষ্ট আরব্য ভাষায় ভয় প্রদর্শক-দিগের অন্তর্গত হও। ১৯৩+১৯৪+১৯৫। এবং নিশ্চয় ইহা (এই কোরআন) পূর্বতন পুস্তিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯৬। তাহাদের জন্য কি এমন কোন নিদর্শন নাই যে, বনি এস্রায়িলের পণ্ডিতগণ তাহা জ্ঞাত আছে‡। ১৯৭। এবং যদিচ আমি আজমীদিগের কাহারও প্রতি তাহা অবতারণ করিতাম। ১৯৮। পরে

* যখন শোঅবের মণ্ডলী অত্যন্ত অহঙ্কার করিয়া ধর্ম অস্বীকার করিল, তখন পরমেশ্বর ক্রমাগত সাত দিবস তাহাদের প্রতি উষ্ণভাব সঞ্চার করেন। উষ্ণতা এরূপ বৃদ্ধি হইল যে, তাহাতে কূপ ও নির্ঝরের জল ফুটিতে লাগিল। সেই দুরাত্মাদিগের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। সকলে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাপ আরও বৃদ্ধি হইল, পরে তাহারা ঘর ছাড়িয়া অরণ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। তথায় প্রত্যেক বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া পড়িয়া রহিল, উত্তাপে যেন তাহারা দগ্ধ হইতেছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক কৃষ্ণ মেঘ তাহাদের উপর প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন তরুচ্ছায়াশ্রিত ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইয়া আপন আপন বন্ধুবর্গকে ডাকিতে লাগিল যে, চলিয়া আইস, জলদচন্দ্রাতপের নিম্নে সকলে বিশ্রাম সুখ ভোগ করি। ক্রমে ক্রমে সকলে মেঘপটলের নিম্নে একত্রিত হইল। তখন সেই মেঘ হইতে অগ্নি বহির্গত হইয়া সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এস্থলে মেঘ চন্দ্রাতপের আকারে কাফেরদিগের মস্তকের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। (ত হো,)

† পরমেশ্বর সপ্ত সংবাদবাহকের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে হজরতের মনের সান্ত্বনার জন্য এই সুরাতে বিবৃত করিলেন এবং এতদ্দ্বারা মিথ্যাবাদী কোরেশদিগকে ভয় দেখাইলেন যে, যে মণ্ডলী প্রেরিত পুরুষদিগকে অপবাদগ্রস্ত করিয়াছে, তাহারাই শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তোমাদিগকেও সেই আচরণের জন্য শাস্তি পাইতে হইবে। (ত, হো,)

‡ কথিত আছে যে, আরবের পৌত্তলিকগণ কোন কঠিন ব্যাপার উপস্থিত হইলে এস্রায়িল বংশীয় পণ্ডিতদিগের নিকটে আগমন করিত ও তাহারা যাহা বলিত, তাহা গ্রাহ্য করিত, এবং সেই কথাকে প্রমাণ বলিয়া জানিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, কোরআনের সত্যতা সম্বন্ধে কি বনি-এস্রায়িল পণ্ডিতগণ প্রাচীন গ্রন্থের বা জ্ঞানী লোকদিগের সাক্ষ্যতার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারে না যাহা কাফেরদিগের বিশ্বাসের কারণ হয়? (ত, হো,)

সে তাহাদিগের নিকটে পাঠ করিত তথাপি তাহারা তৎপ্রতি বিশ্বাসী হইত না*। ১৯৯।+এইরূপে আমি পাপীদিগের অন্তরে বৈমুখ্য আনয়ন করিয়া থাকি। ২০০। যে পর্যন্ত তাহারা ক্লেশকরী শাস্তি দর্শন (না) করে সে পর্যন্ত তৎপ্রতি বিরাম স্থাপন করে না। ২০১। অনন্তর তাহাদের প্রতি অকস্মাৎ শাস্তি উপস্থিত হয়, এবং তাহারা জানিতে পারে না। ২০২। পরে তাহারা "বলে আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া যাইবে? ২০৩। অনন্তর আমাদিগের জন্য শাস্তি কি শীঘ্র আনয়ন করিতে চাহে"? ২০৪। অবশেষে তুমি কি দেখিয়াছ যদি বহু বৎসর আমি তাহাদিগকে ফলভোগী করি। ২০৫। তৎপর (শাস্তি বিষয়ে) যাহা অঙ্গীকার করা যাইতেছিল তাহা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয়। ২০৬।+তাহারা যে ফল ভোগ করিতেছিল উহা তাহাদিগ হইতে (শাস্তি) নিবারণ করে না। ২০৭। আমি (এমন) কোন গ্রামকে বিনাশ করি নাই যে, শিক্ষা দিবার জন্য যাহার নিমিত্ত ভয় প্রদর্শনকারী হয় নাই, আমি অত্যাচারী ছিলাম না†। ২০৮।+২০৯। এবং শয়তান সকল তাহাকে (কোরআনকে) অবতারণ করে নাই। ২১০। তাহাদের জন্য (উহা) উপযুক্ত নয়, এবং তাহারা সক্ষম নহে। ২১১। নিশ্চয় তাহারা(তৎ) শ্রবণে বিরত। ২১২। অনন্তর তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করিও না, তবে শাস্তিপ্রাপ্তদিগের অন্তর্গত হইবে। ২১৩। এবং আপন নিকটস্থ জ্ঞাতিকে ভয় দেখাও‡। ২১৪। এবং বিশ্বাসীদিগের যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহার জন্য তুমি আপন বাহু নত কর। ২১৫। অনন্তর যদি তাহারা তোমার সম্বন্ধে অবাধ্যতাচরণ করে তবে তুমি বলিও যে, তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয়
সম্বন্ধে অবাধ্যতাচরণ করে তবে তুমি বলিও যে, তোমরা যাহা করিতেছ নিশ্চয়
আমি তদ্বিষয়ে বীতরাগ"। ২১৬। এবং তুমি সেই পরাক্রমশালী দয়ালু (ঈশ্বরের) উপর নির্ভর কর। ২১৭। যিনি তোমাকে (নমাজে) উত্থান করিবার সময়ে দর্শন করেন। ২১৮।+এবং প্রণামকারীর অবস্থায় তোমার ক্রিয়া (দর্শন করেন) $। ২১৯। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ২২০। যে ব্যক্তির উপর

* অর্থাৎ যদি আমি কোরআনকে আজমী ভাষায় আজমী লোকদিগের নিকটে অবতারণ করিতাম, তবে আরবের তাহা বিশ্বাস করিত না, তাহারা বলিত, আমরা ইহার অর্থ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে কোন গ্রামের লোককে সংহার করা গিয়াছে, প্রথমতঃ তথায় উপদেশ দানের জন্য প্রেরিত পুরুষকে প্রেরণ করা হইয়াছে। উপদেশ গ্রাহ্য করিয়া সৎপথ অবলম্বন না করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া গিয়াছে। (ত, হো,)

‡ এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে হজরত সফা গিরির উপর আরোহণ করিয়া কোরেশদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। সকলে সমবেত হইলে হজরত বলিলেন, "তোমরা আমার কথা কি বিশ্বাস করিবে? আমি তোমাদিগের ভবিষ্যৎ গুরুতর শাস্তির প্রদর্শক। এই কথা শুনিয়া সমস্ত লোক তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইতস্ততঃ চলিয়া চলিয়া গেল। এবং আবু লহব তাঁহার উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হইল। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ নমাজে মণ্ডলীর নেতৃত্ব করিবার সময় তুমি কি ভাবে দণ্ডায়মান হও ও উপবেশন এবং প্রণামাদি কর, ঈশ্বর তাহা দেখিতেছেন। (ত, হো,)

শয়তান অবতীর্ণ হয়, আমি কি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ দান করিব ? ২২১। সমুদায় মিথ্যাবাদী পাপীর উপর সে অবতরণ করে। ২২২।+(শয়তানের উক্তিতে) তাহারা কর্ণ স্থাপন করে, এবং তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী এবং কবি, বিপথগামী লোকেরা তাহাদের অনুসরণ করে। ২২৩+২২৪। তুমি কি দেখ নাই যে, নিশ্চয় তাহারা প্রত্যেক প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। ২২৫।+এবং যাহা করে না, তাহারা তাহা বলে। ২২৬।+নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে, এবং ঈশ্বরকে অত্যন্ত স্মরণ করিয়াছে, এবং অত্যাচার গ্রস্ত হওয়ার পর প্রতিশোধ লইয়াছে তাহারা ব্যতীত, (তদ্রূপ বলে,) এবং শীঘ্রই অত্যাচারী লোকেরা জানিতে পাইবে যে, কোন স্থানে ফিরিয়া যাইবে। ২২৭। (র, ১১, আ, ৩৫)

সূরা নম্‌ল*

সপ্তবিংশ অধ্যায়

৯৩ আয়াত, ৭ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তাসা† এই আয়াত সকল কোরআনের ও উজ্জ্বল গ্রন্থের। ১। বিশ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ ও সুসংবাদ হয়। ২। যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে, বস্তুতঃ তাহারা পরলোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ৩। নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহাদের জন্য আমি তাহাদের ক্রিয়া সকলকে সজ্জিত রাখিয়াছি, অনন্তর তাহারা ঘূর্ণায়মান হইয়া থাকে‡। ৪। ইহারাই তাহারা যে ইহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, এবং ইহারাই তাহারা যে পরলোকে ক্ষতিকারক। ৫। এবং নিশ্চয় কৌশলময় (ঈশ্বরের) নিকট হইতে তোমাকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। ৬। (স্মরণ কর,) যখন মুসা আপন পরিজনকে বলিল যে, "নিশ্চয় আমি অনল দেখিতেছি, শীঘ্র তাহা হইতে তোমাদের নিকটে কোন (পথিকের) সংবাদ আনয়ন করিব, অথবা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ড তোমাদের নিকটে লইয়া আসিব, সম্ভবতঃ তোমরা উত্তাপ লাভ করিবে"। ৭। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল তখন ধ্বনি হইল যে, "যে ব্যক্তি অগ্নিতে ও যে ব্যক্তি তাহার পার্শ্বে

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† তাসা ব্যবচ্ছেদক শব্দ। বাক্যের আরম্ভ ও বাক্যের শেষ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, শোঅরা সূরার উপসংহার, নম্‌লসূরার উপক্রম। অথবা 'ত' বর্ণের অর্থ ঈশ্বরের পবিত্রতা, 'স' বর্ণের অর্থ তাঁহার জ্যোতি। এতদ্ভিন্ন ইহার অন্যবিধ অর্থও হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আমি তাহাদের দুষ্ক্রিয়া সকলের প্রতি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছি। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় দুষ্ক্রিয়া সকল তাহাদের নিকটে ভাল বোধ হয়, তাহাতেই তাহারা তৎপ্রতি অনুরক্ত হইতেছে। (ত, হো,)

আছে তাহারা ধন্য, এবং (বল,) বিশ্বপালক পরমেশ্বর পবিত্র* । ৮ । হে মুসা, ইহা নিশ্চয় যে, আমি পরমেশ্বর পরাক্রমশালী কৌশলময় । ৯ । এবং তুমি আপন যষ্টি নিক্ষেপ কর, "অনন্তর যখন তাহাকে দেখিল যে, নড়িতেছে যেন উহা সর্প, সে পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইল ও ফিরিল না, (আমি বলিলাম,) "হে মুসা, ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি আছি, আমার নিকট অত্যাচারী লোক ভিন্ন প্রেরিত পুরুষগণ ভয় পায় না, তৎপর (অত্যাচারী) অকল্যাণের সঙ্গে কল্যাণ বিনিময় করে,† অনন্তর নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল দয়ালু । ১০+১১ । এবং তুমি স্বীয় হস্তকে স্বীয় গ্রীবাদেশে লইয়া যাও, তাহাতে উহা কলঙ্কশূন্য শুভ্র হইয়া বাহির হইবে, ফেরওন ও তাহার দলের নিকটে নব অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে (এই দুই অলৌকিক ক্রিয়া,) নিশ্চয় তাহারা দুর্বৃত্ত দল হয়" । ১২ । অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল, 'ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল" । ১৩ । এবং তাহাদের অন্তঃকরণ তাহা বিশ্বাস করা সত্ত্বে অত্যাচার ও অহংকারবশতঃ তাহারা তাহা অস্বীকার করিল, অনন্তর দেখ উপদ্রবকারীদিগের পরিণাম কেমন হয় । ১৪ । (র, ১, আ, ১৪)

এবং সত্য-সত্যই আমি দাউদ ও সোলয়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম, এবং তাহারা বলিয়াছিল যে, "সেই ঈশ্বরেরই প্রশংসা, যিনি স্বীয় বিশ্বাসী দাসদিগের অধিকাংশের উপর আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন । ১৫ । এবং দাউদের উত্তরাধিকারী সোলয়মান হইয়াছিল ও সে বলিয়াছিল, "হে লোক সকল, আমি পক্ষীর ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছি ও আমাকে সকল বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্পষ্ট উন্নতি‡ । ১৬ । এবং সোলয়মানের জন্য তাহার সৈন্য দানব ও মানব এবং বিহঙ্গম হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, অনন্তর তাহারা নিবারিত হইত$ । ১৭ । এ পর্যন্ত,

* উক্ত হুতাশনের ভিতরে ও চতুষ্পার্শ্বে স্বর্গীয় দূতগণ ছিলেন, এবং ঈশ্বর অন্তর্জগত হইতে ধ্বনি করিলেন । (ত, ফা,)

† অর্থাৎ পাপ করিয়া পরে তাহারা অনুতাপ করে । (ত, হো,)

‡ রাজ্যাধিপতি মহাপুরুষ দাউদের ঊনবিংশতি পুত্র ছিল । প্রত্যেকেই তাঁহার রাজত্বের প্রার্থী হয় । পরমেশ্বর দাউদকে এক পুস্তিকা প্রদান করিয়া বলেন যে, ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন আছে, তোমার সন্তানবর্গের মধ্যে যে ব্যক্তি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দান করিবে সে-ই তোমার স্থলবর্তী হইবে । দাউদ এক সভা করিয়া সমুদায় সন্তানকে ডাকিয়া তাহাদের নিকট প্রশ্ন সকল উপস্থিত করেন । দাউদের সমস্ত সন্তানই উক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দানে অক্ষম হয়, কিন্তু তাঁহার পুত্র সোলয়মান কেবল প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর দান করেন । তাহাতেই তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন । তাহার একদিন পরেই দাউদ প্রাণ ত্যাগ করেন । মানব ও দানব এবং পশুপক্ষী সোলয়মানের অনুচর ও সৈন্য ছিল । (ত, হো,)

$ সোলয়মান পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গাদির কথা বুঝিতে পারিতেন, ইহাই তাঁহার এক প্রধান অলৌকিকতা ছিল । কথিত আছে, সোলয়মানের এরূপ এক বিচিত্র সিংহাসন ছিল যে, কোন রাজার তদ্রূপ ছিল না। কোথাও যাইতে হইলে দৈত্যগণ সেই সিংহাসন বহন করিত । তাহার সঙ্গে বহুক্রোশ ব্যাপিয়া অগণ্য সৈন্য চলিত, অগ্র-পশ্চাৎ কোটি কোটি সৈন্যের গমনে কোন শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম

যখন তাহারা পিপীলিকার প্রান্তরে উপস্থিত হইল, তখন এক পিপীলিকা বলিল, "হে পিপীলিকাগণ, আপন আলয়ে তোমরা প্রবেশ কর, তাহা হইলে সোলয়মান ও তাহার সৈন্যগণ তোমাদিগকে বিদলিত করিবে না, বস্তুতঃ তাহারা জানিতেছে না"। ১৮। অনন্তর (সোলয়মান) তাহার বাক্যে হাস্য করিল, এবং বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি যে দান করিয়াছ তোমার সেই দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে তুমি আমাকে সাহায্য কর, এবং যাহা তুমি মনোনীত করিবে এমন সৎকর্ম করিতে আমাকে (সাহায্য দান কর,) এবং তুমি স্বীয় করুণায় স্বীয় সাধু দাসদিগের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও"। ১৯। এবং সে পক্ষীদিগকে অনুসন্ধান করিল, অনন্তর বলিল, "আমার কি হইল যে, আমি হোদ্‌হোদ্‌কে দেখিতেছি না, সে কি লুক্কায়িত হইল* ? ২০। অবশ্য আমি তাহাকে কঠিন শাস্তিতে শাস্তি দান করিব, অথবা তাহাকে বলিদান করিব, কিংবা সে আমার নিকটে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিবে"। ২১। অনন্তর সে অল্প বিলম্ব করিল, পরে, সে আসিয়া বলিল, "তুমি যাহা ধরিতে পাও নাই, আমি তাহা ধরিয়াছি, এবং তোমার নিকটে সবা নগর হইতে এক নিশ্চয় সংবাদ আনয়ন করিয়াছি† । ২২। নিশ্চয় আমি এক নারীকে প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে

হইত না। যাত্রাকালে অগ্রগামী সৈন্যশ্রেণীকে নিবারণ করা হইত যে পর্যন্ত না পশ্চাদ্বর্তী সৈন্য আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইত। তজ্জন্যই "অনন্তর তাহারা নিবারিত হইত" এস্থলে এরূপ উক্ত হইয়াছে। সোলয়মানের শিবির বহু শত ক্রোশ ব্যাপিয়া স্থাপিত হইত, এবং তাঁহার জন্য অতি মূল্যবান্ এক বৃহৎ আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা তিন-চারি মাইলের পথ ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইত। সেই আসনের মধ্যে তাঁহার সিংহাসন থাকিত, বায়ু সেই আসন এক মাসের পথ একদিনে বহন করিয়া লইয়া যাইত। এক দিন তিনি শামদেশ হইতে এয়মন রাজ্যের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, পথে পিপীলিকা পূর্ণ এক প্রান্তরে উপস্থিত হন। (ত, হো,)

* হোদ্‌হোদ্ এক জাতীয় পক্ষী, একটি হোদ্‌হোদ্ সোলয়মানের সঙ্গে থাকিত। যাত্রাকালে সে সৈন্যদিগের জন্য জল অন্বেষণ করিত, কোথায় জলাশয় আছে সে তাহা জ্ঞাত হইয়া পূর্বে সংবাদ দান করিত। কথিত আছে যে, এক দিন জলশূন্য প্রান্তরে সোলয়মান উপস্থিত হন। একবিন্দু জল ছিল না যে, তিনি নমাজের পূর্বে অজু করেন। হোদ্‌হোদ্‌কে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আসিয়া সংবাদ বলে। (ত, হো,)

† হোদ্‌হোদ্ সোলয়মানের প্রশ্নানুসারে বলিল, "আমি সবা নামক নগর হইতে এক সংবাদ সহ আসিয়াছি, সেই সংবাদ এই যে, আমি গগনমার্গে সেই দেশের এক হোদহোদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সে আমার নিকটে সে দেশের রাজার মহিমা ও প্রতাপ এবং রাজ্যের শোভা ও সৌন্দর্যের বর্ণন করে, তাহা শুনিয়া আমার দর্শনের ইচ্ছা হয়, তদনুসারে আমি সেই রাজ্যে চলিয়া যাই"। তখন সোলয়মান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তথাকার রাজা কে ও তাহার এবং তাহার প্রজাবর্গের ধর্ম কিরূপ" ? হোদ্‌হোদ্ বলে যে, "বল্‌কিস্ নাম্নী এক নারী সেই রাজ্যের রাজ্ঞী, তাহার মণিমাণিক্য খচিত সুবর্ণময় অত্যাশ্চর্য এক প্রকাণ্ড সিংহাসন আছে। রাজ্ঞী ও তাহার প্রজাবর্গ ঈশ্বরের পূজা না করিয়া সূর্যের পূজা করিয়া থাকে"। (ত, হো,)

রাজত্ব করে, এবং তাহাকে সমুদায় বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে ও তাহার এক মহা সিংহাসন আছে। ২৩। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে আমি তাহাকে ও তাহার দলকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং শয়তান তাহাদের ক্রিয়াকে তাহাদের জন্য শোভিত করিয়াছে, অনন্তর সে তাহাদিগকে পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, পরিশেষে তাহারা (সে দিকে) পথ প্রাপ্ত হইতেছে না যে, সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করে, যিনি স্বর্গের ও মর্তের গুপ্ত বিষয় বাহির করেন, এবং তোমরা যাহা গুপ্ত রাখ ও যাহা প্রকাশ করিয়া থাক তাহা জ্ঞাত হন। ২৪। ২৫+২৬। সেই ঈশ্বর তিনি ভিন্ন উপাস্য নাই, তিনি মহা সিংহাসনের অধিপতি"*। ২৭। সে (সোলয়মান) বলিল, "আমি এখন দেখিব যে, তুমি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত। ২৮। তুমি আমার এই পত্র লইয়া যাও, পরে তাহাদের নিকটে ইহা নিক্ষেপ কর, তৎপর তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া আইস, পরে দেখ তাহারা কি উত্তর দান করে"। ২৯। সে (বল্‌কিস) বলিল, "হে সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ, নিশ্চয় আমার প্রতি এক মাননীয় পত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, একান্তই ইহা সোলয়মানের, নিশ্চয় ইহা 'বেস্‌মোল্লা আর্‌ রহমান আর্‌ রহিম' (বচন) যুক্ত"। ৩০। এই মর্ম যে, "আমার সম্বন্ধে তোমরা গর্ব করিও না, এবং মোসলমান, (বিশ্বাসী) হইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হও"। ৩১। (র, ২, আ, ১৭)

সে বলিল, 'হে প্রধান পুরুষগণ আমার কার্য বিষয়ে আমাকে উত্তর দান কর, যে পর্যন্ত (না) তোমরা আমার নিকটে উপস্থিত হও আমি কোন কার্য নিষ্পত্তি করি না"। ৩২। তাহারা বলিল, "আমারা শক্তিশালী ও কঠিন যোদ্ধা, কার্য তোমার প্রতি (অর্পিত) অনন্তর দেখ যে, কি আজ্ঞা কর"। ৩৩। সে বলিল, "নিশ্চয় যখন রাজাগণ কোন স্থানে উপস্থিত হয়, তখন তাহা উচ্ছিন্ন করে, এবং তাহার সম্মানিত নিবাসিগণকে দুর্দশাপন্ন করিয়া থাকে ও তাহারা এই প্রকারই করে। ৩৪। এবং নিশ্চয় আমি তাহাদের নিকটে উপঢৌকনসহ দূতের প্রেরয়িত্রী, অনন্তর দূতগণ কি লইয়া ফিরিয়া আইসে তাহার দৃষ্টিকারিণী"। ৩৫। পরে যখন দূত সোলয়মানের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন (সোলয়মান) বলিল, 'ধন দ্বারা তোমরা কি আমার সাহায্য করিতেছ? ঈশ্বর যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তদপেক্ষা আমাকে অধিক দিয়াছেন, বরং তোমরা আপন উপঢৌকনে সন্তুষ্ট থাক†। ৩৬। তুমি তাহাদের নিকটে যাও, যাহার সম্মুখীন হওয়া

* ঈশ্বরের সিংহাসন স্বর্গ ও মর্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই সিংহাসনের সঙ্গে বল্‌কিসের সিংহাসনের কি তুলনা হইতে পারে? (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, বল্‌কিস্‌ নারীবেশে সুসজ্জিত পাঁচ শত দাস ও পুরুষবেশে শোভিত পাঁচ শত দাসী ও সহস্র খণ্ড সুবর্ণশিলা, এবং মণিমাণিক্য খচিত এক মুকুট ও মৃগনাভি ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য এবং একটি মুক্তা পূর্ণ কৌটা এবং একটি অভিন্ন মুক্তা ও বক্রবিদ্ধ একটি কপদক উপহার স্বরূপ মঞ্জর নামক এক প্রধান রাজকর্মচারীর সঙ্গে পাঠান, এবং অপর অনেক প্রধান পুরুষকে তাহার সঙ্গে গমনে নিযুক্ত করেন, এবং মঞ্জরকে বলেন যে, "তুমি উত্তমরূপে দৃষ্টি করিয়া দেখিও, যদি সোলয়মান তোমার প্রতি ক্রোধ-নয়নে নিরীক্ষণ করেন, তবে তিনি বাদশাহ্‌, যদি সাহায্য প্রসন্নভাবে তোমার সঙ্গে কথা কহেন তবে তিনি প্রেরিত পুরুষ। তাঁহার প্রেরিতত্বের অন্য প্রমাণ, এই যে, কাহারা দাস কাহারা দাসী তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবেন না, অবিদ্ধ মুক্তাকে বিদ্ধ করিবেন

তাহাদের ঘটিবে না, নিশ্চয় আমি সেই সৈন্যবৃন্দ তাহাদের উপর আনয়ন করিব, আমরা তথা হইতে তাহাদিগকে দুর্দশাপন্নরূপে বাহির করিব, এবং তাহারা অধম হইবে"। ৩৭। সে (সোলয়মান) বলিল, "হে প্রধান পুরুষগণ, তাহারা মোসলমান হইয়া আমার নিকটে আসিবার পূর্বে তোমাদের কে তাহার সিংহাসন আমার সন্নিধানে আনয়ন করিবে" ? ৩৮। দৈত্যদিগের এক দৈত্য বলিল, "তোমরা আপন স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি তাহা তোমার নিকটে আনয়ন করিব, নিশ্চয় আমি তৎসম্বন্ধে বিশ্বস্ত ক্ষমতাশীল"। ৩৯। যাহার গ্রন্থে জ্ঞান ছিল এমন এক ব্যক্তি বলিল, "তোমার দৃষ্টি তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে আমি তাহা তোমার নিকটে লইয়া আসিব, "অনন্তর যখন সে (সোলয়মান) আপনার নিকটে তাহাকে স্থির দেখিল, তখন বলিল, "ইহা আমার প্রতিপালকের দয়াতেই হয় যে, আমাকে তিনি পরীক্ষা করিতেছেন, কৃতজ্ঞ না কৃতঘ্ন হই, এবং যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, অনন্তর সে আপন জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে ইহা ভিন্ন নহে, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন হয় তবে নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিষ্কাম অনুগ্রহকারী"। ৪০। সে বলিল, "তাহার (বলকিসের) জন্য তাহার সিংহাসনকে অপরিচিত কর, দেখি সে পথ প্রাপ্ত হয় কি-না, অথবা যাহারা পথ প্রাপ্ত হয় না, সে তাহাদের অন্তর্গত হয়*। ৪১। অনন্তর যখন (বলকিস) আগমন করিল, তখন বলা হইল, "এরূপ তোমার সিংহাসন" ? সে বলিল, "যেন এ তাহাই, এবং আমাদিগকে ইহার পূর্বেই (সোলয়মানের সম্বন্ধে") জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে ও আমরা মোসলমান আছি"। ৪২। এবং ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সে যাহার অর্চনা করিতেছিল তাহা হইতে (সোলয়মান) তাহাকে নিবৃত্ত করিল, নিশ্চয় সে ধর্মদ্বেষীদিগের অন্তর্গত ছিল। ৪৩। তাহাকে বলা হল, "এই প্রসাদে তুমি প্রবেশ কর," অনন্তর যখন সে তাহা দেখিল তাহাকে ক্ষুদ্র সরোবর মনে করিল, এবং আপন পদদ্বয় হইতে বস্ত্র তুলিয়া লইল, (সোলয়মান) বলিল, "নিশ্চয় ইহা কাচ-খচিত প্রাসাদ ;" সে (বলকিস) বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, একান্তই আমি নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, এবং আমি সোলয়মানের সঙ্গে বিশ্বপালক পরমেশ্বরের অনুগত হইলাম†। ৪৪। (র, ৩, আ ১৩)

ও বক্রবিদ্ধ কপর্দককে সূত্র সংলগ্ন করিবেন"। অনন্তর তাহারা এই সকল উপঢৌকন সহ যাত্রা করে। হোদহোদ এই বৃত্তান্ত সোলয়মানকে জ্ঞাপন করিলে সোলয়মান দৈত্যদিগের যোগে অগণ্য সুবর্ণ ও রজতময় শিলা প্রস্তুত করিয়া দীর্ঘে প্রায় বিশ মাইল প্রান্তর আচ্ছাদন করেন, মঙ্গল উপস্থিত হইলে তাঁহার সঙ্গে সাহায্য বদনে কথোপকথন করেন, এবং তাহার সমুদায় উপঢৌকন ফিরাইয়া দেন, অবিদ্ধ মুক্তাকে বিদ্ধ এবং কপর্দককে সূত্র সংলগ্ন করেন। অপিচ আপন দাস-দাসীদিগকে মঙ্গল ও তাহার সঙ্গীদিগের পরিচর্যায়-নিযুক্ত করিয়া রাখেন। তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* অর্থাৎ সিংহাসনের আকৃতি ও গঠনের এরূপ পরিবর্তন কর, যথা —তাহার উপরিভাগকে নিম্নভাগ, অগ্রভাগকে পশ্চাদ্ভাগ করিয়া ফেল। তাহার বর্ণ ও মণিমুক্তাদির ব্যত্যয় কর। (ত, হো,)

† সোলয়মান বলকিসের পদদ্বয় পরীক্ষার জন্য এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই প্রাসাদের মধ্যভূমি উজ্জ্বল শুভ্র কাচফলকে খচিত হইয়াছিল, এবং তাহার নিম্নে জল স্থাপন করিয়া মৎস্য সকল ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছিল।

এবং সত্য-সত্যই আমি সমূদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম যে, তোমরা ঈশ্বরকে অর্চনা কর, অনন্তর হঠাৎ তাহারা দুই দল হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল।* । ৪৫। সে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, কেন কল্যাণের পূর্বে তোমরা অকল্যাণে সত্বর হইতেছ ? কেন ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না ? সম্ভবতঃ তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে"। ৪৬। তাহারা বলিল, "আমরা তোমার ও তোমার সঙ্গীদিগের সম্বন্ধে মন্দভাব ধারণ করিয়াছি," সে বলিল, "তোমাদের মন্দভাব ঈশ্বরের সম্বন্ধে হয়, বরং তোমরা এমন এক দল হও যে, পরীক্ষিত হইতেছ"। ৪৭। এবং সেই নগরের নয়জন লোক ছিল যে, পৃথিবীতে উৎপাত করিত ও সদাচরণ করিত না†। ৪৮। তাহারা পরস্পর ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিল যে, "অবশ্য আমরা তাহাকে ও তাহার পরিজনকে নিশায় আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিব, তৎপর অবশ্য তাহার উত্তরাধিকারীকে বলিব যে, তাহার স্বগণের হত্যার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না, এবং নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী"। ৪৯। এবং তাহারা প্রবঞ্চনারূপে এক প্রবঞ্চনা করিল ও আমিও বঞ্চনারূপে বঞ্চনা করিলাম, এবং তাহারা বুঝিতেছিল না। ৫০। অনন্তর দেখ তাহাদের প্রবঞ্চনার পরিণাম কেমন ছিল, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ও তাহাদের দলকে এক যোগে সংহার করিয়াছিলাম‡। ৫১। পরিশেষে তাহারা যে অত্যাচার করিয়াছিল তজ্জন্য এই তাহাদের গৃহ সকল শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, যে সকল লোক জ্ঞান রাখে তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে। ৫২। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ও তাহারা ধর্মভীরু ছিল। ৫৩। এবং লূতকে (পাঠাইয়াছিলাম,) (স্মরণ কর,) সে যখন আপন দলকে বলিল, "তোমরা কি নির্লজ্জ কার্য করিতেছ ও তোমরা দেখিতেছ ? ৫৪। তোমরা কি স্ত্রিগণকে ছাড়িয়া কামভাবে পুরুষের নিকটে আসিয়া থাক বরং তোমরা (এমন) এক দল যে মূর্খতা করিতেছ"। ৫৫। "অনন্তর লূতের পরিবারকে আপনাদের গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত কর, নিশ্চয় তাহারা এরূপ লোক যে পবিত্রতা প্রকাশ করে ;" পরস্পর ইহা বলা

তাহাতে গৃহাভ্যন্তরস্থ সমুদায় ভূমি বারিবৎ প্রতীয়মান হয়। সোলয়মান প্রসাদের ভিতরে সিংহাসন স্থাপন করিয়া বল্‌কিসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বল্‌কিস প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া জল মনে করিয়া পদের বসন উঠাইলেন, তখন সোলয়মান দেখিলেন যে, দেবাঙ্গনার পদ নয়, মনুষ্যের পদ সদৃশ রোম-যুক্ত পদ, সে দেবী নহে, মানবী। (ত, হো,)

* ইহার বিশেষ বিবরণ সূরা এরাফে বিবৃত হইয়াছে।

† সেই নয় জনের এক জনের নাম কদ অপর জনের নাম মসদা ছিল। (ত, হো,)

‡ এক গর্তের ভিতরে সালেহের এক মন্দির ছিল। রাত্রিতে তিনি তথায় সাধন-ভজন করিতেন। সেই নয় পাষণ্ড পরস্পর বলিল যে, তিন দিন পরে আমাদের প্রতি শাস্তি হইবে, এরূপ অঙ্গীকার আছে। চল ইহার পূর্বেই সালেহ্‌কে সংহার করি। পরে তাহারা প্রথম রজনীতে সেই গর্তে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত-ভাবে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে বসিয়া রহিল। সালেহ উপস্থিত হইলেই অতর্কিতভাবে তাঁহাকে বধ করিবে এই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক বৃহৎ প্রস্তর তাহাদের উপর পতিত হইল ও সকলেই তাহার নিম্নে চাপা পড়িয়া মারা গেল, এবং অবশিষ্ট কাফেরগণ জেব্রিলের নিনাদে প্রাণ ত্যাগ করিল। (ত, হো,)

ভিন্ন তাহার দলের অন্য উত্তর ছিল না*। ৫৬। অবশেষে আমি তাহাকে ও তাহাকে ও তাহার ভার্যা ব্যতীত তাহার পরিজনকে উদ্ধার করিলাম, তাহাকে (ভার্যাকে) পশ্চাদ্বর্তিগণের মধ্যে নিরূপণ করিয়াছিলাম। ৫৭। এবং তাহাদের প্রতি আমি বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম, পরে ভয়প্রাপ্ত লোকদিগের জন্য (উহা) কুবৃষ্টি হয়। ৫৮। (র, ৪, আ, ১৪)

তুমি বল, "ঈশ্বরের সম্যক্ প্রশংসা, এবং যাহারা গৃহীত হইয়াছে তাঁহার সেই দাসদিগের প্রতি আশীর্বাদ, ঈশ্বর কি শ্রেষ্ঠ? না তাহারা যাহাকে অংশী করে তাহা (শ্রেষ্ঠ)? ৫৯। কে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়াছেন? অনন্তর আমি তদ্দ্বারা উদ্যান সকলকে সরসভাবে উৎপাদন করিয়াছি, তোমাদের (ক্ষমতা) নাই যে, তোমরা তাহার বৃক্ষকে সমুৎপাদন কর, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি কোন উপাস্য আছে? বরং ইহারা এক দল যে, বক্রভাবে চলিয়া থাকে। ৬০। কে ধরাতলকে স্থির রাখিয়াছেন ও তাহার ভিতর হইতে নির্ঝর সকল উৎপাদন করিয়াছেন? এবং তাহার জন্য পর্বত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও দুই সাগরের মধ্যে আবরণ রাখিয়াছেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য) উপাস্য আছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না। ৬১। ব্যাকুল ব্যক্তি যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করে কে গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, এবং অকল্যাণ দূর করেন ও তোমাদিগকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য) উপাস্য আছে? তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। ৬২। কে তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তরে ও সাগরে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন, এবং (বৃষ্টিরূপ) আপন অনুগ্রহের পূর্বে সংবাদরূপে সমীরণ সকলকে প্রেরণ করিয়া থাকেন? সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য) উপাস্য আছে? তাহারা যাহাদিগকে অংশী করে পরমেশ্বর তাহা অপেক্ষা উন্নত। ৬৩। কে প্রথম সৃষ্টি করেন, তৎপর তাহা দ্বিতীয় বার করেন, এবং কে আকাশ ও ভূতল হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়া থাকেন, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে কি (অন্য) উপাস্য আছে? তুমি বল (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ৬৪। তুমি বল, স্বর্গে ও পৃথিবীতে ঈশ্বর ব্যতীত কেহ গুপ্ততত্ত্ব জানে না, এবং কখন (কবর হইতে লোক) সমুত্থাপিত হইবে জ্ঞাত নহে। ৬৫। বরং পরলোক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান বিভিন্ন হইয়াছে, বরং তাহারা তদ্বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে আছে, বরং তাহারা তদ্বিষয়ে অন্ধ। ৬৬। (র, ৫, আ, ৮)

এবং ধর্মদ্রোহিগণ বলিয়াছে, "যখন আমাদের পিতৃপুরুষগণ ও আমরা মৃত্তিকা হইয়া যাইব, তখন কি আমরা (কবর হইতে) বহিষ্কৃত হইব ? ৬৭। সত্য-সত্যই আমাদিগের প্রতি ও ইতিপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি এই অঙ্গীকার করা হইয়াছে, ইহা পূর্বতন উপন্যাসাবলী ভিন্ন নহে"। ৬৮। তুমি বল, "তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক, অনন্তর দেখ অপরাধীদিগের পরিণাম কেমন হয়"। ৬৯। তাহাদের সম্বন্ধে তুমি শোক করিও না ও তাহারা যে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে তাহাতে ক্ষুন্ন থাকিও না। ৭০। এবং তাহারা বলিয়া থাকে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে (বল,) কবে এই অঙ্গীকার (পূর্ণ) হইবে"? ৭১। তুমি বলিও, "তোমরা যাহা শীঘ্র চাহিতেছ তাহার কিছু সত্বরই তোমাদের পৃষ্ঠে সংলগ্ন

---

* "নিশ্চয় তাহারা এরূপ লোক যে, পবিত্রতা প্রকাশ করে" অর্থাৎ লূত ও তাহার অনুবর্তী লোকেরা বলিয়া থাকে, আমরা পবিত্র, তোমরা পাপী।

হইবে"। ৭২। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) মানবমণ্ডলীর প্রতি বদান্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞ হইতেছে না। ৭৩। এবং নিশ্চয় তাহারা আপন অন্তরে যাহা গোপনে করে ও যাহা প্রকাশ করিয়া থাকে তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত হন। ৭৪। এবং উজ্জ্বল গ্রন্থে লিখিত ভিন্ন স্বর্গে ও পৃথিবীতে কোন বিষয় প্রচ্ছন্ন নাই*। ৭৫। নিশ্চয় এই কোরআন বনি এস্রায়িলের নিকটে তাহারা যে বিষয়ে বিরোধ করিয়া থাকে তাহার অধিকাংশ বর্ণন করে। ৭৬। এবং নিশ্চয় ইহা বিশ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ ও অনুগ্রহ স্বরূপ। ৭৭। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক আপন আজ্ঞানুসারে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তিনি পরাক্রমশালী জ্ঞানী। ৭৮। +অনন্তর তুমি পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর কর, নিশ্চয় তুমি স্পষ্ট সত্য (ধর্মে) আছ। ৭৯। যখন তাহারা পৃষ্ঠে দিয়া ফিরিয়া যায়, তখন নিশ্চয় তুমি সেই মৃতকে আহ্বান ধ্বনি শুনাইতে পারিবে না ও বধিরকে শুনাইতে পারিবে না। ৮০। এবং তুমি অন্ধদিগের তাহাদের পথভ্রান্তির প্রদর্শক নও, যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করিতেছে তুমি তাহাদিগকে বৈ শুনাইতেছ না, অনন্তর তাহারা মোসলমান। ৮১। যখন তাহাদের প্রতি (শাস্তির) কথা উপস্থিত হইবে, তখন আমি তাহাদের জন্য এক পশু ভূগর্ভ হইতে বাহির করিব, সে তাহাদের সম্বন্ধে কথা কহিবে যে, এই সকল লোক ছিল যে, আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই†। ৮২। (র, ৬, আ ১৬)

অনন্তর যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছিল, যে দিন আমি প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে (তাহাদের প্রধান লোকের) দল সমুত্থাপন করিব, তখন তাহারা (সকলের আগমন প্রতীক্ষায়) একত্রীভূত থাকিবে। ৮৩। এ পর্য্যন্ত, যখন তাহারা উপস্থিত হইবে, তখন (ঈশ্বর) বলিলেন, "তোমরা কি আমার নিদর্শন সকলকে মিথ্যা বলিয়াছ, এবং জ্ঞানযোগে তাহা ধারণ করিতে পার নাই, তোমরা কি করিতেছিলে"? ৮৪। এবং তাহারা যে অত্যাচার করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি (অঙ্গীকারের) উক্তি প্রমাণিত হইবে, অনন্তর তাহারা কথা কহিতে পারিবে না। ৮৫। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমি রজনীকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহাতে বিশ্রাম লাভ করে, এবং আলোকযুক্ত দিবসকে (সৃষ্টি করিয়াছি,) নিশ্চয় বিশ্বাসী দলের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে। ৮৬। এবং যে দিবস সুরে ফুৎকার করা হইবে, তখন যাহারা স্বর্গে ও যাহারা পৃথিবীতে থাকিবে ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করিয়াছেন সে ব্যতীত (সকলে) অস্থির হইবে, এবং সকলেই তাঁহার নিকটে লাঞ্ছিত-ভাবে আগমন করিবে। ৮৭। এবং তুমি পর্ব্বত সকলকে দেখিবে, যেন তাহা স্থির আছে মনে করিবে, বস্তুতঃ উহা জলদগতিতে চলিতেছে, সেই ঈশ্বরেরই শিল্প নৈপুণ্য, যিনি প্রত্যেক পদার্থকে দৃঢ় করিয়াছেন, তোমরা যাহা করিয়া থাক, নিশ্চয় তিনি তাহার জ্ঞাতা। ৮৮। যাহারা কল্যাণ আনয়ন করিবে, অনন্তর তাহাদের জন্য তদপেক্ষা (অধিক) কল্যাণ হইবে, এবং তাহারা সেই দিবসের ভয় হইতে নিরাপদ থাকিবে। ৮৯। এবং যাহারা অশুভ আনয়ন করিবে, অনন্তর তাহাদের মুখমণ্ডল

* এস্থলে উজ্জ্বলগ্রন্থ ঈশ্বরের স্মৃতিরূপ পুস্তক। (ত, হো,)

† যখন প্রলয় কাল নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক পশু মৃত্তিকার ভিতর হইতে বাহির হইবে, সে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিবে। কেয়ামতের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এই একটি লক্ষণ। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এই পশুর নানা প্রকার বর্ণনা আছে। (ত, হো,)

অগ্নিমধ্যে বিসর্জিত হইবে, তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহা ব্যতীত কি তোমাদিগকে বিনিময় প্রদত্ত হইবে ? ৯০। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, এ নগরের প্রভুকে যিনি ইহাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, অর্চনা করিব এতদ্ভিন্ন নহে*, এবং সমুদায় পদার্থ তাঁহারই ও আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, মোসলমানদিগের অন্তর্গত হইব। ৯১। +এবং (আদিষ্ট হইয়াছি) যে, কোরআন পাঠ করিব, অনন্তর যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আপন জীবনের (কল্যাণের) জন্য পথ পাইতেছে বৈ নহে, এবং যে বিপথগামী হইয়াছে, পরে (তাহাকে) তুমি বল যে, "আমি ভয় প্রদর্শকদিগের অন্তর্গত এতদ্ভিন্ন নহি। ৯২। এবং তুমি বল, ঈশ্বরেরই সম্যক গুণানুবাদ, অবশ্য তিনি তোমাদিগকে আপন নিদর্শন করিবেন, অনন্তর তোমরা তাহা চিনিবে, এবং তোমরা যাহা করিতেছ ঈশ্বর তদ্বিষয়ে অজ্ঞাত নহেন। ৯৩। (রু, ৭, আ, ১৩)

সূরা কসস†

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

৮৮ আয়াত, ৯ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তাসম্মা‡। ১। এই আয়াত সকল উজ্জ্বল গ্রন্থের হয়। ২। তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের নিমিত্ত আমি মুসা ও ফেরওনের কোন বৃত্তান্ত যথাযথ পাঠ করিতেছি। ৩। নিশ্চয় ফেরওন পৃথিবীতে গর্বিত হইয়াছিল ও তাহার অধিবাসীদিগকে দলে দলে বিভক্ত করিয়াছিল. সে তাহাদের এক দলকে দুর্বল জানিত, তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে বধ করিত ও তাহাদের কন্যাগণকে জীবিত রাখিত, নিশ্চয় সে উপপ্লবকারীদিগের অন্তর্গত ছিল$। ৪। যাহাদিগকে পৃথিবীতে হীনবল করা হইয়াছিল আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে উপকার করিব ও

---

* এই মক্কা নগরে কণ্টক তরু ও শুষ্ক তৃণাদি ছেদন ও শিকারের পশু-পক্ষী হনন করিতে ঈশ্বর নিষেধ করিয়া ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য এই নগরকে 'নিষিদ্ধ' বলা হইয়াছে। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

‡ "তাসম্মা" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দের 'ত', এই বর্ণের অর্থ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থের উপাসনা না করিয়া জীবনকে সর্বতোভাবে শুদ্ধ রাখা, 'স', এই বর্ণের অর্থ পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় ঐশ্বরিক কোন গূঢ়তত্ত্ব পাপীদিগের নিকটে প্রকাশ পাওয়া, 'ম', এই বর্ণের অর্থ সমুদায় মনুষ্যের মনোরথ সিদ্ধি বিষয়ে পরমেশ্বরের উপকার সাধন। এইরূপ অন্য প্রকার অর্থও হইয়া থাকে। (ত, হো,)

$ ফেরওন যে দলকে দুর্বল জানিয়া উৎপীড়ন করিত তাহারা বনি-এস্রায়িল।

তাহাদিগকে অগ্রণী করিব, এবং তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করিব, এই ইচ্ছা করিতেছিলাম। ৫। +এবং তাহাদিগকে ধরাতলে ক্ষমতা দান করিব ও ফেরওন ও (মন্ত্রী) হামান এবং উভয়ের সেই সৈন্য দলকে যাহাদিগ হইতে তাহারা ভয় পাইতেছিল প্রদর্শন করিব (এই ইচ্ছা করিতেছিলাম)*। ৬। এবং আমি মুসার জননীর প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তুমি ইহাকে স্তন্য দান কর, অনন্তর যখন তুমি তাহার সম্বন্ধে ভয় পাইবে, তখন তুমি তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিও, এবং ভয় করিও না ও দুঃখ করিও না, নিশ্চয় আমি তাহাকে তোমার নিকটে পুনঃ প্রেরণ করিব, এবং তাহাকে প্রেরিত পুরুষদিগের অন্তর্গত করিব৺। ৭। অনন্তর ফেরওনের স্বগণ তাহাকে উঠাইরা লইল যেন সে তাহাদের জন্য পরিণামে শত্রু ও শোকজনক হয়, নিশ্চয় ফেরওন ও হামান এবং তাহাদের সেনাদল দোষ করিতেছিলঞ্চ। ৮।

* অর্থাৎ ফেরওন ও তাহার অনুগত মন্ত্রী হামান এবং তাহাদের অনুগামী সৈন্যগণ, বনিএস্রায়িলের যোগে রাজত্বের লোপ ও আপনাদের মৃত্যু আশঙ্কা করিতেছিল। যে সময়ে সাগরে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তখন তাহারা এ বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পায়। তাহারা দেখিল যে, বনি-এস্রায়িল আনন্দ-উল্লাসে সাগর সমুত্তীর্ণ হইল। তখন বুঝিতে পারিল যে, উৎপীড়ন ও অত্যাচার করার জন্য আপনারা হত ও পরাভূত হইল, এবং দুঃখী উৎপীড়িত লোকেরা সিদ্ধকাম, বিজয়ী ও উন্নত হইল।

৺ ফেরওন নিজের অনুগত মেসরের আদিম জাতি কিব্‌তি লোকদিগকে এস্রায়িল বংশীয় গর্ভবতী নারীদিগের সম্বন্ধে এই জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিল যে, কোন্ নারী পুত্র প্রসব করিলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহারা তাহার সেই সন্তানকে মারিয়া ফেলে। কাবেলা নাম্নী এক কিব্‌তি স্ত্রী মুসার মাতার প্রতি প্রহরীরূপে নিযুক্ত ছিল। প্রসবের সময় সে উপস্থিত হয়, তখন সদ্যোজাত মুসার রূপ লাবণ্য দেখিয়া কাবেলা মুগ্ধ হইয়া পড়ে, সেই শিশুর প্রতি তাহার মনে অত্যন্ত স্নেহের সঞ্চার হয়! সে মুসা-জননীকে অভয় দান করিয়া বলে, "তুমি চিন্তা করিও না, আমি এ বিষয় প্রকাশ করিব না। অন্য প্রহরীদিগকে বলিব যে, মৃত কন্যা জন্মিয়াছিল তাহাকে ভূগর্ভে নিহিত করা গিয়াছে, কিন্তু সাবধান, তুমি আপন আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও এই সন্তান দেখাইবে না"। এতদনুসারে মুসা-জননী মুসাকে তিন মাস কি ততোধিক সময় গোপনে রাখিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, ফেরওনের অনুচরগণ হত্যা করিবার জন্য এস্রায়িল বংশীয় শিশুর বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে, তখন এক সূত্রধর দ্বারা সিন্দুক নির্মাণ করিয়া লইলেন, এবং তন্মধ্যে শিশু মুসাকে স্থাপন পূর্বক আবরণে আবৃত করিয়া নীলনদে বিসর্জন করিলেন। ফেরওনের এক কন্যার কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বক্তারা বলিয়াছিল যে, অমুক দিবস নীলনদের স্রোতে এক শিশু ভাসিয়া আসিবে, তাহার মুখরস সংস্পর্শে এই রোগের উপশম হইবে। নির্দিষ্ট দিনে ফেরওন ও তাহার পত্নী ও কন্যা এবং কতিপয় অন্তঃপুরচারী কিঙ্কর নীল নদের তটে উপস্থিত হইয়া উক্ত শিশুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহারা সেই সিন্দুক জলের উপর ভাসিতেছে দেখিতে পাইল। ফেরওন উহা উঠাইবার জন্য অনুচরদিগকে আদেশ করিল। (ত, হো,)

ঞ্চ সিন্দুকের আবরণ উদ্ঘাটিত হইলে সকলে মুসাকে দেখিতে পাইল। দর্শকদিগের মনে তাঁহার প্রতি স্নেহের সঞ্চার হইল, ফেরওন ভাবিতে লাগিল যে, এই

ফেরওনের স্ত্রী বলিল, (এই বালক) তোমার ও আমার নয়নের তৃপ্তিকর, ইহাকে তুমি হত্যা করিও না, সম্ভবতঃ এ আমাদিগের উপকার করিবে, অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব, এবং তাহারা (প্রকৃত অবস্থা) জানিতেছিল না। ৯। এবং মুসা-জননীর অন্তর (ধৈর্য) শূন্য হইয়া গেল, নিশ্চয় সে তাহা প্রকাশ করিতে উদ্যত ছিল, যদি আমি তাহার অন্তরে বন্ধন না রাখিতাম যে, সে বিশ্বাসীদিগের অন্তর্গত হয়, তবে সে (প্রকাশ করিত)*। ১০। এবং সে তাহার (মুসার) ভগিনীকে বলিল, "তুমি তাহার পশ্চাতে যাও," অনন্তর দূর হইতে সে তাহাকে দেখিতেছিল, এবং তাহারা (ইহা) জানিতেছিল না। ১১। ইতিপূর্বে তাহার সম্বন্ধে আমি স্তন্যদাত্রীদিগকে নিষেধ করিয়াছিলাম, অনন্তর সে (মুসার ভগিনী) বলিল, "তোমাদের জন্য ইহার তত্ত্বাবধান করে এমন গৃহস্থের প্রতি কি তোমাদিগকে আমি পথ দেখাইব ? এবং তাহারা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়†"। ১২। পরে তাহাকে আমি তাহার মাতার প্রতি প্রত্যানয়ন করিলাম যেন তাহার চক্ষু শীতল হয় ও সে শোক না করে, এবং যেন জানে যে, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অবগত নহে। ১৩। (র, ১, আ, ১৩)

বালকের প্রাণ কেমন করিয়া রক্ষা পাইল ? ভবিষ্যদ্বক্তারা যে বালকের কথা বলিয়া থাকে এ বা সেই বালক। ফেরওনের পত্নী তাহাকে বলিল, "আমি জ্যোতির্বিদদিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, অমুক রজনীতে তোমার সম্বন্ধে যে ভয় ছিল তাহা বিদূরিত হইয়াছে, তুমি ঐ শিশুর প্রতি হস্তক্ষেপ করিও না, ইহা দ্বারা আপন কন্যার চিকিৎসা করিব"। অনন্তর তাহা হইতে কিঞ্চিৎ মুখরস গ্রহণ করিয়া কন্যার যে স্থানে কুষ্ঠ হইয়াছিল তাহাতে লেপন করিল, তৎক্ষণাৎ রোগ দূর হইল। (ত, হো,)

* যখন মুসার জননী শ্রবণ করিলেন যে, মুসা ফেরওনের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, তখন তিনি অধৈর্য হইয়া গেলেন, বালকের বৃত্তান্ত ফেরওনের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহাকে বধ করিও না, এরূপ বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি তাহাকে উহা করিতে দেই নাই। (ত, হো,)

† মুসার ভগিনীর নাম কলসুম ছিল, তিনি ফেরওনের নিকটে যাইয়া এরূপ বলিলেন। ফেরওন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "তুমি যাও, ধাত্রী লইয়া আইস। তখন কলসুম মুসার মাতাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সেই সময়ে মুসা ফেরওনের ক্রোড়ে ছিলেন। তিনি অন্য কোন ধাত্রীর ক্রোড়ে আশ্রয় করিয়া স্তন্য পান করিতেছিলেন না। যখন তাঁহাকে স্বীয় মাতার ক্রোড়ে অর্পণ করা হইল, তখন আগ্রহ সহকারে তিনি তাঁহার স্তন্যপান করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ফেরওন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে যে, এ বালক তোমার স্তন্যপানে ঈদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করিল" ? তিনি বলিলেন, "আমি এরূপ একজন স্ত্রীলোক যে, আমার গাত্রে সুগন্ধ আছে ও আমার স্তন্য অত্যন্ত মিষ্ট ও সুস্বাদ, যে কোন বালক আমার নিকটে আইসে আমার স্তন্য অগ্রহের সহিত পান করে"। ইহা শুনিয়া ফেরওন বেতন নির্ধারণ করিয়া মুসাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল, এবং বলিল ইহাকে আপন গৃহে লইয়া যাও, প্রতি সপ্তাহে একদিন আমার নিকটে অনয়ন করিও"। তখন মুসার জননী মুসাকে গ্রহণ করিয়া আনন্দে গৃহে চলিয়া আসিলেন। ঈশ্বরের অঙ্গীকার পূর্ণ হইল। (ত, হো,)

এবং যখন সে আপন যৌবন-সীমায় উপস্থিত হইল ও সুগঠিত হইয়া উঠিল, তখন আমি তাহাকে জ্ঞান ও কৌশল দান করিলাম, এইরূপে আমি হিতকারীদিগকে পুরস্কার দান করিয়া থাকি। ১৪। এবং (একদা) সে নগরে তাহার অধিবাসীদিগের অনবধানতার সময়ে প্রবেশ করিল, তখন সে তথায় দুই ব্যক্তিকে পরস্পর বিবাদ করার অবস্থায় প্রাপ্ত হইল, এই এক জন তাহার দলের, এই অন্য জন শত্রুদিগের অন্তর্গত ছিল, অনন্তর যে ব্যক্তি তাহার দলের ছিল সে, যে ব্যক্তি তাহার শত্রুপক্ষের ছিল তাহার সম্বন্ধে তাহার (মুসার) নিকটে অভিযোগ করিল, পরে মুসা তাহাকে মুষ্টি প্রহার করিল, অনন্তর তাহার সম্বন্ধে (জীবন) শেষ করিল, সে বলিল, "ইহা শয়তানের ক্রিয়ার অন্তর্গত, নিশ্চয় সে স্পষ্ট বিপথগামী শত্রু"। ১৫। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, অনন্তর আমাকে ক্ষমা কর;" পরে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৬। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে দান করিয়াছ, তদনুরোধে অনন্তর আমি কখনও অপরাধীদিগের সাহায্যকারী হইব না"। ১৭। পরে সে সভয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করতঃ নগরে রাত্রি প্রভাত করিল, অনন্তর যে ব্যক্তি গতকল্য তাহার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল হঠাৎ সে (পুনর্বার) তাহাকে ডাকিতে লাগিল। মুসা তাহাকে বলিল, "নিশ্চয় তুমি স্পষ্ট বিপথগামী"। ১৮। পরিশেষে যখন সে ইচ্ছা করিল, যে ব্যক্তি তাহাদের দুই জনের শত্রু তাহাকে আক্রমণ করে, তখন সে (শত্রু) বলিল "হে মুসা, গতকল্য যেমন তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ তদ্রূপ কি আমাকেও হত্যা করিতে ইচ্ছা কর? তুমি পৃথিবীতে উৎপীড়ক হইবে ব্যতীত ইচ্ছা কর না, এবং তুমি ইচ্ছা করিতেছ না যে, সদ্ভাব সংস্থাপকদিগের অন্তর্গত হও"। ১৯। এবং নগরের প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া উপস্থিত হইল, সে বলিল, "হে মুসা, নিশ্চয় প্রধান পুরুষগণ তোমার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছে যে, তোমাকে বধ করিবে, অতএব তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, একান্তই আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীদিগের অন্তর্গত"। ২০। অনন্তর সে তথা হইতে তত্ত্বানুসন্ধান করতঃ সভয়ে বহির্গত হইল, সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, অত্যাচারী দল হইতে আমাকে তুমি রক্ষা কর"। ২১। (র, ২, আ, ৮)

এবং যখন সে মদয়ন নগরের দিকে যাত্রা করিল তখন বলিল, "আশা করি যে, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন"*। ২২। এবং যখন সে মদয়নের জলের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন তদুপরি একদল লোক প্রাপ্ত হইল যে, তাহারা (পশু যূথকে) জলপান করাইতেছে, এবং তাহাদের অপর দিকে দুই নারীকে পাইল যে, তাহারা (পশুদলকে) তাড়াইতেছে, সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের কি অবস্থা?' তাহারা বলিল, "যে পর্যন্ত (না,) পশুপালকগণ পশুদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যায় সে পর্যন্ত আমরা জলপান করাই না, এবং

* মহাপুরুষ এব্রাহিমের এক পুত্রের নাম মদয়ন ছিল, তিনি আপন নামানুসারে মদয়ন নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মেসর হইতে এই নগর আট দিনের পথ অন্তর। মুসা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া মদয়নের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে পাথেয় কিছুই ছিল না। আটদিন ক্রমাগত বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

আমাদিগের পিতা মহাবৃদ্ধ"*। ২৩। অনন্তর সে তাহাদের অনুরোধে (তাহাদের পশুযূথকে) জলপান করাইল, তৎপর ছায়ার দিকে ফিরিয়া আসিল, পরে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক তুমি আমার প্রতি যাহা কিছু কল্যাণ প্রেরণ করিয়াছ, নিশ্চয় আমি তাহারই ভিক্ষুক"। ২৪। অবশেষে তাহাদের একজন সলজ্জগতিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'তুমি যে আমাদের অনুরোধে জল পান করাইয়াছ, তোমাকে তাহার পুরস্কার দান করিতে নিশ্চয় আমার পিতা তোমাকে ডাকিতেছেন"। অনন্তর সে যখন তাহার (শোআবের) নিকটে আসিল ও তাহার নিকটে বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, তখন সে বলিল, "ভয় করিও না, তুমি অত্যাচারী দল হইতে উদ্ধার পাইয়াছ"†। ২৫। কন্যাদ্বয়ের একজন বলিল, "হে আমার পিতঃ, তাহাকে তুমি ভৃত্য করিয়া রাখ নিশ্চয় তুমি যে ব্যক্তিকে ভৃত্য নিযুক্ত করিবে, সে উত্তম বলবান্ বিশ্বস্ত পুরুষ"‡। ২৬। সে বলিল, "একান্তই আমি ইচ্ছা করি যে, আমার এই

---

* মুসা মদয়নে যে জলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, উহা নগরের প্রান্তস্থিত এক কূপ ছিল। তিনি সেখানে আসিয়া দেখেন যে, কয়েক জন পশুপালক মেষ যূথকে জলপান করাইতেছে, দুইটি কন্যা কতকগুলি পশুসহ নিম্নভূমিতে দণ্ডায়মান আছে। তিনি তাহাদের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, "এখানে আমরা পশু যূথকে জলপান করাইতে আসিয়াছি, পশুপালকগণ আপন আপন পশুকে জলপান করাইয়া চলিয়া গেলে আমরা সেই পানাবিশিষ্ট জল স্বীয় গো-মেষদিগকে পান করাইয়া থাকি, যেহেতু কূপ হইতে জল তুলিয়া দেয় আমাদের এরূপ সহায় কেহ নাই। আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ"। সেই কন্যাদ্বয় মদয়ন নিবাসী শোআব নামক সাধু পুরুষের কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম সফুরা কনিষ্ঠার নাম সফিরা। মুসা তাহাদের মুখে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মেষপালকদিগের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তোমরা এই দুঃখিনী কন্যাদিগকে কেন ক্লেশ দাও, প্রথমতঃ তাঁহাদের পশু যূথকে জল পান করিতে দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে তাঁহারা শীঘ্র গৃহে চলিয়া যাইতে পারেন"। পশুপালকগণ বলিল, "আমরা তাহাদিগকে জল যোগাইতে পারি না, যদি তুমি সক্ষম হও এস, জল তুলিয়া দেও"। তৎক্ষণাৎ মুসা তাহাদের নিকটে আসিলেন। মেষপালকগণ তাঁহার দৃঢ় বলিষ্ঠ মূর্তি দেখিয়া সভয়ে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। যে ডোল যোগে দশ জন বলবান পুরুষ কূপ হইতে জল তুলিত, মুসাদেব আট দিন অনাহার সত্ত্বে একাকী তদ্দ্বারা জল তুলিয়া উক্ত দুই ভগিনীর মেষাদি পশুকে পান করাইলেন। কেহ কেহ বলেন, তথায় একটি কূপের মুখে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরফলক স্থাপিত ছিল, চল্লিশ জন লোকে তাহা সরাইতে পারিত। তিনি যাইয়া একাকী তাহা সরাইয়া যে ডোলযোগে চল্লিশ জনে জল তুলিত, তদ্দ্বারা জল তুলিয়া কন্যাদ্বয়ের পশু যূথকে পান করাইলেন। (ত, হো,)

† কন্যাদ্বয় সে দিন শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের পিতা শোআব সত্বর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বিশেষ বৃত্তান্ত পিতাকে জানাইলেন। তখন শোআব সফুরাকে বলিলেন, তুমি যাইয়া সেই দয়ালু পুরুষকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া আইস। তদনুসারে সফুরা যাইয়া তাঁহাকে সাদরে সঙ্গে করিয়া বাটীতে লইয়া আসিলেন। (ত, হো,)

‡ কথিত আছে, শোআব কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি তাঁহার শক্তি ও

দুই কন্যার এক জনকে এই অঙ্গীকারে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিব যে, তুমি আট বৎসর আমার দাসত্ব করিবে অনন্তর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে তোমার নিকট হইতে (প্রচুর) হইল, এবং আমি ইচ্ছা করি না যে, তোমাকে ক্লেশ দান করি, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে অবশ্য তুমি আমাকে সাধুদিগের অন্তর্গত প্রাপ্ত হইবে"। ২৭। সে বলিল, "তোমার ও আমার মধ্যে এই (অঙ্গীকার) হইল, আমি এই দুই নির্দিষ্ট কালের যে কোন একটি পূর্ণ করিব, পরে আমার প্রতি অতিরিক্ত থাকিবে না এবং আমরা যাহা বলি তদ্বিষয়ে ঈশ্বর তৎসম্বন্ধে সহায়*। ২৮। (র, ৩, আ, ৭)

অনন্তর যখন মূসা নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করিয়া আপন পরিজনসহ যাত্রা করিল, তখন তুর গিরির দিকে অগ্নি দর্শন করিল সে আপন পরিজনকে বলিল, "তোমরা বিলম্ব কর, নিশ্চয় আমি অনল দর্শন করিতেছি, ভরসা করি যে, আমি তথা হইতে তোমাদের নিকটে কোন (পথিকের) সংবাদ অথবা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ড আনয়ন করিব, হয় তো তোমরা উত্তাপ লাভ করিবে। ২৯। অনন্তর যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন দক্ষিণ প্রান্তরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে কল্যাণযুক্ত ভূমিস্থিত বৃক্ষ হইতে ধ্বনি হইল যে, "হে মূসা, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক পরমেশ্বর। ৩০।+এবং এই হে তুমি আপন যষ্টি নিক্ষেপ কর;" অনন্তর যখন সে তাহাকে দেখিল যে নড়িতেছে যেন উহা সর্প, সে পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইল ও ফিরিল না; (আমি বলিলাম), "হে মূসা, অগ্রসর হও ভয় করিও না, নিশ্চয় তুমি বিশ্বস্ত পুরুষদিগের অন্তর্গত। ৩১। তুমি স্বীয় হস্তকে স্বীয় গ্রীবাদেশে লইয়া যাও, উহা কলঙ্কশূন্য শুভ্র হইয়া বাহির হইবে, এবং সঙ্কোচভয়ে আপন বাহুকে তুমি নিজের দিকে (বক্ষে) সংযুক্ত কর; অনন্তর ফেরাওন ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের নিকটে তোমার প্রতিপালকের এই দুই নিদর্শন হয়;" নিশ্চয় তাহারা দুর্বৃত্ত দল ছিল। ৩২। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি তাহাদের একজনকে হত্যা করিয়াছি, পরে ভয় পাইতেছি যে, আমাকে তাহারা বধ করিবে। ৩৩। এবং আমার ভ্রাতা হারুন হয়, সে বাগিন্দ্রিয় অনুসারে আমা অপেক্ষা অধিক মিষ্টভাষী, অতএব তাহাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমার সত্যতা প্রতিপাদন করিবে, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে, তাহারা আমার প্রতি অসত্যারোপ করিবে"। ৩৪। তিনি বলিলেন, "অবশ্য আমি তোমার বাহুকে তোমার ভ্রাতা দ্বারা দৃঢ় করিব, এবং তোমাদের দুই জনকে বিজয় দান করিব, অনন্তর তাহারা আমার নিদর্শন সকলের জন্য তোমাদের দিকে পঁহুছিতে পারিবে না, তোমরা দুই জন ও যাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে তাহারা বিজয়ী হইবে"। ৩৫। অবশেষে যখন মূসা আমার

বিশ্বস্ততা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিলে? সফুরা বলিলেন, দশ জনে যে ডোল টানিয়া তোলে সে তাহা একাকী তুলিয়াছে ও আমার প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়াছি তিনি অতিশয় বিশ্বস্ত ও বলবান। (ত, হো,)

* অর্থাৎ পরে আমার প্রতি অতিরিক্ত থাকিবে না। অর্থাৎ আট বৎসর বা দশ বৎসর তোমার ভৃত্য হইয়া পশু চরাইব, কিন্তু ইতোধিক কাল সেবা প্রত্যাশা করিয়া আমার ভার্যাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিবে না। আমাদের কার্য আমরা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম তিনি সাক্ষী রহিলেন, তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে সাহায্য করিবেন। (ত, হো,)

+ অর্থাৎ তুমি ভীত হইও, তাহা হইলে সান্ত্বনা পাইবে। (ত, হো,)

উজ্জ্বল নিদর্শন সকলসহ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল,* তখন তাহারা বলিল, "ইহা রচিত ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে, আমরা আপন পূর্বতন পিতৃপুরুষদিগের সময়ে ইহা শুনিতে পাই নাই"। ৩৬। এবং মুসা বলিল, "আমার প্রতিপালক যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ আনয়ন করিয়াছে এবং পারলৌকিক আলয় যাহার জন্য হইবে, তাহাকে বিশেষ জানেন, নিশ্চয় অত্যাচারী লোকেরা উদ্ধার পায় না। ৩৭। ফেরওন বলিল, "হে প্রধান পুরুষগণ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে, অনন্তর হে হামান, মৃত্তিকার উপর আমার জন্য অগ্নি উদ্দীপন কর,† পরে আমার জন্য এক প্রাসাদ নির্মাণ কর, ভরসা যে, আমি মুসার উপাস্যের দিকে আরোহণ করিব, নিশ্চয় আমি তাহাকে মিথ্যাবাদীদিগের অন্তর্গত মনে করি"। ৩৮। এবং সে ও তাহার সেনাদল পৃথিবীতে অন্যায়রূপে অহঙ্কার করিল যে, আমাদের দিকে ইহাদের ফিরিয়া আসা হইবে না। ৩৯। অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার সৈন্য দলকে আক্রমণ করিলাম, পরে তাহাদিগকে নদীতে ফেলিয়া দিলাম, অবশেষে দেখ অত্যাচারীদিগের পরিণাম কেমন হইল? ৪০। এবং তাহাদিগকে আমি অগ্রণী (বিপথগামী) করিয়াছিলাম, তাহারা নরকাগ্নির দিকে (লোকদিগকে) আহ্বান করিতেছিল, কেয়ামতের দিনে তাহাদিগকে সাহায্য দান করা হইবে না। ৪১। এবং এই সংসারে আমি তাহাদের পশ্চাতে অভিসম্পাত আনয়ন করিয়াছিলাম ও কেয়ামতের দিনে তাহারা নিকৃষ্টদিগের অন্তর্গত হইবে। ৪২। (র, ৪, আ, ১৪)

এবং পূর্বতন যুগের অধিবাসীদিগকে বিনাশ করিলে পর সত্য-সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, উহা লোকদিগের জন্য প্রমাণাবলী ও উপদেশ এবং অনুগ্রহস্বরূপ হইয়াছে, ভরসা যে, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৪৩। এবং যখন আমি মুসার প্রতি প্রত্যাদেশ সম্পাদন করিয়াছিলাম, তখন তুমি (হে মোহম্মদ,) পশ্চিম প্রদেশে ছিলে না, এবং তুমি সাক্ষীদিগের অন্তর্গত ছিলে না। ৪৪। + কিন্তু আমি (মুসার পরে) অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছি, অনন্তর তাহাদের সম্বন্ধে জীবন দীর্ঘ হইয়াছে, এবং তুমি মদয়নবাসীদিগের মধ্যে অধিবাসী ছিলে না যে, তাহাদের নিকটে আমার নিদর্শন সকল পাঠ করিতে, কিন্তু আমি (বার্তাবাহকের) প্রেরক ছিলাম‡। ৪৫। এবং যখন আমি ডাকিয়াছিলাম, তখন তুমি তুর পর্বতের দিকে ছিলে না, কিন্তু তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহক্রমে (সমাগত প্রত্যাদেশে) তোমার পূর্বে যাহাদের নিকটে কোন ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হয় নাই তুমি সেই

---

* এ স্থলে নিদর্শন মুসার হস্তস্থিত যষ্টি যাহা অজগর রূপ ধারণ করে ও তাঁহার করতল যাহা শুভ্র হইয়া উঠে। (ত, জ,)

† প্রাসাদের ইষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য মৃত্তিকার উপর অগ্নি উদ্দীপন।

‡ মুসার পরবর্তী সম্প্রদায় সকলের পরে জীবন দীর্ঘ হইয়াছে, ইহার অর্থ তাহাদের পরে বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, নানা প্রাকৃতিক ঘটনাতে তাহাদের দেশ উচ্ছিন্ন হইয়াছে, এক্ষণ তাহাদের সম্বন্ধে লোকের কিছুই অভিজ্ঞতা নাই। আমি তোমাকে, হে মোহম্মদ, সেই সকল লোকের বৃত্তান্ত নূতনভাবে রটনা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি, তাহাতে লোকে বুঝিতে পারিবে যে, প্রত্যাদেশের সাহায্য ব্যতীত এ প্রকার সংবাদ কেহ প্রচার করিতে পারে না। (ত, হো,)

দলকে যেন ভয় প্রদর্শন কর, হয় তো তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে* । ৪৬ । এবং যদি ইহা না হইত যে, তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের প্রতি কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, (তাহা হইলে তাহারা কোন কথা কহিত না,) অবশেষে তাহারা বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, কেন তুমি আমাদের নিকটে কোন প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ কর নাই ? তাহা হইলে আমরা তোমার নিদর্শন সকলের অনুসরণ করিতাম, এবং বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম† । ৪৭ । অনন্তর যখন আমার নিকট হইতে তাহাদের প্রতি সত্য উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, "মুসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ কেন (এই প্রেরিত পুরুষকে) দেওয়া হইল না ?" পূর্ব্বে যাহা মুসার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কি তাহারা বিদ্রোহী হয় নাই ? তাহারা বলিয়াছিল, "পরস্পর সাহায্যকারী (মুসা ও হারুন) দুই ঐন্দ্রজালিক ;" এবং বলিয়াছিল, "নিশ্চয় আমরা প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী‡" । ৪৮ । তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) অনন্তর তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে এমন এক গ্রন্থ উপস্থিত কর যাহা সেই দুই জন অপেক্ষা অধিকতর পথ প্রদর্শক হইবে, যদি তোমরা সত্যবাদী

* কথিত আছে, মুসা পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রভু, তওরাতে কতবগুলি লোকের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতার বিষয় পাঠ করিতেছি, কাহারা সেই সকল লোক ? তাহাতে ঈশ্বর উত্তর করিলেন যে, উহারা আমার সখা মোহম্মদের মণ্ডলী । ইহা শ্রবণে মুসার ইচ্ছা হইল যে, তাহাদিগকে দেখেন । ঈশ্বর বলিলেন, এক্ষণ তাহাদের প্রকাশের সময় নয় । যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তাহাদিগের শব্দ তোমাকে শুনাইতেছি । এই বলিয়া তিনি "হে মোহম্মদীয় মণ্ডলী" বলিয়া ডাকিলেন, তাহাতে তাঁহারা নিভৃতদেশ হইতে "উপস্থিত আছি" বলিয়া উত্তর করিলেন । যখন পরমেশ্বর মুসাকে তাঁহাদের শ্রবণ করাইলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিলেন না যে, কিছু সুসংবাদ না পাইয়া তাঁহারা ফিরিয়া যান । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমার নিকটে প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি, ক্ষমা চাহিবার পূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছি । হজরতের অনুরোধে তাঁহার মণ্ডলীর এরূপ গৌরব সম্পাদিত হইয়াছে, সুতরাং পরমেশ্বর তাঁহাকে বলিতেছেন যে, যে সময়ে আমি তোমার মণ্ডলীকে ডাকিয়াছিলাম, তখন তুমি তুর পর্ব্বতে ছিলে না । (ত, হো,)

† "তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছিল" অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বে পুত্তলিকার পূজা আদি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল । শাস্তি প্রাপ্ত হইবার সময়ে তাহারা তর্ক করিতেছিল যে, স্বর্গীয় বার্ত্তাবাহক আমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করেন নাই, আমাদে দোষ নাই । ঈশ্বর বলিতেছেন যে, একারণই আমি তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিয়াছিলাম । (ত, হো,)

‡ কথিত আছে যে, কোরেশ লোকেরা ইহুদীদিগের নিকটে হজরতের প্রেরিতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল । ইহুদিগণ তাঁহার প্রেরিতত্ব স্বীকার করিয়া বলে যে, তওরাত গ্রন্থে আমরা তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি পৌত্তলিক কোরেশগণ তওরাতকেও অগ্রাহ্য করিয়া বলে, যদি মোহম্মদ পেগাম্বর তবে কেন মুসা যেরূপ হস্তে জ্যোতি প্রকাশ, যষ্টিকে অজগরে পরিণত করা ইত্যাদি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিল সেইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া সে করিতে পারে না । (ত, হো,)

হও তবে আমি তাহার (সেই গ্রন্থের) অনুসরণ করিব। ৪৯। পরিশেষে যদি তাহারা তোমাকে গ্রাহ্য না করে তবে জানিও তাহারা আপন প্রবৃত্তি সকলের অনুসরণ করে এতদ্ভিন্ন নহে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন ব্যতীত আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিপথগামী কে আছে ? নিশ্চয় পরমেশ্বর অত্যাচারী দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৫০। (র, ৫, আ, ৮)

এবং সত্য-সত্যই তাহাদের জন্য আমি ক্রমশঃ বচন (কোরআন) উপস্থিত করিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৫১। ইহার (কোরআনের) পূর্বে যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে*। ৫২। এবং যখন তাহাদের নিকটে পাঠ হয় তাহারা বলে, "আমরা ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, নিশ্চয় ইহা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (আগত) সত্য, নিশ্চয় আমরা ইহার (অবতারণের) পূর্বেই মোসলমান ছিলাম"। ৫৩। ইহারাই যে ধৈর্য ধারণ করিয়াছে ও শুভ দ্বারা অশুভকে দূরে করিতেছে, এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দান করিয়াছি তাহা ব্যয় করিয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাদিগকে দুই বার পুরস্কার দেওয়া যাইবে†। ৫৪। এবং তাহারা যখন তাহারা যখন অনর্থ বিষয় শ্রবণ করে তখন তাহা হইতে বিমুখ হয়, এবং বলে, "আমাদের জন্য আমাদের ক্রিয়া সকল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের ক্রিয়া সকল রহিয়াছে, তোমাদের প্রতি সলাম হউক, আমরা মূর্খদিগকে চাহি না"‡। ৫৫। নিশ্চয় তুমি যাহাকে প্রেম করিয়া থাক, তাহাকে পথ প্রদর্শন কর না, কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং তিনি পথপ্রাপ্তদিগকে উত্তম জ্ঞাত$। ৫৬। তাহারা বলিয়াছে, 'যদি আমরা

---

* এক দল ইহুদী হজরতের নিকটে আসিয়া এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়তের অবতারণা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, কতক জন অগ্নি উপাসক মোসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই উক্তি হইয়াছে।

† অগ্নি উপাসকগণ এসলাম ধর্মে বিশ্বাস প্রকাশ করিলে পর আবু জেহেল ও তাহার অনুচরগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত কটূক্তি করে, তাহাতে তাহারা ধৈর্য-ধারণ করিয়া বিনীতভাবে বলে যে, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করুন। এ স্থলে পরমেশ্বর তাহাদের বর্ণনা করিতেছেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ কপট লোকদিগকে কটূক্তি শ্রবণ করিয়া বিশ্বাসী লোকেরা বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্মের ফলাফল, তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মের ফলাফল, আমরা তোমাদের নিরর্থক কথার উত্তর দান করিতে ইচ্ছা করি না, তোমাদিগকে সলাম করিতেছি। (ত, হো,)

$ কথিত আছে যে, হজরত আপন পিতৃব্য আবু তালেবকে এসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে একান্ত ব্যাকুল ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুকালে শয্যার পার্শ্বে বসিয়া বলিতেছিলেন যে, পিতৃব্য, তুমি কলেমা উচ্চারণ করিয়া ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকটে পাপ-ক্ষমার অনুরোধ করিতে পারিব। আবু তালেব বলেন, বৎস তুমি যথার্থ বলিতেছ, এই মুমূর্ষু কালে আমি কোরেশ লোকদিগের ভৎসনা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। পরে আবু তালেব মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া কলেমা উচ্চারণ করেন। ঈশ্বর হজরতকে

তোমার সঙ্গে উপদেশের অনুসরণ করি তবে আমরা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইব ;” আমি কি তাহাদিগকে সেই শান্তিযুক্ত মক্কায় স্থান দান করি নাই, যথায় আমার নিকট হইতে সর্ববিধ ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে প্রেরিত হইয়া থাকে ? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না। ৫৭। এবং আপন জীবিকা বিষয়ে অমিতাচারী হইয়াছে এমন গ্রামবাসীদিগের অনেককে আমি বিনাশ করিয়াছি, পরে এই তাহাদিগের বাসস্থান, তাহাদের পরে (এ স্থানে) অল্প লোক ব্যতীত বসতি করে নাই, এবং আমি উত্তরাধিকারী হইয়াছি। ৫৮। এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) সে পর্যন্ত কোন গ্রামের বিনাশকারী হন নাই, যে পর্যন্ত (না) তিনি তাহার প্রধান নগরে তাহাদের (নগরবাসীদিগের) নিকটে আপন নিদর্শন সকল পাঠ করিতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন, এবং তাহার অধিবাসিগণ অত্যাচারী হওয়ার অবস্থা ব্যতীত আমি কোন গ্রামের সংহারক হই নাই। ৫৯। এবং যে কিছু বস্তু তোমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ফলভোগ ও তাহারই শোভা, এবং যাহা ঈশ্বরের নিকটে উহা শুভ ও নিত্য, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না ? ৬০। (র, ৬, আ, ১০)

অনন্তর যাহার সঙ্গে আমি উত্তম অঙ্গীকারে অঙ্গীকার করিয়াছি, পরে সে কি যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ফলভোগী করিয়াছি তাহার ন্যায় উহা লাভ করিবে ? তৎপর কেয়ামতের দিনে সে সমুপস্থিত লোকদিগের অন্তর্গত হইবে*। ৬১। এবং (স্মরণ কর,) যে দিবস তাহাদিগকে তিনি ডাকিবেন, পরে বলিবেন, “তোমরা যাহাদিগকে মনে করিতেছিলে আমার সেই অংশিগণ কোথায়” ? ৬২। যাহাদিগের প্রতি (শাস্তির) বাক্য নির্ধারিত হইয়াছে, তাহারা বলিবে, “হে আমাদের প্রতিপালক, ইহারাই যাহাদিগকে আমরা বিপথগামী করিয়াছি, আপনারা যেমন পথভ্রান্ত হইয়াছি তদ্রূপ ইহাদিগকেও পথভ্রান্ত করিয়াছি, এক্ষণ তোমার অভিমুখে (ইহাদিগ হইতে) বিমুখ হইতেছি, ইহারা আমাদিগকে অর্চনা করিত না”†। ৬৩। এবং বলা হইবে যে, “আপন অংশীদিগকে তোমরা আহ্বান কর ;” অনন্তর তাহাদিগকে তাহারা ডাকিবে, পরে তাহাদিগকে (আহ্বান) তাহারা গ্রাহ্য করিবে না, এবং শাস্তি দর্শন করিবে, হায় ! তাহারা যদি পথপ্রাপ্ত

বলিতেছেন যে, আমি আবু তালেব দ্বারা কলেমা উচ্চারণ করাইয়া তোমাকে আনন্দিত করিয়াছি। তুমি কাহারও পথ প্রদর্শক নও, ঈশ্বরই একমাত্র পথ প্রদর্শক। (ত, হো,)

* মহাত্মা আলি ও হম্‌জা আবু জেহালের সঙ্গে কেহ কেহ বলেন, ইয়াসরের পুত্র এমার মগয়রার পুত্র আলিদের সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছিলেন, তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঈশ্বর বলিতেছেন, যাহাদিগকে আমি পরলোকে স্বর্গবাসী ও ইহলোকে বিজয়ী করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, সেই আলি ও হম্‌জা অথবা এমার কি আবু জেহাল প্রভৃতি লোকের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে ? তাহাদিগের জন্য ইহ-পরলোকে দুঃখ-ক্লেশ পরাজয় নির্ধারিত রহিয়াছে। “তৎপর কেয়ামতের দিনে সে সমুপস্থিত লোকদিগের একজন হইবে,” অর্থাৎ শাস্তি গ্রহণের জন্য আবু জেহাল অথবা অলিদ কেয়ামতের দিনে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পৌত্তলিকদিগের কল্পিত ঈশ্বরগণ বলিবে যে, ইহারা আমাদিগকে অর্চনা করিত না, বরং আপন প্রবৃত্তির পূজা করিত। (ত, হো,)

হইত। ৬৪। এবং (স্মরণ কর,) যে দিবস তিনি তাহাদিগকে ডাকিবেন, পরে বলিবেন, "তোমরা প্রেরিত পুরুষদিগকে কি উত্তর দান করিয়াছ" ? ৬৫। অনন্তর সে দিবস তাহাদের সম্বন্ধে তত্ত্ব সকল তমসাচ্ছন্ন হইবে, পরে তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিবে না*। ৬৬। অবশেষে যাহারা অনুতাপ করিয়াছে এবং বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে আশা যে, পরে তাহারা বিমুক্ত হইবে। ৬৭। এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) যাহা ইচ্ছা হয় সৃষ্টি করেন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের জন্য ক্ষমতা নাই ; পরমেশ্বরেরই পবিত্রতা, এবং তাহারা যাহাকে অংশী করে তিনি তাহা অপেক্ষা উন্নত†। ৬৮। এবং তোমার প্রতিপালক তাহাদের অন্তর যাহা গোপন করে ও যাহা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা জানেন। ৬৯। এবং তিনিই পরমেশ্বর, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, ইহ-পরলোকে তাঁহারই কর্তৃত্ব ও তাঁহার দিকেই তোমরা প্রতিগমন করিবে। ৭০। তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি দেখিয়াছ, যদি ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত রজনী স্থায়ী করেন, ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য আছে যে, তোমাদের নিকটে জ্যোতি উপস্থিত করে ? অনন্তর তোমরা কি শ্রবণ কর না ? ৭১। তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি দেখিয়াছ, যদি ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত দিবাকে স্থায়ী করেন, ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য আছে যে, তোমাদের নিকটে রজনী আনয়ন করে যে, তাহাতে তোমরা বিশ্রাম লাভ করিবে ? অনন্তর তোমরা কি দেখিতেছ না ? ৭২। এবং তিনি আপন কৃপানুসারে তোমাদের জন্য রজনী ও দিবা সৃজন করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাতে বিশ্রাম কর ও যেন তাঁহার প্রসাদে জীবিকা অন্বেষণ কর, এবং সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে। ৭৩। এবং (স্মরণ কর,) যে দিবস তিনি তাহাদিগকে ডাকিবেন ও পরে বলিবেন, "যাহাদিগকে তোমরা মনে করিতেছিলে আমার সেই অংশিগণ কোথায় ? ৭৪। এবং প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে আমি সাক্ষী বাহির করিয়া লইব, পরে বলিব, "তোমরা স্বীয় প্রমাণ উপস্থিত কর," অনন্তর তাহারা জানিবে যে, ঈশ্বরের পক্ষেই সত্য আছে, এবং তাহারা যাহা (যে অসত্য) কল্পনা করিতেছিল উহা তাহাদিগ হইতে বিলুপ্ত হইবে। ৭৫। (র, ৭, আ, ১৫)

নিশ্চয় কারুণ মুসার সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল, পরে সে তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবং তাহাকে আমি এই পরিমাণ ধনপুঞ্জ দান করিয়াছিলাম যে, তাহার কুঞ্জিকা সকল এক দল বলবান্ লোকের ভারবহ হইত. (স্মরণ কর,) যখন তাহার সম্প্রদায় তাহাকে বলিল, "তুমি আমোদ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর আমোদকারী-

* "পরে তাহারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিবে না" অর্থাৎ যখন ঈশ্বর কাফের-দিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা প্রেরিত পুরুষদিগের কথার কি উত্তর দান করিয়াছ ? তখন ভয়ে তাহারা প্রেরিতপুরুষগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা ভুলিয়া যাইবে, যুক্তি-প্রমাণ সকল বিস্মৃত হইবে, এবং কি উত্তর দান করিব, এরূপ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পরমেশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কোন হেতু ও প্রতিবন্ধক তাহার বাধা দিতে পারে না, তাঁহারই পূর্ণ কর্তৃত্ব। যিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই বিধি প্রচারের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন। আবুজেহাল ও অলিদ প্রভৃতি কোন কাফেরের ক্ষমতা নাই যে, কাহাকেও প্রেরিতত্ব পদে বরণ করে। (ত, হো,)

দিগকে প্রেম করেন না* । ৭৬ । পরমেশ্বর পারলৌকিক গৃহের যাহা তোমাকে দান করিয়াছেন তুমি তাহাতে (কল্যাণ) অন্বেষণ করিতে থাক ও সংসারের আপন তুমি ভুলিও না, এবং ঈশ্বর তোমার প্রতি যেমন হিতসাধন করিয়াছেন তুমি তদ্রূপ হিতসাধন কর ও জগতে উপপ্লব অন্বেষণ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর উপপ্লবকারী-দিগকে প্রেম করেন না"+ । ৭৭ । সে বলিল, "আমার সন্নিধানে যে জ্ঞান আছে তজ্জন্য এই (ধন) আমাকে দেওয়া হইয়াছে ইহা ভিন্ন নহে", সে কি জানে না যে, পরমেশ্বর তাহার পূর্বে অনেক দলকে যে তাহারা শক্তি অনুসারে তাহা অপেক্ষা প্রবলতর ও জনা অনুসারে অধিকতর ছিল নিশ্চয় বিনাশ করিয়াছেন, এবং অপরাধি-গণ আপন অপরাধ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে না‡ । ৭৮ । অনন্তর সে আপন সজ্জাতে স্বজাতির নিকটে বাহির হইল, যাহারা পার্থিব জীবন আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল তাহারা বলিল, "হায়! কারূণকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে তদ্রূপ যদি আমাদের হইত! নিশ্চয় সে মহাভাগ্যশীল"$ । ৭৯ । এবং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা বলিল, "তোমাদের প্রতি আক্ষেপ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্ম করিয়াছে তাহার জন্যই ঈশ্বরের উত্তম পুরস্কার হয়, এবং সহিষ্ণু লোকদিগকে ভিন্ন তাহাতে সংযোগ করা হয় না" । ৮০ । অনন্তর আমি তাহাকে ও তাহার গৃহকে ভূমিতে প্রোথিত করিলাম, পরে ঈশ্বর ব্যতীত তাহার জন্য কোন দল ছিল না যে, তাহাকে সাহায্য দান করে, এবং সে প্রতিশোধকারীদিগের অন্তর্গত ছিল না§ । ৮১ । এবং যাহারা তাহার পদ কামনা করিতেছিল, তাহারা পরদিন

* মুসার সময়ে কারূণ নামক একজন মহা ধনশালী লোক ছিল, তাহার ধনাধার সকলের কুঞ্জিকা এত অধিক ছিল যে, চল্লিশ জন বলবান্ লোকের পক্ষে গুরুভার ছিল। কেহ কেহ বলেন, ষাটটি উষ্ট্র কুঞ্জিকাপুঞ্জ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সহস্রগুণে চারি লক্ষ ও চল্লিশ সহস্র ভাণ্ডার রজত কাঞ্চনে পূর্ণ ছিল। "ঈশ্বর আমোদ-কারীদিগকে প্রেম করেন না," অর্থাৎ পার্থিব সম্পত্তির দ্বারা যাহারা আমোদ করে ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রেম করেন না। (ত, হো,)

+ অর্থাৎ পারলৌকিক কল্যাণ লাভের জন্য ঈশ্বরোদ্দেশে তুমি আপন ধন ব্যয় কর, সংসারের আপন অংশ তুমি ভুলিও না", অর্থাৎ ইহলোক হইতে প্রস্থানের সময়ে তোমার অংশ কফন (শবাচ্ছাদন) মাত্র থাকিবে, তাহা তুমি ভুলিও না, সে অবস্থাকে চিন্তা করিও, ধনৈশ্বর্যে অহঙ্কারী হইও না। (ত, হো)

‡ "অপরাধিগণ আপন অপরাধ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে না", অর্থাৎ ঈশ্বর তাহাদের মুখ দেখিয়াই চিনিয়া লইবেন, কেয়ামতের দিন তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবেন না, তিনি সমুদায় জানেন। তখন অগণ্য পাপী নরকে যাইবে। (ত, হো,)

$ কারূণ শনিবার দিন স্বজাতির নিকটে বাহির হইয়াছিল, সে শুভ্র উষ্ট্রোপরি স্বর্ণময় আসনে বিচিত্র লোহিত বসনে আচ্ছাদিত হইয়া উপবিষ্ট ছিল। এই ভাবে চারি সহস্র লোক, কেহ কেহ বলে নব্বই সহস্র লোক উষ্ট্রারোহণে তাহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল। উষ্ট্রারূঢ়া লোহিতবসনা সুসজ্জিতা সহস্র কিঙ্করী তাহার সঙ্গে ছিল। (ত, হো,)

§ মুসাদেবের প্রতি কারূণের ভয়ানক হিংসা ও শত্রুতা ছিল। অনুক্ষণ সে তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা করিত। সকলে ধর্মার্থ দান করিবে,

প্রত্যূষে (আগমন করিল,) বলিতে লাগিল, "আশ্চর্য যে ঈশ্বর আপন দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহার প্রতি জীবিকা উন্মুক্ত ও সংকুচিত করিয়া থাকেন, যদি আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বর হিত সাধন না করিতেন, তবে নিশ্চয় তিনি আমাদিগকে প্রোথিত করিতেন, আশ্চর্য যে, ধর্মবিদ্বেষিগণ উদ্ধার পাইবে না"। ৮২। (র, ৮, আ, ৭)

ঈশ্বরের এই আদেশ মুসার প্রতি অবতীর্ণ হইল। মুসা ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে কারুণকে বলিলেন যে, প্রত্যেক সহস্র মুদ্রায় তোমাকে এক মুদ্রা দান করিতে হইবে। কারুণ হিসাব করিয়া দেখিল যে, তাহাতে প্রচুর মুদ্রা হস্তচ্যুত হয়। তখন কৃপণতা তাহাকে বাধা দিল। সে কতিপয় উন্নত এস্রায়িলকে ডাকিয়া বলিল, মুসা যখন যাহা বলিয়াছে তোমরা তাহা পালন করিয়াছ, এক্ষণ দেখিলে তোমাদের ধন-সম্পত্তি হরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। তাহারা কহিল, তুমি আমাদের দলপতি, তুমি কি আজ্ঞা কর? সে বলিল, আমি ইচ্ছা করি যে, তাহাকে সাধারণের নিকটে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করিব, তাহা হইলে অপর লোকে তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। অনন্তর সে সবজা নাম্নী এক ব্যভিচারিণী নারীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া এই অঙ্গীকারে বদ্ধ করিল যে, সে সাধারণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিবে যে, মুসা তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছে। পর দিন মুসাদেব কারুণের সাক্ষাতে এরূপ নিষেধ বিধি প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি চুরি করিবে, তাহার হস্তচ্ছেদন করা যাইবে, যে জন ব্যভিচার করিবে অবিবাহিত হইলে তাহাকে বেত্রাঘাতে আহত ও বিবাহিত হইলে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করা হইবে। এই কথা শুনিয়াই কারুণ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, যদি তোমার নিজের এই অপরাধ হয় তবে কেমন হইবে? মুসা বলিলেন, হাঁ আমি অপরাধী হইলেও এই শাস্তি পাইব। কারুণ বলিল, এস্রায়িল বংশীয় লোকেরা মনে করিতেছে যে, তুমি অমুক নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছ। মুসা বলিলেন, ঈশ্বরের আশ্রয় লইতেছি, এ কি ভয়ানক কথা, তুমি সেই স্ত্রীকে উপস্থিত কর। তৎপর সবজা সভায় উপস্থিত হইল। মুসা বলিলেন, সেই ঈশ্বরের শপথ, যিনি সাগরকে বিভক্ত ও তওরাত অবতারণ করিয়াছেন, যথার্থ বলিও। তখন ঈশ্বরের প্রতি নারীর ভয় জন্মিল। সে বলিল, দেব, এই কারুণ তোমার সম্বন্ধে অপবাদ রটনা করিবার জন্য বহু মুদ্রা আমাকে উৎকোচ দিয়াছে, আমি ঘোর কলঙ্কিনী পাপীয়সী, আমি কেমন করিয়া তোমার প্রতি কলঙ্কারোপ করিব। এই দেখ কারুণের মোহরাঙ্কিত মুদ্রাপূর্ণ দুই মুদ্রাধার আমার নিকটে আছে। এস্রায়িল বংশীয় লোকেরা মুদ্রাধারে কারুণের মোহর দেখিয়া তাহার প্রতারণা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিল। তখন মুসা দেব ভূমিতলে মস্তক স্থাপন করিয়া স্বীয় প্রভুর নিকটে কারুণের সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন, মৃত্তিকাকে তোমার আজ্ঞাধীন করিলাম, তুমি যাহা বলিবে সে তাহা পালন করিবে। তখন মুসা বলিলেন, হে লোক সকল, ফেরওনের প্রতি আমি যেমন প্রেরিত হইয়াছিলাম, তদ্রূপ কারুণের প্রতিও প্রেরিত হইয়াছি। যাহারা কারুণের সঙ্গে আছে, তাহাদিগকে বল যেন স্বস্থানে স্থির থাকে, এবং যাহারা আমার সঙ্গে আছে তাহারা এক পার্শ্বে চলিয়া যাউক। সমুদায় বনি-এস্রায়িল সভাস্থল হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, দুই জন মাত্র কারুণের সঙ্গে স্থিতি করিল। তৎক্ষণাৎ ভূমি তাহাদের চরণ জানু

পারলৌকিক আলয়, যাহারা পৃথিবীতে উচ্চতা ও উপপ্লব আকাঙ্ক্ষা করে না আমি তাহাদের জন্য ইহা নির্ধারণ করিতেছি, এবং ধর্মভীরুদিগের জন্যই (শুভ) পরিণাম*। ৮৩। যে ব্যক্তি শুভ আনয়ন করে পরে তাহার জন্য তদপেক্ষা অধিক মঙ্গল হয়, এবং যাহারা অশুভ আনয়ন করে, অনন্তর সেই অশুভকারী-দিগকে তাহারা যাহা করিতেছিল তদনুরূপ ভিন্ন বিনিময় দেওয়া যাইবে না†।৮৪। নিশ্চয় যিনি তোমার প্রতি কোরআন নির্ধারণ করিয়াছেন, অবশ্য তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্তন ভূমির দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, যে ব্যক্তি ধর্মা-লোকসহ আসিয়াছে ও যে জন স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে আছে, তুমি বল, আমার প্রতিপালক তাহাদিগকে উত্তম জানেন‡। ৮৫। এবং তোমার প্রতিপালকের কৃপা ব্যতীত তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতারিত হইবে তুমি আশা করিতেছিলে না, অনন্তর তুমি কখনও কাফেরদিগের সাহায্যকারী হইও না। ৮৬। এবং তোমার প্রতি অবতারিত হওয়ার পর ঈশ্বরের নিদর্শনসকল হইতে তোমাকে তাহারা নিবৃত্ত করিতে পারিবে না, এবং আপন প্রতিপালকের দিকে তুমি (লোকদিগকে) আহ্বান করিতে থাক ও তুমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত হইও না। ৮৭। ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য উপাস্যকে কখনও ডাকিও না, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন সমুদায় বস্তুই বিনশ্বর, তাঁহারই কর্তৃত্ব ও তাঁহার দিকেই তোমরা প্রতিগমন করিবে। ৮৮। (র, ৯, আ, ৮)

পর্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল ; তাহারা আর্তনাদ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিল, কোন ফল দর্শিল না। মুসা বলিতেছিলেন যে ইহাদিগকে গ্রাস কর, তৎপর ক্রমে ক্রমে তাহাদের কটীদেশ ও গ্রীবা পর্যন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। অনেক ক্রন্দন ও বিলাপ করিল, কিছু ফল হইল না। পরে সর্বাঙ্গ ভূগর্ভে প্রোথিত হইল। অবশেষে মুসার ইচ্ছানুসারে কারুণের সমুদায় গৃহ অট্টালিকা ধন-সম্পত্তি ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল। (ত, হো,)

* যাহারা শুদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ মানবীয় ভাব হইতে যাঁহাদের আত্মা মুক্ত হইয়াছে, যাঁহারা এই নরলোকে উচ্চতার অভিলাষী নহেন, অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে চাহেন না, একমাত্র ঈশ্বরেতে দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখিয়া অন্য কিছুরই প্রতি আকৃষ্ট নহেন, ইহলোক-পরলোক বিশ্বাধিপতির হস্তে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই এই পারলৌকিক প্রসন্নতার আলয়। (ত, হো,)

† যে ব্যক্তি শুভ কর্ম করে তাহার দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে, যে জন পাপ করে সে তাহার অনুরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হয়। (ত, হো,)

‡ এই আয়াত মদীনা প্রস্থানের সময় অবতীর্ণ হয়। পরমেশ্বর হজরতকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলেন যে, তুমি পুনর্বার মক্কাতে আসিতে পারিবে। তাহাতে তিনি পূর্ণ জয় লাভ করিয়া সুন্দররূপে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। (ত, ফা,)

সূরা অন্‌কবুত*

ঊনবিংশ অধ্যায়

৬৯ আয়াত, ৭ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ঈশ্বর সূক্ষ্ম ও মহিমান্বিত†। ১। লোকে কি মনে করে "আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম" এই যে তাহারা বলিয়া থাকে তাহাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহারা পরীক্ষিত হইবে না‡? ২। এবং সত্য-সত্যই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, অনন্তর যাহারা সত্য বলে অবশ্য ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রকাশ করিবেন এবং মিথ্যাবাদীদিগকে অবশ্য প্রকাশ করিবেন$। ৩।

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† "আলম্মা" পদের আ, ল, ম, এই তিন বর্ণের সাংকেতিক তিন অর্থ ঈশ্বর, সূক্ষ্ম ও মহিমান্বিত অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, আমি ঈশ্বর, আমার সেবাতে অভিনিবিষ্ট হও, আমি সূক্ষ্ম, আমার অর্চনায় প্রেমের ত্রুটি করিও না, আমি মহিমান্বিত, অন্য কাহাকে মহিমান্বিত করিও না। (ত, হো,)

‡ 'অর্থাৎ আমি বিশ্বাসী হইয়াছি', এই বলিয়া লোকে কি মনে করে যে, শাস্ত্রীয় নিষেধ বিধি বিষয়ে তাহারা পরীক্ষিত হইবে না, বা ধন ও জীবনে কিংবা নির্বাসন ও ধর্মযুদ্ধেতে পরীক্ষিত হইবে না? এই আয়াতের উদাহরণস্থল মক্কানিবাসী কতিপয় মোসলমান হইয়াছিলেন। তাহাদের পক্ষে স্বদেশ ও স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া দুষ্কর হইয়াছিল। যে সকল মোসলমান মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহারা মদীনা হইতে মক্কানগরস্থিত উক্ত মোসলমানদিগকে বলিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে, মক্কায় অবস্থান করিলে তোমাদের ধর্ম পূর্ণতা লাভ করিবে না, শীঘ্র মদীনায় চলিয়া আইস। তৎপর কেহ কেহ মদীনা প্রস্থানের সংকল্প করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কাফের লোকেরা সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে বলপূর্বক পথ হইতে ফিরাইয়া লইয়া আইসে। তখন পরমেশ্বর তাহাদের সান্ত্বনার জন্য এই আয়াত প্রেরণ করেন। যথা, তোমাদের মনে করা উচিত নয় যে, বিপদ পরীক্ষার আক্রমণ ব্যতীত ধর্মবল প্রকৃতভাবে উপার্জিত হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, মহাত্মা ওমরের মহাজন্না নামক এক দাস বদরের যুদ্ধে এমার হজরমীর শরাঘাতে নিহত হইয়াছিল। হজরত প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি ধর্মযুদ্ধে নিহত বিশ্বাসীদিগের অগ্রগামী হইবে। মহাজন্নার পিতা-মাতা তাহার মৃত্যুতে অত্যন্ত আকুল হইয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। তখন পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করিলেন যে, পরীক্ষা বিপদ্ ভিন্ন বিশ্বাসানুসারে কোন কার্য সাধন হইতে পারে না। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ পরমেশ্বর সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এই দুই দলকে লোকের নিকটে

যাহারা অধর্ম করিয়া থাকে, তাহারা কি মনে করে যে, মন্দ বিষয়ে তাহারা যে যে আদেশ করে উহা আমার উপর জয়লাভ করিবে? ৪। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারের আশা রাখে, পরে নিশ্চয় ঈশ্বরের (সম্মিলনের) নির্ধারিত কাল (তাহাদের নিকটে) উপস্থিত হইবে, এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৫। এবং যে ব্যক্তি জেহাদ করে অনন্তর সে আপন জীবনের জন্য জেহাদ করিয়া থাকে এতদ্ভিন্ন নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর জগদ্বাসীদিগের (সেবা সম্বন্ধে) নিষ্কাম। ৬। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্ম করিয়াছে অবশ্য আমি তাহাদিগ হইতে তাহাদের অপরাধসকল দূর করিব, এবং তাহারা যাহা করিতেছিল অবশ্য আমি তাহার অত্যুত্তম পুরস্কার তাহাদিগকে দান করিব*। ৭। এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আমি মনুষ্যকে আদেশ করিয়াছি, এবং যদি তাহারা তোমার সম্বন্ধে চেষ্টা করে যে বস্তুতে (ঈশ্বরত্বে) তোমার জ্ঞান নাই আমার সঙ্গে তুমি তাহার অংশীত্ব স্থাপন কর তবে তাহাদিগের আজ্ঞা পালন করিও না, আমার দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছিলে তদ্বিষয়ে আমি (কেয়ামতে) তোমাদিগকে সংবাদ দান করিব†। ৮। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, অবশ্য আমি তাহাদিগকে সাধুমণ্ডলীতে প্রবেশ করাইব। ৯। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ আছে যে, বলিয়া থাকে, "আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি", অনন্তর যখন তাহারা ঈশ্বরের পথে উৎপীড়িত হয় তখন লোকের প্রপীড়নকে পরমেশ্বরের শাস্তি-স্বরূপ গণ্য করে, এবং যদি তোমার প্রতিপালক হইতে (হে মোহম্মদ,) আনুকূল্য উপস্থিত হয়, তবে বলিয়া থাকে, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম" জগদ্বাসীদিগের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর কি তাহার উত্তম জ্ঞাতা নহেন‡? ১০। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে অবশ্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে জ্ঞাত আছেন, এবং অবশ্য তিনি কপটদিগকে জ্ঞাত আছেন। ১১। এবং কাফের লোকেরা বিশ্বাসীদিগকে বলিয়াছে যে, "তোমরা আমাদিগের পথের অনুসরণ কর, এবং সম্ভবতঃ আমরা তোমাদের অপরাধসকল বহন করিব," এবং তাহারা তাহাদিগের অপরাধের কিঞ্চিন্মাত্র বহনকারী নহে, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। ১২। এবং একান্তই তাহারা আপনাদের ভার

প্রকাশ করিবেন, অথবা তাহাদিগকে সত্যাচরণ ও অসত্যাচরণের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি বিধান করিবেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, তাহাদের বিশ্বাসের গুণে আমি তাহাদিগের সৎক্রিয়ার প্রচুর পুরস্কার দান করিব, এবং পাপ ক্ষমা করিব। (ত, ফা,)

† কথিত আছে যখন আবু ওকাসের পুত্র সাদ এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন তাঁহার মাতা আবুসুফিয়ানের কন্যা হমনা শপথ করিয়া পুত্রকে বলিল, যে পর্যন্ত না তুমি মোহম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর সে পর্যন্ত আমি সূর্যোত্তাপ হইতে ছায়ায় আশ্রয় লইব না, কিছুই আহার করিব না। সাদ হজরতের নিকটে যাইয়া এ বিষয় নিবেদন করেন, তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যেমন ঈশ্বরের শাস্তিভয়ে অধর্ম পরিত্যাগ করা আবশ্যক, তদ্রূপ কপট লোকেরা প্রপীড়িত হইয়া লোকভয়ে ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কখনও যুদ্ধে জয়লাভ হইলে লুণ্ঠিত সামগ্রীর অংশ পাইবার উদ্দেশে বলে, আমরাও তোমাদের সঙ্গে সমরে যোগ দিয়াছিলাম। (ত, হো,)

ও আপনাদের ভারের সঙ্গে (অন্যের) ভার বহন করিবে, তাহারা যে অসত্য বলিতেছিল কেয়ামতের দিনে অবশ্য তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইবে*। ১৩। (র, ১, আ, ১৩)

এবং সত্য-সত্যই আমি নূহাকে তাহার মণ্ডলীর প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম অনন্তর সে তাহাদিগের মধ্যে নয় শত পঞ্চাশ বৎসর স্থিতি করিয়াছিল, পরে জলপ্লাবন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহারা অত্যাচারী ছিল†। ১৪। অবশেষে আমি তাহাকেও নৌকাধিরূঢ় লোকদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে (নৌকাকে) সমস্ত জগতের জন্য এক নিদর্শন করিয়াছিলাম। ১৫। এবং এব্রাহিমকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম), যখন সে আপন মণ্ডলীকে বলিল, "তোমরা ঈশ্বরকে অর্চনা কর ও তাঁহাকে ভয় করিতে থাক, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ তবে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ। ১৬। তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রতিমা সকলকে অর্চনা করিতেছ ও অসত্য রচনা করিয়া থাক এতদ্ভিন্ন নহে, নিশ্চয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে অর্চনা কর তাহারা তোমাদিগকে জীবিকা দানে সমর্থ নহে, অনন্তর তোমরা ঈশ্বরের নিকটে জীবিকা অন্বেষণ করিতে থাক ও তাঁহাকে অর্চনা কর, এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও, তাঁহার দিবেই তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ১৭। যদি তোমরা (হে লোকসকল,) অসত্যারোপ কর, তবে (জানিও) নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী মণ্ডলী সকলও অসত্যারোপ করিয়াছিল, এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার ভিন্ন (অন্য কার্য নহে)‡। ১৮। তাহারা কি দেখে নাই যে, ঈশ্বর কেমন করিয়া প্রথমে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তৎপর তিনি তাহা পুনর্বার করিবেন? নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ১৯। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে থাক, পরে দেখ কেমন করিয়া তিনি প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর ঈশ্বর সেই সৃষ্টিকে পুনর্বার সৃজন করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী$। ২০।

---

* অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে কপট লোকেরা আপনাদের অপরাধের ভারের সঙ্গে যাহাদিগকে তাহারা বিপথগামী করিয়াছে তাহাদের অপরাধের ভারও বহন করিবে। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, মহাপুরুষ নূহা চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রেরিতত্ব পদ লাভ করিয়া নয় শত পঞ্চাশ বৎসর সাধারণের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন। জলপ্লাবনের পর ষাট বৎসর জীবিত ছিলেন। স্থলান্তরে উক্ত হইয়াছে যে চতুর্দশ শত বৎসর নূহার বয়ঃক্রম ছিল, কেহ কেহ বলেন, তিনি এতদপেক্ষা অধিককাল জীবিত ছিলেন। এই আয়াত হজরতের সান্ত্বনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে, যেহেতু নূহা নয় শত পঞ্চাশ বৎসর দুঃসহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি যখন এতাধিক কাল অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তখন হজরতকেও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইবে। (ত, হো,)

‡ প্রেরিত পুরুষ নূহা, লূত ও সালেহের প্রতি তাহাদের সম্প্রদায় অসত্যারোপ করিয়াছিল, তাহাদের অসত্যারোপে উক্ত প্রেরিত পুরুষদিগের কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং তাহারাই আপন আপন দুশ্চেষ্টার জন্য বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছিল, সকলে ঐহিক পারত্রিক শাস্তি লাভ করিয়াছিল। অতএব অসত্যারোপে ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ হজরত মোহম্মদের কি অনিষ্ট হইতে পারে! (ত, হো)

$ ন্যায়ানুসারে ঈশ্বর কর্তৃক শাস্তি দান ও তাঁহার প্রসন্নতায় তৎকর্তৃক দয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন ন্যায় ব্যবহার করিয়া

তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দিবেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন দয়া করিবেন, এবং তাঁহার দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। ২১। এবং তোমরা (হে লোকসকল,) পৃথিবীতে ও স্বর্গেতে (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নও, এবং ঈশ্বর ভিন্ন তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই। ২২। (র, ২, আ, ৩৯)

এবং যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শনসকল ও তাঁহার সাক্ষাৎকারী সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়াছে তাহারাই আমার দয়াতে নিরাশ হইয়াছে, এবং তাহারাই, যে তাহাদের জন্য ক্লেশকরী শাস্তি আছে। ২৩। অনন্তর তাহার (এব্রাহিমের) সম্প্রদায়ের "তাহাকে বধ কর অথবা তাহাকে দগ্ধ কর" বলা ভিন্ন উত্তর ছিল না, পরে পরমেশ্বর তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, বিশ্বাসীদলের জন্য নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন-সকল আছে। ২৪। এবং সে বলিয়াছিল, তোমরা পার্থিব জীবনের প্রতি প্রেম থাকাবশতঃ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আপনাদের মধ্যে প্রতিমা সকলকে গ্রহণ করিয়াছ এতদ্ভিন্ন নহে, তৎপর পুনরুত্থানের দিন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে অগ্রাহ্য করিবে ও তোমরা পরস্পর-পরস্পরকে অভিশাপ দিবে, এবং তোমাদের বাসভূমি অগ্নি হইবে ও তোমাদের জন্য সাহায্যকারী নাই। ২৫। অনন্তর তাহার সম্বন্ধে লূত বিশ্বাস স্থাপন করিল ও বলিল, "নিশ্চয় আমি আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগকারী, নিশ্চয় তিনি বিজেতা ও বিজ্ঞাতা"*। ২৬। এবং আমি তাহাকে এস্হাক ও ইয়কুব (পুত্রদ্বয়) দান ও তাহার বংশের মধ্যে প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ নির্ধারণ করিয়াছি, এবং ইহলোকে তাহাকে তাহার পুরস্কার দিয়াছি ও নিশ্চয় সে পরলোকে সাধুদিগের অন্তর্গত†। ২৭। এবং লূতকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম,) যখন সে আপন দলকে

তাহাকে আপন সন্নিধান হইতে দূর করিয়া থাকেন, যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় দয়া করিয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করেন। বস্তুতঃ দুশ্চরিত্রতার জন্য শাস্তি ও সচ্চরিত্রতার জন্য কৃপাবিধান হয়। কোন কোন সাধক বলেন, সংসারাসক্তি ও সংসার বিরাগ বা লোভ ও সহিষ্ণুতা কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা ও ধর্মবিধির অধীনতা অথবা আন্তরিক বিক্ষিপ্ততা ও আন্তরিক যোগ অনুসারে শাস্তি ও করুণা প্রকাশ হইয়া থাকে। (ত, হো.)

* যখন মহাপুরুষ এব্রাহিম পাষণ্ড রাজা নোমরুদ কর্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও দগ্ধ হইলেন না, তখন তাঁহার ভাগিনেয় লূত (কেহ কেহ বলেন লূত ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন) ও পিতৃব্য কন্যা সারা তাঁহার প্রেরিতত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন। এব্রাহিম লূত ও সারাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। তিনি বিদেশে যাত্রা করিলে লূত ও সারা তাঁহার সঙ্গী হন। তাঁহারা প্রথমতঃ নজরান নামক স্থানে আগমন করেন, তৎপর শামদেশে উপস্থিত হন। এব্রাহিম ফলসতিনে (পেলেষ্টাইনে) অবস্থিতি করেন। লূত মওতফকা নামক স্থানে চলিয়া যান। এব্রাহিম সারার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাজেরা নাম্নী এক কন্যা সারার পরিচারিকা ছিলেন, পরে তাঁহাকেও এব্রাহিম পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এব্রাহিমের পঁচাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে হাজেরার গর্ভে এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম এস্মায়িল। যখন মহাপুরুষ এব্রাহিমের একশত বার বৎসর বা একশত বিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন ঈশ্বর প্রসাদে তিনি এস্হাক নামক পুত্র লাভ করেন। (ত, হো,)

† ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি এব্রাহিমের বৃদ্ধাবস্থায় তাহার বৃদ্ধা পত্নীর গর্ভে

বলিল, "নিশ্চয় তোমরা এমন দুষ্কর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে জগদ্বাসী কোন লোক করে নাই। ২৮। তোমরা কি নিশ্চয় (কামভাবে) পুরুষদিগের নিকটে উপস্থিত হও ও পথে দস্যুবৃত্তি কর, এবং আপনাদের সভাতে তোমরা অবৈধ কর্ম করিয়া থাক? অনন্তর "যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও তবে ঈশ্বরের শাস্তি আমাদের নিকটে আনয়ন কর" বলা ভিন্ন তাহার দলের উত্তর ছিল না*। ২৯। সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, বিপ্লবকারী দলের উপর আমাকে তুমি সাহায্য দান কর"। ৩০। (র, ৩, আ, ৭)

এবং যখন আমার প্রেরিত পুরুষগণ এব্রাহিমের নিকটে সুসমাচার সহ উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল, "নিশ্চয় আমরা সেই গ্রামবাসীদিগের হত্যাকারী, নিশ্চয়ই তাহার অধিবাসিগণ অত্যাচারী হয়"। ৩১। সে বলিল, "নিশ্চয় তথায় লুত আছে;" তাহারা বলিল, "তথায় যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা উত্তম জ্ঞাত, তাহার ভার্যা ব্যতীত তাহাকে ও তাহার পরিজনকে অবশ্য আমরা রক্ষা করিব, সে (নারী) অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে থাকিবে†। ৩২। এবং যখন আমার প্রেরিত পুরুষগণ লুতের নিকটে আগমন করিল, তখন সে আক্রমণের ভয়ে তাহাদের জন্য দুঃখিত হইল ও তাহাদের জন্য অন্তরে সঙ্কুচিত হইল, এবং তাহারা বলিল, "ভয় করিও না ও দুঃখ করিও না, নিশ্চয় আমরা তোমার ও তোমার ভার্যা ব্যতীত তোমার পরিজনের রক্ষক হইব, সে অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে থাকিবে। ৩৩। নিশ্চয় আমরা তাহারা যে দুষ্কর্ম করিতেছে, তজ্জন্য এই গ্রামবাসীদিগের উপর আকাশ হইতে শাস্তির অবতারণকারী। ৩৪। এবং সত্য-সত্যই

পুত্র সন্মান প্রদান করিয়াছি। তাঁহারই বংশে ক্রমান্বয়ে ধর্মপ্রবর্তকদিগকে পাঠাইয়াছি ও ধর্মগ্রন্থ দান করিয়াছি; এবং তাঁহাকে সকলের প্রিয় ও আদরণীয় করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্বন্ধ। এব্রাহিম অত্যন্ত আতিথেয় ছিলেন, তিনি অতিথিশালার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রাখিতেন। কথিত আছে যে, সেই অতিথিশালা এক্ষণও বিদ্যমান। সাধারণ লোক তাহাতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই ইহলোকে পুরস্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (ত, হো,)

* "আপনাদের সভাতে তোমরা অবৈধ কর্ম করিয়া থাক" অর্থাৎ তোমরা সভাস্থলে এমন কুক্রিয়াসকল কর যাহা জ্ঞানী ধার্মিক লোকদিগের নিকটে নিতান্ত ঘৃণিত। যথা—গালি দান, লজ্জাজনক বিষয় লইয়া আমোদ করা, শিস্ দেওয়া, পরস্পরের প্রতি ঢিল ছুড়িয়া ফেলা, সুরা পান করা, গীতবাদ্য করা এবং পরিব্রাজকদিগকে উপহাস করা ইত্যাদি। লুত বলিলেন, এ সকল দুষ্কর্ম তোমরা করিয়া থাক, এ জন্য তোমরা শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তাহারা বলিল, এ সমস্ত কার্য আমরা পরিত্যাগ করিব না, তুমি যদি সত্যবাদী হও ও যদি ঈশ্বর থাকে, এবং তুমি তাঁহার প্রেরিত হও, তবে ঈশ্বরকে বল যেন শাস্তি প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যখন এই গ্রামে ঈশ্বর শাস্তি প্রেরণ করিবেন, তখন লুত স্বজনবর্গ সহ গ্রাম হইতে চলিয়া যাইবেন, কেবল তাঁহার স্ত্রী তথায় সেই দুরাচার লোকদিগের মধ্যে বাস করিবে ও তাহাদের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। (ত, হো,)

আমি জ্ঞানবানে এমন দলের জন্য উহার উজ্জ্বল নিদর্শন রাখিয়াছি*। ৩৫। এবং মদয়নবাসীদিগের দিকে তাহাদের ভ্রাতা শোঅবকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম,) অনন্তর সে বলিয়াছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ঈশ্বরকে অর্চনা করিতে থাক ও অন্তিম দিবসের প্রতি আশা রাখ, এবং ধরাতলে উপপ্লবকারিরূপে ভ্রমণ করিও না"। ৩৬। পরে তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিল, অনন্তর তাহাদিগকে ভূমিকম্প আক্রমণ করিল, অবশেষে তাহারা আপনাদের গৃহে প্রত্যূষে জানুর উপর মৃত পড়িয়া রহিল। ৩৭। এবং আদ ও সমুদ জাতিকে (আমি সংহার করিয়াছিলাম,) নিশ্চিত তোমাদের জন্য তাহাদিগের কোন কোন গৃহ প্রকাশিত আছে, এবং শয়তান তাহাদের জন্য তাহাদের ক্রিয়াসকলকে সজ্জিত করিয়াছিল, অনন্তর তাহাদিগকে (ধর্ম) পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল, এবং তাহারা (তৎসমুদায়ের) দর্শক ছিল†। ৩৮। এবং কারূণ ও ফেরওন ও হামানকে (সংহার করিয়াছি), এবং সত্য-সত্যই মূসা তাহাদের নিকটে প্রমাণসকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, অনন্তর তাহারা পৃথিবীতে গর্ব করিল, এবং অগ্রসর হইল না। ৩৯। পরিশেষে প্রত্যেককে আমি তাহাদের অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলাম, পরে তাহাদের কেহ ছিল যে, তাহার প্রতি আমি প্রস্তর বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম ও তাহাদের কেহ ছিল যে, তাহাকে ঘোর নিনাদে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহাদিগের কেহ ছিল যে, আমি তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়াছিলাম ও তাহাদের কেহ ছিল যে, আমি তাহাকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম, এবং ঈশ্বর তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন (এরূপ) ছিলেন না, কিন্তু তাহারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। ৪০। যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্যকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের অবস্থা উর্ণনাভের অবস্থার তুল্য, সে গৃহ (জাল) রচনা করে, এবং নিশ্চয় উর্ণনাভের আলয়, আলয় সকলের মধ্যে ক্ষীণতর, যদি তাহারা জানিত (উত্তম ছিল)‡। ৪১। নিশ্চয় ঈশ্বর, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যে কোন পদার্থকে আহ্বান করে, তাহা জানেন, এবং তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়। ৪২। এবং এই দৃষ্টান্তসকল, ইহাকে আমি মানবমণ্ডলীর জন্য বর্ণন করিলাম, এবং জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত ইহা বুঝে না। ৪৩। ঈশ্বর সত্যভাবে স্বর্গ ও মর্ত্য সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শন আছে। ৪৪। (র, ৪, আ, ১৪)

তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) গ্রন্থের যাহা প্রত্যাদেশ করা গিয়াছে তুমি তাহা

* তথাকার উজ্জ্বল নিদর্শন, স্থানের দুরবস্থা জনশূন্যতা এবং তথায় যে মণ্ডলাকার কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড ও নীল জল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা। লূতীয় সম্প্রদায়ের উপর কৃষ্ণ প্রস্তর বর্ষণ হইয়াছিল। (ত, হো,)

† অর্থাৎ হেজবাজর ও এয়মন দেশে ভ্রমণ করিলে তাহাদের আলয়ের চিহ্ন ও শাস্তির লক্ষণ দেখিতে পাইবে। "তাহারা দর্শক ছিল" অর্থাৎ তাহারা আপনাদিগকে চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী চতুর মনে করিত, এদিকে প্রেরিত মহাপুরুষের বাক্যকে মূল্যহীন বলিয়া জানিত। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তাহাদিগের ধর্ম উর্ণনাভের গৃহের ন্যায় অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর, তাহাদের সেই ধর্ম দ্বারা কোনরূপ স্থায়ী উপকার হয় না। বহরোল্ হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে, উর্ণনাভ উর্ণা বিকীর্ণ করিয়া আপনার জন্য কারাগার নির্মাণ করিয়া থাকে ও আপন হস্ত-পদের উপর বন্ধন স্থাপন করে। কাফের লোকেরা যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া প্রবৃত্তির অর্চনায় ও সাংসারিক প্রেমে এবং শয়তানের

পাঠ করিতে থাক, এবং নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ নিশ্চয় উপাসনা দুষ্ক্রিয়া ও অবৈধ কর্ম হইতে নিবারণ করে, এবং অবশ্য ঈশ্বরকে স্মরণ করা মহত্তম কার্য এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহা জ্ঞাত হন* । ৪৫ । এবং গ্রন্থাধিকারীর সঙ্গে তাহাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের সঙ্গে ব্যতীত যাহা উত্তম তদ্রূপ (প্রণালী) ভিন্ন তোমরা বিরোধ করিও না, এবং বল, (হে মোসলমানগণ,) যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে ও তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তৎপ্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং আমাদের ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর একমাত্র ও আমরা তাঁহারই অনুগত । ৪৬ । এইরূপে আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, অবশেষে যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি তাহারা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, এবং ইহাদিগের কেহ আছে যে, ইহার প্রতি বিশ্বাস রাখে ও ধর্মবিদ্বেষিগণ ব্যতীত (কেহ) আমার নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করে না । ৪৭ । এবং তুমি ইহার পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলে না ও আপন দক্ষিণ হস্তে তাহা লিখিতেছিলে না, তখন অবশ্য মিথ্যাবাদিগণ সন্দিগ্ধ হইয়াছে† ৪৮ । বরং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের হৃদয় মধ্যে ইহা (কোরআন) উজ্জ্বল নিদর্শনপুঞ্জ হয়, অত্যাচারিগণ ভিন্ন (কেহ) আমার নিদর্শন সকলকে অস্বীকার করে না‡ । ৪৯ । এবং তাহারা বলিয়াছে, "তাহার প্রতি কেন নিদর্শন সকল (অলৌকিক ক্রিয়া সকল) তাহারা প্রতিপালক হইতে অবতারিত হয় নাই" ?

আজ্ঞা পালনে রত হয় তাহাতে শৃঙ্খলে বদ্ধ ও বিপদে জড়িত হইয়া থাকে, তাহাদের আর রক্ষার উপায় থাকে না, পরিণামে ভয়ানক শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয় । কেহ কেহ মানবীয় প্রবৃত্তিকে ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় অবিশ্বাস্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । (ত, হো,)

* কথিত আছে যে, এক যুবক হজরতের সঙ্গে সামাজিক উপাসনায় যোগ দান করিত, এ দিকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন অবৈধ কর্ম ছিল না যাহা সে করিত না । যখন এ বিষয় হজরতের নিকটে ব্যক্ত হইল তখন তিনি বলিলেন, নমাজ দুষ্ক্রিয়া হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত রাখে, আশা যে, তাহার নমাজ তাহাকে সাধু করিয়া তুলিবে । কিয়দ্দিন পরেই সেই যুবকের অনুতাপ হয়, সে হজরতের একজন বিষয়বিরাগী ধর্মবন্ধু হইয়া উঠে । হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নমাজ পরিত্যাগ না করে সে দুষ্কর্মশীল হইলেও নমাজের প্রসাদাৎ অন্ততঃ তাহার দুষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে না । ঈশ্বরকে স্মরণ করা মহত্তম কার্য অর্থাৎ অন্য সকল প্রকার বিষয় স্মরণ করা অপেক্ষা ঈশ্বরকে স্মরণ করা শ্রেষ্ঠ কার্য । যেহেতু তাঁহাকে স্মরণ করা তপস্যা, অন্য কিছু স্মরণ করা তপস্যা নয় । (ত, হো,)

† অর্থাৎ লোকে এরূপ সন্দেহ করিত যে হজরত যে সকল কথা বলেন তাহা হয় তো প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকেন । এ দিকে তিনি তো কখনও শিক্ষকের নিকটে উপদিষ্ট হন নাই ও হস্তে লেখনী ধারণ করেন নাই । (ত, ফা,)

‡ অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ কাহারও নিকটে লেখা-পড়া শিক্ষা করেন নাই স্বর্গ হইতে এ সকল কথা তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং লিপি ব্যতিরেকে ইহা লোকের হৃদয়ে প্রমাণরূপে সর্বদা প্রকাশ পাইবে । (ত, ফা,)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বরের নিকটে নিদর্শনাবলী এতদ্ভিন্ন নহে, এবং আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শক ইহা ব্যতীত নহি" । ৫০ । আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, তাহাদের নিকটে তাহা পড়া হইয়া থাকে ইহা তাহাদিগকে কি লাভ দর্শায় নাই ? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দয়া ও উপদেশ আছে । ৫১ । (র, ৫, আ, ৭)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমার ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা আছে তিনি তাহা জানেন, এবং যাহারা অসত্যের প্রতি বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের বিরোধী হইয়াছে ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত । ৫২ । এবং তাহারা তোমার নিকটে শীঘ্র শাস্তি চাহিতেছে, যদি সময় নির্ধারিত না থাকিত তবে অবশ্য তাহাদের নিকটে শাস্তি উপস্থিত হইত, এবং অবশ্য তাহাদের নিকট (শাস্তি) অকস্মাৎ সমুপস্থিত হইবে ও তাহারা জানিতে পাইবে না । ৫৩ । তাহারা তোমার নিকটে শীঘ্র শাস্তি চাহিতেছে, নিশ্চয় নরক ধর্মদ্রোহী লোকদিগের আবেষ্টনকারী । ৫৪ । + (স্মরণ কর,) যে দিন শাস্তি তাহাদিগের উপর হইতে ও তাহাদের পদতল হইতে তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিবে, এবং বলিবে, "তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহা আস্বাদন কর" । ৫৫ । হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ, নিশ্চয় আমার ক্ষেত্র প্রশস্ত আছে,* অনন্তর আমাকেই অর্চনা করিতে থাক । ৫৬ । প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যু (রস) আস্বাদনকারী, তৎপর তাহারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে । ৫৭ । এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে আমি অবশ্য তাহাদিগকে স্বর্গের প্রাসাদোপরি স্থান দান করিব, তাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহারা তথায় স্থায়ী হইবে, যাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে ও আপন প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করে তাহাদের ও কর্মীদিগের জন্য উত্তম পুরস্কার হয় । ৫৮ + ৫৯ । কত স্থলচর জন্তু আছে যে, তাহারা আপন জীবিকা বহন করে না, ঈশ্বর তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দান করেন, এবং তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা† । ৬০ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর কে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজন করিয়াছে, এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়মিত রাখিয়াছে ? অবশ্য তাহারা বলিবে, পরমেশ্বর, অনন্তর তাহারা কোথা হইতে পরিচালিত হইতেছে‡ । ৬১ । পরমেশ্বর আপন দাসদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা উন্মুক্ত ও যাহার জন্য ইচ্ছা করেন সংকীর্ণ করিয়া থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ$ । ৬২ । এবং যদি তুমি তাহাদিগকে প্রশ্ন কর যে, কে আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অনন্তর

---

* অর্থাৎ পৃথিবী বিস্তীর্ণা, তোমরা ভয়-বিপদের স্থান হইতে নিরাপদ ভূমিতে চলিয়া যাও । (ত, হো,)

† অনেক জন্তু আছে যে, স্বীয় জীবিকা বহন করিতে সমর্থ নহে, তাহারা জীবিকা সংগ্রহ করে না । জন্তুবর্গের মধ্যে মনুষ্য, মূষিক ও পিপীলিকাই শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে । আকাশ-বিহারী পক্ষী কিংবা বনচর পশু, কিংবা মৎস্যাদি জলচর জীব প্রায় জন্তুই আপনাদের খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে না । (ত, হো,)

‡ "তাহারা কোথায় পরিচালিত হইতেছে" অর্থাৎ সত্যপথ ও একত্ববাদ হইতে কেন মুখ ফিরাইতেছে ও অসত্য পথে ধাবিত হইতেছে ? (ত, হো,)

$ অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন একবার প্রচুর জীবিকা দান করেন পুনর্বার জীবিকা খর্ব করিয়া থাকেন । (ত, হো,)

তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর সজীব করিয়া থাকেন ? তাহারা বলিবে, ঈশ্বর ; তুমি বল, ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না। ৬৩। (র, ৬, আ, ১২)

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ভিন্ন নহে, এবং নিশ্চয় পারত্রিক আলয়ই সেই জীবন, যদি তাহারা জানিত (ভাল ছিল)। ৬৪। অনন্তর যখন তাহারা নৌকায় আরোহণ করে তখন ঈশ্বরকে তদুদ্দেশ্যে ধর্ম বিশুদ্ধ রাখিয়া আহ্বান করিয়া থাকে, পরে যখন তাহাদিগকে আমি ভূমির দিকে উদ্ধার করি তখন অকস্মাৎ তাহারা অংশী স্থাপন করে। ৬৫। + তাহাতে আমি যাহা দান করিয়াছি তৎপ্রতি কৃতঘ্ন হয় ও তাহাতে (সাংসারিক জীবনের) ফলভোগী হইয়া থাকে, অনন্তর অবশ্য তাহারা জানিতে পাইবে। ৬৬। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমি কাবার চতুঃসীমাবর্তী স্থানকে নিরাপদ করিয়াছি, এবং লোকসকল তাহাদের পার্শ্বদেশ হইতে অপহৃত হয়* ? অনন্তর তাহারা কি অসত্যকে বিশ্বাস করিতেছে ও ঈশ্বরের দানের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতেছে ? ৬৭। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য বন্ধন করিয়াছে অথবা সত্যের প্রতি যখন তাহা উপস্থিত হইয়াছে অসত্যারোপ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী ? নরকলোকে কি ধর্মদ্রোহিগণের জন্য কোন স্থান নাই ? ৬৮। এবং যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়াছে অবশ্য আমি তাহাদিগকে স্বীয় পথ প্রদর্শন করিব, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর হিতকারী লোকদিগের সঙ্গে থাকেন। ৬৯। (র, ৭, আ, ৬)

সূরা রুম†

ত্রিংশৎ অধ্যায়

৬০ আয়াত, ৬ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ঈশ্বর জেব্রিলযোগে মোহম্মদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছেন‡। ১। নিকটতর ভূমিতে রুম জাতি পরাজিত হইল, এবং তাহারা আপন পরাভবের পর অবশ্য কয়েক বৎসরের মধ্যে জয়লাভ করিবে, পূর্বে ও পরে ঈশ্বরেরই আজ্ঞা (প্রধান) এবং সেই দিন বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের আনুকূল্যে আহ্লাদিত হইবে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন সাহায্য দান করিয়া থাকেন, এবং তিনি পরাক্রান্ত দয়ালু$। ২+৩। ৪

* "লোক সকল তাহাদের পার্শ্বদেশ হইতে অপহৃত হয়" অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমার বাহিরে মক্কাবাসীদিগের পার্শ্বে দস্যুগণ পথিকদিগকে হত্যা করে ও হরিয়া লইয়া যায়। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

‡ 'ঈশ্বর জেব্রিল যোগে মোহম্মদের প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছেন, "আলম্মা" পদের বর্ণত্রয়ের এই অন্যতর সাঙ্কেতিক অর্থ।

$ রুমীয় জাতির উপর পারস্য জাতি আরবের নিকটবর্তী রুস রাজ্যের অন্তর্গত

ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, ঈশ্বর স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য জানিতেছে না। ৫। তাহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য বিষয় জানে ও তাহারা আপন পরকালে অজ্ঞান। ৬। তাহারা কি আপন অন্তরে ভাবে না যে, ঈশ্বর সত্যভাবে ও নির্দিষ্টকালে ভিন্ন স্বর্গ ও মর্ত এবং উভয়ের মধ্যে যাহা

আরদন ও ফলস্তিন নামক স্থানে বা কশকরে কিংবা বসোরার নিকটবর্তী স্থানে জয় লাভ করিয়াছিল। পারস্যাধিপতি পরবেজ, শহরিয়ার ও ফরখান নামক আপন সেনাপতিদ্বয়কে অগণ্য সৈন্যসামন্তসহ রূমরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাইয়া উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত কোন কোন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন, রূমীয় জাতি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। হজরতের প্রেরিতত্ব লাভের প্রথম বৎসরে এই সংবাদ মক্কায় প্রচার হয়। তাহাতে মক্কার কাফের লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া বিশ্বাসী লোকদিগকে বলিয়াছিল যে, "তোমরা ও ঈসায়ী লোকেরা গ্রন্থাধিকারী, আমরা ও পারস্য জাতি ধর্মগ্রন্থ-বিহীন মূর্খ, রূমের উপর পারস্যের জয় লাভ হওয়াতে আমরা স্থির করিয়াছি যে, তোমাদের উপরও আমাদিগের জয়লাভ হইবে"। আবুবেকর সেদ্দিক এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর পৌত্তলিকদিগকে বলিলেন যে, "ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কতিপয় বৎসরের মধ্যে রূমীয় জাতি পারস্য দেশীয় লোকের উপর বিজয়ী হইবে"। তখন খলফের পুত্র আবি বলিল, "তাহা কখনও হইবে না, আমি তিন বৎসরের জন্য দশটি উষ্ট্র তোমার নিকটে বন্ধক রাখিতেছি, যদি ইহা সত্য হয় উষ্ট্র সকল তোমার হইবে"। আবুবেকর এই বৃত্তান্ত হজরতের নিকটে নিবেদন করিলেন। হজরত বলিলেন, "তিন বৎসর ও নয় বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা হইবে, তুমি যাও, আবির সঙ্গে সময় ও দানের সংখ্যা বৃদ্ধি স্থির করিয়া লও"। তখন আবুবেকর ফিরিয়া আসিয়া নয় বৎসর অঙ্গীকারে আবি হইতে শত উষ্ট্র বন্ধক রাখিলেন। তাহা উভয়ের স্বীকৃত এক জন প্রতিভূর নিকটে গচ্ছিত রহিল। যে দিবস বদরের সংগ্রামে মোসলমানগণ কাফেরদিগের উপর জয় লাভ করিলেন, সেই দিবস পারসিকদিগের উপর রূমীয় জাতির জয় লাভের সংবাদ পঁহুছিল। হোদয়বিয়ার যুদ্ধের দিন এই সংবাদ সুনিশ্চিত হয়। তখন আবুবেকর সেদ্দিক এক শত উষ্ট্র অঙ্গীকারানুসারে আবি হইতে গ্রহণ করেন। ওহদ নামক স্থানের সমরে আবি কোন মোসলমান সেনার হস্তে নিহত হয়। হজরতের আজ্ঞা ক্রমে আবুবেকর উক্ত উষ্ট্র সকল ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান করেন। "পূর্বে ও পরে ঈশ্বরেরই আজ্ঞা" অর্থাৎ প্রথমে পারস্য জাতির পরে রূমীয় জাতির জয় লাভ, সকল সময়েই ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে হইয়াছে। সমুদায় ক্রিয়া তাঁহার শক্তিপূর্ণ বাহুর অন্তর্গত। কশফোল্ আস্রারে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব ও পর আদিম ও নিত্যকাল; এ উভয়কালে আজ্ঞা প্রচারের অধিকার ঈশ্বরেরই, তিনিই উভয়ের অধিপতি। "সেই দিন বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের আনুকূল্যে আহ্লাদিত হইবে" অর্থাৎ কোন কোন ধর্মদ্রোহীদলের উপর জয়লাভ করিয়া তাহার বহু সংখ্যক লোককে নির্মূল করে, ইহাই বিশ্বাসীদিগের হর্ষের কারণ। এইরূপ ঘটনা হয় যে, শহরিয়ার ও ফরখান রূমরাজ্যের অন্তর্গত কতিপয় প্রদেশে জয়লাভ করিলে পর পরবেজ কোন স্বার্থপর লোকের কুমন্ত্রণায় উভয় সেনাপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন, ইচ্ছা করেন যে, এক জনকে অন্য জন দ্বারা নিহত করেন। তাঁহারা ইহা

কিছু আছে তাহা সৃজন করেন নাই* ? নিশ্চয় মানব মণ্ডলীর অধিকাংশ আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। ৭। ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ? অবশেষে ইহাদের পূর্বে যাহারা ছিল, তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে দেখুক, ইহাদের অপেক্ষা তাহারা বলেতে দৃঢ়তর ছিল, এবং তাহারা পৃথিবীকে কর্ষণ করিয়াছিল, ইহারা যত তাহা আবাদ করিয়াছে তদপেক্ষা তাহারা তাহা অধিক আবাদ করিয়াছিল, এবং তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ তাহাদের নিকটে প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, অনন্তর ঈশ্বর যে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন এরূপ ছিলেন না, কিন্তু তাহারা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। ৮। তৎপর যাহারা দুষ্কর্ম করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম মন্দ হইল, যেহেতু তাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকলের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল ও তৎসম্বন্ধে উপহাস করিতেছিল†। ৯। পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টি করেন, তৎপর তাহা পুনর্বার করিয়া থাকেন, তদনন্তর তাঁহার দিকে তোমরা প্রতিগমন করিবে। ১০। (র, ১, আ, ১০)

এবং যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিবস অপরাধিগণ নিরাশ হইয়া থাকিবে। ১১। এবং তাহাদের জন্য তাহাদিগের অংশিগণ পাপ-ক্ষমার নিমিত্ত অনুরোধকারী হইবে না ও তাহারা আপন অংশীদিগের বিরোধী হইবে। ১২। এবং যে দিন কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিন তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ১৩। অনন্তর কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে, তাহারা উদ্যানে আনন্দিত হইবে‡। ১৪। কিন্তু যাহারা ধর্মবিদ্বেষী হইয়াছে

অবগত হইয়া সবিশেষ রুম সম্রাটকে জ্ঞাপন করেন, এবং ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হইয়া রুমীয় সৈন্যের অধিনায়ক হন। পরে পারস্য জাতিকে পরাভূত করিয়া রাজ্যের অনেক দেশ অধিকার করেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের ক্রিয়া সম্বন্ধে এক আরম্ভ ও এক শেষ আছে, কি মনুষ্য কি দেবতা কি বৃক্ষাদি সকলেই এই নিয়মের অধীন। আকাশে পৃথিব্যাদি গ্রহের পরিভ্রমণেও এক একটি সময় নির্ধারিত আছে, যথা—মাস বর্ষাদি। সমুদায় জগতে স্ব স্ব নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক বস্তুর যে আরম্ভ ও শেষ তাহা ক্রীড়া নহে, ইহার মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে, তাহা পরলোকে বোধগম্য হইবে। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ এক জাতির যে বিষয়ে যে শাস্তি হইয়াছে, অন্য সকলেরই সেই বিষয়ে সেই শাস্তি হইবে। একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু পরিগণিত হয়, একের শাস্তিতে অন্যের শাস্তি গণনা করা কর্তব্য। পূর্বে যে দুষ্ক্রিয়ার জন্য যাহাদের যেরূপ শাস্তি হইয়াছে এক্ষণও সেইরূপ দুষ্কর্মের জন্য লোকের তদ্রূপ শাস্তি হইবে। (ত, ফা,)

‡ যে উদ্যানে পুষ্প সকল বিকশিত, পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত, পুনরুত্থানের পর সাধুপুরুষেরা তথায় বাস করিবেন। তাঁহারা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত সম্পদশালী ও গৌরবান্বিত হইবেন। সুমধুর সঙ্গীত সুধা তাঁহাদের কর্ণে বর্ষিত হইবে। ঈশ্বর প্রেমিকগণ সুললিত স্বরে ঈশ্বরের স্তুতি-বন্দনার সঙ্গীত করিবেন। পরমেশ্বর বলিবেন, "হে দাউদ, তোমার প্রতি প্রদত্ত জবুর গ্রন্থ হইতে তুমি আমার সুমধুর স্তোত্র গান কর, হে মুসা, তুমি তওরাত পাঠ কর, হে ঈসা, ঈঞ্জিল পাঠে প্রবৃত্ত হও, হে কল্পবৃক্ষ, তুমি মনোহর স্বরে আমার

ও আমার নিদর্শন ও পরলোকের সাক্ষাৎকারের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে তাহারাই শাস্তির মধ্যে আনীত হইবে। ১৫। অনন্তর যখন তোমরা সায়ংকালে আগমন কর, এবং যখন প্রাতঃকালে আগমন কর তখন ঈশ্বরেরই পবিত্রতা*। ১৬। এবং স্বর্গে ও মর্তে, পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নে তাঁহারই সম্যক্ প্রশংসা। ১৭। তিনি মৃত হইতে জীবিতকে ও জীবিত হইতে মৃতকে বাহির করেন ও ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, এইরূপে তোমরা (কবর হইতে) বহিষ্কৃত হইবে†। ১৮। (র, ২, আ, ১৮)

এবং তাঁহার নিদর্শনের মধ্যে এই যে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করিয়াছেন, তৎপর অকস্মাৎ তোমরা মনুষ্য হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে। ১৯। তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে ভার্যা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদিগেতে সুখী হও, এবং তোমাদিগের মধ্যে স্নেহ ও প্রণয় সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল দলের নিমিত্ত নিদর্শন সকল আছে। ২০। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে তিনি স্বর্গ ও মর্ত ও তোমাদের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণ সকল সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে জ্ঞানীদিগের জন্য নিদর্শন সকল আছে‡। ২১। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে রজনীতে ও দিবাভাগে তোমাদিগের নিদ্রা ও তাঁহার প্রসাদে তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ করা, নিশ্চয় ইহার মধ্যে শ্রোতৃবর্গের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ২২। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে তিনি তোমাদিগকে ভয় ও লোভাত্মিকা বিদ্যুৎ প্রদর্শন করিয়া থাকেন$ এবং আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অনন্তর তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে

বন্দনা-সঙ্গীত করিতে থাক, হে এস্রাফিল, তুমি কোরআন পাঠ কর"। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, এস্রাফিলের সুমধুর স্বরের নিকটে সকল দেবতার স্বর পরাস্ত হইবে, তখন সমুদায় দেবতা নীরব হইয়া তাহা শ্রবণ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতি দর্শনের পর সেই বন্দনা-সঙ্গীত অপেক্ষা স্বর্গলোকে মিষ্টতর সামগ্রী অন্য কিছুই হইবে না। (ত, হো,)

* "অনন্তর যখন তোমরা সায়ংকালে আগমন কর ও প্রাতঃকালে আগমন কর তখন ঈশ্বরেরই পবিত্রতা" ইহার অর্থ এই যে, তোমরা যখন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে নমাজে প্রবৃত্ত হও তখন ঈশ্বরের পবিত্রতা স্মরণ করিও। (ত, হো,)

† অর্থাৎ ঈশ্বর পুনরুত্থানের সময় মৃতকে জীবিত করেন, পৃথিবীতে জীবিত ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, তিনি দগ্ধ মরতুল্য ভূমিকে বারিবর্ষণ দ্বারা সতেজ করিয়া তাহা হইতে বৃক্ষলতাদি উৎপাদন করেন।

‡ পৃথিবীর সমুদায় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ৭২টি মূল ভাষা। এক পিতা-মাতা আদম ও হবা হইতে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি। তথাপি কৃষ্ণ শ্বেত পীত লোহিতাদি বর্ণের মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সকলের শারীরিক গঠন ও আকৃতিতে নানাপ্রকার ভিন্নতা আছে। কোন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির অনুরূপ নহে। ইহা ঈশ্বরের একটি নিদর্শন। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ বিদ্যুৎ দেখিয়া পথিকগণ বজ্রপাতের ভয়ে ভীত হইয়া থাকে, এবং অচিরে বারি বর্ষণে ভূমি উর্বরা হইবে ভাবিয়া লোকের লোভ হয়। (ত, হো,)

বুদ্ধিমান মণ্ডলীর জন্য নিদর্শন সকল আছে। ২৩। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে এই যে, স্বর্গ-মর্ত তাঁহার আজ্ঞাক্রমে প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎপর যখন তিনি তোমাদিগকে সাধারণ আহ্বানে আহ্বান করিবেন, তখন অকস্মাৎ তোমরা (ভূগর্ভ হইতে) বহির্গত হইবে। ২৪। এবং স্বর্গে ও মর্তে যে কিছু আছে তাহা তাঁহারই ও সমুদায় তাঁহারই আজ্ঞাবহ। ২৫। এবং তিনিই যিনি প্রথম সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তৎপর তাহা পুনরায় করিবেন, এবং ইহা তাঁহার সম্বন্ধে সহজ হয়, এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁহারই উন্নতভাব ও তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ২৬। (র, ত, আ, ৮)

তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদের জীবনের (অবস্থা) হইতে দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন, তোমাদিগের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে সেই (দাসগণ) কি তোমাদিগকে আমি যে উপজীবিকা দান করিয়াছি তদ্বিষয়ে তোমাদিগের কোন অংশী হইয়া থাকে? অনন্তর তোমরা কি (তাহাদের সঙ্গে) সে বিষয়ে তুল্য? আপন জাতি সম্বন্ধে যেরূপ ভয়, তোমরা তাহাদিগকে তদ্রূপ ভয় করিয়া থাক, বুদ্ধিমান দলের জন্য এইরূপে ঈশ্বর আয়াত সকল বর্ণন করিয়া থাকেন*। ২৭। বরং অত্যাচারী লোকেরা জ্ঞানাভাবে আপন ইচ্ছার অনুসরণ করিয়াছে, ঈশ্বর যাহাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন, অনন্তর কে তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে? এবং তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। ২৮। অবশেষে তুমি (হে মোহম্মদ,) বিশুদ্ধ ধর্মের উদ্দেশ্যে আপন আননকে প্রতিষ্ঠিত রাখ†, ঈশ্বরের ধর্মের (অনুসরণ কর,) সেই (ধর্ম) যাহার উপর তিনি লোকদিগকে সৃজন করিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্তন হয় না, ইহাই প্রকৃত ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না‡। ২৯।

---

* অর্থাৎ প্রভু কি দাসদিগকে স্বীয় ধন-সম্পত্তিতে অংশী করিয়া থাকে যে, দাসগণ তাহাতে স্বত্ব ও স্বামিত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হয়? তোমাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে তোমরা তোমাদিগের দাসগণের সঙ্গে এক প্রকার স্বত্ববান্ নও, তোমরা যেমন তাহাতে স্বামিত্ব স্থপন কর তাহারা তাহার কিছুই করিতে পারে না। "আপন জাতি সম্বন্ধে যেরূপ ভয় কর তোমরা তাহাদিগকে তদ্রূপ ভয় করিয়া থাক"। অর্থাৎ তোমরা আপন যথার্থ অংশীদিগ হইতে যেরূপ ভীত হইয়া থাক যে, পাছে বা তাহারা সম্পত্তির উপর একান্ত ক্ষমতা বিস্তার করে তদ্রূপ এ বিষয়ে দাসদিগকে কি ভয় করিয়া থাক? যখন হজরত এই আয়াত প্রধান প্রধান কোরেশের নিকটে পাঠ করিলেন, তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, "দাস প্রভুর তুল্য ইহা কখনই হইতে পারে না"। তাহাতে হজরত বলিলেন, "তোমরা দাসদিগকে আপন ধনে অংশী করিতে প্রস্তুত নও, এমন অবস্থায় ঈশ্বরের ভৃত্য সৃষ্ট বস্তুদিগকে কেমন করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যের অংশী করিতে চাও"। (ত, হো,)

† যাহারা এব্রাহিমের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ধর্মাবলম্বী তাহাদিগকে হনিফ বলে, সেই ধর্মকে আশ্রয় কর, এ স্থলে এ কথার তাৎপর্য।

‡ এস্থলে ধর্ম অর্থে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, উৎপত্তিকাল হইতে সমুদায় মনুষ্য এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর বলিতেছেন, তুমি যে ধর্মের সঙ্গে সৃষ্ট হইয়াছ তাহার উপযুক্ত হও। "ঈশ্বরের সৃষ্টির পরিবর্তন হয় না" অর্থাৎ যাহার উপর পরমেশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ধর্মের পরিবর্তন হয় না। (ত, হো,)

+তোমরা তাঁহার দিকে উন্মুখীন হও ও তাঁহা হইতে ভীত হও, এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও অংশীবাদীদিগের যাহারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে ও দলে দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের অন্তর্গত হইও না, প্রত্যেক দল তাহাদের নিকটে যাহা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট*। ৩০+৩১। এবং যখন লোকদিগকে দুঃখ আক্রমণ করে তখন তাহারা আপন প্রতিপালককে তাঁহার দিকে উন্মুখীন হইয়া আহ্বান করিয়া থাকে তৎপর যখন তিনি তাহাদিগকে আপনার দয়া আস্বাদন করান তখন অকস্মাৎ তাহাদের এক দল আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে অংশী স্থাপন করে। ৩২। +তাহাতে আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহারা অবশ্য তৎপ্রতি কৃতঘ্ন হয়, অনন্তর তোমরা ভোগ করিতে থাক, পরে জানিতে পাইবে। ৩৩। আমি কি তাহাদিগের প্রতি কোন প্রমাণ প্রেরণ করিয়াছি যে, পরে উহা যাহাকে তাহারা অংশী করিয়াছে তৎসম্বন্ধে বাক্য ব্যয় করিবে? ৩৪। এবং যখন মানব মণ্ডলীকে আমি কৃপা আস্বাদন করিতে দেই তখন তাহাতে তাহারা আহ্লাদিত হয়, এবং যাহা তাহাদের হস্ত পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য যদি তাহাদের নিকট বিপদ উপস্থিত হয় তবে অকস্মাৎ তাহারা নিরাশ হইয়া থাকে†। ৩৫। তাহারা কি দেখিতেছে না যে, ঈশ্বর যাহার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা বিস্তৃত ও সংকুচিত করিয়া থাকেন? নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৩৬। অনন্তর তুমি স্বজনকে ও নির্ধনকে এবং পরিব্রাজককে তাহার স্বত্ব প্রদান কর, যাহারা ঈশ্বরের আনন আকাঙ্ক্ষা করে ইহা তাহাদের জন্য কল্যাণ হয়, এবং ইহারাই তাহারা যে পরিত্রাণ পাইবে। ৩৭। এবং তোমরা লোকের ধন বৃদ্ধি করিতে যাহা কুশীদরূপে দান কর পরে তাহা ঈশ্বরের নিকটে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এবং ঈশ্বরের আননের আকাঙ্ক্ষা করিয়া যাহা জকাত (ধর্মার্থ দান) রূপে দিয়া থাক, তদনন্তর ইহারাই, (তোমরাই) যে, তাহার দ্বিগুণকারী। ৩৮। সেই পরমেশ্বর যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন; তৎপর তোমাদিগকে জীবিকা দিয়াছেন, তদনন্তর তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, তাহার পর তোমাদিগকে জীবিত করেন, তোমাদিগের অংশীদিগের মধ্যে কেহ কি আছে যে, ইহার কিছু করিয়া থাকে? তাঁহারই পবিত্রতা এবং তাহারা যাহাকে অংশী করে তিনি তাহা হইতে উন্নত। ৩৯। (র, ৪, আ, ১৩)

মনুষ্যের হস্ত যাহা (যে পাপ) উপার্জন করিয়াছিল তজ্জন্য প্রান্তরে ও সাগরে উপপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল যেন তাহারা যে আচরণ করিয়াছে তাহার কোন (ফল) তাহাদিগকে আস্বাদন করিতে দেওয়া হয়, হয় তো তাহারা ফিরিয়া আসিবে‡। ৪০।

---

* এস্‌লাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অংশিবাদিগণ নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের কেহ প্রতিমা পূজা করে, কেহ নক্ষত্রের, কেহ সূর্যের উপাসনা করিয়া থাকে। ইহুদী ও ঈসায়ী সম্প্রদায় প্রত্যেকে দলে দলে বিভক্ত। মোসলমানদিগের মধ্যেও নানা নূতন মত উদ্ভাবিত হইয়া খারেজা ও রাফেজা প্রভৃতি সম্প্রদায় হইয়াছে। ঈশ্বর বলিতেছেন, তোমরা সেরূপ হইও না। এবং এক দল আপন মত ও সংকীর্ণ ধর্মকে ভাল বলে ও তাহাতেই সন্তুষ্ট। (ত, হো,)

† "যাহা তাহাদের হস্ত পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে", তজ্জন্য যদি তাহাদের নিকটে বিপদ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তাহারা পূর্বে যে দুষ্কর্ম করিয়াছে তাহার শাস্তি স্বরূপ যদি বিপদ্ উপস্থিত হয়।

‡ দুর্ভিক্ষ ঝটিকা জলপ্লাবন ইত্যাদি দ্বারা গ্রাম-নগরাদির উচ্ছেদ হওয়া প্রান্তরে

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাক, পরে দেখ যাহারা পূর্বে ছিল তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই অংশিবাদী ছিল। ৪১। অনন্তর ঈশ্বর হইতে যাহার প্রতিশোধ নাই সেই দিন আসিবার পূর্বে তুমি সত্য ধর্মের প্রতি আপন আননকে স্থাপন কর, সেই দিনে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ৪২। যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী হইয়াছে অনন্তর তাহার প্রতিই তাহার ধর্মদ্রোহিতা, এবং যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে অনন্তর তাহারা আপন জীবনের জন্য সুখ-স্থান প্রসারণ করে। ৪৩। + তাহাতে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে তিনি আপন করুণাগুণে পুরস্কার দান করিবেন, নিশ্চয় তিনি ধর্মদ্রোহীদিগকে প্রেম করেন না। ৪৪। এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে এই যে, তিনি বায়ুপুঞ্জকে সুসংবাদদাতৃরূপে প্রেরণ করেন, এবং তাহাতে তিনি তোমাদিগকে স্বীয় কৃপা আস্বাদন করান ও তাহাতে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে নৌকা সকল পরিচালিত হয় ও তাহাতে তোমরা তাঁহার প্রসাদে (জীবিকা) অন্বেষণ কর, এবং সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে।* ৪৫। এবং সত্য-সত্যই আমি তোমার পূর্বে (হে মোহম্মদ,) তাহাদের জাতির নিকটে প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহারা প্রমাণ সকল সহ তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল, পরে যাহারা অপরাধ করিয়াছিল আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি, বিশ্বাসীদিগকে সাহায্য করা আমার সম্বন্ধে বিহিত ছিল। ৪৬। সেই ঈশ্বর যিনি বায়ুপুঞ্জকে প্রেরণ করেন, অনন্তর উহা মেঘকে উন্নয়ন করে, পরে তিনি তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা করেন আকাশে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন ও তাহাকে খণ্ড খণ্ড করেন, পরে তুমি দেখিতে পাও যে, তাহার ভিতর হইতে বারিবিন্দু সকল বহির্গত হয়, অনন্তর যখন তিনি আপন দাসদিগের যাহাদিগের প্রতি ইচ্ছা করেন তাহা পঁহুছাইয়া দেন, তখন হঠাৎ তাহারা আহ্লাদিত হয়। ৪৭। এবং নিশ্চিত তাহারা ইতিপূর্বে ও তাহাদের প্রতি (বারি) বর্ষণ করার পূর্বে নিরাশ ছিল। ৪৮। অনন্তব তুমি ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর যে, তিনি কেমন করিয়া ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন, নিশ্চয় ইহা যে, তিনি মৃতসঞ্জীবনকারী, এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী৺। ৪৯। এবং যদি আমি (এমন) কোন বায়ু প্রেরণ করি, পরে (তদ্দ্বারা) তাহারা তাহাকে (শস্যক্ষেত্রকে) শীর্ণ দেখিতে পায়, তবে অবশ্য তৎপর তাহারা কৃতঘ্ন হইবে। ৫০। অনন্তর যখন তাহারা পৃষ্টভঙ্গ দিয়া বিমুখ হয়,

উপপ্লব, এবং জলমগ্নাদি হওয়া সাগরে উপপ্লব। আদ ও সমূদ জাতি ও ফেরওন প্রভৃতি দুরাত্মা লোকেরা আপন পাপের জন্য তদ্রূপ উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছিল। (ত, হো,)

* উত্তরানিল ও দক্ষিণানিল বারিবর্ষণের সংবাদ দান করিয়া থাকে, অর্থাৎ এইরূপ বায়ু প্রবাহিত হওয়ার পরই বৃষ্টি হয়। তাহাতে ঈশ্বরের কৃপায় জীবগণের উপজীবিকা স্বরূপ শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, জলপথে বাণিজ্যের সুবিধা হয় ইত্যাদি। (ত, হো,)

৺ ভূমি মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার অর্থ, ভূমি শুষ্ক ও ফলশস্যাদিবিহীন হওয়ার পর বারি বর্ষণে উর্বরতা লাভ করিয়া ফলশস্যশালিনী হওয়া। বাহ্যে ঈশ্বরের কৃপার নিদর্শন বৃষ্টি, যেহেতু তাহাতে জীবের উপজীবিকা শস্যাদি উৎপন্ন হয় ; আন্তরিক কৃপার নিদর্শন ঈশ্বর-স্মরণ, তাহাতে অন্তর জীবন লাভ করে। (ত, হো,)

তখন সেই মৃতলোকদিগকে ও বধিরদিগকে তুমি নিশ্চয় আহ্বান শ্রবণ করাইও না। ৫১। এবং তুমি অন্ধদিগের তাহাদের পথ ভ্রান্তি হইতে পথপ্রদর্শক নও, যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে ব্যতীত (উপদেশ) শুনাইতেছ না, অনন্তর তাহারাই মোসলমান। ৫২। (র, ৫, আ, ১১)

সেই ঈশ্বর যিনি তোমাদিগকে দুর্বলতার মধ্য হইতে সৃজন করিয়াছেন, তৎপর অশক্তির পরে শক্তি দিয়াছেন, তৎপর শক্তির পরে দুর্বলতা ও বার্ধক্য বিধান করিয়াছেন, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন সৃজন করিয়া থাকেন, এবং তিনি জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান। ৫৩। এবং যে দিবস কেয়ামত উপস্থিত হইবে, সেই দিবস পাপী লোকেরা শপথ করিবে, (বলিবে) যে, তাহারা ক্ষণকাল ভিন্ন (পৃথিবীতে) স্থিতি করে নাই, এইরূপ তাহারা (সত্য পথ হইতে) ফিরিয়া যায়। ৫৪।+৫৫। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান ও বিশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা বলিবে যে, সত্য-সত্যই তোমরা ঐশ্বরিক গ্রন্থানুসারে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত স্থিতি করিয়াছ, অনন্তর ইহাই পুনরুত্থানের দিন, কিন্তু তোমরা জানিতেছ না।। ৫৬। পরিশেষে সে দিবস অত্যাচারীদিগকে তাহাদের আপত্তি উপকৃত করিবে না, এবং তাহাদের নিকট অনুতাপ চাওয়া হইবে না। ৫৭। এবং সত্য-সত্যই আমি এই কোরআনে মানব মণ্ডলীর জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছি, এবং যদি তুমি (হে মোহম্মদ,) যাহারা ধর্মবিদ্বেষী হইয়াছে, তাহাদের নিকটে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর তাহারা অবশ্য বলিবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী ভিন্ন নও। ৫৮। এইরূপ পরমেশ্বর অজ্ঞানী লোকদিগের অন্তরে মোহর বন্ধ করিয়া থাকেন। ৫৯। অনন্তর তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, এবং যাহারা বিশ্বাস করে না তাহারা তোমাকে লঘু করিতে পারিবে না*। ৬০। (র, ৬, আ, ৮)

সূরা লোক্‌মান†

একত্রিংশ অধ্যায়

৩৪ আয়াত, ৪ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আমি ঈশ্বর সমুদায় গুণের স্বামী, ক্ষমা ও কল্যাণের আকর‡। ১। বিজ্ঞানময়ের গ্রন্থের এই নিদর্শন সকল হয়। ২।+(ইহা) হিতকারী লোকদিগের

---

* অর্থাৎ অবিশ্বাসী পাষণ্ড লোকদিগের শীঘ্র শাস্তি হউক, এরূপ তুমি প্রার্থনা করিও না। শাস্তির কাল নির্দিষ্ট আছে, যথাসময়ে তাহা প্রকাশিত হইবে। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‡ "আলম্মা" এই সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ "আমি ঈশ্বর সমুদায় গুণের স্বামী," ইত্যাদি। (ত, হো,)

জন্য বিধি ও দয়াস্বরূপ। ৩। যাহারা উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জকাত দান করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে, এই ইহারাই আপন প্রতিপালকের বিধিতে স্থিতি করে, এবং ইহারাই তাহারা যে মুক্ত হইবে। ৪+৫। এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিতে আমোদজনক আখ্যায়িকা ক্রয় করে, এবং তাহাকে (ঈশ্বরের পথকে) উপহাস করিয়া থাকে, ইহারাই, ইহাদের জন্য দুর্গতিজনক শাস্তি আছে*। ৬। যখন তাহার নিকটে আমার আয়াত সকল পঠিত হয়, তখন সে অহংকার প্রযুক্ত বিমুখ হইয়া থাকে, যেন সে তাহা শ্রবণ করে নাই, যেন তাহার উভয় কর্ণে গুরুভার আছে, অতএব তুমি তাহাকে ক্লেশকর শাস্তির সংবাদ দান কর†। ৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে, তাহাদের জন্য সম্পদের স্বর্গলোক সকল আছে, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য এবং তিনি বিজেতা বিজ্ঞানময়। ৮+৯। তোমরা যাহা দেখিতেছ, এই নভোমণ্ডলকে তিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকে সৃজন করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে (বা) বিচালিত করে এই জন্য তিনি পৃথিবীতে পর্বত সকল স্থাপন করিয়াছেন, এবং সর্ববিধ পশু সঞ্চারিত রাখিয়াছেন ও আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছি, পরে আমি তথায় (ভূমিতে) সকল প্রকার উত্তম বস্তু (শস্যাদি) উৎপাদন করিয়াছি। ১০। এই ঈশ্বরের সৃষ্টি, অবশেষে তুমি আমাকে প্রদর্শন কর তিনি ব্যতীত যাহারা, তাহারা কি বস্তু সৃজন করিয়াছে? বরং তাহারা স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে অত্যাচারী। ১১। (র, ১, আ, ১১)

এবং সত্য-সত্যই আমি লোকমানকে বিজ্ঞান প্রদান করিয়াছি, (এবং তাহাকে বলিয়াছি) যে, তুমি ঈশ্বরের দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, অনন্তর সে আপন জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়, এতদ্ভিন্ন নহে, এবং যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন হয়,

* হারেসের পুত্র নসর বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পারস্য দেশে গিয়াছিল। সে তথা হইতে রোস্তম ও আসফন্দিয়ারের আখ্যায়িকা ক্রয় করিয়া আনিয়া কোরেশ লোকদিগের সভাস্থলে পাঠ করিতেছিল, কোরেশগণ সুবিখ্যাত বীরাগ্রগণ্য রোস্তম ও সম্রাট আসফন্দিয়ারের বিবরণ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হয়। তাহারা গর্ব করিয়া পরস্পর বলিতে থাকে যে, যদি মোহম্মদ আদ ও সমুদের বীরত্বের বৃত্তান্ত এবং দাউদ ও সোলয়মানের রাজ্যের ঐশ্বর্যের বিবরণ আমাদের নিকটে প্রচার করে, আমরা পারস্যদেশের রাজাদিগের বিপুল রাজ্য-সম্পত্তির বিষয় বলিব। এতদুপলক্ষ্যেই ঈশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন। এস্থলে ঈশ্বরের পথ কোরআন। কোরআনে আদ, সমুদ, দাউদ ও সোলয়মানের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। "ইহাদের জন্য দুর্গতিজনক শাস্তি আছে" অর্থাৎ ইহলোকে ইহাদের শাস্তি দাসত্ব ও হত্যা এবং পরলোকে ক্লেশ ও অপমান হইবে। কোরেশ লোকেরা সুগায়িকা দাসী ক্রয় করিয়া আনিয়া সঙ্গীত করিতে নিযুক্ত রাখিয়া ছিল। তাহাদের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া লোকে হজরতের প্রচারিত সুসমাচার শ্রবণে বিরত থাকিত। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সম্বন্ধেই এই আয়াত প্রেরিত হইয়াছে। (ত, হো,)

† যে ব্যক্তি আমোদজনক আখ্যায়িকা ক্রয় করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

তবে জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর নিষ্কাম প্রশংসিত*। ১২। এবং স্মরণ কর, যখন লোক্‌মান আপন পুত্রকে বলিল, এবং সে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিল, "হে আমার শিশুপুত্র, তুমি ঈশ্বরের অংশী স্থাপন করিও না, নিশ্চয় অংশিত্ব গুরুতর দোষ"। ১৩। এবং আমি মানব মণ্ডলীকে তাহার পিতা-মাতা সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছি, তাহার মাতা শ্রান্তির পর শ্রান্তির অবস্থায় তাহাকে বহন করিয়াছে, এবং দুই বৎসরের মধ্যে তাহার স্তন্যচ্যুতি হয়, (তাহাকে পুনর্বার উপদেশ করিয়াছিলাম) যে, তুমি আমাকে ও আপন পিতা-মাতাকে ধন্যবাদ দাও, আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন। ১৪। এবং যে বস্তু সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই যদি তাহারা আমার সঙ্গে তাহাকে অংশী করিতে তোমাকে অনুরোধ করে, তবে তুমি তাহাদিগের অনুগত হইও না, তুমি সংসারে বিধিমতে তাহাদিগের সঙ্গ কর, এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার পথানুসরণ কর, তৎপর আমার দিকে

* লোক্‌মানের জীবন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রেরিত বলিয়াছেন, কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক পুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক লোক্‌মান (হকিম) বৈজ্ঞানিক পুরুষই ছিলেন। মহাপুরুষ দাউদের রাজ্যাধিকার কালে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া ইয়ুনুসের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি অতিশয় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনিও কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দাস কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি ছিলেন। তিনি পশুপাল চরাইতেন না সূচীজীবির কিংবা ভাস্করের কার্য করিতেন। একদিন মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার সময়ে কএক জন স্বর্গীয় দূত তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন যে, আমরা ঈশ্বরের প্রেরিত স্বর্গীয় দূত, তোমাকে পৃথিবীতে আধিপত্য প্রদান করিতেছি। তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে ন্যায়ানুসারে বিচার করিতে থাক। লোক্‌মান বলিলেন, যদি প্রভু পরমেশ্বরের এরূপ দৃঢ় আদেশ হইয়া থাকে তবে তাহা আমার শিরোধার্য। আমার এই প্রার্থনা যে, এই কার্য সুন্দররূপে নির্বাহ করিতে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। স্বর্গীয় দূতগণ এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে বিজ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করিলেন কথিত আছে, দশ সহস্র নীতি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উচ্চ উচ্চ উক্তি লোক্‌মান দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। একদা এস্রায়িল বংশীয় একজন প্রধান পুরুষ লোক্‌মানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, বহুলোক তাঁহাকে ঘেরিয়া ধর্ম ও নীতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে ও তিনি উত্তর দিতেছেন। তখন সেই সম্ভ্রান্ত লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, লোক্‌মান, তুমি এরূপ উচ্চপদ কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইলে? তিনি বলিলেন, সত্য কথা কহিয়া ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া এবং স্বার্থ বিসর্জন করিয়া তাহা লাভ করিয়াছি। কথিত আছে, একদা লোক্‌মানের দাসত্বকালে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অন্য কতিপয় দাসের সহিত ফল আহরণ করিবার জন্য উদ্যানে পাঠাইয়াছিলেন। দাসগণ ফল সকল পথে ভক্ষণ করিয়া লোক্‌মানের প্রতি দোষারোপ করে, প্রভু তাহাতে ক্রুদ্ধ হন। লোক্‌মান বলেন যে, ইহারা আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতেছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিষয়ে সত্যাসত্য কিরূপে নির্ধারিত হইবে? লোক্‌মান কহিলেন, আমাদের সকলকে তুমি উষ্ণজল পান করাইয়া প্রান্তরে দৌড়িতে আদেশ কর, তাহা হইলে বমন হইবে। তখন যে ব্যক্তি ফল বমন করিবে সে ফলভোজী চোর স্থির হইবে। (ত, হো,)

তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন, তোমরা যাহা করিতেছ পরে তোমাদিগকে তাহা জ্ঞাপন করিব"*। ১৫। (লোক্‌মান বলিল,) "হে আমার শিশুপুত্র, নিশ্চয় সেই (ক্ষুদ্র বস্তু) যদি শর্ষপ কণিকা পরিমাণও হয়, পরে তাহা প্রস্তরে বা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার মধ্যে স্থিতি করে, ঈশ্বর উহাকে উপস্থিত করিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞ। ১৬। হে আমার শিশুপুত্র, তুমি উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, বৈধ বিষয়ে আদেশ কর ও অবৈধ বিষয়ে নিষেধ করিতে থাক, এবং যাহা তোমার নিকটে উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় ইহা মহৎ কার্য সকলের অন্তর্গত। ১৭। এবং লোকের প্রতি তুমি মুখ ফিরাইও না†, এবং ভূমিতলে বিলাসের ভাবে পরিভ্রমণ করিও না, নিশ্চয় ঈশ্বর সমুদায় বিলাসী অভিমানী লোককে প্রেম করেন না। ১৮। আপন গতি সম্বন্ধে মধ্যপথ অবলম্বন কর, আপন ধ্বনিকে নিম্ন কর, নিশ্চয় গর্দভের শব্দ কুৎসিত শব্দ‡। ১৯। (র, ২, আ, ৮)

তোমরা কি দেখ নাই যে, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে পরমেশ্বর তাহা তোমাদের জন্য অধিকৃত করিয়াছেন, এবং আপন বাহ্যিক ও আন্তরিক সম্পদ্ তোমাদের সম্বন্ধে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং মানব মণ্ডলীর মধ্যে কেহ আছে যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে ও ধর্মালোক ও উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিরোধ করিয়া থাকে$। ২০। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, "ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তোমরা তাহার অনুসরণ কর;" তাহারা বলে, "বরং আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে বিষয়ে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব;" শয়তান যদি তাহাদিগকে নরক দণ্ডের দিকে আহ্বান করে তাহারা কি (অনুসরণ করিবে ?)। ২১। এবং যে ব্যক্তি আপন আননকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য

* সাদ ওকাস নামক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই আয়াত সংঘটিত হইয়াছে। এরূপ অনকবুত সুরাতেও উল্লেখ হইয়া গিয়াছে। অংশিবাদিতার অবৈধতা প্রদর্শনার্থ লোক্‌মানের আখ্যায়িকার সঙ্গে এই উপদেশের যোগ হইয়াছে। কথিত আছে যে, সাদ এস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করাতে তাঁহার মাতা তিন দিন অন্ন-জল গ্রহণে বিরত ছিল। কাষ্ঠ খণ্ড প্রবেশ দ্বারা বলপূর্বক মুখ ব্যাদান করাইয়া তাহাকে জল পান করান হইয়াছিল। সাদ বলিয়াছিলেন, যদি মাতার সত্তরটি আত্মা হয়, একটি একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে সত্তরটি আত্মা মৃত্যুমুখে পড়ে, তথাপি আমি এস্‌লাম ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নহি। (ত, হো,)

† "লোকের প্রতি তুমি মুখ ফিরাইও না;" অর্থাৎ অহঙ্কার করিয়া তুমি কোন ব্যক্তি হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিও না, বরং বিনম্রভাবে লোকদিগকে সমাদর করিও। (ত, হো,)

‡ উচ্চ ধ্বনিতে কোন প্রকার পৌরুষ নাই। গর্দভের তারস্বর অত্যন্ত শ্রুতিকটু ও লোকের বিরক্তিকর। আরবের পৌত্তলিকগণ উচ্চ শব্দে গর্ব প্রকাশ করিত, এই আয়াত তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ। হজরত কোমল শব্দকে ভালবাসিতেন, উচ্চ শব্দকে ঘৃণা করিতেন। ইঞ্জিলে উক্ত হইয়াছে যে, "আমার দাসদিগকে বল, তাহারা মৃদু বাক্যে যেন প্রার্থনা করে, আমি তাহা শুনিতে পাইব। তাহাদের অন্তরে যাহা আছে আমি তাহা শুনিতে পাই। (ত, হো,)

$ বাহ্যিক সম্পদ্ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রিয় সামগ্রী, আন্তরিক সম্পদ্ স্বর্গীয় দূতদিগের আনুকূল্যে হয়। এই বাহ্যিক ও আন্তরিক সম্পদ্ বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। (ত, হো,)

উৎসর্গ করে বস্তুতঃ সে হিতকারী, অবশেষে নিশ্চয় সে দৃঢ় হস্তাবলম্বনকে ধারণ করে, এবং ঈশ্বরের দিকেই ক্রিয়া সকলের পরিণাম। ২২। এবং যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, পরে তাহার ধর্মদ্রোহিতা তোমাকে (হে মোহম্মদ,) বিষাদিত করিবে না, আমার দিকেই তাহাদিগের প্রত্যাবর্তন, তাহারা যাহা করিয়াছে পরে আমি তাহাদিগকে তাহা জানাইব, (শাস্তি দিব,) নিশ্চয় ঈশ্বর হৃদয়ের তত্ত্বজ্ঞ। ২৩। আমি তাহাদিগকে (পৃথিবীতে) অল্প ভোগ করিতে দিব, তৎপর কঠিন শাস্তিতে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিব। ২৪। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, "কে স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃজন করিয়াছে"? অবশ্য তাহারা বলিবে, "ঈশ্বর"; তুমি বলিও, "ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা;" বরং তাহাদের অধিকাংশই (তাহা) বুঝে না। ২৫। দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরেরই, নিশ্চয় ঈশ্বর নিষ্কাম ও প্রশংসিত। ২৬। এবং পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তাহা লেখনী হয়, ও সাগর তাহার সঙ্গী হয়, তাহার পরে (অন্য) সপ্ত সাগর হয়, তথাপি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা সমাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় ঈশ্বর বিজেতা ও বিজ্ঞানময়। ২৭। এক ব্যক্তির তুল্য ভিন্ন তোমাদিগের সৃজন ও তোমাদিগের সমুত্থাপন নহে, নিশ্চয় ঈশ্বর দ্রষ্টা ও শ্রোতা*। ২৮। তুমি কি দেখ নাই (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বর দিবাতে রাত্রি উপস্থিত করেন, এবং রাত্রিতে দিবা আনয়ন করেন? এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রমাকে অধিকৃত করিয়াছেন, প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট সময়ে চলিয়া থাকে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর তোমরা যাহা করিতেছ তাহার জ্ঞাতা। ২৯। ইহা এই কারণেই যে, সেই ঈশ্বর সত্য এবং এ কারণে যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাহারা যাহাকে আহ্বান করে তাহা অসত্য, এবং এ কারণে যে, সেই পরমেশ্বর উন্নত মহান্। ৩০। (র, ৩, আ, ১১)

তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বরের প্রসাদে পোত সকল তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করিতে সাগরে চলিয়া থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক সহিষ্ণু কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন সকল আছে। ৩১। এবং যখন চন্দ্রাতপের ন্যায় তরঙ্গ তাহাদিগকে আচ্ছাদন করে, তখন তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার জন্য ধর্মকে বিশুদ্ধ করিয়া আহ্বান করিতে থাকে; অনন্তর যখন আমি তাহাদিগকে স্থলের অভিমুখে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাই, তখন তাহাদের কেহ মধ্যপথাবলম্বী হয়†, এবং প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ধর্মদ্রোহিগণ ব্যতীত (কেহ) আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করে না। ৩২। হে লোক সকল, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করিতে থাক, এবং যে দিবস কোন পিতা আপন পুত্রের উপকারে

* "এক ব্যক্তির তুল্য ভিন্ন তোমাদের সৃজন ও তোমাদের সমুত্থাপন নহে," অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের কাহারও সাহায্য গ্রহণ বা যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। তিনি "হউক" এই মাত্র উক্তিতে লক্ষ লক্ষ জগৎ সৃজন করেন। লক্ষ লক্ষ জীবের সৃষ্টি তাঁহার সম্বন্ধে এক জনকে সৃষ্টি করার ন্যায় সহজ। মৃত লোকদিগকে সজীব করিয়া সমুত্থাপন করিতেও তাঁহার কোন আয়োজন উদ্যোগের আবশ্যক করে না। বরং তিনি এস্রাফিল নামক স্বর্গীয় দূতকে এই আদেশ করিবেন যে, তুমি বল যেন সকলে কবর হইতে বাহির হয়, এস্রাফিলের এক আহ্বানে সমুদায় লোক কবর হইতে বহির্গত হইবে। (ত, হো,)

† "মধ্যপথাবলম্বী হয়" অর্থাৎ নির্ভয় হয়। (ত, ফা,)

আসিবে না, এবং কোন পুত্র স্বীয় পিতার কিছুই উপকারী হইবে না, তোমরা সেই দিবসকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, অনন্তর যেন পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারণা না করে, এবং প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতারিত না করে*। ৩৩। নিশ্চয় ঈশ্বরের নিকটেই কেয়ামতের জ্ঞান আছে, এবং তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন ও গর্ভে যাহা থাকে তিনি তাহা জানেন, এবং কল্য কি উপার্জন করিবে তাহা কোন ব্যক্তি জানে না ও কোন্ স্থানে মরিবে কোন ব্যক্তি জানে না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞ†। ৩৪ (র, ৪, আ, ৪)

সূরা সেজদা‡

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

৩০ আয়াত, ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আদ্যন্ত মধ্য বাক্যে ও কার্যে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গে অনুরক্ত হওয়া কর্তব্য$। ১। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিশ্বপালক হইতেই এই গ্রন্থের অবতরণ। ২। তাহারা কি বলিতেছে যে, উহাকে রচনা করা হইয়াছে? বরং তোমার প্রতিপালক হইতে উহা সত্য হয় যেন তোমার পূর্বে যাহাদের নিকটে কোন ভয় প্রদর্শক

* "যে দিবস পিতা আপন পুত্রের উপকারে আসিবে না" এই উক্তি কাফেরদিগের সম্বন্ধে হইয়াছে; নতুবা বিশ্বাসী পিতা বা সন্তান কেয়ামতের দিনে শাফাঅতযোগে পরস্পর সাহায্য করিবেন। (ত, হো,)

† হারেস বা ওমরের পুত্র ওয়ারেস হজরতের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল যে, 'হে মোহম্মদ বল, কখন কেয়ামত প্রকাশিত হইবে? আমি বীজ বপন করিয়াছি কোন্ সময়ে বারিবর্ষণ হইবে, এবং আমার স্ত্রী গর্ভবতী সে পুত্র না কন্যা সন্তান প্রসব করিবে? গতকল্য আমার সম্বন্ধে কি ঘটিয়াছে তাহা আমি জানি, কিন্তু আগামী কল্য কি স ঘটন হইবে বল? আমি আপন জন্ম স্থান জ্ঞাত আছি, কিন্তু আমার কবর কোথায় হইবে জানি না। তুমি ভবিষ্যদ্বক্তা, তুমি তাহা আমাকে জ্ঞাপন কর"। এই কথাতেই পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করিয়াছেন। (ত, হো,)

‡ *এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।*

$ মহাত্মা আলি বলিয়াছেন যে, "প্রত্যেক ঐশ্বরিক গ্রন্থের সারাংশ আছে। কোরআনের সারভাগ ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী"। "আলম্মা", এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলীর ভাবার্থ আদ্যন্ত মধ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ 'আ' এই বর্ণের অর্থ আওল (প্রথম) শব্দ উৎপত্তির আদি স্থান, 'ল' এই বর্ণের অর্থ "লেসান" (রসনা) উৎপত্তি ভূমির মধ্যস্থান, "ম" ওষ্ঠাধরযোগে উচ্চারিত হয়, উহা শেষস্থান। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত হইয়াছে যে, আদ্যন্ত মধ্য বাক্যে ও কার্যে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গে অনুরক্ত হওয়া (দাসের) কর্তব্য। (ত, হো,)

উপস্থিত হয় নাই তুমি সেই দলকে (এতদ্দ্বারা) ভয় প্রদর্শন কর, সম্ভবতঃ তাহারা পথ প্রাপ্ত হইবে। ৩। সেই পরমেশ্বর যিনি ছয় দিবসের মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সৃজন করিয়াছেন, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই ও পাপ-ক্ষমার অনুরোধকারী নাই, অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ৪। তিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত কার্যের চর্চা করেন, তৎপর তোমাদের গণনানুসারে যাহার পরিমাণ সহস্র বৎসর হয় সে এক দিবসে উহা (কার্য) তাঁহার দিকে সমুত্থিত হইয়া থাকে*। ৫। তিনিই অন্তর্বাহ্যবিদ্ পরাক্রান্ত দয়ালু। ৬। (তিনিই) যিনি যে সমুদায় বস্তুকে যাহা করিয়াছেন অত্যুত্তমরূপে করিয়াছেন এবং মৃত্তিকা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। ৭। তৎপর তাহার বংশকে নিকৃষ্ট জলের (শুক্রের) সার ভাগ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। ৮। তদনন্তর তাহাকে (দেহকে) ঠিক করিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে স্বীয় প্রাণযোগে ফুৎকার ও তোমাদিগের জন্য চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় সৃজন করিয়াছেন, তোমরা যে কৃতজ্ঞতা দান কর তাহা অল্প। ৯। এবং তাহারা বলিয়াছে যে, "যখন আমরা ভূমিগর্ভে লুক্কায়িত হইব নিশ্চয় আমরা কি তখন নূতন সৃষ্টির ভিতরে হইব"? বরং তাহারা আপন প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে অবিশ্বাসী। ১০। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তোমাদের সম্বন্ধে যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই মৃত্যুর দেবতা তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিবে, তৎপর আপন প্রতিপালকের দিকেই তোমরা প্রতিগমন করিবে†। ১১। (র, ১, আ, ১১)

এবং যখন অপরাধিগণ স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে আপনাদের মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে, তখন (হে মোহম্মদ,) যদি তুমি দেখ (ভাল হয়) তাহারা (বলিবে,) "হে আমার প্রতিপালক, আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, অনন্তর আমাদিগকে (পৃথিবীতে) ফিরাইয়া লইয়া যাও, আমরা সৎকর্ম করিব, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী"। ১২। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ধর্মালোক দান করিতাম, কিন্তু আমার (এই) কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় আমি একযোগে মানব ও দানবদিগের দ্বারা নরকলোক পূর্ণ

* অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত এক দিবসের মধ্যে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন ও পৃথিবী হইতে স্বর্গে চলিয়া যান, মনুষ্য গমনাগমন করিলে সহস্র বৎসরের ন্যূন হয় না। যেহেতু স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচ শত বৎসরের পথ, সুতরাং অবতরণ ও উত্থানে সহস্র বৎসর হয়। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে, মৃত্যুর দেবতা আজ্‌রাইল আত্মা সকলকে আহ্বান করিয়া থাকেন ও তাহারা উত্তর দান করে। পরে আজ্‌রাইল স্বীয় অনুচরবর্গকে আদেশ করেন যে, তোমরা আত্মাদিগকে হস্তগত কর। এমাম আবুঅল্ অয়স বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর দেবতার এক মুখ অগ্নিময়, সেই মুখে তিনি কাফের-দিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাহাদের আত্মা সকলকে হস্তগত করেন। তাঁহার আবার অন্ধকারের মুখ আছে, তৎসহ তিনি কপট লোকদিগের আত্মা অধিকার করেন, এবং মনুষ্যের মুখ সদৃশ একপ্রকার মুখ আছে, তিনি তদ্‌যোগে বিশ্বাসীর আত্মা হরণ করেন। আজ্‌রাইলের অপর মুখ জ্যোতির্ময়, তিনি তৎসংযোগে ধর্ম প্রবর্তক ও সাধু লোকদিগের আত্মা হস্তগত করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুচর দয়া ও দণ্ডের দেবতা। জীবনের হিসাব দান ও দণ্ড-পুরস্কার গ্রহণের জন্য ঈশ্বরের নিকট সকলের প্রতিগমন হইয়া থাকে। (ত, হো,)

করিব। ১৩। অনন্তর (বলিব,) তোমরা যে আপনাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছ, তজ্জন্য (শাস্তি) আস্বাদন কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদিগকে ভুলিয়াছি, এবং তোমরা যে কার্য করিতেছিলে তজ্জন্য নিত্য শাস্তি আস্বাদন কর। ১৪। যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যখন তদ্বিষয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় তখন তাহারা প্রণতভাবে অধোমুখে পড়িয়া যায় ও আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করে এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তাহারা অহঙ্কার করে না। শয়নালয় হইতে তাহাদের পার্শ্ব দূর হইয়া থাকে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় ও আশাতে ডাকিয়া থাকে ও তাহাদিগকে আমি যে উপজীবিকা দান করিয়াছি তাহারা তাহা ব্যয় করে*। ১৬। অনন্তর কোন ব্যক্তি জানে না যে, তাহাদের জন্য (তাহাদের) স্নিগ্ধ চক্ষু হইতে কি গোপন করা হইয়াছে, তাহারা যাহা করিতেছিল তাহার বিনিময় আছে†। ১৭। অবশেষে যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হয় সে কি যে ব্যক্তি পাষণ্ড তাহার তুল্য হইয়া থাকে? তুল্য হয় না‡। ১৮। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে অনন্তর তাহাদের জন্য স্বর্গলোক অবস্থিতি স্থান, তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য আতিথ্য আছে। ১৯।। কিন্তু যাহারা পাষণ্ড হইয়াছে তাহাদিগের স্থান অগ্নি যখন তাহারা ইচ্ছা করিবে যে, তাহা হইতে নির্গত হয় তখন তন্মধ্যে প্রত্যানীত হইবে, এবং তাহাদিগকে বলা যাইবে যে, "যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিতেছিলে তোমরা সেই অগ্নিদণ্ড আস্বাদন কর"। ২০। এবং অবশ্য আমি তাহাদিগকে মহা শাস্তি ব্যতীত ক্ষুদ্র শাস্তিও ভোগ করাইব, সম্ভব যে তাহারা ফিরিয়া

* মক্কানিবাসী অনেক উপাসকের গৃহ হজরতের উপাসনালয় হইতে দূরে ছিল। যে সময় তাঁহারা সায়ংকালীন সামাজিক উপাসনা হজরতের সঙ্গে সম্পাদন করিতেন তখন নৈশিক উপাসনার সময় পর্যন্ত মসজেদে অবস্থিতি করিয়া উপাসনায় রত থাকিতেন, গৃহে গমন করিতেন না, পরে হজরতের সঙ্গে প্রভাতিক উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, যে সকল সাধক নিশা জাগরণ করিয়া সাধন-ভজন করিতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। নিশা কালে যখন সমুদায় লোক নিদ্রায় অচেতন হইত, তখন সেই সাধকগণ সুখশয্যা হইতে পার্শ্বকে সরাইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইতেন, এবং দীর্ঘ রজনী বিশ্বপতি পরমেশ্বরের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করিতেন। (ত, হো,)

† যাহারা গোপনে ধর্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাদের পুরস্কারও গোপনে প্রদত্ত হয়, তাহাতে কেহ আমাদের ধর্মসাধন জানিতে পারে না; এবং কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের প্রাপ্য বিনিময়ের প্রতি দৃষ্টি প্রসারণ করে না। (ত, হো,)

‡ অকবার পুত্র অলিদ কুৎস শার্দ্দুলকে বাহুবলে পরাস্ত করিত, তাহাতে তাহার অত্যন্ত অহঙ্কার হয়। সে একদিন গর্বিতভাবে মহাত্মা আলিদকে বলে যে, "আমার বর্শা তোমার বর্শা অপেক্ষা দৃঢ়তর ও আমার বাবা তোমার বাবা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর" তাহাতে আলি বলেন, "রে পামর, চুপ কর, আমার সঙ্গে তোর তুলনা হওয়ার কি অধিকার ও আমার সঙ্গে তোর বাগ্বিতণ্ডা করার কি ক্ষমতা? তাহাতে পরমেশ্বর সেই আত্মার সম্বন্ধে এই আয়াত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

আসিবে*। ২১। এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎপর তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? নিশ্চয় আমি অপরাধীদিগের প্রতিশোধকারী। ২২। (র, ২, আ, ১১)

এবং সত্য-সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনন্তর তাহার সাক্ষাৎকার বিষয়ে তুমি সন্দেহের মধ্যে থাকিও না†, এবং এস্রায়িল বংশীয় লোকদিগের জন্য তাহাকে আমি পথ প্রদর্শক করিয়াছি। ২৩। এবং আমি তাহাদিগ হইতে (এস্রায়িল বংশ হইতে) ধর্মনেতৃগণকে উৎপাদন করিয়াছি, যখন তাহারা সহিষ্ণু হইয়াছিল, তখন আমার আদেশক্রমে পথপ্রদর্শক করিয়াছিল, এবং তাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করিতেছিল। ২৪। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, (হে মোহম্মদ,) তাহারা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছিল তিনি তদ্বিষয়ে কেয়ামতের দিনে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন। ২৫। তাহাদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কি প্রকাশ পায় নাই যে, তাহাদের পূর্বে বহু শতাব্দীতে কত (লোককে) আমি সংহার করিয়াছি? তাহারা উহাদিগের নিবাসে গমন করিয়া থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন সকল আছে, অনন্তর তাহারা কি শ্রবণ করিতেছে না? ২৬। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমি তৃণহীন ক্ষেত্রের দিকে জল চালনা করিয়া থাকি, পরে তদ্দ্বারা শস্যক্ষেত্র বাহির করি, তাহারা নিজে ও তাহাদের পশু সকল তাহা হইতে ভক্ষণ করে, অবশেষে তাহারা কি দেখিতেছে না। ২৭। এবং তাহারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কখন এই জয় হইবে"‡? ২৮। তুমি বল, যাহারা ধর্ম-দ্রোহী হইয়াছে, বিজয় লাভের দিবসে তাঁহাদের বিশ্বাসী হওয়ার ফল দর্শিবে না, এবং তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হইবে না। ২৯। অনন্তর তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, এবং প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় তাহারাও প্রতীক্ষাকারী$। ৩০। (র, ৩, আ, ৮,)

* কবরের শাস্তি ক্ষুদ্র ও নরকের শাস্তি বৃহৎ। মহাত্মা আবু সোলয়মান দারাণী বলিয়াছেন যে, সামান্য শাস্তি কোন প্রাপ্য বিষয়ে বঞ্চিত হওয়া, অসামান্য শাস্তি নরকাগ্নি দাহ। পরন্তু উক্ত হইয়াছে যে, সামান্য ও অসামান্য শাস্তি ঐহিক দুর্গতি ও পারত্রিক বিষাদ, অর্থাৎ ইহকালে পাপে পতিত হওয়া এবং পরকালে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ হইতে দূরে পড়া। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর হজরত মোহম্মদের সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, ইহলোক পরিত্যাগের পূর্বে তুমি মুসাকে দেখিতে পাইবে। এস্থলে তিনি সেই অঙ্গী-কারের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন যে, তাহার দর্শন সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না। যখন হজরত সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন তখন তিনি আরোহণ ও অবরোহণ কালে মুসাদেবকে ষষ্ঠ স্বর্গে দর্শন করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ধর্মদ্রোহিগণ ব্যাকুলতার সহিত বলিত যে, সেই জয় যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে কখন হইবে? শীঘ্র আমাদিগকে প্রদর্শন কর। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ সত্যই ধর্মদ্রোহিগণ প্রতীক্ষা করিতেছে যে, তোমার উপর জয় লাভ করে। কিন্তু ঈশ্বর তোমাকেই বিজয়ী করিবেন, তাহাদিগকে নয়। (ত, হো,)

সুরা আহজাব*

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

৭৩ আয়াত, ৯ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে সংবাদ প্রচারক, তুমি ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং ধর্মদ্রোহী ও কপট লোকদিগের অনুগত হইও না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়। ১। এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়, তুমি তাহার অনুসরণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহার তত্বজ্ঞ। ২। এবং ঈশ্বরের প্রতি তুমি নির্ভর কর ও ঈশ্বরই যথেষ্ট কার্য সম্পাদক। ৩। ঈশ্বর কোন ব্যক্তির জন্য তাহার উদরে দুইটি হৃদয় উৎপন্ন করেন নাই, এবং তোমাদের ভার্যাগণকে সৃজন করেন নাই যে, তাহাদিগ হইতে তোমরা তোমাদের মাতৃগণকে প্রকাশ করিবে, এবং তোমাদের (পুত্র) সম্বোধনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে তোমাদের পুত্র সকল করেন নাই, ইহা তোমাদিগের নিজ মুখের কথা, এবং ঈশ্বর সত্য বললেন ও তিনি পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন†। ৪।

---

* এই সুরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার অবতরণের কারণ এই যে, ধর্মদ্রোহী আবু সুফিয়ান ও অকরমা এবং আবুয়লু অউর ওহদের সংগ্রামের পর মক্কা হইতে মদীনাতে যাইয়া কপটপ্রবর এব্‌ন আবুর আলয়ে অবস্থিতি করে। একদিন তাহারা কতিপয় কপট লোক সমভিব্যাহারে হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করে যে, "তুমি আমাদিগকে লাত ও মানত দেবতার অর্চনা করিতে দাও, এবং বল যে, প্রতিমা সকল কেয়ামতের দিন পাপ-ক্ষমার অনুরোধকারী হয়, তাহা হইলে আমরাও তোমাকে আপন ঈশ্বরের পূজা করিতে দিব"। এই কথা হজরতের নিকটে কঠিন বোধ হইল, তিনি মুখ ফিরিয়া রহিলেন। এব্‌ন আবু ও এব্‌ন কশির এবং কয়সের পুত্র হদ্‌ব বলিল, "হে প্রেরিত পুরুষ, আরবের সম্ভ্রান্ত লোক দিগের বাক্য অগ্রাহ্য করিবেন না, ইহার অভ্যন্তরে সমুদায় কল্যাণ স্থিতি করিতেছে"। মহাত্মা ওমর ধর্মের সংরক্ষক ও গৌরব বর্ধক ছিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হন। ইহা দেখিয়া হজরত বলেন, "ওমর, ইহাদিগকে জীবন সম্বন্ধে অভয় দান করা হইয়াছে, অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা উচিত নহে"। তাহাতে নিম্নবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† জমিলের পুত্র আবু মামর বুদ্ধিমান পুরুষ ছিল। সে সর্বদা বলিত যে, আমার বক্ষে দুইটি হৃৎকোষ আছে, মোহম্মদ যাহা বুঝিতে পারে আমি তাহার একটি দ্বারা তদপেক্ষা অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। আরবীয় লোকেরা তাহাকে "জেনাল কলবয়নে" (দুই হৃদয়ধারী) বলিয়া ডাকিত। যে সময়ে সে বদরের যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া মক্কাভিমুখে যাইতেছিল তখন, একটি পাদুকা তাহার হস্তে ও একটি চরণে ছিল। ইতিমধ্যে কোরেশ দলপতি আবু

তোমরা তাহাদের পিতৃ সম্বন্ধে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতে থাক, ইহা ঈশ্বরের নিকটে সমুচিত, অনন্তর যদি তোমরা তাহাদের পিতৃগণকে অজ্ঞাত থাক তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের ভ্রাতা ও তোমাদের অনুচর এবং তোমরা তাহাতে যাহা ভুল করিয়াছ তদ্বিষয়ে তোমাদের কোন দোষ নাই. কিন্তু তোমাদের অন্তঃকরণ যাহা চেষ্টা করে তাহাতেই (দোষ,) এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন * । ৫ । সংবাদবাহক বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের জীবন অপেক্ষা নিকটবর্তী ও তাহার পত্নীগণ তাহাদের জননী ; এবং তোমরা যে বন্ধুদিগের প্রতি বিহিত অনুষ্ঠান করিয়া থাক (সে বিষয়ে) ঐশ্বরিক গ্রন্থে বিশ্বাসিগণ ও ধর্মার্থ দেশত্যাগিগণ অপেক্ষা ঘনিষ্ট স্বজনবর্গ পরস্পর পরস্পরের সন্নিহিত, ইহা গ্রন্থে লিখিত আছে † । ৬ । এবং

সুফিয়ান তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে, সে বলে, "কতক লোক হত হইয়াছে কতক পলায়ন করিয়াছে" । আবু সুফিয়ান বলিল, "তোমার পাদুকার এ কি অবস্থা, এক পাদুকা চরণে একটি হস্তে" ? আবু মামর তখন দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে পারিল ও বলিল, "আমি এই পাদুকাদ্বয়কে চরণে সংলগ্ন ভিন্ন বোধ করিতেছিলাম না" । ইহার দ্বারা ঈশ্বর তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া নির্ধারিত করিলেন । তাহার যে দুই হৃদয় নাই ইহা প্রতীয়মান হইল । এই বিষয়ে এই আয়াতের আবির্ভাব হয় । পূর্বকালে যাহাকে পুত্র বলা হইত সে ঔরস পুত্রের ন্যায় ধনাধিকারী হইত । ঈশ্বর বলিতেছেন, যেমন দুই হৃদয় এক দেহে মিলিত হয় না তদ্রূপ এক স্ত্রীতে পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব এবং এক ব্যক্তিতে পুত্র সম্বোধন ও পুত্রত্ব স্থান পায় না । (ত, হো,)

পৌত্তলিকতার সময়ে আরবে কেহ কেহ আপন স্ত্রীকে মা বলিত, তাহাতে সমগ্র জীবন সেই স্ত্রী সেই পুরুষ হইতে পৃথক থাকিত, উভয়ের মধ্যে মাতৃ-পুত্রের সম্বন্ধ স্থাপিত হইত এবং কেহ কাহাকে পুত্র বলিয়া ডাকিলে তাহাতে পুত্র সম্বোধন প্রাপ্ত ব্যক্তি পুত্রের স্থলবর্তী হইত । পরমেশ্বর এই দুই আচরণকে খণ্ডন করলেন । ভার্যাকে মা বলার বৃত্তান্ত সূরা বিশেষে পরে বিবৃত হইবে । এ সকল সম্বন্ধ কথায় হইলেও এতদনুসারে আচরণ হইতে পারে না । এই দুইটি বিষয়ের সঙ্গে দুই হৃদয়ধারণ বিষয়টি সংযুক্ত হইয়াছে । সুনিপুণ সহৃদয় ব্যক্তিকে দুই হৃদয়যুক্ত বলা যাইতে পারে । কিন্তু বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখ কাহারও দুই হৃদয় হয় না । (ত, ফা,)

* এই আয়াত জয়দের পুত্র হারেসের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল । লোকে তাহাকে মোহম্মদের পুত্র জয়দ বলিল । প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, জয়দ হজরতের সহধর্মিণী খদিজার দাস ছিল । খদিজা তাহাকে হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । হজরত দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতে থাকেন, তাহাতে লোকে তাহাকে হজরতের পুত্র বলিতে থাকে । এতদুপলক্ষ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । "তোমাদের অন্তঃকরণ যাহা চেষ্টা করে (তাহাতেই দোষ), অর্থাৎ ভুল করিলে দোষ নাই ,কিন্তু ইচ্ছা করিয়া যে পিতা নয়, যদি তাহার প্রতি কেহ পিতৃ সম্বন্ধ স্থাপন করে তাহা হইলে অপরাধ হয় । (ত, হো,)

† প্রেরিত পুরুষ যে বিষয়ে যাহা কিছু করেন লোকের একান্ত কল্যাণ উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন, অন্য লোক অপেক্ষা তিনি অধিকতর প্রিয় বলিয়া জানা

(স্মরণ কর,) যখন আমি সংবাদ প্রচারকগণ হইতে তাহাদিগের অঙ্গীকার ও নূহা এবং এব্রাহিম ও মুসা এবং মরয়মের পুত্র ঈসা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং আমি তাহাদিগ হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, সত্যবাদীদিগের (প্রেরিত পুরুষদিগের) নিকটে তাহাদের সত্যবাদিতা বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন, এবং তিনি ধর্মদ্রোহীদিগের জন্য ক্লেশকর দণ্ড সজ্জিত রাখিয়াছেন *। ৭+৮। (র,১,আ, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল তখন আমি তাহাদিগের উপর বাত্যা ও সেনাবৃন্দ (দেবসৈন্য) প্রেরণ করিয়াছিলাম, তোমরা তাহা দেখ নাই, এবং তোমরা যাহা করিতে থাক ঈশ্বর তাহার দর্শক+। ৯। (স্মরণ কর,) যখন তোমাদের উপর হইতে ও তোমাদের নিম্ন হইতে (সৈন্য সকল) তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং যখন (তোমাদের) চক্ষু সকল বক্র হইয়া গেল, এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হইল

বিশ্বাসীদিগের কর্তব্য। হদীসে হজরত বলিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ বিশ্বাসী হইবে না যে পর্যন্ত আমি তাহার জীবন ও তাহার পিতা-মাতা পুত্র-কন্যা অপেক্ষা প্রিয়তর না হইব। কথিত আছে, যখন হজরত তবুকের সংগ্রামের জন্য উদ্যোগী হইয়া সমুদায় মোসলমানকে যাত্রা করিতে আদেশ করেন তখন অনেকে বলে যে, আমরা পিতা-মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসি। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেহেতু হজরত, বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের জীবন অপেক্ষা নিকটবর্তী (শ্রেষ্ঠ), অতএব তাঁহার আজ্ঞা অন্য সকলের আজ্ঞা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা তাহাদের উচিত। আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি যে প্রেম তদপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর প্রেম হওয়া বিধেয়। কোন কোন স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, প্রেরিত পুরুষ তাহাদের পিতা, এবং "তাঁহার ভার্যা তাহাদের মাতা"। যেহেতু বিশ্বাসীমণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পুরুষের একান্ত স্নেহ ও দয়া। (ত, হো,)

* এ সকল বিষয়ে প্রেরিত পুরুষদিগকে অঙ্গীকার বদ্ধ করা হইয়াছিল, যথা—যাঁহারা পরমেশ্বরের পূজা করিবেন, ঈশ্বরের অর্চনার জন্য লোকদিগকে আহ্বান করিবেন, মণ্ডলীকে উপদেশ দিবেন, এবং তাঁহার পরে যে কোন প্রেরিত পুরুষের অভ্যুদয় হইবে, তাঁহার সংবাদ দান করিবেন। এই অঙ্গীকার পেগাম্বরদিগের সম্বন্ধে সৃষ্টি কালেই নির্ধারিত হইয়াছিল। (ত, হো,)

+ হজরতের মদীনা প্রস্থানের চতুর্থ বৎসরে মদীনা হইতে তাড়িত নজির বংশীয় ইহুদী সম্প্রদায় কোরেশ ও কারারা ও গতফান জাতিকে এবং মদীনার নিকটবর্তী করিজা বংশীয় লোকদিগকে দলবদ্ধ করিয়া হজরতকে যাইয়া আক্রমণ করে, তাহারা বার সহস্র ছিল, হজরতের অনুচর মোসলমান তিন সহস্রমাত্র ছিল। মদীনা নগরের বহির্ভাগে শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। শিবিরের প্রান্তভাগে পরিখা খাত হয়। বিপক্ষ দল সম্মুখীন হইলে দূর হইতে তাহাদের সঙ্গে হজরতের সেনাদিগের যুদ্ধ হইতে থাকে। প্রায় এক মাস পর্যন্ত সংগ্রাম হয়। তন্মধ্যে এক দিন রাত্রিতে পরমেশ্বর কাফের সৈন্যদলের উপর প্রবল বায়ু প্রেরণ করেন, বাত্যাবলে তাহাদের পটমণ্ডপ সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, অশ্বযূথ বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়ন করে, সৈন্য সকল যার পর নাই দুর্দশাপন্ন দুর্বল হইয়া পড়ে, অগত্যা পলায়ন করিয়া যায়। এই সংগ্রামকে খন্দকের (পরিখার) সংগ্রাম বলে। (ত, ফা,)

ও তোমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে নানা কল্পনায় কল্পনা করিতেছিলে*। ১০। সেই স্থানে বিশ্বাসিগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল ও কঠিন সঞ্চালনে সঞ্চালিত হইয়াছিল। ১১। এবং (স্মরণ কর,) যখন কপট লোকেরা ও যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা বলিতেছিল যে, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ আমাদের নিকটে প্রবঞ্চনা করা ভিন্ন কোন অঙ্গীকার করেন নাই। ১২। এবং (স্মরণ কর,) যখন তাহাদের এক দল বলিল, "হে মদীনা নিবাসিগণ, তোমাদের জন্য স্থান নাই, অতএব তোমরা ফিরিয়া যাও;" এবং তাহাদের এক দল সংবাদবাহকের নিকটে অনুমতি চাহিল, বলিতে লাগিল, "নিশ্চয় আমাদের গৃহ শূন্য আছে," বস্তুতঃ তাহা শূন্য ছিল না, তাহারা পলায়ন করা ভিন্ন ইচ্ছা করিতেছিল না†। ১৩। এবং যদি (কাফের সৈন্য) তাহার (মদীনার) প্রান্ত হইতে তাহাদের (কপটদিগের) প্রতি (মদীনায়) প্রবেশ করে, তৎপর বিপ্লব প্রার্থী হয়, তবে অবশ্য তাহারা তাহা দিবে, এবং তৎসম্বন্ধে অল্প লোকে ভিন্ন বিলম্ব করিবে না‡। ১৪। এবং সত্য-সত্যই তাহারা ইতিপূর্বে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছে যে পিঠ ফিরাইবে না, এবং ঈশ্বর কর্তৃক অঙ্গীকার জিজ্ঞাসিত হয়। ১৫। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) যদি তোমরা হত্যা ও মৃত্যু হইতে পলায়ন কর সেই পলায়ন তোমাদিগকে লাভমান করিবে না, এবং তখন অল্প ভিন্ন তোমাদিগকে ফলভোগী করা হইবে না। ১৬। তুমি বল, সে কে যে, তোমাদিগকে ঈশ্বর হইতে রক্ষা করিবে, যদি তিনি তোমাদের সম্বন্ধে অকল্যাণ বিধান করেন, অথবা তোমাদের সম্বন্ধে কৃপা করিতে চাহেন? ঈশ্বর ব্যতীত তাহারা নিজের জন্য সহায় ও বন্ধু পাইবে না§। ১৭। নিশ্চয়

---

* উপর ও নিম্ন হইতে সৈন্য উপস্থিত হওয়া। অর্থ মদীনার পূর্ব দিক্ যে উচ্চ ভূমি পশ্চিম দিক্ যে নিম্ন ভূমি এই দুই দিক্ হইতে সৈন্য আগমন করা। ভয়েতে মোসলমান সেনাদিগের চক্ষু বাঁকিয়া গিয়াছিল ও প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, এবং অল্প বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে নানা অবিশ্বাসের কথা বলিতেছিল। (ত, ফা,)

† করতার পুত্র ওস্ ও আবু আরাবা প্রভৃতি কপট লোকেরা মদীনাবাসীদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমাদের জন্য মোহম্মদের শিবিরে থাকিবার স্থান নাই, অথবা এই স্থানে তোমাদের বিলম্ব করা সঙ্গত নয়, অতএব মদীনাস্থিত আপন আপন গৃহে চলিয়া যাও; কিংবা এস্লাম ধর্মে স্থিতি করা তোমাদের পক্ষে উচিত নয়, মোহম্মদকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া তোমরা স্বীয় পৈত্রিক ধর্মের আশ্রয় পুনর্গ্রহণ কর। হজরতের নিকটে হারসা ও সলমার সন্তানগণ বলিয়াছিল যে, আমাদের গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা রক্ষা করে এমন লোক নাই, অনুমতি কর আমরা চলিয়া যাই ও শত্রুর আক্রমণ হইতে গৃহকে রক্ষা করি। বস্তুতঃ গৃহ শূন্য বা অদৃঢ় ছিল না, বরং সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিল, তাহারা যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিবার ইচ্ছায় এরূপ বলিয়াছিল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যদি কাফের সৈন্যদল একযোগে মদীনায় প্রবেশ করিয়া কপট লোকদিগকে আক্রমণপূর্বক বিপ্লব প্রার্থনা করে, যথা—তাহাদিগকে পৌত্তলিক ধর্মগ্রহণ ও মোসলমানদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অনুরোধ করে, তবে তাহারা তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিবে। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ যদি ঈশ্বর তোমাদের অকল্যাণ ও পরাজয় ইচ্ছা করেন, অথবা তোমাদিগকে সম্পদ ও বিজয় দানে উদ্যত হন তবে কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? (ত, হো,)

পরমেশ্বর তোমাদিগের নিবৃত্তকারীদিগকে ও "আমাদের নিকটে এস" (বলিয়া) আপন "ভাই' সম্বোধনকারীদিগকে জ্ঞাত আছেন, এবং তাহারা অল্প ভিন্ন যুদ্ধে উপস্থিত হয় না*। ১৮। +তাহারা তোমাদের সম্বন্ধে (সাহায্য দানে) কৃপণ, অনন্তর যখন ভয় উপস্থিত হইবে তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তোমার প্রতি দৃষ্টি করিতেছে, যাহার উপর মৃত্যুর মূর্ছা সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার ন্যায় তাহাদের চক্ষু ঘুরিতেছে, পরে যখন ভয় চলিয়া যাইবে তখন তাহারা কল্যাণ সম্বন্ধে কৃপণ হওতঃ তীক্ষ্ম রসনায় তোমাদিগকে কটূক্তি করিবে, এই সকল লোক বিশ্বাস করে না, অনন্তর ঈশ্বর তাহাদের (ধর্ম) কর্ম সকল বিলুপ্ত করিয়াছেন, এবং ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ হয়। ১৯। তাহারা মনে করে যে, (কাফের) সৈন্যদল চলিয়া যায় নাই, এবং যদি সেই সৈন্যদল উপস্থিত হয় তখন তাহারা (এই) অনুরাগ প্রকাশ করে যে, যদি তাহারা প্রান্তরে বাস করিত ও তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত তবে (ভাল ছিল,) এবং যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তবে তাহারা অল্প ভিন্ন সংগ্রাম করে না+। ২০। (র, ২, আ, ১২)

সত্য-সত্যই তোমাদের জন্য ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের অনুসরণই কল্যাণ হয়, যাহারা ঈশ্বরকে ও অন্তিম দিবসকে আশা করে, এবং প্রচুররূপে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে (ইহা কল্যাণ হয়)‡। ২১। এবং যখন বিশ্বাসিগণ (কাফের) সৈন্য দলকে দেখিল তখন বলিল, "যাহা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ইহাই তাহা, এবং পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ সত্য বলিয়াছেন," এবং (ইহা) তাহাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য বৈ বৃদ্ধি করে

* এক ব্যক্তি হজরতের শিবির হইতে মদীনায় চলিয়া গিয়া আপন সহোদর ভ্রাতাকে দেখিয়া ছিল যে, সে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ করিতেছে। ইহা দেখিয়া সে তাহাকে বলে, "ভ্রাতঃ, তুমি এখানে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছ, এ দিকে প্রেরিত মহাপুরুষ রণক্ষেত্রে করবাল সহ ক্রীড়া করিতেছেন"। এই কথা শুনিয়া সে উত্তর করিল, "তুমিও এখানে আসিয়া বসিয়া থাক, তোমাকে ও তোমার বন্ধুদিগকে বিপদে ঘেরিয়াছে, মোহম্মদ কখনই এই বিপদের তরঙ্গ হইতে উদ্ধার পাইবে না"। ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া সে হজরতের নিকটে চলিয়া যায়, এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করে। তখনই জেব্রিলযোগে তিনি এই আয়াত প্রাপ্ত হন। আবুসুফিয়ান কিংবা ইহুদিগণ কপট লোকদিগকে বলিতেছিল যে, তোমরা আপনাদিগকে মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করিও না, মোহম্মদের সঙ্গ পরিত্যাগ কর। তাহারা এই কথায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া যায়। তাহাতেই "তাহারা অল্প ভিন্ন যুদ্ধে উপস্থিত হয় না" এই উক্তি হয়। (ত, হো,)

+ অর্থাৎ কপট লোকদিগের ভয় ও কাপুরুষতা এতদূর ছিল যে, বিদ্রোহী সৈন্যগণ পলায়ন করিয়া গেলেও তখন পর্যন্ত তাহারা মনে করে যে, সেই সেনাদল মদীনা নগর ঘেরিয়া যুদ্ধ প্রতীক্ষা করিতেছে। পুনর্বার বা উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করে এই ভয়ে তাহারা ইচ্ছা করিত যে, আমরা নগর ছাড়িয়া যদি প্রান্তরে থাকিতাম ভাল ছিল, পথিক লোকদিগকে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইতাম। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ হজরত মোহম্মদ সংগ্রামে অটল, ক্লেশ-বিপদে অত্যন্ত সহিষ্ণু অথবা তাঁহার চরিত্রে আরও অনেক সদ্গুণ আছে, তোমরাও তদ্রূপ হও। (ত, হো,)

নাই*। ২২। বিশ্বাসীদিগের মধ্যে কতক লোক ঈশ্বরের সঙ্গে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা প্রমাণিত করিল, পুনশ্চ তাহাদের কেহ আপন সংকল্পকে পূর্ণ করিল ও তাহাদের কেহ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এবং কোন পরিবর্তনে পরিবর্তন করিল না†। ২৩। + তাহাতেই ঈশ্বর সত্যাবলম্বীদিগকে তাহাদের সত্যের অনুরোধে পুরস্কার বিধান করেন, এবং যদি তিনি ইচ্ছা করেন কপটলোকদিগকে শাস্তি দেন, অথবা তাহাদের প্রতি (অনুগ্রহপূর্বক) ফিরিয়া আইসেন, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ২৪। এবং ধর্মদ্বেষীদিগকে পরমেশ্বর তাহাদের ক্রোধ সহকারে ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হইল না, পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের পক্ষে যুদ্ধে লাভ দেখাইলেন ; এবং ঈশ্বর শক্তিশালী পরাক্রান্ত হনঃ। ২৫। এবং গ্রন্থাধিকারীদিগের যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গ সকল হইতে নামাইলেন ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিলেন, তোমরা তাহাদের

---

* হজরত মোহম্মদ স্বীয় ধর্ম বন্ধুদিগকে কাফের সৈন্য দলের আক্রমণের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হইলে তোমাদের ঘোরতর সংকট হইবে, কিন্তু পরিণামে তাহাদের উপর তোমাদিগের জয় লাভ নিশ্চিত। তখন কাফের সৈন্য দলকে দেখিয়া বিশ্বাসী লোকেরা বলেন যে, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ যথার্থ বলিয়াছেন, আমরা বাধ্য অনুগত থাকিব। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে হজরতের ধর্মবন্ধুদিগের এক দল, যথা—হমজা, মসাব, ওসমান, তল্‌হা এবং ওনস প্রভৃতি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে হজরতের সঙ্গে থাকিয়া দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিবেন, বিশ্রাম করিবেন না, বরং প্রাণ দিবেন। পরমেশ্বর তাহাতেই বলেন, তাহারা আপনাদের কথা প্রমাণিত করিল। কেহ কেহ আপনাদের সংকল্প পূর্ণ করিলেন, যথা—হমজা ও মসাব যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন. কেহ কেহ যথা—ওসমান ও তল্‌হা যুদ্ধ স্থলে অপ্রতিহতভাবে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিলেন, স্বীয় অঙ্গীকারকে অন্যথা হইতে, কথার ব্যতিক্রম হইতে দিলেন না। (ত, হো,)

ঃ কাফের সৈন্যদল বিংশতি বা সপ্তবিংশতি দিবস মদীনার বহির্ভাগে স্থিতি করিয়াছিল। দিবাভাগে তাহারা পরিখার পার্শ্বে আসিত, তখন উভয় দল পরস্পর বাণ ও প্রস্তর বর্ষণ করিত। রাত্রিকালে কাফেরগণ হঠাৎ আক্রমণের চেষ্টা পাইত, হজরত কতিপয় অনুচর সঙ্গে করিয়া তাহা নিবারণে নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন অবিদের পুত্র ওমর যে একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিল, শত্রুসৈন্যদলের অপর চারিজন বীর পুরুষকে সঙ্গে করিয়া পরিখা উল্লঙ্ঘনপূর্বক এস্‌লাম সৈন্যদিগের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হয়, তখন ওমর আলির হস্তে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার সহচর নওফল নামক বীরপুরুষও নিহত হয়। ইহাতে কাফেরগণ হতোদ্যম হইয়া পড়ে। হজরত তিন দিন ক্রমাগত মসজেদে বিজয় লাভের প্রার্থনা করিতে থাকেন, তৃতীয় দিবস বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরমেশ্বর হজরতের আনুকূল্যবিধানে বায়ুকে নিযুক্ত করেন, বায়ু রাত্রিকালে বিদ্রোহী সৈন্যদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, অগ্নি নির্বাণ করিতে থাকে, দেবতারা অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের পটমণ্ডপের রজ্জু সকল ছেদন করেন, স্তম্ভসকল উৎপাটন করিয়া ফেলেন। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া পলায়ন করিয়া যায়, হজরতের পক্ষে জয় লাভ হয়। (ত, হো,)

এক দলকে হত্যা একদলকে বন্দী করিতেছিলে*। ২৬। এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূমি ও তাহাদের আলয় ও তাহাদের সম্পত্তি সকলের উত্তরাধিকারী করিলেন, (পরিশেষে) সেই ভূমি দিলেন, যথায় তোমরা পদার্পণ কর নাই, এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী হনন†। ২৭। (র, ৩ ; আ, ৭)

হে সংবাদবাহক, তুমি স্বীয় ভার্যাদিগকে বল, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তাহার শোভা অভিলাষ করিয়া থাক তবে এস, তোমাদিগকে (তাহার) ফল-ভোগ করাইব, এবং তোমাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় দান করিব‡। ২৮। এবং যদি তোমরা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে এবং পারলৌকিক আলয়কে কামনা কর, তবে নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে সাধ্বী নারীদিগের জন্য মহা পুরস্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন। ২৯। হে সংবাদবাহকের পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবে তাহার জন্য দ্বিগুণ শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে, এবং ইহা ঈশ্বরের নিকটে সহজ হয়। ৩০। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞাবাহিকা হইবে ও সৎকর্ম করিবে, তাহাকে আমি দুইবার তাহার পুরস্কার দান করিব, এবং তাহার জন্য আমি উৎকৃষ্ট জীবিকা সঞ্চয় রাখিয়াছি। ৩১। হে সংবাদবাহকের সহধর্মিণীগণ, যেমন অন্য প্রত্যেক নারী তোমরা সেরূপ নও, যদি তোমরা সাধুতা রক্ষা কর তবে কথায় নম্র হইও না, তাহা হইলে যাহার অন্তরে রোগ আছে সে (তোমাদের প্রতি) লোভ করিবে, এবং তোমরা বৈধ বাক্য বলিও। ৩২। এবং তোমরা আপন আপন গৃহ সকলে স্থিতি করিতে থাক ও পূর্বতন মূর্খতার বেশ-বিন্যাসের (ন্যায়) বেশ-বিন্যাস করিও না, এবং উপসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, ও জকাত দান কর, এবং ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য কর ; হে নিকেতননিবাসিগণ, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদিগ

* কাফেরগণ পলায়ন করিলে পর করিজা বংশীয় লোকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ হয়। যেহেতু তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া উক্ত বিদ্রোহী সৈন্যদলের যাহায্য করিয়াছিল। এস্লাম সৈন্য পনের দিবস পর্যন্ত তাহাদিগকে আবেষ্টন করিয়া একান্ত সংকটাপন্ন করিয়াছিল। মাজের পুত্র সাদ মোসলমানদিগের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন, তিনি করিজা বংশীয় পুরুষদিগকে বধ করিলেন, বালক-বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগকে দাসদাসী করিয়া লইলেন, তাহাদের ধন-সম্পত্তি মোসলমানদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন। পরে হজরত মোহম্মদ সাদকে বলিলেন, তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছ, ঈশ্বরও স্বর্গ হইতে সেই প্রকার আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। এই আয়াতে তাহারই উল্লেখ হইল। (ত, হো,)

† "সেই ভূমি দিলেন, যথায় তোমরা পদার্পণ কর নাই" অর্থাৎ রোম ও পারস্য রাজ্য পরে ঈশ্বর তোমাদিগকে প্রদান করিলেন। (ত, হো.)

‡ মদীনা প্রস্থানের নবম বৎসরে হজরত স্বীয় পত্নীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন ও শপথ করিয়াছিলেন যে, এক মাস কাল তাঁহাদের সঙ্গ করিবেন না, কারণ এই যে, তাঁহারা তাঁহার সাধ্যাতীত বস্ত্রাদি প্রার্থনা করিতেছিলেন। এয়মনের বিচিত্র বসন ও মেসরের পট্ট-বস্ত্র, এবং এইরূপ অন্যান্য সামগ্রীর প্রতি তাঁহাদের লোভ হইয়াছিল। এই সকল হজরতের হস্তায়ত্ত ছিল না। তিনি তাঁহাদের কর্তৃক উত্যক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, এবং এক মসজেদে যাইয়া বসিয়া থাকেন, উনত্রিশ দিবসের পর তিনি এই আয়াত প্রাপ্ত হন। (ত, হো,)

হইতে অশুদ্ধতা দূর করিতে চাহেন এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তিনি শুদ্ধতায় তোমাদিগকে শুদ্ধ করিবেন*। ৩৩। এবং তোমাদের নিকেতন সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ঈশ্বরের নিদর্শন সকল যাহা কিছু পড়া হয় তাহা তোমরা স্মরণ করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর কোমল ও জ্ঞানবান্ হন। ৩৪। (র, ৪ ; আ, ৭)

নিশ্চয় মোসলমান পুরুষগণ ও মোসলমান নারীগণ এবং বিশ্বাসী পুরুষগণ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ এবং অনুগত পুরুষগণ ও অনুগতা নারীগণ এবং সত্যবাদিগণ ও সত্যবাদিনীগণ এবং ধৈর্যশীলগণ ও ধৈর্যশীলাগণ এবং বিনম্র পুরুষগণ ও বিনম্রা নারীগণ এবং ধর্মার্থে দাতা ও দাত্রীগণ এবং উপবাসব্রতধারী ও উপবাসব্রতধারিণীগণ এবং স্বীয় ইন্দ্রিয়সংযমনকারী ও সংযমনকারিণীগণ এবং ঈশ্বরকে প্রচুর স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীগণ তাহাদের জন্য ঈশ্বর ক্ষমা ও মহা পুরস্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন। ৩৫। এবং যখন পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ কোন কার্যের আদেশ করেন তখন কোন বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীর পক্ষে উচিত নয় যে, তাহাদের জন্য আপন কার্যের ক্ষমতা থাকে ; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করে পরে সে নিশ্চয় স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হয়†। ৩৬। এবং (স্মরণ কর,) যাহার প্রতি ঈশ্বর সম্পদ্

* "পূর্বতন মূর্খতা" এব্রাহিমের সময়ের মূর্খতা, সেই সময়ে স্ত্রীলোকেরা মণিমুক্তাখচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া পুরুষদিগের নিকটে যাইয়া হাবভাব প্রকাশ করিত। পরবর্তী মূর্খতা মহাপুরুষ ঈসার পর হইতে হজরত মোহম্মদের অভ্যুদয় পর্যন্ত। আয়শা, ওম্মসলমা এবং আবু সয়িদ, খজরি ও মালেকের পুত্র ওনস বলিয়াছেন যে, ফাতেমা ও আলি এবং হাসন ও হোসেন এই চারিজন নিকেতনবাসীর মধ্যে গণ্য, অনেকের মত এই যে, হজরতের সহধর্মিণীমাত্রই নিকেতন-বাসীর মধ্যে পরিগণিত। ওম্মসলমা বলিয়াছেন যে, একদিন আমার আলয়ে এক কম্বলের উপর হজরত উপবিষ্ট আছেন, ইতিমধ্যে ফাতেমা উপস্থিত হন, তিনি হজরতের জন্য ব্যঞ্জনাদি আনিয়াছিলেন। হজরত বলিলেন, "ফাতেমা" আলি ও তোমার সন্তানকে ডাকিয়া আন, এই পাত্রে একত্র ভোজন করা যাইবে। ভোজন হইলে পর কম্বলের এক অংশ দ্বারা তিনি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, "হে ঈশ্বর, ইহারা আমার নিকেতনবাসী, ইহাদিগকে কলংকশূন্য কর, পবিত্র রাখ"। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল। ওম্ম সলমা বলিতেছেন, সেই সময়ে আমিও স্বীয় মস্তক কম্বলের নিম্নে স্থাপন করিলাম, এবং বলিলাম, "হে প্রেরিত পুরুষ, আমি কি তোমার নিকেতন-বাসিনী নহি"? তাহাতে তিনি বলেন, "নিশ্চয় তুমি এ কল্যাণাশ্রিতা"। এতদনুসারে নিকেতনবাসী পাঁচ জন হয়। যখনই হজরত ফাতেমার গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইতেন তখনই এই আয়াতাংশ বলিতেন, "হে নিকেতনবাসিগণ, তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদিগের অশুদ্ধতা দূর করিতে চাহেন এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তিনি শুদ্ধতায় তোমাদিগকে শুদ্ধ করিবেন।" (ত, হো,)

† হজরত মোহম্মদ হজবংশের কন্যা জয়নবকে হারেসের পুত্র জয়দের সঙ্গে বিবাহ দানে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে জয়নব হজরত তাঁহার পাণি গ্রহণ করিতে চাহেন মনে করিয়া সম্মত হইয়াছিলেন। পরে যখন জানিতে পাইলেন জয়দের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত, তখন অসম্মত হইলেন। তিনি পরমা সুন্দরী ও হজরতের পিতৃস্বসৃ কন্যা ছিলেন।

বিধান করিয়াছেন ও যাহার প্রতি তুমি সম্পদ্ বিধান করিয়াছ, তাহাকে যখন তুমি বলিলে যে, "আপন স্ত্রীকে তুমি আপনার নিকটে রক্ষা কর ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও ;" এবং ঈশ্বর যাহার প্রকাশক তুমি তাহাকে স্বীয় অন্তরে লুকাইয়া রাখিতেছিলে ও লোকদিগকে ভয় করিতেছিলে ; এবং ঈশ্বরই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে, তুমি তাঁহাকে ভয় করিবে ; অনন্তর যখন জয়দ তাহা হইতে (জয়নব হইতে) প্রয়োজন সিদ্ধ করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার ভার্যা করিয়া দিলাম, তাহাতে বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে আপন (পুত্র) সম্বোধন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ভার্যাগণের বিবাহের সম্বন্ধে যখন তাহারা তাহাদিগ হইতে প্রয়োজন সিদ্ধ করে তখন অন্যায় হইবে না, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাই সম্পাদিত হয়*। ৩৭। তত্ত্ববাহকের সম্বন্ধে, ঈশ্বর তাহার জন্য যাহা বিধি করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন অন্যায় নয়, (বরং) পূর্বে যাহারা চলিয়া গিয়াছে সেই (প্রেরিত পুরুষদিগের) প্রতি ঈশ্বরের বিধি (এইরূপ হইয়াছে,) এবং ঈশ্বরের কার্য পরিমাণে নির্ধারিত হয়। ৩৮। +যাহারা ঈশ্বরের সংবাদ সকল প্রচার করে, এবং তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে ও ঈশ্বরকে ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে ভয় করে না (তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কার্য পরিমাণে নিরূপিত হয়,) ঈশ্বরই যথেষ্ট হিসাবকারী। ৩৯। মোহম্মদ তোমাদের পুরুষদিগের কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে ঈশ্বরের প্রেরিত ও সংবাদবাহকদিগের শেষ, এবং ঈশ্বর সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী হন। ৪০। (র, ৫ ; আ, ৬)

বলিলেন, "আমি কেন একজন সামান্য লোকের পত্নী হইব"? তাঁহার ভ্রাতা আবদোল্লাও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। এতদুপলক্ষ্যে পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন। এই আয়াত প্রচার হইলে জয়নব ও তাঁহার ভ্রাতা সম্মতি দান করেন এবং উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রভু পরমেশ্বর হজরতকে জ্ঞাপন করেন যে, জয়নব তোমার পত্নী হইবে এরূপ বিধি হইয়া গিয়াছে। অনন্তর জয়দ ও জয়নবের মধ্যে বিষম অনৈক্য উপস্থিত হয়, জয়দ অনেকবার জয়নবকে বর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, হজরত তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত রাখেন। (ত, হো,)

পরিশেষে জয়দ জয়নবকে বর্জন করেন। বিহিত সময় অতীত হইলে হজরতের পক্ষ হইতে লোক যাইয়া জয়নবের নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করে। জয়নব হজরতের পত্নী হইবেন ভাবিয়া মহা আহ্লাদে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন, এবং দুইবার নমাজ পড়িয়া বলেন, "পরমেশ্বর", তোমার প্রেরিত পুরুষ আমাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছেন, যদি আমি তাঁহার উপযুক্ত হই, তবে আমাকে সম্প্রদান কর"। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। হজরত জয়দকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ লোকভয়ে তিনি জয়দের পরিত্যক্তা পত্নীকে বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত ছিলেন। তাহাতেই ঈশ্বর বলেন যে, "ঈশ্বর যাহার (যে অভিপ্রায়ের) প্রকাশক তুমি স্বীয় অন্তরে তাহা লুকাইয়া রাখিতেছিলে ও লোকদিগকে ভয় করিতেছিলে, ঈশ্বরই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত যে, তুমি তাঁহাকে ভয় করিবে" ইত্যাদি। এই উক্তির পর তিনি জয়নবকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হন। "তাহাদিগ হইতে প্রয়োজন সিদ্ধি করে," ইহার অর্থ তাহাদিগকে অর্থাৎ পত্নীগণকে পরিত্যাগ করে। (ত, হো,)

জয়নব মহা কুলোদ্ভবা হজরতের পিতৃস্বসৃকন্যা ছিলেন। হজরত ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, হারেসের পুত্র জয়দের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। জয়দ আরব্য

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা প্রচুর স্মরণে ঈশ্বরকে স্মরণ কর*। ৪১।+এবং প্রাতঃ-সন্ধ্যা তাঁহাকে স্তুতি করিতে থাক। ৪২। তিনিই যিনি তোমাদিগের প্রতি আশীর্বাদ করেন ও তাঁহার দেবগণ করিয়া থাকে, যেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে আনয়ন করেন, এবং তিনি বিশ্বাসিগণের প্রতি দয়ালু হন†। ৪৩। যে দিবস তাহারা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে সেই দিবস (তাঁহা হইতে) তাহাদের প্রতি শুভাশীর্বাদ সলাম (শান্তি) হইবে,‡ এবং তাহাদের জন্য তিনি উত্তম পুরস্কার সঞ্চিত করিয়াছেন। ৪৪। হে সংবাদবাহক, নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা ও সুসংবাদ প্রচারক ও ভয়প্রদর্শক এবং ঈশ্বরের দিকে তাঁহার আদেশক্রমে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল দীপস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি$। ৪৫+৪৬। এবং তুমি

লোক ছিলেন, বাল্যকালে তাঁহাকে আরবের কোন প্রদেশ হইতে এক দুর্বৃত্ত হরণ করিয়া মক্কানগরে লইয়া যায়, হজরত মূল্যদানে তাঁহাকে ক্রয় করেন। যখন তাহার দশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তদীয় পিতা ও ভ্রাতা আসিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে চাহে। হজরতও সম্মতি দান করেন, কিন্তু তিনি পিতার সঙ্গে গৃহে যাইতে অসম্মত হন। এস্‌লাম ধর্মগ্রহণের পূর্বে জয়দকে হজরত স্নেহপ্রকাশে পুত্র বলিয়া ডাকিতেন। জয়দ ও জয়নব এবং বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া এই কয়েক আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, ফা,)

* অন্তরে সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করাই প্রচুর ঈশ্বর স্মরণ করা। কেহ কেহ বলেন, প্রচুররূপে ঈশ্বর স্মরণ অর্থে ঈশ্বরকে প্রীতি করা বুঝায়। যে ব্যক্তি যে বস্তুকে প্রেম করে সে তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া থাকে। বহু স্মরণই প্রেমের লক্ষণ, প্রেম ইচ্ছা করে না যে, জিহ্বা প্রেমাস্পদের প্রসঙ্গ হইতে ও মন তাঁহার মনন হইতে নিবৃত্ত থাকে। (ত, হো)

† অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে লইয়া যাওয়ার অর্থ পাপরূপ অন্ধকার হইতে ঈশ্বরানুগত্য রূপ জ্যোতিতে, বা সংশয় হইতে বিশ্বাসে লইয়া যাওয়া। বহরোল্‌ হকায়েকে উক্ত হইয়াছে যে, শারীরিক ভাবরূপ অন্ধকার হইতে আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে লইয়া যাওয়া এই উক্তির তাৎপর্য। (ত, হো,)

‡ "যে দিবস তাহারা তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে" এ স্থলে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মৃত্যুর অধিপতি অজ্‌রায়িলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বুঝাইবে। (ত, হো,)

$ হজরতকে উজ্জ্বল দীপস্বরূপ এজন্য বলা হইয়াছে যে, দীপ অন্ধকার নিবারণ করে, হজরতের বিদ্যমানতার জ্যোতিও ধর্মদ্রোহিতারূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছে। পরন্তু গৃহে যাহা হারাইয়া যায় দীপের আলোকে তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়। যে সকল সত্য লোকের নিকট প্রচ্ছন্ন ও গুপ্ত ছিল, এই মোহম্মদরূপ দীপের জ্যোতিতে সেই সকল প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ গৃহস্থের শান্তি, নির্ভীকতা ও আরামের কারণ এবং চোরের শাস্তিভয় ও উদ্বেগের কারণ দীপ। তদ্রূপ হজরতও বিশ্বাসীদিগের শান্তি সৌভাগ্য গৌরবের কারণ এবং অবিশ্বাসীদিগের খেদ ও অপমানের হেতু। তিনি অন্যান্য সাধারণ দীপের তুল্য নহেন, সে সকল দীপ কখন প্রদীপ্ত কখন নির্বাপিত হয়, কিন্তু তিনি আদ্যোপান্ত জ্যোতি দান করেন। অন্য দীপ বাত্যাহত হইয়া নিবিয়া যায়, কিন্তু কোন ব্যক্তি তাঁহার জ্যোতিকে পরাস্ত করিতে পারে না। লোকে দীপ রাত্রিতে প্রজ্বলিত করে; দিবাভাগে নয়। হজরত সত্য প্রচাররূপ জ্যোতিতে সংসাররূপ রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছেন, কেয়ামতের দিনেও

বিশ্বাসীদিগকে এই সুসংবাদ দান কর যে, তাহাদের জন্য পরমেশ্বর হইতে মহা অনুগ্রহ আছে। ৪৭। এবং তুমি ধর্মবিদ্বেষীদিগের ও কপট লোকদিগের অনুগত হইও না ও তাহাদিগকে যন্ত্রণা দানে বিরত থাক, এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, ঈশ্বরই যথেষ্ট কার্য সম্পাদক। ৪৮। হে বিশ্বাসী লোকসকল, যখন তোমরা বিশ্বাসিনী নারীদিগকে বিবাহ কর, তৎপর তাহাদের প্রতি হস্ত পঁহুছিবার পূর্বে তাহাদিগকে বর্জন কর, তখন তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদের দিন গণনা নয় যে, তোমরা তাহা গণনা করিবে, অনন্তর তোমরা তাহাদিগকে ধন দান করিও, এবং তাহাদিগকে উত্তম বিদায়ে বিদায় দান করিও*। ৪৯। হে তত্ত্ববাহক, যাহাদিগকে তুমি তাহাদের (প্রাপ্য) স্ত্রীধন দান করিয়াছ, নিশ্চয় আমি তোমার সেই ভার্যাদিগকে এবং (কাফেরদিগের সম্পত্তি হইতে) ঈশ্বর যাহা তোমার প্রতি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন তাহা হইতে তোমার হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে সেই (দাসীকে) এবং তোমার পিতৃব্যের কন্যাগণকেও তোমার পিতৃব্য পত্নীর কন্যাগণকে এবং তোমার মাতুলের কন্যাগণকে ও তোমার মাতুল পত্নীর কন্যাগণকে যাহারা তোমার সঙ্গে দেশান্তরিত হইয়াছে, এবং যদি বিশ্বাসিনী নারী তত্ত্ববাহকের জন্য আপন জীবন দান করে, যদি তাহাকে বিবাহ করিতে তত্ত্ববাহক ইচ্ছা করে, (তাহাকে) তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি ; (অন্য) বিশ্বাসিগণ ব্যতীত (ইহা) তোমার জন্য বিশেষ হইয়াছে ; নিশ্চয় আমি তাহাদের ভার্যাগণের সম্বন্ধে ও তাহাদের হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রতি যাহা ব্যবস্থা করিয়াছি জ্ঞাত আছি, (ইহা সহজ করিলাম,) যেন তোমার সম্বন্ধে কোন সঙ্কট না হয়, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন†। ৫০। ; সেই (ভার্যাদের) মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা কর তুমি

শফাঅত (পাপ-ক্ষমার অনুরোধ)রূপ মশাল দ্বারা জ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন। সূর্যকে দীপ ও প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদকেও দীপ বলা হইয়া থাকে। উহা আকাশের দীপ, ইনি অধ্যাত্ম জগতের দীপ ; উহা পৃথিবীর দীপ, ইনি দেবমণ্ডলীর দীপ ; উহা ভৌতিক দীপ, ইনি অধ্যাত্মিক দীপ ; সেই দীপের অভ্যুদয়ে লোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই দীপের প্রকাশে লোকের অন্তশ্চক্ষু বিকশিত হয়। (ত, হো,)

* যদি কোন পুরুষ সহবাসের পূর্বে স্ত্রীবর্জন করে, তখন তাহার মহর বন্ধন অর্থাৎ স্বামীর দেয় স্ত্রীধন নির্ধারিত হইয়া থাকিলে তাহাকে নির্ধারিত ধনের অর্ধেক দিবে, মহর বন্ধন না হইয়া থাকিলে কিছু ধন দান করিবে, অর্থাৎ একজোড়া বস্ত্র দিবে। তখন সে ইচ্ছা করিলে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে, এতদিনের পর তাহার বিবাহ হইবে এরূপ কোন সময় তাহার পক্ষে নির্ধারিত হইবে না। সেই স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনবাস হইয়া থাকিলে কিন্তু তাহাতে সহবাস হয় নাই এমন অবস্থা হইলেও তাহাকে মহর বন্ধনের পূর্ণ অর্থ দান করিতে হইবে। হজরত এক নারীকে বিবাহ করিয়া যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হন তখন সে বলিতে থাকে যে, "ঈশ্বর তোমাকে নিবৃত্ত রাখুন," তখন হজরত তাহাকে বর্জন করেন। হয় তো এতদুপলক্ষেই সাধারণ বিশ্বাসীদিগকে উল্লেখ করিয়া এই উক্তি হইয়াছে। এই বিধি বিশেষভাবে প্রেরিত পুরুষের প্রতি নহে, সাধারণ মোসলমানের প্রতি এই বিধি। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ যে সমস্ত নারী কাবিনের নিয়মে হে মোহম্মদ, এক্ষণ তোমার উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ আছে তাহারা কোরেশ হোক বা মোহাজের (দেশত্যাগী) সম্প্রদায়স্থ

দূরে রাখিবে ও যাহাকে ইচ্ছা কর নিকটে স্থান দিবে, যাহাদিগকে তুমি দূরে রাখিয়াছ (যদি) তাহাদের মধ্যে তুমি কাহাকে অভিলাষ কর তবে তোমার সম্বন্ধে দোষ নাই, ইহাতে (এই অবকাশ দানে) তাহাদের নয়ন শীতল হইবে ও তাহারা শোক করিবে না, এবং তুমি তাহাদের প্রত্যেককে যাহা দান করিবে তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহারই উপক্রম হয়, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে ঈশ্বর জানিতেছেন, এবং ঈশ্বর গম্ভীর প্রকৃতি-জ্ঞাতা হন*। ৫১। ইহা ব্যতীত নারীগণ তোমার জন্য বৈধ নহে, তাহাদের সঙ্গে যাহাকে তোমার দক্ষিণ হস্ত অধিকার করিয়াছে সে ব্যতীত (অন্য) স্ত্রীগণকে তাহাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করিলেও পরিবর্তন করিবে না, এবং ঈশ্বর সর্ববিষয়ে দৃষ্টিকারী†। ৫২। (র, ৬ ; আ, ১১)

হোক অথবা অন্য কোন দলের হোক না কেন তোমার পক্ষে বৈধ। এবং মাতুলের ও পিতৃব্যের কন্যাগণ কোরেশ জাতির অন্তর্গত হইলেও তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করিয়া থাকিলে বৈধ, অন্যথা অবৈধ। যে স্ত্রী কাবিন ব্যতিরেকে আপনাকে উৎসর্গ করে, সে বিশেষভাবে প্রেরিত পুরুষেরই ভার্যা হইতে পারে। অন্য মোসলমানের পক্ষে কাবিন ব্যতীত বিবাহ অসিদ্ধ। হজরতের দশ ভার্যা ছিল। তন্মধ্যে খদিজা প্রথমা ভার্যা ছিলেন, তাঁহার পরলোক হইলে পর তিনি ক্রমে অপর নয় জনকে বিবাহ করেন। হজরত মানবলীলা সংবরণ করিলে সেই নয়জন বিদ্যমান ছিলেন। সেই নয় জন এই ঃ—বিবি আয়শা, হফ্‌সা, সুদা, ওম্মসলমা, ওম্মহবিবা, জয়নব, জবিরা, সফিয়া, ময়মুনা। (ত, ফা,)

* কোন ব্যক্তির অনেক ভার্যা থাকিলে তাহার পক্ষে উচিত যে, পালাক্রমে প্রত্যেকের নিকটে তুল্যভাবে থাকে। হজরতের সম্বন্ধে এ জন্য এই বিধি ছিল না যে, তাঁহার স্ত্রীগণ যেন নিজের স্বত্ব হজরতের প্রতি কিছু আছে এরূপ মনে না করেন। কিন্তু হজরত প্রত্যেকের পালার মধ্যে কোন প্রভেদ করেন নাই, সকলের সম্বন্ধে তুল্য দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কেবল বিবি সুদা নিজের পালা বিবি আয়শাকে দান করিয়াছিলেন। হজরতের দুই দাসী পত্নী ছিল, এক জনের নাম মারিয়া, এক জনের নাম সমুনা। মারিয়ার গর্ভে হজরতের এব্রাহিম নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, শৈশবকালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। (ত, ফা,)

বিবি সুদা নিজের ভাগ আয়শাকে দান করিয়াছিলেন, সেই সুদাকে ব্যতীত হজরত সকল পত্নীর ভাগের প্রতি শেষ জীবন পর্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সুদা, সফিয়া, জবিরা, ওম্মহবিবা, ময়মুনা এই পাঁচ পত্নীকে তিনি দূরে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু যখন যে প্রকার ইচ্ছা করিতেন তাঁহাদের ভাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। বিবি আয়শা, হফ্‌সা, ওম্মসলমা, এবং জয়নবকে হজরত নিকটে রাখিয়াছিলেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ হে মোহম্মদ, এই নয় নারী যে তোমার বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ আছে তদ্ব্যতীত অন্য কাহাকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে বৈধ নহে। তুমি তাহাদের একজনকে বর্জন করিয়া অন্য কোন স্ত্রীকে যে তাহার স্থানে গ্রহণ করিবে তাহা হইতে পারিবে না। এক্ষণ নয় জন মাত্র তোমার নির্দিষ্ট সহধর্মিণী, কেবল তোমার হস্ত যাহাকে অধিকার করিয়াছে সেই দাসী তোমার পত্নীস্থানে গৃহীত হইতে পারিবে। হজরতের পক্ষে নয় ভার্যা, সাধারণ মোসলমানের পক্ষে চারি স্ত্রী গ্রহণ করা বিধি হইয়াছে। (ত, হো,)

হে বিশ্বাসিগণ, ভোজন সম্বন্ধে তোমাদের জন্য নিমন্ত্রণ হওয়া ব্যতীত
(নিমন্ত্রণ হইলেও) তাহার (খাদ্য দ্রব্যের) রন্ধনের প্রতীক্ষাকারী না হইয়া তোমরা
সংবাদবাহকের আলয়ে প্রবেশ করিও না, কিন্তু যখন তোমাদিগকে আহ্বান করা হয়
তখন প্রবেশ করিও, পরে ভোজন করিও, অবশেষে চলিয়া যাইও, কোন কথার জন্য
অবস্থিতি করিও না, নিশ্চয় ইহা সংবাদবাহককে কষ্ট দান করে, পরন্তু সে তোমাদিগ
হইতে লজ্জিত হয়, এবং পরমেশ্বর সত্য বিষয়ে লজ্জা করেন না, এবং যখন তোমরা
কোন সামগ্রী তাহাদের (প্রেরিত পুরুষের পত্নীদিগের) নিকটে প্রার্থনা করিবে তখন
যবনিকার অন্তরাল হইতে তাহাদের নিকটে প্রার্থনা করিও, ইহা তোমাদের হৃদয়ের
জন্য ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য বিশুদ্ধ হয়, এবং ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষকে ক্লেশ দান
করা ও তাহার অভাবে কখনও তাহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে (উচিত)
নয়, নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের নিকটে গুরুতর হয়* । ৫৩ । যদি তোমরা কোন বিষয়
প্রকাশ কর বা তাহা গোপন রাখ তবে নিশ্চয় (জানিও) ঈশ্বর সকল বিষয়ে জ্ঞানী
হন† । ৫৪ । আপন পিতৃগণের ও আপন পুত্রদিগের ও আপন ভ্রাতাদিগের এবং
আপন ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের ও আপন ভাগিনেয়দিগের ও স্বজাতি নারীদিগের ও তাহাদের
হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে তাহাদের নিকটে (অনাবৃত হওয়া) তাহাদিগের
পক্ষে দোষ নহে, এবং তোমরা (হে নারীগণ,) ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয়,
ঈশ্বর সর্ব বিষয়ে সাক্ষী হন‡ । ৫৫ । নিশ্চয় ঈশ্বর ও তাঁহার দেবগণ সংবাদ-

* যখন হজরত ঈশ্বরের আদেশক্রমে জয়নবকে বিবাহ করিলেন তখন তদুপলক্ষে লোকদিগকে মহা ভোজ দিলেন। সকলে ভোজনান্তে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। জয়নব গৃহ প্রান্তে প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন, হজরত ইচ্ছা করিতেছিলেন যে, সকল লোক চলিয়া যায়। পরে স্বয়ং সভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিলে অধিকাংশ লোক প্রস্থান করে, তখনও তিন জন বসিয়া কথোপকথন করিতে থাকে। হজরত গৃহের দ্বারে আসিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লজ্জিত হইলেন। পরে বহু প্রতীক্ষার পর নির্জন হয়। ওনস বলিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদ জয়নবের গৃহে প্রবেশ করিলে পর আমিও ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে সেখানে যাইব, কিন্তু গৃহের দ্বারে আচ্ছাদন ছিল। তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরতকে জীবদ্দশায় সম্মান করা ও মৃত্যুর পর তাঁহাকে গৌরব দান করা সকলের একান্ত কর্তব্য। তাঁহার পত্নীগণ বিশ্বাসীদিগের মাতৃস্বরূপা, তাঁহার মৃত্যু হইলে বা তিনি পত্নীকে বর্জন করিলে, সন্তানের পক্ষে মাতা যেমন অবৈধ, বিশ্বাসীর পক্ষে তাঁহার পত্নী সেইরূপ অবৈধ। (ত, হো,)

† হজরতের ধর্মবন্ধুদিগের একজন বলিয়াছিল যে, হজরত পরলোক গমন করিলে আমি আয়শাকে আমার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব জানাইব, আর একজনের অন্তরে এই অভিলাষ হইয়াছিল, সে মুখে ব্যক্ত করে নাই। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ আবরণ সম্বন্ধীয় আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর এই আদেশ প্রচার হইয়াছিল যে, সমুদায় নারী আবরণের অন্তরালে থাকিবে। তখন তাহাদের পিতা, ভ্রাতা ও স্বজনবর্গ আসিয়া হজরতের নিকটে জিজ্ঞাসা করে, "হে প্রেরিত মহাপুরুষ, স্ত্রীলোকেরা আবৃত থাকিবে, আমরা কি আবরণের বাহিরে থাকিয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিব" ? এতদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

বাহককে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন, হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা তাঁহার নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর ও সলাম করণে সলাম কর* । ৫৬ । নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে ক্লেশ দান করে ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদের উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাত হইয়া থাকে ও তাহাদের জন্য তিনি গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ৫৭ । এবং যাহারা বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগকে যে (অপরাধ) করিয়াছে তদ্ব্যতীত যন্ত্রণা দান করিত, পরে সত্যই তাহারা অপবাদের ও স্পষ্ট অপরাধের ভার বহন করিয়াছে† । ৫৮ । (র, ৭ ; আ, ৭)

হে সংবাদবাহক, তুমি স্বীয় ভার্যাদিগকে ও স্বীয় কন্যাদিগকে এবং মোসলমান-দিগের স্ত্রীগণকে বল, যেন তাহারা আপনাদের উপর আপনাদের চাদর সকল সংলগ্ন করে, তাহারা পরিচিত হওয়ার পক্ষে ইহা (এই উপায়) নিকটতম, পরে তাহারা উৎপীড়িত হইবে না,‡ এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ৫৯ । যদি কপট লোকেরা ও যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা এবং নগরে অপযশ রটনাকারিগণ নিবৃত্ত না হয় তবে অবশ্য আমি তাহাদের প্রতি তোমাকে প্রেরণ করিব, তৎপর অল্প লোক ব্যতীত তাহারা তথায় তোমার প্রতিবেশী থাকিবে না । ৬০ । অভিশপ্ত লোকগণ যে স্থানে পাওয়া যাইবে ধৃত হইবে ও প্রচুর হত্যায় হত হইবে। ৬১ । যাহারা পূর্বে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের প্রতিও ঈশ্বরের (ঈদৃশ) নীতি ছিল, ঈশ্বরের নীতিতে তুমি পরিবর্তন পাইবে না$ । ৬২ । লোক সকল (উপহাসক্রমে) তোমাকে কেয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, "তাহার জ্ঞান ঈশ্বরের নিকটে এতদ্ভিন্ন নহে ;" কিসে তোমাকে জানাইবে যে, সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকট হইবে ? ৬৩ । নিশ্চয় ঈশ্বর ধর্মবিদ্বেষীদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য নরক প্রস্তুত রাখিয়াছেন। ৬৪ । তথায় তাহারা সর্বদা বাস করিবে, কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু পাইবে না । ৬৫ । যে দিবস অগ্নির

* নমাজের অঙ্গ বলিয়া এই আদেশ মান্য হইয়া থাকে ; যথা—হে নবি, তোমার প্রতি সলাম ; হে পরমেশ্বর, মোহম্মদ ও তাঁহার বংশের জন্য তোমার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, ইত্যাদি। এই কৃপা প্রার্থনা বিশেষরূপে গৃহীত হয়। যিনি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকেন তাঁহার উপর দশ গুণ কৃপা হইয়া থাকে। (ত, হো,)

† এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার এই কয়েক কারণ ছিল। একদিন মহাত্মা ওমর এক সুসজ্জিতা দাসীকে ব্যভিচারে উদ্যত দেখিয়া ভর্ৎসনা করিয়া সমুচিত শিক্ষা দান করেন, সে আপন প্রভুর নিকটে যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করে। সেই দাসীর দুর্দান্ত প্রভু ওমরকে তাঁহার সাক্ষাতে নানা প্রকার গালি ও অপবাদ দেয়। (২য়) ব্যভিচারীদিগের সম্বন্ধে, যাহারা রজনীতে পথপ্রান্তে বসিয়া থাকে ও দাসীদিগের উপর হস্তক্ষেপ করে ইত্যাদি। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ অবগুণ্ঠনবৃতা হইলে দাসী নয়, ভদ্রমহিলা, নীচ কুলোদ্ভবা নয় সৎ-কুলোদ্ভবা, দুশ্চরিত্রা নয় সচ্চরিত্রা ইহা জানা যাইবে। দুশ্চরিত্র লোকেরা তাহা হইলে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইবে না। অবগুণ্ঠন উহার চিহ্ন রহিল। (ত, ফা,)

$ অর্থাৎ পূর্ববর্তী মণ্ডলী সকলের পেগাম্বরদিগের প্রতিও এরূপ নির্ধারিত ছিল, তাঁহারাও ধর্মদ্বেষী কপট লোকদিগকে হত্যা করিতে আপন অনুগত লোকদিগকে আদেশ করিয়াছেন। (ত, হো,)

দিকে তাহাদের মুখ ফিরান হইবে তাহারা বলিবে, "হায়! যদি ঈশ্বরের অনুগত হইতাম ও প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইতাম"। ৬৬। এবং বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা আপন দলপতিদিগের ও আপন প্রধান পুরুষদিগের আনুগত্য করিয়াছি, পরে তাহারা আমাদিগকে পথহারা করিয়াছে। ৬৭। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দান কর, এবং মহা অভিশাপে তাহাদিগকে অভিশপ্ত কর। ৬৮। (র, ৮; আ, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ, যাহারা মুসাকে যন্ত্রণা দান করিয়াছিল তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না, তাহারা যাহা বলিয়াছিল ঈশ্বর তাহা হইতে তাহাকে বিশুদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং সে ঈশ্বরের নিকট সম্মানিত ছিল*। ৬৯। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং দৃঢ় কথা বলিতে থাক। ৭০। +তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য সকলকে শুভজনক করিবেন ও তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের জন্য ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য করে পরে নিশ্চয় সে মহা চরিতার্থতায় চরিতার্থ হয়। ৭১। নিশ্চয় আমি স্বর্গ ও মর্ত ও পর্বত সকলের নিকটে "আমানত" (বিষয় বিশেষের রক্ষার ভার) উপস্থিত করি, তখন তাহারা তাহা বহনে অসম্মত হয় ও তাহাতে ভয় পায়, এবং মনুষ্য তাহা বহন করে, নিশ্চয় সে অত্যাচারী অজ্ঞান ছিল†। ৭২। +তাহাতে (আমানতের ক্ষতির জন্য) ঈশ্বর

* বনি-এস্রায়িল মুসার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দিয়াছিল। তাহারা এক দুশ্চরিত্রা নারীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া মুসা তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছেন এরূপ অপবাদ দেয়। পরে ঈশ্বর মুসাদেবের চরিত্রের শুদ্ধতা প্রমাণিত করেন। কারূণের বিবরণে এ বিষয়ে বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। অথবা হারূনকে সঙ্গে করিয়া যখন মুসা সায়না গিরিতে গিয়াছিলেন তখন তথায় হারূনের মৃত্যু হয়। এস্রায়িল বংশীয় লোকেরা মুসাকে বলে যে, তুমি হারূনকে বধ করিয়াছ। ঈশ্বরের আদেশে দেবগণ তৎক্ষণাৎ হারূনের দেহকে কবর হইতে উঠাইয়া লোকদিগকে প্রদর্শন করেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হত হন নাই। অতএব বলা হইয়াছে যে, মুসাকে যেমন তাহার মণ্ডলী যন্ত্রণা দান করিয়াছিল, তোমরা মোহম্মদকে তদ্রূপ যন্ত্রণা দিও না। (ত, হো)

† "আমানত" অর্থে এ স্থলে ঈশ্বরসেবা অর্থাৎ নমাজ, রোজা, জকাত, জেহাদ, হজ্জ ব্রতপালন। প্রথমতঃ ঈশ্বর এই আমানত স্বর্গ ও মর্ত ও পর্বতের নিকটে উপস্থিত করেন, এ সকল পালন করিলে পুরস্কৃত ও তাহা অবহেলা করিলে দণ্ডিত হইবে এরূপ বলেন। তাহারা পুরস্কারের প্রত্যাশী হয় না, শাস্তি গ্রহণেও অসম্মত হয়। এস্থলে স্বর্গ অর্থে স্বর্গবাসী দেবগণ মর্ত ও পর্বত অর্থে সমতল ভূমিস্থ ও পর্বতস্থ পশ্বাদি। প্রচুর শক্তিশালী প্রকাণ্ড দেহসত্ত্বেও ইহারা ভয় পাইয়া আমানত গ্রহণে অসম্মত হয়। পরে দুর্বল মানুষ তাহা বহন করিতে সম্মতি প্রকাশ করে। "নিশ্চয় সে অত্যাচারী অজ্ঞান ছিল"। অর্থাৎ বৃহৎকায় জীব সকল ভয় করিয়া যাহা বহনে অসম্মত হয়, মনুষ্য তাহা বহন করিয়া নিজের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছে। এ বিষয় ত্রুটি ও অপরাধ হইলে যে শাস্তি হইবে তৎসম্বন্ধে সে অজ্ঞান ছিল। এই আয়াত সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ স্থলে সংক্ষেপে মাত্র বিবৃত হইল। (ত, হো,)

কপট পুরুষ ও কপট নারীগণকে এবং অংশিবাদী ও অংশিবাদিনীদিগকে শাস্তি দান করেন, এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগের প্রতি ঈশ্বর প্রত্যাবর্তিত হন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ৭৩। (র, ৯; আ, ৫)

সুরা সবা*

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

৫৪ আয়াত, ৬ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যে কিছু স্বর্গে ও যে কিছু পৃথিবীতে আছে সেই সকল যাঁহার, সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, এবং পরলোকে তাঁহারই সম্যক্ প্রশংসা, এবং তিনি বিজ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞ। ১। ভূতলে যাহা উপস্থিত হয় ও তাহা হইতে যাহা নির্গত হইয়া থাকে এবং যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় ও যাহা তথায় উত্থিত হইয়া থাকে তাহা তিনি জানেন, এবং তিনি দয়ালু ক্ষমাশীল†। ২। এবং ধর্মদ্রোহিগণ বলিয়াছে যে, আমাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হইবে না, তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, অবশ্য তোমাদের নিকটে নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ (ঈশ্বর) আগমন করিবেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে রেণু পরিমাণ এবং ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অপিচ বৃহত্তর উজ্জ্বল গ্রন্থে (লিপি আছে) ভিন্ন তাহা হইতে লুক্কায়িত নহে‡। ৩। + তাহাতে তিনি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কার দিবেন, ইহারাই যাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট ক্ষমা ও উপজীবিকা আছে। ৪। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকল সম্বন্ধে (তাহার) হীনতা সম্পাদক হইবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহারাই যে তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তির শাস্তি আছে। ৫। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহারা দেখে যে, তোমার প্রতি যাহা তোমার প্রতি-

* এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† কেহ বলেন আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় তাহার মর্ম জেব্রিল, যাহা আকাশে উত্থিত হয় তাহার অর্থ মেরাজের রজনীতে হজরতের স্বর্গারোহণ করা। গ্রন্থবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা অবতীর্ণ হয় ও উত্থিত হয় অর্থে সাধুপুরুষদিগের অন্তরে যে সকল স্বর্গীয় তত্ত্ব ও আলোক প্রকাশিত হইয়া থাকে ও সর্বদা তাহাদিগের যে সকল প্রার্থনাদি উত্থিত হয়। অথবা ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সমস্ত দয়া ও করুণা অবতীর্ণ হইয়া থাকে ও অনুতপ্ত দীন-দুঃখীদিগের হৃদয় হইতে যে সকল আর্তনাদ সমুত্থিত হয়, তিনি তাহা জানেন। (ত, হো,)

‡ আবু সুফিয়ান লাত ও ওজ্জা দেবতার নামে শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, কেয়ামত কখনও হইবে না, তাহাতে ঈশ্বর বলেন, হে মোহম্মদ, তুমিও শপথ করিয়া বল যে, শীঘ্র তোমাদের নিকটে কেয়ামত উপস্থিত হইবে। এ স্থলে "উজ্জ্বল গ্রন্থ" ঈশ্বরের বিধিরূপ গ্রন্থ। (ত, হো,)

পালক হইতে অবতারিত হইয়াছে তাহা সত্য, এবং (তাহা) প্রশংসিত বিজয়ী (পরমেশ্বরের) পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ৬। এবং ধর্মদ্রোহিগণ (পরস্পর) বলে যে, "আমরা কি সেই ব্যক্তির দিকে তোমাদিগকে পথ দেখাইব যে ব্যক্তি তোমাদিগকে সংবাদ দিয়া থাকে যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণ খণ্ডখণ্ডরূপে খণ্ডীকৃত হইয়া যাইবে তখন নিশ্চয় তোমরা নূতন সৃষ্টির মধ্যে হইবে" ? ৭। সে কি ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্য সংবন্ধ করিয়াছে, না তাহাতে ক্ষিপ্ততা আছে ? বরং যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি ও দূরের পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ৮। অনন্তর তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে স্বর্গ ও পৃথিবীস্থ যাহা আছে তাহার দিকে কি তাহারা দৃষ্টি করে নাই? যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদিগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিব, অথবা তাহাদের উপর আকাশের এক খণ্ড ফেলিয়া দিব, নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক পুনর্মিলনকারী দাসের জন্য নিদর্শন আছে*। ৯। (র, ১; আ, ৯)

এবং সত্য-সত্যই আমি দাউদকে আপন সন্নিধান হইতে মহত্ত্ব দান করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম,) "হে পর্বত সকল, তাহার সঙ্গে তোমরা স্তব করিতে থাক" ও পক্ষীদিগকে (তাহার বশীভূত করিয়াছিলাম,) এবং তাহার জন্য লৌহকে কোমল করিয়াছিলাম†। ১০। +(এবং বলিয়াছিলাম) যে, "তুমি সুবিস্তৃত বর্ম প্রস্তুত করিতে থাক ও তাহা বয়নে পরিমাণ রক্ষা কর, এবং (হে দাউদের পরিজনবর্গ,) তোমরা সাধু অনুষ্ঠান করিতে থাক, নিশ্চয় আমি তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহার দ্রষ্টা"‡। ১১। এবং সোলয়মানের জন্য বায়ুকে (বশীভূত রাখিয়াছিলাম,) তাহার

---

* আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করিলে কিংবা নিক্ষেপ ও প্রোথিত করার ক্ষমতার প্রতি মনোযোগ করিলে নিশ্চয় ইহার মধ্যে যে নিদর্শন আছে বুঝিতে পারিবে। (ত, হো,)

† প্রেরিতত্ত্ব বা ঐশ্বরিক জবুর নামক গ্রন্থ কিংবা রাজত্ব বা সিদ্ধাচার অথবা দুঃখী-দরিদ্রের প্রতি বদান্যতা বা বিদ্যাবত্তা অথবা উপাসনাশীলতাযোগে সর্বোপরি দাউদের মহত্ত্ব ছিল। দাউদ যখন জবুর গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাহার সুমধুর স্বরে আকুল হইয়া পশুযূথ দৌড়িয়া আসিত, তাহার মনোহর স্তোত্রগানে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আকুল হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে অবতরণ করিত। ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি পর্বত সকলকে আজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, তোমরাও দাউদের সঙ্গে স্তোত্রগানের সময় আপন আপন স্বরে যোগ দান কর, অথবা সে যে স্থানে যায় তাহার সঙ্গে ভ্রমণ করিতে থাক। দাউদের অলৌকিক ক্রিয়ার মধ্যে এই অলৌকিক ক্রিয়া ছিল যে, তিনি যখন যে স্থানে যাইতে চাহিতেন গিরিবাজীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিত, এবং তিনি যখন গান করিতেন পর্বত সকলও তাহাতে যোগ দিয়া গান করিত। ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে পক্ষিবৃন্দ তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল, উহারা তাঁহার মস্তকোপরি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুস্বরে তাঁহার সঙ্গে গান করিত। অগ্নিসংযোগ ব্যতিরেকে তাঁহার হস্তে লৌহ মধুথের ন্যায় কোমল হইয়া যাইত। তিনি তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহা প্রস্তুত করিয়া লইতেন। (ত, হো,)

‡ একদিন স্বর্গীয় দূত দাউদের নিকটে আসিয়া বলে যে, তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত ও তাঁহার প্রতিনিধি। উচিত যে, তুমি স্বয়ং ব্যবসায় করিয়া নিজের জীবিকা উপার্জন কর। দাউদ কি ব্যবসায় করিবেন ঈশ্বরের নিকটে তাহার অনুমতি

প্রাভাতিক গতি এক মাসের পথ ও সায়ংকালীন গতি এক মাসের পথ ছিল, এবং আমি তাহার জন্য দ্রবীভূত তাম্রের প্রস্রবণ সঞ্চারিত করিয়াছিলাম ও কোন কোন দৈত্যকে (বশীভূত রাখিয়াছিলাম) যে, আপন প্রতিপালকের আদেশানুসারে যেন তাহারা তাহার সম্মুখে কার্য করে, এবং (নির্ধারণ করিয়াছিলাম) যে, তাহাদের যে কেহ আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাকে আমি নরক দণ্ড ভোগ করাইব* । ১২ । তাহারা তাহার জন্য দুর্গ ও প্রতিমূর্তি এবং সরোবর তুল্য তৈজসপাত্র ও অচল রন্ধন পাত্র (বৃহৎ ডেগ) সকলের যাহা ইচ্ছা নির্মাণ করিত, (আমি বলিয়াছিলাম,) "হে দাউদের সন্তানগণ, তোমরা ধন্যবাদ করিতে থাক," কিন্তু আমার দাসদিগের মধ্যে অল্পেই ধন্যবাদকারী† । ১৩ । অনন্তর যখন আমি তাহার প্রতি মৃত্যুকে নিযুক্ত করিলাম, তখন তাঁহার মৃত্যুর দিকে বল্মীক কীট ব্যতীত তাহাদিগকে জ্ঞাপন করি নাই, (কীটে) তাহার যষ্টি ভক্ষণ করে, পরে যখন সে পড়িয়া যায় তখন দৈত্যগণ জানিতে পায়, এই যে যদি তাহারা গুপ্ত বিষয় জানিত তবে দুর্গতিজনক শাস্তির মধ্যে স্থিতি করিত না‡ । ১৪ ।

চাহেন । পরমেশ্বর যুদ্ধ পরিচ্ছদ বর্ম নির্মাণ করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন । তাঁহার পক্ষে এ কার্য অত্যন্ত সহজ হয় । তিনি প্রতিদিন এক একটি লৌহকবচ প্রস্তুত করিয়া ছয় সহস্র দেরহম মুদ্রা মূল্যে বিক্রয় করিতেন । তাহার চারি সহস্র দেরহম বিতরিত ও দুই সহস্র পরিবারের উপজীবিকার জন্য ব্যয়িত হইত । দাউদের মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহে ছয় সহস্র বর্ম সঞ্চিত ছিল । (ত, হো,)

* সোলয়মানের এক সুবিশাল সিংহাসন ছিল, তাহার উপর আরোহণ করিয়া সমুদায় সৈন্য গমন করিত, বায়ু উহা বহন করিয়া লইয়া যাইত । শামদেশ হইতে এয়মন এবং এয়মন দেশ হইতে শাম পর্যন্ত দিবা কালের মধ্যে বায়ু সিংহাসনসহ উপস্থিত হইত । পরমেশ্বর এয়মন রাজ্যের দিকে দ্রবীভূত তাম্রের প্রস্রবণ বাহির করিয়াছিলেন । দৈত্যগণ তাহা ছাঁচে ঢালিয়া রন্ধনস্থালী ইত্যাদি নির্মাণ করিত । তাহাতে অগণ্য সৈন্যের অন্ন প্রস্তুত হইত । "তাহাকে আমি নরক দণ্ড ভোগ করাইব," অর্থাৎ দৈত্যদিগের উপর সোলয়মানের আধিপত্য ছিল, যখন কোন দৈত্য ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে সোলয়মানকে অগ্রাহ্য করিয়া কোথাও চলিয়া যাইত, তখন সোলয়মান তাহাকে বেত্রাঘাত করিতেন, সেই বেত্র অগ্নিময় ছিল । তাহার আঘাতে অপরাধী দৈত্য যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইত । (ত, ফা,)

† এয়মন রাজ্যে দৈত্যদিগের নির্মিত অনেকগুলি আশ্চর্য দুর্গ আছে । যথা— কল্‌কুন দুর্গ ও গমদান, হেন্দা ও হনিদা প্রভৃতি । দৈত্যগণ দেবতা ও ধর্মপ্রবর্তক প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিত । কেহ কেহ বলেন যে, তাহারা লৌহ দ্বারা মনুষ্যাকৃতি প্রতিমূর্তি সকল প্রস্তুত করিত, যুদ্ধের সময়ে সেই সকল প্রতিমূর্তির মধ্যে ঈশ্বর প্রাণ সঞ্চারণ করিতেন, তাহারা বীর পরাক্রমে সোলয়মানের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত । সোলয়মানের সিংহাসনের নিম্নে দুইটি ব্যাঘ্রের মূর্তি ও উপরিভাগে দুইটি গৃধ্রমূর্তি ছিল । সোলয়মান যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেন, তখন সেই দুটি শার্দুল বাহু বিস্তার করিত, সোলয়মান তদুপরি পদ স্থাপন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, এবং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে গৃধ্রদ্বয় পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহার মস্তকে ছায়া দান করিত । (ত, হো,)

‡ কথিত আছে যে, মহাপুরুষ দাউদ জেরুজিলমের ধর্ম মন্দির নির্মাণ আরম্ভ

সত্য-সত্যই সবা নগর বাসীদিগের জন্য তাহাদের বাসস্থানে নিদর্শন ছিল, দক্ষিণে ও বামে দুই উদ্যান ছিল, (আমি বলিয়াছিলাম) যে, "তোমরা আপনার প্রতিপালকের উপজীবিকা ভোগ করিতে থাক, এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ কর, (তোমাদিগের) নগর বিশুদ্ধ এবং প্রতিপালক ক্ষমাশীল* । ১৫ । পরে তাহারা অগ্রাহ্য করিল, তখন আমি তাহাদিগের প্রতি মহা জলপ্লাবন প্রেরণ করিলাম, এবং তাহাদিগের সেই উদ্যানের সঙ্গে অম্ল ও লবণাক্ত ফলের এবং অল্প কিছু বদরী তরুর দুই উদ্যান পরিবর্তন করিলাম† । ১৬ । তাহারা যে কৃতঘ্ন হইয়াছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে

করিয়াছিলেন । সোলয়মান তাহার নির্মাণ কার্য শেষ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন । এক্ষণও এক বৎসরের কার্য অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে সোলয়মানের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল । তখন সোলয়মান ভৃত্যবর্গকে আদেশ করেন যে, আমার মৃত্যু প্রকাশ করিবে না, মরণের পর আমার যষ্টির উপর আমার মৃতদেহকে হেলান দিয়া বসাইয়া রাখিবে, তাহা হইলে মন্দির নির্মাণ কার্যে প্রবৃত্ত দৈত্যগণ স্বীয় কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবে না, মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হইবে । পরে সোলয়মানের মৃত্যু হইলে অনুচরবৃন্দ তাহার আদেশানুরূপ কার্য করিল । দৈত্যগণ দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া জীবিত মনে করিতেছিল ও স্ব স্ব কার্যে তৎপর ছিল । এক বৎসর পরে যষ্টির নিম্নভাগ বল্মীকে কর্তন করে, এবং যষ্টির সঙ্গে দেহ ভূতলে পড়িয়া যায় । তখন সোলয়মানের মৃত্যু সকলে অবগত হয় । তৎক্ষণাৎ দৈত্যগণ অরণ্যে ও গিরিগহ্বরে পলায়ন করে । দানবগণ মনে করিত যে, তাহারা গুপ্ত বিষয় জানিতে পারে, এবং তাহারা লোকের নিকট তাহা বলিয়া বেড়াইত । এজন্য ঈশ্বর বলিতেছেন, যদি উহারা গুপ্ততত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিত, তবে দুর্গতিজনক শাস্তির মধ্যে থাকিত না । অর্থাৎ মন্দির নির্মাণকার্যে এক বৎসর কাল পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিত না । (ত, হো,)

* এয়মন রাজ্যের প্রধান নগরের নাম সবা, সবা নিবাসীদিগের বসতি স্থলের নাম মার্ব, এয়মন রাজ্যে দুই পর্বতের মধ্যস্থলে উচ্চ হইতে নিম্নভূমি পর্যন্ত সবাবাসীদিগের ক্ষেত্রাদি প্রয়োজন ভূমি ও বসতি ছিল । এই বসতির বিস্তৃতি প্রায় ষাট মাইল, তাহাদের ব্যবহার্য জলাশয় প্রস্রবণ বিশেষ প্রান্তরস্থ উন্নত ভূমিতে পর্বতমূলে ছিল । কখন কখন এরূপ ঘটিত যে, স্থানান্তরের অতিরিক্ত জলস্রোত সেই জলাশয়ে মিলিত হইয়া দেশ ভাসাইয়া লইয়া যাইত । বলকিস নাম্নী নারী সেই স্থানের অধিপতি ছিলেন । তিনি প্রজাবর্গের প্রার্থনানুসারে উভয় পর্বতের সম্মুখভাগে প্রাচীর স্থাপন করেন, তাহাতে সেই স্থানে স্থায়ী ও অতিরিক্ত জল সঞ্চিত থাকিত । প্রাচীরে তিনটি রন্ধ্র করা হইয়াছিল, কৃষকগণ প্রথমতঃ উপরের ছিদ্রমুখ উন্মুক্ত করিয়া জলস্রোত শস্য ক্ষেত্রাদিতে লইয়া যাইত, তাহার জল কমিয়া গেলে ক্রমে মধ্য ও নিম্নস্থ ছিদ্রের মুখ খুলিয়া দিত । সবা নিবাসিগণ আপনাদের আলয়ের দক্ষিণে ও বামে সুরস ফলের দুইটি উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিল । বস্তুতঃ দক্ষিণে ও বামে বহু উদ্যান ছিল, পরস্পর সংলগ্ন থাকাতে দুইটি উদ্যানের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, তাহাতে অপর্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হইত । সেই নগরে মশক, বৃশ্চিক, ছাড়পোকা ইত্যাদি পীড়াজনক কোন কীট ছিল না । এজন্য তাহাকে বিশুদ্ধ নগর বলা হইতেছে । (ত, হো,)

† পরে সবাবাসিগণ আপনাদের ধর্মপ্রবর্তকদিগকে অগ্রাহ্য করে ও অকৃতজ্ঞ হয় ।

এই বিনিময় দান করিলাম, এবং আমি কৃতঘ্নগণকে ব্যতীত শাস্তি দান করি না। ১৭। এবং আমি তাহাদিগের মধ্যে ও সেই গ্রাম সকলের যাহার প্রতি আমি আশীর্বাদ করিয়াছি তাহার মধ্যে দীপ্তিমান্ গ্রাম সকল স্থাপন করিয়াছিলাম, এবং সেই সকলের মধ্যে ভ্রমণ নিরূপণ করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম,) "তোমরা এ সমস্তের ভিতরে দিবারাত্রি নিরাপদে ভ্রমণ করিতে থাক"। ১৮। অনন্তর তাহারা বলিল, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পর্যটনের মধ্যে দূরত্ব বিধান কর," এবং তাহারা আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, অনন্তর তাহাদিগকে আমি আখ্যায়িকা বলিতে দিলাম, এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণ খণ্ড খণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিলাম, নিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রত্যেক সহিষ্ণু ও ধন্যবাদকারীর জন্য নিদর্শন সকল আছে*। ১৯। এবং সত্য-সত্যই শয়তান স্বীয় কল্পনা তাহাদিগের সম্বন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছিল, অনন্তর বিশ্বাসীদিগের একদল ব্যতীত তাহারা তাহার অনুসরণ

তের জন স্বর্গীয় সংবাদ প্রচারক তাহাদের নিকটে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সকলকেই তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া অপমান করে। জয়শানের পুত্র জিয়ল্‌আজগারের রাজত্ব কালে মহাত্মা এদ্‌রিসের পরে অন্তিম সংবাদবাহক তাহাদের নিকটে অভ্যুত্থিত হন। তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ দান করে। তজ্জন্য পরমেশ্বর আরণ্য মূষিক সকলকে সেই বাঁধের নিকটে প্রেরণ করেন। তাহারা বাঁধে ছিদ্র করে, নিশীথ সময়ে যখন সকলে নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তখন প্রাচীরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। প্রবল জলস্রোত আসিয়া সবা নিবাসীদিগের গৃহ-উদ্যানাদি প্লাবিত করে, তাহাতে বহু সংখ্যক মনুষ্য ও গবাদি পশু বিনষ্ট হয়। সুমিষ্ট ফলের উদ্যান বিনষ্ট হইলে তথায় লবণাক্ত বিরস ফলের উপবন উৎপন্ন হয়। (ত, হো,)

* "দীপ্তিমান্ গ্রাম সকল স্থাপন করিলাম" অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন সমৃদ্ধ গ্রাম সকল স্থাপন করিলাম। মার্ব হইতে শাম দেশ পর্যন্ত ৪৭০০ গ্রাম উৎপন্ন হয়, নগরে ও গ্রামে লোকাধিক্যবশতঃ অথবা ক্ষুধা-তৃষ্ণার উত্তেজনাবশতঃ বহু সংখ্যক লোক বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে থাকে। তাহারা এয়মন হইতে শামদেশে ক্রয়বিক্রয় করিতে যাইত, পূর্বাহ্নে এক গ্রামে অপরাহ্নে অন্য গ্রামে বাস করিত। তাহাতে দরিদ্রদিগের প্রতি ধনীদিগের ঈর্ষা হয়। তাহারা বলে যে, "আমাদের ও ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কিছুই রহিল না। ইহারা নির্ধন হইয়াও পদব্রজে যানারূঢ় ধনীদিগের ন্যায় এত দূর পথ চলিতেছে"। ইহা ভাবিয়া ধনিগণ এরূপ প্রার্থনা করে যে, "হে ঈশ্বর, আমাদের ভ্রমণের স্থান সকলের মধ্যে দূরত্ব স্থাপন কর। অর্থাৎ বিস্তীর্ণ প্রান্তর সকল প্রকাশ কর, তাহা হইলে লোক পাথেয় সম্বলাদি ব্যতীত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিবে না"। এই প্রার্থনা দ্বারা তাহারা স্বীয় জীবন সম্বন্ধে অকল্যাণ আনয়ন করে। ঈশ্বর তাহাদের গ্রাম সকল ধ্বংস করেন। "তাহাদের কথা বলার" এই অর্থ, তাহারা বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলে যে, "আমাদের বাসস্থান বিনাশের দিকে অগ্রসর হইয়াছে"। সেই হইতে সবা নিবাসিগণ দলে দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কেহই মার্বে আর বসতি করিল না। গসান বংশ শামে, খজাআ মক্কাতে, আসদবা হরিণে, আনসার মদীনায়, জজান তহামাতে চলিয়া গেল। ১৮শ ও ১৯শ আয়াতের টীকা এই স্থানে একযোগে প্রকাশ করা গেল। (ত, হো,)

করিয়াছিল। ২০। এবং যে ব্যক্তি পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে তাহাকে, যে জন তাহাতে সন্দেহযুক্ত সেই ব্যক্তি হইতে (পৃথক) জানিব এ বিষয়ে ভিন্ন তাহাদের উপরে তাহার (শয়তানের) ক্ষমতা ছিল না, বরং তোমার প্রতিপালক (হে মোহম্মদ,) সর্ব বিষয়ে সংরক্ষক*। ২১। (র, ২, আ, ১২)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে উপাস্য মনে করিতেছ তাহাদিগকে আহ্বান কর, স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাহারা এক বিন্দু পরিমাণ কর্তৃত্ব রাখে না, এবং সেই উভয় স্থানে তাহাদের কোন অংশীত্ব নাই, এবং তাহাদের মধ্যে তাঁহার কোন সাহায্যকারী নাই। ২২। এবং যাহাকে তিনি অনুমতি দান করেন সে ব্যতীত (অন্যের) শফাঅত (পুনরুত্থানের দিনে পাপ-ক্ষমার অনুরোধ) তাঁহার নিকটে ফল দর্শিবে না, এ পর্যন্ত যখন তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে উৎকণ্ঠা দূর করা হইবে তখন তাহারা পরস্পর বলিবে, "তোমাদের প্রতিপালক (শফাঅত বিষয়ে) যাহা বলিয়াছেন তাহা কি"? বলিবে, "উহা সত্য", এবং তিনি উন্নত গৌরবান্বিত†। ২৩। তুমি জিজ্ঞাসা কর, স্বর্গ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকে? বল, পরমেশ্বর, এবং নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা পথ প্রাপ্তিতে কিংবা স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে স্থিত। ২৪। তুমি বল, আমরা যে অপরাধ করি তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা যাইবে না, এবং তোমরা যে কার্য কর তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে না। ২৫। তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক (কেয়ামতে) আমাদিগের মধ্যে সম্মিলন সম্পাদন করিবেন, তৎপর আমাদের মধ্যে সত্যভাবে আজ্ঞা প্রচার করিবেন, এবং তিনি আজ্ঞাপ্রচারক জ্ঞানময়‡। ২৬। তুমি বল, যাহাদিগকে তোমরা তাঁহার সঙ্গে অংশীরূপে যোগ করিয়াছ তাহাদিগকে আমাকে প্রদর্শন কর, সেরূপ (অংশী) নয়, এবং সেই ঈশ্বর পরাক্রান্ত কৌশলময়। ২৭। এবং মানব মণ্ডলীর জন্য পর্যাপ্ত (স্বর্গের) সুসংবাদদাতা ও (নরকের) ভয়-প্রদর্শকরূপে ভিন্ন তোমাকে আমি প্রেরণ করি নাই; কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না। ২৮। এবং তাহারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই অঙ্গীকার কবে (পূর্ণ হইবে)"? ২৯। তুমি বল, তোমাদের জন্য সেই এক দিনের সেই অঙ্গীকার, তাহা হইতে এক দণ্ড পশ্চাৎ থাকিবে না ও অগ্রসর হইবে না। ৩০। (র, ৩, আ, ৯)।

এবং ধর্মদ্রোহিগণ বলিল যে, 'আমরা এই কোরআনকে ও তাহার পূর্বে যাহা (যে গ্রন্থ) আছে তাহাকে বিশ্বাস করি না;' যখন অত্যাচারিগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন যদি তুমি দেখ (বিস্মিত হইবে,)

---

* অর্থাৎ সবা নিবাসীদিগের প্রতি শয়তানের এইমাত্র ক্ষমতা ছিল যে, পরলোকে কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী ইহাই সে ঈশ্বরের নিকটে প্রকাশ করিত, অন্য কিছুই করিতে পারিত না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ কোন প্রতিমা বা দেবতা কেয়ামতের দিনে শফাঅত করিবে না। ঈশ্বরের নির্দিষ্ট ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ শফাঅত করিবেন। ঈশ্বর শফাঅত বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন যে, বিশ্বাসীদিগের জন্যই শফাঅত হইবে, কাফেরদিগের জন্য নয়। (ত, হো,)

‡ "সত্যভাবে আজ্ঞা প্রচার করিবেন" অর্থাৎ পরমেশ্বর ধর্মপথাবলম্বীদিগকে ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ রূপ উদ্যানে এবং অত্যাচারীদিগকে বিপদের কারাগারে প্রেরণ করিবেন। (ত, হো,)

তাহারা একজন অন্যের প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিবে, দুর্বল লোকেরা প্রবলদিগকে বলিবে, "যদি তোমরা না থাকিতে তবে অবশ্য আমরা বিশ্বাসী হইতাম"*। ৩১। প্রবল লোকেরা দুর্বলদিগকে বলিবে, "ধর্মালোক হইতে তাহা তোমাদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়ার পর আমরা কি তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম ? বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে"। ৩২। এবং দুর্বলগণ প্রবলদিগকে বলিবে, "যে সময়ে তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে বিদ্রোহিতা করিতে ও তাঁহার সদৃশ নিরূপণ করিতে আমাদিগকে আদেশ করিতেছিলে, তখনই বরং (তোমাদের) দিবা-রাত্রির ছলনা আমাদিগকে (নিবৃত্ত করিয়াছিল") এবং যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে, তখন অনুশোচনা গোপন করিয়া রাখিবে, এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের গলদেশে আমি গলবন্ধন সকল স্থাপন করিব, তাহারা যাহা করিতেছিল তদনুরূপ ব্যতীত দণ্ডিত হইবে না। ৩৩। এবং আমি কোন গ্রামে এমন কোন ভয়-প্রদর্শককে প্রেরণ করি নাই যে, তাহার অধিবাসী ধনশালী লোকেরা (তাহাকে) বলে নাই যে, "তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তৎসম্বন্ধে অবিশ্বাসী"। ৩৪। এবং তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা ধনরাশি ও সন্তান-সন্ততিতে শ্রেষ্ঠ ও আমরা শাস্তিগ্রস্ত হইব না"। ৩৫। তুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য জ্ঞাত নহে। ৩৬। (র, ৪ ; আ, ৬)

এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা ভিন্ন যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটে সান্নিধ্য পথে সন্নিহিত করাইবে (ভাবিতেছ) সেই তোমাদের সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান নহে, অনন্তর এই তাহারাই, আপনাদের জন্য তাহারা যে (শুভ) কর্ম করিয়াছে তন্নিমিত্ত দ্বিগুণ পুরস্কার আছে, এবং তাহারা (স্বর্গস্থ) প্রাসাদ সকলের মধ্যে নির্বিঘ্নে থাকিবে। ৩৭। এবং যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি নির্যাতনকারীরূপে যত্ন করে, এই তাহারাই শাস্তির ভিতরে উপস্থাপিত হইবে। ৩৮। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আপন দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহার জন্য জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, এবং তোমরা যে কোন বস্তু (সদ্) ব্যয় কর পরে তিনি তাহার বিনিময় দান করিবেন, এবং তিনি জীবিকাদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ†। ৩৯। (স্মরণ কর,) যে দিবস তিনি এক যোগে তাহাদিগকে সমুত্থাপন করিবেন, তৎপর দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "ইহারা কি তোমাদিগকে অর্চনা করিতেছিল" ? ৪০। তাহারা বলিবে, "পবিত্রতা তোমার (হে ঈশ্বর,) তাহারা ব্যতীত তুমি আমাদিগের বন্ধু, বরং তাহারা দৈত্যের

* মক্কানিবাসী কাফেরগণ গ্রন্থাধিকারী ইহুদী ও ঈসায়ী প্রভৃতিকে হজরতের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল যে, আমরা স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি। তিনি সত্যই সুসমাচার প্রচারক। তাহা শুনিয়া আবুজহল ও অন্য অন্য ধর্মদ্রোহী লোকেরা বলে, আমরা তোমাদের গ্রন্থকে বিশ্বাস করি না। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† হদীসে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে দুই জন স্বর্গীয় দূত স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন। একজন বলেন, "হে আমার পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেক দাতাকে দশ গুণ দান করিতে থাক"। দ্বিতীয় স্বর্গীয় দূত প্রার্থনা করেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি প্রত্যেক কৃপণের ধন বিনষ্ট কর"। (ত, হো,)

পূজা করিতেছিল, তাহাদিগের অধিকাংশ উহাদিগের প্রতিই বিশ্বাসী* । ৪১ । অনন্তর অদ্য তোমরা পরস্পর পরস্পরের লাভ ও ক্ষতি করিতে পারিবে না, এবং অত্যাচারীদিগকে আমি বলিব যে, যৎসম্বন্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলে সেই অগ্নিদণ্ড ভোগ করিতে থাক । ৪২ । এবং যখন তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল নিদর্শন সকল পঠিত হয় তখন তাহারা পরস্পর বলে, "তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যাহাকে অর্চনা করিতেছিল (এ) এক ব্যক্তি তাহা হইতে তোমাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চাহে বৈ (অন্য) নহে," এবং তাহারা বলে, "অসত্য রচিত ভিন্ন ইহা (এই কোরআন) নহে", যাহারা সত্যের প্রতি তাহাদের নিকটে উহা উপস্থিত হওয়ার পর বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে ; তাহারা বলে, "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে" । ৪৩ । এবং আমি তাহাদিগকে গ্রন্থ সকল দান করি নাই যে, তাহারা তাহা পাঠ করিয়া থাকে ও তাহাদের নিকটে তোমার পূর্বে কোন ভয় প্রদর্শক প্রেরণ করি নাই† । ৪৪ । এবং যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল তাহাদের প্রতি উহারা অসত্যারোপ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে (পূর্ববর্তীদিগকে) যাহা দান করিয়াছি উহারা (বর্তমান মক্কাবাসিগণ) তাহার দশমাংশও প্রাপ্ত হয় নাই । অতএব আমার প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর কেমন আমার শাস্তি হইল । ৪৫ । (র, ৫, আ, ৫)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) এক বিষয়ে তোমাদিগকে আমি উপদেশ দিতেছি এতদ্ভিন্ন নহে, তোমরা ঈশ্বরের জন্য দুই-দুই জন ও এক-এক জন করিয়া গাত্রোত্থান কর তৎপর বিবেচনা করিতে থাক,‡ কোন দৈত্য তোমাদের বন্ধু নহে, সে (মোহম্মদ) তোমাদের জন্য ভবিষ্যৎ কঠিন শাস্তির ভয়-প্রদর্শক ভিন্ন নহে । ৪৬ । তুমি বল, আমি তোমাদের নিকটে কোন পারশ্রমিক প্রার্থনা করি না, অনন্তর উহা তোমাদের জন্যই হয়, ঈশ্বরের নিকটে ভিন্ন আমার পারিশ্রমিক নাই, এবং তিনি সর্বোপরি সাক্ষী§ । ৪৭ । তুমি বল, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সত্য প্রেরণ করিয়া থাকেন,

* তাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ দৈত্যদিগকে অর্চনা করিতেছিল, অর্থাৎ তাহাদের আজ্ঞানুসারে অসত্য ঈশ্বর ও অবৈধ মূর্তি সকলের অর্চনায় রত ছিল, এবং মনে করিতেছিল ইহারাই দেবতা । "তাহারা ব্যতীত তুমি আমাদের বন্ধু" অর্থাৎ তাহাদের ও আমাদের মধ্যে কোন বন্ধুতা নাই, তুমিই আমাদের বন্ধু । (ত, হো,)

† অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমি ইহাদিগকে এরূপ ধর্ম পুস্তক সকল দান করি নাই যে, সর্বদা তাহা পাঠ করিয়া কোরআনের অসত্যতাবিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত করিবে, অথবা হে মোহম্মদ, তোমার পূর্বে কোন ভয়প্রদর্শক পেগাম্বর ইহাদের নিকটে আবির্ভূত হইয়া সত্য প্রচার করিয়াছে, এবং তোমাকে ও কোরআনকে অসত্য বলিয়াছে এমত নহে । (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তোমরা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে পেগাম্বরের সভা হইতে দুই জন দুই জন করিয়া বা এক এক জন করিয়া উঠিয়া স্থানান্তরে গিয়া তাঁহার প্রেরিতত্ব বিষয়ে শান্তভাবে পরস্পর আলোচনা কর বা একাকী চিন্তা কর । (ত, হো,)

§ অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকটে উপদেশদানাদির জন্য কোন পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করি না, আমার প্রাপ্য পারিশ্রমিক তোমাদিগকেই দান করিলাম । (ত, হো,)

তিনি গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা। ৪৮। বল, সত্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং অসত্য (শয়তান) প্রথম সৃষ্টি করে নাই ও পরেও করিবে না। ৪৯। বল, যদি আমি পথ-ভ্রান্ত হই তবে স্বীয় জীবন সম্বন্ধে পথভ্রান্ত হইতেছি এতদ্ভিন্ন নহে, এবং যদি পথ প্রাপ্ত হই তবে আমার প্রতি যে আমার প্রতিপালক প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন তজ্জন্য হইয়া থাকি, নিশ্চয় তিনি সন্নিহিত শ্রোতা। ৫০। এবং যখন তাহারা ভয় পাইবে তখন তুমি যদি দেখ (ভাল হয়,) অনন্তর (পলায়ন করিলেও তাহাদের শাস্তির) নিবৃত্তি হইবে না, এবং সন্নিহিত স্থান হইতে তাহারা ধৃত হইবে*। ৫১। এবং তাহারা বলে, "আমরা তৎপ্রতি (কোরআনের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করিলাম;" এবং কোথা হইতে তাহাদের (বিশ্বাস) অবলম্বন হইবে. দূরতর স্থান হইতে†। ৫২। এবং বস্তুতঃ পূর্ব হইতে তৎপ্রতি তাহারা অবিশ্বাসী হইয়াছে, এবং দূরবর্তী স্থান হইতে না জানিয়া (অনুমানে কথা) নিক্ষেপ করিয়া থাকে‡। ৫৩। তাহাদের মধ্যে ও তাহারা যাহা অভিলাষ করিতেছে তাহার মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা হইয়াছে, যেমন তোমার পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সকলের প্রতি করা হইয়াছিল, নিশ্চয় তাহারা উৎকণ্ঠাজনক সন্দেহের মধ্যে ছিল। ৫৪। (র, ৬, আ, ৯,)

* ভবিষ্যৎকালে সোফিয়ান নামক এক ব্যক্তি মোসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবে, সে কাবা ধ্বংস করিবার মানসে শাম দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবে, তাহার সম্বন্ধেই এই আয়াত হয়। উক্ত সেনাবৃন্দ প্রান্তরে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইবে। "সন্নিহিত স্থান হইতে তাহারা ধৃত হইবে", ইহার অর্থ ভূমির উপর হইতে ভূমির নিম্নে অথবা দণ্ডায়মান ভূমি হইতে নরকে বা বদরের প্রান্তর হইতে কূপ গর্ভে আবদ্ধ হইবে। সমুদায় সৈন্যের মধ্যে দুই জনমাত্র মুক্ত হইবে, এক জন মক্কায় যাইয়া সুসংবাদ দান করিবে, নাজিরাজহনি নামক অপর ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়া সেনাব্যূহের ভূগর্ভে প্রোথিত হওয়ার সংবাদ সোফিয়ানকে জানাইবে। (ত, হো,)

† কোথা হইতে তাহাদের (বিশ্বাস) অবলম্বন হইবে? "দূরতর স্থান হইতে," অর্থাৎ কোরআন বা প্রেরিত পুরুষ কিংবা পুনরুত্থানের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস হওয়া দুরূহ ব্যাপার। অথবা ইহলোকে তাহারা বিশ্বাসী হইবে না, দূরতর স্থান পরলোকে যাইয়া তাহারা বিশ্বাসী হইবে। সেই বিশ্বাসে কোন ফল দর্শিবে না। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ না জানিয়া তাহারা কোরআন ও প্রেরিত পুরুষ ইত্যাদির সম্বন্ধে দূরে হইতে ব্যঙ্গ করিয়া থাকে। অথবা তাহারা যাহা বলিতেছিল তাহা হইতে দূরে ছিল, কি বলিতেছে বুঝিতেছিল না। (ত, হো,)

সূরা ফাতের*

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

৫৪ আয়াত, ৫ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের স্রষ্টা দুই দুই ও তিন তিন এবং চারি চারি পক্ষবিশিষ্ট দেবগণকে সংবাদবাহকরূপে নিয়োগকারী ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা হয়, তিনি সৃষ্টিতে যাহা কিছু ইচ্ছা করেন বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী†। ১। পরমেশ্বর মানবমণ্ডলীর জন্য যে করুণা উন্মুক্ত করেন পরে তাহার কোন অবরোধকারী হয় না, এবং তিনি যাহা রুদ্ধ করেন পরে তদনন্তর তাহার কোন উন্মোচক হয় না, এবং তিনি পরাক্রান্ত কৌশলময়‡। ২। হে লোক সকল, তোমরা আপনাদের প্রতি ঈশ্বরের দান স্মরণ কর, ঈশ্বর ভিন্ন কি (অন্য) কোন সৃষ্টিকর্তা আছে যে, স্বর্গ হইতে ও পৃথিবী হইতে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকেন? তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই অনন্তর তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে? ৩। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) তাহারা অসত্যারোপ করিতেছে, অনন্তর সত্যই তোমার পূর্ববর্তী প্রেরিত পুরুষদিগকেও তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছে, এবং ঈশ্বরের দিকে কার্য সকল প্রত্যাবর্তিত হইয়া থাকে$। ৪। হে লোকসকল, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, অনন্তর তোমাদিগকে পার্থিব জীবন যেন প্রতারিত না করে, এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদিগকে প্রতারিত না করে। ৫। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু অনন্তর তোমরা তাহাকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিও, সে আপন অনুবর্তীদিগকে নরকনিবাসী,

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়।

† "তিনি সৃষ্টিতে যাহা কিছু ইচ্ছা করেন বৃদ্ধি করিয়া থাকেন" অর্থাৎ যথেচ্ছরূপে তিনি দেবতাদিগের পক্ষ বৃদ্ধি করেন, চারিটি পক্ষ পর্যন্ত যে সীমা তাহা নহে। জেব্রিল ছয় শত ডানাবিশিষ্ট। অন্যমতে সৃষ্টি বৃদ্ধি, মনুষ্য সৃষ্টি বৃদ্ধি, বা মিষ্ট ভাষা, জ্ঞান, প্রেম, সৌন্দর্য, লাবণ্য ইত্যাদির বৃদ্ধি। গ্রন্থ বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, উন্নত লোকের বিনয়, সম্পন্ন লোকের বদান্যতা, দরিদ্রের পবিত্রতা, বিশ্বাসীর সাধুতা ইত্যাদি এস্থানে বৃদ্ধিরূপে গণ্য। (ত, হো,)

‡ অন্বেষণ ও প্রার্থনা ব্যতিরেকে স্বর্গ হইতে যে দয়া উন্মুক্ত হয় এ স্থলে তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উহা দ্বিবিধ, এক বাহ্যিক, যথা—পরিশ্রম ব্যতিরেকে জীবিকা লাভ—দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক, যথা—শিক্ষা ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের উদয়। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ সদসৎ সমুদায় কার্য পরমেশ্বরের নিকটে বিদিত। অসত্যারোপ করার জন্য তাহাদিগকে ও সহিষ্ণুতার জন্য তোমাকে তিনি দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিবেন। (ত, হো,)

হইবার জন্য আহ্বান করে এতদ্ভিন্ন নহে*। ৬। তাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে ও সৎকর্ম-সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে। ৭। (র, ১, আ, ৭)

অনন্তর সেই ব্যক্তি, যাহার জন্য তাহার দুষ্ক্রিয়া সজ্জিত হইয়াছে, পরে সে তাহাকে কি উত্তম দেখিয়াছে? অবশেষে নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রান্ত করিয়া থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, পরে তাহাদের প্রতি আক্ষেপপ্রযুক্ত তোমার চিত্ত (হে মোহম্মদ,) যেন বিনষ্ট না হয়, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহারা যাহা করিতেছে তাহার জ্ঞাতা। ৮। এবং সেই ঈশ্বর বায়ুরাশিকে প্রেরণ করিয়াছেন, পরে উহা বারিবাহকে সমুত্থান করিয়াছে, অবশেষে আমি তাহাকে মৃত (শুষ্ক) নগরের দিকে সঞ্চালন করিয়াছি, অনন্তর আমি তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর বাঁচাইয়াছি, এই প্রকার (কবর হইতে) সমুত্থাপন হয়। ৯। যে ব্যক্তি গৌরব ইচ্ছা করে (সে ঈশ্বরের নিকটে তাঁহার অর্চনা দ্বারা গৌরব অন্বেষণ করুক) অনন্তর ঈশ্বরেরই সমগ্র গৌরব, তাঁহার দিকেই পুণ্য বাণী সমুত্থিত হয়, এবং সৎকর্ম তাহাকে উন্নমিত করে, এবং যাহারা কুক্রিয়া দ্বারা প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে, ইহাদের প্রবঞ্চনা তাহাই হয় যে বিলুপ্ত হইবে†। ১০। এবং ঈশ্বর তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা (প্রথম) সৃজন করিয়াছেন, তৎপর শুক্র দ্বারা, তৎপর তোমাদিগকে স্ত্রী-পুরুষ করিয়াছেন এবং তাঁহার জ্ঞানগোচর ব্যতীত কোন স্ত্রী গর্ভধারণ ও প্রসব করে না, এবং গ্রন্থ (লিপিপত্র) ব্যতীত কোন জীবনধারীকে জীবন দেওয়া যায় না ও তাহার জীবন হইতে খর্ব করা হয় না, নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ হয়। ১১। এবং ইহার জল সুমধুর সুস্বাদু তৃপ্তিকর, এবং ইহা লবণাক্ত তিক্ত (এইরূপ) দুই সাগর

* শয়তান অত্যন্ত প্রতারক, পাপ কার্যে মনুষ্যের দৃঢ়তা সত্ত্বে সে ক্ষমার কামনা অন্তরে সঞ্চারিত করে। এরূপ ক্ষমা সম্ভব হইলে বিষ ভক্ষণে রত থাকিয়া বিষের অপকারিতা দূর হইবে এরূপ আশা করার সদৃশ। শয়তানের প্রবঞ্চনার মধ্যে এই একটি বিশেষ প্রবঞ্চনা যে, পাপীকে বিলম্বে অনুতাপ করিতে বলে। সে বলিয়া থাকে যে, এক্ষণও সময় আছে, উপস্থিত আমোদকে পরিত্যাগ করিও না। (ত, হো,)

† ঈশ্বরের সেবাতেই গৌরব ও উন্নতি, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। পবিত্র বাক্য সকল তাঁহার মন্দিরে গৃহীত হইবার জন্য ঊর্ধ্বগামী হয় ও শুভানুষ্ঠান সেই বাক্যাবলীকে উন্নমিত করিয়া থাকে। এস্থলে পবিত্র বাক্য প্রার্থনা। প্রার্থনা সদাচার ব্যতীত ঈশ্বর কর্তৃক গৃহীত হয় না। ধর্মোদ্দেশে দরিদ্রদিগকে দান করা সৎকর্ম, এই ধর্মার্থ দান প্রার্থনা গৃহীত হইবার পক্ষে অনুকূল। অথবা "লা এলাহ্ এল্লেল্লা" এই একত্ববাদের বাক্য পবিত্র বাক্য। এ স্থলে "সৎকর্ম তাহাকে উন্নত করে", ইহার অর্থ ঈশ্বর সৎকর্মকে উন্নত করেন, এরূপও হইয়া থাকে। অর্থাৎ তিনি সৎকর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, একেশ্বরবাদীর সৎকার্য বলিতে সরল ব্যবহার বুঝায়, অন্য কিছুই তৎসদৃশ নহে। যে অনুষ্ঠান কপটতামিশ্রিত তাহা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অসার। এ স্থলে কুক্রিয়া সকল প্রবঞ্চনা, কোরেশদিগের প্রবঞ্চনা, তাহারা দারন্নদওয়াতে হজরতকে বন্দী ও হত্যা এবং নির্বাসন করিতে যাহা করিয়াছিল, সূরা আন্‌ফালে তাহা বিবৃত হইয়াছে। (ত, হো,)

পরস্পর তুল্য হয় না,* এবং প্রত্যেক (সাগর) হইতে তোমরা সদ্যোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাক ও অলঙ্কার (মৌক্তিক) বাহির কর, তাহা পরিয়া থাক, এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) তন্মধ্যে বারি বিদীর্ণকারী নৌকা সকলকে দেখিতেছ, তাহাতে তোমরা তাহার প্রসাদে (জীবিকা) অন্বেষণ করিয়া থাক, এবং সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে। ১২। তিনি দিবাকে রজনীতে উপস্থিত করেন ও রজনীকে দিবাতে আনয়ন করিয়া থাকেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বাধ্য রাখিয়াছেন, তাহারা প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ে সঞ্চালিত হয়, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, তাহারই রাজত্ব, তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক তাহারা খর্জুরের ক্ষুদ্র খোসা পরিমাণও কর্তৃত্ব রাখে না। ১৩। তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদের আহ্বান শ্রবণ করে না, এবং শ্রবণ করিলেও তোমাদিগকে উত্তর দান করে না, এবং কেয়ামতের দিনে তাহারা তোমাদের অংশীত্বকে অগ্রাহ্য করিবে, এবং তোমাকে (হে মোহম্মদ,) তত্ত্বজ্ঞ (ঈশ্বরের) ন্যায় (কেহ) সংবাদ দিবে না। ১৪। (র, ২, আ, ৭,)

হে লোকসকল, তোমরা ঈশ্বরের নিকটে দীনহীন, এবং সেই ঈশ্বর প্রশংসিত নিষ্কাম। ১৫। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে দূর করিবেন ও নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিবেন†। ১৬। এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইহা কঠিন নয়। ১৭। এবং ভারবাহক অন্যের (পাপের) ভার বহন করে না, এবং যদি কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি আপন ভারের দিকে (ভার উঠাইতে) ডাকে, আত্মীয় হইলেও তাহার কিছুই বহন করে না, যাহারা স্বীয় প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে ও নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাক এতদ্ভিন্ন নহে, যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং অবশেষে সে স্বীয় জীবনের জন্য শুদ্ধ হয় এতদ্ভিন্ন নহে, এবং ঈশ্বরের দিকেই পুনর্গমন‡। ১৮। এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধকার ও জ্যোতি এবং ছায়া ও উষ্ণতা তুল্য হয় না। ১৯ + ২০ + ২১। এবং জীবিত ও মৃত পরস্পর তুল্য হয় না, নিশ্চয় ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন শ্রবণ করান, এবং যে ব্যক্তি কবরে আছে তুমি তাহার শ্রাবক নও। ২২। তুমি ভয় প্রদর্শক ব্যতীত নও। ২৩। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যভাবে (স্বর্গের) সুসংবাদদাতা ও (নরকের) ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি, এবং (এমন) কোন মণ্ডলী নাই যাহাতে ভয় প্রদর্শক হয় নাই$। ২৪। বরং যদি তাহারা তোমার প্রতি অসত্যা-

---

* বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী লোক সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হইতে পারে। তাহাদিগের মধ্যে সমতা নাই, এক জন ধর্মের মাধুর্যে অত্যন্ত মধুর, অপর ব্যক্তিতে পাপের কটুতা। এ স্থলে লবণাক্ত সাগর ধর্মদ্রোহিতা ও উন্মার্গ-চারিতা। (ত, হো,)

† অর্থাৎ তোমাদের পরিবর্তে তিনি নূতন লোক সকল তাঁহার ধর্ম রক্ষার্থ আনয়ন করিবেন। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ যদ্যপি কোন পাপী স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া তাহার কিয়দংশ পাপ বহন করিবার জন্য প্রার্থনা করে কেহ তাহাতে সম্মত হয় না, যেহেতু সকলেই এ বিষয়ে অক্ষম হয়। "যাহারা আপন প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে" অর্থাৎ ভয়ের লক্ষণ যাহাদের মধ্যে স্পষ্ট বিদ্যমান, অথবা লুক্কায়িত, শাস্তি না দেখিয়াও তাহারা ভীত হইয়া থাকে। (ত, হো,)

$ ভয়প্রদর্শক স্বর্গীয় সংবাদবাহক বা তাহার অনুবর্তী কোন জ্ঞানী লোক হইতে পারেন। (ত, হো,)

রোপ করে (আশ্চর্য নয়,) নিশ্চয় তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকল সহ ও ধর্ম-পুস্তিকা সকল সহ এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আসিয়াছিল। ২৫। তৎপর আমি ধর্মদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, অনন্তর কেমন শাস্তি ছিল। ২৬। (র, ৩, আ, ১২)

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) দেখ নাই যে, ঈশ্বর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, পরে তদ্দ্বারা আমি ফলপুঞ্জ বাহির করিয়াছি ? সে সকলের বর্ণ বিবিধ, এবং গিরিশ্রেণী হইতে বর্ত্ম সকল (বাহির করিয়াছি,) তাহার বিবিধ বর্ণ, শ্বেত ও লোহিত এবং অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়*। ২৭। এবং মানবমণ্ডলী ও জীবজন্তু এবং পশুরও এইরূপ বিবিধ বর্ণ, তাঁহার দাসদিগের মধ্যে জ্ঞানী লোকেরা ঈশ্বরকে ভয় করে এতদ্ভিন্ন নহে, নিশ্চয় পরমেশ্বর পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল। ২৮। নিশ্চয় যাহারা ঐশ্বরিক গ্রন্থ পাঠ করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এবং আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে জীবিকা দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করিয়াছে, (এতৎসহ) বাণিজ্যের আশা রাখে, তাহারা কখনও বিনষ্ট হইবে না। ২৯।+তাহাতে তিনি তাহাদিগের পারিশ্রমিক তাহাদিগকে পূর্ণ দান করিবেন, এবং স্বীয় করুণাযোগে তাহাদিগকে অধিক দিবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল গুণজ্ঞ। ৩০। এবং তোমার প্রতি আমি গ্রন্থ বিষয়ে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা সত্য, তাহার পূর্বে যাহা (যে গ্রন্থ) ছিল ইহা তাহার প্রমাণকারী, নিশ্চয় ঈশ্বর স্বীয় দাসদিগের দ্রষ্টা তত্ত্বজ্ঞ। ৩১। তৎপর আমি স্বীয় দাসদিগের মধ্যে যাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদিগকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করিয়াছি, অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে (কতক লোক) স্বীয় জীবন সম্বন্ধে অত্যাচারী এবং তাহাদের মধ্যে (কতক) মধ্যম ভাবাপন্ন ও তাহাদের মধ্যে (কতক) ঈশ্বরের আদেশক্রমে কল্যাণপুঞ্জের দিকে অগ্রসর, ইহাই সেই মহা গৌরবণ। ৩২। স্থায়ী উদ্যান সকল

---

* এ স্থলে গিরিশ্রেণীর বর্ত্ম সকল অর্থে পর্বত স্তরপুঞ্জ। পর্বতের কতক স্তর শুভ্র, কতক লোহিত, কতক কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের শক্তির বিচিত্রতা প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ জীবজন্তু মানব মণ্ডলীর মধ্যে বিবিধ ভাব, প্রত্যেকের আকার-প্রকার ভিন্ন। এই প্রকার বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী হয়, ইহারা পরস্পর তুল্য কখনই হইতে পারে না। হজরতের প্রতি ঈশ্বরের এই সান্ত্বনা বাক্য। (ত, ফা,)

ণ হজরতের মণ্ডলী ঈশ্বরের দানকে উত্তরাধিকার দান বলেন, ক্লেশ-পরিশ্রম ও অন্বেষণ ব্যতিরেকে যে ধন হস্তগত হয়, উহাই উত্তরাধিকারিত্ব দান। এইরূপ যত্ন-চেষ্টা ব্যতিরেকে বিশ্বাসীদিগের নিকটে তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের একান্ত অনুগ্রহে কোরআন দান উপস্থিত হইয়াছে। যেরূপ অসম্পর্কিত লোকের উত্তরাধিকারিত্ব দানে অধিকার নাই, তদ্রূপ শত্রুগণেরও কোরআনের ফলভোগে অধিকার নাই। উত্তরাধিকারিত্বের অংশে ভিন্নতা আছে, অষ্টমাংশ ষষ্ঠাংশ ইত্যাদি। কেহ এরূপ আছে যে, সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রকার কোরআনাধিকারীদিগেরও ফলভোগ-সম্বন্ধে প্রভেদ আছে। প্রত্যেকে স্ব স্ব যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিমাণানুসারে কোরআনের স্বত্ব লাভ করিয়া থাকে। অত্যাচারী ও মধ্যমাবস্থাপন্ন এবং অগ্রসর এই তিন শ্রেণীর লোক। পাপ কার্যে একান্ত অনুরক্ত অত্যাচারী, যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া তাহা ভঙ্গ

আছে তাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, তথায় তাহারা সুবর্ণ ও মুক্তার কঙ্কণ সকলে ভূষিত হইবে, এবং তথায় তাহাদের পরিচ্ছদ কৌশেয় বস্ত্র হইবে। ৩৩। এবং তাহারা বলিবে, "সেই ঈশ্বরেরই সম্যক প্রশংসা, যিনি আমাদিগ হইতে দুঃখ দূর করিয়াছেন, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল গুণজ্ঞ, যিনি আপন গুণে আমাদিগকে অমরধামে আনয়ন করিয়াছেন, তথায় কোন দুঃখ আমাদিগকে স্পর্শ করে না, এবং তথায় কোন শ্রান্তি আমাদিগকে স্পর্শ করে না"। ৩৪+৩৫। এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের জন্য নরকের অগ্নি আছে, তাহাদিগের প্রতি আজ্ঞা হইবে না যে, পরে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিবে, এবং তাহাদিগ হইতে উহার শাস্তি খর্ব করা যাইবে না, এইরূপে আমি সকল ধর্মদ্রোহীকে বিনিময় দান করিব। ৩৬। এবং তাহারা তথায় আর্তনাদ করিবে (বলিবে,) "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদিগকে বাহির কর, আমরা যাহা করিতেছিলাম তদ্ব্যতিরেকে সৎকর্ম করিব।" (তিনি বলিবেন,) "আমি কি তোমাদিগকে সেই পরিমাণ আয়ু দান করি নাই যে, যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে তাহাতে উপদেশ গ্রহণ করে ? এবং তোমাদের নিকটে ভয় প্রদর্শক উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব (দণ্ড) আস্বাদন কর, অনন্তর অত্যাচারীদিগের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই"*। ৩৭। (র, ৪, আ, ১১)

নিশ্চয় ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ, বস্তুত তিনি আন্তরিক রহস্যবিদ্। ৩৮। তিনিই যিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অনন্তর যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহিতা করিয়াছে পরে তাহার প্রতিই তাহার ধর্মদ্রোহিতা বর্তিয়াছে, এবং ধর্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের ধর্মদ্রোহিতা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকটে অপ্রসন্নতা ভিন্ন বৃদ্ধি করে না ও ধর্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে তাহাদের ধর্মদ্রোহিতা ক্ষতি ব্যতীত বৃদ্ধি করে না। ৩৯। তুমি (হে মোহম্মদ,) জিজ্ঞাসা কর, "ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক তোমরা কি আপনাদিগের সেই অংশীদিগকে দেখিয়াছ ? পৃথিবীর যাহা তাহারা সৃজন করিয়াছে তাহা আমাকে প্রদর্শন কর, তাহাদের জন্য কি স্বর্গে অংশীত্ব আছে" ? তাহাদিগকে কি আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি যে, পরে তাহার প্রমাণের উপর তাহারা আছে ? বরং অত্যাচারিগণ প্রতারণারূপে ভিন্ন তাহাদের এক জন অন্য জনের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করে না। ৪০। নিশ্চয় ঈশ্বর স্থানচ্যুতি হইতে স্বর্গ ও মর্তকে রক্ষা করেন, এ দুই স্খলিত হইলে তাঁহার অভাবে কেহ নাই যে, এ দুইকে রক্ষা করে,

করে সে মধ্যমাবস্থাপন্ন, যে জন অনুতাপে আদ্যন্ত সুদৃঢ় সে অগ্রসর। অথবা সংসারানুরাগী অত্যাচারী, পরলোকাকাঙ্ক্ষী মধ্যমাবস্থাপন্ন এবং ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তি অগ্রসর। (ত, হো,)

* "তোমাদের প্রতি ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হইয়াছিল" অর্থাৎ তোমাদিগকে শিক্ষা দান করিতে পেগাম্বর তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন, অথবা সদ্‌গ্রন্থ কিংবা শুভজ্ঞান বা স্বজন প্রতিবেশীদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল। যখন নরকলোকের পাপিগণ আর্তনাদ করিয়া বলিতে থাকিবে যে, হে ঈশ্বর, আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে পাঠাও, আমরা আদ্যন্ত চিরকাল সৎকর্ম করিব। তখন ঈশ্বর বলিবেন, তোমাদিগকে কি পৃথিবীতে জীবন দান করি নাই ? তাহারা বলিবে, হাঁ জীবন লাভ করিয়াছিলাম, ভয়প্রদর্শকও দেখিয়াছিলাম। তাহাতে ঈশ্বর বলিবেন, তবে নরকের শাস্তি আস্বাদন কর। (ত, হো,)

নিশ্চয় তিনি সহিষ্ণু ক্ষমাশীল হন। ৪১। এবং তাহারা ঈশ্বরের নামে আপনাদের দৃঢ় শপথে শপথ করিয়াছিল যে, যদি তাহাদের নিকটে ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হয় তবে অবশ্য তাহারা প্রত্যেক মণ্ডলী অপেক্ষা অধিকতর সৎপথগামী হইবে, অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে ভয়-প্রদর্শক উপস্থিত হইল তখন তাহাদের সম্বন্ধে পৃথিবীতে অহঙ্কার ও উপেক্ষা ভিন্ন বৃদ্ধি করে নাই, এবং তাহারা অসচ্চক্রান্ত করিয়াছে, এবং অসচ্চক্রান্ত সেই চক্রান্তকারীর প্রতি ব্যতীত অবতরণ করে না, অনন্তর তাহারা পূর্বতন লোকদিগের প্রতি (ঈশ্বরের) যে বিধি ছিল তাহা ব্যতীত প্রতীক্ষা করে না, পরে তুমি কখনও ঈশ্বরের বিধির পরিবর্তন পাইবে না*। ৪২। এবং তুমি ঈশ্বরের বিধির অন্যথা পাইবে না। ৪৩। তাহারা কি ধরাতলে ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে দেখিত তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে, অপিচ তাহাদের অপেক্ষা তাহারা শক্তিতে দৃঢ়তর ছিল, এবং ঈশ্বর (এরূপ) নহেন যে, স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁহাকে কোন বস্তু পরাভূত করে, নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময় শক্তিময় হন। ৪৪। এবং যদি ঈশ্বর মানব মণ্ডলীকে তাহারা যাহা করিয়া থাকে তজ্জন্য ধরিতেন তবে কোন প্রাণীকে তাহার (পৃথিবীর) পৃষ্ঠে ছাড়িয়া দিতেন না, কিন্তু তিনি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছেন, অনন্তর যখন তাহাদিগের কাল উপস্থিত হইবে, তখন নিশ্চয় ঈশ্বর আপন দাসদিগের সম্বন্ধে দৃষ্টিকারী। ৪৫। (র, ৫, আ, ৮)

সূরা ইয়াস†

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

৮৩ আয়াত, ৫ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ইয়াস‡। ১। সুদৃঢ় কোরআনের শপথ, নিশ্চয় তুমি সরল পথে স্থিত প্রেরিত পুরুষদিগের অন্তর্গত। ২+৩+৪। করুণাময় পরাক্রান্ত (ঈশ্বর কর্তৃকই)

---

* অর্থাৎ ধর্মদ্রোহী কোরেশ দল প্রভৃতি দৃঢ়রূপে শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষ উপস্থিত হইলে তাহারা ইহুদী ও ইসায়িগণ অপেক্ষা অধিকতর সৎপথগামী হইবে। কিন্তু যখন প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে তাহারা অহঙ্কারবশতঃ অবজ্ঞা করিল ও নানা প্রকার উপায়ে তাঁহাকে বন্দী বা হত্যা করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু চক্রান্তকারিগণ অপরের জন্য যে চক্রান্ত করে তাহাতে নিজেরাই আবদ্ধ হয়, পূর্ববর্তী কুচক্রী অত্যাচারী লোকদিগের প্রতি যে শাস্তির বিধি হইয়াছিল, তাহারাও সেই শাস্তি পাইবার প্রতীক্ষা করে। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‡ ব্যবচ্ছেদক বর্ণ সকলের নিগূঢ় অর্থ আছে, সে সমস্ত তত্ত্ব স্বর্গীয় ভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ। পরমেশ্বর স্বীয় প্রেমাস্পদ সংবাদবাহক মোহম্মদকে তাহা জ্ঞাপন

অবতারণ যেন তুমি সেই দলকে ভয় প্রদর্শন কর যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে (শীঘ্র) ভয় প্রদর্শন করা হয় নাই, পরন্তু ইহারা অজ্ঞাত। ৫+৬। সত্য-সত্যই (শাস্তির) কথা তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধে নিশ্চিত, এবং তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৭। নিশ্চয় আমি তাহাদের গলদেশে গলবন্ধন রাখিয়াছি, অনন্তর উহা চিবুক পর্যন্ত রহিয়াছে, অবশেষে তাহারা ঊর্ধ্বশীর্ষ হইয়া আছে*। ৮। এবং আমি তাহাদের সম্মুখভাগে এক প্রাচীর ও তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়াছি, পরন্তু তাহারা দেখিতেছে না†। ৯। এবং তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর তাহাদের প্রতি তুল্য, তাহারা বিশ্বাস করে না। ১০। যে ব্যক্তি উপদেশের অনুসরণ করে ও পরমেশ্বরকে অন্তরে ভয় করিয়া থাকে তাহাকে তুমি ভয় প্রদর্শন কর এতদ্ভিন্ন নহে, অনন্তর ক্ষমা ও মহা পুরস্কার বিষয়ে তাহাকে তুমি সুসংবাদ দান কর। ১১। নিশ্চয় আমি মৃতকে জীবিত করি, এবং তাহারা যাহা পূর্বে পাঠাইয়াছে তাহা ও তাহাদের পদচিহ্ন লিপি করিয়া থাকি, এবং উজ্জ্বল গ্রন্থে সমুদায় বিষয় আয়ত্ত করিয়াছি‡। ১২। (র, ১, আ, ১২)

এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদের জন্য সেই গ্রামবাসীদিগের দৃষ্টান্ত বর্ণন কর, যখন তথায় প্রেরিত পুরুষগণ উপস্থিত হইল; (স্মরণ কর,) যখন আমি

করিয়াছিলেন। জেব্রিলযোগে সেই বর্ণাবলী প্রেরিত হইয়াছে, ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার ঠিক মর্ম অবগত নহে। কোন পণ্ডিত বলেন, "ইয়াস" কোরআনের নাম, গ্রন্থবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, তাহা ঈশ্বরের নাম বিশেষ। কেহ বলেন, কোরআনের সূরার নাম। ভাষ্য বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, কোরআনে হজরতের সাতটি নাম উল্লিখিত আছে, ইয়াস তন্মধ্যে একটি। এমাম কয়শরী বলিয়াছেন, ইয়া, অর্থে অঙ্গীকৃত দিন; স, অর্থে আলয়। এইরূপ অনেকে অনেক প্রকার বলিয়াছেন। (ত, হো,)

* একদা আবুজেহল শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, "মোহম্মদকে উপাসনা করিতে দেখিলে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিব"। পরে সে একদিন দেখে তিনি নমাজ পড়িতেছেন, তৎক্ষণাৎ প্রস্তর হস্তে করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। সে যখন পাথর মারিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করে তখন হাত তাহার গলদেশ আবেষ্টন করিয়া থাকে, এবং প্রস্তর করতলে বদ্ধ হইয়া তাহার চিবুকের নিম্নে গ্রীবাতে সংযুক্ত হইয়া যায়, তাহাতে সে বাধ্য হইয়া হজরতকে প্রহার করিতে নিবৃত্ত হয়। মখজুম বংশীয় লোকেরা বহু যত্নে আবুজেহলের গলদেশ হইতে হস্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। (ত, হো,)

† একজন মখজুমী আবুজেহলের হস্ত হইতে উপরিউক্ত প্রস্তর গ্রহণ করিয়া হজরতকে মারিতে যায়। তাঁহার নিকটে উপস্থিত হওয়া মাত্র সে অন্ধ হয় কিছুই দেখিতে পায় না, না সম্মুখে যাইতে পারে, না পশ্চাতে। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো)

‡ "যাহা তাহারা পূর্বে পাঠাইয়াছে" অর্থাৎ যে পাপ-পুণ্য তাহারা পূর্বে করিয়াছে। "তাহাদের পদচিহ্ন" অর্থাৎ উপাসনালয়ে যাইতে যে পদক্ষেপন হয়, এ সমস্ত স্মৃতি পুস্তকরূপ উজ্জ্বল গ্রন্থে লিপি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দূরের পথে হাঁটিয়া মন্দিরে যায়, তাহার অধিক পুণ্য। এজন্য অনেক সাধুলোকে উপাসনালয় স্বীয় গৃহ হইতে দূরে নির্মাণ করেন। 'পদচিহ্ন' পাপ ও পুণ্যের চিহ্নও হইতে পারে। (ত, হো,)

তাহাদের নিকটে দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলাম, তখন তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, পরে আমি তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা (তাহাদিগের) পুষ্টি বর্ধন করিলাম, অবশেষে তাহারা বলিল যে, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটে প্রেরিত"*। ১৩+১৪। তাহারা বলিল, "তোমরা আমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন নও, এবং ঈশ্বর কোন বিষয় অবতারণ করেন নাই, তোমরা মিথ্যাবাদী ভিন্ন নও"। ১৫। তাহারা বলিল, "আমাদের প্রতিপালক জ্ঞাত আছেন যে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটে প্রেরিত। ১৬। এবং আমাদের প্রতি স্পষ্ট প্রচার কার্য ভিন্ন নহে"। ১৭। তাহারা বলিল, "একান্তই আমরা তোমাদের (আগমন) সম্বন্ধে কুভাব পোষণ করিতেছি, যদি তোমরা নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে চূর্ণ করিব, এবং অবশ্য আমাদিগ হইতে তোমাদের প্রতি ক্লেশজনক শাস্তি পঁহুছিবে"। ১৮। তাহারা বলিল, "তোমাদের মন্দভাব তোমাদের সঙ্গে আছে, তোমরা কি উপদিষ্ট হইতেছ ? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি"†। ১৯। এবং নগরের দূরদেশ হইতে এক

* মহাত্মা ঈসা স্বর্গারোহণের পূর্বে কিংবা তাহার স্থলাভিষিক্ত শমঊন তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ইয়হা ও তুমান নামক দুইজন প্রেরিতকে, কেহ কেহ বলেন অপর দুইজনকে এন্তাকিয়া নগরে ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। তাঁহারা নগরের অদূরে উপনীত হইয়া এক বৃদ্ধকে দেখেন যে, পশুচারণ করিতেছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া সলাম করেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কেহ ও" ? তাঁহারা বলেন, "আমরা মহাপুরুষ ঈসার প্রেরিত, লোকদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন করিয়া থাকি, ঈশ্বরের দিকে যাইতে আহ্বান করি"। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা যে সত্যপ্রচারক তাহার কোন প্রমাণ রাখ" ? তাঁহারা বলেন, "হাঁ আমরা রোগীদিগকে আরোগ্য দান করি, এবং কুষ্ঠ রোগীকেও সুস্থ করিতে পারি"। তখন বষীয়ান্ পুরুষ বলেন, "বহু বৎসর যাবৎ আমার এক সন্তান পীড়িত, চিকিৎসকগণ তাহার চিকিৎসায় নিরাশ হইয়াছে, যদি তোমরা তাহাকে আরোগ্য দান করিতে পার তবে আমি তোমাদের ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব"। এতৎ শ্রবণে তাঁহারা সেই রোগীর শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ সে আরোগ্য লাভ করে। বৃদ্ধ ইহা দেখিয়া প্রেরিত পুরুষদিগের নিকটে ধর্মে দীক্ষিত হন। ক্রমে সেই দুই প্রেরিতের সংবাদ নগরের সর্বত্র প্রচার হয়, অনেক রোগী তাহাদের নিকটে আসিয়া আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। তখন আন্তখিশ রুমী নামক ব্যক্তি সেই নগরে রাজা ছিলেন, তিনি প্রতিমা পূজা করিতেন। প্রেরিত পুরুষদিগের বিষয় শুনিতে পাইলেন যে, তাহারা প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার পক্ষে লোকদিগকে উপদেশ দান করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কারাগারে বন্দী করেন। তখন শমঊন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আসিয়া রাজমন্ত্রিগণের সঙ্গে প্রণয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হন, স্বীয় নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার বলে তিনি অচিরে রাজার সান্নিধ্য লাভ করেন। পরমেশ্বর এই আখ্যায়িকায় তাহার সংবাদ দান করিতেছেন। (ত, হো,)

† কথিত আছে যে শমঊন, নরপতির সঙ্গে প্রতিমার মন্দিরে আসিতেন ও ঈশ্বরকে প্রণাম করিতেন, তাহাতে লোকে মনে করিত যে, তিনি প্রতিমাকে সম্মান করেন। রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসী হন, শমঊনের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া তিনি কোন গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। একদিন শমঊন নৃপতিকে

ব্যক্তি দ্রুতগতি উপস্থিত হইল, বলিল, "হে আমার দলস্থ লোক, তোমরা প্রেরিত পুরুষদিগের অনুসরণ কর। ২০। + যাহারা তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করেন না তাহাদিগের অনুসরণ কর, তাহারা (সৎ) পথ প্রাপ্ত। ২১। এবং যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন ও যাঁহার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে তাঁহাকে আমি পূজা করিব না আমার সম্বন্ধে (এই) কি? ২২। তাঁহাকে ছাড়িয়া কি আমি (অন্য) ঈশ্বরকে গ্রহণ করিব? যদি ঈশ্বর আমার অপকার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের (পুত্তলিকাদের) শফাঅত আমার কিছুই উপকার করিবে না, এবং তাহারা আমাকে উদ্ধার করিবে না। ২৩। নিশ্চয় আমি তখন স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে থাকিব। ২৪। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর তোমরা আমা হইতে শ্রবণ কর"*। ২৫। বলা হইল, "তুমি

জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ, শুনিতে পাইয়াছি আপনি দুইটি দীন-হীন ব্যক্তিকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি"? রাজা বলেন, "তাহারা বলিয়া থাকে যে, আমাদের প্রতিমা ব্যতীত অন্য ঈশ্বর আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছি।" শমউন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলেন, "তাহাদের কথা অতি বিচিত্র, লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে আনয়ন করুন, শোনা যাউক"। তদনুসারে রাজা তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা শমউনকে তথায় দেখিয়া আশ্চার্যান্বিত হইলেন। শমউন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাহাকে পূজা করিয়া থাক"? তাহারা বলিলেন, "যিনি স্বর্গ-মর্ত সৃজন করিয়াছেন তাহাকে"। শমউন পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের ঈশ্বর কি কার্য করিতে পারেন"? তাঁহারা বলিলেন, "তিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিয়া থাকেন।" শমউন নরপতিকে অনুরোধ করিয়া কয়েকজন অন্ধ উপস্থিত করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আপন ঈশ্বরদিগকে বল যেন ইহাদিগকে চক্ষুষ্মান করেন"। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, তৎক্ষণাৎ অন্ধগণ চক্ষু লাভ করিল। তখন শমউন ভূপালকে বলিলেন, "প্রভো, চলুন আমরাও আমাদের ঈশ্বর সকলকে এরূপ আশ্চর্য কার্য করিতে অনুরোধ করি"। রাজা বলিলেন, "শমউন, তুমি কি জান না যে, তাহারা দেখিতে শুনিতে পান না ও কিছু করিতে পারেন না"? শমউন পুনর্বার বলিলেন, "হে যুবকদ্বয়, তোমাদের পরমেশ্বর আর কি করিতে পারেন"? তাহারা বলিলেন, "মৃতকে বাঁচাইয়া থাকেন"। তখন শমউন বলিলেন, "যদি তোমাদের ঈশ্বর এরূপ আশ্চর্য কার্য করিতে পারেন তবে আমরা সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিব"। রাজকন্যা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, মৃত্যুর সাত দিন পরে প্রার্থনাযোগে সেই প্রেরিতদ্বয় তাহাকে জীবিত করিয়া তুলিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা স্বজনবর্গসহ ধর্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু কতিপয় লোক বিরোধী হইয়া বিশ্বাসীবর্গ ও প্রেরিত পুরুষদিগের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই অত্যাচারের সংবাদ পূর্বোক্ত বৃদ্ধ পুরুষ শুনিতে পাইয়া তথায় দৌড়িয়া আসেন। ইহাতেই ঈশ্বর পরের আয়াতে সংবাদ দিতেছেন যে, এক ব্যক্তি নগরের দূরতর প্রদেশ হইতে দ্রুতগতিতে উপস্থিত হইল ইত্যাদি। (ত, হো,)

* বিদ্রোহী লোকসকল উক্ত বৃদ্ধ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। তখন তিনি প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা বলেন, এবং কেয়ামতের দিনে আমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিবে, তাহাদিগকে

স্বর্গলোকে প্রবেশ কর ;" সে বলিল, "হায়! আমার স্বজাতি যদি জানিত যে, আমার প্রতিপালক কি জন্য আমাকে ক্ষমা করিলেন ও আমাকে অনুগৃহীত লোকদিগের অন্তর্গত করিলেন" ? ২৬+২৭। এবং তাহার অন্তে তাহার দলের উপর আমি কোন সৈন্য স্বর্গ হইতে অবতারণ করি নাই, এবং আমি অবতারণকারী ছিলাম না*। ২৮। এক ধ্বনি ব্যতীত (তাহাদের শাস্তি) ছিল না, পরে তখনই তাহারা নির্বাপিত হইল†। ২৯। হায়! দাসদিগের প্রতি আক্ষেপ, এমন কোন প্রেরিত পুরুষ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল না যে, তাহারা তাহাকে বিদ্রূপ করে নাই। ৩০। তাহারা কি দেখে নাই যে, আমি তাহাদের পূর্ব সম্প্রদায় সকলের কত লোককে বিনাশ করিয়াছি যে, তাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে না ? ৩১। এবং আমার নিকটে সমুদায় দল এক যোগে উপস্থাপিত করা হইবে ভিন্ন নয়। ৩২। (র, ২, আ, ২০)

এবং তাহাদের জন্য নির্জীব ভূমি নিদর্শন, আমি তাহা জীবিত করিয়াছি ও তাহা হইতে শস্যকণা বাহির করিয়াছি, পরে তাহারা তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৩৩। এবং আমি তথায় দ্রাক্ষা ও খোর্মাতরুর উদ্যান সকল উৎপাদন করিয়াছি, পরে তন্মধ্যে প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছি। ৩৪। + তাহাতে তাহারা তাহার ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং তাহাদের হস্ত তাহা রচনা করে নাই, অনন্তর তাহারা কি ধন্যবাদ করিতেছে না‡ ? ৩৫। তিনি পবিত্র হন যিনি

এরূপ অনুরোধ করেন। সেই বর্ষীয়ানের নাম হবিব নজ্জার ছিল। তিনি হজরত মোহম্মদের অভ্যুদয়ের ছয় শত বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া অত্যাচারী লোক প্রস্তরাঘাতে তাহাকে হত্যা করে, এন্তাকিয়া নগরে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। পুনশ্চ কথিত আছে যে, হত্যা করিলে পর তাহাকে ঈশ্বর পুনর্জীবন দান করিয়া স্বর্গাভিমুখে লইয়া যান, এবং "স্বর্গলোকে প্রবেশ কর" এরূপ বলেন। কেহ কেহ বলেন যে, প্রেরিত পুরুষগণ ও রাজা এবং বিশ্বাসীমণ্ডলীও হত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন, তাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। কেবল হবিব নজ্জার নিহত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। (ত, হো,)

* ঈশ্বর বলেন, সেই বৃদ্ধের দল অর্থাৎ কাফের দল পরে এমন হীন ও নিকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে দেবসৈন্য প্রেরণ করা আর আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু বদর ও হোনয়নের সংগ্রামে দেবসৈন্য প্রেরিত কেন হইয়াছিল ? তাহার উত্তর এই যে, হজরতের গৌরব বর্ধনের জন্য তাহা প্রেরিত হইয়াছিল। সেই কাফের সৈন্য কোন গণনার মধ্যে আইসে নাই। (ত, হো,)

† জেব্রিল এন্তাকিয়া নগরে প্রকাশিত হইয়া হুঙ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে অগ্নি যেমন প্রবল আঘাতে সহসা নির্বাপিত হয় কাফের দল তদ্রূপ নির্বাপিত হইয়া যায়। (ত, হো,)

‡ এই আয়াতের আধ্যাত্মিক অর্থ এই, আমি হৃদয়রূপ ক্ষেত্র কৃপাদৃষ্টি দ্বারা জীবিত করি, তদ্দ্বারা সাধন-ভজনরূপ শস্যকণা উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহাতে তাহাদের আত্মার আহার হয়। এবং হৃদয়ভূমিতে ঈশ্বর-স্মরণরূপ খোর্মা ফলের ও অনুরাগরূপ দ্রাক্ষার উদ্যান প্রস্তুত করিয়া লই, তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানের

যুগল পদার্থ সমুদায় সৃজন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা পৃথিবী সমুর্বর হইতেছে এবং তাহাদের জাতি হইতেও তাহারা যাহা জানিতেছে না তাহা (সৃজন করিয়াছেন)*। ৩৬। এবং তাহাদের জন্য রজনী নিদর্শন, আমি তাহা হইতে দিবা টানিয়া লই, পরে অকস্মাৎ তাহারা অন্ধকারাবৃত হয়। ৩৭।+এবং দিবাকর তাহার অবস্থিতি স্থানের জন্য চলিতে থাকে, ইহা পরাক্রমশালী জ্ঞানী (ঈশ্বরের) নিরূপণ†। ৩৮।+এবং চন্দ্রমা; তাহার জন্য আমি স্থান সকল নিরূপণ করিয়াছি, এ পর্যন্ত যে, সে (খোর্মাতরুর) পুরাতন শাখার ন্যায় পরিণত হয়‡। ৩৯। সূর্যের জন্য উপযুক্ত হয় না যে, সে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়,$ এবং রজনী দিবার অগ্রগামী নয়, গগনমণ্ডলে সমুদায়ই চলিতেছে। ৪০। এবং তাহাদের জন্য নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে নৌকাতে পূর্ণ করিয়া উঠাইয়া ছিলাম§। ৪১।+এবং তাহাদের জন্য তৎসদৃশ যে সকলের উপর তাহারা আরোহণ করিয়া থাকে সে সমস্ত সৃজন করিয়াছি**। ৪২। এবং আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে জলমগ্ন করিব, অনন্তর তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই, এবং তাহারা আমার অনুগ্রহ ব্যতীত উদ্ধার পাইবে না, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই ভোগ হয়। ৪৩+৪৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইল, "তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে যে (শাস্তি) আছে তাহাকে ভয় করিতে থাক, সম্ভব যে তোমরা অনুগৃহীত হইবে, (তাহারা অগ্রাহ্য করিল)‡‡। ৪৫। এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর (এমন) কোন নিদর্শন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই যে, তাহারা তাহা হইতে বিমুখ হয় নাই। ৪৬। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, পরমেশ্বর তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছেন তোমরা তাহা হইতে ব্যয় কর, তখন ধর্মদ্রোহিগণ ধর্মপরায়ণ লোকদিগকে

প্রস্রবণ সকল প্রবাহিত করি যেন তাহারা ঈশ্বরাবির্ভাবরূপ ফল ভোগ করে, এবং দান-বিতরণাদি সৎকার্যে রত থাকে। এজন্য তাহারা কি কৃতজ্ঞ হইতেছে না? (ত, হো,)

* উদ্ভিদ যুগল বস্তু তরু ও তৃণ, মানবজাতির যুগল পদার্থ নরনারী, উদ্ভিন্ন অগণ্য জীবজন্তু হইতে ঈশ্বর যুগল বস্তু সৃজন করিয়াছেন। (ত, হো,)

† সূর্যের অবস্থিতি স্থান হইতে ভ্রমণের নির্দিষ্ট স্থান। (ত, হো,)

‡ চন্দ্রের জন্য দ্বাদশ সংক্রমণ ক্ষেত্র আছে, এক এক ক্ষেত্র তৃতীয়াংশে বিভক্ত, তাহাতে সমুদায় ক্ষেত্রের অষ্টাবিংশ অংশ হয়। প্রতিদিন চন্দ্রমা প্রায় এক এক অংশ অতিক্রম করে, পূর্ণতার অংশ সকলে তাহার জ্যোতির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও ক্ষীণতার অংশ সকলে ক্ষীণ হইতে থাকে। যখন ক্ষীণতার চরমাংশে চন্দ্র উপস্থিত হয় তখন চন্দ্রমা খোর্মাতরুর পুরাতন শাখার ন্যায় ক্ষীণ ও বক্র এবং নিষ্প্রভ পীতবর্ণ হয়। (ত, হো,)

$ সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে সংগত হইতে পারে না, যেহেতু চন্দ্র এখানে স্বীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ মহাপ্লাবনের সময় আমি নূহের সঙ্গে নৌকাতে তাহাদের পূর্ব পুরুষদিগকে উঠাইয়াছিলাম। (ত, হো,)

** অর্থাৎ আমি সেই নৌকার সদৃশ আরোহণ করিবার যোগ্য শকট অশ্ব-উষ্ট্রাদি যানবাহন সৃজন করিয়াছি। (ত, হো,)

‡‡ সম্মুখের ও পশ্চাতের শাস্তি অর্থ ইহলোক ও পরলোকের শাস্তি। (ত, হো,)

বলে, "আমরা কি সেই ব্যক্তিকে আহার দিব ঈশ্বর যদি তাহাকে আহার দিতে ইচ্ছা করেন ? তোমরা স্পষ্ট পথ ভ্রান্তিতে ভিন্ন নও"* । ৪৭ । এবং তাহারা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কবে এই (শাস্তির) অঙ্গীকার (পূর্ণ) হইবে" ? ৪৮ । এক মহা নিনাদ যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে তাহারা তাহার প্রতীক্ষা ব্যতীত করিতেছে না, এবং তাহারা পরস্পর কলহ করে। ৪৯ । অনন্তর তাহারা অন্তিম বাক্য বলিতে পারিবে না এবং স্বীয় পরিবারের দিকে ফিরিয়া চাহিবে না । ৫০ । (র, ৩ ; আ, ১৮)

এবং সুরবাদ্যে (প্রলয় কালে) ফুৎকার করা যাইবে, তখন অকস্মাৎ তাহারা কবর হইতে আপন প্রতিপালকের দিকে ধাবমান হইবে । ৫১ । বলিবে যে, "আমাদিগের প্রতি আক্ষেপ, কে আমাদিগকে আমাদের শয়নাগার হইতে উঠাইল" ? ঈশ্বর যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাই ইহা, এবং প্রেরিত পুরুষগণ যথার্থ বলিয়াছেন। ৫২ । একমাত্র ধ্বনি ভিন্ন (এই ব্যাপারে) হইবে না, তখন পরে অকস্মাৎ তাহারা একত্র আমার নিকটে আনীত হইবে । ৫৩ । অনন্তর এই দিবস কোন ব্যক্তি কিছুই উৎপীড়িত হইবে না, তোমরা যাহা করিতেছিলে তদনুরূপ ভিন্ন বিনিময় দেওয়া যাইবে না । ৫৪ । নিশ্চয় এই দিবস স্বর্গাধিকারিগণ কার্যবিশেষে আনন্দিত হইবে† । ৫৫ । তাহারা ও তাহাদের ভার্যাগণ ছায়ার নিম্নে সিংহাসন সকলের উপর ভর দিয়া উপবিষ্ট হইবে । ৫৬ । তথায় তাহাদের জন্য ফলপুঞ্জ থাকিবে ও তাহারা যাহা চাহিবে তাহাদের জন্য হইবে । ৫৭ । কৃপালু প্রতিপালক হইতে "সলাম" উক্তি হইবে । ৫৮ । এবং (আমি বলিব,) "হে অপরাধিগণ, অদ্য তোমরা বিচ্ছিন্ন হও । ৫৯ । হে আদমের সন্তানগণ, তোমাদের সম্বন্ধে কি আমি নিশ্চিত বাক্য বলি নাই যে, তোমরা শয়তানকে অর্চনা করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু, এবং আমাকে পূজা কর, ইহাই সরল পথ ? ৬০+৬১ । এবং সত্য-সত্যই সে তোমাদিগের বহু লোককে পথহারা করিয়াছে, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না ? ৬২ । এই নরক, যাহাতে তোমরা অঙ্গীকৃত হইয়াছ । ৬৩ । তোমরা যে ধর্মদ্রোহী হইয়াছিলে তন্নিমিত্ত অদ্য ইহার মধ্যে প্রবেশ কর" । ৬৪ । এই দিবস আমি তাহাদের মুখের উপর মোহর (বন্ধন) স্থাপন করিব, এবং আমার

---

* কাফের লোকেরা বিশ্বাসী লোকদিগকে বলে "ঈশ্বর যাহাদিগকে আহার দিতে চাহেন না আমরা কি তাহাদিগকে আহার দিব ? অর্থাৎ দিব না । তোমাদের মতে ঈশ্বর জীবদিগকে জীবিকা দানে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, তাঁহার কর্তব্য যে, তিনি আহার দেন । যখন তিনি দিলেন না, আমরাও দিব না । তোমরা পথভ্রান্তির মধ্যে আছ । অর্থাৎ কাফেরগণ বিশ্বাসীদিগকে বলে যে, তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিতে আমাদিগকে বলিতেছ । ইহা তাহাদের ভ্রম, যেহেতু ঈশ্বর কাহাকে ধনী ও কাহাকে দরিদ্র করিয়াছেন, ধনীকে ঈশ্বর যে ধন দিয়াছেন, তাহা হইতে দরিদ্রকে দান করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন । অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কথা বলা তাহাদের ছল মাত্র । (ত, হো,)

† গানবাদ্য বা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কিংবা প্রেমভোজ ইত্যাদি কার্যে স্বর্গবাসিগণ আনন্দিত হইবেন । সাধারণ বিশ্বাসিগণ এরূপ স্বর্গীয় সম্পদ ভোগ করিবেন, কিন্তু সাধু লোকেরা ঈশ্বর দর্শন ও তাহার জ্যোতিতে আনন্দ করিবেন । (ত, হো,)

সঙ্গে তাহাদের হস্ত কথা কহিবে ও তাহারা যাহা করিতেছিল তদ্বিষয়ে তাহাদের চরণ সাক্ষ্য দান করিবে* । ৬৫ । এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্য তাহাদের চক্ষুর উপর প্রচ্ছন্নতা রাখিয়া দিব, অনন্তর তাহারা একপথ অবলম্বন করিবে, পরে কোথা হইতে দেখিতে পাইবে। ৬৬। এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্য তাহাদের স্থানে তাহাদিগকে বিরূপ করিয়া রাখিব, অনন্তর তাহারা চলিতে পারিবে না, ফিরিতে পারিবে না† । ৬৭ । (র, ৪, আ, ১৭)

এবং যাহাকে আমি দীর্ঘজীবন দান করি তাঁহাকে সৃষ্টিতে অবনত করিয়া থাকি, অনন্তর তাহারা কি বুঝিতেছে না‡ ? ৬৮ । এবং আমি তাহাকে (মোহম্মদকে) কবিতা শিক্ষা দেই নাই, এবং সে তাহার উপযুক্ত নয়, উহা উপদেশ ও উজ্জ্বল কোরআন ভিন্ন নহে$ । ৬৯ । + তাহাতে যে ব্যক্তি জীবিত আছে তাহাকে সে ভয় প্রদর্শন করে, এবং কাফেরদিগের প্রতি বাক্য প্রমাণিত হয় । ৭০ । তাহারা কি দেখিতেছে না যে, তাহাদের জন্য আমি সেই চতুষ্পদ যাহা আমার হস্ত করিয়াছে, সৃজন করিয়াছি, অনন্তর তাহারা তাহার স্বামী হইয়াছে§ । ৭১ । এবং উহাকে তাহাদের অনুগত করিয়াছি, পরে উহার কোনটি তাহাদের বাহন হইয়াছে, এবং

* অর্থাৎ মুখ বন্ধ করা হইবে, তাহারা স্বীয় পাপ-পুণ্যের কথা নিজ মুখে বলিবে না । ঈশ্বর-বিরোধীদিগের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার সাক্ষ্য দান করিবে, এবং সাধু লোকদিগের ইন্দ্রিয় তাঁহারা যে সাধন-ভজন করিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দিবে । ঈশ্বর সেই দিবস আপন বিশ্বাসী ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমরা কি আনয়ন করিয়াছ ? আপনাদের দান-ধর্ম তপস্যাদি গণনা করিয়া বলিতে তাঁহারা লজ্জিত হইবেন । ঈশ্বর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়দিগকে বাক্‌শক্তি দান করিবেন । তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য বর্ণন করিবে, যথা—অঙ্গুলি নাম জপের কথা বলিবে, এরূপে অন্য অন্য ইন্দ্রিয় বলিবে । (ত, হো,)

† অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদিগকে শূকর, বানর ও প্রস্তর করিয়া রাখিব । তাহারা ফিরিবে না, অর্থাৎ এই বিকৃত আকার হইতে পূর্ব আকৃতিতে পরিণত হইবে না । অর্থাৎ সেই স্থানে থাকিয়াই তাহারা নিষ্পেষিত হইবে । (ত, হো,)

‡ এস্থলে অবনত করার অর্থ বলকে দুর্বলতাতে, পুষ্ট দেহকে ক্ষীণ দেহে পরিণত করা । অধিক বয়ঃক্রম হইলেই লোকে জরাজীর্ণ হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে । (ত, হো,)

$ যদি হজরত মোহম্মদ কবি হইয়া রচনা করিতেন তাহা হইলে লোকের মনে সন্দেহ হইত যে, তিনি কবিতাশক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভাবেই কোরআনের সুন্দর বচন সকল রচনা করিয়া থাকেন । লোকের সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে কবিতাশক্তি দান করেন নাই, প্রত্যাদেশের আলোকে তাঁহাকে আলোকিত করিয়াছেন । লোকে বলিত মোহম্মদ কবি, ঈশ্বর এই আয়াত দ্বারা তাহাদের সেই কথা খণ্ডন করেন । (ত, হো,)

§ যে ব্যক্তি একাকী কোন কার্য করে সে বলিয়া থাকে যে, এ কার্য আমি স্বহস্তে করিয়াছি, অর্থাৎ অন্য কেহ এ কার্য করিতে অংশী হয় নাই, তদ্রূপ ঈশ্বর এই স্থানে বলিতেছেন যে, আমি স্বহস্তে কাহারও সহায়তা ব্যতিরেকে গো-মেষ-উষ্ট্রাদি চতুষ্পদ জন্তু তাহাদের জন্য সৃজন করিয়াছি । (ত, হো,)

উহার কোনটি তাহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৭২। উহার মধ্যে তাহাদের লাভ সকল আছে ও (দুগ্ধ) পান হয়, অনন্তর তাহারা কি ধন্যবাদ করিতেছে না? ৭৩। এবং তাহারা সেই ঈশ্বরকে ছাড়িয়া (অন্য) ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছে, ভরসা এই যে, তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। ৭৪। তাহার (পুত্তলিকাগণ) তাহাদিগকে সাহায্য দান করিতে সক্ষম হইবে না, তাহারা (পুত্তলিকাগণ) তাহাদের জন্য সৈন্যরূপে উপস্থাপিত হইবে*। ৭৫। অনন্তর তাহাদের কথা যেন তোমাকে (হে মোহম্মদ,) দুঃখিত না করে, নিশ্চয় আমি তাহারা যাহা গুপ্ত করিতেছে ও যাহা ব্যক্ত করিয়াছে জানিতেছি। ৭৬। মনুষ্য কি দেখে নাই যে, নিশ্চয় আমি তাহাকে শুক্র হইতে সৃজন করিয়াছি? পরে সে হঠাৎ স্পষ্ট বিরোধকারী হইল। ৭৭। এবং সে আমার জন্য সদৃশ প্রকাশ করিল ও নিজের সৃষ্টি ভুলিয়া গেল, বলিল, "কে অস্থিকে জীবিত করিবে? বস্তুতঃ তাহা গলিত হইয়াছে"। ৭৮। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) যিনি প্রথমবার তাহাকে সৃজন করিয়াছেন তিনিই তাহা করিবেন, তিনি সমুদায় সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞানী। ৭৯।+যিনি তোমাদের জন্য হরিৎ বর্ণ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছেন, পরে তোমরা তাহা হইতে অগ্নি উদ্দীপন কর। ৮০। যিনি স্বর্গ ও মর্ত সৃজন করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হাঁ, (সমর্থ,) এবং তিনি জ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা। ৮১। যখন তিনি কিছু ইচ্ছা করেন তখন তাঁহার আদেশ এতদ্ভিন্ন নহে যে, তিনি তাহাকে বলেন, হোক, পরে হয়। ৮২। অনন্তর যাহার হস্তে সমুদায় পদার্থের কর্তৃত্ব তাঁহারই পবিত্রতা, তাঁহার দিকেই তোমরা পুনর্মিলিত হইবে। ৮৩। (র, ৫, আ, ২৩)

* অর্থাৎ পুত্তলিকা সকল মৃৎপাষাণ, তাহারা শক্তিহীন অচেতন পদার্থ। ইহলোকে প্রতিমা সকল কাফেরদিগের গৃহের প্রহরী, এবং পরকালে যখন তাহারা নরকে যাইবে, তখন প্রতিমা সকলও তাহাদের সঙ্গে সৈন্য হইয়া নরকে উপস্থিত হইবে। (ত, হো,)

+ কথিত আছে, খলফের পুত্র একখণ্ড পুরাতন জীর্ণ অস্থি মর্দন করিতে করিতে হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। তখন অনেক সম্ভ্রান্ত কোরেশ তথায় উপস্থিত ছিল; খলফের পুত্র বলিল যে, এমন কে আছে যে, এই বিচ্ছিন্ন দেহাংশ ও ভগ্ন অস্থিকে সংযুক্ত করিয়া দেহ সংগঠন পূর্বক পুনর্বার জীবিত করিতে পারে"? হজরত বলিলেন, "সৃষ্টিকর্তা ইহাকে কেয়ামতের দিনে জীবিত করিয়া তুলিবেন, তোমাকেও জীবিত করিয়া নরকে লইয়া যাইবেন"। তাহাতেই এই আয়াতের অবতারণা হয়। (ত, হো,)

সূরা সাফ্‌ফাত*

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

১৮২ আয়াত, ৫ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

শ্রেণীবন্ধনে শ্রেণীবন্ধনকারী (দেবগণের) শপথ । ১ । + অনন্তর হুংকারে হুংকারীদিগের (শপথ) । ২ । + অনন্তর উপদেশ পাঠকদিগের (শপথ)† । ৩ । + নিশ্চয় তোমাদের উপাস্য একমাত্র‡ । ৪ । তিনি স্বর্গ ও মর্তের এবং উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে তাহার প্রতিপালক, এবং (সূর্য ও চন্দ্রাদির) উদয়ভূমির প্রতিপালক । ৫ । নিশ্চয় আমি ভূমণ্ডলের আকাশকে তারকাভূষণে ভূষিত করিয়াছি । ৬ + ৭ । এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হইতে (নভোমন্ডলকে) রক্ষা করিয়াছি, তাহারা উন্নততর দেবদলের দিকে কর্ণপাত করে না, সকল দিক্ হইতে তাহাদিগেব অপসারণার্থ ও চির শাস্তির জন্য (ডঙ্কা) পড়িতে থাকে$ ।

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয় ।

† ঈশ্বর সেই দেবতাদের নামে শপথ করিয়া বলিতেছেন, যাহাবা গগনমার্গে তাঁহার কি আজ্ঞা হয় শুনিবার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন, কিংবা ধর্ম যোদ্ধাদের যাহারা ধর্মযুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছেন, বিশ্বাসীদিগের যাহারা সভাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের নামে অথবা এইরূপ অন্য কোন জীবের নামে শপথ করিয়া বলিতেছেন । দেবগণ হুংকারও কবিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা হুংকারে মেঘকে আকাশপথে চালনা করেন । তাহারা পাঠকও, যেহেতু সর্বদা স্তুতি-বন্দনা ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনে নিযুক্ত । ধর্ম-যোদ্ধা সম্বন্ধে শপথ হইল, তাঁহারাও হুংকার করিয়া অশ্ব চালনা করেন বা শত্রুদিগকে তাড়াইয়া থাকেন । তাহাদিগকে পাঠকও বলা যাইতে পারে, যেহেতু তাঁহারা আল্লা আল্লা আল্লাহু আক্‌বর শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন । বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে শপথ হইল, বিশ্বাসিগণ ঈশ্বর সাধনার জ্যোতিতে দৈত্যদিগকে তাড়াইয়া থাকেন । অথবা স্বীয় জীবনকে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য ধমক দিয়া থাকেন ; তাঁহারা পাঠকও বটে, যেহেতু নমাজের সময় কোরআন পাঠ করেন । (ত, হো,)

‡ মক্কার কাফেরগণ বিস্মিত হইয়া বলিতেছিল যে, আশ্চর্য মোহম্মদ সমুদায় ঈশ্বরকে টানিয়া আনিয়া একমাত্র ঈশ্বরে পরিণত করিল, আমাদের এতগুলি ঈশ্বর, তাহাদের দ্বারাই আমাদের কার্য সুশৃংখলরূপে চলিতেছে না, এক ঈশ্বর দ্বারা কেমন করিয়া হইতে পারে ? এতদুপলক্ষেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো,)

$ ইহার অর্থ এই যে, স্বর্গে যে সকল প্রধান প্রধান দেবতা ঐশ্বরিক নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় পরস্পর কথোপকথন করিয়া থাকেন, দৈত্যগণ আসিয়া যাহাতে

৮ + ৯। কিন্তু যে কেহ অকস্মাৎ হরণে (ঐশ্বরিক বাক্য) হরণ করিয়াছে, পরে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড তাহার অনুসরণ করিয়াছে। ১০। পরে তুমি (হে মোহম্মদ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, সৃষ্টি-বিষয়ে কি তাহারা নিপুণতর, না যে আমি সৃষ্টি করিয়াছি ? নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে আঁঠাল মৃত্তিকা দ্বারা* সৃজন করিয়াছি। ১১। বরং তুমি কাফেরদিগের (অবস্থায়) বিস্মিত হইয়াছ, এবং তাহারা বিদ্রূপ করিতেছে†। ১২। এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যায় তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। ১৩। এবং যখন কোন নিদর্শন দর্শন করে তখন তাহারা উপহাস করে। ১৪। এবং তাহারা বলে, "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে। ১৫। যখন আমরা মরিয়া যাইব ও মৃত্তিকা এবং কঙ্কাল হইব তখন কি নিশ্চয় আমরা সমুত্থাপিত হইব ? ১৬। +আমাদের পূর্বতন পিতৃপুরুষগণ (সমুত্থাপিত হইবে)" ? ১৭। তুমি বল হাঁ বটে, তোমার লাঞ্ছিত হইবে। ১৮। অনন্তর উহা এক হুঙ্কার ইহা ভিন্ন নহে, পরে অকস্মাৎ তাহারা দেখিবে। ১৯। এবং তাহারা বলিবে, "হায়! আমাদের প্রতি আক্ষেপ, এই ত ধর্ম শাসনের দিবস"। ২০। (বলা হইবে), "তোমরা যে বিষয়ে অসত্যারোপ করিতেছিলে এই সেই বিচারনিষ্পত্তির দিন"। ২১। (র, ১, আ, ২১,)

অত্যাচারিগণ ও তাহাদের সহযোগিগণ এবং তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহার অর্চনা করিয়া থাকে উহা সমুত্থাপিত হইবে, অনন্তর (ঈশ্বর বলিবেন) তাহাদিগকে নরকের পথের দিকে (হে বিশ্বাসিগণ,) তোমরা পথ প্রদর্শন কর, এবং তাহাদিগকে দণ্ডায়মান কর, নিশ্চয় তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে যে, তোমাদের কি হইয়াছে যে, পরস্পর সাহায্য করিতেছ না‡ ? ২২ + ২৩ + ২৪ + ২৫। বরং তাহারা অদ্য

তাহা শুনিতে না পায় ঈশ্বর তজ্জন্য উল্কাপাত করিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করেন ও আকাশমার্গকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহারা উহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় না। (ত, হো,)

* জয়দেব পুত্র রকাণত ও আবু-অল-আশদ যে প্রলয় ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ছিল, তাহারা সর্বদা আপন আপন বলবীর্যের গর্ব করিত, এবং কোরেশদিগের নিকটে আসিয়া অনেক গুণগামা ও জ্ঞানাভিমান প্রকাশ করিত, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। "যাহা আমি সৃজন করিয়াছি তাহা" অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য নক্ষত্রাদি যাহা যাহা সৃজন করিয়াছি সে সকল ও মানবদেহ তাহা ও পার্থিব জড়পদার্থের মিশ্রণে সংগঠিত তাহাতেই আঁঠাল মৃত্তিকা বলা হইয়াছে ((ত, হো,)

† হজরত মনে করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি কোরআন শ্রবণ করিবে সে-ই তাহাতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। মক্কার অংশিবাদিগণ শুনিয়া কোরআনের বচনের প্রতি কিছুই শ্রদ্ধা করিল না, বরং তৎপ্রতি উপহাস করিল, তাহাতে হজরত আশ্চর্যান্বিত হন। এতদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ পৌত্তলিকগণ পুত্তলিকার সহিত ও নক্ষত্র উপাসকগণ নক্ষত্রের সহিত এবং কাফের স্বামীর সহিত কাফের স্ত্রীগণ, ব্যভিচারী ব্যভিচারীর সহিত, সুরাপায়ী সুরাপায়ীর সহিত এবং অত্যাচারের সাহায্যকারী অত্যাচারীদিগের সহিত কেয়ামতের দিনে সমুত্থাপিত হইবে। যাহারা পাপাচরণে আত্মজীবনের প্রতি অত্যাচার করে ও লোকদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকে, এ স্থানে তাহারাই অত্যাচারী বলিয়া অভিহিত। মোবারকের পুত্র আবদুল্লাকে কেহ বলিয়াছিল

ঈশ্বরানুগত। ২৬। এবং তাহাদের একজন অন্যের নিকটে প্রশ্ন করতঃ উপস্থিত হইবে। ২৭। বলিবে, "নিশ্চয় তোমরা দক্ষিণ দিক হইতে (শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে) আমাদের নিকটে আসিতেছিলে"। ২৮। তাহারা (প্রতিমা, বা দৈত্যগণ) বলিবে, "বরং তোমরা বিশ্বাসী ছিলে না। ২৯। এবং তোমাদের প্রতি আমাদিগের কোন পরাক্রম ছিল না, বরং তোমরা স্বেচ্ছাচারী দল ছিলে"। ৩০। অনন্তর আমাদের সম্বন্ধে আমাদিগের প্রতিপালকের বাক্য প্রমাণিত হইল, অবশ্য আমরা (শাস্তির) আস্বাদনকারী। ৩১। পরন্তু আমরা তোমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছি, নিশ্চয় আমরাও পথভ্রান্ত ছিলাম"। ৩২। অনন্তর নিশ্চয় তাহারা অদ্য শাস্তির মধ্যে অংশী হইবে। ৩৩। নিশ্চয় আমি অপরাধীদিগের সঙ্গে এইরূপ করিয়া থাকি। ৩৪। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে, "ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই," তখন নিশ্চয় তাহারা গর্ব করিতেছিল। ৩৫। এবং বলিতেছিল, "আমরা কি একজন ক্ষিপ্ত কবির অনুরোধে ঈশ্বরসকলের বর্জনকারী হইব"? ৩৬। (ঈশ্বর বলিলেন,) বরং সে (মোহম্মদ) সত্য আনয়ন করিয়াছে, এবং প্রেরিত পুরুষদিগকে সপ্রমাণ করিয়াছে। ৩৭। নিশ্চয় তোমরা ক্লেশকর শাস্তির আস্বাদনকারী হও। ৩৮। এবং ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণকে ব্যতীত তোমরা যাহা করিতেছ তদনুরূপ ভিন্ন তোমাদিগকে বিনিময় দেওয়া যাইবে না*। ৩৯+৪০। তাহারাই, তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট উপজীবিকা স্বরূপ ফলসকল আছে, এবং তাহারা সম্পদের উদ্যানসকলে পরস্পর সম্মুখবর্তী সিংহাসনের উপর অনুগৃহীত হইবে। ৪১। ৪২+৪৩+৪৪। তাহাদের প্রতি পানকারীদিগের স্বাদজনক নির্ঝরোৎপন্ন শুভ্র সুরার পাত্র পরিবেশন করা হইবে। ৪৫+৪৬। তন্মধ্যে অপকারিতা নাই ও তাহারা তদ্দ্বারা বিহ্বল হইবে না। ৪৭। এবং তাহাদের নিকটে অধোদৃষ্টিকারিণী বিশালাক্ষীগণ আসিবে, যেন তাহারা গুপ্ত অণ্ডস্বরূপা†। ৪৮+৪৯। অনন্তর তাহাদের এক অন্যের দিকে অভিমুখী হইয়া (পৃথিবীর বিষয়) জিজ্ঞাসা করিবে। ৫০। তাহাদের

যে, আমি সূচীজীবী, কখন কখন অত্যাচারী লোকদিগের জন্য বস্ত্র সিলাই করিয়া থাকি, তজ্জন্য আমি সেই সময় কি সাহায্যকারীরূপে গণ্য হইব? আবদুল্লা বলিলেন, "না, বরং তুমি অত্যাচারীর মধ্যে গণ্য হইবে, তাহারাই অত্যাচারীর সাহায্যকারী সূচী ও সূত্র তোমার নিকটে বিক্রী করে।" অনন্তর ঈশ্বর বলিলেন যে, তোমরা হে বিশ্বাসিগণ, অত্যাচারী ও তাহাদের সঙ্গিগণকে নরকের দিকে পাঠাইয়া দাও। যখন তাহারা সেই দিকে যাইবে তাহাদিগকে সরাত নামক সেতুর উপর দণ্ডায়মান কর। তাহাদিগকে তাহাদের বিশ্বাস ও আচরণাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাইবে। (ত, হো,)

* ঈশ্বরানুগত নির্মল ব্যক্তিদিগকে তাহাদের সৎকার্যের দ্বিগুণফল প্রদান করা হইবে। (ত, হো,)

† স্বর্গাঙ্গনাগণ তাঁহাদের নিকটে আসিবেন, কিন্তু পরপুরুষ বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সন্নিধানে অধোমুখে থাকিবেন। সেই দিব্য নারীগণ শুভ্রতা ও সৌন্দর্য এবং শুদ্ধতায় প্রচ্ছন্ন শুভ্র অণ্ডসদৃশ। উষ্ট্র পক্ষীর অণ্ড শুভ্র হইয়া থাকে, তাহারা আপন অণ্ডকে পালক দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে, তাহাতে তাহার উপর ধূলি সংলগ্ন হইতে পারে না। এজন্য সুরাঙ্গনাগণের সঙ্গে তাহার তুলনা হইয়াছে। (ত, হো,)

মধ্যে এক বক্তা বলিবে, নিশ্চয় আমার (পৃথিবীতে) এক বন্ধু ছিল*। ৫১।+ সে বলিত, "নিশ্চয় তুমি কি (কেয়ামত) স্বীকারকারীদিগের অন্তর্গত? ৫২। যখন আমরা মরিব, এবং মৃত্তিকা ও কঙ্কাল হইয়া যাইব তখন কি আমাদিগকে (পাপ-পুণ্যের) বিনিময় প্রদত্ত হইবে" ? ৫৩। (পুনরায়) সে বলিবে, "তোমরা কি (নরকবাসীদিগের) অবলোকনকারী"† ? ৫৪। অনন্তর সে অবলোকন করিবে, পরে তাহাকে নরকের মধ্যে দেখিবে। ৫৫। সে বলিবে, "ঈশ্বরের শপথ, নিশ্চয় তুমি আমাকে মারিতে উপক্রম করিয়াছিলে। ৫৬। +এবং যদি আমার প্রতিপালকের কৃপা না থাকিত তবে অবশ্য আমি (নরকে) উপস্থিত লোকদিগের অন্তর্গত হইতাম। ৫৭।+অনন্তর আমরা কি আমাদের পূর্ব মৃত্যু ব্যতীত মরিব না ও (স্বর্গলোকে) শাস্তিগ্রস্ত হইব না" ? ৫৮+৫৯। (দেবগণ বলিবে,) "ঈদৃশ (সম্পদের জন্য) নিশ্চয় ইহা সেই মহা কৃতার্থতা, অতএব অনুষ্ঠানকারীদিগের উচিত যে অনুষ্ঠান করে"। ৬০+৬১। এই উপহার, না জকুম তরু শ্রেষ্ঠ‡। ৬২। নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদিগের জন্য তাহাকে আপদ্‌স্বরূপ করিব। ৬৩। নিশ্চয় সেই বৃক্ষ নরকমূলেতে উৎপন্ন হইবে। ৬৪। +তাহার স্তবক যেন শয়তানকুলের মস্তকশ্রেণী। ৬৫। অনন্তর তাহারা তাহার (ফল) অবশ্য ভক্ষণ করিবে, পরে তাহা দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। ৬৬। তৎপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাতে (সেই খাদ্যের মধ্যে) উষ্ণোদকের

---

* অর্থাৎ স্বর্গবাসীদিগের এক ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুদিগকে বলিবে যে, পৃথিবীতে যখন ছিলাম তখন আমার একজন সখা ছিল, সে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করিত না। তাহারা দুই ভ্রাতা ছিল, সূরা কহফে তাহার উল্লেখ হইয়াছে। সেই দুই ভ্রাতার নাম ইহুদা ও কৎরূস। ইহুদা বিশ্বাসী ও কৎরূস পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী ছিল। (ত, হো.)

† অর্থাৎ ইহুদা বন্ধুদিগকে বলিবে যে, তোমরা নরকলোক-বাসিদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে থাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে আমার ভ্রাতা নরকের কোন্ শ্রেণীতে কিরূপে শাস্তিগ্রস্ত হইয়াছে। স্বর্গবাসিগণ বলিবেন, তুমি তাহাকে ভালরূপে চিন, তুমিই নরকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। (ত, হো,)

‡ জকুমতরু আরব দেশে আছে, তাহার পত্র ক্ষুদ্র এবং ফল অতিশয় তিক্ত। পরমেশ্বর নারকীদিগকে যে বৃক্ষের ফল উপহার দিবেন তাহার নামও জকুম। যখন জকুমের কথা সকলে শ্রবণ করিল তখন বলিতে লাগিল, নরকলোকে ভয়ঙ্কর হুতাশন, সেই অগ্নির উত্তাপে লৌহ দ্রবীভূত হয়, বৃক্ষ কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে ? তাহারা জানে না যে, পূর্ণ শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা অনল সাগরের মধ্যে বৃক্ষ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম। জবারি নামক ব্যক্তি কোরেশ দলপতিদিগকে কহিল যে, মোহম্মদ আমাদিগকে জকুম দ্বারা ভয় দেখাইতেছে। জকুম আফ্রিকাস্থ লোকদিগের ভাষায় নবনীত ও খোর্মাফলকে বলে। এই কথা শ্রবণে আবুজহল গাত্রোত্থান করিয়া আরবের প্রধান লোকদিগকে গৃহে ডাকিয়া আনিল, এবং তাহাদের সাক্ষাতে স্বীয় দাসীকে বলিল যে, "আমাকে জকুম প্রদান কর"। দাসী ননী ও খোর্মাফল দান করিল। আবুজহল তাহা ভক্ষণ করিয়া বলিল, "মোহম্মদ যাহার কথা বলিতেছে এই ত তাহা"। তখন পরমেশ্বর পরবর্তী আয়াতসকলে জকুম তরুর লক্ষণ বর্ণনা করেন। (ত, হো,)

মিশ্রণ হইবে। ৬৭। তৎপর অবশ্য নরকের দিকে তাহাদের পুনর্গমন হইবে* ।
৬৮। একান্তই তাহারা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে বিপথগামী পাইয়াছে। ৬৯। পরে
তাহারা তাহাদের পদচিহ্নের অনুসরণে ধাবিত হইতেছে। ৭০। এবং সত্য-সত্যই
তাহাদের পূর্বে অধিকাংশ প্রাচীন লোক বিপথগামী হইয়াছে। ৭১। +এবং
সত্য-সত্যই আমি তাহাদিগের মধ্যে ভয়প্রদর্শকদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৭২।
অনন্তর দেখ ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণ ব্যতীত ভয় প্রদর্শিতদিগের পরিণাম কেমন
হইয়াছে ? ৭৩ + ৭৪। (র, ২ ; আ, ৫৪)

এবং সত্য-সত্যই নূহা আমাকে ডাকিয়াছিল, তখন আমি উত্তম উত্তরদাতা
ছিলাম। ৭৫। এবং তাহাকে ও তাহার স্বজনদিগকে আমি মহা দুঃখ হইতে
উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৭৬। এবং তাহার সন্তানদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহারা
অবশিষ্ট ছিল† । ৭৭। এবং তাহার সম্বন্ধে পরবর্তী (মণ্ডলীর) মধ্যে
(সৎপ্রশংসা) রাখিয়াছিলাম‡ । ৭৮। জগতে নূহার প্রতি সলাম হৌক$ । ৭৯।
নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারী লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি। ৮০।
নিশ্চয় সে আমার বিশ্বাসী দাসদিগের অন্তর্গত। ৮১। তৎপর আমি অন্য
লোকদিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম। ৮২। এবং নিশ্চয় তাহার অনুবর্তী লোক-
দিগের মধ্যে এব্রাহিম ছিল। ৮৩। (স্মরণ কর,) যখন সে সুস্থ মনে আপন
প্রতিপালকের নিকটে উপস্থিত হইল। ৮৪। যখন সে আপন পিতাকে ও আপন
দলকে বলিল, "তোমরা কাহাকে অর্চনা করিয়া থাক ? ৮৫। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কি
অসত্য ঈশ্বরকে চাহিতেছ ? ৮৬। অনন্তর বিশ্বপালকের প্রতি তোমাদের কি প্রকার
মত"§ ? ৮৭। পরে সে নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রতি এক দৃষ্টিতে দৃষ্টি করিল। ৮৮।
অবশেষে বলিল, 'নিশ্চয় আমি পীড়িত"। ৮৯। পরে তাহারা তাহার প্রতি পৃষ্ঠ

* অর্থাৎ জকুম ফল ভক্ষণ ও উষ্ণ জল পানের পর তাহাদের পুনর্বার নরকেই স্থিতি হইবে। এরূপ উষ্ণ জল পান করিবে যে, তাহার উষ্ণতায় তাহাদের অন্ত্র-সকল যেন দগ্ধ ও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। (ত, হো,)

† নূহার পরিবারের মধ্যে সাম হাম এবং ইয়াফজ ও তাহার স্ত্রীগণ ব্যতীত জীবিত ছিল না। সমুদায় মনুষ্য তাহাদের বংশ হইতেই উৎপন্ন হয়। আরব্য, পারস্য ও রোমীয় লোকদিগের পিতা সাম, তোর্ক ও খরজ এবং সকলাব জাতির পিতা ইয়াফজ, হিন্দু, হবশি ও জঙ্গ এবং বর্বরের পিতা হাম। (ত, হো.)

‡ পরবর্তী মণ্ডলী মোহম্মদীয় মণ্ডলী। (ত, হো)

$ পরমেশ্বর নূহাকে সলাম জানাইতেছেন, সলাম শব্দের অর্থ নিরাপদ, ইহা আশীর্বাদসূচক বাক্য। (ত, হো,)

§ "ঈশ্বরের সম্বন্ধে তোমাদের কি প্রকার মত" ? এই কথা এব্রাহিম প্রতিমার উপাসক লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তাহারা বলে, "আগামী কল্য উৎসব আছে, আমরা সকলে তদুপলক্ষে আমোদ করিবার জন্য নগরের বাহিরে প্রান্তরে যাইব। অদ্য খাদ্যজাত প্রস্তুত করিয়া প্রতিমাসকলের পার্শ্বে স্থাপন করিব, প্রান্তর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পূজা মণ্ডপে যাইয়া প্রসাদরূপে সে সকল ভাগ করিয়া খাইব। তুমিও আমাদের মেলাতে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদ কর, পরে তথা হইতে দেবমন্দিরে আসিয়া দেবতাদিগের রূপ-লাবণ্য বেশ-ভূষা দর্শন করিবে। আমরা বিশ্বাস করি, সেই আমোদ-আহ্লাদ ও দেব-দর্শনের পর আমাদিগকে আর অনুযোগ করিতে সাহসী হইবে না। (ত, হো,)

দিয়া ফিরিয়া গেল। ৯০। অনন্তর সে তাহাদের পরমেশ্বরগণের নিকটে গোপনে গেল, পশ্চাৎ বলিল, "তোমরা কি (নৈবেদ্য) খাও না? ৯১ তোমাদের কি হইয়াছে যে, কথা কহিতেছ না"? ৯২। পরে সে দক্ষিণ হস্তে তাহাদের প্রতি প্রহার করিতে গোপনে প্রবৃত্ত হইল। ৯৩। পরিশেষে তাহারা (নোমরুদীয় দল) তাহার নিকটে দৌড়িয়া আসিল। ৯৪। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা যাহাকে নির্মাণ কর তাহাকে কি পূজা করিয়া থাক? ৯৫। এবং ঈশ্বর তোমা-দিগকে ও তোমরা যাহা কিছু করিয়া থাক তাহা সৃজন করিয়াছেন'। ৯৬। তাহারা পরস্পর বলিল, "তাহার জন্য এক অট্টালিকা নির্মাণ কর, পরে (কাষ্ঠপুঞ্জে পূর্ণ করিয়া) তাহাকে (নরকের) অগ্নিতে নিক্ষেপ কর"। ৯৭। অবশেষে তাহারা তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিল, পরে আমি তাহাদিগকে অত্যন্ত হীন করিলাম*। ৯৮। এবং সে বলিল, "নিশ্চয় আমি আপন প্রতিপালকের দিকে গমনকারী, অবশ্য তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন। ৯৯। হে আমার প্রতি-পালক, তুমি আমাকে সাধুদিগের (একজন) দান কর'। ১০০। অবশেষে আমি তাহাকে প্রশান্ত বালকের (এস্মায়িল নামক পুত্রের) সুসংবাদ দান করিলাম†। ১০১। পরে যখন সে তাহার সঙ্গে দৌড়িবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন সে বলিল, "হে আমার নন্দন, নিশ্চয় আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে সত্যই আমি তোমাকে বলিদান করিতেছি, অতএব তুমি কি দেখিতেছ দেখ', সে বলিল, 'হে আমার পিতঃ, যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর, ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি আমাকে অবশ্য সহিষ্ণুদিগের অন্তর্গত পাইবে"। ১০২। পরে যখন তাহারা দুইজনে (ঈশ্বরের আজ্ঞার) অনুগত হইল, এবং সে তাহাকে (ছেদন করিতে) ললাটের অধোমুখে ফেলিল‡। ১০৩। এবং আমি

* এব্রাহিম নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়া বলিলেন, আমি পীড়িত, অর্থাৎ তাউন রোগ স্পর্শ করিবে, নিশ্চয় আমার হইবে। তাউন সংক্রামক রোগ, স্ফোটক বিশেষ পুরুষের বগলে বা জঙ্ঘাতে কিংবা স্ত্রীলোকের স্তনের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া সেই স্থান রক্তবর্ণ ও বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, আনুষঙ্গিক মূর্চ্ছা ও উদ্বমন ইত্যাদি উপসর্গ হইয়া থাকে। লোকসকল তাউনের কথা শুনিয়া পাছে বা সেই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় এই ভয়ে এব্রাহিমের নিকট হইতে চলিয়া যায়। পরদিন তাহারা প্রান্তরে চলিয়া গেলে এব্রাহিম তাহাদের দেবালয়ে প্রবেশ করেন প্রতিমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া কুঠারাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। (ত, হো)

† ইনি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

‡ 'ললাটের অধোমুখে ফেলিল', অর্থাৎ অধোমুখে নিক্ষেপ করিল। এব্রাহিম যখন এস্মায়িলের কণ্ঠচ্ছেদনে উদ্যত হন তখন এস্মায়িল পিতার নিকট এই তিনটি কথা নিবেদন করেন: (১) আমার হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করুন, তাহা হইলে আমি ভয়প্রযুক্ত বলিদানের সময় হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া ব্যাঘাত করিব না। (২) তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার মাতাকে আমার শোণিতাক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে (৩) অধোমুখে হত্যা করিবে, তাহা হইলে আমার মুখের প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়িবে না, আমার মুখ দেখিলে মন দয়ার্দ্র হইয়া ঈশ্বর-আদেশ পালনে বিঘ্ন হইতে পারে। এব্রাহিম তদনুরূপ নিশ্চয় করিয়া এস্মায়িলকে বলিদানে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বিশ্বাস পরীক্ষিত হইল বলিয়া পরমেশ্বর তাঁহাকে নিবৃত্ত থাকিতে আদেশ করেন। (ত, হো,)

তাহাকে ডাকিলাম যে, "হে এব্রাহিম" । ১০৪ । +সত্যই তুমি স্বপ্নকে সপ্রমাণ করিয়াছ, নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারী লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি" । ১০৫ । নিশ্চয় সেই স্পষ্ট পরীক্ষা । ১০৬ । আমি তাহাকে বৃহৎবলি (শৃঙ্গযুক্ত পুং মেষ) বিনিময় দান করিলাম* । ১০৭ । এবং তাহার সম্বন্ধে (সৎ প্রশংসা) ভাবিব্যদ্বংশীয়দিগের প্রতি রাখিলাম । ১০৮ । এব্রাহিমের প্রতি সলাম হৌক । ১০৯ । এইরূপে আমি হিতকারীদিগকে বিনিময় দান করি । ১১০ । নিশ্চয়ই সে আমার বিশ্বাসী দাসদিগের অন্তর্গত ছিল । ১১১ । এবং আমি তাহাকে সাধুদিগের অন্তর্গত এক প্রেরিত পুরুষ এসহাক (পুত্রের) সম্বন্ধে সুসংবাদ দান করিয়াছিলাম । ১১২ । এবং তাহার প্রতি ও এসহাকের প্রতি আশীর্বাদ করিয়াছিলাম. এবং তাহাদের সন্তানগণের মধ্যে কতক হিতকারী ও কতক আপন জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট অত্যাচারী হয় । ১১৩ । (র, ৩, আ, ৩৭)

এবং সত্য-সত্যই আমি মুসা ও হারুনের সম্বন্ধে উপকার করিয়াছি । এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের দলকে মহা ক্লেশ হইতে বাঁচাইয়াছি । ১১৪ । এবং তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছি, পরে তাহারা বিজয়ী হইয়াছে । ১১৫ । এবং তাহাদিগকে বর্ণনাকারক গ্রন্থ দান করিয়াছি । ১১৬ । এবং তাহাদিগকে সরল পথ দেখাইয়াছি । ১১৭ । এবং তাহাদের সম্বন্ধে পরবর্তী লোকদিগের মধ্যে (সৎ প্রশংসা) রাখিয়াছি । ১১৮ । +মুসা ও হারুনের প্রতি সলাম হৌক । ১১৯ । নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারীদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি । ১২০ । নিশ্চয় তাহারা আমার বিশ্বাসী দাসদিগের অন্তর্গত ছিল । ১২১ । এবং নিশ্চয় এলিয়াস প্রেরিত পুরুষদিগের অন্তর্গত ছিল । ১২২ । (স্মরণ কর,) যখন সে আপন দলকে বলিল, "তোমরা কি ধর্মভয় ভীরু হইতেছ না ? ১২৩ । তোমরা কি বাল নামক প্রতিমাকে পূজা করিয়া থাক ও অত্যুত্তম সৃষ্টিকর্তাকে পরিহার কর ? ১২৪ । ঈশ্বর তোমাদের প্রতিপালক, এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদিগের প্রতিপালক"† । ১২৫ ।

---

* পরে ঈশ্বরের আদেশে এক বৃহৎ পুংমেষ অরণ্য হইতে এব্রাহিমের নিকটে দৌড়িয়া আইসে । তিনি এসমাইলের পরিবর্তে তাহাকে বলিদান করেন । (ত, হো,)

† পরমেশ্বর এলিয়াসকে বালবেকনিবাসী লোকদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন । তাহারা প্রতিমাপূজক ছিল । বালবেকে আজবের নামক এক রাজা ছিলেন । প্রথমতঃ তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, পরে স্বীয় পৌত্তলিক পত্নীর প্ররোচনায় পৌত্তলিক হন । এলিয়াসের প্রার্থনানুসারে তিন বৎসর পর্যন্ত বালবেক-নিবাসিগণ দুর্ভিক্ষ দ্বারা নিপীড়িত হয়, অনন্যোপায় হইয়া তাহারা এলিয়াসের নিকটে যাইয়া কি উপায়ে দুর্ভিক্ষের প্রতীকার হইতে পারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে । এলিয়াস বলেন, 'তোমাদিগকে সত্য ধর্ম গ্রহণ ও ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে" । ইহা শুনিয়া নগরবাসিগণ চিন্তা করিতে লাগিল । তখন এলিয়াস বলিলেন, "তোমাদের ও আমার ধর্মের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে যদি ইচ্ছা কর তবে এস, আমি আমার পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, তোমরাও তোমাদের পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, যিনি প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন তিনিই উপাস্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন" । নগরবাসিগণ এই কথায় সম্মত হইয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিয়া আপনাদের প্রতিমার নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করে, কোন ফল দর্শে না । পরে এলিয়াস প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ বারিবর্ষণ হয় । ইহা দেখিয়াও লোক সকল এলিয়াসকে অগ্রাহ্য করে । (ত, হো,)

অনন্তর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিল, পরে নিশ্চয় ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণ ব্যতীত তাহারা (শাস্তির মধ্যে) আনীত হইবে*। ১২৬+১২৭। এবং তাহার সম্বন্ধে আমি পরবর্তী লোকদিগের মধ্যে (সৎ প্রশংসা) রাখিলাম। ১২৮। এলিয়াসের প্রতি সলাম হোক। ১২৯। নিশ্চয় আমি এইরূপে হিতকারীদিগকে বিনিময় দান করি। ১৩০। নিশ্চয় সে আমার বিশ্বাসী দাসদিগের অন্তর্গত ছিল। ১৩১। এবং নিশ্চিত লূত প্রেরিতদিগের অন্তর্গত†। ১৩২। (স্মরণ কর,) যখন এক বৃদ্ধা নারী ব্যতীত যে অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে ছিল তাহাকে ও তাহার স্বজনবর্গকে আমি একযোগে উদ্ধার করিয়াছিলাম। ১৩৩+১৩৪। তৎপর অপর লোকদিগকে সংহার করিলাম। ১৩৫। নিশ্চয় তোমরা তাহাদের দিকে প্রাতে ও রাত্রিতে গিয়া থাক, অনন্তর তোমরা কিন্তু টের পাইতেছ না‡? ১৩৬+১৩৭। (র, ৪; আ, ২৪)

এবং নিশ্চয় ইয়ূনস প্রেরিতদিগের অন্তর্গত ছিল। ১৩৮। (স্মরণ কর,) যখন সে (লোকে) পরিপূর্ণ নৌকার দিকে পলায়ন করিল১। ১৩৯। পরে

---

* কথিত আছে যে, এলিয়াস নগরবাসীদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত বিষণ্ন হন। শাস্তি উপস্থিত হইবার পরে তাঁহাকে সেই ধর্মদ্রোহী লোকদিগের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন। আদেশ হয় যে, অমুক স্থানে তুমি যাইবে, যাহা উপস্থিত দেখিবে তাহার উপর আরোহণ করিবে। তদনুসারে এলিয়াস নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যান। এক অগ্নিময় শার্দুল বা অশ্ব তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি আলিয়া নামক এক সাধু পুরুষকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া সেই শার্দুল বা অশ্বারোহণে প্রস্থান করেন। পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি ডানা ও পালক প্রাপ্ত হন। এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। তিনি স্বর্গীয় দূতগণের সঙ্গে গগনমার্গে উড়িতে থাকেন। তাঁহার মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব দুই গুণ ছিল, তিনি গগনবিহারী ছিলেন, প্রান্তরেও তাঁহার আধিপত্য ছিল। নদীপথে ও অবকা নামক স্থানে মহাপুরুষ খেজরের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। রমজান মাসে জেরুজিলমে পরস্পর একযোগে পারণা করেন। তাঁহাদের মণ্ডলী ও অনেক সাধুপুরুষ তাহাদের দর্শন পান। (ত, হো,)

† লূত মহাপুরুষ এব্রাহিমের সহযোগী ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি শাম দেশে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বৃত্তান্ত পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, হে কোরেশ দল, তোমরা বাণিজ্য উপলক্ষে সর্বদা তাহাদের নিবাস ভূমিতে গিয়া থাক, লূতের বিরোধী দুর্বৃত্ত লোকেরা যে উৎসন্ন হইয়াছে, জনশূন্য অরণ্যাকীর্ণ নিবাস ভূমি দেখিয়া কি তোমরা টের পাইতেছ না? (ত, হো,)

১ পরমেশ্বর ইয়ূনসকে মওসলে তথাকার অধিবাসী লোকদিগের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। লোকসকল তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তিনি তাহাদের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করেন ও তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যান। শাস্তি উপস্থিত হইলে মওসলের লোকসকল ধর্মে বিশ্বাসী হয়, তাহাতে শাস্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইয়ূনস ইহা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা শাস্তিগ্রস্ত হইবে। তখন ভাবিলেন, তাহারা হয়তো এক্ষণ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। ইহা ভাবিয়া তিনি নদীর অভিমুখে চলিয়া যান। নদীর

নৌকার লোকদিগের সঙ্গে সুরতি ধরিল, অনন্তর পরাস্ত হইল* । ১৪০ । পরে মৎস্য তাহাকে উদরস্থ করিল ও সে (আপনার প্রতি) অনুযোগকারী ছিল† । ১৪১ । অনন্তর যদি নিশ্চয় সে স্তুতিকারকদিগের অন্তর্গত না হইত তবে তাহার উদরে পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত বাস করিত । ১৪২+১৪৩ । অবশেষে আমি তাহাকে মরুভূমিতে বিসর্জন করি, তখন সে পীড়িত ছিল‡ । ১৪৪ । এবং আমি তাহার উপর অলাবুলতা উৎপাদন করি$ ১৪৫ । এবং আমি তাহাকে লক্ষ অথবা অধিক লোকের নিকটে পাঠাইয়াছিলাম§ । ১৪৬ । পরে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিল, অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত আমি তাহাদিগকে ফলভোগী করিলাম । ১৪৭ । অবশেষে তুমি (হে মোহম্মদ.) তাহাদিগের (প্রত্যেককে) প্রশ্ন কর যে "তোমার ঈশ্বরের কি কন্যা সকল আছে ও তাহাদের কি পুত্র আছে** ? ১৪৮ ।

কূলে উপনীত হইয়াই দেখেন যে, এক দল বণিক্ নৌকায় আরোহণ করিতেছে. তিনিও তাহাদের সঙ্গে নৌকায় উঠিলেন । তরণী কতক দূর চলিয়াই স্থির রহিল । নৌকাবাহকগণ বলিতে লাগিল যে, কোন পলায়িত দাস এই নৌকায় আছে, তজ্জন্য নৌকা চলিতেছে না । ইয়ুনস বলিলেন আমিই পলায়িত দাস । নৌকাধিরূঢ় লোকেরা কহিতে লাগিল, তুমি কেমন করিয়া পলায়িত দাস হইবে ? তোমার ললাটে ও মুখমণ্ডলে পুরুষত্ব মহত্ব ও সাধুতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে । তথাপি ইয়ুনস পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, আমিই পলায়মান দাস । তখন এরূপ রীতি ছিল যে, নৌকা না চলিলে পলায়িত দাসকে জলে নিক্ষেপ করা হইত, তাহা হইলে নৌকা চলিত । তখন ইয়ুনস নৌকাস্থ লোকদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ "আমি পলায়িত দাস" বলিতে লাগিলেন । (ত, হো)

* নৌকাধিরূঢ় লোকেরা কে পলায়িত দাস ইহা নির্ণয় করিবার জন্য সুরতি ধরিল, সুরতি তিনবার ইয়ুনসের নামেই উঠিল ।

† তখন নৌকার লোকেরা তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দেয় । পরমেশ্বর এক মৎস্য প্রেরণ করেন । মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করিয়া উদরস্থ করে । (ত, হো.)

‡ যদি ইয়ুনস আপনাকে ভৎর্সনা না করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ না করিতেন তবে চিরকাল মৎস্যের গর্ভে স্তুতি-বন্দনায় রত থাকিতেন । তাহা না করাতে পরমেশ্বর মৎস্যকে উদ্গিরণ করিতে আদেশ করেন । মৎস্য উদ্গিরণ করিয়া মরুভূমিতে তাঁহাকে নিক্ষেপ করে, তখন তিনি নিতান্ত দুর্বল সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ন্যায় ছিলেন । (তে, হো,)

$ মক্ষিকা দ্বারা তিনি উপদ্রুত ও যাহাতে উৎপীড়িত না হন এই উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর অলাবুলতা দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন । যে পর্য্যন্ত তিনি দৃঢ় ও পুষ্টাঙ্গ এবং বলিষ্ঠ হইলেন, সে পর্য্যন্ত পর্ব্বতে ছাগ আসিয়া প্রতিদিন তাঁহার মুখে স্তন্য প্রদান করিত, তিনি দুগ্ধ পান করিতেন । (ত, হো)

§ রাজা সংবাদ পাইয়া ইয়ুনসকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান । তখন তিনি লক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকটে উপস্থিত হন ও ধর্ম্ম প্রচার করেন । (ত, হো)

** অর্থাৎ খজাআ ও মলিহ এবং জহিন বংশীয় লোকেরা দেবতাদিগকে ঈশ্বরের দুহিতা বলিত, তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে পরমেশ্বর হজরতকে আজ্ঞা করিতেছেন । (ত, হো,)

আমি কি দেবতাদিগকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি? এবং তাহারা (তখন) উপস্থিত ছিল? ১৪৯। জানিও নিশ্চয় তাহারা আপনাদের মিথ্যাবাদিতা দ্বারা বলিতেছে যে, "ঈশ্বর জন্মদান করিয়াছেন; এবং নিশ্চয় তাহারা অসত্যবাদী"। ১৫০+১৫১। পুত্রদিগের উপর কন্যাদিগকে কি (পরমেশ্বর) মনোনীত করিয়াছেন? ১৫২। তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা কিরূপ আজ্ঞা করিতেছ*? ১৫৩। অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? ১৫৪। তোমাদের জন্য কি উজ্জ্বল প্রমাণ আছে। ১৫৫। তাহারা বলিল, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আপন গ্রন্থ উপস্থিত কর"†। ১৫৬। এবং তাহারা তাঁহার ও দৈত্যগণের মধ্যে কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়াছে, এবং সত্য-সত্যই দানবগণ জ্ঞাত আছে যে, তাহারা (শাস্তির জন্য) সমানীত হইবে‡। ১৫৭। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ দাসগণ ব্যতীত তাহারা যাহা বর্ণন করে তদপেক্ষা ঈশ্বরের অধিক পবিত্রতা। ১৫৮। অনন্তর নিশ্চয় (হে কাফেরগণ,) তোমরা যাহাকে অর্চনা করিয়া থাক তাহা (এই,) তোমরা সকলে যে ব্যক্তি নরকগামী তাহাকে ব্যতীত (অন্য কাহাকেও) তাহার (উপাস্য প্রতিমার) দিকে পথভ্রান্তকারী নও। ১৫৯+১৬০+১৬১+১৬২+১৬৩। এবং আমাদের মধ্যে (এমন কেহ) নাই যাহার জন্য নির্দিষ্ট স্থান নাই§। ১৬৪। +এবং নিশ্চয় আমরা শ্রেণী বন্ধনকারী। ১৬৫। এবং নিশ্চয় আমরা স্তুতিকারী‖। ১৬৬। এবং নিশ্চয় তাহারা বলিয়া থাকে, "যদি আমাদের নিকটে পূর্বতন লোকদিগের কোন স্মরণ চিহ্ন (উপদেশগ্রন্থাদি) থাকিত তবে অবশ্য আমরা ঈশ্বরের প্রেমিক দাসদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। ১৬৭+১৬৮+১৬৯। অনন্তর তাহারা তৎসম্বন্ধে (কোরআন সম্বন্ধে) বিদ্রোহী হইল, পরে শীঘ্রই জানিতে পাইবে। ১৭০। এবং সত্য-সত্যই আমার প্রেরিত দাসদিগের সম্বন্ধে আমার উক্তি প্রথমেই

* তাহারা ইহা ভাবে না যে, ঈশ্বর স্ত্রী-পুত্রের সংস্রব বর্জিত, তিনি মনুষ্যসদৃশ নহেন। এক জন্তু হইতেই অন্য জন্তুর জন্ম হইয়া থাকে, তিনি তদ্রূপ জন্তু নহেন। (ত, হো,)

† খজাআ বংশীয় লোকেরা বলে যে, ঈশ্বর দৈত্যদিগের জন্য কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেবতার জন্ম হইয়াছে। সূর্যোপাসকদিগের বিশ্বাস এই যে, শয়তানের সঙ্গে পরমেশ্বরের ভ্রাতৃসম্বন্ধ। (ত, হো,)

‡ অনেকের মত এই যে, দৈত্যই দেবতা। আরবী লোকেরা অদৃশ্য জীবদিগকেই দৈত্য বলিত। তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে দৈত্যদিগের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিল, অনেকে বলিত দৈত্যগণ তাঁহার কন্যা। কিন্তু দৈত্যগণ জ্ঞাত আছে যে, তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবার জন্য উপস্থিত করা হইবে। কাফেরগণ যে, তাহাদিগকে পূজা করিয়াছে তদ্বিষয়ে তাহাদিগের প্রতিও কেয়ামতে প্রশ্ন হইবে। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ যে কোন স্থান সাধন-ভজনের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে, প্রত্যেককে তাহা মান্য করিতে হয়। শেখ আবুবেকর ওরাক বলিয়াছেন যে, এ স্থানে নির্দিষ্ট স্থান শব্দে বক্ষঃস্থলকে বুঝাইবে। যথা—ভয়, আশা, প্রেম ও বাধ্যতা প্রত্যেক সাধু মহাত্মার বক্ষের বিশেষ স্থানে স্থিতি করে। (ত, হো,)

‖ প্রেরিত মহাপুরুষ ও বিশ্বাসী লোকদিগের এই উক্তি। তাঁহারা বলেন যে, পরলোকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্থান নির্দিষ্ট আছে। এক্ষণ আমরা কার্য শ্রেণীতে দণ্ডায়মান আছি ও উপাসনা এবং স্তুতি-বন্দনা দ্বারা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকি। (ত, হো,)

হইয়াছে। ১৭১। নিশ্চয় ইহারা তাহারাই যে সাহায্য প্রাপ্ত*। ১৭২। আমার সেই সৈন্য যে, তাহারা বিজয়ী। ১৭৩। অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) কিছুকাল পর্যন্ত তাহাদিগ হইতে বিমুখ থাক। ১৭৪।+এবং তাহাদিগকে দেখ, পরে তাহারাও শীঘ্র দেখিতে পাইবে। ১৭৫। অনন্তর তাহারা কি আমার শাস্তি শীঘ্র চাহিতেছে? ১৭৬। পরে যখন তাহাদের অঙ্গনে (শাস্তি) অবতীর্ণ হইবে তখন ভয়প্রাপ্ত লোকদিগের পক্ষে প্রাতঃকালে অশুভ ঘটিবে†। ১৭৭। এবং তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও। ১৭৮।+এবং দেখ পরে তাহারাও অবশ্য দেখিতে পাইবে। ১৭৯। তাহারা যাহা বর্ণন করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালক (অধিক) গৌরবান্বিত প্রভু, পবিত্র। ১৮০। এবং প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি সলাম হৌক। ১৮১।+এবং বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক প্রশংসা। ১৮২। (র, ৫; আ, ৪৪)

সূরা সদ‡

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

৮৮ আয়াত, ৫ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সদ$ উপদেশক কোরআনের শপথ। ১। বরং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে

---

* অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষদিগকে সাহায্য দান করার অঙ্গীকারাদি ঈশ্বরের সংগৃহ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। যথা, ঈশ্বর লিপি করিয়াছেন যে, আমি ও আমার প্রেরিত পুরুষ অবশ্য বিজয় লাভের অধিকারী। (ত, হো,)

† পুরাকালে আরব্য লোকদিগের মধ্যে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত প্রবল ছিল। যে সকল সৈন্য কোন পরিবারকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিত তাহারা সমুদায় রাত্রি পর্যটন করিয়া গভীর নিদ্রার সময় প্রাতঃকালে আসিয়া হত্যা ও লুণ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইত ও পরিবারটিকে সমূলে সংহার করিত। সাধারণতঃ লুণ্ঠনাদি কার্য প্রাতঃকালে হইত বলিয়া লুণ্ঠনের নাম ('সবা') প্রাতঃকাল রাখা হইয়াছে। অন্য সময়ের লুণ্ঠনাদি ব্যাপারকেও প্রাতঃকাল বলিয়া থাকে, এজন্য অশুভ প্রাতঃকাল বলিয়া এ স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, প্রাতঃকালে হজরত খয়বর প্রদেশে উপনীত হন, তখন সেখানকার দুর্গ দর্শন করিয়া বলেন, "ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ। খয়বরকে আমি বিনষ্ট করিলাম।" তৎকালে এই আয়াতের পুনরুক্তি হয়। (ত, হো,)

‡ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

$ মহাত্মা আবুবেকর ওরাক ও কৎরব বলেন যে, ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী কাফেরদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য আবির্ভূত হইত। সকল সময়ে হজরত উপাসনা কালে উচ্চৈঃস্বরে কোরআন পড়িতেন। ধর্মবিদ্বেষী লোকেরা বিদ্বেষবশতঃ শীস্ দানে রত থাকিত, এবং করতালি দিত, যেন তাঁহার পাঠে ব্যাঘাত হয় ও তিনি অশুদ্ধ

তাহারা অবাধ্যতা ও বিপক্ষতার মধ্যে আছ। ২। তাহাদের পূর্বে কত দলকে আমি সংহার করিয়াছি, তখন তাহারা চীৎকার করিয়াছিল, সেই সময় উদ্ধারের (উপায়) ছিল না। ৩। এবং তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকটে ভয়প্রদর্শক আগমন করিল ও কাফেরগণ বলিল, "এ মিথ্যাবাদী ঐন্দ্রজালিক। ৪। এ, ঈশ্বর সমূহকে এক ঈশ্বরে পরিণত করে, নিশ্চয় ইহা আশ্চর্য ব্যাপার"*। ৫। এবং তাহাদের নিকট হইতে প্রধান পুরুষগণ চলিয়া গেল, (পরস্পর বলিতে লাগিল) যে, "চলিয়া যাও ও স্বীয় ঈশ্বরগণের উপর ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় এ বিষয় প্রত্যাশিত হইয়াছে। ৬। পরবর্তী ধর্মের মধ্যে আমরা ইহা শ্রবণ করি নাই†, ইহা কল্পিত ভিন্ন নহে। ৭। আমাদের মধ্য হইতে কি তাহার প্রতি উপদেশ অবতীর্ণ হইল"? বরং তাহারা আমার উপদেশ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, বরং (এক্ষণ পর্যন্ত) তাহারা আমার শাস্তি আস্বাদন করে নাই। ৮। তাহাদের নিকটে কি তোমার দাতা বিজেতা প্রতিপালকের অনুগ্রহের ভাণ্ডার আছে? ৯। স্বর্গ ও পৃথিবী। এবং উভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার রাজত্ব কি তাহাদের?

পড়েন। তখন ঈশ্বর এই সকল অক্ষর প্রেরণ করেন। হজরতের মুখে তাহারা উহা শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া চিন্তায় প্রবৃত্ত হইত, এবং গোলযোগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ হজরতের মন বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না। 'স' এই বর্ণে স্রষ্টা ও মহান্ ইত্যাদি ঈশ্বরের গুণবাচক বিশেষ বিশেষ নাম, বা হজরত মোহম্মদের কিংবা কোরআনের নাম ইত্যাদি বুঝায়। (ত, হো,)

* হমজা ও ওমর এস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলে পর সম্ভ্রান্ত কোরেশগণ ব্যস্ত হইয়া হজরতের পিতৃব্য আবুতালেবের নিকটে আগমনপূর্বক বলে যে, "তুমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য লোক, আমরা তোমার নিকটে এজন্য আসিয়াছি যে, তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও আমাদের মধ্যে একটা মীমাংসা স্থাপন করিবে। সে আমাদের দলের এক একজন নির্বোধ লোককে প্রবঞ্চনা করিতেছে, নূতন ধর্ম ও নূতন বিধি সকল অনুক্ষণ প্রচার করিয়া আমাদের জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে। পরে এই অগ্নি নির্বাণ করা যে দুরূহ হইবে তাহার উপক্রম হইয়াছে।" আবুতালেব তাহাদের এই কথায় হজরতকে ডাকিয়া বলেন, "মোহম্মদ, তোমার জ্ঞাতিগণ আসিয়াছেন, তোমার নিকটে তাহাদের প্রার্থয়িতব্য এই যে তুমি একেবারে উন্মার্গচারী হইও না, তাহাদের আবেদনে মনোযোগ বিধান কর"। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কোরেশ বন্ধুগণ, আপনাদের অভিলাষ কি"? তাহারা বলিল, "আমাদের ধর্মের অনিষ্ট সাধন করিও না, আমাদের ঈশ্বরদিগের নিন্দা হইতে নিবৃত্ত থাক, আমরাও তোমাকে এবং তোমার অনুগত লোকদিগকে নিপীড়ন করিব না।" হজরত বলিলেন, "আমিও আপনাদের নিকটে একটা প্রার্থনা করি, একটি কথায় আমার সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। তাহা হইলে সমগ্র আরবদেশ আপনাদের অধিকারভুক্ত হইবে ও আজম দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা আপনাদের আজ্ঞাবহ থাকিবে"। কোরেশগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই কথা কি"? হজরত বলিলেন, "ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় এই কথা মান্য করিতে হইবে"। ইহা শুনিয়া সেই প্রধান পুরুষগণ বিরক্ত হইলেন ও পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন। (ত, হো,)

† পরবর্তী ধর্ম পিতৃ-পিতামহের অবলম্বিত ধর্ম। (ত, হো,)

অনন্তর রজ্জুযোগে তাহাদের উপরে উঠা আবশ্যক* । ১০ । পরাজিত দলের এক সৈন্য দল এ স্থানে আছে† । ১১ । তাহাদের পূর্বে নূহার সম্প্রদায় ও আদ ও কীলকধারী ফেরওন‡ (প্রেরিতদিগের প্রতি) অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১২ ।+এবং সমুদ ও লুতীয় সম্প্রদায় ও এয়াকানিবাসিগণ এই সকল দল$ । ১৩ । প্রেরিত পুরুষদিগকে অসত্যারোপ করিয়াছে ভিন্ন কেহ ছিল না, অনন্তর শাস্তি নির্ধারিত হইল । ১৪ । (র, ১, আ, ১৪)

এবং ইহারা (প্রলয়ের) এক (সুর) ধ্বনি ভিন্ন প্রতীক্ষা করিতেছে না, তাহার কোন বিলম্ব নাই । ১৫ । এবং তাহারা (উপহাসচ্ছলে) বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, বিচার দিবসের পূর্বে তুমি আমাদিগকে আমাদের পত্রিকা দান কর§ । ১৬ । তাহারা যাহা বলিতেছে তৎপ্রতি তুমি (হে মোহম্মদ,) ধৈর্য ধারণ কর, এবং আমার দাস শক্তিশালী দাউদকে স্মরণ কর, নিশ্চয় সে পুনর্মিলনকারী ছিল । ১৭ । নিশ্চয় আমি গিরিশ্রেণীকে তাহার সঙ্গে বাধ্য রাখিয়াছিলাম, প্রাতঃসন্ধ্যা তাহারা স্তব করিত । ১৮ । এবং একত্রীকৃত পক্ষী সকলকে বাধ্য করিয়াছিলাম, প্রত্যেকে তাহার প্রতি পুনর্মিলনকারী ছিল** । ১৯ । এবং তাহার

অর্থাৎ যদি কাফেরদিগের পৃথিবীতে ও স্বর্গরাজ্যে কোন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকে তবে তাহাদের উচিত যে, আকাশে উঠে ও উচ্চতম স্বর্গে স্থিতি করিয়া জগতের কার্য প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত হয়, যাহা হইতে ইচ্ছা হয় প্রত্যাদেশ নিবৃত্ত রাখে যাহার প্রতি ইচ্ছা হয় তাহা প্রদান করে । (ত, হো,)

† এ স্থান অর্থে বদরের রণক্ষেত্র । অর্থাৎ বদরে কোরেশগণ হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য উপস্থিত করিয়া পরাজিত হইবে । কোরআন যে ঐশ্বরিক গ্রন্থ এই আয়াত তাহার একটি প্রমাণ । মদীনা গমনের পর যে বদরে যুদ্ধ হইবে ও কাফেরগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবে, পরমেশ্বর পূর্ব হইতে মক্কাতেই হজরতকে এই সংবাদ দান করিলেন । (ত, হো,)

‡ ফেরওনকে কীলকধারী বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাহার নিকটে চারিটি লৌহকীলক ছিল, তদ্দ্বারা সে বিশ্বাসী পুরুষদিগকে উৎপীড়ন করিত ।

সমুদ জাতি প্রেরিতপুরুষ সালেহ্কে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল । প্রথমতঃ সমুদ সালেহের উপদেশ গ্রহণ করে, দ্বিতীয় বার যখন তিনি উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের দিকে আসিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন তখন তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল । কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর পর সমুদজাতি ধর্ম পরিত্যাগ করে । পরমেশ্বর পুনর্বার তাঁহাকে জীবিত করিয়া তাহাদের নিকটে প্রেরণ করেন, সেই সময় তাহারা সালেহ্কে চিনিতে পারে না । তিনি যে প্রেরিত পুরুষ তাহার প্রমাণ চাহে । তদুপলক্ষে প্রমাণস্বরূপ পাষাণ হইতে উষ্ট্র বাহির হয় । তখন কতক লোক বিশ্বাস স্থাপন করে, কতকগুলি লোক তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় । (ত, হো,)

§ অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ যখন হজরতের মুখে কেয়ামতের শাস্তির কথা শ্রবণ করিত, তখন উপহাস করিয়া বলিত আমাদের শাস্তির ভাগ বা নিদর্শনলিপি এক্ষণই দাও । (ত, ফা,)

** পর্বতাদির স্তব-স্তুতি করা আপাততঃ যদিচ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি কৌশলে ইহা হওয়া আশ্চর্য কিছুই নহে । পর্বত ও পক্ষী সকল

রাজ্যকে আমি দৃঢ় করিয়াছিলাম ও তাহাকে বিজ্ঞান ও মীমাংসার বাক্য (শিক্ষা) দান করিয়াছিলাম। ২০। এবং তোমার নিকটে কি (হে মোহম্মদ,) পরস্পর বিরোধকারীদিগের সংবাদ পঁহুছিয়াছে ? (স্মরণ কর,) যখন তাহারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইল। ২১। + যখন তাহারা দাউদের নিকটে প্রবেশ করিল, তখন সে তাহাদিগ হইতে ভীত হইল, তাহারা বলিল, "তুমি ভয় করিও না, আমরা দুই বিরোধকারী, আমাদের একজন অন্যের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, অতএব তুমি ন্যায়ানুসারে আমাদের মধ্যে বিচার কর, অত্যাচার করিও না, এবং সরল পথের দিকে আমাদিগকে চালনা কর*। ২২। নিশ্চয় এ আমার ভ্রাতা, তাহার ঊনশত মেষ আছে, এবং আমার একটি মাত্র মেষ, পরে সে বলিয়াছে, ইহাও আমাকে অর্পণ কর, এবং এ কথায় সে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে"। ২৩। সে (দাউদ) বলিল, "সত্য-সত্যই সে আপনার মেষদলের দিকে তোমার মেষ সকলকে আনয়ন করিতে চাহিয়া তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে ;" নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা ব্যতীত অধিকাংশ অংশী পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, এবং তাহারা (বিশ্বাসী লোক) অল্প ; দাউদ বুঝিতে পারিল যে, ইহা পরীক্ষা ভিন্ন নহে, অনন্তর আপন প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং প্রণত হইয়া পড়িয়া গেল ও (ঈশ্বরের দিকে) প্রত্যাগমন করিল†। ২৪। পরে আমি তাহার জন্য উহা ক্ষমা করিলাম, এবং নিশ্চয় আমার নিকটে তাহার (উন্নত) পদ ও উত্তম পুনর্মিলন ভূমি হয়। ২৫। (বলিলাম,) "হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে অধিপতি করিলাম, অনন্তর তুমি মানবকুলের মধ্যে ন্যায়ানুসারে বিচার করিতে থাক, এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না, তবে ঈশ্বরের পথ হইতে তোমাকে বিভ্রান্ত করিবে, নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের পথ হইতে বিপথগামী

দাউদের অনুগত ছিল, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চলিত, তাঁহার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান করিত। (ত, হো,)

* মহাপুরুষ দাউদ এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, একদিন বিচারালয়ে বসিয়া বিচার করিতেন, একদিন পরিবারবর্গের সহিত বাস করিতেন, একদিন সাধন-ভজনের জন্য নিজ গৃহে থাকিতেন, তখন দ্বারবান্ কাহাকেও সেই ভজনালয়ে প্রবেশ করিতে দিত না। সেই দিন কয়েক ব্যক্তি প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। (ত, ফা,)

† কথিত আছে যে, এই দুই বাদী প্রতিবাদী স্বর্গীয় দূত ছিলেন। তাঁহাদের অভিযোগের গূঢ় উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নরপাল দাউদের ঊনশত ভার্যা ছিল, একোন শত ভার্যাসত্ত্বে একটি প্রতিবেশীর সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। সেই প্রতিবেশীর নাম উড়িয়া, স্ত্রীর নাম বৎশেবা ছিল। তিনি সেই স্ত্রীকে দেখিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহার স্বামীকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধে সে প্রাণ ত্যাগ করে। তৎপর তিনি উক্ত যুবতীকে বিবাহ করেন। বৎশেবার পাণিগ্রহণ উদ্দেশ্যেই তিনি কৌশল করিয়া উড়িয়াকে প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে, সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিবে না। সেই গুরুতর অপরাধ বুঝাইবার জন্যই স্বর্গীয় দূতদিগের আগমন হইয়াছিল। (ত, ফা,)

হয় তাহাদের জন্য শাস্তি আছে, যেহেতু তাহারা বিচারের দিনকে ভুলিয়াছে। ২৬।
(র, ২ ; আ, ১২)

এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং যাহা কিছু উভয়ের মধ্যে আছে তাহা আমি নিরর্থক সৃজন করি নাই, (নিরর্থক সৃজন) করিয়াছি ধর্মদ্রোহীদিগের এই অনুমান, অনন্তর যাহারা অগ্নি (দণ্ড) সম্বন্ধে অবিশ্বাসী তাহাদের প্রতি আক্ষেপ*। ২৭। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্ম সকল করিয়াছে তাহাদিগকে কি আমি ধরাতলে উপদ্রবকারীদিগের তুল্য করিব? আমি কি ধর্মভীরুদিগকে কুক্রিয়াশীল লোকদিগের তুল্য করিব?† ২৮। এই আমি গ্রন্থ তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) যে অবতারণ করিয়াছি তাহা কল্যাণবিধায়ক, যেন তাহার আয়াত সকল তাহারা অনুধ্যান করে, এবং যেন বুদ্ধিমান্ লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৯। এবং আমি দাউদকে সোলয়মান (পুত্র) দান করিয়াছিলাম, সে উত্তম দাস ছিল, নিশ্চয় সে পুনর্মিলনকারী ছিল। ৩০। (স্মরণ কর,) যখন তাহার নিকটে অপরাহ্নে দ্রুতগতি অশ্ব সকলকে (তিনপদে) উপস্থিত করা হইল, তখন সে বলিল, "নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের প্রসঙ্গ অপেক্ষা ধনাসক্তিকে ভালবাসি," এত দূর পর্যন্ত যে, (সূর্য) আবরণের দিকে ঝুঁকিয়া ছিল। ৩১। ৩২। (বলিল,) "আমার নিকটে সে সকল ফিরাইয়া আন" পরে (করবালযোগে অশ্ব সকলের) পদে ও গলদেশে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইল‡। ৩৩। এবং সত্য-সত্যই আমি সোলয়মানকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহার সিংহাসনের উপর এক কলেবর স্থাপন করিয়াছিলাম, তৎপর সে ফিরিয়া আসে$। ৩৪। সে বলিয়াছিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা কর, এবং

* অর্থাৎ জগৎ নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই, জগৎ সৃষ্টিতে আমার পূর্ণ শক্তি ও কৌশল জাজ্বল্যমান বিদ্যমান। কাফেরগণ তাহা বুঝে না, তাহারা অনুমান করে যে আমি দ্যুলোক-ভূলোক নিরর্থক সৃষ্টি করিয়াছি। (ত, হো,)

† ধর্মদ্রোহী কোরেশগণ বিশ্বাসীদিগকে বলিয়াছিল যে, পরলোকে ঈশ্বর আমাদিগকে তোমাদের তুল্য বা তোমাদিগ অপেক্ষা অধিক দান করিবেন। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ কথিত আছে যে, সোলয়মান ধর্মবিদ্বেষীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সহস্র অশ্ব তাহাদিগ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, দাউদ অমালেকা জাতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সহস্র ঘোটক লইয়াছিলেন। সোলয়মান উত্তরাধিকারসূত্রে তাহা প্রাপ্ত হন। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, কতকগুলি পক্ষধারী সামুদ্রিক ঘোটক ছিল, দৈত্যগণ সমুদ্র হইতে সোলয়মানের জন্য সে সকল আনয়ন করিয়াছিল। এ স্থলে প্রসঙ্গ অর্থে উপাসনা, অশ্ব দর্শনে সোলয়মান এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আপরাহ্নিক উপাসনা ভুলিয়া যান, এবং সূর্য অস্তমিত হয়। অশ্বের প্রতি আসক্তিবশতঃ তিনি ঈশ্বরোপাসনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন বলিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। এই দুঃখে তিনি ঘোটকবৃন্দকে বধ করিতে আদেশ করেন। তিনি অশ্ব সকলের পদ ও গলদেশ করবাল দ্বারা সংঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি কণ্ঠ ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় অশ্ব মাংস ভোজন বৈধ ছিল, ভোজনের জন্য পদের মাংস সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। তিন পদে দণ্ডায়মান হওয়া অশ্বের বিশেষ প্রশংসা। (ত, হো,)

$ কথিত আছে যে, সোলয়মান অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন, দেহ প্রাণশূন্য

আমাকে (এমন) রাজত্ব দান কর যে, আমার পরে কাহারও জন্য উপযুক্ত নয়, নিশ্চয় তুমি বদান্য* । ৩৫ । পরে আমি তাহার জন্য বায়ুকে বাধ্য করি, যেখানে সে চাহিয়াছে তাহার আদেশক্রমে তথায় মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়াছে । ৩৬ । এবং প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও বারিগর্ভে প্রবেশকারী শয়তান সকলকে (বাধ্য করিয়াছিলাম) । ৩৭ । + এবং অন্য (দৈত্যগণ) শৃঙ্খলে পরস্পর সংবদ্ধ ছিল† । ৩৮ । আমি বলিয়াছিলাম, ইহা আমার দান, পরে (তাহাদিগকে) অভয় দান কর, বা গণনা না করিয়া আবদ্ধ রাখ । ৩৯ । এবং নিশ্চয় আমার নিকটে তাহার জন্য সান্নিধ্য ও পুনর্মিলন আছে । ৪০ । (র, ৩ ; আ, ১৪)

এবং আমার দাস আয়ুবকে স্মরণ কর, যখন সে আপন প্রতিপালককে ডাকিল যে, "নিশ্চয় আমাকে শয়তান উৎপীড়ন ও যন্ত্রণা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছে"‡ । ৪১ ।

প্রতীয়মান হইয়াছিল, রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত না হয় এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সিংহাসনের উপর বসাইয়া রাখা হয় । পরে তিনি আরোগ্যের দিকে ফিরিয়া আইসেন । এরূপ প্রসিদ্ধ যে, কোন অধর্মের জন্য সোলয়মানের রাজ্য সম্বন্ধীয় অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিচ্যুত হইয়াছিল । সেই অঙ্গুরীয়কের স্বভাব এ প্রকার ছিল যে, তাহা অঙ্গুলিতে যে ব্যক্তি ধারণ করিত, সে-ই সোলয়মানের আকৃতি লাভ করিত । সেই অঙ্গুলিভ্রষ্ট অঙ্গুরীয়ক সোলয়মানের অনুচর সখরা নামক এক দৈত্য প্রাপ্ত হয়, সে তাহা পরিধান করিয়া চল্লিশ দিন সোলয়মানের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকে । পরে অঙ্গুরীয়ক সোলয়মানের হস্তগত হয়, এবং তিনি রাজ্যে ফিরিয়া আইসেন । তৎপর তিনি দীনভাবে প্রার্থনা করেন । (ত, হো,)

* সোলয়মান দৈববলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পার্থিব রাজ্যের প্রতি হজরত মোহম্মদের দৃষ্টি নিপতিত হইবে না । যেহেতু পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমুদায় সম্পদ্ তাঁহার নিকট মশকের পালক তুল্যও পরিগণিত হয় নাই, এ জন্য তিনি এ প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । কেহ বলিয়াছেন, সোলয়মানের পার্থিব রাজ্য ক্রিয়া ও শক্তিগত রাজ্য । এই রাজ্য হজরত মোহম্মদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । হজরত বলিয়াছেন যে, একদা এক দৈত্য অকস্মাৎ আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমার নমাজ ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ঈশ্বর আমাকে শক্তি দান করিলেন, আমি তাহাকে ধরিলাম, এবং ইচ্ছা করিলাম যে, তাহাকে মসজেদের স্তম্ভে বাঁধিয়া রাখি, পরে সোলয়মানের প্রার্থনা স্মরণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেই, সে নিরাশ ও অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া যায় । (ত, হো,)

† সোলয়মানের অনুচর কতকগুলি দৈত্য সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া মুক্তা আহরণ করিত, কতকগুলি অট্টালিকা নির্মাণ করিত, কতকগুলি শিল্পাদির কার্য করিত । যে সকল দৈত্য উচ্ছৃঙ্খল ও অবাধ্য হইয়াছিল, সোলয়মান তাহাদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিতেন, যেন কাহাকে উৎপীড়ন না করে । (ত, হো,)

‡ আয়ুবের রোগ বিপদ্ দুঃখ দেখিয়া শয়তান সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল, এবং অনুযোগ করিয়া বলিতেছিল, "কি ভাবিতেছ ? ঈশ্বর যে তোমা হইতে সম্পদ কাড়িয়া লইলেন, এবং দুঃখ-বিপদে আক্রান্ত করিলেন" । পরে শয়তানের

(আমি বলিয়াছিলাম,) তুমি আপন পদ দ্বারা (ভূমিকে) আঘাত কর, ইহা স্নানের
স্থান ও শীতল পানীয় ভূমি* । ৪২ । আমার নিজের দয়াবশতঃ এবং বুদ্ধিমান্
লোকদিগের উপদেশের জন্য তাহাকে আমি তাহার পরিজন এবং তাহাদের অনুরূপ
তাহাদের সঙ্গী দান করিয়াছিলাম† । ৪৩ । এবং (বলিয়াছিলাম,) স্বহস্তে শাখাপুঞ্জ
গ্রহণ কর, পরে তদ্দ্বারা আঘাত কর, শপথ ভঙ্গ করিও না‡, নিশ্চয় আমি তাহাকে
সহিষ্ণু প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে উত্তম দাস ছিল, নিশ্চয় সে পুনর্মিলনকারী ছিল । ৪৪ ।
এবং হস্তবান্ ও চক্ষুষ্মান আমার দাস এব্রাহিম ও এস্‌হাক এবং ইয়কুবকে স্মরণ
কর$ । ৪৫ । নিশ্চয় আমি পরলোক স্মরণরূপ শুদ্ধ প্রকৃতিতে তাহাদিগকে চিহ্নিত
করিয়াছিলাম । ৪৬ । এবং নিশ্চয় তাহারা আমার নিকটে গৃহীত সাধুদিগের
অন্তর্গত ছিল । ৪৭ । এস্‌মায়িল ও ইয়সা এবং জোল্‌কেফ্‌লকে স্মরণ কর, তাহারা
প্রত্যেকে সাধুদিগের অন্তর্গত ছিল§ । ৪৮ । ইহা (এই প্রেরিত পুরুষদিগের
তত্ত্ব) স্মরণীয়, নিশ্চয় ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য উৎকৃষ্ট পুনর্গমন স্থান আছে ।
৪৯ । তাহাদের জন্য নিত্য উদ্যান সকল দ্বার প্রমুক্ত করিয়া আছে । ৫০ । তথায়

কুমন্ত্রণায় আয়ুবকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা দেশচ্যুত করে, তাহারা ভয় পাইয়াছিল যে, তাঁহার রোগ বা তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত হয় । অম্বিয়া সুরাতে আয়ুবের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে । পরিশেষে ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন । (ত, হো,)

* পরে আয়ুব ঈশ্বরের আদেশানুসারে মৃত্তিকায় পদাঘাত করেন, তাহাতে দুই জলস্রোত বাহির হয়. একটি উষ্ণ প্রস্রবণ একটি শীতল প্রস্রবণ । উষ্ণ প্রস্রবণটি স্নানের জন্য হয়, আয়ুব তাহাতে স্নান করিয়া শারীরিক রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন, এবং শীতল প্রস্রবণের জল পান করিয়া আন্তরিক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন । কথিত আছে যে. একটিমাত্র প্রস্রবণই ছিল, স্নানের সময় উহার জল উষ্ণ পানের সময় শীতল হইত । (ত, হো,)

† অর্থাৎ আয়ুবের মৃত সন্তান-সন্ততি পুনর্জীবিত হইল. এবং সেই সন্তানদিগের অনুরূপ দ্বিগুণ সন্তান হইল । (ত, হো,)

‡ আয়ুবের পত্নীর নাম রহিমা ছিল. আয়ুব যখন গুরুতর রোগে আক্রান্ত, তখন সে কার্যানুরোধে স্থানান্তরে গিয়াছিল, তথায় অনেক বিলম্ব করে, তাহাতে আয়ুব তাহাকে এক শত যষ্টির আঘাত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন । ঈশ্বর প্রসাদে আরোগ্য লাভ করিলে পর তিনি সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া প্রহারের ইচ্ছা করেন, তাহাতেই এই উক্তি হয় । (ত, হো,)

$ হস্তবান্ ও চক্ষুষ্মান্ অর্থে সৎকর্মশীল ও তত্ত্বজ্ঞ । (ত, হো,)

§ ইয়সা আখতুবের পুত্র এবং প্রেরিত পুরুষ এলিয়াসের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন, পরে তিনি প্রেরিতত্ব লাভ করেন । জোল্‌কেফ্‌ল আয়ুবের পুত্র ছিলেন । পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রেরিত হন এবং শাম দেশের কোন বিশেষ জাতির নেতৃত্ব পদ লাভ করেন । পরমেশ্বর কর্তৃক তিনি জোল্‌কেফ্‌ল নামে অভিহিত হন, অনেকে তিনি সেই ইয়সাই এরূপ জানেন । এলিয়াস কর্তৃক ধর্ম স্থাপনের ভার প্রাপ্ত হইয়াই তাঁহার জোল্‌কেফ্‌ল নাম হয় । জোল্‌কেফ্‌ল শব্দের অর্থ ভারবাহক । (ত, হো,)

তাহারা উপাধানে ভর দিয়া থাকিবে তথায় তাহারা প্রচুর ফল ও পানীয় চাহিবে। ৫১। এবং তাহাদের নিকটে সমবয়স্কা ঈষন্নিমীলিত লোচনা নারীগণ থাকিবে। ৫২। বিচারের দিবসের জন্য যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে তাহা ইহাই। ৫৩। নিশ্চয় ইহা আমার (প্রদত্ত) উপজীবিকা, ইহার কোন বিনাশ নাই। ৫৪। + এই (বিনিময়,) নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীদিগের জন্য মন্দ প্রত্যাগমন স্থান নরকলোক, তথায় তাহারা প্রবিষ্ট হইবে, পরন্তু উহা জঘন্যতম স্থান। ৫৫+৫৬। এই (শাস্তি) উষ্ণ জল ও পিব, তাহারা তাহা আস্বাদন করিবে। ৫৭। ঈদৃশ নানাপ্রকার অন্য (শাস্তি) আছে। ৫৮। তোমাদের সঙ্গে এই দল (নরকে) আগমনকারী (দেবগণ বলিবে,) 'ইহাদের প্রতি কোন সাধুবাদ না হৌক, নিশ্চয় ইহারা নরকানলে প্রবেশ করিবে"*। ৫৯। তাহারা (অনুগামিগণ) বলিবে, 'বরং তোমরা সেই লোক, যে তোমাদের প্রতি সাধুবাদ না হৌক তোমরাই তাহাকে (শাস্তিকে) আমাদের জন্য উপস্থিত করিয়াছ, অনন্তর কুৎসিত স্থান (নরক)"। ৬০। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক যে ব্যক্তি আমাদের জন্য ইহা উপস্থিত করিয়াছে পরে অগ্নির মধ্যে তাহার সম্বন্ধে দ্বিগুণ শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া দাও"। ৬১। এবং তাহারা বলিবে, 'আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা সেই সকল লোককে দেখিতেছি না যাহাদিগকে আমরা নিকৃষ্ট গণনা করিয়াছিলাম†। ৬২। আমরা কি তাহাদিগের প্রতি উপহাস করিলাম, বা তাহাদিগ হইতে (আমাদের) চক্ষু সকল বাঁকিয়া গিয়াছে‡। ৬৩। নিশ্চয় এই নরকবাসীদিগের বিবাদ সত্য। ৬৪। (রু ৪; আ, ২৪)

তুমি বল (হে মোহম্মদ) 'আমি ভয়প্রদর্শনকারী এতদ্ভিন্ন নহি এবং এক পরাক্রান্ত ঈশ্বর ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। ৬৫। তিনি ভূলোক ও দ্যুলোকের এবং উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে তাহার প্রতিপালক, তিনি পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল"। ৬৬। তুমি বল, '(কোরাণ) সেই সংবাদ মহান্। ৬৭। + তোমরা তাহার অগ্রাহ্যকারী। ৬৮। তাহারা যখন পরস্পর বাগ্বিতণ্ডা করিতেছে তখন এই উচ্চতম দলের (দেবগণের) সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান থাকিত না$। ৬৯।

---

* অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশদলপতিদের সঙ্গে তাহাদের অনুগতেরা দলে দলে নরকে যাইবে। (ত, হো)

† অর্থাৎ যখন ধর্ম্মদ্রোহী কোরেশগণ নরকের দিক দৃষ্টিপাত করিবে তখন দীন-দুঃখী মোসলমানদিগকে যথা— এমার, সোহেব ও খব্বাব এবং বেলালকে দেখিতে পাইবে না, এবং এইরূপ বলিবে। (ত, হো,)

‡ নরকে যেহেতু তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নরকবাসী কোরেশদিগের বিস্ময় সংঘটিত হইবে, জিজ্ঞাসা করিবে এইরূপ বাক্য। পরমেশ্বর দীন-দুঃখীদিগকে স্বর্গধামে লইয়া যাইবেন কাফেরগণ তাহা দেখিয়া আক্ষেপ করিবে। (ত, হো)

$ অর্থাৎ হজরত বলিতেছেন যে আমার এই প্রেরিতত্ব বিষয় যাহা তোমরা অগ্রাহ্য করিতেছ তাহা কখনো মনুষ্যবুদ্ধি হইতে নয় আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে না। দেবতারা যে আদমের বিষয় বাদানুবাদ করিয়া থাকেন তাহা শুনিতে পাইতাম না, ঈশ্বর প্রত্যাদেশ না হইলে তাহা অবগত হইবার উপায় নাই যে আদম ও দেবগণের বাক্য সেই ভাবে বর্ণন করিতেছি যেরূপ প্রাচীন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। অথচ তাহা আমি পাঠ করি নাই ও শ্রবণ করি নাই। (ত, হো,)

আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক, এ বিষয়ে ব্যতীত আমার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরিত হয় না"। ৭০। (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক দেবগণকে বলিলেন, "নিশ্চয় আমি মৃত্তিকাযোগে মনুষ্যের সৃষ্টিকর্তা। ৭১। অনন্তর যখন তাহা গঠন করিব ও তন্মধ্যে আপন প্রাণ ফুৎকার করিব, তখন তোমরা তাহার উদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া পড়িও"। ৭২। পরিশেষে শয়তান ব্যতীত যুগপৎ সমুদায় দেবতা প্রণাম করিল, সে গর্ব করিল, এবং সে কাফেরদিগের অন্তর্গত ছিল। ৭৩+৭৪। তিনি বলিলেন, "এব্লিস, আমি স্বহস্তে যাহাকে সৃজন করিয়াছি তাহাকে প্রণাম করিতে তোমার কি প্রতিবন্ধক ছিল, তুমি অহংকার করিয়াছ, তুমি কি উচ্চপদস্থদিগের অন্তর্গত"? ৭৫। সে বলিল, "আমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি অগ্নি দ্বারা সৃজন করিয়াছ ও তাহাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ"। ৭৬। তিনি বলিলেন, "অতএব তুমি এ স্থান হইতে বহির্গত হও, অনন্তর নিশ্চয় তুমি তাড়িত। ৭৭। এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি বিচারের দিন পর্যন্ত আমার অভিসম্পাত রহিল"। ৭৮। সে বলিল "হে আমার প্রতিপালক, অনন্তর আমাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবকাশ দান কর"। ৭৯। তিনি বলিলেন, "পরে নিশ্চয় তুমি সেই নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত অবকাশ প্রাপ্তদিগের অন্তর্গত"। ৮০+৮১। সে বলিল, "তোমার গৌরবের শপথ, আমি বিশ্য তোমার দাসদিগকে তাহাদের মধ্যে চিহ্নিতগণকে ব্যতীত যুগপৎ বিপথগামী করিব"। ৮২+৮৩। তিনি বলিলেন, "অনন্তর সত্য এবং সত্য বলিতেছি। ৮৪। আমি তোমা দ্বারা ও যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদের দ্বারা একযোগে নরক পূর্ণ করিব"। ৮৫। তুমি বল (হে মোহম্মদ,) তৎসম্বন্ধে (কোরআন প্রচার সম্বন্ধে) আমি তোমাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা করি না, এবং আমি ক্লেশ দানকারীদিগের অন্তর্গত নহি। ৮৬। উহা (কোরআন) সমুদায় জগতের উপদেশ ভিন্ন নহে। ৮৭। এবং অবশ্য তোমরা কিছুকাল পরে তাহার সংবাদ জানিবে। ৮৮। (র, ৫, আ, ২৮)

সুরা জোমর*

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

৭৫ আয়াত, ৮ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

পরাক্রান্ত কৌশলময় পরমেশ্বর হইতে (কোরআন) গ্রন্থের অবতরণ। ১। আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) সত্যতঃ গ্রন্থ অবতারণ করিয়াছি, অনন্তর তুমি পরমেশ্বরকে তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজাকে বিশুদ্ধ করতঃ অর্চনা করিতে থাক। ২। জানিও ঈশ্বরের জন্যই বিশুদ্ধ পূজা, এবং যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া (অন্য) বন্ধু সকল (উপাস্য সকল) গ্রহণ করিয়াছে তাহারা (বলে) ঈশ্বরের সান্নিধ্য পদে সন্নিহিত করিবে তজ্জন্য ব্যতীত আমরা তাহাদিগকে অর্চনা করি না,

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

নিশ্চয় ঈশ্বর তাহারা যে বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে তদ্বিষয়ে তাহাদের মধ্যে আজ্ঞা প্রচার করিবেন, যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ধর্মদ্রোহী একান্তই ঈশ্বর তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৩। যদি ঈশ্বর সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিতেন তাহা হইলে তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা হইতে যাহাকে ইচ্ছা হইত অবশ্য গ্রহণ করিতেন, পবিত্রতা তাঁহার, তিনি এক মাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বর। ৪। তিনি সত্যতঃ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজন করিয়াছেন, তিনি রজনীকে দিবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও দিবাকে রজনীর ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করেন, এবং সূর্য-চন্দ্রমাকে বাধ্য করিয়াছেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময়ে সঞ্চরণ করে, জানিও, তিনি ক্ষমাশীল পরাক্রান্ত। ৫। তোমাদিগকে (হে লোক সকল,) তিনি এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তাহা হইতে (সেই ব্যক্তি হইতে) তাহার ভার্যা সৃজন করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য আট জোড়া (পুং-স্ত্রী) পশু অবতারণ করিয়াছেন, অন্ধকার (আবরণ) ত্রয়ের মধ্যে সৃষ্টির পর তিনি তোমাদিগকে তোমাদের জননীর গর্ভে এক প্রকার সৃজনে সৃজন করিয়াছেন*; এই ঈশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁহারই রাজত্ব, তিনি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই, অনন্তর কোথায় তোমরা ফিরিয়া যাইতেছ। ৬। যদি তোমরা ধর্মদ্রোহী হও তবে নিশ্চয় পরমেশ্বর তোমাদিগের প্রতি বীতানুরাগ থাকিবেন, এবং তিনি স্বীয় ধর্মদ্রোহী দাসদিগের প্রতি প্রসন্ন নহেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তবে তিনি তাহা (কৃতজ্ঞতা) তোমাদের জন্য মনোনীত করিবেন, কোন ভারবাহক অন্যের ভার বহন করে না, তৎপর আপন প্রতিপালকের নিকটে তোমাদের প্রতিগমন, অনন্তর তোমরা যাহা করিতেছ তদ্বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে সংবাদ দিবেন, নিশ্চয় তিনি অন্তরের তত্ত্বজ্ঞ। ৭। যখন মনুষ্যকে কোন দুঃখ আশ্রয় করে তখন সে আপন প্রতিপালককে তাঁহার দিকে উন্মুখ হওতঃ ডাকিয়া থাকে, তৎপর যখন তিনি আপনা হইতে কোন সম্পদ তাহাকে দান করেন, তাঁহার নিকটে যে পূর্বে যে প্রার্থনা করিতেছিল তাহা ভুলিয়া যায়, এবং ঈশ্বরের জন্য অংশী নির্ধারিত করে, যেন তাঁহার পথ হইতে তাহাকে বিভ্রান্ত করে; তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) কিছুকাল তুমি আপন ধর্মদ্রোহিতার ফলভোগ করিতে থাক, নিশ্চয় তুমি নরকাগ্নি নিবাসীদিগের অন্তর্গত। ৮। যে ব্যক্তি নিশাকালে প্রণত ও দণ্ডায়মান হওতঃ সাধনাকারী, পরলোককে ভয় করে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের দয়া আশা করিয়া থাকে সে কি (ধর্মদ্রোহীর তুল্য)*? তুমি জিজ্ঞাসা কর, যাহারা জ্ঞান রাখে ও যাহারা জ্ঞান রাখে না তাহারা কি তুল্য? বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে এতদ্ভিন্ন নহে। ৯। (র, ১, অ, ৯)

---

* একমাত্র প্রাণ হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি। কথিত আছে যে, প্রথমতঃ তাঁহার ঔরসে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তৎপর তাঁহার পার্শ্বাস্থি হইতে তাঁহার ভার্য্যা হবার সৃষ্টি হয়। গো, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ এক এক জাতীয় পুং-স্ত্রী এক এক জোড়া আটটি পশু লোকের উপকার সাধন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। পরমেশ্বর শুক্রকে ঘনীভূত রক্তে পরিণত করেন, পরে সেই রক্ত মাংস খণ্ডে পরিণত হয়, তৎপর মাংসাচ্ছাদিত অস্থি হয়, অবশেষে সুগঠিত দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভ্রূণের আবরণত্রয় অন্ত্র, জরায়ুকোষ, জঠর। (ত, হো,)

* এ স্থলে ঈদৃশ ধর্মসাধক ওমর বা আলি বা এমার অথবা সোলয়মান কিংবা মসউদের পুত্র আবদোল্লা, সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ জোনুরিন হন। (ত, হো,)

তুমি (আমার পক্ষ হইতে) বল (হে মোহম্মদ,) যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ হে আমার সেই দাস সকল, তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করিতে থাক, যাহারা এই সংসারে শুভ কর্ম করিয়াছে তাহাদের জন্যই শুভ, এবং ঈশ্বরের পৃথিবী বিস্তীর্ণ, সহিষ্ণুদিগকে অগণ্যভাবে তাহাদের পুরস্কার পূর্ণ দেওয়া যাইবে এতদ্ভিন্ন নহে*। ১০। তুমি বল, নিশ্চয় আমি পরমেশ্বরকে তাঁহার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিশুদ্ধ করতঃ অর্চনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। ১১। এবং আদিষ্ট হইয়াছি যে, মোসলমানদিগের প্রথম হইব। ১২। তুমি বল যে, নিশ্চয় যদি আমি স্বীয় প্রতিপালককে অগ্রাহ্য করি তবে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করিয়া থাকি। ১৩। বল, আমি ঈশ্বরকে তাঁহার উদ্দেশ্যে স্বীয় ধর্ম বিশুদ্ধ করতঃ অর্চনা করিয়া থাকি। ১৪। + পরে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাকে ইচ্ছা কর তোমরা অর্চনা করিতে থাক, তুমি বল, যাহারা আপন জীবনের ও আপন পরিজনের ক্ষতি করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারাই কেয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত ; জানিও ইহা সেই স্পষ্ট ক্ষতি। ১৫। তাহাদের জন্যই তাহাদের উপর অগ্নির চন্দ্রাতপ ও নিম্নে চন্দ্রাতপ হইবে, ইহা (এই শাস্তি,) ইহা দ্বারা পরমেশ্বর স্বীয় দাসদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকেন, হে আমার কিঙ্করগণ, অতএব আমাকে ভয় কর। ১৬। এবং যাহারা প্রতিমা হইতে—তাহারা যে তাহার পূজা করিবে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এবং ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ হয় তাহাদের জন্য সুসংবাদ আছে, অনন্তর তুমি আমার

* যাহারা হিতকার্য করে তাহার বিনিময়ে সংসারে তাহাদের হিতানুষ্ঠান অনুসারে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ হয়। অনেকে বলেন, আফ্রিকায় যে আবু তালেবের পুত্র জাফের ও তাঁহার বন্ধুগণ প্রস্থান করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি এই আয়াতের লক্ষ্য। এ স্থানে শুভ কর্ম অর্থ মক্কা হইতে প্রস্থান করা। তাঁহারা আফ্রিকায় প্রস্থান করিয়া নিরাপদে ছিলেন, শত্রুর আক্রমণ ও অন্য বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। "ঈশ্বরের পৃথিবী বিস্তীর্ণ" অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করেন স্থানান্তরিত হইতে পারেন। কথিত আছে যে, পৃথিবীতে যাহারা দুঃখ-বিপদগ্রস্ত হইয়া ধৈর্য ধারণ করিয়াছে কেয়ামতের দিনে তাহাদিগকে প্রান্তরে উপস্থিত করা যাইবে। তাহাদের পুরস্কার পরিমাণ করার জন্য তুল যন্ত্রাদি স্থাপন করা যাইবে না। তাহাদের প্রতি অগণ্য ও অপরিমিত পুরস্কার বর্ষিত হইবে। তাঁহাদিগের এমন দরের গৌরব হইবে যাহারা সংসারে সুখে নিরাপদে জীবন যাপন করিয়াছিল, ইহা দেখিয়া তাহারা ইচ্ছা করিবে যে, হায়! আমাদের দেহ যদি অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করা হইত ভাল ছিল তাহা হইলে অদ্য এই ভাগ্যবান লোকদিগের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতাম। (ত, হো,)

+ অংশিবাদিগণ বলিয়াছিল যে, হে মোহম্মদ, তুমি স্বীয় পূর্ব্ব ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ক্ষতি করিলে তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপিচ আব্বাস বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর স্বর্গলোকে প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য গৃহ ও পরিজন সৃজন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হইবে ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, তাহাকে গৃহ ও পরিজন প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি অবাধ্য হইবে তাহাকে নরকে লইয়া যাইবেন, তাহার গৃহ ও পরিজন অনুগত অপর ব্যক্তিকে দিবেন। অতএব পুনরুত্থানের দিনে গৃহ ও পরিজন সম্বন্ধে কাফেরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (ত, হো,)

দাসদিগকে সুসংবাদ দান কর*। ১৭। যাহারা কথা শ্রবণ করে, পরে তাহার কল্যাণের অনুসরণ করিয়া থাকে, ইহারাই তাহারা, যাহাদিগকে ঈশ্বর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ইহারাই তাহারা যে বুদ্ধিমান†। ১৮। অনন্তর সেই ব্যক্তিকে কি যাহার উপর শাস্তির বাক্য নির্ধারিত হইয়াছে, পরে যে ব্যক্তি অগ্নিতে আছে তাহাকে কি তুমি উদ্ধার করিবে? ১৯। কিন্তু যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য (স্বর্গে) প্রাসাদ সকল আছে, তাহার উপরেও বিনির্মিত প্রাসাদ সকল আছে, তাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরের অঙ্গীকার আছে, পরমেশ্বর অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না। ২০। তুমি কি দেখ নাই যে, ঈশ্বর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, পরে তাহা ধরাতলে প্রস্রবণযোগে সঞ্চালিত করিয়াছেন, তৎপর তাহা দ্বারা শস্যক্ষেত্রে বাহির করেন, তাহার বর্ণ বিভিন্ন, তৎপর উহা শুষ্ক হয়, পরে তুমি তাহাকে পীতবর্ণ দর্শন করিয়া থাক, তৎপর তিনি তাহা বিচূর্ণ করেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্য উপদেশ আছে। ২১। (র, ২, আ, ১২)

অনন্তর পরমেশ্বর যাহার হৃদয়কে এসলাম ধর্মের জন্য প্রসারিত করিয়াছেন সে কি (যাহার হৃদয় সংকুচিত তাহার তুল্য?) পরন্তু সে স্বীয় প্রতিপালকের আলোকের উপর আছে; অনন্তর ঈশ্বর-স্মরণ বিষয়ে যাহাদের অন্তর কঠিন, তাহাদের প্রতি আক্ষেপ, ইহারাই স্পষ্ট পথভ্রান্তিতে আছে‡। ২২। পরমেশ্বরের অত্যুত্তম বচন প্রেরণ করিয়াছেন, এমন এক গ্রন্থ যে দুই পরস্পর সদৃশ,$ যাহারা স্বীয় প্রতি-পালককে ভয় করিয়া থাকে তাহাদের ত্বক্ তাহাতে শিহরিয়া উঠে, তৎপর তাহাদের চর্ম ও তাহাদের অন্তর ঈশ্বর প্রসঙ্গের দিকে বিনম্র হয়, ইহাই ঈশ্বরের পথ প্রদর্শন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন এতদ্দ্বারা পথ দেখাইয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর যাহাকে (চাহেন) পথভ্রান্ত করেন, পরে তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই। ২৩। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় আননকে কেয়ামত দিনের বিগর্হিত শাস্তি হইতে নিবারিত করে (সে কি শাস্তিগ্রস্ত লোকদিগের ন্যায়?) এবং অত্যাচারীদিগকে বলা হইবে যে, যাহা তোমরা করিতেছিলে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর। ২৪। তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও

---

* ঘোর অজ্ঞানতা ও পৌত্তলিকতার সময়ে সোলমান ফারসি ও আবু গোফারী এবং ওমরের পুত্র জয়দ ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। পৃথিবীতে মৃত্যুকালে স্বর্গীয় দূতের মুখে তাঁহারা সুসংবাদ প্রাপ্ত হইবেন যে, পরলোকে তাঁহাদের পাপ ক্ষমা হইবে ও তাঁহারা নিত্যকাল স্বর্গে থাকিবেন। (ত, হো,)

† মহাত্মা আবুবেকর হজরত মোহম্মদের নিকটে গৌরবান্বিত হইলে পর মহানুভব ওসমান ও তলহা ও জোবয়র এবং জয়দের পুত্র সাদ ও আবু ওকাসের পুত্র সাদ এবং অওফের পুত্র আবদুর রহমান এই ছয় ব্যক্তি তাঁহার নিকটে এসলাম ধর্মের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। আবুবেকর তদ্বিষয়ে যাহা বলেন তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা মোসলমান হন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ হজরত বলিয়াছেন যে, পরলোকের প্রতি দৃষ্টি ও ইহলোকের প্রতি বিমুখ হওয়া এবং পূর্ব হইতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকাই প্রশস্ত হৃদয়ের লক্ষণ। (ত, হো,)

$ "এমন এক গ্রন্থ যে দুই পরস্পর সদৃশ" অর্থাৎ কোরআন যে, তাহার এক আয়াত কথা ও অর্থের সৌন্দর্যাদিতে অন্য আয়াতের তুল্য, অথবা একাংশ অন্যাংশের প্রমাণস্বরূপ, তন্মধ্যে বিরোধী ভাব নাই। (ত, হো,)

অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে অজ্ঞাত স্থান হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইয়াছে। ২৫। অবশেষে পরমেশ্বর তাহাদিগকে সাংসারিক জীবনে দুর্গতি ভোগ করাইয়াছেন, এবং অবশ্য পারত্রিক শাস্তি গুরুতর, হায়! যদি তাহারা জানিত (ভাল ছিল)। ২৬। এবং সত্য-সত্যই আমি মানব মণ্ডলীর জন্য এই কোরআনে বিবিধ দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছি, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৭। আরব্য কোরআন অক্ষুন্ন, সম্ভবতঃ তাহারা (তন্মর্ম্মাববোধে) ধর্মভীরু হইবে। ২৮। পরমেশ্বর এক ব্যক্তির এক দাসের দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন, তাহার সম্বন্ধে অনেক দুশ্চরিত্র অংশী প্রভু ছিল, এবং একজনের জন্য এক ব্যক্তি ছিল, দৃষ্টান্ত কি পরস্পর তুল্য? ঈশ্বরেরই সম্যক প্রশংসা, বরং তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না*। ২৯। নিশ্চয় তুমি মরিবে, নিশ্চয় তাহারা মরিবে। ৩০। তৎপর নিশ্চয় তোমরা পুনরুত্থানের দিনে আপন প্রতিপালকের নিকটে পরস্পর বিরোধ করিবে। ৩১। (র, ৩; আ, ১০)

অনন্তর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ও সত্যের প্রতি যখন তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে অসত্যারোপ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? কাফেরদিগের জন্য কি নরকলোকে স্থান নাই? ৩২। এবং যে ব্যক্তি সত্য (ধর্ম) সহ আগমন করিয়াছে ও যে ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করিয়াছে ইহারাই তাহারা যে ধর্মভীরু। ৩৩। তাহারা আপন প্রতিপালকের নিকটে যাহা ইচ্ছা কার তাহাদের জন্য তাহা আছে, ইহাই হিতকারী লোকদিগের বিনিময়। ৩৪। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগ হইতে সেই অকল্যাণ নির্ধারিত করেন যাহা তাহারা করিয়াছে, এবং যাহা (যে সৎকর্ম) তাহারা করিতেছিল তিনি উত্তমরূপে তাহাদিগের সেই পুরস্কার তাহাদিগকে বিনিময়স্বরূপ দিয়া থাকেন। ৩৫। ঈশ্বর কি আপন দাসের কার্যসম্পাদক নহেন? এবং যাহা তদ্ভিন্ন হয় সেই (প্রতিমা) সম্বন্ধে তাহারা তোমাকে ভয় দেখাইয়া থাকে, এবং ঈশ্বর যাহাকে বিপথগামী করেন অনন্তর তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই। ৩৬। এবং ঈশ্বর যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন অনন্তর তাহার কোন পথভ্রান্তকারী নাই, ঈশ্বর কি পরাক্রান্ত প্রতিফলদাতা নহেন? ৩৭। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল কে সৃজন করিয়াছে? তাহারা অবশ্য বলিবে, পরমেশ্বর; তুমি বলিও, অনন্তর তোমরা কি দেখিয়াছ যে, ঈশ্বর ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক যদি ঈশ্বর আমাকে দুঃখ দিতে চাহেন তাহারা কি তাঁহার (প্রদেয়) দুঃখের নিবারক হইবে? অথবা যদি আমার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করিতে চাহেন, তাহারা কি তাঁহার অনুগ্রহের অবরোধক হইবে? তুমি বল, ঈশ্বরই আমার পক্ষে প্রচুর, নির্ভরকারী লোকেরা তাঁহার প্রতিই নির্ভর করিয়া থাকে। ৩৮। তুমি বল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বীয় ভূমিতে কার্য করিতে থাক, নিশ্চয় আমিও কার্যকারক, পরে অচিরে তোমরা জানিতে পাইবে যে, (তোমাদের ও আমাদের মধ্যে) কাহার প্রতি তাহাকে নির্যাতিত করে এমন শাস্তি উপস্থিত হয় ও কাহার প্রতি চিরশাস্তি অবতরণ করে। ৩৯+৪০। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) মানব মণ্ডলীর জন্য গ্রন্থ সত্যভাবে অবতারণ করিয়াছি,

---

* অর্থাৎ, অনেক প্রভুর এক দাস হইলে তাহাকে কোন প্রভুই আপনার বলিয়া জানিতে পারে না, এবং কেহই পূর্ণরূপে তাহার সংবাদ লয় না; এক দাস এক প্রভুর হইলে প্রভু তাহাকে আপনার বলিয়া মনে করেন, এবং তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। একেশ্বরের ভৃত্য ও বহু দেবতার ভৃত্য ঈদৃশ। (ত, হো,)

অনন্তর যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে সে আপন জীবনের জন্যই (পাইয়াছে,) এবং যে ব্যক্তি বিপথগামী হইয়াছে (আপনার) প্রতি সে বিপথগামী হয় এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তুমি যাহাদের সম্বন্ধে রক্ষক নও। ৪১। (র, ৪ ; আ, ১০)

পরমেশ্বর প্রাণকে তাহার মৃত্যুকালে হরণ করেন, এবং যাহা (যে প্রাণ) মরে নাই তাহাকে তাহার নিদ্রাবস্থায় (হরণ করেন,) অনন্তর যাহার প্রতি মৃত্যুর আদেশ হইয়াছে তাহাকে বন্ধ রাখেন ও অপর (আত্মাকে) নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রেরণ করেন, নিশ্চয় ইহাতে চিন্তা করে এমন জাতির জন্য নিদর্শন সকল আছে*। ৪২। তাহারা কি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া শফাঅতকারী সকল গ্রহণ করিয়াছে ? তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) যদিচ গ্রহণ করিয়াছে তথাপি তাহারা কিছুই ক্ষমতা রাখে না ও জ্ঞান রাখে না। ৪৩। বল, সমগ্র শফাঅত ঈশ্বরেরই, স্বর্গ ও মর্তের রাজত্ব তাঁহারই, তৎপর তাঁহার দিকেই তোমরা পুনর্মিলিত হইবে। ৪৪। এবং যখন ঈশ্বর একমাত্র, (এই বাক্য) উচ্চারণ করা যায়, তখন পরলোকে অবিশ্বাসীদিগের অন্তর বীতরাগ হয়, এবং যখন তিনি ব্যতীত যাহা তাহার (নাম) উচ্চারণ করা যায়, তখন অকস্মাৎ তাহারা আহ্লাদিত হইয়া থাকে। ৪৫। তুমি বল, "হে দ্যুলোক ও ভূলোকের স্রষ্টা অন্তর্বাহ্যবিৎ পরমেশ্বর, তাহারা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছে তুমি সে বিষয়ে স্বীয় দাসমণ্ডলীর মধ্যে বিচার করিবে"।৪৬। এবং যাহারা অত্যাচার করিয়াছে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে যদি সমগ্র তাহাদের হয় ও তৎসদৃশ তাহার সঙ্গে হয়, তবে অবশ্য তাহারা তাহা কেয়ামতের কঠিন শাস্তির বিনিময়ে দিবে, এবং যাহা তাহারা মনে করিতেছিল না ঈশ্বর হইতে তাহা তাহাদের জন্য প্রকাশ পাইবে†। ৪৭। এবং তাহারা যাহা করিয়াছিল তাহার অকল্যাণ সকল তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে ও যে বিষয়ে তাহারা উপহাস করিতেছিল উহা তাহাদিগকে ঘেরিবে। ৪৮। অনন্তর যখন মনুষ্যকে দুঃখ আশ্রয় করে তখন সে আমাকে আহ্বান করিয়া থাকে, তৎপর যখন আমি আপন সন্নিধান হইতে তাহাকে সম্পদ্ দান করি, তখন সে বলে, "(আমার) জ্ঞান প্রযুক্তই তাহা আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন নহে ," বরং ইহা পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না। ৪৯। তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারা সত্যই ইহা বলিয়াছে, তাহারা যাহা (যে ধন-সম্পত্তি) অর্জন করিতেছিল উহা তাহাদিগ হইতে (শাস্তি) দূর করে নাই। ৫০। তাহারা (যে দুষ্কর্ম) করিয়াছিল, পরে তাহার অকল্যাণ সকল তাহাদিগের প্রতি পঁহুছিল, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, যাহা করিয়াছে তাহার অকল্যাণ সকল অচিরে তাহাদিগের প্রতি পঁহুছিবে, এবং তাহারা (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নহে। ৫১। তাহারা কি জানিতেছে না যে, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে বিস্তৃত ও সংকুচিত

* প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনগত ও চৈতন্যগত দ্বিবিধ প্রাণ। মৃত্যুকালে জীবনগত প্রাণের বিচ্ছেদ হয়, জীবনগত প্রাণের বিলোপে চৈতন্যগত প্রাণও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যের নিদ্রাকালে চৈতন্যগত প্রাণ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহার বিলুপ্তবশতঃ জীবনগত প্রাণের বিলোপ হয় না। এ স্থলে অপর প্রাণের প্রেরণ চৈতন্যগত প্রাণের প্রেরণ, অর্থাৎ জাগরিত অবস্থায় ঈশ্বর এই প্রাণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পৌত্তলিকদিগের এই সংস্কার যে, পুত্তলিকার অনুরোধমতে তাহারা ঈশ্বরের সান্নিধ্যপদ লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু পরলোকে তাহাদের সংস্কারের বিপরীত ঈশ্বর হইতে শাস্তি উপস্থিত হইবে। (ত, হো,)

উপজীবিকা দিয়া থাকেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন সকল
আছে। ৫২। (র, ৫; আ, ১৩)

তুমি (আমার পক্ষ হইতে) বল, হে আমার দাসবৃন্দ, যাহারা স্বীয় জীবন
সম্বন্ধে অহিতাচরণ করিয়াছে তাহারা যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে নিরাশ না হয়,
নিশ্চয় ঈশ্বর সমগ্র পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সেই ক্ষমাশীল দয়ালু।
৫৩। এবং তোমরা আপন প্রতিপালকের অভিমুখে প্রত্যাগমন কর, এবং
তোমাদের প্রতি শাস্তি পঁহুছিবার পূর্বে তাঁহার অনুগত হও, তৎপর তোমরা আনু-
কূল্য প্রাপ্ত হইবে না। ৫৪। এবং তোমাদের প্রতি আকস্মিক শাস্তি ও তোমরা
জান না (এমন অবস্থায়) উপনীত হইবার পূর্বে তোমাদের প্রতিপালক হইতে যে
সুমহৎ কল্যাণ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার অনুসরণ কর।
৫৫। + কোন ব্যক্তি বলিবে যে, 'ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি যে অপরাধ করিয়াছি তৎ-
প্রতি হায়! আক্ষেপ, এবং নিশ্চয় আমি উপহাসকারীদিগের অন্তর্গত ছিলাম;"
অথবা বলিবে "যদি পরমেশ্বর আমাকে পথ প্রদর্শন করিতেন তবে অবশ্য আমি
ধর্মভীরুদিগের অন্তর্গত হইতাম;" কিংবা শাস্তি দর্শনের সময় বলিবে, "যদি
আমার (সংসারে) পুনর্গমন হয়, তবে আমি হিতকারীদিগের অন্তর্গত হইব;"
(তোমরা তাহার পূর্বে কল্যাণজনক কোরআনের অনুসরণ কর)। ৫৬+৫৭+৫৮।
(ঈশ্বর বলিবেন,) "হাঁ, সত্যই তোমার প্রতি আমার নিদর্শন সকল উপস্থিত
হইয়াছিল, পরে তুমি তৎপ্রতি অসত্যারোপ করিয়াছ ও গর্ব করিয়াছ, এবং ধর্ম-
বিদ্বেষীদিগের অন্তর্গত হইয়াছ"। ৫৯। এবং যাহারা ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ
করিয়াছে পুনরুত্থানের দিন তুমি (হে মোহম্মদ) তাহাদের মুখ কলঙ্কিত দেখিবে,
নরকে অহংকারী লোকদিগের জন্য কি স্থান নাই? ৬০। এবং যাহারা ধর্মভীরু
হইয়াছে পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির সহিত উদ্ধার করিবেন,
অশুভ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না ও তাহারা শোকাকুল হইবে না। ৬১। ঈশ্বর
সমুদায় পদার্থের স্রষ্টা, এবং তিনি সমুদায় বস্তুর উপরে কার্যসম্পাদক। ৬২।
স্বর্গ ও মর্তের কুঞ্চিকা সকল তাঁহারই,* এবং যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকল
সম্বন্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিকারী। ৬৩।
(র, ৬, আ, ১১)

তুমি জিজ্ঞাসা কর, (হে মোহম্মদ,) "অনন্তর তোমরা কি আমাকে আদেশ
করিতেছ হে মূর্খগণ, আমি ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) অর্চনা করিব"? ৬৪।
এবং সত্য-সত্যই তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের প্রতি
এরূপ প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে যে যদি তুমি (ঈশ্বরের) অংশী নিরূপণ কর তবে
অবশ্য তোমার ক্রিয়া বিনষ্ট হইবে, এবং অবশ্য তুমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত
হইবে। ৬৫। বরং ঈশ্বরকে তুমি অর্চনা কর এবং কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্গত
হও। ৬৬। এবং তাহারা ঈশ্বরকে তাঁহার যথার্থ মর্যাদায় মর্যাদা করে নাই,
এবং পুনরুত্থানের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁহার মুষ্টিতে ও স্বর্গলোক সকল

---

* স্বর্গ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারের কুঞ্চিকা ঈশ্বরের হস্তে। অর্থাৎ তিনি ঊর্ধ্ব ও অধোলোকের সমুদায় ব্যাপারের কর্তা। অন্য কাহারও তদ্বিষয়ে কোন অধিকার নাই। যাহার হস্তে ভাণ্ডারের চাবি আছে কেবল তাহারই যেমন ভাণ্ডারে প্রবেশাদির অধিকার অন্যের নহে, তদ্রূপ স্বর্গমর্তে একাকী ঈশ্বরেরই অধিকার। (ত, হো,)

তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ওতপ্রোত ভাবে থাকিবে, পবিত্রতা তাঁহারই, তাহারা যাহাকে স্থাপন করিতেছে তদপেক্ষা তিনি উন্নত। ৬৭। এবং সুরবাদ্যে ফুৎকার করা হইবে, অনন্তর ঈশ্বর যাহাকে চাহেন তদ্ব্যতীত যে জন স্বর্গে ও যে জন পৃথিবীতে আছে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে, তৎপর তাহাতে পুনর্বার ফুৎকার করা হইবে, অনন্তর অকস্মাৎ তাহারা দণ্ডায়মান হওতঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ৬৮। এবং ধরাতল তাহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইবে ও পুস্তক (কার্যলিপি) স্থাপন করা যাইবে, এবং সংবাদবাহক ও সাক্ষিগণকে আনয়ন করা হইবে, এবং তাহাদের মধ্যে সত্যভাবে বিচার নিষ্পত্তি হইবে ও তাহারা উৎপীড়িত হইবে না। ৬৯। এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার (ফল) পূর্ণ দেওয়া যাইবে, এবং তিনি তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহার জ্ঞাতা। ৭০। (র, ৭, আ, ৭

এবং দলে দলে বিদ্রোহীদিগকে নরকের দিকে চালনা করা হইবে, এ পর্যন্ত, যখন তাহারা তথায় উপস্থিত হইবে, তখন তাহার দ্বার সকল খোলা যাইবে, এবং তাহার রক্ষকগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, "তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের প্রতি কি প্রেরিত পুরুষগণ আগমন করে নাই যে, তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সকল পাঠ করেন এবং তোমাদের এই দিবসের সাক্ষাৎকার বিষয়ে তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করেন"? তাহারা বলিবে, "হাঁ", কিন্তু কাফেরদিগের প্রতি শাস্তির বাক্য সপ্রমাণিত হইল। ৭১। বলা হইবে, "তোমরা নরকের দ্বারে প্রবেশ কর, তথায় নিত্য স্থায়ী হইবে. অনন্তর (নরকলোক) অহঙ্কারীদিগের গর্হিত স্থান হয়। ৭২। এবং যাহারা আপন প্রতিপালককে ভয় করিয়াছে তাহাদিগকে দলে দলে স্বর্গের দিকে চালনা করা হইবে, এ পর্যন্ত যখন তাহারা তথায় উপস্থিত হইবে তাহার দ্বার সকল খোলা যাইবে, এবং তাহার রক্ষকগণ তাহাদিগকে বলিবে, "তোমাদের প্রতি সলাম হোক, তোমরা সুখী, অনন্তর তোমরা তথায় প্রবেশ কর চিরস্থায়ী হইবে"। ৭৩। এবং তাহারা বলিবে, "সেই ঈশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা, যিনি আমাদের সম্বন্ধে স্বীয় অঙ্গীকার সফল করিয়াছেন ও আমাদিগকে (স্বর্গ) ভূমির উত্তরাধিকারী করিয়াছেন, স্বর্গের যে স্থানে ইচ্ছা করি অবস্থিতি করিতেছি." অনন্তর কর্মীদিগের উত্তম পুরস্কার হয়। ৭৪। এবং তুমি (হে মোহম্মদ,) দেবতাদিগকে দেখিবে যে, সিংহাসনের সমন্তাৎ আবেষ্টনপূর্বক আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিতেছে ও তাহাদের মধ্যে সত্যভাবে মীমাংসা করা হইবে, এবং বলা হইবে, "বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক প্রশংসা"। ৭৫। (র, ৮. আ, ৫)

সূরা মুমেন*

চত্বারিংশ অধ্যায়

৮৫ আয়াত, ৯ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)

হামা†। ১। পরাক্রমশালী জ্ঞানময় ঈশ্বর হইতে গ্রন্থের অবতরণ। ২।+ তিনি পাপ ক্ষমাকারী অনুতাপ গ্রহণকারী কঠিন শাস্তিদাতা মহিমান্বিত, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তাঁহার দিকেই পুনর্গমন। ৩। ধর্মদ্রোহিগণ ব্যতীত (কেহ) ঈশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে বিবাদ করে না, নগর সকলে তাহাদিগের গমনাগমন (হে মোহম্মদ,) তোমাকে যেন প্রবঞ্চিত না করে‡। ৪। ইহাদের (এই সম্প্রদায়ের) পূর্বে নুহীয় সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে অনেক দল অসত্যারোপ করিয়াছিল, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি তাহাদিগকে ধরিতে উদ্যোগ করিয়াছিল ও অসত্যরূপে বিবাদ করিয়াছিল যেন তাহারা সত্যকে পরাভূত করে, পরে আমি তাহাদিগকে ধরিয়াছিলাম, অবশেষে কেমন শাস্তি হইল। ৫। এবং এই প্রকার তোমার প্রতিপালকের বাক্য কাফেরদিগের সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে. নিশ্চয় তাহারা নরকানলনিবাসী। ৬। যাহারা (ঈশ্বরের) সিংহাসন বহন করে, এবং যাহারা তাঁহার চতুস্পার্শ্বে আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিয়া থাকে ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস রাখে ও যাহারা বিশ্বাসী তাহাদের জন্য তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি জ্ঞান ও করুণাবশতঃ সমুদায় বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইয়াছ, অতএব যাহারা (পাপ হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে ও তোমার পথের অনুসরণ করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহাদিগকে নরক দণ্ড হইতে রক্ষা কর। ৭। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তাহাদিগের সম্বন্ধে ও যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ও তাহাদের পিতৃগণের ও তাহাদের পত্নীগণের এবং সন্তানগণের সম্বন্ধে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তদনুসারে নিত্য উদ্যান সকলে তাহাদিগকে লইয়া যাও, নিশ্চয় তুমি বিজ্ঞানময় পরাক্রান্ত। ৮। +অকল্যাণ সকল হইতে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর, এবং যে ব্যক্তিকে

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† "হাম" ব্যবচ্ছেদক শব্দ। হ, বর্ণের অর্থ ঈশ্বরের আজ্ঞা যাহা কখনও নিবারিত ও খণ্ডিত হয় না। ম, বর্ণের অর্থ তাঁহার রাজ্য, যাহার কখনও বিচ্যুতি ও বিনাশ নাই। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, ধর্মদ্রোহী কোরেশগণ শাম ও এয়মন প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া হে মোহম্মদ, তুমি মনে করিবে না যে, তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া যাইবে ও তাহাদিগ হইতে শাস্তি নিবৃত্ত রাখা হইবে, তাহা নয়। তাহাদের পরিণাম ক্ষতি ও বিনাশ। (ত, হো,)

সেই দিন তুমি অকল্যাণ রাশি হইতে বাঁচাইলে পরে সত্যই তুমি তাহার প্রতি দয়া করিলে, এবং ইহা সেই মহা কৃতার্থতা"। ৯। (র, ১, আ, ৯,)

নিশ্চয় ধর্মদ্রোহিগণকে ডাকিয়া বলা হইবে যে, "একান্তই ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের শত্রুতা আপন জীবনের প্রতি তোমাদের শত্রুতা অপেক্ষা গুরুতর, যখন তোমরা বিশ্বাসের দিকে আহূত হইয়াছিলে তখন অগ্রাহ্য করিতেছিলে"*। ১০। তাহারা বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, দুইবার আমাদিগকে মারিয়াছ ও দুইবার জীবিত করিয়াছ, অনন্তর আমরা আপন অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, পরে নির্গমনের দিকে কোন পথ আছে কি †? ১১। ইহা এই হেতু যে, যখন বলা হইত ঈশ্বর একমাত্র তখন তোমরা অগ্রাহ্য করিতে, এবং যদি তাঁহার সঙ্গে অংশী স্থাপন করা হইত তোমরা বিশ্বাস করিতে, অনন্তর উন্নত গৌরবান্বিত ঈশ্বরেরই আজ্ঞা সত্য। ১২। তিনিই যিনি আপন নিদর্শন সকল তোমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং স্বর্গ হইতে তোমাদের জন্য জীবিকা প্রেরণ করেন, এবং যে ব্যক্তি (ঈশ্বরের প্রতি) উন্মুখ হয় সে ব্যতীত উপদেশ গ্রহণ করে না। ১৩। অনন্তর যদিচ ধর্মদ্রোহিগণ অবজ্ঞা করে, তথাপি তোমরা ঈশ্বরকে তাঁহার জন্য ধর্ম বিশুদ্ধ করতঃ আহ্বান করিতে থাক। ১৪। সিংহাসনাধিপতি (ঈশ্বর) শ্রেণী সকলের সমুন্নতিবিধায়ক, তিনি স্বীয় আজ্ঞানুসারে আপন দাসদিগের যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন আত্মা (জেব্রিল) অবতারণ করিয়া থাকেন যেন সে (লোকদিগকে) সেই সম্মিলন দিবসের ভয় প্রদর্শন করেঞ্চ। ১৫। + যে দিবস তাহারা (কবর হইতে) বহির্গত হইবে তখন ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের কিছুই গুপ্ত থাকিবে না, অদ্যকার রাজত্ব কাহার? একমাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরেরই$। ১৬। অদ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা করিয়াছে তদনুরূপ বিনিময় দান করা হইবে, অদ্য অত্যাচার নাই, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারে সত্বর। ১৭। তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে সেই পুনরুত্থান দিনের ভয় প্রদর্শন কর, যখন (শোক ও ভয়ে) শোকাকুলদিগের হৃদয়

* অর্থাৎ যখন কাফেরগণ নরকে উপস্থিত হইবে তখন তাহারা আপন আত্মার সঙ্গে শত্রুতা করিয়া এবং অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করিয়া বলিবে যে, যে সময় ক্ষমতা ছিল তখন কেন বিশ্বাসী হও নাই। এই কথা শুনিয়া স্বর্গীয় দূতগণ তাহাদিগকে ডাকিয়া এরূপ বলিবেন। (ত, হো,)

† প্রথম মৃত্যু পৃথিবীতে প্রাণত্যাগ, প্রথম জীবনধারণ কবরে জীবিত হওয়া, এবং দ্বিতীয় মৃত্যু কবরে ও দ্বিতীয় জীবন ধারণ পুনরুত্থানে। (ত, হো,)

ঞ্চ অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষদিগের পদ ও শ্রেণীর উন্নতিকারক। তিনি মহাপুরুষ আদমের পদ তাঁহার আত্মার সংশোধন দ্বারা সমুন্নত করিয়াছেন। নুহাকে আহ্বান দ্বারা, এব্রাহিমকে বন্ধুতা দ্বারা, মুসাকে সান্নিধ্য লাভ দ্বারা, ঈসাকে বৈরাগ্য দ্বারা এবং মোহম্মদকে শফাঅত দ্বারা সমুন্নত করিয়াছেন। কেহ বলেন, 'ঈশ্বর শ্রেণী সকলের সমুন্নতিবিধায়ক" অর্থে, যাহাকে ইচ্ছা তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোক দ্বারা পদোন্নত করিয়া থাকেন বুঝায়। তিনি প্রেমিকদিগকে তাঁহাদের আত্মবিনাশ দ্বারা সমুন্নত করেন। যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন জেব্রিল অবতারণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জেব্রিল দ্বারা তাহাকে প্রেরিতত্ব পদে উন্নমিত করেন। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ কেয়ামতের দিনে নিনাদকারী স্বর্গীয় দূত উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে যে, অদ্যকার রাজত্ব কাহার? সকলে বলিবে, একমাত্র পরাক্রান্ত ঈশ্বরের। (ত, হো,)

গলদেশের নিকটস্থ হইবে, তখন অত্যাচারীদিগের জন্য কেহ সহায় হইবে না, কোন পাপ-ক্ষমার অনুরোধকারীর (কথা) গৃহীত হইবে না। ১৮। দৃষ্টির অপকারিতা ও অন্তর যাহা গোপন রাখে তাহা তিনি জানেন। ১৯। এবং পরমেশ্বর যথার্থ-ভাবে বিচার করিয়া থাকেন, এবং তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহবান করিয়া থাকে (সেই পুত্তলিকাদি) কিছুই বিচার করে না, নিশ্চয় ঈশ্বর সেই দ্রষ্টা শ্রোতা। ২০। (র, ২, আ, ১১)

তাহারা কি ভূতলে ভ্রমণ করে নাই? তবে দেখিতে পাইবে তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে তাহাদের অপেক্ষা পরাক্রম ও (উচ্চ দুর্গ ও বৃহৎ নগরাদি) চিহ্নে প্রবলতর ছিল; পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহাদের অপরাধের জন্য ধরিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বর হইতে তাহাদের নিমিত্ত কোন আশ্রয় ছিল না। ২১। ইহা এ জন্য হয় যে, তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকলসহ উপস্থিত হইয়াছিল; পরে তাহারা অগ্রাহ্য করে, অনন্তর পরমেশ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, নিশ্চয় তিনি শক্তিমান্ কঠিন শাস্তিদাতা। ২২। এবং সত্যসত্যই আমি মুসাকে স্বীয় নিদর্শন সকল ও উজ্জ্বল প্রমাণসহ ফেরওন ও হামান এবং কারূণের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, অনন্তর তাহারা (তাহাকে) মিথ্যাবাদী ঐন্দ্রজালিক বলিয়াছিল*। ২৩+২৪। পরে যখন সে আমার নিকট হইতে সত্য সহকারে তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইল, তখন তাহারা বলিল, "যাহারা ইহার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের পুত্রগণকে বধ কর, এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখ;" পথভ্রান্তিতে ভিন্ন কাফেরদিগের চক্রান্ত ছিল না†। ২৫। এবং ফেরওন বলিয়াছিল, "আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও, আমি মুসাকে বধ করিব, এবং সে যেন আপন প্রতিপালকের নিকটে (প্রাণ রক্ষার জন্য) প্রর্থনা করে, নিশ্চয় আমি ভয় পাইতেছি যে, সে তোমাদের ধর্মকে বিপর্যস্ত করিবে" এবং পৃথিবীতে উপপ্লব আনয়ন করিবে"‡। ২৬। এবং মুসাও

* ফেওরন মেসরের আমলকা জাতির মধ্যে সর্ব প্রধান ছিল, সে ঈশ্বরত্বের গর্ব করিয়াছিল, হামান তাহার মন্ত্রী ছিল। কারূণ ফেরওনের পারিষদ ছিল। মুসা তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া সত্য ধর্ম প্রচার ও অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। তাহারা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে ও মিথ্যাবাদী বলে। (ত, হো,)

† মুসার জন্মগ্রহণের পূর্বে ফেরওনীয় সম্প্রদায় বনি-এস্রায়িলের পুত্রদিগকে বধ করিতেছিল, তাঁহার জন্ম হইলে পর নিবৃত্ত থাকে। পরে যখন মুসা উপনীত হইয়া "আমি ঈশ্বরের প্রেরিত" এরূপ বলিতে লাগিলেন, তখন পুনর্বার ফেরওনের পারিষদগণ বলিতে লাগিল যে, "বনি-এস্রায়িলের বালকদিগকে বধ কর, এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখ, তাহারা আমাদের কন্যাগণের সেবা করিবে"। (ত, হো,)

‡ ফেরওন মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিল যে, মুসাকে হত্যা করা আবশ্যক। তাহাতে তাহারা বলে, "তুমি তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে সে কোন যাদু করিতে পারে, তদ্বারা তোমার অমঙ্গল হইবে। লোকে বলিবে যে, ফেরওন মুসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিল না, তাহাকে বধ করিল। পরামর্শ এই যে, পৃথিবীর সমুদায় ঐন্দ্রজালিক লোককে ডাকিয়া আনয়ন করা যাউক, তাহারা তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুক"। ফেরওন এই কথা গ্রাহ্য করিল। সে মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মুসা একজন পেগাম্বর, তাহাকে বধ করিতে তাহার ভয় হইল। (ত, হো,)

বলিয়াছিল, "যাহারা বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে না, নিশ্চয় আমি সেই সমুদায় গর্বিত লোক হইতে আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম"। ২৭। (র, ত, আ, ৭)

এবং ফেরওনের স্বগণ সম্পর্কীয় এক বিশ্বাসী ব্যক্তি যে স্বীয় বিশ্বাসকে লুক্কায়িত রাখিতেছিল, সে বলিল, "এজন্য সেই ব্যক্তিকে কি তোমরা বধ করিবে যে, সে বলিয়া থাকে আমার প্রতিপালক ঈশ্বর? সত্যই সে তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালক হইতে প্রমাণ সকলসহ উপস্থিত হইয়াছে, এবং যদি সে অসত্যবাদী হয় তবে তাহার অসত্য তাহার সম্বন্ধেই আছে, এবং যদি সত্যবাদী হয় তবে সে যাহা তোমাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়া থাকে তাহার কোনটি (এই পৃথিবীতে) তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইবে, যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদী নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন না। ২৮। হে আমার জ্ঞাতিগণ, অদ্য ধরাতলে পরাক্রমবশতঃ তোমাদের জন্য রাজত্ব, পরে আমাদিগকে ঈশ্বরের শাস্তি হইতে (রক্ষা পাইতে) যদি (তাহা) আমাদের প্রতি উপস্থিত হয় কে সাহায্য দান করিবে"? ফেওরন বলিল, "যাহা আমি দেখিতেছি তাহা ভিন্ন তোমাদিগকে দেখাইতেছি না, এবং সরল পথ ব্যতীত তোমাদিগকে প্রদর্শন করিতেছি না"। ২৯। এবং বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এমন এক ব্যক্তি বলিল, "হে আমার জ্ঞাতিগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে এই সম্প্রদায় সকলের দিনের ন্যায় ভয় পাইতেছি। ৩০। + নূহীয় সম্প্রদায় ও আদ এবং সমুদ জাতি ও যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছিল তাহাদের অবস্থার তুল্য (বা) হয়, এবং ঈশ্বর দাসবৃন্দের প্রতি অত্যাচার আকাঙ্ক্ষা করেন না। ৩১। এবং হে আমার জ্ঞাতিগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই নিনাদের দিবসকে ভয় করিতেছি, যে দিন তোমরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া যাইবে, তোমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে রক্ষাকারী কেহ নাই, এবং ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন অনন্তর তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই। ৩২। + ৩৩। এবং সত্য-সত্যই পূর্বে তোমাদের নিকটে ইয়ুসোফ প্রমাণ সকল সহ উপস্থিত হইয়াছিল, তোমাদের নিকটে সে যাহা আনয়ন করিয়াছিল তৎপ্রতি তোমরা সর্বদা সন্দেহযুক্ত ছিলে, এ পর্যন্ত, সে যখন প্রাণত্যাগ করিল সে পর্যন্ত তোমরা বলিয়াছিলে যে, তাহার পর ঈশ্বর কোন প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিবেন না।* যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী ও

* কথিত আছে যে, মুসার সময়ের ফেরওনই ইয়ুসোফের বিদ্যমান কালে ফেরওন ছিল। ইয়ুসোফের এক মূল্যবান্ অশ্বের মৃত্যু হয়। পরে ইয়ুসোফের প্রার্থনানুসারে ঈশ্বর তাহাকে জীবিত করেন। ইহা দেখিয়া ফেরওন তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী হইয়া ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইয়ুসোফের পরলোক হইলে পর ফেরওন ধর্ম ত্যাগ করে, এবং মুসার সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে। তাহাতেই বিশ্বাসী ব্যক্তি ফেরওনকে বলে যে, ইতিপূর্বে ইয়ুসোফ মৃত অশ্বকে জীবন দানাদিরূপ উজ্জ্বল প্রমাণসহ তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন মুসার সময়ের ফেরওন ইয়ুসোফের সময়ের ফেরওন বংশসম্ভূত ছিল। পরমেশ্বর ইয়কুবের পুত্র ইয়ুসোফকে সেই ফেরওনের নিকটে ধর্মপ্রবর্তকরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর ইয়ুসোফ তাঁহার নিকটে অলৌকিক ক্রিয়া সকল করিয়াছিলেন, কিছুতেই ফেরওন আকৃষ্ট হয় নাই। ফেরওনের বংশোদ্ভব বিশ্বাসী ব্যক্তি তাহার সংবাদ দিতেছেন যে, ইয়ুসোফ তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন। (ত, হো,)

সংশয়প্রবণ তাহাকে এইরূপে পরমেশ্বর পথভ্রান্ত করিয়া থাকেন। ৩৪। যাহারা ঈশ্বরের নির্দেশনাবলী সম্বন্ধে তাহাদের নিকটে উপস্থিত প্রমাণ ব্যতীত বিবাদ করে তাহাদিগকে (তিনি পথভ্রান্ত করেন) ঈশ্বরের নিকটে ও বিশ্বাসী পুরুষের নিকটে (তাহা) মহা অসন্তোষকর, এইরূপ প্রত্যেক গর্বিত অবাধ্যের অন্তরের উপর ঈশ্বর মোহর করিয়া থাকেন"। ৩৫। এবং ফেরওন বলিল, "হে হামান, আমার জন্য এক অট্টালিকা নির্মাণ কর, আমি পথ সকলে পঁহুছিব। ৩৬। + দ্যুলোকের পথ সকলে (পঁহুছিব,) অনন্তর মুসার ঈশ্বরের দিকে নিরীক্ষণ করিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিতেছি, এবং এইরূপে ফেরওনের জন্য তাহার দুষ্ক্রিয়া সজ্জিত হইয়াছিল ও (তাহাকে সৎ) পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, এবং ফেরওনের প্রবঞ্চনা তাহার বিনাশের প্রতি ভিন্ন ছিল না*। ৩৭। (র, ৪, আ, ১০)

এবং বিশ্বাসী ব্যক্তি বলিল, "হে আমার জ্ঞাতিগণ, তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিব। ৩৮। হে আমার জ্ঞাতিগণ, এই পার্থিব জীবন (সামান্য) সম্ভোগ এতদ্ভিন্ন নহে, এবং নিশ্চয় পরলোক, উহাই নিত্য নিকেতন। ৩৯। যে ব্যক্তি কুকর্ম করিয়াছে পরে তৎসদৃশ ভিন্ন তাহাকে বিনিময় দেওয়া যাইবে না, এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে ব্যক্তি শুভকর্ম করিয়াছে সে-ই বিশ্বাসী হয়, অনন্তর ইহারাই স্বর্গলোকে প্রবেশ করিবে, তথায় অগণ্যরূপে জীবিকা দেওয়া যাইবে। ৪০। এবং হে আমার জ্ঞাতিগণ, আমার জন্য কি হইল যে, আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণের দিকে আহ্বান করিয়া থাকি, এবং তোমরা আমাকে নরকাগ্নির দিকে আহ্বান কর। ৪১। তোমরা আমাকে আহ্বান করিয়া থাক যেন আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্বেষী হই ও যাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই তাহাকে তাঁহার সঙ্গে অংশী নিরূপণ করি, এবং আমি তোমাদিগকে পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল (ঈশ্বরের) দিকে আহ্বান করিয়া থাকি। ৪২। ইহলোকে ও পরলোকে যাহার জন্য আহ্বান নাই তোমরা আমাকে নিঃসন্দেহ তাহার দিকে আহ্বান করিতেছ এতদ্ভিন্ন নহে, এবং এই যে, ঈশ্বরের দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন, এবং এই যে, সীমালঙ্ঘনকারিগণ নরকাগ্নিনিবাসী। ৪৩। অনন্তর অবশ্য আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা স্মরণ করিবে, এবং আমি আপন কার্য ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করিতেছি, নিশ্চয় ঈশ্বর দাসদিগের প্রতি দৃষ্টিকারী। ৪৪। পরিশেষে তাহারা যে প্রতারণা করিয়াছিল সেই অশুভ হইতে পরমেশ্বর তাহকে বাঁচাইলেন, এবং ফেরওনের পরিজনকে বিগর্হিত শাস্তি আবেষ্টন করিল†। ৪৫। তাহার

* ফেরওন অট্টালিকা নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল, তাহা দেখিয়া মুসা ভয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে, "দুঃখ করিও না, দেখ তাহার সঙ্গে আমি কিরূপ আচরণ করি"। পরে পরমেশ্বর তাহার অট্টালিকা সমাপ্ত হইলে পর ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। (ত, হো,)

† ফেরওন সেই বিশ্বাসী পুরুষকে বধ করিতে আদেশ করে, তিনি পর্বতাভিমুখে পলাইয়া যান, এবং উপাসনা-প্রার্থনায় নিযুক্ত হন। পরমেশ্বর শ্বাপদ দলকে সৈন্যরূপে পাঠাইয়া দেন, তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া প্রহরীর কার্য করিতে থাকে। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের ফল তিনি অবিলম্বে প্রাপ্ত হন, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিশ্চিন্ত থাকেন। কশফোল আস্রার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, ফেরওন তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া শাস্তি দানের জন্য কতিপয় পারিষদকে প্রেরণ করে, তাহারা তাঁহার নিকটে পঁহুছিয়া দেখে যে, তিনি উপাসনা করিতেছেন, এবং

(নরকের) উপর প্রাতঃসন্ধ্যা অনল উপস্থাপিত করা হইবে, এবং যে দিন কেয়ামত স্থিত করিবে, (আমি বলিব,) "ফেরওনের পরিজনকে গুরুতর শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাও" । ৪৬ । এবং (স্মরণ কর,) যখন তাহারা অগ্নিমধ্যে পরস্পর বিরোধ করিবে, তখন দুর্বল লোকেরা যাহারা ঔদ্ধত্যাচরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিবে, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগামী ছিলাম, অনন্তর তোমরা কি আমাদিগ হইতে অগ্নি (দণ্ডের) আংশিক নিবারণকারী হও" ? ৪৭ । যাহারা উদ্ধত হইয়াছিল, তাহারা বলিবে, "নিশ্চয় আমরা সকলেই তন্মধ্যে আছি, সত্য-সত্যই ঈশ্বর দাসদিগের মধ্যে আদেশ (বিচার নিষ্পত্তি) করিয়াছেন" । ৪৮ । এবং যাহারা অগ্নিতে অবস্থিত তাহারা নরকের রক্ষকদিগকে বলিবে, "তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর যেন একদিন আমাদিগ হইতে শাস্তির (অংশ) খর্ব করেন" । ৪৯ । তাহারা বলিবে. "তোমাদের নিকটে কি তোমাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকলসহ সমাগত হন নাই" ? (নরকবাসিগণ) বলিবে, "হাঁ", তাহারা বলিবে, "তবে তোমরা প্রার্থনা করিতে থাক, কিন্তু কাফেরদিগের প্রার্থনা বিভ্রান্তির মধ্যে ভিন্ন নহে" । ৫০ । (র, ৫, আ, ১২)

নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রেরিত পুরুষদিগকে ও বিশ্বাসীদিগকে পার্থিব জীবনে ও যে দিবস সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে, যে দিবস অত্যাচারীদিগকে তাহাদের হেতু বর্ণন কোন লাভ দর্শাইবে না, সেই (কেয়ামতের) দিবস সাহায্য দান করিব, এবং তাহাদের জন্য (অত্যাচারীদের জন্য) অভিসম্পাত ও তাহাদের জন্য অশুভ স্থান আছে । ৫১+৫২ । এবং সত্য-সত্যই আমি মুসাকে ধর্মালোক দান করিয়াছি, এবং বনি এস্রায়িলকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করিয়াছি । ৫৩ । বুদ্ধিমান্ লোকদিগের জন্যই পথপ্রদর্শন ও উপদেশ । ৫৪ । অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য ও স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিতে থাক । ৫৫ । নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি উপস্থিত প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতণ্ডা করিয়া থাকে তাহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার ভিন্ন নহে, তাহারা তৎপ্রতি পঁহুছিবে না, অনন্তর তুমি ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় সেই তিনি শ্রোতা দ্রষ্টা* । ৫৬ । অবশ্য ভূলোক ও দ্যুলোকের সৃষ্টি (তোমাদের নিকটে) মনুষ্য সৃষ্টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না† । ৫৭ । এবং অন্ধ ও

ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি শ্বাপদকুল তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছে । ইহা দেখিয়া তাহারা ভয় প্রাপ্ত হয়, এবং ফেরওনের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ জ্ঞাপন করে । ফেরওন সকলকে শাসন করেন যেন এই কথা প্রকাশ না হয় । পরমেশ্বর জেব্রিলযোগে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন । (ত, হো,)

* কাফেরগণ কোরআনের অবতরণ ও পুনরুত্থান সম্বন্ধে বাগ্বিতণ্ডা করিয়া বলিতেছিল যে, কোরআন ঈশ্বরের বাণী নহে ও পুনরুত্থান সম্ভব নহে, তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । "তাহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার ভিন্ন নহে" অর্থাৎ কাফেরদিগের অন্তরে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব করার ইচ্ছা ও ঔদ্ধত্য বিদ্যমান । "ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর" অর্থাৎ তাহাদের অসদাচরণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও । (ত, হো,)

† অর্থাৎ যিনি মৌলিক উপাদান ব্যতীত স্বর্গ-মর্ত সৃজনে সমর্থ; তিনি ঈদৃশ ক্ষমতা ও মৌলিক উপাদানসত্ত্বে কি দ্বিতীয় বার মনুষ্য সৃজন করিতে পারেন না ?

চক্ষুষ্মান্ তুল্য নহে। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভকর্ম সকল করিয়াছে তাহারা ও অসৎকর্মশীল (তুল্য নহে,) তোমরা যে উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক তাহা অল্পই। ৫৮। নিশ্চয় কেয়ামত আগমনকারী, তাহাতে নিঃসন্দেহ, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বিশ্বাস করিতেছে না। ৫৯। এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিয়াছেন যে, আমার নিকটে প্রার্থনা কর আমি তোমাদিগের (প্রার্থনা) গ্রহণ করিব, নিশ্চয় যাহারা আমার উপাসনাতে গর্ব করে, অবশ্য তাহারা হীন হওতঃ নরকে প্রবেশ করিবে। ৬০। (র, ৬, আ, ১০)

সেই পরমেশ্বর যিনি তোমাদের জন্য রজনী সৃজন করিয়াছেন যেন তাহাতে তোমরা বিশ্রাম লাভ কর, এবং (পদার্থের) প্রদর্শক দিবা (সৃষ্টি করিয়াছেন,) নিশ্চয় ঈশ্বর মানবমণ্ডলীর প্রতি কৃপাবান, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য ধন্যবাদ করে না। ৬১। এই পরমেশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, সমুদায় পদার্থের সৃষ্টিকর্তা তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, অনন্তর কোথা হইতে তোমরা ফিরিয়া যাইতেছ। ৬২। যাহারা ঈশ্বরের নিদর্শন সকল অস্বীকার করিতেছিল, এইরূপে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে। ৬৩। সেই ঈশ্বর যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে অবস্থানভূমি ও আকাশকে গুম্বজ করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে আকৃতিবদ্ধ করিয়াছেন, অনন্তর তোমাদিগের আকার উত্তম করিয়াছেন, এবং বিশুদ্ধ (বস্তু) হইতে তোমাদিগকে উপজীবিকা দিয়াছেন, এই ঈশ্বরই তোমাদের প্রতিপালক, অবশেষে বিশ্বপালক পরমেশ্বরই মহোন্নত। ৬৪। তিনি জীবন্ত, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, অনন্তর তাঁহাকে তাঁহার উদ্দেশ্যে ধর্মবিশুদ্ধ করতঃ আহ্বান করিতে থাক, বিশ্বপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা। ৬৫। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) যখন আমার প্রতি আমার প্রতিপালক হইতে প্রমাণ সকল উপস্থিত হইয়াছে তখন তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক তাহাদিগকে অর্চনা করিতে নিশ্চয় আমি নিষিদ্ধ হইয়াছি, এবং আদিষ্ট হইয়াছি যে বিশ্বপালকের আজ্ঞানুগত হইব। ৬৬। তিনিই যিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকাযোগে, তৎপর শুক্রযোগে, তৎপর ঘনীভূত শোণিতযোগে সৃজন করিয়াছেন, তৎপর শিশুরূপে বাহির করেন, তৎপর (তোমাদিগকে পালন করেন,) যেন তোমরা স্বীয় যৌবনে উপনীত হও, তৎপর যেন বৃদ্ধ হও, এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকে পূর্বে প্রাণশূন্য করা হয়, এবং (অবশিষ্ট রাখা যায়,) যেন তোমরা নির্দিষ্টকালে উপনীত হও, সম্ভব যে তোমরা জ্ঞান লাভ করিবে। ৬৭। তিনিই যিনি বাঁচান ও মারেন, অনন্তর যখন কোন বিষয়ে (সৃজনে) অবধারিত করেন তখন তাহাকে হউক বলেন এতদ্ভিন্ন নহে, পরে তাহাতেই হয়। ৬৮। (র, ৭, আ, ৮)

যাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিয়া থাকে, তুমি কি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর নাই ? কোথা হইতে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে* ? ৬৯। যাহারা

* অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কাফেরগণ আমার দিকে ফিরিয়া আসিবে, আপনাদের কার্যের ফল ভোগ করিবে, আমি কোন কারণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিব না। পরমেশ্বর পৃথিবীতেই হজরতের সাক্ষাতে কাফেরদিগকে কোন কোন শাস্তি দিয়াছেন। কেহ হত, কেহ বা বন্দী হইয়াছে, অনেকে দুর্ভিক্ষাদি বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট শাস্তি পরলোকে হইবে। মক্কার কাফেরগণ তর্কবিতর্কচ্ছলে হজরত দ্বারা নানা প্রকার অলৌকিকতা দেখিতে চাহিয়াছিল,

গ্রন্থের প্রতি ও আমি স্বীয় প্রেরিত পুরুষদিগকে যৎসহ প্রেরণ করিয়াছি তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে তাহারা অবশ্য (আপন অবস্থা) জানিবে। ৭০। +যখন তাহাদের গলে গলবন্ধন ও শৃঙ্খলপুঞ্জ হইবে, উষ্ণোদকের মধ্যে তাহারা আকৃষ্ট হইবে, তৎপর অগ্নিতে ঝলসান যাইবে, তৎপর তাহাদিগকে বলা হইবে, "ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যাহাকে অংশী স্থাপন করিতেছিল সে কোথায়" ? তাহারা বলিবে, "আমাদিগ হইতে তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে, বরং ইতিপূর্বে আমরা (ঈশ্বরকে ছাড়িয়া) অন্য কিছুকে আহবান করিতেছিলাম না," এইরূপে ঈশ্বর কাফেরদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন। ৭১+৭২+৭৩+৭৪। (বলা যাইবে,) "তোমরা পৃথিবীতে অসত্যসহ যে আনন্দ ও বিলাসামোদ করিতেছিলে তজ্জন্য ইহা (এই শাস্তি)। ৭৫। তোমরা নরকের দ্বারে তথায় নিত্য স্থায়ী হইতে প্রবেশ কর, অনন্তর (উহা) অহঙ্কারীদিগের জন্য গর্হিত স্থান হয়"। ৭৬। পরিশেষে তুমি (হে মোহম্মদ,) ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য, পরে তাহাদের প্রতি আমি যাহা অঙ্গীকার করি তাহার কোনটি যদি তোমাকে আমি দর্শন করি, বা তোমার প্রাণ হরণ করি, পরে আমার দিকেই তাহারা ফিরিয়া আসিবে। ৭৭। এবং সত্য-সত্যই আমি তোমার পূর্বে প্রেরিত পুরুষগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, আমি তোমার নিকটে তাহার কথা বর্ণন করিয়াছি, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে, তোমার নিকটে বর্ণন করি নাই, ঈশ্বরের আদেশানুসার ব্যতীত কোন নিদর্শন আনয়ন করিতে কোন প্রেরিত পুরুষের (সাধ্য) ছিল না, অনন্তর যখন ঈশ্বরের আদেশ সমাগত হইল তখন সত্যভাবে বিচার নিষ্পত্তি করা গেল, তথায় অসত্যভাষিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল*। ৭৮। (র, ৮, আ, ১০)

সেই ঈশ্বর যিনি তোমাদের জন্য গ্রাম্য পশু সৃজন করিয়াছেন যে, তোমরা তাহার কোনটির উপর আরোহণ করিবে ও তাহার কোনটিকে ভক্ষণ করিবে। ৭৯। এবং তন্মধ্যে তোমাদের লাভ সকল আছে, তাহার (কাহারও) উপর আরোহণ করিয়া তোমাদের অন্তরে যে অভিলাষ আছে তোমরা তাহাতে উপস্থিত হইবে, এবং তাহার উপর ও নৌকা সকলের উপর তোমরা সমারোপিত হইয়া থাক। ৮০। এবং তিনি তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করিতেছেন, অনন্তর ঈশ্বরের নিদর্শন-সকলের কোন্‌টিকে তোমরা অগ্রাহ্য করিতেছ ? ৮১। পরিশেষে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ? তাহা হইলে তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের পরিণাম কি প্রকার হইয়াছে দেখিবে, তাহারা তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল, এবং ধরাতলে (বৃহৎ নগর দুর্গাদির) নিদর্শনানুসারে ও শক্তিতে প্রবলতর ছিল, পরে তাহারা যাহা উপার্জন করিতেছিল তাহা তাহাদিগ হইতে (শাস্তি) নিবারণ করে

তাহাতে প্রস্রবণের উৎপত্তি ও উদ্যান সকলের প্রকাশ এবং তাঁহার আকাশে আরোহণ তাহাদের সাক্ষাতে হয়। (ত, হো,)

* ঈশ্বর বলিতেছেন যে, কতকগুলি পেগাম্বর যথা, ইয়সা প্রভৃতির নাম তোমার নিকটে বলিয়াছি, তদ্ব্যতীত অনেকে আছে যে, তুমি তাহাদের নাম ও বৃত্তান্ত অবগত নও। অনেকে বলেন, সমুদায় প্রেরিত পুরুষ আট সহস্র ছিলেন, তন্মধ্যে চারি সহস্র বনি-এস্রায়িল ও চারি সহস্র অপর জাতীয়। এরূপ প্রসিদ্ধ যে, সর্বশুদ্ধ একশত চতুর্বিংশতি সহস্র বা ততোধিক প্রেরিত পুরুষ ছিলেন : (ত, হো,)

নাই। ৮২। অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ প্রমাণ সকলসহ আগমন করিল তখন তাহারা তাহাদের নিকটে যে কিছু বিদ্যা ছিল তজ্জন্য প্রহৃষ্ট হইল, এবং তাহারা যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল উহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল*। ৮৩। পরে যখন আমার শাস্তি তাহারা দেখিল তখন বলিল, "একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, তাঁহার সঙ্গে আমরা যাহার অংশীনিরোপক ছিলাম তৎপ্রতি বিরূপ হইলাম"। ৮৪। অনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি দর্শন করিল তখন তাহাদিগের বিশ্বাস তাহাদিগকে ফল দান করিল না, ঈশ্বরের (এই) নিয়ম, যাহা তাঁহার দাসবৃন্দের প্রতি বর্তিয়াছে; এবং তথায় ধর্মদ্রোহিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে†। ৮৫। (র, ৯, আ, ৭)

সূরা হাম সজদা‡

একচত্বারিংশ অধ্যায়

৫৪ আয়াত, ৬৭ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম$। ১। দাতা দয়ালু ঈশ্বর হইতে অবতারণ§। ২। এই গ্রন্থ যে,

* তাহারা যাহাকে বিদ্যা বলিত, প্রকৃতপক্ষে উহা অবিদ্যা। তাহাদের অসত্যে ভক্তিশ্রদ্ধা ও সত্যে সন্দেহ অবিশ্বাস, এই বিদ্যা ছিল। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে বিদ্যা অর্থে বাণিজ্যবিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা জ্যোতির্বিদ্যা, যদ্দ্বারা কাফেরগণ গর্বিত ও পরাক্রান্ত হইয়া প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি ও তাঁহাদের অলৌকিক ক্রিয়া সকলের প্রতি উপহাস করিয়াছিল। অতএব ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করেন। (ত, হো,)

† পরমেশ্বর পূর্বতন মণ্ডলীর প্রতি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন যে, শাস্তি পাইবার সময় দোষ স্বীকার করিয়া বিশ্বাসী হইলে কিছুতেই তখন শাস্তি রহিত হইবে না। (ত, হো,)

‡ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

$ ঈশ্বরের মহানাম ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে. সকল ব্যক্তির তাহার উদ্ধারে অধিকার নাই। কথিত আছে, 'হা' বর্ণের সাঙ্কেতিক অর্থ ঐশী কৌশল, 'ম' বর্ণের অর্থ, বিশ্বাসীদিগের প্রতি ঈশ্বরের হিতসাধন। বহরোল হকায়েক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সেই বিষয়ের প্রতি "হাম" এই শব্দের লক্ষ্য যাহা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেমাস্পদ মোহম্মদের মধ্যে আছে। কোন উন্নত দেবতা ও সুসমাচার প্রচারক ও প্রেরিত পুরুষও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। হা ও মিম অর্থাৎ হ, ম এই দুই অক্ষর ঈশ্বরের নামবিশেষ রহমানের মধ্যে আছে। এইরূপ এই দুই বর্ণ মোহম্মদ এই নামের মধ্যে আছে। অতএব নাম দ্বয়ের অন্তর্গত উক্ত দুই বর্ণের শপথ করিয়া কোরআনের অবতরণ ইত্যাদি বলা যাইতেছে। (ত, হো,)

§ অর্থাৎ লোকের সাধারণ জীবনদাতা, বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের শান্তি সংরক্ষণে

ইহার বচন সকল আরব্য কোরআনের অবস্থায় বিভক্ত করা হইয়াছে, জ্ঞান রাখে এমন জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশেই অগ্রাহ্য করিয়াছে, অনন্তর তাহারা শ্রবণ করে না।* । ৩+৪। এবং তাহারা বলে, "তুমি যাহার প্রতি আহ্বান করিয়া থাক তাহা হইতে আমাদের অন্তর আবরণের মধ্যে আছে, এবং আমাদের কর্ণে গুরুভার, আমাদের মধ্যে ও তোমার মধ্যে আচ্ছাদন আছে, অনন্তর তুমি কার্য করিতে থাক, আমরাও কার্যকারক"। ৫। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য এতদ্ভিন্ন নহে, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইতেছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র ঈশ্বর, অতএব তাঁহার দিকে সরল ভাবে থাক ও তাঁহা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং অংশীবাদীদিগের ও যাহারা জকাত দান করে না তাহাদের প্রতি আক্ষেপ, তাহারা পরকালকে অগ্রাহ্য করে। ৬।-৭। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও শুভ কর্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য অনিবার্য পুরস্কার আছে†। ৮। (র, ১, আ, ৮)

তুমি জিজ্ঞাসা কর, (হে মোহম্মদ,) দুই দিবসে যিনি পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন তাঁহার প্রতি কি তোমরা অবজ্ঞা করিতেছ, এবং তাঁহার সদৃশ নিরূপণ করিতেছ? ইনিই জগতের প্রতিপালক হন। ৯। এবং তিনি তথায় (পৃথিবীতে) তাহার উপরিভাগে পর্বত সকল সৃজন করিয়াছেন ও তন্মধ্যে আশীর্বাদ রাখিয়াছেন, এবং তথায় চারি দিবসের মধ্যে জীবিকা সকল নিরূপণ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসুদিগের জন্য (উত্তর) তুল্য হইয়াছে‡। ১০। তৎপর তিনি আকাশে

কৃপাবান পরমেশ্বর হইতে কোরআনের অবতরণ। এই দুই নামের সঙ্গে কোরআনের সম্বন্ধ থাকাতে এই প্রমাণিত হইতেছে যে, ধর্ম ও সাংসারিক, আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক কল্যাণ কোরআনের উপর নির্ভর করে। (ত, হো,)

* কোরআন এমন এক গ্রন্থ যে, তাহার বচন সকল নিষেধাবিধি ও দণ্ড পুরস্কারের অঙ্গীকারে বিভক্ত। আরব্য ভাষায় ইহা বিবৃত হইয়াছে, আরব্য ভাষাবিৎ লোকদিগের পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে ইহা অতি সহজ হইয়াছে। ইহা পাপীদিগের সম্বন্ধে নরকের ভয়প্রদর্শক ও বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে স্বর্গের সুসংবাদদাতা, ধর্মদ্রোহী লোকেরা তাহা গ্রাহ্য করিতেছে না। (ত, হো,)

† পীড়িত অক্ষম ও দুর্বল লোক সকল যাহারা আশক্তিবশতঃ উপাসনাদি করিতে পারে না, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। সুস্থ ও সবল অবস্থায় ধর্ম সাধনার জন্য যে পুরস্কার পরমেশ্বর তাহাদিগকে দান করিতে নির্ধারিত করিয়াছেন, অসুস্থ দুর্বলতাবশতঃ উপাসনাদি না করিতে পারিলেও সেই পুরস্কার দিবেন। এই জন্যই ব্যক্ত হইয়াছে, "তাহাদের জন্য অনিবার্য পুরস্কার আছে"। ওমরের পুত্র আবদুল্লা বলিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদ এরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন যে, ধার্মিক ব্যক্তি পীড়িত হইলে পরমেশ্বর স্বর্গীয় দূতকে আদেশ করেন যে, যে পর্যন্ত আমি ইহাকে আরোগ্য দান না করি, সে পর্যন্ত এ সুস্থাবস্থায় যে সৎকর্ম করিত সেই কর্ম ইহার নামে লিখিবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ অবশিষ্ট চারি দিবসে পৃথিবীর প্রত্যেক বিভাগের লোকের জন্য পরমেশ্বর যব, গোধুম, ধান্য, খোর্মা এবং মাংস ইত্যাদি উপজীবিকা নির্ধারণ করেন। "জিজ্ঞাসুদিগের জন্য উত্তম তুল্য হইয়াছে", অর্থাৎ প্রশ্নকারীদিগের প্রশ্নের উত্তর ঠিক দেওয়া হইয়াছে। (ত, হো,)

আরোহণ করিলেন, উহা ধূমময় ছিল, অনন্তর তাহাকে ও পৃথিবীকে বলিবেন, "তোমরা সহর্ষে বা বিমর্ষে এস," উভয়ে বলিল, "আমরা সহর্ষে সমাগত হইলাম"। ১১। পরে তিনি দুই দিবসের মধ্যে তাহাদিগকে সপ্ত স্বর্গরূপে নির্ধারিত করিলেন ও প্রত্যেক স্বর্গের প্রতি তাহার কার্য অনুপ্রাণন করিলেন, এবং আমি পৃথিবীর আকাশকে দীপাবলী দ্বারা (নক্ষত্রমণ্ডল দ্বারা) শোভিত করিলাম ও রক্ষা করিলাম, পরাক্রমশালী জ্ঞানময় (ঈশ্বরের) এই নিরূপণ। ১২। পরে যদি তাহারা অস্বীকার করে তবে তুমি বলিও, "আমি তোমাদিগকে আদ ও সমুদের সদৃশ আকাশের বজ্রাঘাতের ভয় প্রদর্শন করিতেছি"। ১৩। যখন তাহাদের নিকটে প্রেরিত পুরুষগণ তাহাদের সম্মুখ ভাগ দিয়া ও তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া উপস্থিত হইল তখন (বলিয়াছিল,) "ঈশ্বর ব্যতীত (অন্যের) পূজা করিও না;" তাহারা বলিল, "আমাদের প্রতিপালক ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে দেবতাদিগকে অবতারণ করিবেন, অতএব তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ নিশ্চয় আমরা তদ্বিষয়ে অবিশ্বাসী"। ১৪। কিন্তু আদজাতি পরে পৃথিবীতে নিরর্থক অহঙ্কার করিয়াছিল, এবং তাহারা বলিয়াছিল, "পরাক্রমে কে আমাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"? তাহারা কি দেখে নাই যে, সেই ঈশ্বর যিনি তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষা পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ, এবং তাহারা আমার নিদর্শন সকলকে অগ্রাহ্য করিতেছিল। ১৫। পরে আমি দুর্দিনে তাহাদের প্রতি প্রবল বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম, যেন পার্থিব জীবনে তাহাদিগকে দুর্গতির শাস্তি আস্বাদন করায়, এবং নিশ্চয় পারলৌকিক শাস্তি অধিকতর দুর্গতিজনক ও তাহাদিগকে সাহায্য দান করা হইবে না। ১৬। এবং যে সমুদজাতি ছিল, পরে আমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, অবশেষে তাহারা পথ প্রদর্শনের উপর অন্ধতা স্বীকার করিল, অনন্তর তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য তাহাদিগকে লাঞ্ছনার শাস্তি স্বরূপ বজ্র আক্রমণ করিয়াছিল। ১৭। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল ও ধর্মভীরু হইতেছিল, তাহাদিগকে আমি বাঁচাইয়াছিলাম। ১৮। (র, ২; আ, ১০)

এবং যে দিবস ঈশ্বরের শত্রুগণ নরকানলের দিকে সমুত্থাপিত হইবে তখন তাহারা নিবারিত হইবে*। ১৯। এ পর্যন্ত, যখন তাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে তখন তাহারা যাহা করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাহাদের সম্বন্ধে তাহাদের কর্ণ ও তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের চর্মাবলী সাক্ষ্য দান করিবে। ২০। এবং তাহারা স্বীয় স্পর্শেন্দ্রিয় সকলকে বলিবে, "কেন তোমরা আমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিলে"? তাহারা বলিবে, "যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাক্‌পটু করিয়াছেন সেই ঈশ্বরই আমাদিগকে বাক্‌পটু করিয়াছেন;" এবং তিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃজন করিয়াছেন ও তাহার অভিমুখে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। ২১। তোমাদের সম্বন্ধে তোমাদের শ্রোত্র ও তোমাদের নেত্র এবং তোমাদের ত্বক্ যে সাক্ষ্য দান করে তোমরা তাহা হইতে লুক্কায়িত থাকিতে পারিতেছ না, কিন্তু মনে করিয়াছ যে, তোমরা যাহা করিতেছিলে ঈশ্বর তাহার অধিকাংশই জানেন না। ২২। এবং তোমাদের ইহা কল্পনা, তোমরা যে কল্পনা আপন প্রতিপালক সম্বন্ধে করিতেছিলে ইহা তোমাদিগকে

* কাফেরদিগের শ্রেণীভুক্ত অপর লোক পশ্চাৎ আসিবে, এই সকলকে নরকে লইয়া যাওয়া হইবে, এই উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী দলকে পথে দণ্ডায়মান করাইয়া প্রতীক্ষা করান হইবে। (ত, হো,)

বিনাশ করিল, অনন্তর তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইলে* । ২৩ । পরিশেষে যদি তাহারা ধৈর্য ধারণ করে তথাপি অগ্নি তাহাদের স্থান হইবে, এবং যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তথাপি তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্তদিগের অন্তর্গত হইবে না । ২৪ । এবং আমি তাহাদের জন্য সহচর সকল নির্ধারণ করিয়াছিলাম, পরে তাহারা তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের পশ্চাতে যাহা তাহাদের জন্য সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাদের পূর্ববর্তী মানব ও দানব মণ্ডলীর প্রতি (শাস্তির) বাক্য যাহা হইয়াছিল তাহাদের প্রতি তাহা প্রমাণিত হইল, নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল† । ২৫ । (র, ৩ ; আ, ৭)

এবং ধর্মদ্রোহিগণ বলিল, "তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করিও না, ইহার (পাঠের) মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল বাক্য বল, সম্ভবতঃ তোমরা জয়লাভ করিবে" । ২৬ । অনন্তর যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগকে আমি অবশ্য কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব, এবং তাহারা যাহা করিতেছিল অবশ্য তাহাদিগকে তাহার অশুভ বিনিময় দান করিব । ২৭ । ঈশ্বরের শত্রুদিগের এই অগ্নি বিনিময় হয়, তথায় তাহাদের চিরনিবাস হইবে, তাহারা যে আমার নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহ্য করিতেছিল, তদনুরূপ তাহাদিগের বিনিময় হইবে । ২৮ । এবং ধর্মদ্রোহিগণ বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, দানব ও মানবজাতির যাহারা আমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের নিকটে প্রদর্শন কর, আমরা তাহাদিগকে আপন পদতলে স্থাপন করিব, যাহাতে তাহারা নিকৃষ্টতম হইবে" । ২৯ । নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে যে, "আমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বর, তৎপর স্থির রহিয়াছে, (মৃত্যুকালে) তাহাদের নিকটে দেবগণ অবতরণ করে, (বলে,) "ভয় করিও না, ও দুঃখ করিও না, তোমাদিগকে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করা যাইতেছে সেই স্বর্গের বিষয়ে তোমরা সন্তুষ্ট থাক‡ । ৩০ । ঐহিক জীবনে ও পরলোকে আমরা তোমাদের বন্ধু, এবং সে স্থানে তোমাদের জীবন যাহা চাহে তাহা আছে, এবং তোমরা যাহা প্রার্থনা কর সে স্থানে তাহা আছে" । ৩১ । ক্ষমাশীল দয়ালু (ঈশ্বর হইতে) ভোজ্যসামগ্রী হয় । ৩২ । (র, ৪ ; আ, ৭)

এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দিকে (লোকদিগকে) আহ্বান করিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে, এবং বলিয়াছে যে, নিশ্চয় আমি মোসলমানদিগের অন্তর্গত হই, বাক্যানুসারে তাহা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ$? ৩৩ । এবং শুভ ও অশুভ তুল্য নয় যাহা অতীব

---

* অর্থাৎ কাফেরগণ মনে করিত আমরা প্রকাশ্যে যাহা করি তাহা ঈশ্বর জানিতে পান, কিন্তু তিনি আমাদের গুপ্ত কার্য জানেন না । ইহা কল্পনা, সত্য নহে । (ত, হো,)

† এ স্থলে তাহাদের সহচর শয়তান, সম্মুখস্থ সামগ্রী ঐহিক অনিত্য সুখ-সৌভাগ্য, পশ্চাদ্বর্তী সামগ্রী অঙ্গীকৃত পারলৌকিক শাস্তি । পরমেশ্বর সাধুকে সাধুদিগের সহবাসে রাখেন, তাঁহাদের সঙ্গ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার তপস্যা ও সাধুতার বৃদ্ধি করিয়া দেন । (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তাহারাই স্থির রহিয়াছে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে, নিষেধ বিধি মান্য করিয়া চলিয়াছে, সাধন-ভজন করিয়াছে, পাপে প্রবৃত্ত হয় নাই, ঐহিক সুখের প্রতি অনুরাগশূন্য, পরলোকের প্রতি অনুরাগী । (ত, হো,)

$ যখন বেলাল আজান দানে প্রবৃত্ত হইতেন তখন ইহুদীরা বলিত কাক ডাকিতেছে ও নামাজে আহ্বান করিতেছে । এইরূপ তাহারা অনেক অন্যায় উক্তি করিত । এই আয়াত বেলালের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে । আজান দান সৎকর্মের অন্তর্গত । (ত, হো,)

শুভ তদ্দ্বারা তুমি (হে মোহম্মদ,) অশুভকে দূর কর, (এরূপ করিলে) পরে সেই ব্যক্তি যে তোমার ও তাহার মধ্যে শত্রুতা আছে অকস্মাৎ যেন সে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়*। ৩৪। এবং যাহারা ধৈর্য ধারণ করে তাহাদিগকে ভিন্ন এই (প্রকৃতি) সংলগ্ন করা হয় না ও যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী তাহাদিগকে ব্যতীত ইহা সংলগ্ন করা হয় না। ৩৫। এবং যদি শয়তান হইতে তোমার প্রতি কুমন্ত্রণা প্রয়োজিত হয় তবে ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা। ৩৬। দিবা ও রাত্রি এবং চন্দ্র-সূর্য তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত, তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিও না ; যিনি ইহাদিগকে সৃজন করিয়াছেন যদি তোমরা তাঁহার পূজা করিতেছ, তবে সেই ঈশ্বরকে নমস্কার কর। ৩৭। পরন্তু যদি তাহারা অহঙ্কার করে (কি ভয়,) পরে যাহারা তোমার প্রতিপালকের নিকটে আছে তাহারা অহর্নিশি তাঁহার স্তব করিয়া থাকে, এবং তাহারা শ্রান্ত হয় না। ৩৮। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত যে, তুমি দেখিয়া থাক ভূমি কর্ষিত হয়, পরে যখন আমি তাহার উপর বারি বর্ষণ করি তখন (উদ্ভিদুদ্গম বশতঃ) স্পন্দিত হয়, এবং (উদ্ভিদ্) সমুদগত হয়, নিশ্চয় যিনি তাহাকে জীবিত করিলেন তিনি মৃতসঞ্জীবক, নিশ্চয় তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৩৯। নিশ্চয় যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে কুটিলতা করে তাহা আমার নিকটে গুপ্ত থাকে না, অনন্তর যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিনে নিরাপদে উপস্থিত হয় সে শ্রেষ্ঠ, না যে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সে ? তোমরা যাহা ইচ্ছা কর করিতে থাক, নিশ্চয় তোমরা যাহা কর তিনি তাহার দ্রষ্টা। ৪০। নিশ্চয় যাহারা উপদেশকে (কোরআনকে) যখন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে অগ্রাহ্য করিয়াছে (তাহা গুপ্ত নহে.) এবং নিশ্চয় উহা সম্মানিত গ্রন্থ। ৪১। তাহাতে কোন অসত্য তাহার প্রতি (কোরআনের প্রতি) তাহার সম্মুখ ও তাহার পশ্চাৎ হইতে উপস্থিত হয় না, প্রশংসিত বিজ্ঞানময় (ঈশ্বর) হইতে তাহা অবতারিত হইয়াছে। ৪২। তোমাকে (হে মোহম্মদ,) তোমার পূর্বে প্রেরিত পুরুষদিগকে যাহা বলা হইয়াছে তদ্ভিন্ন বলা যাইতেছে না, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দুঃখজনক শাস্তিদাতা। ৪৩। এবং যদি আমি তাহাকে আজমী ভাষার কোরআন করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বলিত. "কেন তাহার আয়াত সকল অভিব্যক্ত করা হয় নাই ? কি আজমী (ভাষা) ও আরব্য (লোক)" ? তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে উহা তাহাদের জন্য পথ প্রদর্শন ও স্বাস্থ্য, এবং যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদের কর্ণে ভার হয়, এবং উহা তাহাদের নিকটে অন্ধতা, তাহারা (ঈদৃশ,) যেন দূর দেশ হইতে (তাহাদিগকে) আহ্বান করা যাইতেছে। ৪৪। (র, ৫ ; আ, ১২)

এবং সত্য-সত্যই আমি মুসাকে গ্রন্থ দান করিয়াছি, অনন্তর তন্মধ্যে বিপর্যয় করা হইয়াছে. এবং যদি (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্বে প্রচার না হইত তবে তাহাদের মধ্যে অবশ্য বিচার নিষ্পত্তি করা যাইত, এবং নিশ্চয় তাহারা তৎপ্রতি গভীর সন্দেহের মধ্যে আছে†। ৪৫। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়াছে পরে

* অর্থাৎ ঈশ্বর একমাত্র এই বিশ্বাস করা এবং তাঁহার অংশী নির্ণয় না করা, এ দুই শুভাশুভ এক নহে। ক্রোধকে শান্তভাব দ্বারা অপরাধকে ক্ষমা দ্বারা নিবারণ করিবে। (ত, হো,)

† "তন্মধ্যে বিপর্যয় করিয়াছে" অর্থাৎ কোরআনে কেহ কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, কেহ কেহ অবিশ্বাস করিয়াছে। যদি কেয়ামতের অঙ্গীকার না থাকিত,

তাহা তাহার জীবনের জন্য হয়, এবং যে ব্যক্তি কুকর্ম করিয়াছে পরে (তাহার মন্দফল) তাহার উপরেই, এবং তোমার প্রতিপালক দাসদিগের সম্বন্ধে অত্যাচারী নহেন। ৪৬। কেয়ামতের জ্ঞান তাঁহার প্রতিই প্রত্যার্পিত হয়, এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত কোন ফল আপন আবরণ হইতে উন্মুক্ত হয় না ও কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না ও প্রসব করে না, এবং যে দিবস তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, "আমার অংশিগণ কোথায়" ? তাহারা বলিবে, "তোমাকে জ্ঞাপন করিয়াছি যে, আমাদিগের এ বিষয়ে কোন সাক্ষী নাই"। ৪৭। এবং ইতিপূর্বে তাহারা যাহা অর্চনা করিত তাহাদিগ হইতে তাহা লুক্কায়িত হইল, এবং তাহারা মনে করিল যে, তাহাদের জন্য কোন পলায়নের স্থান নাই। ৪৮। মনুষ্য শুভ প্রার্থনায় পরিশ্রান্ত হয় না, এবং যদি অশুভ তাহাকে আশ্রয় করে তবে নিরাশ হতাশ্বাস হয়। ৪৯। এবং তাহাকে যে দুঃখ আশ্রয় করিয়াছে তাহার পর যদি আমি আপন সন্নিধান হইতে কোন করুণা তাহাকে ভোগ করাই, তবে সে অবশ্য বলিবে, "ইহা আমার জন্যই ও আমি মনে করি না যে, কেয়ামত স্থিতি করিবে, এবং যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া আসি, তবে নিশ্চয় আমার জন্য তাঁহার নিকটে কল্যাণ আছে ;" অবশ্য আমি কাফেরদিগকে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা জ্ঞাপন করিব, এবং অবশ্য আমি তাহাদিগকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করাইব। ৫০। এবং যখন আমি মনুষ্যের প্রতি সম্পদ্ দান করি তখন সে বিমুখ হয় ও আপন পার্শ্ব সরাইয়া থাকে, এবং যখন তাহাকে অকল্যাণ আশ্রয় করে তখন সে প্রচুর প্রার্থনাকারী হয়। ৫১। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তোমরা কি দেখিতেছ ? যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে (কোরআন) হয়, তাহার পর তোমরা তৎপ্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া থাক, তবে যে ব্যক্তি মহা বিরুদ্ধভাবেতে আছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী ? ৫২। শীঘ্র আমি চতুর্দিকে ও তাহাদের জীবনের মধ্যে আমার নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিব, এ পর্যন্ত তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে যে, নিশ্চয় ইহা সত্য, তোমার প্রতিপালক কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী ? ৫৩। জানিও নিশ্চয় তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার বিষয়ে সন্দিগ্ধ, জানিও নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে আবেষ্টনকারী। ৫৪। (র, ৬ ; আ, ১০)

সূরা শূরা*

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়

৫৩ আয়াত, ৫ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম। ১। অস্কা† । ২। কৌশলময় পরাক্রান্ত ঈশ্বর এইরূপে তোমার

পুনরুত্থানের পর পাপের দণ্ড দেওয়া যাইবে এরূপ পূর্বে ঈশ্বর অঙ্গীকার না করিতেন তবে তাহাদিগকে এক্ষণই শাস্তি দেওয়া যাইত। (ত, হো,)

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† মহাত্মা আলী বলিয়াছেন, "হাম" "অস্কা" এই ব্যবচ্ছেদক শব্দদ্বয়ের

প্রতি (হে মোহম্মদ,) ও যাহারা তোমার পূর্বে ছিল তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। ৩। স্বর্গে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই, তিনি সমুন্নত মহান্। ৪। এবং দ্যুলোক সকল (তাঁহার প্রতাপে) আপনার উপর বিদীর্ণ হইতে উপক্রম, এবং দেবগণ স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব করিয়া থাকে, এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, জানিও নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ৫। এবং যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া (অন্য) বন্ধুগণ গ্রহণ করে ঈশ্বর তাহাদের সম্বন্ধে প্রহরী, এবং তুমি তাহাদের সম্বন্ধে তত্ত্বাবধায়ক নও। ৬। এবং এইরূপে আমি তোমার প্রতি আরব্য কোরআন প্রত্যাদেশ করিয়াছি যেন তুমি মক্কা নিবাসীকে ও যাহারা তাহার পার্শ্বে বাস করে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর, এবং সম্মিলনের (কেয়ামতের) দিনের ভয় প্রদর্শন কর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, একদল স্বর্গে ও একদল নরকে থাকিবে। ৭। এবং ঈশ্বর যদি চাহিতেন তবে তাহাদিগকে এক মণ্ডলীভুক্ত করিতেন, কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকেন, যাহারা অত্যাচারী তাহাদের জন্য কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই। ৮। তাহারা কি তাঁহাকে ছাড়িয়া (অন্য) বন্ধু সকল গ্রহণ করিয়াছে ? অনন্তর সেই ঈশ্বর বন্ধু, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন, এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৯। (র, ১ ; আ, ৯)

এবং তোমরা (হে বিশ্বাসিগণ,) যে কোন বিষয়ে (কাফেরদিগের সঙ্গে) বিরোধ কর, অনন্তর ঈশ্বরের প্রতি তাহার মীমাংসা, এই পরমেশ্বরই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, এবং তাঁহার দিকেই পুনর্মিলিত হইতেছি। ১০। তিনি নিখিল স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের স্রষ্টা, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে পুং-স্ত্রী যুগল ও চতুষ্পদ জাতি হইতে পুং-স্ত্রী যুগল সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে তোমাদিগকে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, কোন পদার্থ তাঁহার সদৃশ নহে, এবং তিনি শ্রোতা ও দ্রষ্টা। ১১। স্বর্গ ও মর্ত্যের কুঞ্জিকা সকল তাঁহারই হয়, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহার জন্য জীবিকা বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। ১২। তিনি নুহাকে ধর্মের যে কিছু আদেশ করিয়াছিলেন তাহা তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন, এবং তোমার প্রতি আমি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি, এবং এব্রাহিম ও মুসা, ঈসাকে যে উপদেশ করিয়াছি যে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, এবং তাহাতে বিচ্ছিন্ন হইও না, তাহা (তোমাদের জন্য নির্ধারিত,) যাহার দিকে তুমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক অংশীবাদীদিগের প্রতি তাহা গুরুতর, পরমেশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন আপনার নিকটে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যে ব্যক্তি পুনর্মিলিত হয় তাহাকে আপনার দিকে পথ প্রদর্শন করেন। ১৩। এবং তাহাদের নিকটে জ্ঞানাগমের পর আপনাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতাবশতঃ ভিন্ন তাহারা বিচ্ছিন্ন

অক্ষরাবলীর সাঙ্কেতিক অর্থ ক্রমান্বয়ে দগ্ধ হওয়া, ভয়স্থান, শাস্তির রূপান্তর হওয়া, প্রস্তর নিক্ষেপ করা। এই বর্ণাবলীর অবতরণ হইলে হজরতের মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পায়। কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমার মণ্ডলী সম্বন্ধে যাহা ঘটিবে সে বিষয়ে আমাকে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন যে, এই সকল বর্ণ ক্রমান্বয়ে কৌশলময়, গৌরবান্বিত জ্ঞানময় দ্রষ্টা ও শক্তিপূর্ণ ঈশ্বরের এই কয় গুণবাচক শব্দের আদি বর্ণ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সাঙ্কেতিক অর্থও হয়। (ত, হো,)

হয় নাই,* নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত (অবকাশ দান বিষয়ে) তোমার প্রতিপালকের বাক্য পূর্বে প্রচার না হইলে অবশ্য তাহাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি, হইত. নিশ্চয় তাহাদের পরে যাহাদিগকে গ্রন্থের উত্তরাধিকারী করা গিয়াছে তাহারা তদ্বিষয়ে উৎকণ্ঠাজনক সন্দেহের মধ্যে আছে ১৪। অনন্তর এই (ধর্মের) জন্য তুমি আহ্বান করিতে থাক, যেরূপ তুমি আদিষ্ট হইয়াছ তদ্রূপ স্থিতি কর, এবং তাহাদিগের বাসনার অনুসরণ করিও না. এবং বল. "গ্রন্থের যে কিছু ঈশ্বর অবতারণ করিয়াছেন আমি তৎপ্রতি বিশ্বাস করিলাম. এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে. তোমাদের মধ্যে বিচার করিব ; পরমেশ্বর তোমাদের প্রতিপালক ও আমাদের প্রতিপালক. আমাদের জন্য আমাদের কার্য (কার্যের ফল) ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য. তোমাদের ও আমাদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা নাই পরমেশ্বর আমাদের মধ্যে সম্মিলন সংস্থাপন করিবেন, এবং তাঁহার দিকেই পুনর্মিলন" । ১৫ । এবং যাহারা ঈশ্বরের (ধর্ম) সম্বন্ধে তাহা গ্রহণ করার পর বাগ্বিতণ্ডা করে, তাহাদের বাগ্বিতণ্ডা তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে অমূলক, এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধ এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি হয়। ১৬। সেই ঈশ্বর যিনি সত্যভাবে গ্রন্থ ও পরিমাণযন্ত্র অবতারণ করিয়াছেন† এবং প্রকৃতপক্ষে কিসে তোমাকে জ্ঞাপন করিয়াছে যে. বস্তুতঃ কেয়ামত সন্নিহিত। ১৭। যাহারা তৎপ্রতি (কেয়ামতের প্রতি) বিশ্বাস রাখে না তাহারা তাহা সত্বর প্রার্থনা করে. ও যাহারা বিশ্বাস রাখে তাহারা তাহা হইতে ভীত হয়, এবং জানে যে উহা সত্য. জানিও নিশ্চয় যাহারা পুনরুত্থান সম্বন্ধে বাগ্বিতণ্ডা করিয়া থাকে তাহারা দূরতর পথভ্রান্তির মধ্যে আছে। ১৮। পরমেশ্বর আপন দাসমণ্ডলীর প্রতি দয়াবান, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন উপজীবিকা দিয়া থাকেন. তিনি শক্তিমান্ এবং পরাক্রান্ত। ১৯। (র. ২, আ, ১০)

যে ব্যক্তি পারলৌকিক কৃষিক্ষেত্র ইচ্ছা করে আমি তাহার জন্য তাহার কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি দান করি এবং যে ব্যক্তি সাংসারিক ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা করে আমি তাহার কিছু তাহাকে দান করিয়া থাকি. কিন্তু পরলোকে তাহার জন্য কোন ভাগ নাই। ২০। তাহাদের কি এমন অংশী সকল আছে যে. তাহাদের জন্য ধর্মের (এরূপ) কোন বিধি নির্ধারণ করিয়াছে যাহা ঈশ্বর আদেশ করেন নাই ? এবং যদি (ঈশ্বরের) মীমাংসা বাক্য না হইত তবে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত, নিশ্চয় যাহারা অত্যাচারী তাহাদের জন্য দুঃখকরী শাস্তি আছে। ২১। তুমি অত্যাচারীদিগকে দেখিবে যে, তাহারা যাহা করিয়াছে তজ্জন্য ভয়াকুল আছে, এবং উহা তাহাদের প্রতি সংঘটনীয়, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে তাহারা স্বর্গোদ্যান সকলে থাকিবে, তাহারা যাহা আকাঙ্ক্ষা করে আপন প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য তাহা আছে, ইহা সেই মহা উন্নতি। ২২। যাহারা বিশ্বাস

---

* অর্থাৎ আদ, সমুদ প্রভৃতি পূর্বতনমণ্ডলী এবং ইহুদী ও ঈসায়ী সম্প্রদায় প্রেরিত পুরুষদিগের নিকটে তওরাত ও ইঞ্জিল প্রভৃতি ধর্ম পুস্তকের জ্ঞান লাভ করিয়া শত্রুতাবশতঃ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া কুপথগামী হইয়াছে। (ত. হো.)

† এ স্থলে প্রকৃতপক্ষে পরিমাণযন্ত্র অর্থে ন্যায়পরতা, ঈশ্বর হিতাহিত বিচারের জন্য ন্যায়পরতাকে প্রেরণ করিয়াছেন ও তাহার তত্ত্ব গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এ স্থানে পরিমাণযন্ত্র হজরত মোহম্মদ, ন্যায়বিচারের বিধি তাঁহাতেই আশ্রয় করিয়াছে। (ত, হো,)

স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে সেই স্বীয় দাসদিগকে পরমেশ্বর যে সুসংবাদ দান করেন তাহা ইহা, তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) "স্বগণের প্রতি প্রণয় স্থাপন ব্যতীত আমি এই (কোরআন) সম্বন্ধে কোন পারিশ্রমিক তোমাদের নিকটে প্রার্থনা করি না ; এবং যে ব্যক্তি শুভাচরণ করে আমি তাহাতে তাহার জন্য শুভ বর্ধিত করিয়া থাকি, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল মর্মজ্ঞ*। ২৩। তাহারা কি বলে যে, (প্রেরিত পুরুষগণ) ঈশ্বর সম্বন্ধে অসত্য রচনা করিয়াছে ? অনন্তর ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে তোমরা মনের উপর মোহর করিবেন, এবং ঈশ্বর অসত্যকে লুপ্ত করেন ও স্বীয় বাক্য দ্বারা সত্যকে স্থিরীকৃত করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি অন্তরের রহস্যবিৎ। ২৪। এবং তিনিই যিনি স্বীয় দাসদিগের পুনর্মিলন গ্রহণ করেন ও পাপ সকল ক্ষমা করিয়া থাকেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক তিনি তাহার জ্ঞাতা। ২৫। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে তিনি তাহাদের (প্রার্থনা) গ্রাহ্য করেন ও স্বীয় করুণাগুণে তাহাদিগকে অধিক দান করিয়া থাকেন, এবং (এই যে) ধর্মদ্রোহিগণ, তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে। ২৬। এবং যদি পরমেশ্বর স্বীয় দাসদিগের জন্য উপজীবিকা বিস্তৃত করিতেন তবে অবশ্য তাহারা ধরাতলে বিপ্লব করিত, কিন্তু তিনি যাহা চাহেন সেই পরিমাণে (জীবিকা) অবতারণ করেন, নিশ্চয় তিনি স্বীয় দাসমণ্ডলী সম্বন্ধে জ্ঞাতা দ্রষ্টা। ২৭। এবং তিনিই যিনি তাহাদের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং স্বীয় দয়াকে বিকীর্ণ করিয়া থাকেন ও তিনি প্রশংসিত বন্ধু। ২৮। এবং স্বর্গ-মর্তের সৃষ্টি ও উভয়ের মধ্যে যে জন্তু সকল বিস্তার করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত, এবং তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন, তখন তাহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ। ২৯। (র, ৩ ; আ, ১১)

এবং তোমাদিগকে যে কোন দুঃখ আশ্রয় করে তোমাদের হস্ত যে (পাপ) অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহা তজ্জন্য হয়, এবং তিনি অধিকাংশ (পাপ) ক্ষমা করেন*। ৩০। এবং তোমরা পৃথিবীতে (ঈশ্বরের) পরাভবকারী নও, এবং তোমাদের জন্য ঈশ্বর ব্যতীত কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই। ৩১। এবং সাগরে তরণী সকল গিরিশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। ৩২। তিনি ইচ্ছা

* হজরত মদীনায় চলিয়া আসিলে পর আন্সার সম্প্রদায়স্থ প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, "আপনি আমাদের ভাগিনেয় ও আমাদের ধর্মনেতা, আমরা দেখিতেছি যে, আপনার ব্যয় অধিক আয় অল্প। যদি আপনি আদেশ করেন তবে আমরা স্বীয় ন্যায়োপার্জিত কিছু অর্থ আনিয়া আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা আপনি আবশ্যক মতে ব্যয় করিবেন, তাহাতে অর্থ সম্বন্ধে আপনার মনের ভার লাঘব হইবে"। এতদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, যথা—হে মোহম্মদ, তুমি বল যে, প্রচার সম্বন্ধে আমি কাহারও নিকটে পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করি না, কেবল স্বগণের নিকটে বন্ধুতা আকাঙ্ক্ষা করি। অর্থাৎ কোরেশ দলের উচিত যে, আমি যে তাহাদের স্বগণ-কুটুম্ব তজ্জন্য আমাকে ভালবাসে, আমার কার্যে বাধা না দেয় ও আমার সঙ্গে শত্রুতা না করে। (ত, হো,)

* মহাত্মা আলী বলিয়াছেন যে, এই বচন অত্যন্ত আশাজনক। ঈশ্বর বলিতেছেন, কোন কোন পাপের জন্য বিশ্বাসীদিগের প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইবে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ পাপ ক্ষমা করা যাইবে। (ত, হো,)

করিলে বায়ুকে নিবৃত্ত করেন, তখন তাহার (সমুদ্রের) পৃষ্ঠোপরি (নৌকা সকল) স্থির হয়, নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক সহিষ্ণু ও কৃতজ্ঞ লোকদিগের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ৩৩।+অথবা তিনি তাহারা যে (অপকর্ম) করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদিগকে বিনাশ করেন, এবং অধিকাংশ (অপরাধ) ক্ষমা করিয়া থাকেন। ৩৪।+ এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিরোধ করে তাহারা (ঈশ্বরের প্রতিফল দান যে কি তাহা) জানিবে, তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই। ৩৫। অনন্তর তোমাদিগকে যে কোন বস্তু দেওয়া গিয়াছে (উহা) পার্থিব জীবনের ফললাভ, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি নির্ভর করিতেছে তাহাদের জন্য ও যাহারা গুরুতর পাপ হইতে ও দুরাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, এবং যখন ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করিয়া থাকে, এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের (আজ্ঞা) গ্রাহ্য করে ও উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখে তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে তাহা কল্যাণকর ও অধিকতর স্থায়ী ; এবং তাহাদের কার্য আপনাদের মধ্যে পরামর্শমতে হয় ও তাহাদিগকে আমি যে উপজীবিকা দিয়াছি তাহারা তাহা ব্যয় করিয়া থাকে। ৩৬+৩৭+৩৮। এবং যখন যাহাদের প্রতি নিপীড়ন উপস্থিত হয় তাহারা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (তাহাদের জন্য)। ৩৯। এবং অপকারের বিনিময়ে তৎসদৃশ অপকার, পরন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও সন্ধি স্থাপন করে, পরে ঈশ্বরের নিকটে তাহার পুরস্কার আছে, নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদিগকে প্রেম করেন না। ৪০। এবং নিশ্চয় নিজে উৎপীড়িত হওয়ার পর যাহারা প্রতিহিংসা করে ইহারাই, ইহাদের উপর (ভৎসনার) কোন পথ নাই। ৪১। যাহারা মানবমণ্ডলীর প্রতি অত্যাচার করে, এবং ধরাতলে নিরর্থক উৎপাত করিয়া থাকে তাহাদের প্রতি পথ আছে এতদ্ভিন্ন নহে, ইহারাই, ইহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ৪২। এবং অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই ইহা প্রার্থিত কার্য সকলের অন্তর্গত। ৪৩। (র, ৪ ; আ, ১৪)

এবং যাহাকে ঈশ্বর পথভ্রান্ত করেন, পরে তদভাবে তাহার জন্য কোন বন্ধু নাই, এবং তুমি অত্যাচারীদিগকে দেখিবে যে, যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে বলিবে, "ফিরিয়া যাওয়ার দিকে কি কোন পথ আছে" ? ৪৪। এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহার (নরকের) দিকে হীনতায় কাতর করতঃ উপস্থিত করা যাইতেছে, অর্ধনিমীলিত নয়নকোণে তাহারা দেখিতেছে, এবং বিশ্বাসী লোকেরা বলিবে, "নিশ্চয় যাহারা কেয়ামতের দিনে আপন জীবনকে ও আপন পরিজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে তাহারাই ক্ষতিকারক," জানিও নিশ্চয় অত্যাচারিগণ চির শাস্তিতে থাকিবে। ৪৫। এবং ঈশ্বর ব্যতীত তাহাদের কোন সহায় হইবে না যে, তাহাদিগকে সাহায্য দান করিবে, এবং ঈশ্বর যাহাকে পথভ্রান্ত করেন অনন্তর তাহার জন্য কোন পথ নাই। ৪৬। ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহার প্রতিনিবৃত্তি নাই সেই দিন আসিবার পূর্বে তোমরা আপন প্রতিপালকের (আজ্ঞা) গ্রাহ্য কর, সেই দিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়ভূমি নাই, এবং তোমাদের কোন অসম্মতির (স্থল) নাই। ৪৭। অনন্তর যদি তাহারা বিমুখ হয় তবে (জানিও) তাহাদের প্রতি আমি তোমাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করি নাই, প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি (কোন ভার) নাই এবং নিশ্চয় যখন আমি আপন সন্নিধান হইতে দয়া মনুষ্যকে আস্বাদন করাই, তখন সে তাহাতে আহ্লাদিত হয়, এবং তাহার হস্ত যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে, (যে দুষ্কর্ম করিয়াছে,) তজ্জন্য যদি তাহার প্রতি অকল্যাণ উপস্থিত হয় তবে নিশ্চয় সেই মনুষ্য ঈশ্বর-বিরোধী হইয়া থাকে। ৪৮। স্বর্গ ও পৃথিবীর সম্যক্ রাজত্ব

ঈশ্বরেরই, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যাহাকে ইচ্ছা করেন কন্যা দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন পুত্র দান করিয়া থাকেন। ৪৯। +অথবা তাহাদের সহিত পুত্র ও কন্যা সম্মিলিত করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন বন্ধ্যা করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তিনি শক্তিমান জ্ঞানী। ৫০। এবং অনুপ্রাণন দ্বারা বা যবনিকার অন্তরাল হইতে ভিন্ন কোন মনুষ্যের (অধিকার) নাই যে, ঈশ্বর তাহার সঙ্গে কথা কহেন, অথবা তিনি প্রেরিত পুরুষ (স্বর্গীয় দূত) প্রেরণ করেন, পরে সে তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে ইচ্ছানুরূপ অনুপ্রাণন করিয়া থাকে, নিশ্চয় তিনি উন্নত কৌশলময়। ৫১। এবং এইরূপে আমি তোমার প্রতি স্বীয় বাণীযোগে কোরআন প্রত্যাদেশ করিয়াছি, গ্রন্থ কি ও ধর্ম কি তুমি জানিতে না, কিন্তু আমি তাহাকে (প্রত্যাদেশকে) আলোক স্বরূপ করিয়াছি, আপন দাসদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করি তদ্দ্বারা আমি পথপ্রদর্শন করিয়া থাকি এবং নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাক। নিখিল স্বর্গে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে তাহা যাহার, সেই ঈশ্বরেরই পথ, জানিও ঈশ্বরের দিকে ক্রিয়া সকলের প্রত্যাবর্তন। ৫২+৫৩। (র, ৫ ; আ, ৯)

সূরা জোখ্‌রোফ*

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়

৮৯ আয়াত, ৭ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হাম†। ১। দেদীপ্যমান্ গ্রন্থের শপথ। ২। নিশ্চয় আমি ইহাকে আরব্য কোরআনরূপে সৃষ্টি করিয়াছি যে, তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতেছ। ৩। এবং নিশ্চয় ইহা মূল গ্রন্থের (স্বর্গে সংরক্ষিত গ্রন্থের) ভিতরে আমার নিকট আছে, নিশ্চয় (ইহা) সমুন্নত বৈজ্ঞানিক। ৪। অনন্তর তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী দল বলিয়া আমি কি তোমাদিগ হইতে (হে কোরেশগণ,) উপদেশকে অপসারিত করিব‡? ৫।

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† ব্যবচ্ছেদক বর্ণাবলী বিজ্ঞাপন ও উদ্বোধন উদ্দেশ্যে হয়, তাহা শ্রবণে শ্রোতার চৈতন্যোদয় হইয়া থাকে। এ স্থলে হা ও মিম বর্ণদ্বয় কোরআনের মহাবাক্য শ্রবণের উত্তেজনাসূচক। কশফোল্ আস্রারে উক্ত হইয়াছে যে, হার লক্ষ্য ঈশ্বরের জীবন ও মিমের লক্ষ্য তাঁহার রাজত্ব। অক্ষয় জীবন ও অবিনশ্বর রাজত্বের শপথ স্মরণ করা যাইতেছে, ইহার এই মর্ম। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তোমরা কোরআনের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতেছ ও অসত্য বলিতেছ, তজ্জন্য আমি প্রত্যাদেশ নিবারণ করিব না, বরং ক্রমশঃ তাহা প্রেরণ করিব। তোমাদের বিদ্রোহাচরণের জন্য কোরআনকে স্বর্গে প্রত্যাহার করিব না। আমি জানিতেছি যে, এমন এক জাতি শীঘ্র আসিবে যে, তাহারা ইহাকে মান্য করিবে, এবং ইহার উপদেশানুযায়ী আচরণ করিবে। (ত, হো,)

এবং পূর্বতন লোকদিগের প্রতি আমি বহু সংবাদবাহক প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৬। অনন্তর এমন কোন তত্ত্ববাহক তাহাদের নিকটে আসে নাই যে, তাহারা তাহার প্রতি ব্যঙ্গ করে নাই। ৭। পরে তাহাদিগ অপেক্ষা আক্রমণে প্রবলতর লোকদিগকে আমি বিনাশ করিয়াছি, এবং পূর্ববর্তী লোকদিগের দৃষ্টান্ত (বর্ণিত) হইয়াছে। ৮। এবং যদি তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, "কে ভূলোক ও নিখিল স্বর্গলোক সৃজন করিয়াছেন"? তাহারা অবশ্য বলিবে যে, "পরাক্রান্ত জ্ঞানী (ঈশ্বর) এ সকল সৃজন করিয়াছেন"। ৯। + তিনিই যিনি তোমাদের জন্য ধরাকে শয্যা করিয়াছেন ও তন্মধ্যে তোমাদের জন্য বর্ত্ম সকল করিয়াছেন যেন তোমরা পথ প্রাপ্ত হও। ১০। এবং যিনি আকাশ হইতে পরিমিতরূপে বারিবর্ষণ করিয়াছেন, পরে তদ্দ্বারা আমি মৃত নগরকে (তৃণ-গুল্মাদির উদ্গমে) জীবিত করিয়াছি, এইরূপ (কবর হইতে) তোমরা বহির্গত হইবে। ১১। এবং যিনি বহুবিধ (জীবজন্তু) সর্বতোভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য নৌকা ও পশু সকলকে যাহার উপর তোমরা আরোহণ করিয়া থাক সৃজন করিয়াছেন ১২। + যেন তাহার পৃষ্ঠোপরি তোমরা আরোহণ কর তৎপর যখন তদুপরি আরূঢ় হও তখন আপন প্রতিপালকের (প্রদত্ত) সম্পদ স্মরণ করিও, এবং বলিও, "যিনি আমাদের জন্য ইহা অধিকৃত করিয়াছেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সমর্থ ছিলাম না, পবিত্রতা তাঁহারই"* । ১৩। এবং নিশ্চয় আমরা আপন প্রতিপালকের দিকে পুনর্মিলন-কারী। ১৪। এবং তাহারা তাঁহার জন্য তাঁহার দাসমণ্ডলী হইতে অংশ (সন্তান) নিরূপণ করিয়াছে, নিশ্চয় মনুষ্য স্পষ্ট ধর্মদ্রোহী†। ১৫। (র, ১; আ, ১৫)

যাহা সৃষ্টি করেন তাহা হইতে কি তিনি কন্যাগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও তোমাদিগকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন? ১৬। এবং ঈশ্বরের জন্য যে সাদৃশ্য বর্ণন করিয়াছে তদ্বিষয়ে (তদ্বিরুদ্ধে) যখন তাহাদের এক ব্যক্তি বিজ্ঞাপিত হয় তখন তাহার মুখ মলিন হইয়া যায়, এবং বিষাদপূর্ণ হয়। ১৭। যে ব্যক্তি বিভূষণে প্রতিপালিত এবং যে কলহে অপ্রকাশিত তাহাকে কি (ঈশ্বর পুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন?)‡। ১৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের কিংকর সেই দেবতাদিগকে তাহারা

---

* যখন হজরত অশ্বের রেকাবে পদ স্থাপন করিতেন তখন, "বেস্‌মোল্লা" বলিতেন, এবং যখন তাহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিতেন তখন "অল্‌হম্‌দলেল্লাহে" বচন উচ্চারণ করিতেন, সর্বাবস্থায় "সব্‌হানহু" (পবিত্রতা তাঁহার) বলিতেন। আরোহীর উচিত যে, "অল্‌হম্‌-দলেল্লাহে" উচ্চারণ করেন। (ত, হো,)

† ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব, মহিমা ও জ্ঞান স্বীকার করিয়াও কাফেরগণ মূর্খতাবশতঃ তাঁহার সন্তান হইয়াছে এরূপ বলে, দেবতাদিগকে তাঁহার কন্যা বলিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে, শরীরিক প্রকৃতি হইতে সন্তান উৎপত্তি হয়, কিন্তু তিনি দৈহিক প্রকৃতি বিজিত, সমুদয় দেহের স্রষ্টা। (ত, হো.)

‡ "যে ব্যক্তি বিভূষণে প্রতিপালিত", অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেশ-ভূষা ও বিলাস-আমোদে লালিত-পালিত হয় সে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষমতা রাখে না, এবং যে তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদস্থলে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারে না ঈশ্বর কি এরূপ ব্যক্তিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করেন? আরব্য অনেকেশ্বরবাদী লোকেরা বীরত্ব ও

নারী স্থির করিয়াছে, তাহাদের সৃষ্টির সময়ে তাহারা কি উপস্থিত ছিল? অবশ্য তাহাদের সাক্ষ্য লেখা যাইবে ও প্রশ্ন করা হইবে*। ১৯। এবং তাহারা বলিল, "যদি ঈশ্বর চাহিতেন তবে আমরা তাহাদিগকে অর্চনা করিতাম না;" এ বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা অসত্য ভিন্ন বলে না†। ২০। তাহাদিগকে কি আমি তাহার (কোরআনের) পূর্বে কোন গ্রন্থ দান করিয়াছি, পরে তাহারা তাহার অবলম্বনকারী হইয়াছে‡? ২১। বরং তাহারা বলে যে, নিশ্চয় আমরা আপন পিতৃপুরুষদিগকে এক রীতিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পদচিহ্নেতে পথ প্রাপ্ত। ২২। এইরূপ তোমার পূর্বে (হে মোহম্মদ,) আমি এমন কোন গ্রামে কোন ভয়প্রদর্শককে প্রেরণ করি নাই যে, তাহার সম্পন্ন লোকেরা বলে নাই যে, "নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এক রীতিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাহাদের পদচিহ্নের অনুসরণকারী"। ২৩। (প্রেরিত পুরুষ) বলিয়াছিল, "আপন পিতৃপুরুষদিগকে তোমরা যে বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম যদিচ তোমাদের নিকটে আনয়ন করিয়াছি (তথাপি কি তোমরা পিতৃপুরুষদিগের অনুসরণ করিতেছ)"? তাহারা বলিয়াছিল, "তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় আমরা বিরোধী"। ২৪। অনন্তর আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি, পরে দেখ মিথ্যাবাদীদিগের কিরূপ পরিণাম হইয়াছে? ২৫। (র, ২; আ, ১০)

এবং (স্মরণ কর,) যখন এব্রাহিম স্বীয় পিতা ও জ্ঞাতিবর্গকে বলিয়াছিল "আমাকে যিনি সৃজন করিয়াছেন তাহাকে ব্যতীত তোমরা যাহাকে অর্চনা করিয়া থাক তৎপ্রতি নিশ্চয় আমি বীতরাগ, পরে একান্তই তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন$। ২৬-২৭। এবং তিনি তাহাকে (একত্ববাদের বাক্যকে) তাহার

বাগ্মিতার গর্ব করিত, কিন্তু প্রায়শঃ তাহারা এ দুই বিষয়ে বঞ্চিত থাকিত। (ত, হো,)

* হজরত কাফেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা কিরূপে জান যে, দেবগণ স্ত্রীলোক"? তাহারা বলিয়াছিল যে, "ইহা পিতা-পিতামহের মুখে শুনিয়াছি, এবং আমরা সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, তাহারা মিথ্যা বলেন নাই"। তাহাতে ঈশ্বর বলিলেন, "শীঘ্রই ইহাদের সাক্ষ্য লেখা যাইবে ও কেয়ামতে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে"। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পৌত্তলিকগণ বলে, "তাহাদিগকে পূজা করিতে পরমেশ্বর আমাদের সম্বন্ধে নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অনুমোদিত কার্য। অতএব তিনি তজ্জন্য আমাদিগকে শাস্তি দান করিবেন না"। বাস্তবিক তর্কস্থলে তাহারা মিথ্যা বলিতেছিল, পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর কখনও কোন ধর্মবিরোধীর ধর্মবিরুদ্ধ কার্যকে অনুমোদন করেন না। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, কোরআনের পূর্বে তাহাদিগকে এমন কোন গ্রন্থ দান করি নাই যে, উহা তাহাদের কথার সত্যতার প্রমাণ প্রদর্শন করিবে, তাহারা বুদ্ধির নিয়মানুসারেও কোন প্রমাণ রাখে না। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, যদি তোমরা পিতৃ-পুরুষদিগের মতানুসরণ করিয়া থাক তবে কেন তোমাদের পূর্ব পুরুষ এব্রাহিমের অনুসরণ করিতেছ না? (ত, হো,)

সন্তানগণের মধ্যে স্থায়ী বাক্য করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহারা কাফেরগণ) ফিরিয়া আসিবে*। ২৮। বরং ইহাদিগকে ও ইহাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে যে পর্যন্ত ইহাদের নিকটে সত্য (ধর্ম) ও দীপ্যমান প্রেরিতপুরুষ উপস্থিত হয় (ধন-সম্পত্তি ও দীর্ঘায়ুযোগে) আমি ফলভোগী করিয়াছি। ২৯। এবং যখন তাহাদের নিকটে সত্য উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, "ইহা ভোজবাজি, এবং নিশ্চয় আমরা তৎসম্বন্ধে বিরোধী"। ৩০। এবং তাহারা বলিল, এই দুই গ্রামের (মক্কা ও তায়েফের) কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি কেন এই কোরআন অবতারিত হইল না" ? ৩১। তোমার প্রতিপালকের কথা (প্রেরিতত্ব) তাহারা কি ভাগ করিতেছে ? আমি তাহাদের মধ্যে সাংসারিক জীবনে তাহাদের উপজীবিকা ভাগ করিয়াছি ও তাহাদের এক জনকে অন্য জনের উপর পদানুসারে উন্নত করিয়াছি যেন তাহাদের এক অন্যকে সুদৃঢ়রূপ গ্রহণ করে, তাহারা যাহা সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা তোমার প্রতিপালকের কৃপা শ্রেষ্ঠ। ৩২। তাহা না হইলে মানবমণ্ডলী (ধন সংগ্রহে) এক দল হইত, ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে তাহাদের জন্য অবশ্য আমি তাহাদের গৃহের নিমিত্ত রৌপ্যময় ছাদ এবং সোপানাবলী যাহার উপর পদস্থাপন করিয়া (উপরে) উঠে, এবং তাহাদের গৃহের দ্বার সকল ও সিংহাসন সকল যাহার উপর ভর দিয়া বসে প্রস্তুত করিতাম, বাহ্য শোভান্বিত (করিতাম,) এ সমুদায় পার্থিব জীবনের ভোগ ভিন্ন নহে, এবং তোমার প্রতিপালকের নিকটে ধর্মভীরুদিগের জন্য পরলোক হয়†। ৩৩+৩৪। ৩৫। (র, ৩, আ, ১০)

এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বর-স্মরণে শৈথিল্য করে, আমি তাহার জন্য পাপ-পুরুষ নির্ধারণ করি, পরে সে তাহার পারিষদ হয়। ৩৬। এবং নিশ্চয় তাহারা (পাপ-পুরুষগণ) তাহাদিগকে পথ হইতে নিবৃত্ত করে, এবং (মনুষ্য) মনে করে যে, তাহারা পথ প্রাপ্ত। ৩৭। এতদূর পর্যন্ত যে, যখন আমার নিকটে উপস্থিত হইবে তখন (শয়তানকে পাপী) বলিবে যে, "যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ন্যায় দূরতা থাকিত (ভাল ছিল.) অপিচ তুমি অসৎ সঙ্গী হও"। ৩৮। এবং (আমি বলিব,) অদ্য কখনও তোমাদিগকে ফল দর্শাইবে না, যখন তোমরা অত্যাচার করিয়াছ তখন তোমরা শান্তির মধ্যে পরস্পর অংশী হও। ৩৯। অনন্তর তুমি কি (হে মোহম্মদ,) বধিরকে শুনাইতেছ, বা অন্ধকে এবং সেই ব্যক্তিকে যে স্পষ্ট পথ ভ্রান্তিতে আছে পথ প্রদর্শন করিতেছ‡ ? ৪০। অনন্তর যদি আমি তোমাকে

---

* কেহ কেহ বলেন, এ স্থলে এব্রাহিমের সন্তান হজরত মোহম্মদ, এই বংশেই একত্ববাদ চির প্রতিষ্ঠিত থাকে। কেহ কেহ বলেন, পরমেশ্বর এব্রাহিমের বংশপরম্পরাতে একত্ববাদ স্থায়ী করিয়াছেন। (ত, হো,)

† সংসারের প্রতি অবজ্ঞাসূচক এই আয়াত, অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন যে, আমার নিকটে সংসারের কোন মূল্য ও মর্যাদা নাই। আমি উৎসাহ দিলে এরূপ হইত যে, লোক সকল সংসারের ধন-মান অন্বেষণ করিত ও তৎপ্রতি আসক্তিবশতঃ তাহা সংগ্রহে রত থাকিত, এবং এই কারণে সাধন-ভজন ও আনুগত্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া অধর্মাচারে রত হইত। যদি তাহাদের গৃহের সোপান, ছাদ ও দ্বার এবং সিংহাসন সকল স্বর্ণ রজতে নির্মাণ করিয়া দিতাম, তাহা হইলেও উহা পার্থিব জীবনের ক্ষণিক ভোগ ভিন্ন হইত না, কিন্তু ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বরের নিকটে পারলৌকিক সম্পদ লাভ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ কোরেশগণ সদ্ধর্মের অনুসরণ করিবে বলিয়া হজরতের মনে সম্পূর্ণ আশা

(এই পৃথিবী হইতে পূর্বে) লইয়াও যাই পরে নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতিশোধকারী হইব। ৪১। + অথবা তাহাদের প্রতি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি তোমাকে দেখাইব, পরিশেষে নিশ্চয় আমি তাহাদের উপর ক্ষমতাশালী হই। ৪২। অবশেষে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে তুমি তাহা অবলম্বন কর, নিশ্চয় তুমি সরল পথে আছ। ৪৩। এবং নিশ্চয় (কোরআন) তোমার জন্য ও তোমার দলের জন্য উপদেশ হয়, এবং অবশ্য তুমি (কেয়ামতে) জিজ্ঞাসিত হইবে। ৪৪। এবং আমি তোমার পূর্বে যাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি সেই আমার প্রেরিত পুরুষদিগের (বিষয়) জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর ব্যতীত (অন্য) উপাস্য কি আমি নির্ধারণ করিয়াছিলাম যে, পূজিত হইবে ? ৪৫। (র, ৪, আ, ১০)

এবং সত্য-সত্যই আমি মূসাকে আপন নিদর্শনাবলী সহ ফেরওন ও তাহার প্রধান পুরুষদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে সে বলিয়াছিল যে, "নিশ্চয় আমি অখিল জগতের প্রতিপালকের প্রেরিত"। ৪৬। অনন্তর যখন সে আমার নিদর্শনাবলী সহ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল অকস্মাৎ তাহারা তৎসম্বন্ধে হাস্য করিতে লাগিল। ৪৭। এবং আমি তাহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন প্রদর্শন করি নাই যে, তাহা তাহার সদৃশ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না, শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম যেন তাহারা ফিরিয়া আইসে। ৪৮। এবং তাহারা বলিয়াছিল, "হে জাদুকর, তুমি আপন প্রতিপালকের নিকটে তিনি তোমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা আমাদের জন্য প্রার্থনা কর ; নিশ্চয় আমরা পথ প্রাপ্ত*। ৪৯। অনন্তর যখন আমি তাহাদিগ হইতে শাস্তি দূর করিলাম তখন অকস্মাৎ তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল। ৫০। এবং ফেরওন আপন দলকে ডাকিয়া বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমার জন্য কি মেসরের রাজত্ব নয় ? এই পয়ঃপ্রণালী সকল আমার (প্রাসাদের) নিম্ন দিয়া কি প্রবাহিত হইতেছে না+ ? অনন্তর তোমরা কি দেখিতেছ না' ? ৫১। ভাল, সে নিকৃষ্ট তাহা অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ। ৫২। এবং সে স্পষ্ট কথা কহিতে সমর্থ নয়‡। ৫৩। অনন্তর কেন তাহার প্রতি সুবর্ণ

ছিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতে থাকেন, তাহাদেরও শত্রুতা ও অবজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, ইহাতেই ঈশ্বর এরূপ বলেন। (ত, হো,)

* যখন ফেরওনীয় দল দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনাদি দর্শন করিল, তখন তাহারা কাতর ভাবে মূসার নিকটে প্রার্থনা করিল, "তোমার প্রতি ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তুমি প্রার্থনা করিলে তিনি আমাদিগ হইতে শাস্তি দূর করিবেন, তবে সেই প্রার্থনা কর"। এ স্থলে জাদুকর সম্মানসূচক সম্বোধন। মেসরবাসীদিগের নিকটে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা বিশেষ গৌরবের বিদ্যা, জাদু করা প্রশংসিত গুণ ছিল। হে জাদুকর, অর্থাৎ হে মহাকার্যে নিপুণ বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার অগ্রণী। (ত, হো,)

+ ফেরওনের প্রাসাদের প্রান্তে নীলনদের স্রোত তিন শত ষাট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মোলুক প্রণালী, তুলুল প্রণালী, দমিয়াতু প্রণালী ও তানিস প্রণালী বৃহৎ ছিল। এই চারি জলস্রোত উদ্যানের ভিতর দিয়া ফেরওনের হর্ম্যমূলে প্রবাহিত হইত, তজ্জন্য সে গর্ব করিত। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ "মূসার জিহ্বা জড়তা প্রাপ্ত, সে স্পষ্টরূপে কথা উচ্চারণ করিতে পারে না"। দুরাত্মা ফেরওন এ কথা মিথ্যা বলিয়াছিল। যেহেতু ইতিপূর্বে

কেয়ূর নিক্ষিপ্ত হয় নাই, অথবা তাহার সঙ্গে সম্মিলিত দেবগণ আগমন করে নাই* ? ৫৪। অবশেষে সে আপন দলকে হতবুদ্ধি করিল, পরে তাহারা তাহার অনুগত হইল, নিশ্চয় তাহারা পাষণ্ড দল ছিল। ৫৫। অনন্তর যখন তাহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল, তখন আমি তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইলাম, পরে তাহাদিগকে যুগপৎ জলমগ্ন করিলাম। ৫৬।-।-অবশেষে আমি তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ লোকদিগের জন্য দৃষ্টান্ত ও অগ্রণী করিলাম। ৫৭। (র, ৫ ; আ, ১২)

এবং যখন মরয়মের পুত্রে (ঈসার) দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল তখন অকস্মাৎ তোমার জ্ঞাতিগণ (হে মোহম্মদ,) তাহাতে উচ্চধ্বনি করিল। ৫৮। এবং বলিল, “আমাদের উপাস্য দেবগণ শ্রেষ্ঠ, না সে” ? তাহারা বাদানুবাদচ্ছলে ভিন্ন উহা তোমার জন্য ব্যক্ত করে নাই, বরং তাহারা বিবাদকারী দল†। ৫৯। সে (ঈসা) ভৃত্য ভিন্ন নহে, তাহাকে আমি সম্পদ্ দান করিয়াছি, এবং বনি এস্রায়িলের জন্য তাহাকে দৃষ্টান্ত করিয়াছি। ৬০। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে অবশ্য তোমাদিগের পরিবর্তে দেবগণ সৃজন করিতাম যেন তাহারা ধরাতলে স্থলাভিষিক্ত হয়। ৬১। এবং নিশ্চয় সে (ঈসা) কেয়ামতের নিদর্শনস্বরূপ, অতএব তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করিও না, এবং তুমি বল (হে মোহম্মদ,) তোমরা আমার অনুসরণ কর, ইহাই সরল পথ‡। ৬২। এবং শয়তান তোমাদিগকে নিবৃত্ত না

ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার জিহ্বার গ্রন্থি উন্মুক্ত হইয়াছিল, তখন লোকের নিকট তাহা গুপ্ত ছিল। তাহারা তাঁহাকে পূর্ববৎ অস্পষ্টভাষী জানিত (ত, হো,)

* তৎকালে যাহারা প্রাধান্য ও নেতৃত্ব লাভ করিত তাহাদিগকে স্বর্ণময় কেয়ূর বাহুতে ও হার কণ্ঠে পরাইয়া দিত। এজন্য ফেরওন বলিল, মুসা যদি একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ও নেতা সত্য হয়, তবে কেন পরমেশ্বর তাহাকে কেয়ূর পরাইয়া দেন নাই ? (ত, হো,)

† হজরত মোহম্মদ কোরেশ জাতীয় প্রধান পুরুষদিগকে বলিয়াছেন, “ঈশ্বর ব্যতীত তোমরা যে অন্য বস্তুকে অর্চনা কর তদ্বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই”। তাহাতে তাহাদের কতকগুলি লোক বলিয়া উঠে যে, ঈশ্বর ব্যতীত ঈসা হন, তিনি ঈসায়ীদিগের উপাস্য, তুমি মনে কর ঈসা ঈশ্বরের সাধুভৃত্য, এ বিষয়ে তোমারও কোন শাস্ত্র নাই”। কোরেশগণ এই কথায় উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিল ও মনে করিল যে, হজরত পরাস্ত হইলেন। অনেকে বলিতে লাগিল যে, “ঈসা সৃষ্ট পদার্থ হইয়া ঈসায়ীদিগের উপাস্য হইয়াছে, অতএব আমাদের ঈশ্বরও সৃষ্ট পদার্থ হওয়া উচিত। যখন ঈসা ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিহিত হইয়াছে, তখন দেবগণ কেন ঈশ্বরের কন্যা হইতে পারিবেন না। যদি ঈসায়িদল ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঈসাকে পূজা করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় তবে আমরাও আমাদের দেবগণের সহিত অধোগতি প্রাপ্ত হইব”। (ত, হো,)

‡ কেয়ামতের প্রাক্‌কালে মিথ্যাবাদী দজ্জাল প্রবল হইয়া উঠিলে মহাপুরুষ ঈসা বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে দমস্ক নগরের পূর্বপ্রান্তে শুভ্র মনোমেণ্টের নিকটে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি দুই স্বর্গীয় দূতের ডানায় উভয় করতল স্থাপন করিয়া নামিবেন। তাঁহার পবিত্র কপোলে ঘর্মবিন্দু সকল প্রকাশ পাইবে, যখন মস্তক অবনত করিবেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে উহা বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইবে। এবং যখন মস্তক উন্নমিত করিবেন তখন নিদাঘ কণিকা সকল তাঁহার গণ্ডস্থলে মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইবে। তিনি যে

করুক, নিশ্চয় সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। ৬৩। এবং যখন ঈসা অলৌকিকতা সহ আগমন করিয়াছিল তখন বলিয়াছিল, "নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে (হে লোকসকল,) প্রকৃষ্ট জ্ঞানসহ উপস্থিত হইয়াছি, তোমরা যে কোন একটি বিষয়ে পরস্পর বিরোধ করিয়া থাক তাহা তোমাদের জন্য বর্ণন করিব, পরন্তু তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও আমার অনুসরণ কর। ৬৪। নিশ্চয় সেই ঈশ্বরই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক, অনন্তর তোমরা তাঁহাকে অর্চনা কর, ইহাই সরল পথ"। ৬৫। পরে সম্প্রদায় সকল আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ করিল, যাহারা অত্যাচার করিয়াছে দুঃখজনক দিনের শাস্তিবশতঃ তাহাদের জন্য আক্ষেপ। ৬৬। কেয়ামত যে অকস্মাৎ তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইবে তদ্ভিন্ন তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে না, এবং তাহারা বুঝিতেছে না। ৬৭। সেই দিবস ধর্মভিরুগণ ব্যতীত অন্য বন্ধুগণ তাহাদের এক অন্যের পরস্পর শত্রু। ৬৮। (র, ৬, আ, ৯)

হে আমার দাসগণ, অদ্য তোমাদের প্রতি ভয় হয় নাই, এবং তোমরা শোকগ্রস্ত হইবে না। ৬৯। যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, এবং মোসলমান ছিল। ৭০। (তাহাদিগকে বলা হইবে,) "তোমরা ও তোমাদের ভার্যাগণ সানন্দে স্বর্গে প্রবেশ কর"। ৭১। তাহাদের প্রতি বৃহৎ সুবর্ণপাত্র ও সোরাহী সকল পরিবেশন করা হইবে, তন্মধ্যে প্রাণ যাহা অভিলাষ করে, তাহা থাকিবে, এবং (বলা হইবে) চক্ষুও স্বাদ গ্রহণ করিবে, * এবং তোমরা তথায় নিত্য নিবাসী হইবে। ৭২। এবং ইহাই সেই স্বর্গ, তোমরা যাহা (যে সৎকর্ম) করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদিগকে তাহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। ৭৩। তোমাদের জন্য এ স্থানে প্রচুর ফল আছে, তাহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিতেছ। ৭৪। নিশ্চয় পাপিগণ নরকদণ্ডের মধ্যে নিত্য নিবাসী। ৭৫। তাহাদিগ হইতে (শাস্তি) শিথিল করা হইবে না, তাহাতে তাহারা তথায় নিরাশ হইয়া থাকিবে। ৭৬। এবং আমি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহারা অত্যাচারী ছিল। ৭৭। এবং তাহারা (নরকাধ্যক্ষকে) ডাকিয়া বলিবে, "হে প্রভু, উচিৎ যে, আমাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক মৃত্যুর আদেশ করেন;" সে বলিবে, "নিশ্চয় তোমরা (এ স্থলে) স্থায়ী"। ৭৮। সত্য-সত্যই

কাফেরের নিকটে উপস্থিত হইবেন তাহার মৃত্যু হইবে। অনন্তর তিনি দজ্জালের অনুসন্ধানে বাহির হইবেন, দজ্জাল আপনাকে ঈসা-মসিহ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। শামদেশে বাবলদ নামক গ্রামের নিকটে ঈসা দজ্জালকে প্রাপ্ত হইয়া বধ করিবেন। তখন দুর্দান্ত ইয়াজুজ ও মাজুজ নির্গত হইবে। মহাত্মা ঈসা তুরগিরিতে বিশ্বাসীদিগকে লইয়া যাইবেন, এবং সেই স্থানকে দুর্গ করিয়া থাকিবেন। তৎপর প্রলয় হইবে। অতএব জানা যায় যে, ঈসা কেয়ামতের পূর্বলক্ষণ স্বরূপ। (ত, হো,)

* যাহা দর্শনে আনন্দ হয়, নয়ন তদ্দর্শনেই স্বাদ গ্রহণ করে। প্রেমাস্পদের রূপ দর্শনেই চক্ষু আস্বাদপ্রাপ্ত ও পরিতৃপ্ত হয়। প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিক লোকের অনুরাগ যত প্রবল হয় দর্শনের আস্বাদন ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে। অনুরাগ প্রেমতরুর ফলস্বরূপ, যাহার যত প্রেম বাড়ে প্রেমাস্পদকে দেখিবার অনুরাগ ও স্পৃহা তাহার তত বৃদ্ধি পায়, সে তত দর্শনের রস আস্বাদন করিতে থাকে। স্বর্গবাসিগণ স্বর্গে প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের দর্শনের রস আস্বাদন করিবেন। (ত, হো,)

তোমাদের নিকটে আমি সত্য আনয়ন করিয়াছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যের উদ্দেশ্যে অসন্তুষ্ট। ৭৯। তাহারা কি কোন কার্যে সচেষ্টিত হইয়াছে? অনন্তর নিশ্চয় আমি (তাহাদের কার্যের বিরুদ্ধে) সচেষ্টিত। ৮০। তাহারা কি মনে করিতেছে যে, আমি তাহাদের রহস্য ও তাহাদের গুপ্ত বাক্য শ্রবণ করি না? হাঁ (শ্রবণ করি,) এবং আমার প্রেরিতগণ তাহাদের নিকটে (বসিয়া) লিখিয়া থাকে। ৮১। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) "যদি ঈশ্বরের কোন সন্তান হইত তবে আমি (তাহার) সম্মানকারীদিগের মধ্যে প্রথম হইতাম*। ৮২। তাহারা যাহা বর্ণন করে তদপেক্ষা স্বর্গমর্তের প্রতিপালক সিংহাসনাধিপতির পবিত্রতা (অধিক)। ৮৩। পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তর্ক করুক ও যাহা অঙ্গীকৃত হইতেছে সেই দিনের সাক্ষাৎকার পর্যন্ত ক্রীড়ামোদ করিতে থাকুক। ৮৪। এবং তিনিই যিনি স্বর্গে উপাস্য ও পৃথিবীতে উপাস্য এবং তিনি কৌশলময় জ্ঞানী। ৮৫। এবং স্বর্গমর্তের ও উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে তাহার রাজত্ব যাঁহার, তিনি মহোন্নত ও তাঁহার নিকটে কেয়ামতের জ্ঞান, এবং তাঁহার দিকে তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ৮৬। এবং যে ব্যক্তি সত্যেতে সাক্ষ্য দান করিয়াছে সে ব্যতীত তাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে তাহারা শফাঅতের ক্ষমতা রাখে না, এবং তাহারা জানিতেছে। ৮৭। এবং যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, কে তাহাদিগকে সৃজন করিয়াছে? তবে অবশ্য তাহারা বলিবে, পরমেশ্বর; অনন্তর কোথা হইতে তাহারা ফিরিয়া যাইতেছে? ৮৮। এবং (প্রেরিত পুরুষ কর্তৃক) অনেক বলা হইয়া থাকে যে, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় ইহারা এমন এক দল যে, বিশ্বাস করিতেছে না"। (আমি বলিয়াছি,) অনন্তর তুমি তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, এবং সলাম বল, পরে অবশ্য তাহারা জানিতে পাইবে। ৮৯। (র, ৭; আ, ২২)

* এই আয়াতের মর্ম এই যে, যদি ঈশ্বরের কোন পুত্র থাকিত তবে স্পষ্ট প্রমাণে তাহা প্রমাণিত হইত, আমি তাহাকে সম্মান করিতাম। অর্থাৎ আমি যে সর্বদা ঈশ্বরকে গৌরব দান করিয়া থাকি, তাঁহার সন্তান থাকিলে সেই সন্তানের অবশ্য সম্মান করিতাম। বাস্তবিক তাঁহার কোন সন্তান নাই। একদিন হারেসের পুত্র নজর কোরেশ বংশীয় প্রধান পুরুষদিগের সভায় বসিয়া কোরআনের আয়াত বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিতেছিল। অলিদ মঘয়রা সেই সময়ে এস্‌লাম ধর্মগ্রহণে সমুদ্যত ছিল, সে সর্বদা কোরআনের প্রশংসা করিত। সে নজরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে দুঃখিত হইয়া বলে, "নজর, তুমি কোরআনের প্রতি উপহাস করিতেছ? মোহম্মদ অযথা উক্তি করেন না"। নজর বলিল, "আমিও সত্য বলি, মোহম্মদ বলে ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, আমিও তাহা বলি এবং দেবগণ তাঁহার কন্যা এই কথা তৎসঙ্গে যোগ করি"। এই উক্তি হজরত শুনিতে পান, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন, তাহাতে জেব্রিল উক্ত আয়াত আনয়ন করেন। নজর অলিদের নিকটে যাইয়া এই আয়াত পাঠ করিয়া বলে যে, মোহম্মদের ঈশ্বর আমার কথা সপ্রমাণ করিয়াছে। যথা, "যদি ঈশ্বরের কোন সন্তান থাকিত তবে আমি সম্মানকারীদিগের প্রথম হইতাম"। অলিদ এই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নির্বোধ, ঈশ্বর তোমার বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা নিষেধ অর্থে হয়, ইহার মর্ম ঈশ্বরের সন্তান নাই"। (ত, হো,)

সূরা দোখান*

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

৫৯ আয়াত, ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

হামক । ১ । দীপ্যমান গ্রন্থের শপথ । ২ । নিশ্চয় আমি তাহাকে শুভ-রজনীতে অবতারণ করিয়াছি, নিশ্চয় আমি ভয়প্রদর্শক ছিলাম । ৩ । তাহাতে (সেই রাত্রিতে) প্রত্যেক দৃঢ় কার্য নিষ্পত্তি করা হয়‡ । ৪ । আমি আপন সন্নিধান হইতে (সেই রজনীতে) আদেশ (অবতারণ করিয়াছি ।) নিশ্চয় আমি (তোমার) প্রেরক হই । ৫ । তোমার প্রতিপালকের দয়াবশতঃ (তাহা অবতারিত হইয়াছে) নিশ্চয় তিনি শ্রোতা জ্ঞাতা । ৬ । যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে (জানিও) তিনি স্বর্গ-মর্তের ও উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে, তাহার প্রতি-পালক । ৭ । তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই তিনিই বাঁচান ও মারেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদিগের প্রতিপালক । ৮ । এবং তাহারা সন্দেহের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে । ৯ । অনন্তর যে দিবস আকাশ স্পষ্ট

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

ক এ স্থলে "হাম" এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণের অর্থ, আমি স্বীয় প্রেমাস্পদদিগকে কৃপাগুণে সংরক্ষণ করিয়াছি ইত্যাদি । (ত, হো,)

‡ এই শুভরাত্রি "শবে কদর" নামক রাত্রি, এই রজনী বিশেষ কল্যাণ যুক্ত । এই রজনীতে মহাগ্রন্থ কোরআন যাহা ধর্ম ও সংসার সম্বন্ধীয় লাভের কারণ, এবং আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক অভীষ্ট সিদ্ধির হেতু, স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হইয়াছিল । এই রাত্রিতে কোরআনের অবতারণ দ্বারা ঈশ্বর পাপী-দিগের ভয়প্রদর্শক হইয়াছেন । অনেকে বলেন যে, "শবে বরাত" সেই শুভ-রাত্রি, উহা শাবান মাসের মধ্যভাগের রাত্রি । সেই রাত্রিতে দেবগণ অবতীর্ণ হন ও প্রার্থনা পরিগৃহীত হয়, বিবাদ মীমাংসিত ও সম্পদ্ বিতরিত হয়, এজন্য ইহা কল্যাণযুক্ত রাত্রি । সমুদায় রজনীর মধ্যে এই শবে বরাত এস্লাম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রেষ্ঠ রজনী । হাদিসে উক্ত হইয়াছে যে, এ সেই রজনীতে বনিকল্ বংশের ছাগ পশুদিগের রোমাবলীর সংখ্যানুসারে পাপীদিগের পাপ ক্ষমা হয়, এই রাত্রিতে জম্জমের জল বর্ধিত হইয়া থাকে । শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এই রজনীতে সাত রাকাত নমাজ পড়ে, পরমেশ্বর একশত স্বর্গীয় দূত তাহার প্রতি প্রেরণ করেন, ত্রিশ স্বর্গীয় দূত স্বর্গের সুসংবাদ দান অপর ত্রিশ দূত নরকের শাস্তি হইতে অভয় দান করেন, অন্য ত্রিশ জন সাংসারিক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, দশ স্বর্গীয় দূত তাহা হইতে শয়তানের প্রতারণা দূর করেন, এবং নিশীথে ঈশ্বরের দাসদিগের প্রতি সম্পদ্ সকল বিভাগ করেন । (ত, হো,)

ধূম আনয়ন করিবে, মানবমণ্ডলীকে আবৃত করিবে, তুমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাক, উহাই দুঃখজনক শাস্তি। ১০+১১। (তাহারা বলিবে,) "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগ হইতে শাস্তি উন্মোচন কর, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাসী হই"। ১২। তাহাদের উপদেশ গ্রহণ কিরূপ? এবং সত্যই তাহাদের নিকটে দীপ্যমান প্রেরিত পুরুষ আসিয়াছিল। ১৩।+তৎপর তাহা হইতে তাহারা মুখ ফিরাইল, এবং বলিল, "সে শিক্ষিত ক্ষিপ্ত"। ১৪। নিশ্চয় আমি অল্প শাস্তির উন্মোচনকারী হই, নিশ্চয় তোমরা (ধর্মদ্রোহিতায়) প্রত্যাবর্তনকারী হও*। ১৫+১৬। যে দিবস আমি মহা আক্রমণে আক্রমণ করিব, নিশ্চয় তখন আমি প্রতিশোধকারী হইব। ১৭। এবং সত্য-সত্যই আমি তাহাদের পূর্বে ফেরওনের দলকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের নিকটে গৌরবান্বিত প্রেরিত পুরুষ আসিয়া এইরূপ বলিয়াছিল যে, "ঈশ্বরের দাসদিগকে তোমরা আমার প্রতি অর্পণ কর, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষ। ১৮+১৯। +এবং ঈশ্বরের সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকটে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিব। ২০। এবং তোমরা যে আমাকে চূর্ণ করিবে (তজ্জন্য) নিশ্চয় আমি স্বীয় প্রতিপালকের ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ২১। এবং যদি আমাকে তোমরা বিশ্বাস না কর আমা হইতে সরিয়া যাও"। ২২। পরে সে স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়া বলিল যে, "ইহারা অপরাধী দল"। ২৩। অনন্তর (আমি বলিলাম,) "আমার দাসগণসহ তুমি রাত্রিতে চলিয়া যাও, নিশ্চয় তোমরা অনুসৃত হইবে। ২৪। এবং সুখে সাগর সমুত্তীর্ণ হও, নিশ্চয় তাহারা এমন এক সৈন্যদল যে নিমগ্ন হইবে†। ২৫। তাহারা বহু উপবন ও প্রস্রবণ এবং শস্যক্ষেত্র ও ধন-সম্পত্তি ও উৎকৃষ্ট গৃহনিচয় যথায় তাহারা আমোদ করিতেছিল পরিত্যাগ করিল। ২৬+২৭।+এইরূপে আমি অন্য দলকে (বনি এস্রায়িলকে) তাহার উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম। ২৮। অনন্তর তাহাদের প্রতি স্বর্গ ও পৃথিবী রোদন করে নাই, এবং তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই‡। ২৯। (র, ১; আ, ২৯,)

---

* কথিত আছে যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে আবু সুফিয়ান ও কতিপয় কোরেশ মদীনায় আগমন করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া হজরতকে বিশেষ অনুরোধ করে। হজরত প্রার্থনা করেন, তাহাতে দুর্ভিক্ষজনিত বিপদ্ দূর হয়, কিন্তু তাহারা পূর্ববৎ ধর্মের বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত থাকে। কেহ কেহ বলেন, ধূম কেয়ামতের নিদর্শন বিশেষ। যখন লোকসকল আর্তনাদ ও প্রার্থনা করিবে তখন চল্লিশ দিনের পর ধূম বিদূরিত হইবে, তাহারা পুনর্বার পূর্ববৎ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ ঈশ্বর মুসাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি উৎপীড়িত এস্রায়িল সন্তানদিগকে সঙ্গে করিয়া রজনীতে প্রস্থান কর। কিন্তু ফেরওন ও তাহার সম্প্রদায় সংবাদ পাইয়া ধরিবার জন্য তোমাদিগের অনুসরণ করিবে। তুমি সাগর কূলে যাইয়া সাগরে যষ্টি প্রহার করিও, তাহাতে সাগর বক্ষে শুষ্ক পথ প্রসারিত হইবে, এস্রায়িল বংশ নির্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইয়া যাইবে। তুমি পুনর্বার অর্ণব বক্ষে যষ্টির আঘাত করিও তাহা হইলে বারি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন ফেরওনের সৈন্যদল তোমাদের অনুসরণে সাগরে নামিয়া জলমগ্ন হইবে। (ত, হো,)

‡ হজরত বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ঈশ্বর-কিঙ্করের জন্য স্বর্গে দুই দ্বার আছে, এক

এবং সত্য-সত্যই আমি এস্রায়িল বংশকে ফেরওনের দুর্গতিজনক শাস্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছি, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘনকারীদিগের মধ্যে উদ্ধত ছিল। ৩০+৩১। এবং সত্য-সত্যই আমি জ্ঞানেতে তাহাদিগকে নিখিল জগতের উপর স্বীকার করিয়াছি। ৩২। এবং তাহাদিগকে কতক নিদর্শন দান করিয়াছি তন্মধ্যে যাহা স্পষ্ট পরীক্ষা ছিল (দিয়াছি)। ৩৩। নিশ্চয় ইহারা বলিয়া থাকে। ৩৪। +"আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত ইহা (পরিণাম) নহে, এবং আমরা পুনরুত্থানকারী নহি। ৩৫। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর"। ৩৬। তাহারা (কোরেশগণ,) কি শ্রেষ্ঠ, না তোব্বা' সম্প্রদায় ও যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল তাহারা? তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, নিশ্চয় তাহারা অপরাধী ছিল*। ৩৭। এবং আমি স্বর্গ ও মর্ত ও উভয়ের যাহা কিছু আছে ক্রীড়াচ্ছলে সৃজন করি নাই। ৩৮। সত্যভাবে ব্যতীত আমি উভয়কে সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বুঝিতেছে না। ৩৯। নিশ্চয় সেই বিচারের দিন তাহাদের একত্র হওয়ার সময়। ৪০। +যে দিন কোন বন্ধু বন্ধু হইতে কিছু ফল লাভ করিবে না, এবং যাহাকে ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়াছেন সে ব্যতীত তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না, নিশ্চয় তিনি সেই পরাক্রান্ত দয়ালু। ৪১+৪২। (র, ২; আ, ১৩)

নিশ্চয় জকুমবৃক্ষ। ৪৩। +অপরাধীদিগের খাদ্য। ৪৪। +তাহা উদরে দ্রবীভূত তাম্রের ন্যায় ও উষ্ণোদকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইবে। ৪৫+৪৬। (আমি স্বর্গীয় দূত-দিগকে বলিব,) "তাহাকে ধর, পরে নরকের ভিতরের দিকে আকর্ষণ কর। ৪৭। + তৎপর তাহার মস্তকের উপর উষ্ণোদকের শাস্তি সিঞ্চন কর। ৪৮। (বলিব,) আস্বাদন কর, নিশ্চয় তুমি (স্বীয় কল্পনায়) পরাক্রান্ত গৌরবান্বিত। ৪৯। নিশ্চয় যাহার প্রতি তুমি সন্দেহ করিতেছিলে এই তাহা। ৫০। নিশ্চয় ধার্মিক লোকেরা নিরাপদ স্থানে, উদ্যানে ও প্রস্রবণ সকলের মধ্যে থাকিবে। ৫১-৫২। + পরস্পর সম্মুখীন হইয়া সন্দোস ও আস্তাব্রক (উৎকৃষ্ট কৌষেয় বস্ত্রবিশেষ) পরিধান করিবে। ৫৩। + এইরূপ হইবে, এবং আমি তাহাদিগকে হুরেঈনা (বিশালনয়না) সঙ্গে বিবাহিত করিব। ৫৪। সেথায় নিরাপদে তাহারা প্রত্যেক ফলের প্রার্থী হইবে। ৫৫। + প্রথম মৃত্যু ভিন্ন সেথায় তাহারা মৃত্যু আস্বাদন করিবে না, এবং তিনি তাহাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা করিবেন। ৫৬। + তোমার প্রতিপালকের কৃপানুসারে ইহা সেই মহা কৃতার্থতা। ৫৭। অনন্তর তোমার রসনাযোগে আমি তাহাকে (কোরআনকে) সহজ করিয়াছি এতদ্ভিন্ন নহে, সম্ভবতঃ তাহারা উপদেশ গ্রহণ

দ্বার দিয়া উপজীবিকা অবতরণ করে, অন্য দ্বার দিয়া সৎকর্ম স্বর্গে আরোহণ করিয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার সম্বন্ধে উভয় দ্বারের কার্য বন্ধ হয়, তাহাতে দ্বার ক্রন্দন করে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আকাশের ক্রন্দন চতুর্দিক আরক্তিম হওয়া। বিশ্বাসীদিগের নেতা হোসেন করবলাতে নিহত হইলে স্বর্গ তাঁহার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিল। চতুর্দিক রক্তবর্ণ হওয়াই সেই ক্রন্দনের চিহ্ন। মহাপুরুষ মুসার পরলোক হইলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্বর্গ ও পৃথিবী রোদন করিয়াছিল। (ত, হো,)

* পূর্বকালে তোব্বা নামক একজন মহাপ্রতাপশালী অগ্নি উপাসক মদীনা আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঘটনা হইয়াছিল। দুইজন জ্ঞানবান্ লোকের উপদেশে তিনি একেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেন। (ত, হো,)

করিবে। ৫৮। অবশেষে তুমি প্রতীক্ষা করিতে থাক, নিশ্চয় তাহারাও প্রতীক্ষাকারী। ৫৯। (র, ৩ ; আ ১৭)

সূরা জাসিয়া*

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

৩৭ আয়াত, ৪ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হামিম†। ১ বিজ্ঞানময় পরাক্রান্ত (পরমেশ্বর) হইতে গ্রন্থের অবতরণ। ২। নিশ্চয় বিশ্বাসীদিগের জন্য দ্যুলোকে ও ভূলোকে নিদর্শনাবলী আছে। ৩। এবং তোমাদের হইতে ও স্থলচর ইতর জীবগণ হইতে যাহা (যে বিবিধ আকৃতি) বিকীর্ণ হয় তাহার সৃষ্টিতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ৪। +এবং দিবা রজনীর পরিবর্তনে ও ঈশ্বর আকাশ হইতে যে জীবিকা (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন, পরে তদ্দ্বারা ভূমিকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করেন তাহাতে, এবং বায়ুর সঞ্চারণে জ্ঞানিগণের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ৫। ঈশ্বরের এই নিদর্শনাবলী, (কোরআনের আয়াত সকল) আমি তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ) সত্যভাবে পাঠ করিতেছি, অনন্তর ঈশ্বরের (উপদেশ) ও তাঁহার নিদর্শনাবলীর পরে কোন্ কথাকে তাহারা বিশ্বাস করিতেছে? ৬। প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৭। + তাহার নিকটে ঐশ্বরিক নিদর্শন সকল পঠিত [illegible] সে [illegible] পরে নজর) শ্রবণ করে, তৎপর গর্বিতভাবে [illegible] থাকে, [illegible] শ্রবণ [illegible] অনন্তর তুমি তাহাকে দুঃখকর দণ্ডের সংবাদ দান কর। [illegible] এবং যখন সে আমার নিদর্শনাবলীর কিছু অবগত হয় তখন তাহাকে [illegible] তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে। ৯। তাহাদের [illegible] তাহারা [illegible] উপার্জন করিয়াছে তাহা ও ঈশ্বর [illegible] তাহাদের হইতে [illegible] [illegible] মহাশাস্তি আছে। ১০। এই (কোরআন) [illegible] তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ [illegible] শাস্তি আছে। ১১। (র, ১ ; আ, ১১)

সেই পরমেশ্বর [illegible] কবিয়াছেন, তাহাতে তন্মধ্যে পোত সকল [illegible] এবং তাহাতে তোমরা তাঁহার গুণে (জীবিকা) অন্বেষণ কর, সম্ভবতঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে। ১২। এবং স্বর্গে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু [illegible] তৎসমুদায় তিনি স্বতঃ তোমাদের জন্য

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† এ স্থলে এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণদ্বয় ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ত নাম। যথা—হ' অর্থে জীবন্ত ও রক্ষক, 'ম' অর্থে রাজা ও মহিমান্বিত। অথবা হ' শব্দের আদি আল্লা, ম' তাঁহার নিত্য রাজত্ব, এই দুই প্রকারেই বর্ণিত হয়। (ত, হো,)

বাধ্য করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল দলের নিদর্শনাবলী আছে। ১৩। বিশ্বাসীদিগকে তুমি (হে মোহম্মদ) বল, যাহারা ঐশ্বরিক দিন সকলের প্রত্যাশা রাখে না তাহাদিগকে যেন তাহারা উপেক্ষা করে, তখন তিনি এক দলকে তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য বিনিময় দান করিবেন*। ১৪। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়াছে পরে (তাহা) তাহার জীবনের জন্য হয়, এবং যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম করিয়াছে পরে তাহার প্রতি (উহা) হয়, তৎপর আপন প্রতিপালকের দিকে তোমরা পুনর্গমন করিবে। ১৫। এবং সত্য-সত্যই আমি এস্রায়িল বংশকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞান এবং প্রেরিতত্ব দান করিয়াছি, এবং বিশুদ্ধ বস্তু হইতে উপজীবিকা দিয়াছি, সমুদায় জগতের উপর তাহাদিগকে উন্নত করিয়াছি। ১৬। এবং আমি তাহাদিগকে (ধর্ম) বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ সকল দান করিয়াছি, তাহাদের নিকটে (ধর্ম) জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার পর আপনাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্রোহিতাবশতঃ ভিন্ন তাহারা বিরোধ করে নাই, অনন্তর তাহারা যে বিষয়ে বিরোধ করিতেছিল, তদ্বিষয়ে পুনরুত্থানের দিনে তোমার প্রতিপালক তাহাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন। ১৭। তৎপর আমি তোমাকে ধর্ম বিধির উপর স্থাপন করিয়াছি, অতএব তুমি তাহার অনুসরণ কর, এবং অজ্ঞানীদিগের বাসনার অনুবর্তন করিও না। ১৮। নিশ্চয় তাহারা তোমা হইতে ঈশ্বরের (শাস্তির) কিছুই নিরসন করিবে না, এবং নিশ্চিত অত্যাচারিগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, এবং ঈশ্বর ধর্মভীরুদিগের বন্ধু। ১৯। মানব মণ্ডলীর জন্য এই প্রমাণাবলী এবং বিশ্বাসীদলের জন্য ধর্মালোক ও অনুগ্রহ হয়। ২০। দুষ্ক্রিয়াশীল লোক কি ভাবিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে তাহাদের অনুরূপ করিব ? তাহাদের জীবন ও তাহাদের মৃত্যু তুল্য, তাহারা যাহা আদেশ করিয়া থাকে তা মন্দ†। ২১। (র, ২ ; আ, ১০)

এবং সত্যভাবে পরমেশ্বর স্বর্গ ও মর্ত সৃজন করিয়াছেন ও তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা যাহা উপার্জন করিয়াছে তজ্জন্য বিনিময় দেওয়া যাইবে, এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ২২। অনন্তর তুমি কি (হে মোহম্মদ,) সেই ব্যক্তিকে দেখ নাই যে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্য করিয়াছে, এবং জ্ঞান সম্বন্ধে পরমেশ্বর তাহাকে পথভ্রান্ত করিয়াছেন ও তাহার কর্ণে ও তাহার মনের উপর দৃঢ় বন্ধন এবং তাহার চক্ষুর উপর আবরণ রাখিয়াছেন ? পরে ঈশ্বরাভাবে কে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবে ? অনন্তর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ? ২৩। এবং তাহারা বলিয়াছে যে, 'আমাদিগের এই (জীবন) পার্থিব জীবন ভিন্ন নহে, আমরা মরি ও বাঁচি, এবং কাল ব্যতীত আমাদিগকে বিনাশ করে না ;" এ সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কল্পনা ভিন্ন করিতেছে না‡। ২৪। এবং যখন

---

* "যাহারা ঐশ্বরিক দিন সকলের প্রত্যাশা করে না," অর্থাৎ যাহারা স্বীয় মৃত্যুর দিনকে চিন্তা করে না। এ স্থলে পুনরুত্থান ও অন্ধকারের দিন ঐশ্বরিক দিন। কাফেরগণ আপনাদের এই মৃত্যুর দিনকে ভয় করে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ গৌরব ও সম্মানে অংশিবাদিগণ বিশ্বাসীদিগের তুল্য হইবে না। যাহারা বিশ্বাস সহকারে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা বিশ্বাসের সহিত জীবিত হইবে, এবং যাহারা অধর্মে মরিবে তাহারা অধর্মে পুনরুত্থিত হইবে। তাহারা যাহা আদেশ করে তাহা মিথ্যা ; অর্থাৎ তাহারা অংশিবাদ ও একত্ববাদকে তুল্য বলে। (ত, হো,)

‡ এই কথার বক্তারা পুনর্জন্মমতের বিশ্বাসী। তাহাদিগের মত এই যে, যে ব্যক্তির

তাহাদের নিকটে আমার উজ্জ্বল বচনাবলী পঠিত হয় তখন, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে আনয়ন কর" বলা ভিন্ন তাহাদের বিতর্ক হয় না*। ২৫। তুমি বল, "পরমেশ্বর তোমাদিগকে জীবিত রাখেন, তৎপর তোমাদিগের প্রাণ হরণ করেন, তৎপর কেয়ামতের দিনে তোমাদিগকে একত্র করিবেন, তাহাতে নিঃসন্দেহ, কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য বুঝিতেছে না। ২৬। (র, ৩; আ, ৫)

এবং ঈশ্বরেরই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব, এবং যে দিবস কেয়ামত স্থিতি করিবে সেই দিবস অসত্যবাদিগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ২৭। এবং তুমি প্রত্যেক মণ্ডলীকে (সভয়ে) জানুপরি উপবিষ্ট, প্রত্যেক মণ্ডলীকে স্বীয় পুস্তক (কার্যলিপির) দিকে আহূত দেখিতে পাইবে, (আমি বলিব,) "তোমরা যাহা করিতেছিলে অদ্য তাহার ফল দেওয়া যাইবে"। ২৮। আমার এই পুস্তক (কার্যলিপি) সত্যতঃ তোমাদের নিকটে বলিতেছে যে, তোমরা যাহা করিতেছিলে নিশ্চয় আমি তাহা লিখিতেছিলাম। ২৯। অনন্তর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে পরে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিবেন, ইহাই সেই স্পষ্ট কামনাসিদ্ধি। ৩০। কিন্তু যাহারা অধর্মাচরণ করিয়াছে তাহাদিগকে (বলিব) "অনন্তর তোমাদের নিকটে কি আমার নিদর্শন সকল পঠিত হয় নাই? পরে তোমরা গর্ব করিয়াছ, এবং তোমরা অপরাধী দল ছিলে"। ৩১। এবং যখন বলা হয় যে, "নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার এবং কেয়ামত সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই;" তোমরা বল, "আমরা জানি না কেয়ামত কি? ও আমরা (ইহা তোমাদের) কল্পনা ভিন্ন কল্পনা করি না, এবং আমরা প্রত্যয়কারক নহি"। ৩২। এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার অকল্যাণ সকল তাহাদের জন্য প্রকাশিত হইবে ও তাহারা যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল তাহা তাহাদিগকে ঘেরিবে। ৩৩। এবং বলা হইবে, "তোমরা যেমন তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলিয়া গিয়াছ তদ্রূপ অদ্য আমিও তোমাদিগকে ভুলিয়াছি, এবং তোমাদের স্থান অগ্নি ও তোমাদের কোন সাহায্যকারী নাই। ৩৪। ইহা সে জন্য যে, তোমরা ঈশ্বরের নিদর্শনাবলীর প্রতি ব্যঙ্গ করিয়াছ এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারণা করিয়াছে;" অনন্তর অদ্য তাহা হইতে (নরক হইতে) তাহারা বহিষ্কৃত হইবে না ও তাহাদের আপত্তি গৃহীত হইবে না। ৩৫। অনন্তর দ্যুলোক সকলের প্রতিপালক ও ভূলোকের প্রতিপালক ও নিখিল জগতের প্রতিপালক পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা। ৩৬। এবং দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁহারই মহত্ত্ব, এবং তিনি পরাক্রান্ত কৌশলময়। ৩৭। (র, ৪; আ, ১১)

মৃত্যু হয় তাহার আত্মা অন্য দেহ আশ্রয় করে, এবং পৃথিবীতে পুনঃ প্রকাশিত হয়, পুনর্বার প্রাণত্যাগ করিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। এতন্মতাবলম্বীরা মনে করে যে, শাকমুর নামক একজন প্রেরিত পুরুষ ছিলেন, তিনি এক সহস্র সপ্তশত দেহে আপনাকে দর্শন করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ কাফেরগণ বলে, "যদি মৃত্যুর পর কেয়ামতের সময় লোক সকল জীবিত হইয়া উঠে, তোমাদের এই কথা সত্য হয়, তবে আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকে পুনর্জীবিত কর"। তাহারা মূর্খতা ও ঈর্ষাবশতঃ এই কথা বলিয়া থাকে। ঈশ্বরের বিধি এই যে, নির্ধারিত সময় কেয়ামতে ব্যতীত কেহ পুনর্জীবিত হইবে না। (ত, হো,)

সূরা আহকাফ*

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

৩৫ আয়াত, ৪ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হামিম†। ১। পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় পরমেশ্বর হইতে গ্রন্থের অবতরণ। ২। আমি নির্দিষ্টকাল ও সত্যভাবে ব্যতীত নিখিল স্বর্গ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে যে কিছু আছে তাহা সৃজন করি নাই, যে (কেয়ামত) বিষয়ে ভয় প্রদর্শিত হইয়াছে, কাফেরগণ তাহার অগ্রাহ্যকারী। ৩। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) "ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে আহবান করিয়া থাক তাহাদিগকে কি দেখিয়াছ? আমাকে প্রদর্শন কর যে, তাহারা পৃথিবীর কি সৃষ্টি করিয়াছে স্বর্গনিচয়ে তাহাদের কি অংশ আছে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (প্রমাণ সূচক) ইহার পূর্বতন কোন গ্রন্থ অথবা জ্ঞানের কোন প্রসঙ্গ আমার নিকটে উপস্থিত কর"। ৪। এবং যাহারা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এমন ব্যক্তিদিগকে আহবান করে যে, কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে উত্তর দান করে না, এবং তাহাদের প্রার্থনায় উদাসীন, তাহাদিগ অপেক্ষা কে সমধিক পথভ্রান্ত? ৫। এবং যখন লোক সকল (কেয়ামতে) একত্রীকৃত হইবে, তখন (সেই উপাস্যগণ) তাহাদের শত্রু হইবে ও তাহাদের ভজনার অগ্রাহ্যকারী হইবে। ৬। এবং যখন তাহাদের নিকট আমার উজ্জ্বল বচন সকল পঠিত হয় তখন যাহারা সত্যের বিরোধী হইয়াছে তাহারা তাহাদের নিকটে (উহা) উপস্থিত হইলে বলে যে, "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে"। ৭। তাহারা কি বলে, "সে ইহা রচনা করিয়াছে"? তুমি বল, "যদিও আমি তাহা রচনা করিয়া থাকি, অনন্তর ঈশ্বরের পক্ষ হইতে তোমরা আমার সম্বন্ধে কিছুই করিতে পার না, তোমরা যে বিষয়ে (কথা) উপস্থিত করিয়া থাক তিনি তাহার সুবিজ্ঞাতা, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরই যথেষ্ট সাক্ষী, এবং তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু"। ৮। তুমি বল, "আমি প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে নূতন নহি, এবং আমি জানি না যে, আমার সম্বন্ধে ও তোমাদের সম্বন্ধে কি করা যাইবে, আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হয় আমি তাহার অনুসরণ ভিন্ন করি না, এবং আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক ভিন্ন নহি"‡। ৯। তুমি বল, "তোমরা কি দেখিয়াছ?

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† 'হা' বর্ণের লক্ষ্য ঈশ্বরের আজ্ঞা, মিমের লক্ষ্য তাঁহার রাজত্বের মহত্ত্ব। অর্থাৎ স্বীয় মহত্ত্ব সমন্বিত রাজ্য ও আজ্ঞার শপথ স্মরণ করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, আমার প্রতি বিশ্বাসী আছে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি শাস্তি দান করিব না। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, 'হা' অর্থে একত্ববাদীদিগের সংরক্ষণ, 'মিম' অর্থে তাঁহাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রসন্নতা। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ আমার পূর্বে অনেক প্রেরিত পুরুষ হইয়া গিয়াছেন, আমি নূতন প্রেরিত নহি, আমার কার্যে কেন তোমরা বাধা দাও? আমার মক্কায় থাকা

যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে কোরআন হয় ও তোমরা তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর, (তাহাতে কি ?) তাহার সদৃশ (গ্রন্থে) এস্রায়িল বংশে একজন সাক্ষ্য দান করিয়াছে, অনন্তর সে বিশ্বাসী হইয়াছে, এবং তোমরা গর্ব করিয়াছ, নিশ্চয় পরমেশ্বর অত্যাচারীদলকে পথ প্রদর্শন করেন না"*। ১০। (র, ১ ; আ, ১০)

এবং ধর্মদ্রোহিগণ বিশ্বাসীদিগকে বলিয়াছে, "(এই ধর্ম) যদি শ্রেষ্ঠ হইত তবে তাহারা ইহার দিকে আমাদিগকে অতিক্রম করিত না ;" এবং যখন তৎসম্বন্ধে তাহারা পথ প্রাপ্ত হয় নাই তখন অবশ্য বলিবে যে, ইহা পুরাতন অসত্য†। ১১। এবং ইহার পূর্বে মূসার গ্রন্থ অগ্রণী ও অনুগ্রহস্বরূপ হয়, এবং অত্যাচারীদিগকে ভয় প্রদর্শন ও হিতকারী লোকদিগকে সুসংবাদ দান করিতে আরব্য ভাষায় এই গ্রন্থ (মূসার গ্রন্থের) প্রমাণপ্রদ। ১২। নিশ্চয় যাহারা বলিয়াছে, 'আমাদের প্রতিপালক ঈশ্বর ;" তৎপর (ধর্মে) স্থির রহিয়াছে, পরে তাহাদের সম্বন্ধে কোন ভয় নাই, এবং তাহারা শোক করিবে না। ১৩। ইহারাই স্বর্গনিবাসী, তথায় নিত্যস্থায়ী, ইহারা যাহা করিতেছিল তদনুরূপ বিনিময় আছে। ১৪। এবং আমি মনুষ্যকে তাহার পিতা-মাতা সম্বন্ধে হিতানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছি, তাহাকে তাহার মাতা কষ্টে গর্ভে ধারণ করিয়াছে ও কষ্টে তাহাকে প্রসব করিয়াছে, এবং তাহার গর্ভে স্থিতি ও তাহার স্তন্যত্যাগ ত্রিশ মাস হয়, এ পর্যন্ত, যখন সে স্বীয় বয়ঃপূর্ণতায় উপনীত হইল ও চল্লিশ বৎসরে উপস্থিত হইল, তখন বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে সাহায্য দান কর যেন তোমার দাতব্যের যাহা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি দান করিয়াছ

হইবে না, এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে, তোমরা ভূগর্ভে নিহিত হইবে, না প্রস্তর দ্বারা আহত হইবে আমি জানি না। এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর অংশিবাদিগণ আহ্লাদিত হইল, এবং পরস্পর বলিল যে, আমাদের ও মোহম্মদের কার্য ঈশ্বরের নিকটে তুল্য, আমরা যেমন পরিণাম অজ্ঞাত সেও তদ্রূপ অজ্ঞাত। পুনশ্চ এরূপও কথিত আছে যে, হজরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, এক রমণীয় ভূমিতে সদলে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার অনুবর্তিগণ এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে তদ্রূপ স্থানে চলিয়া যাওয়া হইবে নিশ্চয় জানিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। এ দিকে প্রস্থানের বিলম্ব ও কোরেশদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া উঠে, তাহারা মক্কা ছাড়িবার জন্য ব্যগ্র হন। তাহাতেই "আমি জানি না আমার সম্বন্ধে ও তোমাদের সম্বন্ধে কি হইবে ? আমি প্রত্যাদেশ ব্যতীত চালিত হই না" এই উক্তি হয়। (ত, হো,

* এই আয়াতের মর্ম এই যে, যদি কোরআন ঈশ্বরের প্রেরিত হয়, এবং তোমরা তাহা গ্রাহ্য না কর, তাহাতে কি ? মূসা কোরআনের সদৃশ তওরাত গ্রন্থে কোরআন সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, কোরআন যে ঈশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। (ত হো)

† অর্থাৎ কাফেরগণ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিল যে, এই ধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলে তাহারা আমাদের পূর্বে অবলম্বন করিত না, আমরা তাহা সর্বাগ্রে গ্রহণ করিতাম, যেহেতু আমরা শৌর্য-বীর্য বিদ্যা-বুদ্ধি খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও পাণ্ডিত্যে তাহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথবা ইহুদিগণ সলামের পুত্র ও তাহার সহচরগণের এসলাম ধর্ম গ্রহণের পর বলিয়াছিল, মোহম্মদ যাহা বলিয়া থাকে তাহা যদি উত্তম হইত তবে আমাদের পূর্বে কেহ গ্রহণ করিতে পারিত না। (ত, হো,)

তাহার কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি, এবং এমন সৎকর্ম করি যে, তুমি তাহা অনুমোদন কর, এবং আমার জন্য আমার সন্তানবর্গকে সংশোধন কর, নিশ্চয় আমি তোমার দিকে পুনর্মিলিত হইয়াছি, এবং আমি মোসলমানদিগের অন্তর্গত হই*। ১৫। ইহারাই তাহারা, তাহারা যে অনুষ্ঠান করে আমি তাহাদিগ হইতে তাহার অত্যুৎকৃষ্ট গ্রহণ করিয়া থাকি ও তাহাদিগের অশুভপুঞ্জ পরিহার করি, স্বর্গ-নিবাসীদিগের ভিতরে তাহারা থাকিবে, তাহারা যে অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছে সেই অঙ্গীকার সত্য। ১৬। এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জনক-জননীকে বলিল, "তোমাদের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট, তোমরা কি আমাকে নিশ্চিত বলিতেছ যে, আমি (কবর হইতে) বাহির হইব, এবং নিশ্চয় আমার পূর্বে বহু যুগ গত হইয়াছে, (কেহই নির্গত হয় নাই,) এবং উভয়ে ঈশ্বরের নিকটে আর্তনাদ করিতে লাগিল, (বলিতে লাগিল) "তোর প্রতি আক্ষেপ, তুই বিশ্বাসী হ, নিশ্চয় ঈশ্বরের অঙ্গীকার সত্য;" পরে সে বলে, "ইহা পূর্বতন কাহিনী ভিন্ন নহে"*। ১৭। ইহারাই তাহারা যাহাদের উপর মণ্ডলীসকলের প্রতি (শাস্তির) বাক্য প্রমাণিত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহাদের পূর্বে দেব-দানব গত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। ১৮। এবং যাহা করিয়াছে, তদনুরূপ প্রত্যেকের জন্য (উচ্চ-নীচ) শ্রেণী সকল আছে, এবং তাহাদের কার্য (কর্ম ফল) তাহাদিগকে পূর্ণ দেওয়া হইবে, এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ১৯। এবং যে দিবস ধর্মদ্রোহীদিগকে অগ্নিতে উপস্থিত করা হইবে, (বলা হইবে,) স্বীয় পার্থিব জীবনে তোমরা আপনাদের সুখ সামগ্রী সকল লইয়াছ ও তদ্দ্বারা তোমরা ফল ভোগ করিয়াছ, অনন্তর অদ্য দুর্গতির শাস্তি তোমাদিগকে বিনিময় দেওয়া যাইবে, যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে অনুচিত গর্ব করিতেছিলে, এবং যেহেতু তোমরা দুষ্ক্রিয়া করিতেছিলে। ২০। (র, ২; আ, ১০)

এবং আদ জাতির ভ্রাতাকে স্মরণ কর, যখন সে আহকাফ ভূমিযোগে আপন সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং নিশ্চয় তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিয়া

* অধিকাংশ ভাষ্যকারের মত এই যে, আবুবেকর সেদ্দিকের সম্বন্ধে এই আয়াতের বিশেষ লক্ষ্য। তিনি ছয় মাস কাল মাতৃগর্ভে ছিলেন, পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ বৎসরের সময়ে হজরত মোহম্মদের নিত্য সঙ্গী হন। তখন হজরতের বয়ঃক্রম বিশ বৎসর ছিল। হজরত চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রেরিতত্ব লাভ করেন। মহাত্মা আবুবেকরের তখন আটত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম। সেই হইতে তিনি হজরতের প্রেরিতত্বে বিশ্বাসী হন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি "হে আমার প্রতিপালক," ইত্যাদি প্রার্থনা করেন, পরমেশ্বর তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া তাঁহার সহায় হন। আবুবেকর পরমেশ্বরের সাহায্যে উৎপীড়িত কোন কোন দাসকে ক্রয় করিয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। তিনি সন্তানের কল্যাণের জন্য যে প্রার্থনা করেন সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়। তাঁহার কন্যা আয়শা হজরতের সহধর্মিণী ও তাঁহার পুত্র আবদুর রহমান ও তৎপুত্র আবু অতিক মোসলমান হন। আবু কাহাফা ও আবুবেকর ও আবদুর রহমান এবং আবু অতিক এই পিতামহ পিতা পুত্র পৌত্র এই চারি পুরুষ মোসলমান, হজরত স্বীয় সহচরদিগের মধ্যে এক আবুবেকরের বংশেই দর্শন করিয়াছেন। (ত, হো,)

* এক কাফের এক জনক-জননীর বিরোধী ছিল, তাহার সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। (ত, হো,)

ভয়প্রদর্শকগণ (এই বলিয়া) চলিয়া গিয়াছিল যে, "ঈশ্বরকে ভিন্ন অর্চনা করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে মহাদিনের শাস্তিকে ভয় করি"* । ২১ । তাহারা বলিয়াছিল, "তুমি কি আমাদের নিকটে আসিয়াছ যে, আমাদিগকে স্বীয় উপাস্য দেবগণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবে ? যদি তুমি সত্যবাদীদিগের অন্তর্গত হও, তবে যাহা (যে শাস্তি) আমাদের প্রতি অঙ্গীকার করিতেছ তাহা আমাদের নিকটে আনয়ন কর" । ২২ । সে বলিল, "(কখন শাস্তি হইবে) ঈশ্বরের নিকটে তাহার জ্ঞান এতদ্ভিন্ন নহে, এবং আমি যৎসহ প্রেরিত হইয়াছি তাহা তোমাদিগের প্রতি প্রচার করিব, কিন্তু আমি তোমাদিগকে এমন দল দেখিতেছি যে, মূর্খতা করিতেছ" । ২৩ । অনন্তর যখন তাহারা তাহাকে (শাস্তিকে) প্রকাণ্ড বারিবাহকরূপে তাহাদের প্রান্তরে সম্মুখীন দর্শন করিল, তখন পরস্পর বলিল, "ইহা আমাদিগের প্রতি বর্ষণকারী বারিবাহ," (প্রেরিত পুরুষ আদ বলিল,) "বরং তোমরা যাহা শীঘ্র চাহিয়াছিলে তাহাই ইহা, ইহার মধ্যে প্রভঞ্জন আছে, দুঃখকরী শাস্তি আছে । ২৪ । +এ আপন প্রতিপালকের আদেশক্রমে সমুদায় বস্তু বিনাশ করিবে," অনন্তর তাহারা (এরূপ) হইল যে, তাহাদের আলয় ব্যতীত (অন্য কিছু) দৃষ্ট হইতে ছিল না, এই প্রকার আমি অপরাধী দলকে বিনিময় দান করি । ২৫ । এবং সত্য-সত্যই আমি তাহাদিগকে (আদ জাতিকে) যে বিষয়ে ক্ষমতা দান করিয়াছি তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে ক্ষমতা দান করি নাই, এবং তাহাদের জন্য চক্ষু ও কর্ণ এবং মন সৃজন করিয়াছিলাম, যখন তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহ্য করিতেছিল ও যে বিষয়ে উপহাস করিতেছিল তাহা তাহাদিগকে ঘেরিল, তখন তাহাদের শ্রোত্র ও তাহাদের নেত্র এবং তাহাদের চিত্ত তাহাদিগ হইতে কোন (শাস্তি) নিবারণ করিল না । ২৬ । (র, ৩ ; আ, ৬)

এবং সত্য-সত্যই আমি (হে মক্কাবাসিগণ,) তোমাদের পার্শ্বস্থ যে কোন গ্রাম ছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি, এবং নানাপ্রকার নিদর্শনাবলী প্রত্যানয়ন করিয়াছি যেন তাহারা ফিরিয়া আইসে । ২৭ । অনন্তর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা (ঈশ্বরের) সান্নিধ্য জন্য উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা কেন তাহাদিগকে সাহায্য দান করিল না ? বরং তাহাদিগ হইতে অন্তর্হিত হইল, এবং ইহাই তাহাদিগের অসত্যাচরণ ও যাহা তাহারা রচনা করিতেছিল । ২৮ । এবং (স্মরণ কর,) যখন তোমার প্রতি একদল দৈত্যকে কোরআন শ্রবণ করিতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলাম ; অনন্তর যখন তাহারা তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, তখন পরস্পর বলিল, চুপ কর, পরে যখন পাঠ সমাপ্ত হইল তাহারা (বিশ্বাসী হইয়া) স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে ভয়প্রদর্শকরূপে চলিয়া গেল* । ২৯ । তাহারা বলিল, "হে আমাদের সম্প্রদায় আমরা

---

* প্রেরিত পুরুষ হূদকে আদ জাতির ভ্রাতা বলা হইয়াছে । তিনি হূদ জাতির প্রতি ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন । আহকাফ ও এক বালুকাময় স্থানের নাম, উহা এয়মন দেশে হজরমৌত নগরের নিকট ছিল । আদ জাতি অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে মান্য করিতে অসম্মত হয়, হূদ সেই বালুকা-ক্ষেত্রে তাহারা চাপা পড়িবে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন । হূদের পূর্বে এক সংবাদবাহক তাহাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং হূদের পরে অনেক প্রেরিত পুরুষ আসিয়াছিলেন । (ত, হো,)

* কেহ বলেন, সাত জন, কেহ নয় কেহ দশ কেহ দ্বাদশ বা সত্তর জন দৈত্য কোরআন শ্রবণার্থ আসিয়াছিল বলিয়া থাকেন । তাহারা কোরআন শুনিয়া তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং হজরত কর্তৃক প্রচারকরূপে নিযুক্ত হয় । (ত, হো,)

এক গ্রন্থ শ্রবণ করিয়াছি যে, মুসার পরে তাহার পূর্বে যাহা আছে তাহার প্রমাণকারীরূপে অবতারিত হইয়াছে, তাহা সত্যের প্রতি ও সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করে। ৩০। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা ঈশ্বরের আহ্বান স্বীকার কর ও তৎপ্রতি বিশ্বাসী হও, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং ক্লেশকর দণ্ড হইতে তোমাদিগকে আশ্রয় দিবেন"। ৩১। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আহ্বান গ্রহণ করে না, পরে সে ধরাতলে (তাঁহার) পরাভবকারী নহে, এবং তিনি ব্যতীত তাহার বন্ধু নাই, ইহারাই স্পষ্ট বিপথে আছে। ৩২। তাহারা কি দেখে নাই যে, সেই ঈশ্বর যিনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃজন করিয়াছেন, এবং উভয়ের সৃষ্টিতে শ্রান্ত হন নাই, তিনি মৃতকে জীবিত করার বিষয়ে ক্ষমতাবান্, হাঁ, নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী। ৩৩। এবং যে দিবস ধর্মদ্রোহীদিগকে অগ্নিতে উপস্থিত করা হইবে, (বলা হইবে,) "ইহা কি সত্য নহে"? তাহারা বলিবে "হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, (সত্য,)" তিনি বলিবেন, "পরে তোমরা যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলে তজ্জন্য শাস্তি আস্বাদন কর"। ৩৪। অনন্তর যেমন উদ্যমশীল প্রেরিত পুরুষগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল তুমি তদ্রূপ ধৈর্য ধারণ কর, এবং তাহাদের জন্য ব্যস্ত হইও না, (কেয়ামতের বিষয়) যাহা অঙ্গীকার করা হইয়াছে, যে দিন তাহারা তাহা দেখিবে, (তাহারা মনে করিবে) যেন দিবসের এক দণ্ড ভিন্ন (পৃথিবীতে) স্থিতি করে নাই, (ইহাই) প্রচার, অনন্তর দুষ্ক্রিয়াশীল লোকেরা ভিন্ন সংহার প্রাপ্ত হইবে না। ৩৫। (র, ৪ ; আ, ৯)

সূরা মোহম্মদ*

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

৩৮ আয়াত, ৪ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যাহারা ধর্মবিরোধী হইয়াছে, এবং ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিয়াছি তাহাদের ক্রিয়া সকলকে তিনি ব্যর্থ করিয়াছেন। ১। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্মসকল করিয়াছে, এবং মোহম্মদের প্রতি যাহা অবতারিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং উহা তাহাদের প্রতিপালক হইতে (আগত) সত্য হয়, (বিশ্বাস করিয়াছে,) তিনি তাহাদিগ হইতে তাহাদের পাপপুঞ্জ দূর করিয়াছেন, এবং তাহাদের অবস্থা সংশোধন করিয়াছেন। ২। ইহা এ জন্য যে, যাহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল তাহারা অসত্যের অনুসরণ করিয়াছিল, এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছিল তাহারা আপন প্রতিপালক হইতে (আগত) সত্যের অনুসরণ করিয়াছিল, এইরূপ পরমেশ্বর মানব মণ্ডলীর জন্য তাহাদের অবস্থা সকল নির্ণয় করেন। ৩। অনন্তর যখন তোমরা ধর্মবিরোধীদিগের সঙ্গে (রণক্ষেত্রে) মিলিত হও তখন তাহাদের কণ্ঠ ছেদন করিও, এ পর্যন্ত যখন তাহাদিগকে অধিকতর ধ্বংস করিলে, তখন দৃঢ় বন্ধন করিও, অবশেষে ইহার পর হয় হিতসাধন করিও অথবা (অর্থাদি) বিনিময়

* এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

গ্রহণ করিও, এ পর্যন্ত (যুদ্ধকর্তা) যেন তাহার (যুদ্ধের) অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করে, ইহাই (আজ্ঞা,) এবং যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে (স্বয়ং) তাহাদিগ হইতে তিনি প্রতিশোধ লইতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের এক জনকে অন্য জন দ্বারা পরীক্ষা করেন, এবং যাহারা ঈশ্বরের পথে নিহত হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকলকে বিফল করিবেন না* । ৪ । অবশ্য তিনি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন ও তাহাদের অবস্থা সংশোধন করিবেন । ৫ । এবং তিনি তাহাদিগকে যাহার পরিচয় দান করিয়াছেন, সেই স্বর্গে তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন । ৬ । হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমরা ঈশ্বরকে (ঈশ্বরের ধর্মকে) সাহায্য দান কর, তিনিও তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন ও তোমাদের চরণ দৃঢ় করিবেন । ৭ । এবং যাহারা ধর্ম-বিরোধী হইয়াছে, পরে তাহাদিগের বিপাক (হউক), এবং তাহাদিগের ক্রিয়াসকলকে তিনি নিষ্ফল করিয়াছেন । ৮ । ইহা এজন্য যে, ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহাকে তাহারা অবজ্ঞা করিয়াছে, অনন্তর তাহাদিগের ক্রিয়াসকল তিনি বিনষ্ট করিয়াছেন । ৯ । পরে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ? তবে দেখিবে তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদিগের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে ; পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি মৃত্যু আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং (এই) কাফেরদিগের (শাস্তি) তাহার অনুরূপ হইবে । ১০ । ইহা এজন্য যে ঈশ্বর বিশ্বাসিদিগের প্রভু, এবং এজন্য যে, ধর্মদ্রোহিগণ তাহাদের প্রভু নহে । ১১ । (র, ১ ; আ, ১১)

যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্যসকল করিয়াছে নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যান সকলে লইয়া যাইবেন, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালীসকল প্রবাহিত হয়, এবং যাহারা ধর্মবিরোধী হইয়াছে তাহারা পশুগণ যেমন ভক্ষণ করে তদ্রূপ সম্ভোগ করে ও ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং অগ্নি তাহাদের জন্য বাসস্থান† । ১২ । এবং তোমার সেই গ্রাম অপেক্ষা যাহা তোমাকে নির্বাসিত করিয়াছে শক্তি অনুসারে প্রবলতর বহু গ্রাম ছিল, তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, পরে তাহাদের সাহায্যকারী কেহ হয় নাই‡ । ১৩ । অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের প্রমাণের প্রতি (বিশ্বাসী) আছে সে কি সেই ব্যক্তির তুল্য যাহার জন্য তাহার গর্হিত কার্যসকল সজ্জিত রহিয়াছে ও যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে ? ১৪ । স্বর্গলোকের বর্ণনা— যাহা ধার্মিকের প্রতি অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তথায় নির্মল জলের প্রণালীসকল আছে, এবং দুগ্ধের প্রণালীসকল আছে ; তাহার স্বাদ বিকৃত হয় না, এবং পানকারী-

* বদরের যুদ্ধকালে এই আজ্ঞা হয় এই হইতে সংগ্রাম নির্ধারিত হয় । 'যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইতেন" । অর্থাৎ শত্রু-দিগের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ করিতে হইত না, তিনিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগ হইতে প্রতিশোধ লইতেন । তিনি তোমাদের একজন দ্বারা অন্য জনকে পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ বিশ্বাসীকে কাফেরের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লিপ্ত করেন । (ত, হো,)

† অর্থাৎ কাফেরদিগের অবস্থা ও পশুর অবস্থা তুল্য, পশুগণ যেমন শরীরের জন্য ও পানাহারের জন্য জীবন ধারণ করে, কাফেরগণও তদ্রূপ জীবন ধারণ করিয়া থাকে । (ত, হো,)

‡ এ স্থলে গ্রাম অর্থে গ্রামবাসী বুঝাইবে, মক্কাবাসিগণ হজরতকে নির্বাসিত করিয়াছিল, পরমেশ্বর মক্কাবাসিদিগের অপেক্ষা বল-বিক্রমে প্রবল অনেক গ্রামবাসীকে ধ্বংস করিয়াছেন । (ত, হো,)

দিগের স্বাদজনক সুরার প্রণালীসকল আছে, এবং পরিষ্কৃত মধুর প্রণালীসকল আছে, এবং তথায় তাহাদের জন্য বহুবিধ ফল আছে ও তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা আছে,* তাহারা কি সেই সকল ব্যক্তির তুল্য যাহারা অগ্নিমধ্যে নিত্যনিবাসী হয় ও যাহাদিগকে উষ্ণোদক পান করান হয়, পরে যাহাদিগের অন্ত্রসকল খণ্ড খণ্ড হয়?
১৫। এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ আছে যে, তোমার নিকটে (কোরআন) শ্রবণ করে, এ পর্যন্ত, যখন তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে বলে, "এক্ষণ তিনি কি বলিলেন"? ইহারাই তাহারা যাহাদিগের অন্তরে ঈশ্বর দৃঢ় বন্ধন রাখিয়াছেন, এবং যাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে†। ১৬। এবং যাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি তাহাদিগের প্রতি পথ প্রদর্শন বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদিগকে তাহাদের সংসার বিরাগ দান করিয়াছেন।
১৭। অবশেষে তাহারা কেয়ামত ভিন্ন প্রতীক্ষা করিতেছে না যে, তাহাদের নিকটে অকস্মাৎ উপস্থিত হইবে, অনন্তর নিশ্চয় তাহার নিদর্শনসকল আসিয়াছে, পরে যখন তাহাদের নিকটে তাহাদের শিক্ষা (কেয়ামত) উপস্থিত হইবে, তখন কোথা হইতে তাহাদের (উপদেশ গ্রহণ হইবে)। ১৮। অবশেষে জানিও যে, (হে মোহম্মদ,) ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তুমি স্বীয় পাপের জন্য এবং বিশ্বাসী পুরুষদিগের ও বিশ্বাসিনী নারীদিগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং ঈশ্বর তোমাদের পরিক্রমণের স্থান ও অবস্থিতির স্থান জ্ঞাত আছেন‡। ১৯। (র, ২; আ, ৮)

এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা বলে, "কেন কোন সুরা অবতারিত হইল না"? অনন্তর যখন দৃঢ় সুরা অবতারিত হয় ও তন্মধ্যে সংগ্রামের প্রসঙ্গ করা যায়, তখন যাহাদিগের অন্তরে রোগ আছে তাহাদিগকে তুমি দেখিবে যাহার উপর মৃত্যুর মূর্চ্ছা সঞ্চারিত তদ্বৎ দৃষ্টিতে তাহারা তোমার প্রতি তাকাইতেছে, অনন্তর তাহাদিগের প্রতি আক্ষেপ$। ২০। (তাহাদের অবস্থা প্রকাশো) আনুগত্য ও বিহিত বাক্য, অনন্তর যখন কার্য স্থির হয় তখন যদি তাহারা ঈশ্বরকে সত্য বলে তবে

---

* ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, স্বর্গলোকে কল্পতরুর নিম্নে যেমন চারিটি প্রণালী প্রবাহিত, ঈশ্বর-প্রেমিকদিগের হৃদয়ভূমিতে বিশ্বাসতরুর নিম্নেও চারিটি প্রণালী সঞ্চারিত। নির্মল জলপ্রণালী বিবেকরূপ প্রণালী; দুগ্ধ প্রণালী মূল জ্ঞানরূপ প্রণালী যাহা চিরকাল বিশুদ্ধ থাকে; সুরা প্রণালী, ঈশ্বর-প্রেমের উচ্ছ্বাসরূপ প্রণালী; বিশুদ্ধ মধু প্রণালী, ঈশ্বর সান্নিধ্যরূপ মিষ্ট আস্বাদন; ফলপুঞ্জ তত্ত্বের প্রকাশ ও ঈশ্বরাবির্ভাব, পাপক্ষমা ইত্যাদি। এ স্থলে স্বর্গোদ্যানস্থ সৌভাগ্যশালী লোকদিগের বর্ণনার পর নরক নিবাসীদিগের দুঃখ-ক্লেশের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। (ত, হো,)

† যখন হজরত খোত্‌বা পড়িতেন ও কপটদিগের কুৎসা করিতেন, তখন অনেক কপট লোক মস্‌জেদের বাহিরে আসিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে হজরতের জ্ঞানবান সহচরদিগকে বলিত, "এক্ষণ তিনি কি কহিলেন"? (ত, হো,)

‡ বিশ্বাসী নরনারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা—এই মণ্ডলী সম্বন্ধে হজরতের প্রতি ঈশ্বর কর্তৃক একটি বিশেষ অধিকার দান বলিতে হইবে। তিনি কাহারও পাপের জন্য বিহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই ক্ষমা হইবে, ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ মোসলমানগণ কাফেরদিগের অত্যাচারে ক্লান্ত হইয়া জেহাদের অনুমতি-সূচক সুরা প্রার্থনা করিত, যখন আদেশ হইত তখন অপরিপক্ক লোকেরা ভয়

তাহাদের জন্য কল্যাণ হয়। ২১। পরে (হে ক্ষীণ বিশ্বাসিগণ,) তোমরা কি উদ্যত হইয়াছ যে, যদি তোমরা কার্যাধ্যক্ষ হও তবে পৃথিবীতে উৎপাত করিবে ও স্বীয় কুটুম্বিতা ছিন্ন করিবে? ২২। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করিয়াছেন, অনন্তর তিনি তাহাদিগকে বধির করিয়াছেন ও তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন। ২৩। পরিশেষে তাহারা কি কোরআনের বিষয় ভাবে না, তাহাদের অন্তরের উপর কি তাহার কুলুপ আছে? ২৪। নিশ্চয় যাহারা তাহাদের জন্য ধর্মালোক প্রকাশিত হওয়ার পর স্বীয় পৃষ্ঠের দিকে ফিরিয়া গিয়াছে শয়তান তাহাদের জন্য (শত্রুতা) সাজাইয়াছে, এবং তিনি তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছেন। ২৫। ইহা এজন্য যে, ঈশ্বর যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহাকে যাহারা অবজ্ঞা করে তাহাদিগকে (কপটীদিগকে) তাহারা (ইহুদিগণ) বলিয়াছে যে, "অবশ্য কোন কোন কার্যে আমরা তোমাদিগের আনুগত্য করিব;" এবং পরমেশ্বর তাহাদের রহস্য জানিতেছেন। ২৬। অনন্তর যখন দেবগণ তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিবে, এবং তাহাদের পৃষ্ঠে প্রহার করিবে তখন (তাহাদের অবস্থা) কিরূপ হইবে? ২৭। ইহা এজন্য যে, যাহা ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে ও তাঁহার প্রসন্নতাকে মলিন করিয়াছে, তাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে, অনন্তর তিনি তাহাদের ক্রিয়া সকল বিনষ্ট করিয়াছেন। ২৮। (র, ৩; আ, ৯)

যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা কি মনে করে যে, ঈশ্বর তাহাদের ঈর্ষা সকল প্রকাশ করিবেন না? ২৯। এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে অবশ্য তোমাকে তাহাদিগকে দেখাইতাম, পরে তুমি তাহাদিগকে অবশ্য তাহাদের লক্ষণ দ্বারা চিনিতে ও কথার স্বরেতে অবশ্য তুমি তাহাদিগকে চিনিতে, এবং ঈশ্বর তাহাদের কার্য সকল জানিতেছেন। ৩০। এবং অবশ্য আমি তোমাদিগকে এ পর্যন্ত পরীক্ষা করিব যে, তোমাদিগের মধ্যে ধর্মযোদ্ধা ও সহিষ্ণুদিগকে অবগত হইব, এবং তোমাদের অবস্থা সকল পরীক্ষা করিব। ৩১। নিশ্চয় যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করিয়াছে, এবং তাহাদের জন্য ধর্মালোক প্রকাশিত হওয়ার পর প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরকে কখনও কিছুই পীড়া দিবে না, এবং অবশ্য তাহাদের কার্যসকল বিনষ্ট হইবে। ৩২। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের অনুগত হও ও প্রেরিত পুরুষদের অনুগত হও, এবং স্বীয় কর্মপুঞ্জ বিফল করিও না। ৩৩। নিশ্চয় যাহারা ধর্মবিরোধী হইয়াছে ও ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত করিয়াছে, তৎপর প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও তাহারা সেই কাফের রহিয়াছে, অনন্তর পরমেশ্বর তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। ৩৪। অবশেষে শিথিল হইও না, এবং শান্তির দিকে (তাহাদিগকে) আহ্বান করিও না, এবং তোমরা বিজয়ী হও, এবং ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে আছেন ও তিনি তোমাদের কার্যসকলকে কখনও তোমাদিগ হইতে নষ্ট করিবেন না। ৩৫। পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক এতদ্ভিন্ন নহে, যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর ও ধর্মভীরু হও, তবে তোমাদিগকে তোমাদের পারিশ্রমিক তিনি প্রদান করিবেন, এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের ধন-সম্পত্তি চাহিবেন না। ৩৬। যদি তিনি তোমাদিগ হইতে তাহা প্রার্থনা করেন, পরে তোমাদিগকে বাধ্য করেন, এবং তোমরা কৃপণ হও, তবে তিনি তোমাদিগের নীচতা প্রকাশ করেন। ৩৭। জানিও,

---

পাইয়া মুমূর্ষু লোকের ন্যায় জ্যোতিহীন স্থির দৃষ্টিতে হজরতের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাহারা এই আদেশ হইতে অব্যাহতি চাহিত। (ত, হো,)

তোমরা এই লোক যে, ঈশ্বরের পথে (ধর্মযুদ্ধে) ব্যয় করিতে আহূত হইতেছ, অনন্তর তোমাদের মধ্যে কেহ আছে যে, কৃপণতা করে, এবং যে ব্যক্তি কৃপণতা করে পরে সে আপন জীবনের জন্য কার্পণ্য করে এতদ্ভিন্ন নহে, এবং ঈশ্বর ধনী ও তোমরা দীন, এবং যদি তোমরা বিমুখ হও তবে তিনি তোমাদের ছাড়া এক দলকে (তোমাদের স্থলে) পরিবর্তিত করিবেন, তৎপর তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না। ৩৮।
(র, ৪ ; আ, ১০)

সূরা ফৎহ*

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

২৯ আয়াত, ৪ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় আমি দীপ্যমান বিজয়ে তোমাকে (হে মোহম্মদ,) বিজয় দান

মদীনা প্রস্থানের অষ্টম বৎসরে হজরত স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন তিনি [illegible] সহচরসহ মক্কাতীর্থে গিয়া ওম্‌রাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম-বন্ধুগণ এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন যে, এই বৎসরেই স্বপ্ন ঘটনা কার্যে পরিণত হইবে। হজরত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া জোল্‌কাদা মাসের প্রথম চন্দ্রোদয় সোমবারে ওম্‌রার এহরাম বন্ধনপূর্বক মদিনা হইতে নির্গত হন, তখন বলি উপহারের জন্য সত্তরটি উষ্ট্র সঙ্গে গ্রহণ করা [illegible] এই যাত্রায় প্রায় সমুদায় ধর্মবন্ধুই তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হজরত [illegible] হইতে হন [illegible] অংশিবাদী কোরেশগণ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পথ [illegible] করিবার জন্য দলবদ্ধভাবে মক্কা হইতে বাহির হয় এবং [illegible] নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। হজরত এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া হোদায়বিয়ায় অবস্থান [illegible] বা কাফের গণ পক্ষ হইতে মস্‌উদের পুত্র ওর্‌ওয়া হজরতের নিকট [illegible] আগমনের কারণ জ্ঞাত হয়। তৎপর [illegible] আগমন [illegible] হজরত মোহম্মদ সংগ্রামের অভিলাষী [illegible] কাবাদর্শন ও ব্রত পালন উদ্দেশ্যে যাইতেছেন। কিন্তু কোরেশগণ [illegible] হজরতকে [illegible] মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে চাহিল না। হজরত [illegible] ধর্মবন্ধু ওস্‌মানকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করেন। তাহারা তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। এদিকে কোরেশগণ ওস্‌মানকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া হজরতের নিকটে প্রচার হইল, তৎশ্রবণে তিনি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং সকলে কোরেশদিগের সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে কোরেশগণ ওমরের পুত্র সহিলকে হজরতের নিকটে পাঠাইয়া এই মর্মে সন্ধি স্থাপন করে যে, দুই বৎসরের মধ্যে কোরেশ ও মোসলমানগণ পরস্পর যুদ্ধ করিবেন না, প্রকাশ্যে ও গোপনে এক দল অন্য দলের বিরোধী হইবেন না, এবং নির্ধারিত হয় যে, এ বৎসর হজরত ওম্‌রা ব্রত ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইবেন, আগামী বৎসর মক্কায় আসিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন সন্ধিপত্রে অন্য কয়েক

করিলাম *। ১।+তোমার যে কিছু পাপ পূর্বে হইয়াছে ও যাহা পরে হইয়াছে তাহা যেন পরমেশ্বর তোমার জন্য ক্ষমা করেন, এবং স্বীয় দান তোমার প্রতি পূর্ণ করেন ও সরল পথ তোমাকে প্রদর্শন করেন†। ২। + এবং প্রবল সাহায্যে পরমেশ্বর তোমাকে যেন সাহায্য দান করেন। ৩। তিনিই যিনি বিশ্বাসীদিগের অন্তরে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়াছেন, যেন তাহাদের (পূর্ব) বিশ্বাসের সহিত বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর সৈন্য ঈশ্বরেরই, পরমেশ্বর জ্ঞানবান্ কৌশলময় হন‡। ৪।+অপিচ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীদিগকে তিনি স্বর্গোদ্যান-সকলে লইয়া যাইবেন, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালীসকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহারা তথায় নিত্যবাসী হইবে, এবং তিনি তাহাদের অধর্মসকল তাহাদিগ হইতে দূর করিবেন, এবং ইহা ঈশ্বরের নিকটে মহা অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। ৫। এবং তিনি কপট পুরুষ ও কপট নারীদিগকে ও অংশবাদী পুরুষ ও অংশবাদিনী নারীদিগকে যাহারা পরমেশ্বরের সম্বন্ধে কুকল্পনাকারী হয় শাস্তি দান করিবেন, তাহাদের প্রতি অকল্যাণের চক্র ঘোরে, এবং তাহাদের প্রতি পরমেশ্বর ক্রোধ করিয়াছেন ও তাহা-দিগকে অভিশাপ দিয়াছেন ও তাহাদের জন্য নরক প্রস্তুত রাখিয়াছেন, এবং (উহা) গর্হিত স্থান। ৬। এবং স্বর্গ ও অবনীর সৈন্যবৃন্দ ঈশ্বরেরই, ঈশ্বর পরাক্রান্ত

শর্তও ছিল। এই সন্ধিবন্ধনে হজরতের অধিকাংশ পারিষদ অসন্তুষ্ট হন। হজরত ব্রতভঙ্গের নিয়মানুসারে হোদয়বিয়াতেই মস্তক মুণ্ডন করেন, এবং কতক উষ্ট্র বলিদান করিয়া কতকগুলিকে বিহিত বলিদানের জন্য মক্কাতে পাঠাইয়া দেন, এবং তথাকার দীন-দরিদ্রদিগকে দান করেন। পরে হজরতের ধর্মবন্ধুগণও যথা-নিয়মে তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে ব্রতভঙ্গ করেন। হজরত বিশ দিন হোদয়বিয়ায় ছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে এক দিন রাত্রিতে এই সূরার অভ্যুদয় হয়। তিনি বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন যে অদ্য রজনীতে এই সূরা অবতারিত হইল, সূর্যোদয় অপেক্ষা এই সূরা আমার নিকটে প্রিয়তর। পরে ফৎহ সূরা তাঁহাদের নিকটে পাঠ করেন। এই ফৎহ সূরা মদীনা সম্বন্ধীয়। (ত, হো)

* "ফৎহ" শব্দের অর্থ বিজয়। হোদয়বিয়াতে কোরেশদিগের সঙ্গে সন্ধি বন্ধনই হজরতের বিজয় লাভের বিশেষ উপায় হয়। সন্ধির পূর্বে মোসলমানেরা শত্রুভয়ে স্ব-স্ব ধর্ম বিশ্বাস গোপন করিয়া রাখিতেছিল, এক্ষণে তাহারা প্রকাশ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বিচার প্রবৃত্ত হইল ও লোকদিগের নিকটে কোরআন পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতে অনেক লোক মোসলমান হয়, এবং ইহাই মক্কা অধিকারের কারণ হয়ে উঠে। (ত, হো)

† অর্থাৎ বিজয়ের পূর্বে ও পরে, এই আয়াত অবতরণের পূর্বে বা পরে যে পাপ হইয়াছে ও হইবে তাহার ক্ষমা হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞ লোক বলেন, এ স্থলে পূর্ববর্তী পাপ আদম ও হবার পাপ, পরবর্তী পাপ মণ্ডলীর পাপ, অর্থাৎ আদম ও হবার পাপকে হজরতের প্রসাদে ও মণ্ডলীর পাপকে তাঁহার শফাঅতে ক্ষমা করা হইবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, তোমরা ঈশ্বরের ধর্মকে জয়যুক্ত করিতে দৃঢ় যত্নবান্ হও, যাঁহার স্বর্গে ও পৃথিবীতে আধিপত্য, তাঁহার সৈন্যের অভাব কি? অরাতিকুলের সঙ্গে সংগ্রামের সময় তিনি কি আপন প্রেমাস্পদ বিশ্বাসী-দিগকে পরিত্যাগ করিবেন? এ স্থলে স্বর্গস্থ সৈন্য দেব-সৈন্য, পৃথিবীস্থ সেনা ধর্মযোদ্ধা বিশ্বাসীবৃন্দ। (ত, হো,)

প্রজ্ঞাবান হন। ৭। নিশ্চয় আমি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করিয়াছি। ৮। + যেন তোমরা (হে লোকসকল,) ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাসী হও, এবং তাঁহাকে (তাঁহার ধর্মকে) বল বিধান কর ও তাঁহাকে গৌরব দান কর, এবং প্রাতঃসন্ধ্যা তাঁহাকে জপ কর। ৯। নিশ্চয় যাহারা তোমার সঙ্গে অঙ্গীকার করে তাহারা ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গীকার করে এতদ্ভিন্ন নহে, তাহাদের হস্তের উপর ঈশ্বরের হস্ত আছে, অনন্তর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পরে সে আপন জীবন সম্বন্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, এতদ্ভিন্ন নহে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা পূর্ণ করিয়াছে, পরে অচিরেই তিনি তাহাকে মহাপুরস্কার প্রদান করিবেন*। ১০। (র, ১; আ, ১০)

শীঘ্র পশ্চাদ্‌গামী আরব্য যাযাবরগণ তোমাকে (হে মোহম্মদ,) বলিবে, "আমাদের সম্পত্তিপুঞ্জ ও আমাদের পরিজনবর্গ, আমাদিগকে লিপ্ত রাখিয়াছে, অতএব তুমি আমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর," তাহাদের অন্তরে যাহা নয় তাহারা আপন রসনায় তাহা বলে, "তুমি বল, "অনন্তর কে ঈশ্বর হইতে (রক্ষা করিতে) তোমাদের জন্য কিছু ক্ষমতা রাখে, যদি তিনি তোমাদিগের অপকার করিতে ইচ্ছা করেন বা তোমাদের উপকার করিতে ইচ্ছা করেন? বরং তোমরা যাহা করিতেছ পরমেশ্বর তাহার জ্ঞাতা হন†। ১১। বরং তোমরা মনে করিয়াছ যে, প্রেরিত পুরুষ ও বিশ্বাসিগণ কখনও স্বীয় পরিবারের নিকটে ফিরিয়া যাইবে না, এবং তোমাদের অন্তরে ইহা (এই ভাব) সজ্জিত হইয়াছে ও তোমরা কুকল্পনায় কল্পনা করিয়াছ, এবং তোমরা মৃত্যুগ্রস্ত দল হও। ১২। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, পরে নিশ্চয় আমি সেই কাফেরদিগের জন্য নরক প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১৩। দ্যুলোক ও ভূলোকের সম্যক্ রাজত্ব ঈশ্বরেরই, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করিয়া থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু হন। ১৪। যখন তোমরা লুণ্ঠনীয় সামগ্রীপুঞ্জের দিকে যাহা হস্তগত করিতে যাইবে, তখন পশ্চাদ্‌-গামী লোকেরা অবশ্য বলিবে, "আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আমরা তোমাদের অনুসরণ করিব," তাহারা চাহে যে, ঈশ্বরের বাক্য পরিবর্তিত করে, তুমি বল, "তোমরা আমাদের অনুসরণ কখনও করিবে না, ইতিপূর্বে পরমেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন", পরে তাহারা অবশ্য বলিবে, "বরং তোমরা আমাদের সঙ্গে ঈর্ষা করিয়া থাক," বরং তাহারা অল্প বৈ বুঝিতেছে না‡। ১৫। তুমি পশ্চাদ্‌গামী আরব্য

* হোদয়বিয়াতে যে কতিপয় বিশ্বাসী হজরতের সঙ্গে বিশেষ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিলেন, এ স্থলে সেই অঙ্গীকারের প্রসঙ্গ। (ত, হো,)

† হজরত মোহাম্মদ ওমরাব্রত পালনে কৃতসংকল্প হইয়া অস্‌লম ও জহিনিয়া এবং মজনিয়া প্রভৃতি আরব্য প্রান্তরনিবাসী লোকদিগকে তাঁহার সঙ্গে মক্কাযাত্রা করিতে পত্র দ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলেন। কোরেশ জাতি শত্রুতাচরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবে ভাবিয়া ভীত হয়, তাহারা তাহা গোপন করিয়া অন্যরূপ আপত্তি উত্থাপন করে। তাহাতে পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষকে এই সংবাদ দান করিতেছেন। (ত, হো,)

‡ হজরত হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে জেলহজ্জা মাসে হোদয়বিয়া হইতে মদীনায় ফিরিয়া আইসেন, সপ্ত বৎসরে খয়বরের সংগ্রামের উদ্যোগ করেন। এই আদেশ

যাযাবরদিগকে বল যে, "অচিরে তোমরা একদল প্রবল যোদ্ধার দিকে আহূত হইবে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, কিংবা মোসলমান হইবে ; অনন্তর যদি তোমরা অনুগত হও, তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করিবেন, এবং ইতি-পূর্বে যেমন তোমরা বিমুখ হইয়াছ সেরূপ যদি বিমুখ হও, তবে ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্লেশকারী শাস্তিতে শাস্তি দান করিবেন"। ১৬। (যুদ্ধ না করিলে) অন্ধের প্রতি দোষ নাই, ও খঞ্জের প্রতি দোষ নাই, এবং রোগীর প্রতি দোষ নাই ; এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করে তাহাকে তিনি স্বর্গোদ্যানে লইয়া যান, যাহা নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, এবং যে ব্যক্তি বিমুখ হইবে তিনি তাহাকে দুঃখজনক শাস্তিতে শাস্তি দান করিবেন। ১৭। (র, ২ ; আ, ৭,)

সত্য-সত্যই পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের প্রতি তখন প্রসন্ন হইয়াছেন যখন তাহারা তরুতলে তোমার সঙ্গে (হে মোহম্মদ,) অঙ্গীকার করিতেছিল, অনন্তর তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তিনি জানিয়াছেন, পরে তাহাদের প্রতি সান্ত্বনা অবতারণ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে উপস্থিত বিজয় পুরস্কার দিয়াছেন*। ১৮। এবং প্রচুর লুণ্ঠন সামগ্রী যে তাহারা তাহা গ্রহণ করিবে, (সেই পুরস্কার দিয়াছেন,) এবং ঈশ্বর পরাক্রান্ত কৌশলময় হন। ১৯। পরমেশ্বর তাহাদের সম্বন্ধে প্রচুর লুণ্ঠন সামগ্রীর অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে, অনন্তর ইহা সত্বর তোমাদিগকে দিবেন, এবং তোমাদিগের হইতে লোকের হস্ত নিবারিত করিলেন, এবং যেন (ইহা) বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শন হয় ও তোমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করে†। ২০। এবং অন্য (লুণ্ঠন সামগ্রীরও অঙ্গীকার করিয়াছেন,) তৎপ্রতি

হয় যে, যে সকল লোক হোদয়বিয়ায় উপস্থিত ছিল তাহারা মাত্র এই যুদ্ধে যোগদান করিবে, অন্য লোকে নয়। যখন এইরূপ স্থির হইল তখন পশ্চাদ্‌গামী লোকেরা বলিতে লাগিল যে, ছাড়িয়া দাও আমরাও তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব ও যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব। তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* হজরত মোহম্মদ হোদয়বিয়ায় উপস্থিত হইয়া, তিনি ওমরার জন্য আসিয়াছেন, যুদ্ধের প্রার্থী নহেন এই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্য ওম্মিয়ার পুত্র হারেসকে মক্কায় পাঠাইয়া দেন। মক্কানিবাসিগণ তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে ও কথা বলিতে বাধা দেয়। হজরত পুনর্বার অফানোদ্ভব ওসমানকে প্রেরণ করেন, তাঁহাকে তাহারা অবরুদ্ধ করিয়া রাখে তিনি কোরেশগণ কর্তৃক হত হইয়াছেন এরূপ রটনা হয়। পনের শত সহচর হজরতের সঙ্গে ছিলেন, তিনি বৃক্ষতলে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া কোরেশদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অঙ্গীকারে বদ্ধ করেন। আবদোল্লা মগফল বলেন "বৃক্ষ হইতে একটি শাখা হজরতের পৃষ্ঠে পতিত হয়, আমি হজরতের পৃষ্ঠভাগে দণ্ডায়মান ছিলাম, উক্ত শাখা তাঁহার পিঠ হইতে সরাইয়াছিলাম। তাঁহার ধর্মবন্ধুগণ কোরেশদিগের যুদ্ধে প্রাণান্ত করিবেন ও কখনও পলায়ন করিবেন না এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন"। সেই সময় হজরত বলিয়াছিলেন যে, "অদ্য তোমরা বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ লোক হইলে," এবং তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন "এই বৃক্ষতলে যাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, তাহাদের কেহ নরকগামী হইবে না"। এই অঙ্গীকারকে, "বেঅত্‌রেরজ্‌ওয়ান" বলে। পরমেশ্বর এই অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট হন। (ত, হো)

† হজরত হোদয়বিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া খয়বরে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন

তোমরা (এক্ষণও) সক্ষম হও নাই, সত্যই ঈশ্বর তাহাকে ঘেরিয়া আছেন, এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাবান হন*। ২১। এবং যদি ধর্মবিরোধিগণ তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তবে অবশ্য তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে, তৎপর কোন সহায় ও কোন সাহায্যকারী পাইবে না। ২২। ঈশ্বরের সেই নিয়ম যাহা ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে, এবং তুমি ঐশ্বরিক নিয়মের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না†। ২৩। এবং তিনিই যিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত ও তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত মক্কা প্রদেশে তাহাদিগের তোমাদিগকে বিজয় দানের পর নিবারিত করিয়াছিলেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক পরমেশ্বর তাহার দর্শক হন‡। ২৪। সেই যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারাই তোমাদিগকে মসজেদোল্‌হরাম হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, এবং বলির দ্রব্যকে আপন স্থানে পঁহুছিতে বাধা দিয়াছে, এবং যদি বিশ্বাসী পুরুষগণ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ না থাকিত, যাহাদিগকে তোমরা জান না, পাছে তাহাদিগকে তোমরা বিদলিত কর, পরে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত তাহাদিগ হইতে তোমাদের প্রতি বিষণ্ণতা উপস্থিত হয়, (তজ্জন্য জয় লাভ ক্ষান্ত রাখা হয়,) তাহাতে ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে লইয়া আইসেন, যদি (এই দুই দল) পরস্পর বিভিন্ন থাকিত তবে অবশ্য আমি তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের হইয়াছে তাহাদিগকে দুঃখজনক শাস্তিতে

করিলেন। চৌদ্দশত লোক সঙ্গে করিয়া তিনি মদীনা হইতে খয়বরের দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন সহবা নামক স্থান হইতে মরহবা হইয়া চলিয়া যান। প্রত্যুষে হজরত প্রান্তরের পথ দিয়া খয়বরের দুর্গের সান্নিহিত হন, তখন দুর্গবাসিগণ এ বিষয় কিছুই অবগত ছিল না। তাহারা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রের কার্যে লিপ্ত হইতেছিল। অকস্মাৎ এসলাম সৈন্য দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত-সমস্ত হওতঃ দুর্গাভিমুখে চলিয়া যায়। ইহুদিগণ দুর্গের রক্ষক ছিল, তখন মোসলমানমণ্ডলী তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দুর্গ অধিকার করেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর হজরতের পক্ষে জয় লাভ হয়। প্রচুর ধন-সম্পত্তি গৃহসামগ্রী ও আহার্য বস্তু মোসলমানেরা অধিকার করেন। খয়বরের দুর্গ সুদৃঢ় ছিল, বীরবর আলী কর্তৃক তাহা অধিকৃত হয়। আলী সেই দুর্গের এক লৌহ কপাট উৎপাটন করিয়া আপনার ঢাল প্রস্তুত করেন। ইহুদিগণ অভয় প্রার্থনা করে। তথায় শত্রুগণ ছাগ মাংসের সঙ্গে বিষ মাখাইয়া হজরতকে খাইতে দেয়, উহা ধরা পড়ে, তিনি রক্ষা পান। (ত, হো,)

* এ স্থলে অন্য লুণ্ঠন সামগ্রী ইত্যাদির অঙ্গীকার, পারস্য ইত্যাদি দেশ জয় না হওয়া পর তথায় যে সকল লুণ্ঠন সামগ্রী হস্তগত হইবে তাহার অঙ্গীকার। (ত, হো,)

† ইতিপূর্বে অন্য অন্য মণ্ডলীতে প্রেরিত পুরুষগণ বিজয় লাভ করিয়াছেন। প্রেরিত পুরুষগণ জয়যুক্ত হইবেন, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম ও বিধি। (ত, হো,)

‡ যখন হজরত হোদয়বিয়ায় ছিলেন তখন তাঁহার প্রাভাতিক উপাসনার সময়ে মক্কানিবাসী আশি জন লোক, তনইম গিরি হইতে অতর্কিত ভাবে অবতরণ করিয়া হজরতকে ও তাঁহার বন্ধু-মণ্ডলীকে আক্রমণপূর্বক হত্যা করিতে উদ্যত হয়। হজরতের সহচরগণ সেই দস্যুদিগের উপর জয় লাভ করেন, এবং তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া হজরতের নিকটে লইয়া যান। তিনি সেই দস্যুদিগকে মুক্তি দান করেন। এতদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

শান্তি দান করিতাম*। ২৫। যখন ধর্মদ্রোহিগণ স্বীয় অন্তরে মূর্খতাবশতঃ অভিমানে অভিমান করিল তখন পরমেশ্বর আপন প্রেরিত পুরুষের প্রতি ও বিশ্বাসী-দিগের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণ করিলেন, এবং তাহাদের প্রতি সংসার বিরাগের বাক্য ধার্য করিলেন, এবং তাহারা তাহার উত্তম অধিকারী ও তৎসমন্বিত ছিল, এবং ঈশ্বর সর্ববিষয়ে জ্ঞানী হন। (র, ত ; আ, ৯,)

সত্য-সত্যই পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি স্বপ্ন যথার্থ প্রমাণিত করিয়াছেন, যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন তবে অবশ্য তোমরা আপন মস্তক মুণ্ডন ও কেশচ্ছেদন করতঃ নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে মস্জেদোল্ হরামে প্রবেশ করিবে, অনন্তর তোমরা যাহা জান না তিনি জানেন, পরে তিনি ইহা ব্যতীত সন্নিহিত বিজয় নির্ধারণ করিয়াছেন†। ২৭। তিনিই যিনি আপন প্রেরিত পুরুষকে তত্ত্বালোক ও সত্যধর্মসহ তাহাকে সমগ্র ধর্মের উপর বিজয়ী করিতে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরই যথেষ্ট (সত্যের) প্রকাশক। ২৮। মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে তাহারা কাফেরদিগের প্রতি কঠিন ও আপনাদের মধ্যে সদয় তুমি তাহাদিগকে রকুকারক প্রণামকারক ঈশ্বরের কৃপা ও প্রসন্নতার অন্বেষণকারী দেখিবে ; নমস্কারপদের চিহ্নযোগে তাহাদের মুখমণ্ডলে তাহাদের চিহ্ন, তাহাদের এই বৃত্তান্ত তওরাতে আছে, এবং তাহাদের বৃত্তান্ত ইঞ্জিলে আছে, যেমন কোন শস্যক্ষেত্র স্বীয় হরিৎকাণ্ডকে বাহির করে, পরে তাহাকে সবল করে, অনন্তর তাহা পরিপুষ্ট হয়, অবশেষে স্বীয় পদোপরি দণ্ডায়মান হওতঃ কৃষকদিগকে পুলকিত করে। (তদ্রূপ মোসলমানদিগের অবস্থা,) যাহাতে কাফেরগণ

* ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর বলিতেছেন, হে মোহম্মদ, মক্কার উন্মার্গচারী লোকে তোমাকে ওমরা ব্রত পালনে বাধা দিল ও কোরবানীর পশু সকলকে কোরবানীর ভূমিতে পঁহুছিতে দিল না, অতএব তাহারা সমূলে বিনাশ পাইবার উপযুক্ত হইল, কিন্তু বর্তমান বৎসর আমি তোমাকে কোরেশদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে নিষেধ করিতেছি। যেহেতু তাহাদের সঙ্গে গুপ্ত ভাবে অনেক বিশ্বাসী নরনারী আছে, উহারা আপন বিশ্বাসকে অপ্রকাশিত রাখিয়াছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তোমরা না জানিতে পাইয়া তাহাদিগকেও হত্যা করিয়া বসিবে। পরে তাহাদের হত্যার জন্য তোমরা শোকগ্রস্ত হইবে। কথিত আছে যে, সত্তর জন বিশ্বাসী স্ত্রী-পুরুষ আপন বিশ্বাস গোপন করিয়া বিদ্রোহী কোরেশদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছিল। (ত, হো,)

† হজরত হোদয়বিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহার কোন কোন বন্ধু পরস্পর বলিতেছিল যে, "স্বপ্ন বৃত্তান্ত সত্য হইল না আমরা কাবা প্রদক্ষিণ ও ব্রত বিহিত অন্যান্য নিয়ম পালন করিতে পারিলাম না" ; তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের স্বপ্নকে সত্য করিয়াছেন, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এ বৎসর বিলম্ব হইল কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তোমরা নিরাপদে আগামী বৎসর মস্জেদোল্ হরামে যাইতে পারিবে, তথায় মস্তক মুণ্ডনাদি করিতে সক্ষম হইবে। তোমরা যাহা জান না ঈশ্বর তাহা জানেন, তোমরা অবিলম্বে জয় লাভ করিবে, তিনি ইহা নির্ধারণ করিয়াছেন ; অর্থাৎ ওম্রা ব্রত পালনের পূর্বে বিশ্বাসিগণ খয়বর জয় করিতে পারিবে, ওম্রার বিলম্ব হওয়াতে তাহাদের মনে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছে তাহা দূর হইবে। (ত, হো,)

তাহাদের প্রতি ক্রোধ করে, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে তাহাদের সকলকে পরমেশ্বর ক্ষমা ও মহা পুরস্কার দানে অঙ্গীকার করিয়াছেন* । ২৯ । (র, ৪ ; আ, ৩)

সূরা হোজ্বরাত†

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

১৮ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

হে বিশ্বাসিগণ, পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সম্মুখে তোমরা অগ্রবর্তী হইও না, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা জ্ঞাতা । ১ । হে বিশ্বাসীবৃন্দ, সংবাদবাহকের ধ্বনির উপর স্বীয় ধ্বনিকে উন্নত করিও না, এবং তোমাদের ক্রিয়াপুঞ্জ বিফল না হয় উদ্দেশ্যে তোমাদের পরস্পরের প্রতি উচ্চ কথা বলার ন্যায় তাহার প্রতি তোমরা কথা উচ্চ বলিও না, এবং তোমরা জানিতেছ না । ২ । নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের নিকটে স্বীয় ধ্বনিকে বিনম্র করে তাহারাই ইহারা হয় যে, পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরকে বিষয়-নিবৃত্তির জন্য পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাদের নিমিত্ত ক্ষমা ও মহাপুরস্কার আছে‡ । ৩ । নিশ্চয় যাহারা কুটিরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে তোমাকে ডাকে, তাহাদের অধিকাংশই বুঝে না । ৪ । এবং তাহাদের নিকটে তোমার আগমন করা পর্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্য ধারণ

* যেমন শস্যক্ষেত্রের ক্ষুদ্র চারাসকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া কৃষকের মনে আনন্দ উৎপাদন করে, হজরত ও তাঁহার অনুগামিগণের অবস্থা তদ্রূপ। তাঁহাদের প্রথম ধর্মপ্রচারের অবস্থা দুর্বল ছিল, সময়ে সবল হইল ও সবলভাবে স্থিতি করিল, জগতের লোক দেখিয়া বিস্মিত হইল । (ত, হো,)

† এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।

‡ কয়সেব অুত্র সাবেতের কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল, সে সর্বদা হজরতের সঙ্গে তারস্বরে কথা কহিত । এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর সে গৃহে বসিয়া রোদন বিলাপ করিতে থাকে । হজরত এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন । সে বলে, "হে প্রেরিত পুরুষ, আমার কর্ণে ভার আছে, আমি আপনার সভাতে উচ্চ স্বরে কথা কহিয়া থাকি, ভয় হইতেছে যে, আমার ধর্ম-কর্ম বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে" । হজরত বলিলেন, "কল্যাণ সহকারে জীবিত থাকিতে ও কল্যাণ সহকারে প্রাণত্যাগ করিতে তুমি কি সম্মত নও ? তুমি স্বর্গনিবাসী-দিগের অন্তর্গত হও" । সাবেত বলিল, "আমি এই সুসংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম, আপনার সাক্ষাতে আমি আর কখনও উচ্চধ্বনি করিব না" । "পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরকে বিষয় নিবৃত্তির জন্য পরীক্ষা করিয়াছেন," অর্থাৎ পরমেশ্বর সেই সকল লোকের অন্তর সংসারাসক্তি নিবৃত্তির জন্য বিশুদ্ধ করিয়াছেন । (ত, হো,)

করিত তাহা হইলে তাহাদের জন্য মঙ্গল ছিল, এবং ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়াবান*। ৫। হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমাদের নিকটে কোন দুর্বৃত্ত লোক সংবাদ আনয়ন করে তবে অনুসন্ধান করিও, এরূপ যেন না হয় যেন তোমরা অজ্ঞানতাবশতঃ কোন দলে বিপদ্ উপস্থিত কর, যাহা করিলে পরে তৎসম্বন্ধে অনুতপ্ত হইবে†। ৬। এবং জানিও, তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ আছে, যদি অধিকাংশ কার্যে সে তোমাদের আজ্ঞাবহ হয়, তবে তোমরা অবশ্য দুঃখে পড়; কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস ভালবাসেন ও তোমাদের অন্তরে তাহা সজ্জিত করিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদিগের সম্বন্ধে অধর্ম ও দুরাচার এবং অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করিয়াছেন, ইহারাই তাহারা যে, ঈশ্বরের কৃপা ও দান অনুসারে পথপ্রাপ্ত, এবং পরমেশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়। ৭+৮। এবং যদি বিশ্বাসীদিগের দুই দল পরস্পর যুদ্ধ করে, পরে তোমরা উভয়ের মধ্যে সম্মিলন স্থাপন কর, অনন্তর যদি তাহাদের এক অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে, তবে যে অন্যায় করিয়াছে যে পর্যন্ত সে ঈশ্বরের আজ্ঞার দিকে ফিরিয়া (না) আইসে, সে পর্যন্ত তাহার সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম কর, পরে যদি ফিরিয়া আইসে তবে উভয়ের মধ্যে ন্যায়ানুসারে সন্ধি স্থাপন কর, এবং বিচার কর, নিশ্চয় ঈশ্বর বিচারকদিগকে প্রেম করেন‡। ৯। বিশ্বাসিগণ

* হজরত এক দল সৈন্য কোন জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা কতিপয় লোককে বন্দী করিয়া মদীনায় লইয়া আইসে। তমিম বংশের একদল যথা—জবালিসের পুত্র আক্‌বা ও হাজেবের পুত্র আতাব এবং বদরের পুত্র জেরকান প্রভৃতি বন্দীদিগের পশ্চাতে মদীনায় মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়া হজরতের কুটিরের বহির্ভাগে আগমনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে, "হে প্রেরিত পুরুষ শীঘ্র বাহির হউন, বন্দীদিগের সম্বন্ধে যথাকর্তব্য বিধান করুন"। তখন হজরত নিদ্রিত ছিলেন, তিনি তাহাদের আহ্বানে জাগরিত হইয়া বাহিরে চলিয়া আইসেন। তিনি তাহাদের এক ব্যক্তিকে বন্দীদিগের প্রতি বিহিত বিধানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, সে অর্ধলোককে মুক্ত করিতে বলে। হজরত তাহাই করিলেন। এতদুপলক্ষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† হজরত মোহম্মদ মদীনা প্রস্থানের নবম বৎসরে আক্‌বার পুত্র অলিদকে মস্তলক পরিবারের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে প্রেরণ করেন। পৌত্তলিকতার সময়ে মস্তলক পরিবারের সঙ্গে অলিদের বিরোধ ছিল। তাহারা অলিদের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুরাতন শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্বক নূতন প্রেমের সূত্রপাত করে। তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একযোগে বহুলোক অগ্রসর হয়। তাহারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে মনে করিয়া অলিদ হজরতের নিকটে পলায়ন করিয়া চলিয়া যায়, এবং বলে, মস্তলক পরিবার বিরোধী হইয়াছে এবং ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে ও জকাত দানে অসম্মত হইয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন হজরত অলিদের পুত্র খালেদকে কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে যথার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করেন। খালেদ যাইয়া দেখেন যে, তাহারা সামাজিক উপাসনাদি মোসলমান ধর্মের সম্প্রদায় রীতিনীতি পালন করিতেছে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সবিশেষ হজরতকে নিবেদন করেন। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ আবদোল্লা ওয়াহা ও এবন আবু এই দুই জনের মধ্যে হজরতের সাক্ষাতে

পরস্পর ভ্রাতা ভিন্ন নহে, অতএব আপন ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে তোমরা সম্মিলন স্থাপন কর, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, সম্ভবতঃ তোমরা দয়া প্রাপ্ত হইবে। ১০। (র, ১ ; আ, ১০)

হে বিশ্বাসিগণ, এক দল অন্য দলকে যেন উপহাস না করে, হয়তো উহারা তাহাদিগ অপেক্ষা উত্তম হয়, এবং নারীগণ অন্য নারীগণকে যেন (উপহাস না করে) হয়তো উহারা তাহাদিগ অপেক্ষা উত্তম হয়, এবং তোমরা আপনাদের পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিও না ও পরস্পরকে নীচ উপাধি-যোগে ডাকিও না, বিশ্বাস-লাভের পর উন্মার্গচারী (বলা,) দুর্নাম হয়, যাহারা পুনর্মিলিত না হইয়াছে, পরে ইহারাই সেই অত্যাচারী*। ১১। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা বাহুল্য কল্পনা হইতে নিবৃত্ত থাক, নিশ্চয় কোন কোন কল্পনা পাপ, এবং অনুসন্ধান লইও না ও আপনাদের পরস্পর দোষ গোপনে আলোচনা করিও না, তোমাদের কোন ব্যক্তি কি আপন মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে ভালবাসে ? তাহা হইলে তোমরা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে ; এবং ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় ঈশ্বর পুনর্মিলনকারী দয়ালু†। ১২। হে লোক সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক

বিবাদ উপস্থিত হয়। গালি-তিরস্কারে বিরোধ আরম্ভ হইয়া পরে পরস্পর প্রহার ও যুদ্ধ ঘটিয়া উঠে। উভয়কে সাহায্য দান করিতে উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বগণ দলবদ্ধ হইয়া মিলিত হয়। তাহাতেই এই আয়াত প্রকাশ পায়। (ত, হো,)

তমিম পরিবারস্থ কতিপয় লোক, দীন-দুঃখী বেলাল ও সোলমান এবং এমার ও হবারের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ করিত, তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তোমরা আপনাদের পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিও না ও পরস্পরকে নীচ উপাধি যোগে ডাকিও না। অর্থাৎ বিশ্বাসিগণ পরস্পর ভ্রাতা, অতএব এক বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর প্রতি দোষারোপ করিলে নিজের প্রতি দোষারোপ করা হয়। মোসলমানকে ইহুদী বা ইসায়ী ও বিশ্বাসীকে কপট বলা নীচ উপাধি-যোগে ডাকা। (ত, হো,)

† হজরতের ধর্মবন্ধুদিগের দুই ব্যক্তি আপনাদের দুই আত্মীয় সোলমান নামক ব্যক্তিকে হজরতের নিকটে পাঠাইয়া খাদ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হজরত আপনার অনুগত আসামার প্রতি অন্ন প্রদানের ভার অর্পণ করেন। আসামা বলেন, আমার নিকটে কোনরূপ খাদ্যসামগ্রী নাই। সোলমান ফিরিয়া আসিয়া হজরতের উক্ত পারিষদদ্বয়কে তাহা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা গোপনে পরস্পর বলিতে থাকেন যে, সোলমান গভীর কূপে পদস্থাপন করিলে কূপ শুষ্ক হইয়া যায়। আসামার সম্বন্ধে বলেন যে, "আসামার নিকটে অন্ন ছিল, কিন্তু সে কৃপণতা করিয়াছে"। পরে তাঁহারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন যে, আসামা সত্য বলিয়াছে কি-না ? তাহার নিকটে অন্ন ছিল, না খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া কৃপণতা করিয়াছে ? পরদিন তাঁহারা হজরতের নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের দন্তের অভ্যন্তরে সদ্য মাংসখণ্ড দেখিতেছি"। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা মাংস ভক্ষণ করি নাই"। হজরত বলিলেন, "আমি খাদ্য মাংসের কথা বলিতেছি না, মনুষ্য মাংসের কথা বলিতেছি। তোমরা নিন্দা করাতে সোলমানও আসামার মাংস ভক্ষণ করিয়াছ। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

নারী হইতে সৃজন করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে বহু সম্প্রদায় ও পরিবারে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিয়া লও, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সমধিক বিষয়বিরাগী লোক ঈশ্বরের নিকটে তোমাদের মধ্যে সমধিক গৌরবান্বিত, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ। ১৩। আরব্য যাযাবরগণ বলিল, "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম"; তুমি বল 'তোমরা বিশ্বাস কর নাই, কিন্তু বল, এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিলাম, এবং এক্ষণও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস প্রবেশ করে নাই, এবং যদি তোমরা ঈশ্বরের ও তাঁহার ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও, তবে তিনি তোমাদিগের কর্মপুঞ্জের কিছুই ন্যূন করিবেন না, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু"। ১৪। যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তৎপর সন্দেহ করে নাই, এবং ঈশ্বরের পথে স্বীয় ধন ও স্বীয় জীবন দ্বারা সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারা বিশ্বাসী এতদ্ভিন্ন নহে; ইহারাই তাহারা যে সত্যবাদী হয়। ১৫। তুমি বল, "তোমরা কি স্বীয় ধর্ম ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিতেছ? এবং পরমেশ্বর স্বর্গলোকে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে জ্ঞাত আছেন ও ঈশ্বর সর্বজ্ঞ"। ১৬। তাহারা যে মোসলমান হইয়াছে তজ্জন্য তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) উপকার স্থাপন করিতেছে, তুমি বল, স্বীয় এস্লাম ধর্মে তোমরা আমার প্রতি উপকার স্থাপন করিও না, বরং ঈশ্বর তোমাদের প্রতি উপকার স্থাপন করিতেছেন, যেহেতু যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে জানিও বিশ্বাস দ্বারা তিনি তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন"*। ১৭। নিশ্চয় পরমেশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্যের রহস্য জানিতেছেন, এবং ঈশ্বর তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহার দ্রষ্টা। ১৮। (র, ২, আ, ১৮)

সূরা কা†

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

৪৫ আয়াত, ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কা,‡ মহৎ কোরআনের শপথ। ১। বরং তাহারা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে,

* আসদ পরিবারের কতিপয় লোক মদীনায় আগমন করিয়া ধর্মদীক্ষার বচন উচ্চারণপূর্বক বলিতেছিল, "হে প্রেরিত পুরুষ, আরব্য লোক প্রত্যেকে একাকী আপনার নিকটে আসিয়াছে ও আমরা স্বজন ও সপরিবারে আসিয়াছি, অধিকাংশ আরব্য লোক আপনার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে, আমরা তাহা করি নাই। অতএব আমরা আপনার প্রতি বিশেষ উপকার স্থাপন করিয়াছি"। এতদুপলক্ষে ঈশ্বর এইরূপ বলিতেছেন। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‡ "কা" পরমেশ্বরের বা কোরআনের নাম বিশেষ। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক অর্থ হইয়া থাকে। (ত, হো,)

যেহেতু তাহাদের মধ্য হইতে ভয়প্রদর্শক তাহাদের নিকটে আগমন করিয়াছে, পরে ধর্মদ্রোহিগণ বলিল, "ইহা আশ্চর্য বিষয়। ২।+কি আমরা যখন মরিব ও মৃত্তিকা হইয়া যাইব তখন (পুনরুত্থিত হইব?) এই পুনরুত্থান অসম্ভব"। ৩। সত্যই মৃত্তিকা তাহাদিগের যাহা (যে অস্থি-মাংস) বিনষ্ট করে, তাহা আমি জ্ঞাত আছি, এবং আমার নিকটে স্মারক গ্রন্থ আছে। ৪। বরং তাহারা সত্যের প্রতি যখন তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে অসত্যারোপ করিয়াছে, অনন্তর তাহারা এক বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়*। ৫। পরিশেষে তাহারা কি তাহাদের উপরিস্থিত নভোমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি করিতেছে না? আমি তাহাকে কেমন নির্মাণ করিয়াছি ও তাহাকে শোভিত করিয়াছি, এবং তাহার কোন ছিদ্র নাই। ৬। এবং তাহারা পৃথিবীর দিকে (কি দৃষ্টি করিতেছে না?) তাহাকে আমি প্রসারিত করিয়াছি ও তন্মধ্যে পর্বত সকল স্থাপন করিয়াছি, এবং তাহার মধ্যে সর্ববিধ আনন্দজনক (উদ্ভিদ্) প্রত্যেক পুনর্মিলনকারী দাসের দর্শন ও উপদেশের জন্য উৎপাদন করিয়াছি। ৭+৮। এবং আমি আকাশ হইতে শুভকর বারি বর্ষণ করিয়াছি, পরে তদ্দ্বারা উদ্যান সকল ও কর্তিত হওয়ার শস্য কণা এবং উন্নত খোর্মাতরু যাহার স্তরে স্তরে ফল হয় দাসদিগের উপজীবিকা স্বরূপ উৎপাদন করিয়াছি, এবং তদ্দ্বারা মৃত নগরকে জীবিত করিয়াছি, এইরূপে (কবর হইতে) বহির্গমন হয়। ৯। ১০+১১। তাহাদের পূর্বে নূহীয় সম্প্রদায় ও রসনিবাসিগণ এবং সমুদ ও আদ জাতি এবং ফেরওন ও লুতের ভ্রাতৃবর্গ এবং আয়কানিবাসিগণ ও তোব্বার সম্প্রদায় অসত্যারোপ করিয়াছিল, প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর শাস্তির অঙ্গীকার প্রমাণিত হইয়াছিল। ১২+১৩+১৪। পরন্তু আমি কি প্রথম সৃষ্টিতে কাতর হইয়াছিলাম, বরং তাহারা অভিনব সৃষ্টিবিষয়ে সন্দেহের মধ্যে আছে। ১৫। (র, ১; আ, ১৫)

এবং সত্য-সত্যই আমি মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছি ও তাহার মন তাহাকে যে যন্ত্রণা দান করে আমি তাহা জ্ঞাত হই, আমি প্রাণের শিরা অপেক্ষা তাহার পক্ষে নিকটতর†। ১৬। (স্মরণ কর,) যখন দুই উপবিষ্ট গ্রহণকারী দক্ষিণ ও বাম দিক্ হইতে (বাক্যাদি গ্রহণ করিতে থাকে‡। ১৭। সে (মনুষ্য) এমন কোন বাক্য উচ্চারণ করে না তাহার নিকটে যে রক্ষক সমুপস্থিত সে (তাহা লিপি করে না)। ১৮। এবং মৃত্যুর মূর্ছা সত্যতঃ আসিবে, (তাহাকে বলিবে,) ইহা

* "তাহারা এক বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়" অর্থাৎ কোরআনের বা হজরতের বিষয়ে তাহারা ক্ষিপ্ত তুল্য। তাহারা কখন কোরআনকে ইন্দ্রজাল, কখন কবিতা, কখন মন্ত্র, হজরতকে কখন উন্মত্ত, কখন ভবিষ্যদ্বক্তা, কখন কবি বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

† প্রাণের শিরা সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা মনুষ্যাত্মার সমধিক নিকটবর্তী। এই উক্তি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তদপেক্ষা ঈশ্বর মনুষ্যের অধিক নিকটবর্তী। যেমন—মনুষ্য যখন আপনাকে অন্বেষণ করে তখনই প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরকে যখন অন্বেষণ করে তৎক্ষণাৎ লাভ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ এ স্থলে দুই উপবিষ্ট গ্রহণকারী দুই স্বর্গীয় দূত, তাহারা মনুষ্যের দক্ষিণে ও বামে উপবিষ্ট থাকে ও তাহার বাক্য ও কার্য ইত্যাদি লিপি করে। (ত, হো,)

তাহাই যাহা হইতে তুমি অপসৃত হইতেছিলে। ১৯। এবং সুরবাদ্যে ফুৎকার করা হইবে; (দেবগণ বলিবে,) ইহাই শাস্তির অঙ্গীকারের দিন"। ২০। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করিবে, তাহার সঙ্গে পরিচালক ও সাক্ষী (আগমন করিবে)। ২১। (আমি বলিব,) "সত্য-সত্যই তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলে, অনন্তর আমি তোমা হইতে তোমার আবরণ উন্মোচন করিলাম, পরে অদ্য তোমার চক্ষু তীক্ষ্ম হইল"। ২২। এবং তাহার সহচর (দেবতা) বলিবে, "এই তাহা যাহা (যে কার্যলিপি) আমার নিকটে উপস্থিত আছে"। ২৩। (আমি সেই দুই স্বর্গীয় দূতকে বলিব), "প্রত্যেক দুর্দান্ত কল্যাণের বিরোধী সীমালঙ্ঘনকারী সন্দেহপ্রবণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বর নির্ধারণ করে সেই কাফেরকে নরকে নিক্ষেপ কর, অনন্তর কঠিন শাস্তির মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ কর"। ২৪+২৫+২৬। তাহার সহচর বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাহাকে বিপথগামী করি নাই, কিন্তু সে নিজেই দূরতর পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল"। ২৭। (তিনি বলিবেন,) "আমার নিকটে তোমরা বিরোধ করিও না, এবং বস্তুতঃ আমি তোমাদের প্রতি পূর্বেই শাস্তির অঙ্গীকার করিয়াছি। ২৮। আমার নিকটে বাক্য পরিবর্তিত করা হয় না, এবং আমি দাসদিগের প্রতি অত্যাচারী নহি"। ২৯। (র, ২; আ, ১৪)

(স্মরণ কর,) যে দিন আমি নরকলোককে বলিব, 'তুমি কি (পাপী দ্বারা) পূর্ণ হইয়াছ"? এবং সে কহিবে, "কিছু অধিক আছে কি"? ৩০। এবং ধার্মিক লোকদিগের জন্য স্বর্গলোক অদূরে সন্নিহিত করা হইবে। ৩১। (আমি বলিব,) "ইহা সেই যাহা প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী (ঈশ্বরের আজ্ঞা) প্রতিপালনকারীর জন্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে"। ৩২। যে ব্যক্তি অন্তরে ঈশ্বরকে ভয় করে, এবং পুনর্মিলনকারী অন্তরের সহিত উপস্থিত হয়। ৩৩।+ (আমি তাহাকে বলিব,) "তোমরা সুখে ইহাতে প্রবেশ কর, ইহাই নিত্যবাসের দিন"। ৩৪। তাহারা যাহা ইচ্ছা করে তথায় তাহাদের জন্য তাহা থাকিবে, এবং আমার নিকটে অধিক থাকিবে। ৩৫। এবং তাহাদের পূর্বে আমি বহু মণ্ডলীকে বিনাশ করিয়াছি, তাহারা তাহাদিগ অপেক্ষা বীরত্বে প্রবল ছিল, পরে নগর সকলের দিকে তাহারা পথ অনুসন্ধান করিয়াছিল, (তাহাদের) কোন পলায়নের স্থান কি ছিল*? ৩৬। নিশ্চয় ইহাতে যাহার অন্তর আছে সেই ব্যক্তির জন্য, অথবা যে কর্ণকে স্থাপন করে এবং যে উপস্থিত থাকে তাহার জন্য উপদেশ আছে†। ৩৭। এবং সত্য-সত্যই আমি ষষ্ঠ দিবসে স্বর্গ ও মর্ত এবং উভয়ের

* "তাহারা নগর সকলের দিকে পথ অনুসন্ধান করিয়াছিল"। অর্থাৎ সেই সকল লোক বাণিজ্যার্থ নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়াছিল। "তাহাদের কোন পলায়নের স্থান কি ছিল"? অর্থাৎ ঈশ্বরের দণ্ডাজ্ঞা হইতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায় এমন কোন আশ্রয় ভূমি তাহাদের জন্য ছিল না। যখন সংহারের আদেশ অবতীর্ণ হইল, তখন কোন বস্তুই তাহাদিগকে রক্ষা করিল না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যাহার অন্তর চিন্তাশীল ও সচেতন এবং যে ব্যক্তি শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া বিশ্বাস সহকারে কর্ণকে উন্মুক্ত রাখে ও যে জন শ্রবণকালে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ মনঃসংযোগ করে, তাহার জন্য কোরআনে উপদেশ আছে। আরবের বিশ্বাসী লোককে অন্তঃকরণযুক্ত, হজরত মোহম্মদের

মধ্যে যে কিছু আছে সৃজন করিয়াছি, এবং কোন ক্লান্তি আমাকে আশ্রয় করে নাই। ৩৮। অনন্তর তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তৎপ্রতি তুমি (হে মোহম্মদ,) ধৈর্য ধারণ কর, এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্তগমনের পূর্বে ও রজনীতে আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর, পরে সায়ং উপাসনান্তে তাঁহার স্তুতি কর, এবং প্রণাম সমূহের পরও (স্তুতি কর)*। ৩৯+৪০। এবং সেই দিন ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে যে ঘোষণা করিবে তুমি তাহা শ্রবণ করিও। ৪১। সেই দিন তাহারা সত্যতঃ মহাধ্বনি শ্রবণ করিবে, উহাই (কবর হইতে) বাহির হইবার দিন। ৪২। নিশ্চয় আমি প্রাণ দান ও প্রাণ হরণ করিয়া থাকি, এবং (মৃত্যুর পর) আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন। ৪৩। + সেই দিন তাহাদের উপর হইতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে, তাহারা সত্বর (বাহির হইবে,) এই পুনরুত্থান বিধান আমার সম্বন্ধে সহজ। ৪৪। তাহারা যাহা বলিয়া থাকে আমি তাহা জানিতেছি, এবং তুমি তাহাদের সম্বন্ধে বল প্রয়োগকারী নও, অনন্তর যে ব্যক্তি শাস্তির অঙ্গীকারকে ভয় করে, তুমি কোরআন দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দান করিতে থাকে। ৪৫। (র, ৩ ; আ, ১৬)

সূরা জারেয়াত†

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

৬০ আয়াত, ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

বিকিরণরূপে ধূলি বিকীর্ণকারী (বায়ুর) শপথ। ১। অনন্তর ভারবহনকারী বায়ুর শপথ। ২। অনন্তর ধীরে (নৌকা) সঞ্চালনকারী (বায়ুর শপথ)। ৩। +অনন্তর কার্যবিভাগকারী (বায়ুর শপথ)‡। ৪। নিশ্চয় তোমাদিগের প্রতি যাহা অঙ্গীকার করা যাইতেছে তাহা সত্য। ৫। এবং নিশ্চয় বিচার

গুণের সাক্ষী, গ্রন্থাধিকারী বিশ্বাসীদিগকে উপস্থিত লোক বলা যায়। কোরআন শ্রবণের সময় এরূপ কর্ণ স্থাপন আবশ্যক যেন হজরতের মুখ হইতে শ্রবণ করা যাইতেছে, অনন্তর হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা আবশ্যক, তখন এরূপ ভাব হওয়া উচিত যেন জেব্রায়িল হইতে শ্রবণ করা হইতেছে, পরে তাহা অপেক্ষাও উন্নত অবস্থা আবশ্যক. তখন শ্রোতার এরূপ ভাব হওয়া উচিত, যেন সে ঈশ্বর হইতে শুনিতেছে। ইহাই সর্বোচ্চ অবস্থা। (ত, হো.)

* এ স্থানে স্তুতি অর্থে নমাজ। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রজনীতে. নমাজ পড়। "প্রণাম সমূহের পরও স্তুতি কর"। অর্থাৎ প্রণাম সকল করিয়াও নমাজ পড়। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‡ বায়ুপুঞ্জ সম্বন্ধে ঈশ্বর এই সকল শপথ করেন। প্রথমতঃ ধূলি উড়াইয়া যে

সম্ভবনীয়। ৬। বর্ত্মাবলীসংযুক্ত দ্যুলোকের শপথ*। ৭। নিশ্চয় তোমরা কথার মধ্যে বিরোধকারী†। ৮। যে ব্যক্তি (কল্যাণ হইতে) নিবারিত হইয়াছে সে তাহা হইতে (কোরআন হইতে) নিবারিত হইয়া থাকে। ৯। মিথ্যাবাদিগণ নিহত হইয়াছে। ১০। তাহারাই (মিথ্যাবাদী,) যাহারা মায়াতে বিস্মৃত। ১১। +তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, কখন বিচারের দিন হইবে? ১২। যে দিবস তাহারা অগ্নিতে দণ্ডিত হইবে। ১৩। (আমি বলিব,) তোমরা আপন শাস্তি ভোগ করিতে থাক, তোমরা যে বিষয়ে ব্যগ্র হইতেছিলে ইহা তাহা। ১৪। নিশ্চয় ধার্মিক লোকেরা স্বর্গোদ্যান ও প্রস্রবণ সকলের মধ্যে থাকিবে। ১৫। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহারা তাহার গ্রহণকারী হইবে, নিশ্চয় তাহারা ইতিপূর্বে হিতকারক ছিল। ১৬। তাহারা রজনীর অল্পক্ষণ শয়ন করিত। ১৭। এবং প্রাতঃকালে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত। ১৮। এবং তাহাদের সম্পত্তিতে প্রার্থীদিগের ও দরিদ্রদিগের স্বত্ব ছিল। ১৯। এবং পৃথিবীতে বিশ্বাসীদিগের জন্য নিদর্শনাবলী আছে। ২০। এবং তোমাদের জীবনের মধ্যে (নিদর্শনাবলী আছে,) অনন্তর তোমরা কি দেখিতেছ না? ২১। এবং তোমাদের উপজীবিকা ও যাহা তোমাদের প্রতি অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা আকাশে আছে‡। ২২। অনন্তর স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, যেমন তোমরা এই যে কথা বলিতেছ, তদ্রূপ নিশ্চয় ইহা সত্য$। ২৩। (র, ১; আ. ২৩)

তোমার নিকটে কি (হে মোহম্মদ,) এব্রাহিমের গৌরবান্বিত অভ্যাগতদিগের বৃত্তান্ত সমুপস্থিত হইয়াছে§? ২৪। (স্মরণ কর,) যখন তাহার নিকটে তাহারা

প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় ও মেঘ উৎপাদন করে, তৎসম্বন্ধে শপথ। পরে মেঘ সকলকে বহন করিয়া যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার সম্বন্ধে শপথ। পরে বারিবর্ষণের প্রাক্কালে যে বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে শপথ। অনন্তর বিষয় বিভাগকারী অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে মেঘ সকলকে সঞ্চালন করিয়া বারি বর্ষণে প্রবর্তিত যে বায়ু তাহার শপথ। (ত, ফা,)

* বর্ত্মাবলীসংযুক্ত দ্যুলোকের শপথ, অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জের পরিভ্রমণের পথযুক্ত যে দ্যুলোক তৎসম্বন্ধে শপথ। কেহ কেহ বলেন, এই বর্ত্মাবলীসংযুক্ত দ্যুলোক সপ্তম স্বর্গ। ঈশ্বর এই সপ্তম স্বর্গের শপথ স্মরণ করিতেছেন। (ত, হো,)

† অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের সম্বন্ধে কথা হইলে তোমরা তাহাকে কখন কবি বল, কখন ঐন্দ্রজালিক কখন বা ভবিষ্যদ্বক্তা কখন ক্ষিপ্ত বলিয়া থাক। কোরআনের সম্বন্ধে কথা হইলে তাহাকে জাদুমন্ত্র, কবিতা ও কল্পিত বাক্য এবং প্রাচীন গল্প বলিয়া থাক। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তোমাদের জীবনোপায় শস্যাদির উৎপত্তির কারণ যে মেঘ তাহা আকাশে আছে। অপিচ তোমাদের প্রতি যে সকল পুরস্কার ও সম্পদ্ দানের অঙ্গীকার করা হইতেছে তাহা সপ্তম স্বর্গে আছে। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ তোমরা যেমন কথা কহিতেছ তাহাতে সন্দেহ নাই, তদ্রূপ উপজীবিকা-দান বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, নিশ্চয় সত্য। (ত, হো,)

§ এব্রাহিমের সেই অভ্যাগতগণ একাদশ স্বর্গীয় দূত ছিলেন। তাঁহারা দুরাচার লুতীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ

প্রবেশ করিল তখন বলিল, "সলাম"; সে কহিল, "সলাম", (মনে মনে কহিল ইহারা) অপরিচিত দল। ২৫। অনন্তর সে আপন পরিজনের নিকটে চলিয়া গেল, পরে স্থূল গোবৎস (কবাব) আনয়ন করিল। ২৬। +অবশেষে তাহাদের নিকটে তাহা উপস্থিত করিয়া বলিল, "তোমরা কি ভক্ষণ কর না?" ২৭। অনন্তর (তাহারা ভক্ষণ না করিলে) সে তাহাদিগ হইতে অন্তরে ভয় পাইল, তাহারা বলিল, "তুমি ভয় করিও না;" এবং তাহারা তাহাকে জ্ঞানবান্ পুত্র সম্বন্ধে সুসংবাদ দান করিল*। ২৮। পরে তাহার ভার্যা (বিস্ময় সূচক) শব্দে উপস্থিত হইল, অনন্তর আপন কপোলে (সবিস্ময়ে) চপেটাঘাত করিল, এবং বলিল, "বৃদ্ধা বন্ধ্যা (কি প্রসব করিবে?)"। ২৯। তাহারা কহিল, "সেই এরূপই, (কিন্তু) তোমার প্রতিপালক যে, নিশ্চয় জ্ঞানময় কৌশলময়। ৩০। সে (এব্রাহিম) জিজ্ঞাসা করিল, "হে প্রেরিত পুরুষগণ, অনন্তর তোমাদের কি লক্ষ্য"? ৩১। তাহারা কহিল, "নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। ৩২। +যেহেতু সীমালঙ্ঘনকারীদিগের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকটে প্রস্তরে পরিণত চিহ্নিত মৃত্তিকা আছে, তাহাদের প্রতি আমরা (তাহা) বর্ষণ করিব"+। ৩৩+৩৪। অনন্তর তথায় বিশ্বাসীদিগের যে কেহ ছিল, তাহাদিগকে আমি বাহির করিলাম। ৩৫। পরে আমি বিশ্বাসীদিগের এক গৃহ ভিন্ন তথায় প্রাপ্ত হই

বলেন, তাঁহারা জেব্রিল ও মেকায়িল এবং এস্রাফিল এবং জোকাইল এই চারি জন স্বর্গীয় দূত ছিলেন। (ত, হো,)

* তৎকালে কাহারও সঙ্গে কাহারও শত্রুতা থাকিলে একজন অন্য জনের বাটীতে আহারাদি করিত না। দেবগণ ভোজন না করিলে এব্রাহিম ভয় পাইলেন যে, ইহারা বা চোর, আমার অনিষ্ট সাধন করিতে আসিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া দেবগণ বলিলেন, ভয় করিও না, আমরা ঈশ্বরের প্রেরিত। এব্রাহিম কহিলেন, ইহা পূর্বে কেন বল নাই, তাহা হইলে আমি এই গোবৎসকে তাহার মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া বধ করিতাম না। তখন জেব্রিল সেই গোবৎস কবাবের উপর আপন পালক স্থাপন করিলেন, তাহাতে গোবৎস জীবিত হইয়া উঠিল, এবং কুর্দন ও নিনাদ করিতে করিতে মাতার অভিমুখে ধাবিত হইল। এব্রাহিমপত্নী সারা পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া এই অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন। এব্রাহিম গোবৎসের জীবন প্রাপ্তি দেখিয়া বিস্মিত হন। দেবগণ পুনর্বার কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, তোমার একটি জ্ঞানবান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, আমরা তাহার সুসংবাদ দান করিতেছি। (ত, হো.)

+ কথিত আছে যে, সেই সকল প্রস্তর শুভ্র ও কৃষ্ণরেখায় চিহ্নিত ছিল, অথবা যে প্রস্তর দ্বারা যে ব্যক্তি নিহত হইবে সেই প্রস্তরে তাহার নাম অঙ্কিত ছিল। সেই সমুদায় প্রস্তর বর্ষণে লোক সকল নিহত হইলে উহা তাহাদের সম্পর্কিত কতকগুলি লোকের নিকটে উপস্থিত হয়, যাহারা তখন নগরে ছিল না। বাস্তবিক প্রস্তর বর্ষণে নগরবাসী সমুদায় লোকের মৃত্যু হয় নাই। যখন এব্রাহিম জানিতে পাইলেন যে, ইহারা মওতফকাতে লূতীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিতে যাইতেছেন, তখন তিনি আপন পুত্র লূতের জন্য চিন্তিত হইলেন। দেবতারা বলিলেন যে, তুমি চিন্তা করিও না, লূত ও তাঁহার কন্যাগণ রক্ষা পাইবে। (ত, হো,)

নাই*। ৩৬। + এবং যাহারা দুঃখকর শাস্তিকে ভয় করিয়া থাকে তাহাদের জন্য তথায় নিদর্শন রাখিলাম। ৩৭। এবং মুসাতে (নিদর্শন আছে,) (স্মরণকর,) যখন আমি তাহাকে ফেরওনের নিকটে উজ্জ্বল নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৩৮। অনন্তর (ফেরওন) আপন বলে ফিরিয়া গেল, এবং উন্মত্ত বা ঐন্দ্রজালিক বলিল। ৩৯। পরে আমি তাহাকে ও তাহার সৈন্যবৃন্দকে আক্রমণ করিলাম, অবশেষে তাহাদিগকে নদীতে নিক্ষেপ করিলাম, এবং সে নিন্দিত হইল। ৪০। এবং আদ জাতিতে (নিদর্শন আছে,) (স্মরণ কর,) যখন তাহাদের প্রতি নিষ্ফল বাত্যা প্রেরণ করিয়াছিলাম। ৪১। তৎপ্রতি উপস্থিত হইয়াছে এমন কিছুতেই ছাড়িল না যে, তাহাকে জীর্ণ অস্থি তুল্য করে নাই। ৪২। এবং সমুদ জাতিতে (নিদর্শন আছে,) (স্মরণ কর,) যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে, "কিয়ৎকাল পর্যন্ত তোমরা ফল ভোগ করিতে থাক"†। ৪৩। অনন্তর তাহারা আপন প্রতিপালকের আদেশের অবাধ্য হইল, পরে তাহাদিগকে বজ্রধ্বনি আক্রমণ করিল, এবং তাহারা (উহা) দেখিতেছিল। ৪৪। পরে তাহারা দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইল না, এবং প্রতিফলদাতা হইল না। ৪৫। এবং পূর্বে আমি নূহীয় সম্প্রদায়কে সংহার করিয়াছিলাম, নিশ্চয় তাহারা কুক্রিয়াশীল দল ছিল। ৪৬। (র, ২; আ, ২৩)

এবং স্বর্গ, তাহাকে আমি নিজ হস্তে নির্মাণ করিয়াছি, এবং নিশ্চয় আমি শক্তিমান্। ৪৭। এবং পৃথিবী, তাহাকে আমি প্রসারিত করিয়াছি, অনন্তর আমি উত্তম প্রসারণকারী। ৪৮। এবং আমি প্রত্যেক পদার্থ দ্বিবিধ সৃজন করিয়াছি, ভরসা যে, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ৪৯। (প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছে,) "পরিশেষে তোমরা ঈশ্বরের দিকে পলায়ন কর, নিশ্চয় আমি তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক হই। ৫০। এবং সেই ঈশ্বরের সঙ্গে অন্য ঈশ্বর নির্ধারণ করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁহা হইতে স্পষ্ট ভয় প্রদর্শক হই"। ৫১। এইরূপ তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের নিকটে কোন প্রেরিত পুরুষ আগমন করে নাই যে, তাহারা ঐন্দ্রজালিক বা ক্ষিপ্ত বলে নাই। ৫২। তাহারা কি এ বিষয়ে পরস্পর নির্দেশ করিয়াছে? বরং তাহারা দুর্দান্ত দল‡। ৫৩। অনন্তর তুমি তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইও, পরিশেষে তুমি তিরস্কৃত নও। ৫৪। এবং তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, পরে নিশ্চয় উপদেশ বিশ্বাসীদিগকে ফল বিধান করিবে। ৫৫। এবং আমাকে অর্চনা করিবে, এ উদ্দেশ্য ব্যতীত আমি মানব ও দানবকে সৃজন করি নাই। ৫৬। এবং তাহাদের নিকটে আমি কোন উপজীবিকা ইচ্ছা করি না, এবং ইচ্ছা করি না যে, আমাকে তাহারা অন্ন দান করে। ৫৭। নিশ্চয় ঈশ্বর, তিনিই জীবিকাদাতা দৃঢ় শক্তিশালী। ৫৮। নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের জন্য তাহাদের (পূর্ববর্তী) বন্ধুদিগের

* অর্থাৎ লূতের গৃহে কোন বিপদ্ হয় নাই, তাঁহা ব্যতীত সমুদয় অবিশ্বাসী ও ধর্মবিরোধী লোক সপরিবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ শাস্তি উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, আপন জীবনের ঐহিক সুখ ভোগ করিতে থাক। তিন দিবস পরে তাহারা শাস্তিগ্রস্ত হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ পুনরুত্থান হইবে না, পূর্বতন লোকেরা কি পরস্পর এরূপ নির্দেশ করিয়াছে? তাহা নহে। (ত, হো,)

দণ্ডাংশের ন্যায় দণ্ডাংশ আছে*; অনন্তর তাহারা যেন (তজ্জন্য) ব্যগ্র না হয়। ৫৯। অবশেষে যাহারা আপনাদের দিন সম্বন্ধে যাহা তাহাদের প্রতি অঙ্গীকার করা হইয়াছে অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের প্রতি ধিক্। ৬০। (র, ৩; আ, ১৪)

সূরা তুর†

দ্বা-পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

৪৯ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুর পর্বতের শপথ। ১। +উন্মুক্ত পত্রে লিখিত গ্রন্থের শপথ। ২+৩। +কাবা মন্দিরের শপথ। ৪। +উন্নত ছাদের (গগনমণ্ডলের) শপথ। ৫। +পরিপূর্ণ সাগরের শপথ‡। ৬। নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালকের শাস্তি সম্ভবনীয়। ৭। +তাহার কোন নিবারণকারী নাই। ৮। +যে দিবস আকাশ বিকম্পনে বিকম্পিত হইবে। ৯+এবং গিরিশ্রেণী বিচলনে বিচলিত হইবে। ১০। +অনন্তর সেই দিবস সেই মিথ্যাবাদীদিগের প্রতি আক্ষেপ। ১১। যাহারা কল্পিত বাক্যে আমোদ করিয়া থাকে। ১২। যে দিবস তাহারা নরকাগ্নির দিকে আহ্বানে আহূত হইবে। ১৩। (বলা হইবে,) "এই সেই অগ্নি যৎসম্বন্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলে। ১৪। অনন্তর ইহা কি কুহক, অথবা তোমরা দেখিতেছ না? ১৫। ইহার মধ্যে প্রবেশ কর, পরে ধৈর্য ধারণ কর, বা ধৈর্যাবলম্বন না কর

* আরব্য জনুব শব্দের প্রকৃত অর্থ জলপূর্ণ ডোল নামক জলপাত্র বিশেষ। এ স্থলে ভাবার্থ দণ্ডাংশরূপে গৃহীত হইয়াছে।

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‡ তুর পর্বত সায়না গিরি, যথায় মহাপুরুষ মুসা ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থ অর্থ কোরআন বা মুসা যে প্রস্তরফলকে অঙ্কিত ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছিলেন তাহা বা তওরাত অথবা স্বর্গে দেবতাদিগের জন্য যে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত আছে তাহা। পরিপূর্ণ সাগর মহাসাগর, অথবা বহরোল্ হয়ওয়ান নামক সমুদ্র যাহা সর্বোচ্চ স্বর্গের নিম্নে আছে, সেই সমুদ্র হইতে চল্লিশ দিন অবিশ্রান্ত কবর সকলের উপর বারি বর্ষণ হইবে, প্রথম সুরধ্বনির পর বর্ষণ আরম্ভ হইয়া দ্বিতীয় সুরধ্বনিতে মৃত ব্যক্তিগণ কবর হইতে বাহির হওয়া পর্যন্ত বর্ষণ হইতে থাকিবে। অথবা পরিপূর্ণ সাগর অর্থে নরকলোক। এই কয়েকটি বচনের আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, তুর মানবাত্মা, এই মানবাত্মারূপ পর্বতে বিবেক ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে। লিখিত গ্রন্থে বিশ্বাস, হৃদয়রূপ উন্মুক্ত পত্রে ঈশ্বরের দয়ারূপ লেখনীযোগে তাহা লিখিত। এ স্থলে কাবামন্দির ঈশ্বর প্রেমিকদিগের অন্তঃকরণ, যাহা ঐশ্বরিক দৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে, উন্নত ছাদ উন্নত লোকদিগের আত্মা, পরিপূর্ণ সাগর সেই অন্তঃকরণ, যাহা প্রেমানলে সন্তপ্ত হইয়াছে। (ত, হো,)

তোমাদের পক্ষে সমান, তোমরা যাহা করিতেছিলে তাহার বিনিময় তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে, এতদ্ভিন্ন নহে"। ১৬। নিশ্চয় ধর্মভীরুগণ উদ্যান ও সম্পদের মধ্যে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাহারা আনন্দে থাকিবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা করিবেন। ১৭+১৮। (বলিবেন,) "তোমরা যে (সৎকর্ম) করিতেছিলে তজ্জন্য সিংহাসন সকলের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে ভর দিয়া বসিয়া উপাদেয় পান-ভোজন করিতে থাক;" এবং বিশালাক্ষী দিব্যাঙ্গনাদিগকে আমি তাহাদিগের পত্নী করিব। ১৯+২০। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও যাহাদের সন্তানগণ বিশ্বাসানুসারে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আমি তাহাদের সহিত তাহাদের সন্তানগণকে (স্বর্গলোকে) সম্মিলিত করিব ও তাহাদের কার্যের কিছুই ক্ষতি করিব না, প্রত্যেক মনুষ্য যাহা করিয়াছে তাহা সংরক্ষিত আছে। ২১। এবং আমি ফল ও মাংস যাহা তাহারা ইচ্ছা করে তাহাদিগকে তদ্দ্বারা সাহায্য দান করিব। ২২। তথায় তাহারা পরস্পর পানপাত্র আকর্ষণ করিবে, তন্মধ্যে প্রলাপ বাক্য ও পাপাচার হইবে না। ২৩। এবং তাহাদের পার্শ্বে তাহাদের দাসগণ ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহারা যেন প্রচ্ছন্ন মুক্তা স্বরূপ* । ২৪। এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকটে প্রশ্ন করতঃ সমাগত হইবে। ২৫। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় আমরা ইতিপূর্বে স্বীয় পরিজনের মধ্যে (শাস্তির ভয়ে) ভীত ছিলাম। ২৬। অনন্তর ঈশ্বর আমাদের প্রতি উপকার করিলেন, (নরকের) উষ্ণ বায়ুর দণ্ড হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। ২৭। নিশ্চয় আমরা পূর্বে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছিলাম, নিশ্চয় তিনি সৎ ও দয়ালু"। ২৮। (র, ১; আ, ২৮)

অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) উপদেশ দান করিতে থাক, পরন্তু তুমি স্বীয় প্রতিপালকের প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বক্তা নও, এবং ক্ষিপ্ত নও৵। ২৯। এবং তাহারা বলিয়া থাকে, "সে কবি, আমরা তাহার সম্বন্ধে কালের দুর্ঘটনা প্রতীক্ষা করিতেছি।" ৩০। তুমি বল, "প্রতীক্ষা কর, অনন্তর নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারীদিগের অন্তর্গত"। ৩১। তাহাদের বুদ্ধি কি তাহাদিগকে ইহা আদেশ করে? তাহারা কি দুর্দান্ত দল? ৩২। তাহারা কি বলিয়া থাকে যে তাহাকে (কোরআনকে) সে রচনা করিয়াছে? বরং তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৩৩। অনন্তর যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তবে উচিত যে এতৎসদৃশ বাক্য উপস্থিত করে। ৩৪। তাহারা কি কোন পদার্থ কর্তৃক ব্যতীত সৃষ্ট হইয়াছে? তাহারা কি সৃষ্টি-কর্তা? ৩৫। তাহারা কি স্বর্গ ও মর্ত্য সৃজন করিয়াছে? বরং তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না। ৩৬।

* অর্থাৎ দাসগণ পবিত্র ভাবে সযত্ন সংরক্ষিত মুক্তার ন্যায় নির্মল। হজরত মোহম্মদকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দাসগণ যদি এরূপ হয় তবে প্রভু কিরূপ হইবে? হজরত বলেন, নক্ষত্র-পুঞ্জের উপর পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ প্রাধান্য, দাসের উপর প্রভুর সেই প্রকার প্রাধান্য। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অংশিবাদীদিগের সন্তানগণ স্বর্গলোকবাসীদিগের দাস ও তাহাদের ভার্যাগণ দিব্যাঙ্গনা হইবে। বিশ্বাসীদিগের সন্তানগণ পৃথিবীতে যে ভাবে পিতার সঙ্গে ছিল স্বর্গলোকেও সেই ভাবে থাকিবে। (ত, হো,)

৵ মক্কাতে কতকগুলি লোক ছিল তাহারা লোকের নিকটে হজরতকে কাহেন অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তা ও ক্ষিপ্ত বলিয়া বেড়াইত। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

তাহাদের নিকটে কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার ? তাহারা কি পরাক্রান্ত। ৩৭। তাহাদের জন্য কি (স্বর্গের) সোপান আছে যে, তদুপরি (আরোহণ করিয়া) (ঈশ্বরবাণী) শ্রবণ করিয়া থাকে ? তবে উচিত যে, তাহাদের শ্রোতা উজ্জ্বল প্রমাণ আনয়ন করে। ৩৮। তাঁহার জন্য কি কন্যা সকল, তোমাদের জন্য পুত্রগণ আছে ? ৩৯। তুমি কি তাহাদের নিকটে কোন পারিশ্রমিক প্রার্থনা কর ? অনন্তর তাহারা বিনিময়ে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। ৪০। তাহাদের নিকটে কি গুপ্তবাক্য আছে ? অনন্তর তাহারা লিখিয়া থাকে। ৪১। তাহারা কি প্রবঞ্চনা ইচ্ছা করিয়া থাকে ? অনন্তর যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারাই প্রবঞ্চিত। ৪২। ঈশ্বর ব্যতীত তাহাদের জন্য কি উপাস্য আছে ? তাহারা যাহাকে অংশী নিরূপণ করিয়া থাকে তাহা অপেক্ষা ঈশ্বর পবিত্র। ৪৩। এবং তাহারা আকাশের এক খণ্ড পতিত দেখিলে বলিবে, "(ইহা) সংবদ্ধ মেঘ"। ৪৪। অনন্তর যে পর্যন্ত না তাহারা আপনাদের সেই দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাহাতে তাহারা মূর্ছিত হইয়া পড়িবে, সে পর্যন্ত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। ৪৫। +যে দিবস তাহাদিগের প্রতারণা কিছুই তাহাদিগের ফল বিধান করিবে না, এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না। ৪৬। এবং নিশ্চয় যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের জন্য এতদ্ভিন্ন শাস্তি আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক বুঝিতেছে না। ৪৭। এবং তুমি স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার জন্য ধৈর্য ধারণ কর, অনন্তর নিশ্চয় তুমি আমার চক্ষুর নিকটে আছ, এবং (প্রাতঃকালে) গাত্রোত্থানের সময়ে স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর, এবং রজনীর বিয়ৎকাল পরে তাঁহার স্তব কর ও তারকাবলী পশ্চাদগমন করিলে (স্তব কর)। ৪৮+৪৯। (র, ২; আ, ২১,)

সূরা নজ্‌ম*

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

৬২ আয়াত, ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নক্ষত্রের শপথ, যখন পতিত হয়†। ১। + তোমাদের সহচর (মোহম্মদ) বিপথগামী হয় নাই, এবং পথ হারায় নাই। ২। এবং সে প্রবৃত্তি অনুসারে কথা কহে না। ৩। (তাহার প্রতি) যাহা প্রেরিত হয় তাহা প্রত্যাদেশ ভিন্ন নহে। ৪। + দৃঢ়শক্তি বলবান্ (জেব্রিল) তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে, পরে সে (জেব্রিল) দণ্ডায়মান হয়েছিল। ৫+৬। +এবং সে উন্নত গগনপ্রান্তে ছিল। ৭। তৎপর

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† অর্থাৎ যে সকল নক্ষত্র পথিকদিগকে জল ও স্থলপথে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে সেই সমস্ত নক্ষত্রের শপথ। অথবা হজরতের জন্মকালে যে বিশেষ নক্ষত্র পৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়াছিল তাহার শপথ। কিংবা এ স্থলে নক্ষত্র অর্থে হজরত মোহম্মদের দেহ, যাহা মেরাজের রজনীতে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিল, তাহার শপথ। (ত, হো,)

নিকটে আসিল, পরে নামিয়া আসিল। ৮। অনন্তর দুই ধনু পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটতর হইল। ৯। পরে তাঁহার দাসের প্রতি তিনি যে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, সে (জেব্রিল) সেই প্রত্যাদেশ পঁহুছাইল। ১০। (প্রেরিত পুরুষের) অন্তর যাহা দর্শন করিল তাহা মিথ্যা গণ্য করিল না*। ১১। + অনন্তর তোমরা কি (হে লোক সকল,) সে যাহা দেখিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহার সঙ্গে বিতর্ক করিতেছ? ১২। এবং সত্য-সত্যই সে তাহাকে দ্বিতীয় বার সেদ্‌রতোল্ মন্তহার নিকটে দেখিয়াছিল, যাহার নিকটে আশ্রয়ভূমি স্বর্গোদ্যান†। ১৩। ১৪+১৫। যখন সেদ্‌রাকে যে কিছু আচ্ছাদন করিল সেই আচ্ছাদন ছিল তখন (প্রেরিত পুরুষের) দৃষ্টি বক্র হইল না, এবং (লক্ষ্যকে) অতিক্রম করিল না‡। ১৬+১৭। সত্য-সত্যই সে আপন প্রতিপালকের কোন মহা নিদর্শন দেখিয়াছিল। ১৮। অনন্তর

* জেব্রিলের এরূপ শক্তি ছিল যে, তিনি লুতীয় সম্প্রদায়ের বাসভূমি শহরস্থান নগরকে পৃথিবী হইতে উৎপাটন করিয়া স্বীয় পক্ষে স্থাপনপূর্বক স্বর্গের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং এক নিনাদে সমুদয় জাতিকে সম্পূর্ণরূপে সংহার করিয়াছিলেন। "জেব্রিল দণ্ডায়মান হইয়াছিল" অর্থাৎ যে কার্যে তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন সে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অথবা স্বীয় প্রকৃত আকারে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি গগনপ্রান্তে উন্নত স্থানে উদয়াচলের নিকটে ছিলেন, হজরত তাঁহাকে দেখিতে পান। হজরত ব্যতীত অন্য কেহই জেব্রিলকে দিব্যাকৃতিতে দর্শন করে নাই। হজরত তাঁহাকে দুইবার দর্শন করিয়াছিলেন। প্রথম বারে তিনি তাঁহাকে মৌলিক আকারে দর্শন করিয়া অচৈতন্য হন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিতে পান যে, জেব্রিল নিকটে উপবিষ্ট, এক হস্ত তাঁহার বক্ষে, এক হস্ত তাঁহার বাহুতে স্থাপন করিয়া আছেন। আরবের প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে এই রীতি ছিল যে, দুই পক্ষে কোন অঙ্গীকার দৃঢ়বদ্ধ করিতে চাহিলে ধনুর্বাণ সহ পরস্পর সম্মুখীনভাবে উপস্থিত হইত, এবং ধনুকে গুণ স্থাপন করিয়া একযোগ শর নিক্ষেপ করিত তাহাতে এই বুঝাইত যে, উভয় পক্ষে যথাবিধি যোগ স্থাপিত হইল। "দুই ধনু পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটতর হইল" ইহার মর্ম এই যে, হজরতের সঙ্গে জেব্রিলের ঘনিষ্ট যোগ স্থাপিত হইল। (ত, হো,)

† সেদ্‌রতোল্ মন্তহা স্বর্গস্থ একটি বৃক্ষের নাম। সেদ্‌রা বদরীতরুকে বলে। "সেদ্‌রতোল মন্তহা" শেষ বদরীতরু। মনুষ্যের জ্ঞান ও ক্রিয়া সেই বৃক্ষ পর্যন্ত পরিসমাপ্ত হয়, তাহাকে অতিক্রম করে না। প্রসিদ্ধ ভাষাকারদিগের মতে এই আয়াতের মর্ম এই যে, হজরত সেদ্‌রতোল্ মন্তহার নিকটে অন্তশ্চক্ষুযোগে পরমেশ্বরকে দুই বার দর্শন করিয়াছিলেন। সেদ্‌রতোল্ মন্তহার নিকটে এক স্বর্গ আছে, তাহা সাধুদিগের বিশ্রাম স্থান, অথবা ধর্মযুদ্ধে নিহত আত্মা সকলের আশ্রয়ভূমি। হজরত সেই স্থানে জেব্রিলকে বা ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। জেব্রিলের ছয় লক্ষ পক্ষ, এক এক পক্ষ পূর্বদিক্ হইতে পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত বিস্তৃত। (ত, হো,)

‡ "যখন সেদ্‌রাকে যে আচ্ছাদন করিল সেই আচ্ছাদন ছিল"—ইহার তাৎপর্য এই যে, সেই বৃক্ষে বহু দেবতা সম্মিলিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পত্রে এক এক জন দেবতা ছিলেন। তাহার চতুষ্পার্শ্বে সুবর্ণরঞ্জিত পতঙ্গের ন্যায় জ্যোতিপুঞ্জ দেবতাগণ উড্ডীন হইতেছিলেন। (ত, হো,)

তোমরা কি লাত ও ঘোর্‌রা এবং অপর তৃতীয় মনাতকে দেখিয়াছ* ? ১৯ + ২০। তোমাদের জন্য কি পুত্র ও তাঁহার জন্য কন্যা হয় ? ২১। এই বিভাগ সেই সময় অনুচিত হয়। ২২। ইহা সেই কতক নাম ভিন্ন নহে, তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যে নামকরণ করিয়াছে, পরমেশ্বর এতৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রেরণ করেন নাই ; তাহারা কল্পনা ও তাহাদের মন যাহা ইচ্ছা করে তাহার অনুসরণ ভিন্ন করিতেছে না, এবং সত্য-সত্যই তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রতিপালক হইতে ধর্মালোক উপস্থিত হইয়াছে। ২৩। মনুষ্যের জন্য কি সে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই হয় ? ২৪। অনন্তর ঈশ্বরেরই ইহলোক ও পরলোক। ২৫। (র, ১ ; আ, ২৫)

এবং অনুমতি প্রদানের পর যাহার প্রতি পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন ও সম্মত হন সে ব্যতীত (অন্যের) ও স্বর্গে অনেক দেবতা আছে যে, তাহাদের শফাঅতে কোন ফল বিধান করে না। ২৬। নিশ্চয় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাহারা দেবতাদিগকে কন্যার নামে নামকরণ করিয়া থাকে। ২৭। এবং তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা কল্পনাকে ভিন্ন অনুসরণ করিতেছে না, এবং নিশ্চয় কল্পনা সত্য সম্বন্ধে কিছুই ফল বিধান করে না। ২৮। অনন্তর যে আমার প্রসঙ্গ হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, এবং পার্থিব জীবন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করে নাই, তাহা হইতে তুমি (হে মোহম্মদ,) বিমুখ হও। ২৯। জ্ঞান সম্বন্ধে ইহাই তাহাদিগের সীমা, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, যে ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে বিভ্রান্ত হইয়াছে তাহাকে উত্তম জানেন, এবং যে ব্যক্তি পথ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে তিনি উত্তম জানেন। ৩০। এবং স্বর্গলোকে যে কিছু আছে ও ভূলোকে যে কিছু আছে তাহা ঈশ্বরেরই, যাহারা দুষ্কর্ম করিয়াছে, যেরূপ কার্য করিয়াছে তদনুরূপ তিনি তাহাদিগকে বিনিময় দান করিবেন, এবং যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে শুভ বিনিময় দান করিবেন। ৩১। যাহারা সামান্য পাপ ভিন্ন মহা পাপ ও দুশ্চরিত্রতা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে (তাহারাই সৎকর্মশীল,) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রচুর ক্ষমাশীল ; তিনি তোমাদিগকে উত্তম জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃজন করিয়াছেন ও যখন তোমরা আপন মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপ ছিলে তখন তোমরা আপনাদের জীবনকে নির্বিকার বলিও না, যে ব্যক্তি ধৈর্যাবলম্বন করিয়াছে তিনি তাহাকে উত্তম জানেন। ৩২। (র, ২ ; আ ৭)

অনন্তর যে ব্যক্তি ফিরিয়া গিয়াছে ও অল্প দান করিয়াছে এবং কৃপণ হইয়াছে তুমি কি (হে মোহম্মদ) তাহাকে দেখিয়াছ† । ৩৩ ৩৪ তাহার নিকটে কি

* লাত প্রতিমাবিশেষ, ঘোর্‌রা বৃক্ষবিশেষ। গতফান জাতি তাহাকে পূজা করে। মনাত প্রস্তরবিশেষ। হজিল ও খজাআ জাতি তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। অথবা তাহা প্রতিমা বিশেষ, যাহা কাব বংশীয় লোকেরা পূজা করে। কাফেরদিগের সংস্কার এই যে, প্রত্যেক প্রতিমার অভ্যন্তরে এক এক দৈত্য অবস্থিতি করিয়া থাকে। সেই দানবগণ বা দেবতা সকল ঈশ্বরের কন্যা। (ত. হো.)

† মগয়রার পুত্র খলিদ হজরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছিল। কাফেরগণ ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে বলে, "ভাই পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করিতেছিস্‌ ও তাহাদিগকে বিপথগামী বলিয়া নির্দেশ করিতেছিস্‌ ! সে উত্তর দান করে, "কি করি, ঈশ্বরের শাস্তিকে ভয় করিতেছি"। ধর্মবিদ্বেষীদিগের একজন বলে, "এই পরিমাণ ধন যদি তুমি আমাকে দান কর, তবে

গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান আছে, অনন্তর সে (সমুদায়) দেখিতেছে ? ৩৫। মুসার ও যে (প্রতিজ্ঞা) পূর্ণ করিয়াছে সেই এব্রাহিমের পুস্তিকা সকলে যাহা আছে তাহার সংবাদ কি প্রদত্ত হয় নাই* ? ৩৬+৩৭। +এই যে কোন ভারবাহী অন্যের ভার উত্তোলন করে না। ৩৮। এবং এই যে যাহা চেষ্টা করে তদ্ভিন্ন মনুষ্যের জন্য) নহে। ৩৯। এবং সে আপন চেষ্টাকে (চেষ্টার ফলকে) অবশ্য (কেয়ামতে) দেখিবে। ৪০। তৎপর তাহাকে পূর্ণ বিনিময় প্রদত্ত হইবে। ৪১। এবং এও তোমার প্রতিপালকের দিকেই সীমা। ৪২। এবং এই যে তিনি হাসান ও কাঁদান। ৪৩। এবং এই যে তিনি মারেন ও বাঁচান। ৪৪।+ এবং এই যে তিনি দ্বিবিধ পুরুষ ও নারী (জরায়ুতে) নিক্ষিপ্ত শুক্রদ্বারা সৃজন করিয়াছেন। ৪৫+৪৬। এবং এই যে তাঁহার দিকেই দ্বিতীয় বার উৎপত্তি। ৪৭। + এবং এই যে তিনিই ধনী করেন ও মূলধন প্রদান করেন। ৪৮। এবং এই যে, তিনিই শেওরা নক্ষত্রের সৃষ্টিকর্তা। ৪৯। এবং এই যে, তিনি প্রথমে আদ ও সমুদ জাতিকে সংহার করিয়াছেন, অনন্তর অবশিষ্ট রাখেন নাই‡। ৫০+৫১। এবং পূর্বে তিনি নুহীয় সম্প্রদায়কে (সংহার করিয়াছেন) নিশ্চয় তাহারা সর্বাধিক অত্যাচারী ও সর্বাধিক সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। ৫২। এবং (জেব্রিল) মওতফেকা নগরকে ভূতলশায়ী করিয়াছিল। ৫৩। অনন্তর তাহাকে যাহা আচ্ছাদনে আচ্ছাদন করিয়াছিল$। ৫৪। অনন্তর তোমার প্রতিপালকের কোন্ সম্পদে তুমি (হে মনুষ্য,) সন্দেহ করিতেছ ? ৫৫। এই (প্রেরিত পুরুষ) পূর্বতন ভয়প্রদর্শক শ্রেণীর ভয়প্রদর্শক। ৫৬। নিকটে

তোমার প্রতি শাস্তি উপস্থিত হইলে আমি তাহা বহন করিব"। অলিদ তাহাতে সম্মত হইয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। কিছু ধন প্রদান করে, অবশিষ্ট দানে কুণ্ঠিত হয়। অলিদপুলকেই এই আয়াত সমুদ্ভূত। (ত, হো)

* এব্রাহিম স্বীয় জীবন সম্পত্তি ও সন্তান ঈশ্বরকে উৎসর্গ করিতে যে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই আয়াতের মর্ম এই যে, মুসা ও এব্রাহিমের পুস্তিকাতে যাহা লিখিত আছে দুর্মতি অলিদ কি তাহার তত্ত্ব রাখে না। (ত, হো,)

+ দুইটি বিশেষ নক্ষত্রকে শেওরা বলে। একটির নাম গমিসা, অন্যটির নাম আবুর। আবু কিবশা যে, হজরতের জননীর একজন পিতামহ ছিলেন, তিনি আবুর নক্ষত্রকে পূজা করিতেন ও পুত্তল পূজা বিষয়ে কোরেশদিগের সঙ্গে বিবাদ করিয়াছেন। কোরেশগণ শত্রুতাবশতঃ হজরতকে আবু কিবশার সন্তান বলিয়া থাকে। (ত, হো)

‡ আদজাতি যখন সংহার প্রাপ্ত হয় তখন তাহাদের বংশীয় কতিপয় লোক মক্কাতে স্থিতি করিত, তাহাদিগকে [illegible] গোষ্ঠী বলে। পরে তাহারা ধর্মবিদ্রোহী হয়, তাহাদিগকে শেষ আদ ও পূর্বোক্ত আদ জাতিকে প্রথম আদ বলিয়া থাকে। (ত, হো,)

$ মওতফেকা নগর লুতীয় সম্প্রদায়ের বাসস্থান। নগরবাসিগণ অত্যন্ত দুরাচার ও উৎপীড়ক হইলে পর জেব্রিল নগরকে শূন্যমার্গে তুলিয়া ভূতলে নিক্ষেপপূর্বক চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন ও বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত প্রস্তররাশি বর্ষণ করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলেন। (ত, হো,)

আগমনকারী (কেয়ামত) নিকটস্থ হইয়াছে। ৫৭। পরমেশ্বর ব্যতীত তাহার প্রকাশক নাই। ৫৮। অনন্তর তোমরা কি এই কথায় বিস্মিত হইতেছ ? ৫৯। এবং হাস্য করিতেছ ও রোদন করিতেছ না ? ৬০। এবং তোমরা আমোদ করিতেছ। ৬১। অনন্তর ঈশ্বরকে তোমরা প্রণাম কর ও তাঁহাকে অর্চনা করিতে থাক। ৬২। (র, ৩ ; আ, ৩০)

সূরা কমর*

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

৫৫ আয়াত, ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কেয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে ও চন্দ্রমা বিভক্ত হইয়াছে†। ১। এবং যদি তাহারা কোন নিদর্শন দর্শন করে তবে মুখ ফিরায় ও বলে (ইহা) প্রচলিত যাদু। ২। এবং তাহারা অসত্যারোপ করে ও স্বেচ্ছার অনুসরণ করিয়া থাকে, এবং প্রত্যেক বিষয় নির্ধারিত আছে‡। ৩। এবং সত্য-সত্যই (পূর্বতন) সংবাদ সকলের যন্মধ্যে যাহা নিষেধ ও উচ্চ বিজ্ঞান ছিল তাহা তাহাদের নিকটে পঁহুছিয়াছে অনন্তর ভয়প্রদর্শন ফল প্রদান করে না। ৪+৫। অবশেষে তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগ হইতে বিমুখ হও, সেই দিবস আহবানকারী (এস্রাফিল) কোন গর্হিত

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† এক দিবস রাত্রিতে আবুজেহল ও এক ইহুদী হজরতের নিকটে উপস্থিত হয়। আবুজেহল-বলে "হে মোহম্মদ, কোন অলৌকিক নিদর্শন আমাদিগকে প্রদর্শন কর, অন্যথা তোমার শিরশ্ছেদন করিব"। হজরত জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি চাও", তখন আবুজেহল বলে, "মোহম্মদ, তুমি আমাদের জন্য চন্দ্রকে দ্বিধা বিভক্ত কর"। ইহা শুনিয়া হজরত চন্দ্রমার প্রতি অঙ্গুলী সংকেত করিলেন, তৎক্ষণাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ড হইয়া গেল, এক খণ্ড যথাস্থানে রহিল, অপর খণ্ড দূরে স্থাপিত হইল। অতঃপর আবুজেহল বলিল, "এই দুই ভাগকে সংযুক্ত কর"। হজরত ইঙ্গিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ সংযুক্ত হইয়া পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া ইহুদী এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিল। কিন্তু আবুজেহল বলিল, "সে জাদুমন্ত্রে আমার দৃষ্টিভ্রম জন্মাইয়াছে, বাস্তবিক চন্দ্র দ্বিখণ্ড হয় নাই"। আবুজেহল পরে এ বিষয় নানাস্থানের পথিক লোককে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা সকলেই বলে যে, অমুক রজনীতে আমরা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ড দেখিয়াছি। কিন্তু এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও সে বিশ্বাস করে নাই। বরং বলে, "মোহম্মদ প্রবল জাদুকর" কথিত আছে, সেই দিন দ্বিধা বিভক্ত চন্দ্রমার ভিতর দিয়া হেরা পর্বত দৃষ্ট হইয়াছিল। চন্দ্রমা দ্বিখণ্ড হওয়া কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ কাফেরদিগের দুর্ভাগ্য ও ধার্মিকদিগের সৌভাগ্য ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় নির্ধারিত আছে। (ত, হো,)

বিষয়ের দিকে (তাহাদিগকে) আহ্বান করিবে। ৬। তাহাদের চক্ষু ভয়ে বিহ্বল হইবে, তাহারা কবর সকল হইতে বাহির হইয়া আসিবে, যেন তাহারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল, আহ্বানকারীর দিকে ধাবিত, ধর্মদ্রোহিগণ বলিবে, "ইহাই কঠোর দিন"। ৭+৮। তাহাদের পূর্বে নূহীয় সম্প্রদায় (পুনরুত্থান বিষয়ে) অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর তাহারা আমার দাস (নূহার) প্রতি অসত্যারোপ করিয়া বলিয়াছিল, "সে ক্ষিপ্ত," এবং তাহাকে নিবারিত করিয়াছিল*। ৯। পরে সে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিল, "নিশ্চয় আমি পরাভূত, অতএব তুমি প্রতিফল দান কর"। ১০। অনন্তর আমি বর্ষণকারী বারিযুক্ত আকাশের দ্বার সকল উন্মুক্ত করিলাম। ১১। এবং ভূতল হইতে প্রস্রবণ সকল সঞ্চারিত করিলাম, অবশেষে জল নির্ধারিত কার্য সাধনে একত্রিত হইল। ১২। এবং তাহাকে আমি কীলক ও কাষ্ঠফলক সংযুক্ত নৌকার উপর চড়াইলাম। ১৩। যে জন কাফের হইয়াছে তাহার প্রতিফলস্বরূপ আমার চক্ষুর সম্মুখে তাহা চলিল। ১৪। এবং সত্যসত্যই আমি ইহাকে নিদর্শন করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশ গ্রহীতা কি আছে? ১৫। অবশেষে আমার শাস্তি ও আমার ভয়প্রদর্শন কেমন ছিল? ১৬। এবং সত্যসত্যই আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশ গ্রহীতা কি আছে? ১৭। আদ জাতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর আমার শাস্তি ও আমার ভয় প্রদর্শন কেমন হইয়াছিল? ১৮। নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি স্থিরীকৃত দুর্দিনে প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলাম। ১৯।+ উহা লোকদিগের প্রতি উৎপাত উপস্থিত করিল, যেন তাহারা উন্মূলিত খোর্মাতরু ছিল। ২০। অনন্তর আমার শাস্তি ও আমার ভয় প্রদর্শন কেমন ছিল? ২১। এবং সত্য-সত্যই আমি উপদেশের জন্য কোরআনকে সহজ করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশ গ্রহীতা কি আছে? ২২। (র, ১ ; আ, ২২)

সমুদ জাতি ভয় প্রদর্শকদিগের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ২৩। অনন্তর তাহারা বলিয়াছিল যে, "আমরা কি আপনাদের অন্তর্গত এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? নিশ্চয় আমরা তখন উন্মত্ততা ও পথভ্রান্তির মধ্যে থাকিব। ২৪। আমাদের মধ্যে কি তাহার প্রতি উপদেশ অবতারিত হইয়াছে? বরং সে মিথ্যাবাদী আত্মপ্রিয়"। ২৫। কে মিথ্যাবাদী আত্মপ্রিয়? তাহারা কল্য জানিবে। ২৬। নিশ্চয় আমি তাহাদের পরীক্ষাস্বরূপ এক উষ্ট্রীর প্রেরণকারী ছিলাম অনন্তর (বলিলাম, হে সালেহ্,) তুমি তাহাদিগকে প্রতীক্ষা কর ও ধৈর্যধারণ করিতে থাক। ২৭। এবং তাহাদিগকে জ্ঞাপন কর যে, তাদের মধ্যে (কূপের) জল বিভাগ করা হইয়াছে, জলের প্রত্যেক (অংশ) (তাহার অধিকারীর প্রতি) উপস্থিত করা হইবে। ২৮। অনন্তর তাহারা আপন সঙ্গীকে ডাকিল, পরে আক্রমণ করিল, অবশেষে পদ ছিন্ন করিল+। ২৯। অনন্তর আমার শাস্তি ও আমার ভয়প্রদর্শন

* অর্থাৎ যখন নূহ্ ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকারের জন্য উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন বিরোধী লোকেরা তাহাকে গালি দিত ও ভৎসনা করিত, এবং তাঁহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিত; তাহাতে তিনি অচেতন হইয়া পড়িতেন, উপদেশ দিতে পারিতেন না। (ত, হো,)

+ সমুদ জাতি প্রেরিত পুরুষ সালেহ্‌কে অগ্রাহ্য করে, এবং তাঁহাকে প্রেরিতত্বের প্রমাণ-স্বরূপ আশ্চর্য ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে বলে। তিনি প্রার্থনাবলে একটি উষ্ট্রীকে প্রস্তরের ভিতর হইতে বাহির করেন। একটি কূপের জল এইরূপ ভাগ

কেমন ছিল ? ৩০। নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি একমাত্র নিনাদ প্রেরণ করিয়াছিলাম, পরে (সেই ধ্বনিতে) তাহারা তৃণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল। ৩১। এবং সত্য-সত্যই আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশ গ্রহীতা কি আছে ? ৩২। লূতীয় সম্প্রদায় ভয় প্রদর্শকগণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল। ৩৩। নিশ্চয় আমি লূতের পরিজনকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতি প্রস্তরবৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে (লূতের পরিজনকে) প্রাতঃকালে আপন সন্নিধানের কৃপা দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছে তাহাকে এইরূপে আমি বিনিময় দান করিয়া থাকি। ৩৪+৩৫। এবং সত্য-সত্যই আমার আক্রমণ তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়াছিল, অনন্তর ভয় প্রদর্শনের প্রতি তাহারা সন্দেহ করিয়াছিল। ৩৬। এবং সত্য-সত্যই তাহারা তাহাকে তাহার অতিথির মধ্য হইতে ডাকিয়া ছিল, অনন্তর আমি তাহাদের চক্ষু বিলোপ করিয়াছিলাম, পরে (বলিয়াছিলাম,) আমার শাস্তি ও আমার ভয় প্রদর্শন আস্বাদন কর*। ৩৭। এবং সত্য-সত্যই প্রাতঃকালে স্থায়ী শাস্তি তাহাদের প্রতি উপস্থিত হইল। ৩৮। অনন্তর (আমি বলিলাম,) আমার শাস্তি ও আমার ভয় প্রদর্শন আস্বাদন কর। ৩৯। এবং সত্য-সত্যই উপদেশের জন্য আমি কোরআনকে সহজ করিয়াছি, পরে কোন উপদেশ গ্রহীতা কি আছে ? ৪০। (র, ২ ; আ, ১৮)

এবং সত্য-সত্যই ফেরওনের পরিজনের প্রতি ভয় প্রদর্শকগণ উপস্থিত হইয়াছিল। ৪১। তাহারা আমার সমগ্র নিদর্শনের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছিল, অনন্তর আমি তাহাদিগকে প্রবল পরাক্রমের আক্রমণে আক্রমণ করিয়াছিলাম। ৩২। তোমাদের কাফেরগণ কি (হে কোরেশকুল,) ইহাদিগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? তোমাদের জন্য ধর্মপুস্তিকা সকলে কি উদ্ধারের (বিধি) আছে ? ৪৩। তাহারা কি বলিয়া থাকে যে, আমরা এক প্রতিহিংসাকারী দল ? ৪৪।

করা হইয়াছিল যে, এক দিন সমুদ জাতি ও এক দিন তাহাদের গৃহপালিত পশু এবং একদিন সেই উষ্ট্রী সেই জল পান করিত। এই অলৌকিক উষ্ট্রী বিষয়ে বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। মস্‌দা ও কেদার নামক দুই ব্যক্তিকে সমুদগণ ডাকিয়া উষ্ট্রীকে বধ করিতে বলে। তাহারা সেই উষ্ট্রীকে জলপান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে আক্রমণ করে। প্রথমতঃ মস্‌দা বাণ নিক্ষেপ করিয়া উষ্ট্রীর চরণ বিদ্ধ করে, পরে কেদার সংকেত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া করবাল দ্বারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, এবং সমুদগণকে তাহার মাংস বিভাগ করিয়া দেয়। তখন উষ্ট্রীর শাবক সনো পর্বতে আরোহণ করিয়া তিন বার শব্দ করে, পরে তথা হইতে স্বর্গে চলিয়া যায়। কথিত আছে, শাবকটি হত হইয়াছিল। এই ঘটনার তিন দিবস পরে সমুদ জাতির উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* সুশ্রী যুবা পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া লূতের নিকটে জেব্রিলাদি যে সকল দেবতা উপস্থিত হইয়াছিলেন, নগরের দুশ্চরিত্র লোকেরা সেই মানবরূপধারী দেবতাদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য লূতকে ডাকিয়া অনুরোধ করিয়াছিল। লূত তাহা অগ্রাহ্য করেন, তাহাতে তাহারা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। তখন জেব্রিল পক্ষাঘাতে তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলেন। (ত, হো,)

শীঘ্র এই দলকে পরাস্ত করা যাইবে, এবং পৃষ্ঠ ভঙ্গ করিয়া দেওয়া যাইবে*। ৪৫। বরং কেয়ামত তাহাদের অঙ্গীকার ভূমি এবং কেয়ামত সুকঠিন ও সুতিক্ত। ৪৬। নিশ্চয় অপরাধিগণ পথভ্রান্তি ও ঈর্ষার মধ্যে আছে। ৪৭। (স্মরণ কর,) যে দিবস অনলে তাহারা অধোমুখে আকৃষ্ট হইবে (আমি বলিব,) নরকের সংস্পর্শ আস্বাদন কর। ৪৮। নিশ্চয় আমি নির্ধারিতভাবে সমুদায় বস্তু সৃজন করিয়াছি। ৪৯। এবং আমার আজ্ঞা চক্ষুর পলক সদৃশ এক বার ভিন্ন নহে। ৫০। এবং সত্য-সত্যই আমি তোমাদের সহধর্মী দলকে সংহার করিয়াছি, অনন্তর কোন উপদেশ গ্রহীতা কি আছে? ৫১। এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার প্রত্যেক বিষয় (কার্যলিপি) পুস্তিকায় (লিখিত) আছে। ৫২। এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ লিখিত আছে। ৫৩। নিশ্চয় ধর্মভীরুগণ জলপ্রণালী ও উদ্যান সকলের মধ্যে শক্তিমান্ রাজার নিকটে সত্যের বাসস্থানে থাকিবে। ৫৪+৫৫। (র, ৩, আ, ১৫)

সূরা রহমান†

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

৭৮ আয়াত. ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

পরমেশ্বর কোরআন শিক্ষা দিয়াছেন। ১+২।+মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ৩+৪। সূর্য ও চন্দ্র নিয়মেতে চালিত। ৫।+তৃণ ও তরু নমস্কার করিতেছে‡। ৬। এবং আকাশ, তাহাকে তিনি উন্নমিত করিয়াছেন ও পরিমাণ স্থাপন করিয়াছেন যেন তোমরা (আদান-প্রদানে) পরিমাণ বিষয়ে অতিক্রম না কর। ৭+৮। এবং ন্যায়ানুসারে পরিমাণকে তোমরা ঠিক রাখিও, এবং পরিমাণ খর্ব করিও না। ৯। এবং পৃথিবী, তাহাকে তিনি মানব মণ্ডলীর জন্য প্রসারিত রাখিয়াছেন। ১০।+তথায় ফলপুঞ্জ ও খোর্মাফলশালী খোর্মাতরু এবং বিচালিযুক্ত শস্যকণা ও পুষ্প (তিনি সৃজন করিয়াছেন)। ১১+১২। অনন্তর (হে পরি ও মানবগণ,) স্বীয় প্রতিপালকের

---

* অর্থাৎ সকলে রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। এই ব্যাপার বদরের যুদ্ধে হইয়াছিল। এই আয়াত হজরতের প্রেরিতত্ব ও কোরআনের সত্যতাবিষয়ে এক প্রমাণ। মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, তখন হজরত কহিলেন, এই আয়তের মর্ম কি বুঝিতে পারিলাম না। পরে হঠাৎ বদরের যুদ্ধের সময় দেখিলাম যে, হজরত বর্ম পরিধান করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, "এই দলকে পরাস্ত করা যাইবে"। ইহার মর্ম কি অদ্য অবধারণ করিলাম। সে দিন শত্রুকুল হত ও বন্দী হইয়াছিল, এবং তাহাদের অনেক সৈন্য পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। (ত, হো,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‡ তৃণ ও তরু নমস্কার করিতেছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছে, অথবা ছায়াযোগে নমস্কার করিতেছে। (ত, হো,)

কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা দুইয়ে অসত্যারোপ করিতেছ ? ১৩। দগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকাযোগে তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৪।+এবং দৈত্যদিগকে ধূমমুক্ত অগ্নি দ্বারা সৃজন করিয়াছেন। ১৫। অনন্তর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছ ? ১৬। তিনি দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের প্রতিপালক*। ১৭। অনন্তর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছ ? ১৮। তিনি দুই সাগরকে মিলিতে প্রবর্তিত করিয়াছেন। ১৯।+উভয়ের মধ্যে আবরণ আছে, এক অন্যকে অতিক্রম করে না†। ২০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ২১। উভয় হইতে মুক্তা ও প্রবাল বহির্গত হয়। ২২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ২৩। সাগরে সঞ্চরণশীল পর্বত তুল্য নৌকা সকল তাঁহারই। ২৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ২৫। (র, ১ ; আ, ২৫)

যে কেহ ইহার উপর (পৃথিবীর উপর) আছে সে-ই অনিত্য। ২৬।+এবং তোমার মহা গৌরব ও বদান্য প্রতিপালকের আনন নিত্য। ২৭। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ২৮। যে জন স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে সে-ই তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করে, প্রতিদিন তিনি একাবস্থায় আছেন। ২৯। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৩০। হে ভারগ্রস্ত দলদ্বয়, শীঘ্রই তোমাদের জন্য (বিচার করিতে) আমি অবসর প্রাপ্ত হইব। ৩১। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৩২। হে মানব ও দানব দল, যদি তোমরা স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রান্ত হইতে বহির্গত হইতে সক্ষম হও তবে বাহির হইয়া যাও, (ঈশ্বরের) পরাক্রম ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিবে না‡। ৩৩। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৩৪। তোমাদের প্রতি অগ্নিশিখা ও ধূম প্রেরিত হইবে, অনন্তর প্রতিহিংসা করিতে পারিবে না। ৩৫। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ ? ৩৬। পরে যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

* "দুই পূর্ব" এক পূর্ব সূর্যের উত্তরায়ণে ও অপর পূর্ব সূর্যের দক্ষিণায়নে নির্দিষ্ট। এইরূপ "দুই পশ্চিম" এক পশ্চিম সূর্যের গতি অনুসারে শীতকালে ও অপর গ্রীষ্মকালে নির্দিষ্ট। এই অয়নাদিতে পৃথিবীর পক্ষে অনেক মঙ্গল হয়। তাহা শস্যোৎপত্তি ও জীবের বিশ্রামাদির কারণ হইয়া থাকে। (ত, হো,)

† দুই সাগর, পারস্য সাগর ও রোমীয় সাগর। এক দিকে উভয় সাগরের গর্ভ পরস্পর মিলিত। এক সাগরের জল মিষ্ট ও সুরস অপরের জল লবণাক্ত ও বিস্বাদ। কিন্তু দ্বীপ বা অন্য কোন আবরণ মধ্যে থাকা বশতঃ এক সাগরের জল অন্য সাগরের জলকে বিকৃত করিতে পারে না। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তোমরা যে স্থানে যাইবে সেই স্থানেই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু স্থিতি করিবে। তোমাদের হস্তে এমন কোন ক্ষমতা ও উপায় নাই যে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবে। কথিত আছে যে, কেয়ামতের দিন স্বর্গীয় দূতগণ পুনরুত্থিত লোকদিগের চতুষ্পার্শ্বে শ্রেণীবন্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া এরূপ ঘোষণা করিতে থাকিবে যে, "হে দৈত্যকুল ও মনুষ্যগণ, এই কেয়ামতের ভূমি, যদি সক্ষম হও বাহিরে যাও, কিন্তু তোমরা বাহির হইতে পারিবে না"। (ত, হো,)

তখন তাহা আরক্তিম চর্মের ন্যায় লোহিত বর্ণ হইবে। ৩৭। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৩৮। অবশেষে সেই দিবস দানব ও মানব স্বীয় অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না। ৩৯। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৪০। পাপিগণ আপন লক্ষণ দ্বারা পরিচিত হইবে, পরে ললাটের কেশযোগে ও পদযোগে গৃহীত হইবে*। ৪১। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৪২। এই সেই নরক, পাপিগণ যাহাকে অসত্য বলিতেছিল। ৪৩। তাহারা তাহার (অগ্নির) মধ্যে ও উচ্ছ্বসিত উষ্ণোদকের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে। ৪৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৪৫। (র, ২ ; আ, ২০)

এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের (সাক্ষাতে) দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করিয়াছে, তাহার জন্য দুই স্বর্গোদ্যান হয়†। ৪৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৪৭। সেই দুই (উদ্যান) বহুতর শাখাযুক্ত। ৪৮। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৪৯। সেই দুই (উদ্যান) মধ্যে দুই জলপ্রণালী প্রবাহিত। ৫০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৫১। সেই দুয়ের মধ্যে সমুদায় ফল দুই প্রকার আছে‡। ৫২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৫৩। তাহারা ফর্শ আসনে (পৃষ্ঠোপাধানে) পৃষ্ঠ স্থাপনকারী হইয়া (বসিবে,) তাহার (ফর্শের) কৌষেয় আচ্ছাদন হইবে, এবং উভয় উদ্যানের ফলপুঞ্জ (তাহাদের) নিকটে থাকিবে। ৫৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৫৫। তথায় (প্রাসাদাদিতে) (লজ্জাবশতঃ) অপ্রশস্তলোচনা অঙ্গনাগণ থাকিবে, তাহাদের পূর্বে মনুষ্য ও দৈত্য তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। ৫৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৫৭। তাহারা (দিব্যাঙ্গনাগণ) ইয়াকুতমণি ও প্রবালস্বরূপ। ৫৮। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৫৯। শুভ কর্মের বিনিময় শুভ ভিন্ন নহে। ৬০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৬১। এবং সেই দুই ভিন্ন (আরও) দুই স্বর্গোদ্যান

* অর্থাৎ পাপীদিগকে তাহাদের মলিন মুখ ও শোক-দুঃখের অবস্থা দেখিয়া চেনা যাইবে। কেশাকর্ষণ করিয়া কখনও তাহাদিগকে নরকে টানিয়া লইয়া যাইবে, কখনও বা চরণ ধরিয়া উর্দ্ধমুখে নরকে নিক্ষেপ করা হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিচারকে ভয় ও পাপ পরিত্যাগ করে তাহাকে দুইটি স্বর্গোদ্যান দেওয়া যাইবে। একটির নাম উদ্যান অদন, অপরটির নাম উদ্যান নঈম। কথিত আছে যে, এক উদ্যান ঈশ্বরভীরু মনুষ্যের জন্য, অপরটি ঈশ্বরভীরু দৈত্যদিগের জন্য হইবে। প্রত্যেক উদ্যানের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার শত বৎসরের পথ, এবং প্রত্যেকের ভিতরে সুরম্য আবাস, সুরস ও সুদৃশ্য ফল, রূপবতী দিব্যাঙ্গনা সকল আছে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ এক প্রকার ফল আছে যাহা পৃথিবীতে দৃষ্ট হইয়াছে, অন্যবিধ অভিনব ফল আছে যাহা কখনও নয়নগোচর হয় নাই। (ত, হো,)

আছে। ৬২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৬৩। সেই দুই (উদ্যান) অতিশয় হরিদ্বর্ণ। ৬৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৬৫। তাহাদের ভিতরে দুই বেগবতী পয়ঃপ্রণালী হয়। ৬৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৬৭। সেই দুই (উদ্যানের) মধ্যে ফলপুঞ্জ ও খোর্মা এবং দাড়িম্বতরু হয়। ৬৮। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৬৯। তথায় উত্তমা সুন্দরী নারীগণ হয়। ৭০। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭১। দিব্যাঙ্গনাগণ পটমণ্ডপের অভ্যন্তরে (বরের জন্য) লুক্কায়িত। ৭২। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭৩। তাহাদের পূর্বে মনুষ্য ও দৈত্য তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। ৭৪। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭৫। তাহারা হরিদ্বর্ণ উপাধানের উপর পৃষ্ঠ স্থাপন করিবে ও উৎকৃষ্ট আসনে বসিবে। ৭৬। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের কোন্ সম্পদের প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছ? ৭৭। তোমার মহিমান্বিত ও মহাবদান্য প্রতিপালকের নাম শুভকর। ৭৮। (রু, ৩; আ, ২৩)

সূরা ওয়াকেয়া*

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

৯৬ আয়াত, ৩ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

(স্মরণ কর,) যখন সংঘটনীয় (কেয়ামত) ঘটিবে। ১। + তাহা ঘটিবার সময় কোন অসত্যবক্তা নাই। ২। (সেই দিন) এক দলের অবনমনকারী এক দলের উন্নমনকারী। ৩। + (স্মরণ কর,) যখন পৃথিবী বিকম্পনে বিকম্পিত এবং পর্বতপুঞ্জ বিচূর্ণনে বিচূর্ণীকৃত হইবে। ৪ + ৫। + তখন ধূলি বিক্ষিপ্ত হইবে। ৬। + এবং তোমরা তিন প্রকার হইবে। ৭। অনন্তর দক্ষিণ দিকের লোক, দক্ষিণ দিকের লোক কি? ৮। এবং বাম দিকের লোক, বাম দিকের লোক কি? ৯। অগ্রগামিগণ অগ্রগামী†। ১০। + ইহারাই সম্পদের উদ্যান সকলের

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† আদমের ঔরসজাত যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণের সময় দক্ষিণ পার্শ্বে ছিলেন তাঁহারা দক্ষিণ দিকের লোক, অথবা সেই দিবস যাঁহাদের দক্ষিণ হস্তে কার্যলিপি অর্পিত হইবে তাঁহারা দক্ষিণ দিকের লোক, মহা ভাগ্যবান্। তাঁহারা স্বর্গোদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিবেন, এবং আদমের ঔরসজাত যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণের সময় তাঁহার বাম পার্শ্বে ছিল তাহারা বাম দিকের লোক,

সন্নিহিত। ১১+১২। পূর্ববর্তী লোকদিগের একদল এবং পশ্চাদ্বর্তী লোক-দগের অল্পাংশ*। ১৩+১৪। সুবর্ণখচিত সিংহাসন সকলের উপর থাকিবে। ১৫।+তাহার উপর পরস্পর সম্মুখবর্তী হইয়া (পীনোপাধানে) পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বসিবে। ১৬। তাহাদের নিকটে নিত্যস্থায়ী বালকগণ (ভৃত্যগণ) আবখোরা ও আফ্‌তাবা (জলপাত্র বিশেষ) এবং নির্মল সুরার পানপাত্রসহ ঘুরিতে থাকিবে। ১৭+১৮। তদ্দ্বারা চৈতন্যবিলোপ ও শিরঃপীড়া হয় না। ১৯। এবং সেই ফলপুঞ্জ যাহা তাহারা মনোনীত করিবে, এবং সেই পক্ষিমাংস যাহা তাহারা ইচ্ছা করিবে (তৎসহ ভৃত্যগণ গমনাগমন করিবে)। ২০+২১। এবং বিশালাক্ষী দিব্যাঙ্গনাগণ থাকিবে। ২২। তাহারা প্রচ্ছন্ন মুক্তাসদৃশ। ২৩। তাহারা (সাধুগণ) যাহা করিতেছিল তাহারা বিনিময় (আমি দিব)। ২৪। তথায় তাহারা "সলাম" "সলাম" কথিত হওয়া ব্যতীত নিরর্থক বাক্য ও পাপ শ্রবণ করিবে না। ২৫+২৬। এবং দক্ষিণ দিকের লোক, দক্ষিণ দিকের লোক কি? ২৭। তাহারা কণ্টকহীন বদরীতরু এবং ফলপূর্ণ মোজ বৃক্ষের তলে ও প্রসারিত ছায়াতে থাকিবে। ২৮+২৯+৩০। +নিপতিত বারি এবং অচ্ছেদ্য ও অনিবার্য প্রচুর ফলের মধ্যে থাকিবে। ৩১+৩২+৩৩। এবং উন্নত ফর্শ আসনে থাকিবে। ৩৪। নিশ্চয় আমি এক প্রকার সৃষ্টিতে তাহাদিগকে (দিব্যাঙ্গনাগণকে) সৃষ্টি করিয়াছি। ৩৫।+ অনন্তর তাহাদিগকে আমি কুমারী করিয়াছি। ৩৬। +দক্ষিণদিকের লোকদিগের জন্য সমবয়স্কা ও প্রেমিকা করিয়াছি†। ৩৭+৩৮। (র, ১; আ, ৩৮)

পূর্ববর্তী লোকদিগকে একদল এবং পশ্চাদ্বর্তী লোকদিগের এক দল‡। ৩৯

অথবা সেই দিবস যাহাদিগের বাম হস্তে কার্যলিপি অর্পিত হইবে তাহারা বাম দিকের লোক দুর্ভাগবান। তাহারা নরকে স্থিতি করিবে। নরক স্বর্গের বাম পার্শ্বে স্থিত। ধর্মেতে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহারা অগ্রগামী, যথা— ফেরওনের বিশ্বাসী পবিজন ও আবুবেকর এবং আলী অথবা যাহারা কোরআনের অধিকারী কিংবা যাহারা ধর্মযুদ্ধে অগ্রগামী, তাহারা সর্বাগ্রে স্বর্গে যাইবে। (ত, হো,)

* পূর্ববর্তী লোক অর্থাৎ পূর্ববর্তী নুহা এব্রাহিম প্রভৃতি পেগাম্বরবর্গের মণ্ডলীস্থ লোক অধিক, পশ্চাদ্বর্তী কেবল হজরত মোহম্মদের মণ্ডলীর লোক। (ত, হো,)

† তেত্রিশ বৎসর বয়সের সমুদায় কন্যা সমবয়স্কা, তাহাদের স্বামিগণও এই বয়সপ্রাপ্ত। বালিকাদিগকে স্বর্গে আনয়ন করা হইলে উপরিউক্ত বয়স পর্যন্ত রক্ষা করিয়া স্বামীর হস্তে সমর্পণ করা যাইবে। বৃদ্ধাদিগকেও এই বয়ঃক্রমে পরিবর্তিত করা হইবে। কোন নারী পৃথিবীতে স্বামী গ্রহণ না করিয়া থাকিলে তাহাকে কোন এক স্বর্গবাসীর ভার্যা করিয়া দেওয়া যাইবে। যদি স্বামী থাকে, কিন্তু স্বামী স্বর্গবাসী নয় তবে অন্য কোন স্বর্গবাসীর প্রতি সেই নারী প্রদত্ত হইবে, এবং যদি স্বামী স্বর্গবাসী হয় তবে পুনর্বার তাহারই হস্তে অর্পিত হইবে। একাধিক স্বামী থাকিলে শেষ স্বামীই স্বর্গে স্বামী বলিয়া পরিগণিত হইবে। (ত, হো,)

‡ যখন "পশ্চাদ্বর্তী দলের অল্পাংশ" এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন ওমর অশ্রুপূর্ণলোচনে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "প্রেরিত মহাপুরুষ, আমরা তোমার অনুগত ও তোমার প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছি, এ কি, আমাদের অল্প সংখ্যক

+৪০। এবং বামদিকের লোক সকল, বামদিকের লোক কি ? ৪১। উষ্ণ বায়ু
ও উষ্ণোদকের মধ্যে এবং ধূমে যাহা শীতল ও সম্মান্য নয় তাহার ছায়ায় থাকিবে।
৪২+৪৩+৪৪। নিশ্চয় তাহারা ইতিপূর্বে বিলাসে প্রতিপালিত হইয়াছিল।
৪৫। এবং মহাপাপে নিয়ত স্থিতি করিতেছিল। ৪৬+৪৭। এবং বলিতেছিল,
"কি যখন আমরা মরিব ও মৃত্তিকা হইয়া যাইব এবং অস্থিপুঞ্জ হইব তখন কি নিশ্চয়
আমরা সমুত্থিত হইব ? অথবা আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণ (সমুত্থিত
হইবে)? ৪৮+৪৯+৫০। তুমি বল, (হে মোহম্মদ) নিশ্চয় পূর্ববর্তী ও
পশ্চাদ্বর্তী লোকগণ নিরূপিত দিনে এক সময়েতে একত্রীকৃত হইবে। ৫১। তৎপর
নিশ্চয় তোমরা হে বিপথগামী ও অসত্যারোপকারিগণ, অবশ্য জকুম তরুর (ফল)
ভক্ষণ করিবে। ৫২+৫৩। +অনন্তর তদ্দ্বারা উদরপূর্ণকারী হইবে। ৫৪।
পরে তাহার উপর উষ্ণোদক পান করিবে। ৫৫। অবশেষে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের পানের
ন্যায় পানকারী হইবে। ৫৬। বিচারের দিবসে ইহাই তাহাদের আতিথ্যোপহার।
৫৭। আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, অনন্তর কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ
না ? ৫৮। অবশেষে যাহা জরায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয় তোমরা কি তাহা দেখিয়া থাক ?
৫৯। তোমরা কি তাহা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টিকর্তা ? ৬০। আমি তোমাদের
মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করিয়াছি, এবং আমি তোমাদের সদৃশ অন্য দলকে (তোমাদের
স্থানে) পরিবর্তিত করিতে ও তোমরা জ্ঞাত নও এমন স্থানে তোমাদিগকে সৃষ্টি
করিতে কাতর নহি। ৬১+৬২। এবং সত্য সত্যই তোমরা প্রথম সৃষ্টি জ্ঞাত
হইয়াছ, তবে কেন উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না ? ৬৩। যাহা তোমরা বপন কর
অনন্তর তাহা কি তোমরা দেখ ? ৬৪। তোমরা কি অঙ্কুরোৎপাদন কর ? না,
আমি অঙ্কুরোৎপাদক। ৬৫। আমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি,
পরে তোমরা বিস্মিত হও। ৬৬। (বল,) "নিশ্চয় আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত। ৬৭।
+বরং আমরা বঞ্চিত"। ৬৮। অনন্তর তোমরা কি সেই জল দেখিয়াছ যাহা পান
করিয়া থাক ? ৬৯। তোমরা কি তাহা মেঘ হইতে বর্ষণ করিয়াছ ? অথবা আমি
বর্ষণকারী ? ৭০। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহা বিস্বাদ করিতে পারি, অনন্তর
তোমরা কেন ধন্যবাদ করিতেছ না ? ৭১। পরে সেই অগ্নি কি দেখিয়াছ যাহা
(বৃক্ষ শাখা হইতে) প্রজ্বলিত করিয়া থাকি ? ৭২। তোমরা কি তাহার বৃক্ষকে
সৃষ্টি করিয়াছ, অথবা আমি সৃষ্টিকর্তা ? ৭৩। আমি পথিকদিগের জন্য তাহাকে
উপদেশ বা লাভ স্বরূপ করিয়াছি। ৭৪। অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) স্বীয়
মহা প্রতিপালকের নামের স্তব করিতে থাক। ৭৫। (র, ২ ; আ, ৩৭

অবশেষে নক্ষত্রমণ্ডলীর নিপাতভূমি সম্বন্ধে আমি শপথ করিতেছি*। ৭৬।

ব্যতীত উদ্ধার পাইবে না। তাহাতেই "পূর্ববর্তী লোকদিগের এক দল ও পশ্চাদ্বর্তী লোকদিগের এক দল" এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত এই আয়াত পাঠ করিলে ওমর সন্তুষ্ট হন। হজরত বলেন, "আদম হইতে আমার সময় পর্যন্ত এক দল আমা হইতে কেয়ামত পর্যন্ত এক দল উদ্ধার পাইবে। স্বর্গবাসীদিগের একশত বিংশতি শ্রেণী হইবে, এবং তাহার ষাট শ্রেণী আমার মণ্ডলীর অন্তর্গত"। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, হজরতের অনুবর্তী মণ্ডলীর কোন ব্যক্তি চিরকালের জন্য নরকবাসী হইবে না। (ত, হো.)

* এ স্থলে নক্ষত্রাবলী অর্থে কোরআনের বাক্যাবলী, নিপাতভূমি অর্থে হজরতের পবিত্র অন্তঃকরণ। এতদ্ভিন্ন অন্য অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। (ত, হো,)

+এবং যদি তোমরা বুঝিতে পার নিশ্চয় তবে ইহা মহাশপথ। ৭৭। নিশ্চয় ইহা গৌরবান্বিত কোরআন। ৭৮। গুপ্ত গ্রন্থে (স্বর্গস্থ গ্রন্থে) স্থিত। ৭৯। পবিত্র পুরুষগণ ব্যতীত ইহাকে স্পর্শ করে না। ৮০। নিখিল জগতের প্রতিপালক কর্তৃক (ইহা) অবতারিত। ৮১। অনন্তর তোমরা কি এই বাণীর প্রতি অগ্রাহ্যকারী। ৮২। এবং আপনাদের (লভ্যাংশ) এই কর যে, তোমরা অসত্যারোপ করিয়া থাক। ৮৩। অনন্তর কেন যখন প্রাণ কণ্ঠে উপস্থিত হয় ও তোমরা তখন দেখিতে পাও না? ৮৪+৮৫।+এবং আমি তোমাদের অপেক্ষা তৎসম্বন্ধে নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। ৮৬। অনন্তর যদি তোমরা দণ্ডার্হ না হও, তবে তোমরা সত্যবাদী হইলে কেন তাহাকে (আত্মাকে) ফিরাইয়া লইও না। ৮৭+৮৮। অবশেষে কিন্তু যদি (মৃত ব্যক্তি) (ঈশ্বরের) সান্নিধ্যবর্তীদিগের অন্তর্গত হয়, তবে আরাম ও সুগন্ধি পুষ্প এবং সম্পদের উদ্যান আছে। ৮৯+৯০+৯১। এবং যদি কিন্তু দক্ষিণ দিকের লোক হয় তবে তোমার প্রতি দক্ষিণ দিকের লোকের সলাম আছে। ৯২+৯৩। এবং যদি কিন্তু বিপথগামী ও অসত্যারোপকারীদিগের অন্তর্গত হয়, তবে উষ্ণোদবের আতিথ্যোপচার এবং নরকে প্রবেশ। ৯৪। নিশ্চয় ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। ৯৫। অনন্তর তুমি স্বীয় মহা-প্রতিপালকের নামের স্তব কর। ৯৬। (র, ৩; আ, ২২)

সূরা হদিদ*

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

২৯ আয়াত, ৪ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যাহা স্বর্গে ও পৃথিবীতে আছে তাহা ঈশ্বরকে স্তব করিতেছে এবং তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। ১। তাঁহারই স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব, তিনি বাঁচান ও মারেন, এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান্। ২। তিনি (সর্বাপেক্ষা) প্রথম ও অন্তিম, বাহ্য ও গুপ্ত, এবং তিনি সর্বজ্ঞ। ৩। তিনিই যিনি ছয় দিবসে স্বর্গ ও মর্ত্য সৃজন করিয়াছেন, তৎপর উচ্চ স্থানের উপর স্থিতি করিয়াছেন; পৃথিবীতে যাহা উপস্থিত হয় ও যাহা তাহা হইতে বাহির হইয়া থাকে, এবং যাহা আকাশ হইতে অবতারিত হয় ও যাহা তথায় সমুত্থিত হইয়া থাকে তিনি জ্ঞাত হন, এবং যে স্থানে তোমরা থাক তিনি তথায় তোমাদের সঙ্গে থাকেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক পরমেশ্বর তাহার দ্রষ্টা। ৪। স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁহারই, এবং ঈশ্বরের দিকেই ক্রিয়াসকল প্রত্যাবর্তিত হয়। ৫। তিনি রাত্রিকে দিবার মধ্যে প্রবেশিত করেন ও দিবাকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশিত করিয়া থাকেন, এবং তিনি অন্তরের রহস্যাবিৎ। ৬। তোমরা (হে লোক সকল,) ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং যে বিষয়ে তোমাদিগকে তিনি উত্তরাধিকারী করিয়াছেন

---

* এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

তাহা হইতে ব্যয় করিতে থাক, অনন্তর তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও (সদ্) ব্যয় করিয়াছে তাহাদের জন্য মহা-পুরস্কার আছে। ৭। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না? তিনি তোমাদিগকে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে ডাকিতেছেন, এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে সত্যই তোমাদিগ হইতে তিনি অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। ৮। তিনি যিনি স্বীয় দাসের প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী প্রেরণ করেন যেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতির দিকে বাহির করে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি কৃপাবান দয়ালু। ৯। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, ঈশ্বরের পথে ব্যয় করিতেছ না? এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিকার ঈশ্বরেরই, যে ব্যক্তি জয়লাভের পূর্বে দান করিয়াছে ও সংগ্রাম করিয়াছে সে তোমাদের তুল্য নয়, ইহারা পদানুসারে যাহারা পশ্চাৎ ব্যয় করে ও যুদ্ধ করিয়া থাকে তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং পরমেশ্বর প্রত্যেকের সঙ্গে উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন ও তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১০। (র, ১; আ, ১০)

সে কে যে ঈশ্বরকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করে? অনন্তর তিনি তাহার জন্য দ্বিগুণ করেন, এবং তাহার নিমিত্ত মহা পুরস্কার আছে* । ১১ (স্মরণ কর,) যে দিন তুমি (হে মোহম্মদ,) বিশ্বাসী পুরুষ বিশ্বাসিনী নারীদিগকে দেখিবে যে তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও তাহাদের দক্ষিণ দিকে সঞ্চরণ করিতেছে, (বলা হইবে,) "তোমাদের প্রতি সুসংবাদ, অদ্য স্বর্গোদ্যান সকল (তোমাদের জন্য,) উহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তোমরা চিরনিবাসী হইবে, ইহাই সেই মহা কৃতার্থতা"। ১২। যে দিবস কপট পুরুষ ও কপট নারীগণ বিশ্বাসীদিগকে বলিবে, "আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমাদের জ্যোতি হইতে আমরা জ্যোতি আকর্ষণ করিব," তখন বলা হইবে, "তোমরা আপনাদের পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া যাও, পরে জ্যোতি অন্বেষণ করিও"। অনন্তর তাহাদের মধ্যে এক প্রাচীর স্থাপিত হইবে, তাহার এক দ্বার থাকিবে, তাহার (প্রাচীরের) অভ্যন্তর ভাগে কৃপা ও তাহার বহির্দেশে তাহার সম্মুখদিকে শাস্তি থাকিবে‡। ১৩। তাহারা তাহাদিগকে (বিশ্বাসীদিগকে) ডাকিয়া বলিবে, "আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না"? তাহারা বলিবে, "হাঁ ছিলে, কিন্তু তোমরা আপনাদের জীবনকে

---

* এ স্থলে ঈশ্বরকে ঋণদানের অর্থ ধর্মযুদ্ধে অর্থ ব্যয় করা। যাহারা যুদ্ধে, অর্থ দান করিয়া থাকে তাহারা পরলোকে তাহার দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে (ত, ফা,)

† কেয়ামতের সময় ধার্মিক লোক সকল যখন সালাত পোলের উপর দিয়া গমন করিবে, তখন ভয়ানক অন্ধকার হইবে। বিশ্বাসের আলোক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রে চলিবে, এবং দক্ষিণ দিকে যে সৎকার্য সকল সঞ্চিত হয় সেই দিকে আলোক সঞ্চারিত হইবে। (ত, ফা,)

‡ প্রাচীরের ভিতরের দিকে অদূরে স্বর্গলোক, তথায় বিশ্বাসিগণ গমন করিবে। বাহিরের দিকে নরক, তথায় কপট লোকেরা যাইবে। কিন্তু কপট লোকেরা, পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি করিয়া কোন জ্যোতি দেখিতে পাইবে না। পরে বিশ্বাসী লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিবে, তখন তাহাদের ও বিশ্বাসীদিগের মধ্যে যে এক প্রাচীর স্থাপিত, সেই প্রাচীরের একটি দ্বার থাকিবে। তাহারা কাতর হইয়া সেই দ্বার দিয়া দৃষ্টি করিয়া বিশ্বাসীদিগকে দেখিবে যে, তাঁহারা আনন্দে স্বর্গোদ্যানের দিকে যাইতেছেন। (ত, হো,)

বিপদগ্রস্ত করিয়াছ ও (আমাদের অকল্যাণ) প্রতীক্ষা করিয়াছ; এবং সন্দেহ করিয়াছ ও বাসনা সকল তোমাদিগকে এত দূর প্রতারিত করিয়াছে যে, ঈশ্বরের আদেশ উপস্থিত হইল, আর প্রতারক (শয়তান) ঈশ্বরের (আদেশ সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতারিত করিল। ১৪। অনন্তর অদ্যকার দিনে তোমাদিগ হইতে ও যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহাদিগ হইতে অপরাধের বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না, তোমাদিগের আশ্রয়স্থান অগ্নি, উহাই তোমাদিগের বন্ধু এবং উহা বিগর্হিত প্রত্যাবর্তন ভূমি"। ১৫। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের জন্য কি সময় আসে নাই যে, ঈশ্বরের ও যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রসঙ্গে তাহাদিগের অন্তঃকরণ নম্র হয়, এবং পূর্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের অনুরূপ না হয় ? অনন্তর তাহাদের সম্বন্ধে কাল দীর্ঘ হইয়াছে অবশেষে তাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাদিগের অধিকাংশ পাষণ্ড। ১৬। জানিও নিশ্চয় পরমেশ্বর পৃথিবীকে তাহার মৃত্যুর পর জীবিত করিয়া থাকেন, সত্যই আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিয়াছি, ভরসা যে তোমরা জ্ঞান লাভ করিবে। ১৭। নিশ্চয় ধর্মার্থদাতা পুরুষ ও ধর্মার্থদাত্রী নারীগণ বস্তুতঃ পরমেশ্বরকে উত্তম ঋণে ঋণ দান করিয়াছে, তাহাদিগকে দ্বিগুণ দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে। ১৮। এবং যাহারা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ইহারাই তাহারা যে, সত্যবাদী ও স্বীয় প্রতিপালকের সন্নিধানে ধর্মযুদ্ধে নিহত, তাহাদের জন্য তাহাদের পুরস্কার ও তাহাদের জ্যোতি আছে, এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে ইহারাই নরকলোক নিবাসী। ১৯। (র, ২ ; আ, ৯)

তোমরা জানিও যে, পার্থিব জীবনে ক্রীড়া ও আমোদ সৌন্দর্য-বর্ধন ও আপনাদের মধ্যে গর্ব হয়, এবং ধন ও সন্তান-সন্ততিতে বৃদ্ধি হয় ; তাহা বারিবর্ষণ সদৃশ, (তদ্দ্বারা) অঙ্কুরোদ্গম হয় কৃষকদিগকে আনন্দিত করে তৎপর তাহারা শুষ্ক হয়, পরে তাহাকে তুমি পীতবর্ণ দেখিতে পাও তৎপর চূর্ণীকৃত হয় ; পরলোকে কঠিন শাস্তি আছে, এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও ক্ষমা আছে, এবং পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ভিন্ন নহে। ২০। স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের তুল্য যাহার বিস্তৃতি সেই স্বর্গলোকের দিকে তোমরা অগ্রসর হও যাহারা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা ঈশ্বরের করুণা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে দান করিয়া থাকেন, এবং পরমেশ্বর মহা কৃপাবান। ২১। এমন কোন বিপদ ধরাতলে ও তোমাদের জীবনে উপস্থিত হয় না যাহা, আমি উপস্থিত করিবার পূর্বে তাহা গ্রন্থে লিখিত হয় নাই নিশ্চয় ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ২২। যেন তাহাতে তোমরা যাহা নষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধে শোক না কর, এবং যাহা তোমাদের প্রতি সমাগত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আহলাদিত না হও ঈশ্বর সমুদায় গর্বিত আত্মাভিমানীকে প্রেম করেন না। ২৩। যাহারা কৃপণতা করে ও লোকদিগকে কৃপণ হইতে আদেশ করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি বিমুখ হয় পরে নিশ্চয় সেই ঈশ্বর (তদ্বিষয়ে) নিষ্কাম প্রশংসিত। ২৪। সত্য-সত্যই আমি স্বীয় প্রেরিত পুরুষদিগকে প্রমাণাবলীসহ প্রেরণ করিয়াছি, এবং তাহাদের সঙ্গে গ্রন্থ পরিমাণ যন্ত্র (নিয়ম-প্রণালী) অবতারণ করিয়াছি যেন লোক সকল ন্যায়েতে স্থিতি করে, এবং আমি লৌহ অবতারণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে গুরুতর সংগ্রাম ও মনুষ্যের জন্য লাভ আছে, এবং তাহাতে

পরমেশ্বর জ্ঞাত হন যে, গোপনে কে তাঁহাকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে সাহায্য দান করে, নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিশালী পরাক্রান্ত*। ২৫। (র, ৩ ; আ, ৬)

এবং সত্য-সত্যই আমি নুহাকে ও এব্রাহিমকে প্রেরণ করিয়াছি, এবং উভয়ের সন্তানবর্গের মধ্যে প্রেরিতত্ব ও গ্রন্থ স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর তাহাদের কতক লোক পথপ্রাপ্ত এবং তাহাদের অধিকাংশ দুশ্চরিত্র হইয়াছে। ২৬। তৎপর তাহাদের অনুসরণে আপন প্রেরিত পুরুষদিগকে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং মরয়মের পুত্র ঈসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম ও তাহাকে ইঞ্জিল গ্রন্থ দিয়াছিলাম, এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের অন্তরে দয়া ও কোমলতা স্থাপন করিয়াছি, এবং সেই নির্জনাশ্রয়, তাহা তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে, ঈশ্বরের প্রসন্নতা অন্বেষণ ব্যতীত আমি তাহাদের সম্বন্ধে তাহা লিপি করি নাই, অনন্তর তাহারা তাহার সত্য সংরক্ষণে তাহা সংরক্ষণ করে নাই ; পরে আমি তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে তাহাদের পুরস্কার প্রদান করিয়াছি, এবং তাহাদের অধিকাংশই পাষণ্ড ছিল†। ২৭। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি স্বীয় অনুগ্রহের দুই ভাগ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন,‡ এবং তোমাদের জন্য জ্যোতি বিকীর্ণ করিবেন, তদ্দ্বারা তোমরা চলিতে থাকিবে ও তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এবং পরমেশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ২৮। +তাহাতে গ্রন্থাধিকারিগণ জানিবে যে, তাহারা ঈশ্বরের কোন উপকার সম্বন্ধে ক্ষমতা রাখে না, এবং উপকার ঈশ্বরের হস্তে আছে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহা বিধান করিয়া থাকেন, এবং পরমেশ্বর মহোপকারী। ২৯। (র, ৪ ; আ, ৪)

---

* ঈশ্বরের প্রেরিত জল, অগ্নি ও লবণ এবং লৌহ এই চারিটি দ্রব্য বিশেষ শুভকর। লৌহ দ্বারা সমুদায় প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনোপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়, তাহাতে এই বিশেষ লাভ হইয়া থাকে যে, শর, করবালাদি যুদ্ধাস্ত্র নির্মিত হয়। তৎসাহায্যে কাফেরদিগের উপর বিশ্বাসীদিগের জয়লাভ ও তাহাদের নগর আপদশূন্য হইয়া থাকে। গোপনে ঈশ্বরকে ও প্রেরিত পুরুষকে সাহায্য দানের অর্থ এই যে, প্রেরিত পুরুষের অসাক্ষাতে সাহায্য দান করা। কপট লোকেরা সাক্ষাতে হজরতে সহায়তা করিত, অসাক্ষাতে তাঁহার স্বপক্ষে থাকিত না। (ত, হো,)

† মহা পুরুষ ঈসার মণ্ডলীর অন্তর্গত কতিপয় লোক তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ইঞ্জিলের বিধি অমান্য করিয়া কাফের হয়, কতিপয় লোক উক্ত ধর্মে স্থিতি করিয়া পর্বতে চলিয়া যায়, অবিবাহিত থাকিয়া অন্ন-পান পরিত্যাগ পূর্বক কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, বস্তুতঃ তাহাদের প্রতি এই বিধি ছিল না। (ত, হো,)

‡ হজরত মোহম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের এক অনুগ্রহ এবং সাধারণ প্রেরিত পুরুষদিগের প্রতি আর এক প্রকার অনুগ্রহ। (ত, হো,)

সূরা মজাদলা*

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

২২ আয়াত, ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যে তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) আপন স্বামী সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতেছে ও ঈশ্বরের নিকটে অভিযোগ করিতেছে সত্যই পরমেশ্বর সেই নারীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বর তোমাদের দুইয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন, নিশ্চয় ঈশ্বর শ্রোতা দ্রষ্টা†। ১। তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বীয় ভার্যাদিগকে (মাতা বলিয়া) পরিত্যাগ করে, তাহাদের মাতা তাহারা হয় না, তাহাদের মাতা যাহারা তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছে তাহারা ভিন্ন নহে, এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যা ও অবৈধ কথা বলে, এবং নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল মার্জনাকারী‡। ২। এবং যাহারা আপন ভার্যাগণকে বর্জন করে, তৎপর যাহা বলিয়াছে তৎপ্রতি (তাহা ভঙ্গ করিতে) ফিরিয়াআইসে, তবে উভয়ের সংস্পর্শ হওযার পূর্বে (একটি দাসের) গ্রীবা-মুক্তি (আবশ্যক), এই (বিধি), এতদ্দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ৩। অনন্তর যে ব্যক্তি (দাস) প্রাপ্ত না হয়, পরে উভয়ের সংস্পর্শ হওয়ার পূর্বে ক্রমান্বয়ে দুই মাস তাহার রোজা পালন (বিধি,) অবশেষে যে ব্যক্তি অক্ষম হয় পরে সে ষাট জন দরিদ্রকে ভোজ্য দান করিবে, ইহা এজন্য যে, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং ইহাই ঈশ্বরের সীমা, এবং কাফেরদিগের জন্য দুঃখজনক

* এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† একদিন সামেতের পুত্র ওসে স্বীয় ভার্যা খওলার সঙ্গে মিলিত হইতে অভিলাষী হয়, খওলা অসম্মতি প্রকাশ করে। ওসে তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, "তুই আমার মাতৃতুল্য"। পৌত্তলিকতার সময়ে আরব্য পুরুষেরা এইরূপ উক্তি করিলেই ভার্যা বর্জিত হইত। খওলা এই কথা শ্রবণ করিয়া হজরতের নিকটে যাইয়া অভিযোগ করে, হজরত বলেন, 'তুমি ওসের সম্বন্ধে অবৈধ হইয়াছ"। খওলা বলে, "সে আমাকে বর্জন করে নাই"। ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত কহেন, "বর্জন করিয়াছে ভিন্ন আমি মনে করিতেছি না, তুমি তাহার সম্বন্ধে অবৈধ হইয়াছ"। অনেকগুলি শিশু সন্তান ছিল ও ওসের সঙ্গে বহুকালের প্রণয় ছিল বলিয়া খওলা অত্যন্ত শোকার্ত হইল ও পুনর্বার হজরতের নিকটে প্রার্থনা জানাইল, হজরত সেই উত্তরই প্রদান করিলেন। তখন ঊর্ধ্বমুখে খওলা ঈশ্বরকে ডাকিয়া বলিল, 'পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিলাম"। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ কোন নারীকে মা বলিলেই সে মা হয় না, গর্ভধারিণী ভিন্ন অন্য কেহ মাতা নহে। (ত, হো,)

শাস্তি আছে*। ৪। নিশ্চয় যাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের পূর্ব্ববর্তিগণ যেমন লাঞ্ছিত হইয়াছে তদ্রূপ তাহারা লাঞ্ছিত হয়, এবং সত্যই আমি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী অবতারণ করিয়াছি, এবং ধর্ম্ম-দ্রোহীদিগের জন্য দুর্গতির শাস্তি আছে। ৫। যে দিবস পরমেশ্বর তাহাদিগকে এক যোগে সমুত্থান করিবেন, তখন তাহারা যাহা করিয়াছে তিনি তাহাদিগকে জানাইবেন, পরমেশ্বর তাহা মনে রাখিয়াছেন ও তাহারা তাহা ভুলিয়াছে, এবং ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে সাক্ষী। ৬। (র, ১; আ, ৬)

তুমি কি (হে মোহম্মদ,) দেখ নাই যে, ঈশ্বর স্বর্গেতে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে জানিতেছেন, (এমন) তিন জনের পরস্পর গুপ্ত কথা হয় না যে, তিনি তাহাদের চতুর্থ নহেন, এবং (এমন) পাঁচ জন নহে যে, তিনি তাহাদের ষষ্ঠ নহেন, এবং যে স্থানে হউক এমন এতদপেক্ষা ন্যূন ও অধিকাংশ লোক নয় যে, তিনি তাহাদের সঙ্গে নহেন, তৎপর তাহারা যাহা করিয়াছে কেয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে তাহা জানাইবেন, নিশ্চয় ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানী†। ৭। পরস্পর গুপ্ত কথনে যাহারা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাদের প্রতি কি তুমি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা যে বিষয়ে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎপর তাহার প্রতি পুনঃ প্রবৃত্ত হয়, এবং পাপ ও শত্রুতা এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি অবাধ্যাচারণ বিষয়ে গোপনে কথোপকথন করে, যখন তোমার নিকটে উপস্থিত হয়, ঈশ্বর যে (বাক্য) দ্বারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন নাই তৎসহযোগে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে, এবং আপন মনেতে বলে, যাহা আমরা বলিয়া থাকি তজ্জন্য কেন ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দান করেন না? তাহাদের জন্য নরক লোক যথেষ্ট, তাহারা তাহাতে প্রবেশ করিবে, অনন্তর (উহা) বিগর্হিত স্থান‡। ৮। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা পরস্পর গোপনে কথা বল,

* অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মা বলিয়া তাহার সহবাস হইতে বিরত হইয়াছে সে যদি পুনরায় সেই স্ত্রীর সহবাস ইচ্ছা করে, তবে সহবাসের পূর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহাকে এক জন ক্রীত দাসের দাসত্ব মুক্ত করিতে হইবে। তদভাবে ক্রমান্বয়ে দুই মাস রোজা পালনের বিধি। তাহাতে অক্ষম হইলে ষাট জন দরিদ্রকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দুই বেলা প্রচুর রূপে ভোজন করাইবে। (ত, হো,)

† একদিন ওমরের পুত্র রোবয় ও রোবয়ের ভ্রাতা জয়ব ও মিয়ার পুত্র সফওয়ানের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিল। একজন বলিল, আমরা যাহা বলি ঈশ্বর কি তাহা জানেন? অন্য ব্যক্তি বলিল, কতক জানেন না। তৃতীয় জন বলিল, যদি কতক জানেন, তবে সমুদায় জানিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহার জ্ঞানে প্রতি-বন্ধকতা নাই। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

‡ ইহুদী ও কপট লোকদিগের এরূপ স্বভাব ছিল যে, যখন হজরত কোথাও সৈন্য প্রেরণ করিতেন ও তাহাদের সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইত, তখন তাহারা পথ প্রান্তে বসিয়া এই ভাবে আকার-ইঙ্গিতে পরস্পর কথোপকথন করিত যে, বিশ্বাসী লোকেরা তাহা শ্রবণ করিয়া মনে করিত যে, প্রেরিত সৈন্য দলের ঘোর বিপদ্ হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাহারা মহা শোকার্ত্ত হইত। হজরত ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে তদ্রূপ কথোপকথন করিতে নিষেধ করেন। তাহারা তিন দিবস নিষেধ মান্য করে পরে আবার তদ্রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

তখন পাপ ও শত্রুতা এবং প্রেরিত পুরুষের প্রতি অবাধ্যতাচরণ বিষয়ে গুপ্ত কথোপকথন করিও না, এবং শুভাচরণ ও বৈরাগ্য বিষয়ে গোপনে প্রসঙ্গ করিও ও যাঁহার দিকে তোমরা সমুত্থিত হইবে সেই ঈশ্বরকে ভয় করিও। ৯। বিশ্বাসীদিগকে বিষণ্ণ করিতে শয়তানের গুপ্ত কথোপকথন এতদ্ভিন্ন নহে, ঈশ্বরের আদেশ ব্যতীত সে তাহাদের কিছুই অনিষ্টকারক নহে, অতএব বিশ্বাসিগণ যেন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে। ১০। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, সভাতে (স্থান) প্রমুক্ত রাখিও, তখন স্থান প্রমুক্ত করিও, ঈশ্বর তোমাদের জন্য প্রমুক্তি বিধান করিবেন, এবং যখন বলা হয় তোমরা উঠ, তখন উঠিও; তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী ও যাহাদিগকে পদানুক্রমে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে পরমেশ্বর সমুন্নত করিবেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার সজ্ঞাতা*। ১১। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন কর তখন স্বীয় গুপ্ত কথনের পূর্বে কিছু খয়রাত (ধর্মার্থ দান) উপস্থিত করিও, ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গল ও পরম পুণ্য, অনন্তর যদি (দানের সামগ্রী) প্রাপ্ত না হও তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু†। ১২। তোমরা কি স্বীয় গুপ্ত কথনের পূর্বে খয়রাত উপস্থিত করিতে ভয় পাইলে? অনন্তর যখন কর নাই, এবং ঈশ্বর তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন তখন উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জকাত দান কর, এবং পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার তত্ত্বজ্ঞ। ১৩। (র, ২; আ, ১)

এক দলের সঙ্গে যাহারা প্রণয় স্থাপন করিয়াছিল, ঈশ্বর যাহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগের প্রতি কি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা তোমাদেরও নহে, এবং তাহাদেরও নহে, এবং তাহারা অসত্যে শপথ করে, অথচ তাহারা বুঝিতেছে‡। ১৪। পরমেশ্বর তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন, নিশ্চয়

* বদরের রণক্ষেত্রের এক দল লোক আসিয়া হজরতের সভায় উপস্থিত হয়। কতিপয় ধর্মবন্ধু হজরতকে ঘেরিয়া বসিয়াছিলেন। বদরের লোকগণ সলাম করিয়া মসজেদের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকে, কেহ তাহাদিগকে স্থান দান করে না। তখন হজরত বলেন, হে অমুক, হে অমুক গাত্রোত্থান কর, তখন তাহারা উঠিয়া বদরনিবাসীদিগকে স্থান দান করেন। উহা দেখিয়া কপট লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে থাকে। তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† হজরতের সঙ্গে গোপনে কথা কহিবার জন্য তাঁহার নিকটে লোকের ভিড় হইত, ক্রমে এত লোকের সমাগম হইতে থাকে যে কথা কহিতে তাঁহার অবকাশ হইয়া উঠে না। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কথিত আছে, খয়রাতের নিয়ম দশ দিন পর্যন্ত ছিল, পরে তাহা রহিত হয়। মহাত্মা আলী এক এক দিন এক একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এক দিন এক দণ্ড মাত্র তিনি এ কার্য করিয়াছিলেন, অন্য কেহ নহে। (ত, হো,)

‡ নবতলের পুত্র আবদোল্লা একজন কপট লোক ছিল। সে প্রেরিত পুরুষের সহবাসে থাকিত ও তাঁহার কথা শুনিয়া ইহুদীদিগকে যাইয়া বলিত। এক দিবস হজরত কতিপয় ধর্মবন্ধু সহ কুটিরে ছিলেন। তখন তিনি বন্ধুদিগকে

তাহারা যাহা করিতেছে তাহা অশুভ। ১৫। তাহারা আপনাদের শপথকে ঢালরূপে
গ্রহণ করিয়াছে, পরে ঈশ্বরের পথ হইতে (লোকদিগকে) অবরুদ্ধ রাখিয়াছে, অবশেষে
তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি আছে। ১৬। তাহাদিগের ধন-সম্পত্তি ও তাহা-
দিগের সন্তান-সন্ততি ঈশ্বরের (শাস্তির) কিছুই তাহাদিগ হইতে নিবারণ করিবে না;
ইহারাই নরকানলনিবাসী, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ১৭। যে দিবস পরমেশ্বর
তাহাদিগকে যুগপৎ সমুত্থাপন করিবেন, তখন তাহারা তাঁহার সম্বন্ধে
শপথ করিবে যেমন তোমাদের প্রতি শপথ করিয়া থাকে, এবং মনে করে যে,তাহারা
কোন বিষয়ের উপর স্থিতি করিতেছে, জানিও নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী। ১৮।
তাহাদের উপর শয়তান বিজয় লাভ করিয়াছে, অনন্তর ঈশ্বর-স্মরণে তাহাদিগকে
বিস্মৃত করিয়া ভুলিয়াছে, ইহারাই শয়তানের লোক. জানিও নিশ্চয় সেই সকল
শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯। নিশ্চয় যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত
পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে, ইহারাই অতিশয় লাঞ্ছনার মধ্যে
আছে। ২০। পরমেশ্বর লিখিয়াছেন যে, অবশ্য আমি বিজয়ী হইব ও আমার
প্রেরিত পুরুষগণ (বিজয়ী হইবে.) নিশ্চয় ঈশ্বর শক্তিশালী পরাক্রান্ত। ২১।
তুমি (এমন) কোন সম্প্রদায়কে পাইবে না যে, ঈশ্বর ও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস
স্থাপন করে যাহারা ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া
থাকে যদিচ তাহারা তাহাদের পিতা ও তাহাদের সন্তান এবং তাহাদের কুটুম্ব হয়
তাহাদিগের প্রতি আবার বন্ধুতা স্থাপন করে. ইহারাই যে তিনি তাহাদের অন্তরে ধর্ম
লিখিয়াছেন, এবং আপনার প্রাণ দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন, এবং যাহার
জল প্রণালী সকল প্রবাহিত হয় তিনি তাহাদিগকে সেই স্বর্গোদ্যানে
নে, তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে তাহাদের প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়াছেন
তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে ইহারাই ঈশ্বরের সম্প্রদায়, জানিও নিশ্চয়
হারা হয়, তাহারা মুক্ত হইবে। ২২। (র, ৩ ; আ, ৯,)

সূরা হশর*

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়

২৪ আয়াত, ৩ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)

স্বর্গেতে যে কিছু আছে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে তৎসমুদায় ঈশ্বরকে
স্তব করিতেছে এবং তিনি পরাক্রান্ত জ্ঞানময়। ১। তিনিই যিনি গ্রন্থাধিকারীর

বলিলেন যে, এক্ষণ এমন এক জন লোক আসিবে তাহার মন অহংকৃত ও
উচ্ছৃঙ্খল হয় এবং সে শয়তানের দৃষ্টিতে দর্শন করে। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ
আবদোল্লা উপস্থিত হইল। হজরত তাহাকে দেখিয়াই বলেন, তুমি কেন
গালি দাও ও তোমার অমুক অমুক বন্ধু গালি দিয়া থাকে। আবদোল্লা ও
তাহার বন্ধুগণ শপথ করিয়া বলিল যে, কখনই আমরা এরূপ অপরাধ করি
নাই। তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

* এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মধ্যে যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রথম সৈন্য সংগ্রহে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলেন, তোমরা (হে মোসলমানগণ,) মনে কর নাই যে, তাহারা বাহির হইবে, এবং তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের দুর্গ সকল ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে তাহাদিগের পক্ষে প্রতিরোধক হইবে। অনন্তর তাহারা যাহা মনে করে নাই সেই স্থান হইতে ঈশ্বরের (শাস্তি) তাহাদিগের প্রতি উপস্থিত হইল ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিল, এবং তাহারা আপনাদের গৃহপুঞ্জ স্বহস্তে ও বিশ্বাসীদিগের হস্তে নষ্ট করিতে লাগিল, অবশেষে হে চক্ষুষ্মান্ লোক সকল, তোমরা শিক্ষা লাভ কর*। ২। এবং যদি পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি দেশচ্যুতি লিপি না করিতেন, তবে অবশ্য পৃথিবীতে তাহাদিগকে শাস্তি দিতেন, এবং পরলোকে তাহাদের জন্য অগ্নিদণ্ড রহিয়াছে। ৩। ইহা এজন্য যে, তাহারা পরমেশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের সঙ্গে বিরোধ করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা করে পরে নিশ্চয় পরমেশ্বর (তাহার সম্বন্ধে) কঠিন শাস্তিদাতা হন। ৪। তোমরা যে খোর্মাতরু ছেদন করিয়াছ, অথবা তাহা আপন মূলোপরি দণ্ডায়মান থাকিতে রাখিয়াছ, তাহা ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমেই হইয়াছে, এবং তাহাতে দুরাচারগণ লাঞ্ছিত হইয়া থাকে†। ৫। পরমেশ্বর আপন প্রেরিত পুরুষের প্রতি তাহাদের যাহা কিছু প্রত্যর্পণ করিলেন তৎপ্রতি তোমরা (হে বিশ্বাসিগণ,) অশ্ব ও উষ্ট্র চালনা কর নাই, কিন্তু পরমেশ্বর স্বীয় প্রেরিত পুরুষকে যাহার উপর ইচ্ছা করেন বিজয়ী করিয়া থাকেন, এবং ঈশ্বর সর্বোপরি ক্ষমতাশালী‡। ৬। পরমেশ্বর গ্রামবাসীদিগের যে

* মদীনার চারি-পাচ ক্রোশ অন্তরে একদল ইহুদী বাস করিত, তাহারা নজির গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। প্রথমতঃ তাহারা হজরতের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিল। পরে মক্কার কাফেরদিগের সঙ্গে পত্রাদি দ্বারা যোগ স্থাপন করে, এবং এক দিন হজরত যেখানে বসিয়াছিলেন তাহাদের কেহ উপর হইতে সেই স্থানে একটি বৃহৎ যাঁতা যন্ত্র ফেলিয়া দেয়, তাহা তাঁহার উপর পড়িলে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত, ঈশ্বর রক্ষা করিলেন। তখন হইতে হজরত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মোসলমানদিগকে একত্রিত করেন। যখন তিনি সদল-বলে যাইয়া তাহাদিগকে আবেষ্টন করিলেন, তখন তাহারা ভয় পাইল। তাহারা হজরতের শরণাপন্ন হইল। তিনি তাহাদিগকে অভয় দান করিলেন, এবং স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা যে সমস্ত ধন-সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে তাহা লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। তাহাদের গৃহ উদ্যান শস্যক্ষেত্রাদি হজরতের হস্তগত হইল। তাহাদের গৃহাদি উচ্ছিন্ন হইল। (ত, হো,)

† নজির গোষ্ঠীর প্রতি আক্রমণ করার সময় পুরাতন খোর্মাবৃক্ষ রাখিয়া নূতন তরুগুলিকে ছেদন করিতে সৈন্যদিগের প্রতি হজরতের আদেশ হইয়াছিল। সলামের পুত্র আবদোল্লা ও আবুলয়লা এই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আবুলয়লা বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছিল আর বলিতেছিল যে, এতদ্দ্বারা কপটীদিগের হৃদয় ছিন্ন করিতেছি। আবদোল্লা মহা উৎসাহে বৃক্ষ কাটিতেছিল, এবং বলিতেছিল যে জানিতেছি পরমেশ্বর এই সকল বৃক্ষ মোসলমানদের হস্তে পুনঃ প্রদান করিবেন, যে সকল খোর্মাতরু উৎকৃষ্ট তাহা তাঁহাদের জন্য রাখিতেছি। (ত, হো,)

‡ নজির বংশীয় লোকেরা স্থানান্তরিত হইবার সময় পঞ্চাশটি বর্ম ও পঞ্চাশটি

কিছু স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন তাহা ঈশ্বরের ও প্রেরিত পুরুষের ও (তাহার) স্বজনবর্গের ও অনাথদিগের ও দরিদ্র এবং দিগের এবং পথিকদিগের জন্য হয়, যেন তাহা তোমাদের ধনীদিগের মধ্যে হস্তে হস্তে গৃহীত না হয়, এবং প্রেরিত পুরুষ তোমাদিগকে যাহা দান করে পরে তোমরা তাহা গ্রহণ করিও, এবং তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করে পরে তাহা হইতে তোমরা নিবৃত্ত থাকিও, এবং ঈশ্বরকে ভয় করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা*। ৭। + যাহারা ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও কৃপা অন্বেষণ এবং ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে সাহায্য দান করিতে গিয়া স্বীয় গৃহ সম্পত্তি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, সেই দেশত্যাগী নির্ধন পুরুষদিগের জন্য ধনের অংশ আছে, ইহারাই তাহারা যে সত্যবাদী। ৮। এবং যাহারা ইহাদের (মোহাজেরদিগের) পূর্বে আলয়ে (মদীনাতে) ও বিশ্বাসে (এস্লাম ধর্মে) স্থিতি করিয়াছিল, যে ব্যক্তি তাহাদের অভিমুখে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল তাহাকে ভালবাসে, এবং যাহা (দেশচ্যুত লোকদিগকে) প্রদত্ত হয় তাহাতে আপন অন্তরে কোন স্পৃহা উপলব্ধি করে না এবং যদিচ তাহাদের অভাব থাকে তথাপি (অন্যকে) আপন (বস্তুর) প্রতি অধিকার দান করে, এবং যাহারা আপন জীবনকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহাদের জন্য (ধনের অংশ আছে,) অনন্তর তাহারাই ইহারা যে, মুক্ত হইবে। ৯। এবং যাহারা ইহাদের পরে উপস্থিত হইয়াছে,

---

পতাকা এবং তিনশত চল্লিশটি বরবাল ফেলিয়া যায়। তাহাদের ধন-সম্পত্তি গৃহাদি সমুদায় হজরত অধিকার করেন এবং তিনি স্বেচ্ছানুসারে এক এক বস্তু আপন অনুগত এক এক জনকে প্রদান করেন। "তৎপ্রতি তোমরা অশ্ব ও উষ্ট্র চালনা কর নাই," অর্থাৎ এই সকল সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য অশ্বারোহণ বা উষ্ট্রারোহণে যাইয়া তোমাদিগকে বিশেষ যুদ্ধ করিতে হয় নাই ও ক্লেশ পাইতে হয় নাই। (ত, হো,)

* পৌত্তলিক লোকেরা যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিত, তাহাদের দলপতি তাহার চতুর্থাংশ লইত, এবং আর এক অংশ উপঢৌকন বলিয়া আপনার জন্য গ্রহণ করিত, সেই অংশের নাম সফি। দলপতি অবশিষ্টাংশ দলের জন্য রাখিয়া দিত, দলের ধনী লোকেরা আপনাদের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া লইত, দরিদ্রগণ বঞ্চিত থাকিত। নজির গোষ্ঠীর লুণ্ঠিত দ্রব্যজাতের সম্বন্ধে তদ্রূপ আচরণ হইবে বিশ্বাসী মণ্ডলীর প্রধান প্রধান লোকেরা মনে করিয়া হজরতকে বলিয়াছিলেন, "প্রেরিত মহাপুরুষ, আপনি লুণ্ঠিত সামগ্রীর চতুর্থাংশ ও সফি গ্রহণ করুন, আমরা অবশিষ্টাংশ বিভাগ করিয়া লই"। কিন্তু পরমেশ্বর সেই ধনে হজরতের স্বত্ব স্থাপন করেন। আয়তোল্লিখিত বিধি অনুসারে তাহার এক এক অংশ যথাযোগ্য পাত্রে বিভক্ত হয়, যে অংশ ঈশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট, তাহা মস্জেদ ও কাবা মন্দির সংস্কারে ব্যয়িত হইতে থাকে। (ত, হো,)

+ হজরত আন্সার লোকদিগকে ডাকাইয়া মোহাজের (দেশত্যাগী) সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "হে আনসার সম্প্রদায়, যদি ইচ্ছা কর, নজির গোষ্ঠীর ধন-সম্পত্তি তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে পারি"। মোহাজের দল পূর্ববৎ তোমাদের নিবাসে স্থিতি করিবে, এবং তোমরা ইচ্ছা করিলে সম্পত্তি মোহাজেরদিগকে দান করিবে, তাহারা তোমাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে"। ইহা শুনিয়া একোসের

তাহারা বলিতেছে, "হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের জন্য এবং যাহারা বিশ্বাসে আমাদিগের অগ্রে গমন করিয়াছে আমাদের সেই ভ্রাতাদের জন্য ক্ষমা কর, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে তুমি আমাদের অন্তরে ঈর্ষা প্রদান করিও না, হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় তুমি অনুগ্রহকারক দয়াময়। ১০। (র, ১, আ, ১০,)

কপট লোকদিগের দিকে (হে মোহম্মদ,) তুমি কি দৃষ্টি কর নাই? তাহারা গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহারা কাফের হইয়াছে সেই আপন ভ্রাতাদিগকে বলিয়া থাকে "যদি তোমরা বহিষ্কৃত হও তবে অবশ্য আমরা তোমাদের সঙ্গে বহির্গত হইব, এবং আমরা কখনও তোমাদের বিষয়ে কাহারও অনুগত হইব না, ও যদি তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করা হয় তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে সাহায্য দান করিব," এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য দান করিতেছেন যে, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী*। ১১। যদি তাহারা বহিষ্কৃত হয় ইহারা তাহাদের সঙ্গে বহির্গত হইবে না, এবং যদি যুদ্ধ করা হয় তাহাদিগকে সাহায্য দানও করিবে না, এবং যদি তাহাদিগকে সাহায্য দানও করে তবে অবশ্য (পরে) পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ফিরিয়া যাইবে, তৎপর তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ১২। অবশ্য (হে মোসলমানগণ,) তাহাদের অন্তরে ঈশ্বর অপেক্ষা তোমরা ভয় সম্বন্ধে প্রবল হও, ইহা এজন্য যে তাহারা (এমন) একদল যে, জ্ঞান রাখে না। ১৩। দুর্গ সমন্বিত গ্রামে অথবা প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া ভিন্ন দলবদ্ধভাবে তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না, তাহাদের সংগ্রাম তাহাদের মধ্যে সুকঠিন হয়, তুমি তাহাদিগকে দলবদ্ধ মনে কর, এবং তাহাদের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত, ইহা এজন্য যে তাহারা (এমন) একদল যে জ্ঞান রাখে না। ১৪। তাহাদের অল্প পূর্বে যাহারা আপন কার্যের দুর্গতি আস্বাদন করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সদৃশ (ইহাদের অবস্থা হইবে) এবং তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে†। ১৫। শয়তানের অবস্থার তুল্য (তাহাদের অবস্থা,) (স্মরণ কর) যখন সে মনুষ্যকে 'ধর্মদ্রোহী হও' বলিল, পরে যখন ধর্মদ্রোহী হইল তখন সে [illegible] নিশ্চয় আমি

পুনঃ সাদ ও মাআজ প্রভৃতি আনসার [illegible] দীনভাবে [illegible] আনসার-দিগের অর্থাৎ ছেলেরা বলিতেছে [illegible] মোহাজেরদিগের [illegible] যে ধন-সম্পত্তি সমুদায় মোহাজেরদিগকে ভাগ করিয়া দিন এবং [illegible] পূর্বরূপে আমাদের আলয়ে বাস করুন, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা আমাদের আলোক উজ্জ্বল ও পবিত্র হইবে"। ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত তাঁহাদের প্রতি আশীর্বাদ করিলেন, এবং পরমেশ্বর তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন, (ত, হো,)

* এবনে আবি ও এবনে নবল এবং রফাআ ও তাহাদের দলস্থ লোকেরা নজির পরিবারকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করে, 'তোমাদের সঙ্গে আমরা ঐক্য আছি, তোমরা মোহম্মদের সঙ্গে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ আমরা তদ্বিষয়ে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিব। তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ রহিল। যদি মোহম্মদ, তোমাদের উপর জয়ী হয়, এবং তোমাদিগকে নির্বাসিত করে, আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব এই উপলক্ষ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† অর্থাৎ কিয়দ্দিন পূর্বে বদরের যুদ্ধে কাফেরদিগের যে দুর্দশা ঘটিয়াছিল, এই নজির গোষ্ঠীরও তাহাই ঘটিবে। (ত, ফা,)

তোমার প্রতি বীতরাগ, নিশ্চয় আমি বিশ্বপালক পরমেশ্বরকে ভয় করি"* ১৬। অনন্তর উভয়ের (এই) পরিণাম হইল, নিশ্চয় উভয়ে (শয়তান ও সেই মনুষ্য) নরকাগ্নিতে থাকিবে, তথায় নিত্য নিবাসী হইবে, এবং অত্যাচারীদিগের জন্য এই বিনিময়। ১৭। (র, ২; আ, ৭)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং উচিত যে প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা কল্যকার (পরকালের) জন্য পাঠাইয়াছে তাহা চিন্তা করে, এবং তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, তোমরা যাহা করিয়া থাক নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১৮। এবং যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া গিয়াছে তোমরা তাহাদের সদৃশ হইও না, অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের জীবনের (কল্যাণ) বিস্মৃত করাইয়াছেন, ইহারাই সেই পাষণ্ড লোক। ১৯। নরকানলনিবাসী ও স্বর্গলোক-নিবাসী তুল্য নহে; স্বর্গনিবাসী, তাহারাই সিদ্ধকাম। ২০। যদি আমি এই কোরআন পর্বতোপরি অবতারণ করিতাম তবে তুমি (হে মোহম্মদ,) অবশ্য ঈশ্বরের ভয়ে তাহাকে বিদীর্ণ ও অবনত দেখিতে,† এবং এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মানব-মণ্ডলীর জন্য বর্ণন করিতেছি, ভরসা যে, তাহারা চিন্তা করিবে। ২১। তিনিই ঈশ্বর যিনি তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি অন্তর্বাহ্যবিৎ, তিনি দাতা দয়ালু। ২২। তিনিই ঈশ্বর যিনি তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, রাজা অতি পবিত্র নির্বিকার অভয়দাতা রক্ষক বিজেতা পরাক্রান্ত গৌরবান্বিত, যাহা অংশী নিরূপিত হয় তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরের পবিত্রতা (অধিক)। ২৩। সেই ঈশ্বরই স্রষ্টা আবিষ্কর্তা আকৃতির বিধাতা, উত্তম নাম সকল তাঁহারই, স্বর্গে ও পৃথিবীতে যে কিছু আছে তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকে, এবং তিনিই বিজয়ী কৌশলময়। ২৪। (র, ৩; আ, ৭)

সূরা মোমৃতহেনত‡

ষষ্টিতম অধ্যায়

১৩ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে বিশ্বাসিগণ, আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা তাহাদের নিকটে প্রণয় সহকারে (লিপি) প্রেরণ করিতেছ,

* অর্থাৎ শয়তান পরলোকে এরূপ বলিবে। বদরের যুদ্ধের দিনও সে এক জন কাফেরের রূপ ধারণ করিয়া হজরতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লোকদিগকে উৎসাহ দান করিয়াছিল, যখন সে হজরতের পক্ষে দেবসৈন্য সকল দৃষ্টি করিল তখন পলাইয়া গেল। আনফাল সূরাতে এ বিষয় বিবৃত হইয়াছে। কপট লোকদিগের অবস্থা এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ। (ত, ফা,)

† অর্থাৎ কোরআনের মর্ম পর্বত পরিগ্রহ করিতে পারিলেও ঈশ্বরভয়ে নত হইত ও বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কাফেরদিগের অন্তর পর্বত অপেক্ষাও কঠিন। (ত, হো,)

‡ এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হয়।

বস্তুতঃ তোমাদের প্রতি যে সত্য উপস্থিত হইয়াছে তাহারা তৎপ্রতি অবিশ্বাসী, তোমরা আপন প্রতিপালক পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ বলিয়া তাহারা তোমাদিগকে ও প্রেরিত পুরুষকে বহিষ্কৃত করিতেছে. তোমরা যদি আমার প্রসন্নতা অন্বেষণে জেহাদ করিতে বাহির হও তবে তাহাদের প্রতি প্রণয়কে লুকাইয়া রাখ, এবং তোমরা যাহা গোপন কর ও যাহা প্রকাশ্যে করিয়া থাক তাহা আমি উত্তমরূপে জানি, এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা করে অনন্তর সত্যই সে সরল পথ হারায়*। ১। তাহারা তোমাদিগকে পাইলে তোমাদিগের শত্রু হইবে. এবং তাহারা অমঙ্গল সাধনে তোমাদের প্রতি স্বীয় হস্ত ও স্বীয় রসনা প্রসারণ করিবে, এবং তাহারা ভালবাসে যদি তোমরা কাফের হও। ২। কেয়ামতের দিনে তোমাদের কুটুম্ব ও তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপকার করিবে না. তিনি তোমাদিগের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার দর্শক। ৩। নিশ্চয় এব্রাহিম ও তাহার সঙ্গীদিগের অনুসরণ তোমাদের জন্য উত্তম ; (স্মরণ কর,) যখন তাহারা আপন দলকে বলিল, "নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি ও তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যাহাকে অর্চনা করিয়া থাক তাহার প্রতি বীতরাগ, আমরা তোমাদের সম্বন্ধে বিরোধী হইয়াছি, এবং যে পর্যন্ত না তোমরা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর সে পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশিত রহিল ;" কিন্তু এব্রাহিমের বাক্য আপন পিতার প্রতি (এই) "নিশ্চয় আমি তোমার জন্য (হে পিতঃ,) ক্ষমা প্রার্থনা করিব, এবং ঈশ্বর হইতে তোমার নিমিত্ত (শাস্তি) কিছুই (দূর করিতে) আমি সমর্থ নহি. হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার প্রতি আমরা নির্ভর করিলাম এবং তোমার প্রতি আমরা উন্মুখ হইলাম, এবং তোমার দিকে (আমাদের) প্রতিগমন। ৪। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে ধর্মদ্রোহীদিগের দ্বারা পরাভূত করিও না, এবং হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা"। ৫। সত্য-সত্যই তোমাদের জন্য (তোমাদের মধ্যে) যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও পারলৌকিক দিবস আশা করে তাহার জন্য তাহাদের মধ্যে শুভ অনুসরণীয় আছে, এবং যে

* মদীনা প্রস্থানের ষষ্ঠ বৎসরে হজরত গোপনে মক্কাগমনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন মোহাজের সম্প্রদায়স্থ আবু বলতার পুত্র খাতেব নামক ব্যক্তি মক্কার কোরেশদিগকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখিয়া পাঠায়। হজরতকে জের্বিল এই সংবাদ দান করেন। হজরতের আজ্ঞা ক্রমে আলী ও জোবয়র ও মেকদাদ রোজেখাক নামক স্থানে যাইয়া আবু ওমরের ভৃত্য সারা হইতে পত্র কাড়িয়া লন, এবং হজরতের হস্তে উহা সমর্পণ করেন। হজরত খাতেবকে ডাকিয়া এরূপ পত্র লিখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে শপথ করিয়া বলে, "আমি এস্লাম ধর্ম পরিত্যাগ করি নাই, আমার পরিবারবর্গ মক্কাতে আছে, তাহাদিগকে সংরক্ষণ করে মোহাজের সম্প্রদায়ে এমন কেহই নাই। যুদ্ধ ঘটিলে তাহারা শত্রুপক্ষ বলিয়া বিপদগ্রস্ত হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তদ্রূপ পত্র লিখিয়াছি। খাতেবের কথায় ওমর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হন। হজরত তাঁহাকে সে কার্য হইতে নিবারণ করিয়া বলেন যে, খাতেব যাহা বলিতেছে সত্য, তাহা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। এতদুপলক্ষ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

ব্যক্তি ফিরিয়া যায়, পরে নিশ্চয় (তাহার সম্বন্ধে) সেই ঈশ্বর প্রশংসিত নিষ্কাম। ৬। (র, ১; আ, ৬)

পরমেশ্বর সমুদ্যত যে, তোমাদের মধ্যে এবং তাহাদের যাহাদিগের প্রতি তোমরা শত্রুতা স্থাপন করিয়াছ, তাহাদের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করেন, এবং ঈশ্বর ক্ষমতাবান ও ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু*। ৭। যাহারা তোমাদের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে সংগ্রাম করে নাই, তোমরা যে তাহাদিগের হিত সাধন করিবে তাহাদের প্রতি ন্যায়াচরণ করিবে তাহা হইতে ঈশ্বর তোমাদিগকে নিবারণ করিতেছেন না, নিশ্চয় ঈশ্বর ন্যায়বানদিগকে প্রেম করেন†। ৮। ধর্মবিষয়েশ তোমাদের সঙ্গে যাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে তোমাদের আলয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে ও তোমাদের বহিষ্করণে (অন্যকে) সাহায্য দান করিয়াছে তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিতে পরমেশ্বর তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন এতদ্ভিন্ন নহে, এবং যাহারা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করে অনন্তর ইহারাই তাহারা যে, অত্যাচারী। ৯। হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমাদের নিকটে মোহাজের বিশ্বাসিনী নারিগণ উপস্থিত হয় তখন তাহাদিগকে তোমরা পরীক্ষা করিও,‡ পরমেশ্বর তাহাদের বিশ্বাস উত্তম জ্ঞাত, অনন্তর যদি তোমরা তাহাদিগকে বিশ্বাসিনী জান তবে তাহাদিগকে কাফেরদিগের প্রতি পুনঃ প্রেরণ করিও না, ইহারা তাহাদের জন্য বৈধ নহে, এবং তাহারাও ইহাদের নিমিত্ত বৈধ হয় না, এবং তাহারা যাহা (কাবিন সূত্রে) ব্যয় করিয়াছে তাহাদিগকে তোমরা তাহা প্রদান করিও, যখন তাহাদিগকে তাহাদের মোহর (স্ত্রী-ধন) প্রদান কর তখন তাহাদিগকে তোমাদের বিবাহ করিতে তোমাদিগের পক্ষে দোষ নয় এবং তোমরা কাফের নারীকুলের সম্বন্ধে গ্রহণ করিও না ও তোমরা যাহা (কাবিনে) ব্যয় করিয়াছে, তাহা চাহিয়া লইবে, অপিচ উচিত যে, (অংশিবাদিগণ) যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা চাহে, ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা, তিনি তোমাদের মধ্যে আদেশ করিতেছেন, এবং পরমেশ্বর জ্ঞানী বিজ্ঞাতা§। ১০। এবং যদি তোমাদের ভার্যাবর্গের কোন এক জন

* বিশ্বাসিগণ মক্কাস্থিত পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে বন্ধুতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলেন, তাহাতেই পরমেশ্বর এই অঙ্গীকার করেন। পরে আবুসুফিয়ান ও ওমরের পুত্র নহল এবং হজামের পুত্র হকিম প্রভৃতি আরবের প্রধান পুরুষগণ যে, মোসলমানদিগের ভয়ানক শত্রু ছিল, এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া বন্ধু হয়, এবং তাহাদের সহচরগণও মোসলমানকুলের প্রতি প্রণয় স্থাপন করে। (ত, হো,)

† হজরতের সঙ্গে খজাআ বংশীয় লোকগণ এইরূপ সন্ধি ও অঙ্গীকারসূত্রে বদ্ধ ছিল যে, তাহারা কখনও মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে না ও এসলাম ধর্মের শত্রুদিগের সাহায্য দান করিবে না। তাহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বর এরূপ বলেন। (ত, হো,)

‡ যখন কোন অজ্ঞাত কুলশীল নারী উপস্থিত হইত, তখন হজরতের ইঙ্গিতক্রমে তাহার কোন পারিষদ জিজ্ঞাসা করিতেন সে ধর্মোদ্দেশ্যে ঈশ্বর ও প্রেরিত পুরুষের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, না কোন যুবকের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে, সেই স্ত্রীলোককে শপথপূর্বক তাহার উত্তর দান করিতে হইবে। (ত, জব,)

§ হোদয়বিয়াতে যখন সন্ধি স্থাপিত হয় তখন সন্ধির এক শর্ত ছিল যে, মক্কা হইতে যে কোন মোসলমান মদীনায় চলিয়া যাইবে হজরত মোহম্মদ তাহাকে পুনর্বার মক্কায় কাফেরদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। যদি কোন মোসলমান

কাফেরদিগের নিকট তোমাদিগ হইতে হারাইয়া যায়, তবে (সেই কাফেরগণকে) দণ্ডিত করিও, অনন্তর যাহাদিগের স্ত্রী চলিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে তাহারা যাহা (কাবিনের শর্তে) ব্যয় করিয়াছে তদনুরূপ দান করিও, এবং যাহার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী সেই ঈশ্বরকে ভয় করিও *। ১১। হে স্বর্গীয় সংবাদবাহক, যদি বিশ্বাসিনী নারীগণ ঈশ্বরের সঙ্গে কিছুই অংশী স্থাপন করিবে না ও চুরি করিবে না, এবং ব্যভিচার করিবে না ও আপন সন্তানগণকে হত্যা করিবে না, এবং অসত্যকে তাহা বন্ধন পূর্বক আপন হস্ত ও আপন পদের মধ্যে আনয়ন করিবে না ও বৈধ বিষয়ে তোমার সম্বন্ধে অপরাধ করিবে না, এই বিষয়ে তোমাতে আত্মোৎসর্গ করিতে তোমার নিকটে আগমন করে তবে তুমি তাহাদের আত্মোৎসর্গ গ্রহণ করিও, এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু †। ১২। হে বিশ্বাসিগণ, যাহাদের উপর ঈশ্বর, ক্রোধ করিয়াছেন তোমরা

মদীনা হইতে মক্কাভিমুখে চলিয়া যায় তবে কোরেশগণ তাহাকে আর ফিরিয়া পাঠাইবে না। হজরতের হোদয়বিয়ায় অবস্থান কালে এক দল মোসলমান মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহাদের সঙ্গে সবিয়া এসলামিয়া নাম্নী এক নারী ছিল। তাহার স্বামী মোসাফের মখজুমী উপস্থিত হইয়া হজরতকে বলে যে, "সন্ধির নির্ধারণ এরূপ যে আমাদের মধ্য হইতে যে কেহ তোমার নিকট আসিবে, তুমি তাহাকে আমাদের নিকট প্রত্যর্পণ করিবে"। তখন সাময়িক দূত জেব্রাএল আবির্ভূত হইয়া হজরতকে বলেন, "পুরুষের সম্বন্ধে এই নির্ধারণ হইয়াছে, নারীর সম্বন্ধে নয়। বিশ্বাসিনী নারীকে কাফেরের হস্তে প্রত্যর্পণ করা উচিত নহে", এবং এই আয়ত অবতীর্ণ হয়। "তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও", অর্থাৎ সেই নারীগণ শপথ করিয়া বলিবে যে স্বামীর সঙ্গে শত্রুতা ও অন্য কাহার প্রতি প্রণয় তাহাদের আগমনের কারণ নহে, অপর কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য ও হেতু নহে, বরং তাহারা পরমেশ্বর ও প্রেরিত পুরুষ এবং এসলাম ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। (ত. হো,)

* অর্থাৎ কাফেরদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিও, পরিণামে তোমাদেরই জয়লাভ হইবে। তাহাদিগের যে সকল ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবে তাহা হইতে তোমাদের মধ্যে যাহাদিগের স্ত্রী ধর্ম ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগের শরণাগত হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রদত্ত স্ত্রীধনের অনুরূপ প্রদান করিবে। মোহাজেরদের সম্প্রদায়ের ছয়জন নারী ধর্ম ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগের নিকটে চলিয়া গিয়াছিল। হজরত লুণ্ঠিত সামগ্রী হইতে তাহাদের স্বামীদিগকে প্রাপ্য স্ত্রীধন প্রদান করেন। সন্ধি পর্যন্ত এই আদেশ প্রচলিত ছিল, সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ হইলে পর রহিত হয়। (ত. হো,)

† মক্কা অধিকারের দিন যখন পুরুষগণ দীক্ষা গ্রহণ বা আত্মোৎসর্গ করিল, তখন স্ত্রীলোকেরাও আসিয়া আত্মোৎসর্গ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। আরবের বিপথগামী অজ্ঞান স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় জীবিত সন্তানকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিত, গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা করিত, সেই জন্যই সন্তান হত্যা করিবে না, এই অঙ্গীকারের উল্লেখ হইয়াছে। "অসত্যকে তাহা বন্ধনপূর্বক আপন হস্ত ও পদের মধ্যে আনয়ন করিবে না"। অর্থাৎ অবৈধজাত সন্তানকে স্বামীর ঔরসজাত এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া স্বীয় হস্ত-পদের মধ্যে আনয়ন করিয়া

সেই দলের সঙ্গে বন্ধুতা করিও না, যেমন কবরস্থিত ধর্মদ্রোহিগণ নিরাশ হইয়াছে, তদ্রূপ নিশ্চয় যাহারা পরলোকে নিরাশ হইয়াছে*। ১৩। (র, ২ ; আ, ৭)

সূরা সফ্‌ফ†

একষষ্টিতম অধ্যায়

১৪ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

স্বর্গে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে (সকলেই) পরমেশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে, এবং তিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা। ১। হে বিশ্বাসিগণ, যাহা তোমরা কর না তাহা কেন বলিয়া থাক? তোমরা যাহা কর না তাহা তোমাদের বলা ঈশ্বরের নিকটে মহাবিরক্তিকর। ২। নিশ্চয় ঈশ্বর তাঁহার পথে শ্রেণীবদ্ধরূপে যাহারা সংগ্রাম করে তাহাদিগকে প্রেম করিয়া থাকেন, তাহারা পরস্পর যেন দৃঢ়বদ্ধ অট্টালিকা। ৩। এবং (স্মরণ কর,) যখন মুসা আপন দলকে বলিল, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে কেন পীড়ন করিতেছ? এবং বস্তুতঃ তোমরা জানিতেছ যে, একান্তই আমি তোমাদের প্রতি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত;" পরে যখন তাহারা কুটিলতা করিল, তখন ঈশ্বর তাহাদের অন্তঃকরণ অসরল করিলেন, এবং ঈশ্বর দুর্বৃত্ত দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৪। এবং (স্মরণ কর,) যখন মরয়মের পুত্র ঈসা বলিল, "হে বনি এস্রায়িল, নিশ্চয় আমি আমার পূর্ববর্তী তওরাত গ্রন্থে যাহা ছিল তাহার প্রমাণকারকরূপে ও আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ যাহার নাম আহমদ আগমন করিবেন তাহার সুসংবাদ দাতারূপে ঈশ্বর কর্তৃক তোমাদের প্রতি প্রেরিত;" অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে সে বহু অলৌকিকতাসহ আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল"‡। ৫। এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি অসত্য রচনা করিয়াছে এ দিকে সে এস্‌লাম ধর্মের

প্রতিপালন করিবে না। বৈধ বিষয়ে তোমার সঙ্গে দোষ করিবে না, অর্থাৎ অনুচিত শোক প্রকাশ, কেশ ছিন্ন, বক্ষোবিদীর্ণ করা বিষয়ে তুমি যাহা নিষেধ কর তাহা মান্য করিবে। কথিত আছে যে, এই সকল অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়া নারীগণ এক জলপূর্ণ পাত্রে হস্ত স্থাপন করিত, পরে হজরত স্বীয় হস্ত জলে ডুবাইতেন। কেহ কেহ বলেন, হজরতের আজ্ঞানুসারে খদিজাদেবীর ভগিনী আসিয়া নারীগণের দীক্ষা কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

* কবরস্থিত লোকেরা যেমন পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবার আর আশা রাখে না, তদ্রূপ ইহুদিগণও পারলৌকিক পুরস্কারের কোন আশা রাখে না। (ত, হো,)

† এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‡ মহাত্মা ঈসা মৃতকে জীবন দান, কুষ্ঠ রোগী প্রভৃতিকে আরোগ্য দান ইত্যাদি অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

দিকে আহূত হইতেছে তাহা অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী* ? এবং পরমেশ্বর অত্যাচারী দলকে পথ প্রদর্শন করেন না। ৬। তাহারা আপন মুখে ঐশ্বরিক জ্যোতিকে নির্বাণ করিতে চাহে, এবং যদিচ ধর্মদ্রোহিগণ বিরক্ত হয় তথাপি পরমেশ্বর স্বীয় জ্যোতি পূর্ণ করিবেন। ৭। তিনিই যিনি আপন প্রেরিত পুরুষকে ধর্মালোক ও সত্য ধর্মসহ পাঠাইয়াছেন, অংশিবাদিগণ যদিচ বিরক্ত হয় তথাপি সমগ্র ধর্মের উপর তাহাকে জয়যুক্ত করিতে (প্রেরণ করিয়াছেন) ৮। (র, ১ ; আ, ৮)

যাহা ক্লেশকরী শাস্তি হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে, হে বিশ্বাসিগণ, সেই বাণিজ্যের প্রতি আমি তোমাদিগকে কি পথ প্রদর্শন করিব ? ৯। তোমরা ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং ঈশ্বরের পথে আপন ধনপুঞ্জ ও আপন জীবন দ্বারা জেহাদ কর, যদি তোমরা বুঝিয়া থাক তবে তোমাদের জন্য ইহাই কল্যাণ। ১০। + তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপপুঞ্জ ক্ষমা করিবেন, এবং যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে সেই স্বর্গোদ্যানে এবং নিত্য স্বর্গে বিশুদ্ধ আলয় সকলে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, ইহাই মহা মনোরথ সিদ্ধি। ১১। + এবং অন্য (সম্পদ্‌) যাহা তোমরা ভালবাস (প্রদান করিবেন,) ঈশ্বর হইতেই আনুকূল্য ও সন্নিহিত বিজয়, এবং তুমি বিশ্বাসীবৃন্দকে সুসংবাদ দান কর। ১২। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা ঈশ্বরের আনুকূল্যদাতা হও, যথা—মরয়মের নন্দন ঈসা স্বীয় ধর্মবন্ধুদিগকে বলিয়াছিল, "কে ঈশ্বরের পক্ষে আমার সাহায্যকারী ?" ধর্মবন্ধুগণ উত্তর দান করিয়াছিল, "আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী"; অনন্তর এস্রায়িল বংশীয় এক দল বিশ্বাস স্থাপন করিল, এবং এক দল ধর্মবিরোধী হইল, অবশেষে আমি বিশ্বাসীদিগকে তাহাদের শত্রুর উপর সাহায্য দান করিলাম, পরে তাহারা বিজয়ী হইল। ১৩ + ১৪। (র, ২ ; আ, ৬)

সূরা জোমোয়া❋

দ্বাষষ্টিতম অধ্যায়

১১ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তৎসমুদায় ঈশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে, তিনি সুপবিত্র রাজা পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা। ১। তিনিই যিনি অশিক্ষিত

* ঈশ্বরের প্রতি অসত্যারোপ করার অর্থ, তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে অসত্যবাদী ও কোরআনের আয়াত সকলকে ইন্দ্রজাল বলা ইত্যাদি।

+ মহাত্মা ঈসার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার ধর্মবন্ধুগণ ধর্মপ্রচারে বিশেষ যত্ন-পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। হজরত মোহম্মদের স্বর্গারোহণের পর তৎস্থলাভিষিক্ত (খলিফাগণ) ধর্ম প্রচারে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। (ত, ফা,)

❋ এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

লোকদিগের প্রতি তাহাদিগের মধ্য হইতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন, সে তাঁহার আয়াত (বচন) সকল তাহাদের নিকটে পাঠ করে ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞান শিক্ষা দেয়, এবং নিশ্চয় তাহারা পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল। ২। +এবং তাহাদের অপর লোকদিগের জন্য (প্রেরণ করিয়াছেন) যে, এক্ষণও তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, এবং তিনি পরাক্রান্ত কৌশলময় *। ৩। ইহাই ঈশ্বরের করুণা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন বিতরণ করিয়া থাকেন, এবং পরমেশ্বর মহা কৃপাবান্। ৪। যাহারা তওরাত গ্রন্থ বহনে বাধ্য হইয়াছে, তৎপর তাহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত গ্রন্থপুঞ্জ বহন করিয়া থাকে যে গর্দভ তাহার দৃষ্টান্ত তুল্য, যাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত বিগর্হিত, এবং পরমেশ্বর অত্যাচারী দলকে পথপ্রদর্শন করেন না†। ৫। তুমি (হে মোহম্মদ) বল, "হে ইহুদিগণ, যদি তোমরা মনে করিয়া থাক যে, (অন্য) লোক ব্যতীত তোমরাই ঈশ্বরের বন্ধু, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কর"। ৬। তাহাদের হস্ত যাহা (যে পাপ) পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য কখনও তাহারা তাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে না এবং পরমেশ্বর অত্যাচারীদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানী। ৭। তুমি বল, "নিশ্চয় যাহা হইতে তোমরা পলায়ন করিতেছ, পরে অবশ্য সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইবে, তৎপর গুপ্তাগুপ্তবিৎ (পরমেশ্বরের) দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে, অবশেষে তোমরা যাহা করিতেছিলে, তিনি তাহার সংবাদ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন। ৮। (র, ১ ; আ, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ, যখন তোমরা জেমাগোয়া (শুক্রবার) দিবসের নমাজের জন্য আহূত হও তখন ঈশ্বর স্মরণের দিকে সত্বর হইও, এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করিও, যদি তোমরা বুঝিতেছ তবে ইহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণ। ৯। যখন নমাজ সমাপ্ত হয় তখন ভূতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িও, এবং ঈশ্বরের করুণায (জীবিকা) অন্বেষণ করিও ও ঈশ্বরকে প্রচুররূপে স্মরণ করিও সম্ভবতঃ তোমরা উদ্ধার পাইবে। ১০। এবং যখন তাহারা বাণিজ্য অথবা আমোদ দর্শন করে তখন তদুদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও তোমাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছাড়িয়া যায ; তুমি বল, 'ঈশ্বরের নিকটে যাহা আছে তাহা আমোদ অপেক্ষা ও বাণিজ্য অপেক্ষা উত্তম, এবং ঈশ্বর জীবিকাদাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ"। ১১। (র, ২ ; আ, ৩)

* অর্থাৎ এই প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ অন্য অশিক্ষিত লোকদিগের জন্যও প্রেরিত। পারস্য দেশীয় লোক সেই অশিক্ষিত লোক, তাহাদেরও স্বর্গীয় গ্রন্থ ছিল না। পরমেশ্বর প্রথমতঃ আরবদিগকে এই ধর্মের জন্য সৃষ্টি করেন, পরে পারস্যদেশীয় লোক এস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আরব্যদিগের সঙ্গে যোগ দান করে। (ত, ফা,)

† তওরাত গ্রন্থ বহন না করার অর্থ তওরাতের বিধি অনুসারে কার্য না করা। ইহুদিগণ তাহাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাত অধ্যয়নমাত্র করিত, কিন্তু তদনুযায়ী কার্য করিত না। তজ্জন্য গর্দভের পুস্তক বহনের অবস্থাতুল্য তাহাদের অবস্থা হইয়াছে। (ত, হো,)

সূরা মোনাফেকোন*

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

১১ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন তোমার নিকটে (হে মোহম্মদ,) কপট লোকেরা উপস্থিত হয় বলে,
"আমরা সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, তুমি নিশ্চয় ঈশ্বরের প্রেরিত, এবং ঈশ্বর
জানিতেছেন যে, তুমি তাঁহার প্রেরিত;" এবং ঈশ্বর সাক্ষ্য দান করেন যে, নিশ্চয়
কপট লোকেরা মিথ্যাবাদী। ১ † তাহারা আপনাদের শপথকে ঢালরূপে গ্রহণ
করিয়াছে, অনন্তর (লোকদিগকে) ঈশ্বরের পথ হইতে নিবারণ করে, নিশ্চয় যাহা
করিয়া থাকে তাহাতে তাহারা মন্দ লোক। ২। ইহা এ জন্য যে, পূর্বে তাহারা
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তৎপর ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, অবশেষে তাহাদের মনের
উপর মোহর করা হইয়াছে, অনন্তর তাহারা বুঝিতেছে না। ৩। এবং যখন তুমি
তাহাদিগকে দর্শন কর তখন তাহাদের দেহ (সকল) তোমাকে বিস্ময়াপন্ন
করে, এবং যদি তাহারা কথা কহিতে থাকে তুমি তাহাদের কথা শ্রবণ গোচর
করিও, তাহারা যেন প্রাচীরস্থ শুষ্ক কাষ্ঠ, তাহারা প্রত্যেক নিনাদ আপনাদের
উপর গণনা করে, তাহারা শত্রু, তুমি তাহাদিগ হইতে সাবধান হও,
ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করুন, কোথা হইতে তাহারা ফিরিয়া
যাইতেছে;‡ ৪। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, "এস, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ
তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে," তখন তাহারা স্বীয় মস্তক ঘুরাইয়া থাকে,
এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিতেছ যে, প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে ও তাহারা অহঙ্কার
করিতেছে। ৫। তুমি তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, বা তাহাদের
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর তাহাদিগের সম্বন্ধে তুল্য, ঈশ্বর তাহাদিগকে
ক্ষমা করিবেন না, নিশ্চয় ঈশ্বর দুর্বৃত্ত দলকে পথ প্রদর্শন করেন
না। ৬। ইহারাই তাহারা যাহারা বলিয়া থাকে, "যাহারা ঈশ্বরের প্রেরিত
পুরুষের নিকটে আছে, যে পর্যন্ত না তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তাহাদের

* এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† কপট লোকেরা আপনাদের সভায় মোসলমানদিগের দোষ ঘোষণা ও নিন্দা করিত। তাহাদিগকে এ বিষয়ে ধরিলে অস্বীকার করিয়া শপথ পূর্বক বলিত যে, এ কথা আমরা কখনও বলি নাই। (ত, হো,)

‡ "প্রাচীরস্থ শুষ্ক কাষ্ঠ" অর্থাৎ বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞানশূন্য। "কথা কহিতে থাকে" অর্থাৎ শপথাদি করিতে থাকে। তাহারা "প্রত্যেক নিনাদ আপনাদের উপর গণনা করে", ইহার অর্থ নগরে কোনরূপ কোলাহল হইলেই তাহারা ভীরুতা বশতঃ মনে করে যে, তাহাদিগকে বা সৈন্য আক্রমণ করিতে আসিল। (ত, হো,)

সম্বন্ধে ব্যয় করিও না ;" স্বর্গ ও পৃথিবীর ভাণ্ডার সকল ঈশ্বরেরই, কিন্তু কপট লোকেরা জানিতেছে না। ৭। তাহারা বলিয়া থাকে, "যদি আমরা মদীনার দিকে ফিরিয়া যাই তবে অবশ্য শ্রেষ্ঠ লোক তথা হইতে নিকৃষ্টকে বহিষ্কৃত করিবে ;" এবং ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের এবং বিশ্বাসীদিগেরই শ্রেষ্ঠত্ব, কিন্তু কপট লোকেরা বুঝিতেছে না। ৮। (র, ১ ; আ, ৮)

হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে তোমাদিগকে শিথিল না করে, এবং যাহাদিগকে ইহা করে, পরে ইহারাই তাহারা যে ক্ষতিগ্রস্ত। ৯। তোমাদের কাহারও প্রতি মৃত্যু আসিবার পূর্বে তোমাদিগকে আমি উপজীবিকারূপে যাহা দিয়েছি তাহা হইতে ব্যয় করিও, পরে সে বলিবে, "হে আমার প্রতিপালক, কিয়ৎকাল পর্যন্ত যদি তুমি আমাকে অবকাশ দিতে তাহা হইলে সদকা (ধর্মার্থে ফকিরদিগকে দান) দান করিতাম ও সাধুদিগের অন্তর্গত হইতাম"। ১০। এবং পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকে তাহার কাল উপস্থিত হইলে কখনও অবকাশ দান করেন না, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক ঈশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ১১। (র, ২ ; আ, ৩)

সূরা তগাবোন*

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

১৮ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যাহা কিছু স্বর্গেতে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে তাহা ঈশ্বরকে স্তব করিয়া থাকে, তাঁহারই সম্যক্ রাজত্ব ও তাঁহারই সম্যক্ প্রশংসা, এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১। তিনিই যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, অনন্তর তোমাদের কেহ ধর্মবিরোধী ও তোমাদের কেহ বিশ্বাসী হইয়াছে, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক পরমেশ্বর তাহার দর্শক। ২। তিনি ঠিকভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে আকৃতি বদ্ধ করিয়াছেন, পরন্তু তোমাদের উত্তম আকৃতি দান করিয়াছেন, এবং তাঁহার দিকেই (তোমাদের) প্রতিগমন। ৩। স্বর্গে ও মর্তে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানিতেছেন, এবং তোমরা যাহা গোপনে কর ও যাহা প্রকাশ্যে করিয়া থাক তাহা জ্ঞাত হন ও পরমেশ্বর অন্তরের রহস্যজ্ঞ। ৪। পূর্বে যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদের সংবাদ কি তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় নাই ? অনন্তর তাহারা আপন কার্যের প্রতিফল আস্বাদন করিয়াছে, এবং তাহাদের জন্য দুঃখজনক শাস্তি আছে†। ৫। ইহা এ জন্য যে, তাহাদের নিকটে তাহাদের প্রেরিত পুরুষগণ উজ্জ্বল প্রমাণাবলী সহ উপস্থিত হইতেছিল,

* এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† তাহাদের ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি অন্নকষ্ট অতিবৃষ্টি ইত্যাদি। (ত, জ,)

পরে তাহারা বলিয়াছিল, "কি মনুষ্য আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবে" ? অবশেষে ধর্মবিরোধী হইল ও মুখ ফিরাইল, এবং পরমেশ্বর নিস্পৃহ হইলেন ও ঈশ্বর নিষ্কাম প্রশংসিত। ৬। ধর্মদ্রোহিগণ মনে করিয়াছে যে, তাহারা কখনও সমুত্থাপিত হইবে না, তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ, অবশ্য তোমরা সমুত্থাপিত হইবে, তৎপর তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার সংবাদ তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, এবং ইহা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সহজ। ৭। অনন্তর ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি এবং যে জ্যোতি আমি অবতারণ করিয়াছি তাহার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক পরমেশ্বর তাহার জ্ঞাতা। ৮। (স্মরণ কর,) যে দিন একত্রীভূত করার দিনের জন্য তোমাদিগকে একত্রীকৃত করা হইবে উহাই কেয়ামতের দিন,* এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম করিয়া থাকে তিনি তাহা হইতে তাহার পাপ সকল দূর করিবেন, এবং যাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে তাহাকে সেই স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবেন, তথায় সে সর্বক্ষণ থাকিবে, ইহাই মহা মনোরথসিদ্ধি। ৯। এবং যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে ও আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে তাহারাই নরকানল নিবাসী, তাহারা তথায় চিরকাল থাকিবে, এবং (উহা) কুৎসিত স্থান। ১০। (র, ১; আ, ১০)

ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন কোন বিপদ্ উপস্থিত হয় না, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তিনি তাহার অন্তরকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং পরমেশ্বর সর্বজ্ঞ। ১১। এবং তোমরা (হে লোক সকল,) ঈশ্বরের আনুগত্য কর ও প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য করিতে থাক, অনন্তর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে (জানিও) আমার প্রেরিত পুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার ভিন্ন নহে। ১২। সেই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, অতএব বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরের প্রতি যেন নির্ভর করে। ১৩। হে বিশ্বাসিগণ, নিশ্চয় তোমাদের ভার্যাগণ ও সন্তানগণের মধ্যে কেহ তোমাদের জন্য শত্রু, অতএব তোমরা তাহাদিগ হইতে সাবধান হইও, এবং যদি ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, এবং মার্জনা কর তবে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ১৪। তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা, এবং পরমেশ্বর, তাঁহার নিকটেই মহা পুরস্কার। ১৫। অনন্তর তোমরা যতদূর পার ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, এবং (আজ্ঞা) শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর এবং (ধর্মার্থ) ব্যয় কর, তোমাদের জীবনের জন্য কল্যাণ হইবে, এবং যে ব্যক্তি আপন জীবনকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করিয়াছে পরে ইহারাই তাহারা যে, উদ্ধার পাইবে। ১৬। যদি তোমরা ঈশ্বরকে উত্তম ঋণে ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তাহা দ্বিগুণ করিবেন, এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, এবং ঈশ্বর মর্যাদাভিজ্ঞ দয়ালু। ১৭। + তিনি অন্তর্বাহ্যবিৎ পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা। ১৮। (র, ২; আ, ৮)

---

* দানব ও মানবের প্রথম দল ও শেষ দলের মধ্যে, সমস্ত ভূলোকনিবাসী ও স্বর্গলোক নিবাসীতে, প্রত্যেক মনুষ্য ও তাহার ক্রিয়াতে, উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক লোকেতে, সাধুর পুরস্কার ও পাপীর দণ্ডেতে একত্রীভূত হইবে। (ত, হু,)

সুরা তলাক*

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

১২ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে সংবাদবাহক, (তুমি স্বীয় মণ্ডলীকে বল,) যখন তোমরা ভার্যাদিগকে বর্জন কর তখন তাহাদিগকে তাহাদের (ঋতুর) গণনায় বর্জন করিবে, এবং তোমরা সেই গণনাকে পরিগণিত করিও, এবং আপন প্রতিপালক ঈশ্বরকে ভয় করিও, তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিও না, এবং তাহারা স্পষ্ট দুষ্কর্ম করিতে ভিন্ন বাহির হইবে না, এবং এই সকল পরমেশ্বরের নির্ধারণ হয়, যে ব্যক্তি তাঁহার নির্ধারণাবলীকে উল্লঙ্ঘন করে পরে সে নিশ্চয় আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, (হে বর্জনকারিন্,) তুমি জান না, সম্ভবতঃ পরমেশ্বর ইহার পরে কোন ব্যাপার সংঘটন করিবেন†। ১। অনন্তর যখন তাহারা স্বীয় নির্ধারিত কালে উপস্থিত হয় তখন তাহাদিগকে তোমরা বৈধরূপে গ্রহণ করিও, অথবা বৈধরূপে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিও ও তোমাদের মধ্যে দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী গ্রহণ করিও, এবং ঈশ্বর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য ঠিক রাখিও, ইহাই (আদেশ,) যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাকে এতদ্দ্বারা উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে তিনি তাহার জন্য মুক্তির পথ বিধান করেন। ২। + এবং তিনি তাহাকে যে স্থান হইতে সে মনে করে না সেই স্থান হইতে জীবিকা প্রদান করিয়া থাকেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে, পরে তিনিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, নিশ্চয় ঈশ্বর স্বীয় কার্যে উপনীত হইবেন, সত্যই পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন। ৩। তোমাদের ভার্যাদিগের মধ্যে যাহারা ঋতু সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছে ও যাহারা ঋতুমতী হয় নাই, যদি তোমরা সন্দেহ কর তবে তাহাদের গণনা তিন মাস, এবং গর্ভবতী নারীগণের গর্ভ স্থাপন (প্রসব করা) পর্যন্ত তাহাদের নির্ধারিত কাল, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে তিনি তাহার জন্য তাহার কার্য সহজ করিয়া দেন। ৪।

* এই সুরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† অর্থাৎ ঋতুগণনা অনুসারে স্ত্রী বর্জন করিবে, তিন ঋতু পর্যন্ত গণনা করিয়া প্রতীক্ষা করা আবশ্যক। ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে ভার্যাকে বর্জন করিবে, তাহা হইলে সমুদায় ঋতু পূর্ণ রূপে পরিগণিত হইবে। ঋতুর পরে সেই স্ত্রী শুদ্ধ হইলেও তাহার নিকটবর্তী হইবে না। ইতিপূর্বে নারী যে গৃহে বাস করিত, বর্জন অবস্থায় সেই গৃহে থাকিয়া সে নির্ধারিত সময় পূর্ণ করিবে। সেই সময় সে স্বয়ং বহির্গত হইবে না, অন্য কেহ তাহাকে বাহির করিবে না। এরূপ বাহির হওয়া দুষ্ক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত। উভয়ের পুনঃ সম্মিলনের আশায়ই নির্দিষ্ট কাল এরূপ বদ্ধ থাকার বিধি। পরমেশ্বর এই অভিনব নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন। (ত, হো,)

ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা, ইহা তিনি তোমাদের প্রতি অবতারণ করিয়াছেন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে তিনি তাহা হইতে তাহার অপরাধ সকল দূর করিবেন ও তাহার পুরস্কার বৃদ্ধি করিবেন। ৫। তোমরা যে স্বীয় আয়ত্ত স্থানে বাস কর তথায় তাহাদিগকে (বর্জিতা ভার্যাদিগকে) রাখিয়া দিও, এবং তোমরা তাহাদিগকে (এমন) যন্ত্রণা দিও না যে, তাহাদের প্রতি সংকট আনয়ন করিবে. যদি তাহারা গর্ভবতী হয় তবে যে পর্যন্ত না তাহারা আপন গর্ভ স্থাপন করে সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিতে থাকিবে, অনন্তর যদি তাহারা তোমাদের (সন্তানের) জন্য স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে তাহাদের পারিশ্রমিক প্রদান করিবে, এবং বৈধরূপে পরস্পরের মধ্যে তোমরা কাজ করিতে থাক, এবং যদি তোমরা ক্লেশ দান কর তবে তাহাকে অন্য নারী স্তন্য দান করিবে। ৬। সচ্ছল ব্যক্তি আপন সচ্ছলতা অনুসারে যেন ব্যয় করে, এবং যাহার প্রতি তাহার উপজীবিকা সংকোচ করা হইয়াছে, পরে ঈশ্বর তাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে সে যেন ব্যয় করিতে থাকে, পরমেশ্বর কোন ব্যক্তিকে তাহাকে যেমন (শক্তি) দান করিয়াছেন তদনুরূপ ব্যতীত ক্লেশ দান করেন না, শীঘ্রই পরমেশ্বর অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা বিধান করিবেন। ৭। (র, ১; আ, ৭)

এবং অনেক গ্রাম (গ্রামবাসী) আপন প্রতিপালকের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, অনন্তর আমি কঠিন হিসাবানুসারে তাহাদের হিসাব লইয়াছি, এবং গুরুতর শাস্তিতে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিয়াছি। ৮। পরে তাহারা স্বীয় কার্যের অপকারিতা আস্বাদন করিয়াছে, এবং তাহাদের কার্যের পরিণাম ক্ষতি হইয়াছে। ৯। পরমেশ্বর তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন, অবশেষে হে বুদ্ধিমান বিশ্বাসী লোক সকল, তোমরা ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক, সত্যই পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি এক উপদেশ (কোরআন) অবতারণ করিয়াছেন। ১০। এক প্রেরিত পুরুষ (পাঠাইয়াছেন.) সে তোমাদের নিকট ঈশ্বরের উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী পাঠ করিয়া থাকে, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করিয়াছে যেন তাহাদিগকে তমঃপুঞ্জ হইতে আলোকের দিকে বাহির করে, এবং যাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করিয়া থাকে তিনি তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে লইয়া যাইবেন যাহার নিম্ন দিয়া জলপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা নিত্যনিবাসী হইবে. নিশ্চয় পরমেশ্বর তাহাদের জন্য অত্যুত্তম জীবিকা বিধান করিবেন। ১১। সেই পরমেশ্বর যিনি সপ্ত স্বর্গ ও তৎসদৃশ পৃথিবী সৃজন করিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে আদেশ অবতারণ করেন যেন তোমরা জানিতে পার যে, ঈশ্বর সব বিষয়ে শক্তিশালী, আর নিশ্চয় পরমেশ্বর জ্ঞানানুসারে সমুদয় আয়ত্ত করিয়াছেন। ১২। (র, ২ ; আ, ৫)

সূরা তহরিম*

ষষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

১২ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে সংবাদবাহক, ঈশ্বর তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন স্বীয় ভার্যাদিগের সন্তোষ প্রয়াস করতঃ তাহা কেন অবৈধ করিতেছ ? এবং পরমেশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু†। ১। সত্যই ঈশ্বর তোমাদের শপথ উন্মোচন তোমাদের জন্য বিধি

* এই সূরা মদীনাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† হজরত মোহম্মদ মধুর শরবত ভালবাসিতেন। একদা তাহার অন্যতম ভার্যা জয়নব কিঞ্চিত মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, হজরত যখন তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন তখন তিনি মধুপানা প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তদনুরোধে তাঁহার আলয়ে হজরতকে কিছু অধিক বিলম্ব করিতে হইত। ইহা তাহার কোন কোন পত্নীর পক্ষে কষ্টকর হয়। তাঁহার সহধর্মিণী আয়শা ও হফ্‌সা পরস্পর পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, হজরত যখন জয়নবের গৃহে মধুর শরবত পান করিয়া আমাদের কাহার নিকটে আগমন করিবেন তখন বলিব যে, তোমার মুখ হইতে মগফুরের গন্ধ নির্গত হইতেছে। মগফুর অরকত নামক বৃক্ষ বিশেষের নির্যাস, তাহা অতিশয় দুর্গন্ধ। হজরত সুগন্ধ ভালবাসিতেন, দুর্গন্ধকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এক দিন তিনি মধু পান করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটে উপস্থিত হন। প্রত্যেকেই বলেন, "হজরত, আপনার মুখ দিয়া মগফুরের গন্ধ আসিতেছে" তিনি উত্তর করেন, "আমি মগফুর খাই নাই, জয়নবের আলয়ে মধু শরবত পান করিয়াছি"। তাঁহারা বলিলেন, "হয় তো মধুমক্ষিকা অরকত কুসুম হইতে মধু আহরণ করিয়াছিল"। ইহা পুনঃ পুনঃ বলা হইলে হজরত কহিলেন, "ঈশ্বরের শপথ, আর কখনও উহা পান করিব না"। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। পরন্তু এরূপ প্রসিদ্ধ যে, হজরত হফ্‌সার বারের দিন তাঁহার গৃহে যাইতেন, একদা তিনি হজরতের আজ্ঞাক্রমে পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, হজরত কেব্‌ত কুলোদ্ভবা দাসীপত্নী মারিয়াকে ডাকাইয়া নিজ সেবায় নিযুক্ত করেন। হফ্‌সা তাহা অবগত হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন। হজরত বলেন, "হে হফ্‌সা, যদি আমি তাহাকে নিজের সম্বন্ধে অবৈধ করি তাহাতে তুমি কি সম্মত নও"। তিনি বলিলেন "হাঁ সম্মত"। হজরত কহিলেন "এ কথা কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিবে না তোমার নিকটে গুপ্ত রহিল"। হফ্‌সা সম্মত হইলেন। কিন্তু যখন হজরত তাঁহার গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ হফ্‌সা আয়শাকে যাইয়া এই সুসংবাদ দান করিয়া বলিলেন, "আমরা কেব্‌তনারীর হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছি"। পরে হজরত আয়শার গৃহে আগমন করিলে তখন আয়শা ইঙ্গিতে এই বৃত্তান্ত বলেন। এতদুপলক্ষে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ মারিয়াকে

দিয়াছেন, এবং পরমেশ্বর তোমাদের বন্ধু এবং জ্ঞাতা বিজ্ঞাতা*। ২। এবং (স্মরণ কর,) যখন সংবাদবাহক স্বীয় ভার্যাদিগের কাহার নিকটে কোনও কথা গোপনে বলিল, পরে যখন তাহা সেই স্ত্রী জ্ঞাপন করিল, এবং পরমেশ্বর তাহার (প্রেরিতের) নিকটে উহা প্রকাশ করিলেন, (প্রেরিতপুরুষ) তাহার কোনটি (হফ্‌সাকে) জানাইল ও তাহার কোনটি হইতে নিবৃত্ত হইল, অনন্তর যখন তাহাকে তাহা জানাইল তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমাকে ইহা জানাইয়াছে?" সে বলিল, "জ্ঞাতা তত্ত্বজ্ঞ (ঈশ্বর) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন"†। ৩। তোমরা দুই জনে (হে পেয়গম্বরের, দুই ভার্যা) যদি ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আইস, (ভাল হয়,) অনন্তর নিশ্চয় তোমাদের অন্তর কুটিল হইয়াছে, এবং যদি তাহার প্রতি (তাহাকে ক্লেশ দানে) তোমরা পরস্পর অনুকূল হও তবে নিশ্চয় (জানিও) সেই ঈশ্বর ও জেব্রিল এবং সাধু বিশ্বাসিগণ তাহার বন্ধু আছেন, অতঃপর দেবগণ সাহায্যকারী হয়। ৩। যদি সে তোমাদিগকে বর্জন করে তবে তাহার প্রতিপালক তোমাদিগ অপেক্ষা উত্তম মোসলমান বিশ্বাসিনী সাধনপরায়ণা পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্তা অর্চনাকারিণী উপবাসব্রতধারিণী বিবাহিতা ও কুমারী নারীদিগকে তাহাকে বিনিময় দান করিতে সমুদ্যত। ৫। হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা আপনাদের জীবনকে ও আপনাদের পরিজনকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধনপুঞ্জ মানবগণ ও (প্রতিমা বা স্বর্ণ-রজতাদি) প্রস্তর-রাশি হয়, তাহার উপর দুর্দম কঠোর দেবগণ (নিযুক্ত,) তাহাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহারা ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা অমান্য করে না, এবং যাহা আজ্ঞা করা হয় তাহা করিয়া থাকে। ৬। আমি (বলিব,) "হে ধর্মবিরোধিগণ, অদ্য তোমরা আপত্তি করিও না, তোমরা যাহা করিতেছ তদ্রূপ বিনিময় দেওয়া যাইবে এতদ্ভিন্ন নহে"। ৭। (র, ১; আ, ৭,)

হে বিশ্বাসিগণ, ঈশ্বরের দিকে তোমরা বিশুদ্ধ প্রত্যাগমনে প্রত্যাগমন কর,‡ তোমাদিগ হইতে তোমাদের দোষ সকল নিরাকরণ করিতে এবং যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত হয় সেই স্বর্গোদ্যান সকলে, যে দিবস পরমেশ্বর সংবাদবাহককে ও তাহার সঙ্গী বিশ্বাসীদিগকে অপকৃষ্ট করেন না সেই দিবস লইয়া যাইতে তোমাদের প্রতিপালক সমুদ্যত আছেন, তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখভাগে ও

পরমেশ্বর তোমার প্রতি বৈধ করিয়াছেন, তাহাকে কেন আপনার সম্বন্ধে অবৈধ করিয়া তুলিলে ও শপথ করিলে? (ত, হো,)

* অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তযোগে শপথ ভঙ্গ করিতে ঈশ্বর বিধি দিয়াছেন। সেই প্রায়শ্চিত্তবিধি সূরা মায়দাতে বিবৃত হইয়াছে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ হে বিশ্বাসিগণ, স্মরণ কর, যখন হজরত, মারিয়াকে গ্রহণ করার অবৈধতা বিষয়ে অথবা মধুপান সম্বন্ধে হফ্‌সা নাম্নী আপন পত্নীকে গোপনে বলেন, পরে হফ্‌সা তাহা সাধ্বী আয়শাকে জ্ঞাপন করেন, হফ্‌সা যে আশয়কে বলেন ঈশ্বর হজরতের নিকটে তাহা প্রকাশ করেন। হজরত তাহার কতক হফ্‌সাকে জানাইলেন, অর্থাৎ তোমাকে এই এই কথা বলিয়াছিলাম তুমি ইহার মধ্যে এই কথা প্রকাশ করিয়াছ এবং কোন কোন কথা তিনি হফ্‌সাকে বলিলেন না। (ত, হো,)

‡ সরল অন্তঃকরণের প্রত্যাবর্তন বা অনুতাপ এরূপ হয় যে, মনেতে আর কখনও কৃত পাপের চিন্তার উদয় হয় না, অন্তরে বিশ্বাসের জ্যোতি জ্বলিতে থাকে। ইহাই বিশুদ্ধ প্রত্যাবর্তন বা অনুতাপ। (ত, ফা,)

তাহাদের দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইতে থাকিবে, এবং তাহারা বলিবে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ কর, এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী"। ৮। হে সংবাদবাহক, তুমি ধর্মদ্রোহী কপট লোকদিগের সঙ্গে জেহাদ করিও, এবং তাহাদের প্রতি কঠিন হইও ও তাহাদের আবাস নরকলোক, এবং (উহা) গর্হিত স্থান। ৯। পরমেশ্বর ধর্মদ্রোহীদিগের নিমিত্ত নূহার ভার্যা ও লূতের ভার্যার দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহারা আমার ভৃত্যদিগের মধ্যে দুই সাধু ভৃত্যের অধীনে (বিবাহিতা) ছিল, পরে তাহারা উভয়ে অপচয় করিল, অনন্তর তাহারা (নূহা ও লূত) তাহাদিগ হইতে ঈশ্বরের (শাস্তি) কিছুই নিবারণ করিতে পারিল না, এবং বলা হইল, "প্রবেশকারীদিগের সঙ্গে তোমরা দুই জনে নরকাগ্নিতে প্রবেশ কর"*। ১০। এবং পরমেশ্বর বিশ্বাসীদিগের জন্য ফেরওনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন এবং (স্মরণ কর,) যখন সে বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য স্বর্গে আপন সন্নিধানে একটি আলয় নির্মাণ কর, এবং আমাকে ফেরওন ও তাঁহার ক্রিয়া হইতে রক্ষা কর, এবং অত্যাচারিদল হইতে আমাকে উদ্ধার কর"†। ১১। + এবং এমরানের কন্যা মরয়মের (দৃষ্টান্ত,) যে স্বীয় জননেন্দ্রিয়কে সংরক্ষণ করিয়াছিল, অনন্তর আমি তন্মধ্যে স্বীয় আত্মা ফুৎকার করিয়াছিলাম, এবং সে আপন প্রতিপালকের বাক্যাবলী ও তাঁহার গ্রন্থ সকলকে প্রত্যয় করিয়াছিল, এবং আজ্ঞানুবর্তীদিগের অন্তর্গত ছিল। ১২। (র, ২; আ, ৫)

সূরা মোলক‡

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

৩০ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যাঁহার হস্তে রাজত্ব, তিনি মহা সমুন্নত এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাশালী। ১।+ যিনি কার্যতঃ তোমাদের মধ্যে কে অত্যুত্তম তোমাদিগকে এই পরীক্ষা করিতে জীবন ও মৃত্যু সৃজন করিয়াছেন, এবং তিনি পরাক্রান্ত ক্ষমাশীল। ২। + যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত স্বর্গ সৃজন করিয়াছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তুমি (হে দর্শক,) কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না, অনন্তর চক্ষুকে ফিরাইয়া লইয়া যাও, কোন ত্রুটি

* অর্থাৎ স্বীয় ধর্ম ঠিক রাখিও, স্বামী কোন স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারে না। এ কথা সাধারণ নারীকে বলা হইয়াছে। ইহা মনে করা উচিত নয় যে, ঈশ্বর হজরতের সহধর্মিণীদিগকে বলিয়াছেন। (ত, ফা,)

† এই নারী মহাপুরুষ মুসাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন ও তাঁহার সহায় ছিলেন, এবং ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, পরিশেষে ফেরওন তাঁহাকে বহু যন্ত্রণা দানে হত্যা করে। (ত, ফা,)

‡ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কি দেখিতেছ ? তৎপর দুইবার নয়ন ফিরাইয়া লইয়া যাও, তোমার দিকে চক্ষু নিস্তেজ হইয়া ফিরিয়া আসিবে, এবং তাহা ক্লান্ত থাকিবে। ৩। এবং সত্য-সত্যই আমি পৃথিবীর আকাশকে (নক্ষত্ররূপ) দীপাবলী দ্বারা শোভিত করিয়াছি, এবং তাহাকে (সেই নক্ষত্রপুঞ্জকে) শয়তানকুলের তাড়ানের যন্ত্র করিয়াছি, এবং আমি তাহাদের জন্য নরকদণ্ড প্রস্তুত রাখিয়াছি। ৪। এবং যাহারা আপন প্রতিপালকের সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে তাহাদের জন্য নরকদণ্ড আছে, এবং (উহা) গর্হিত স্থান। ৫। যখন তথায় তাহারা নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তাহারা এক নিনাদ শ্রবণ করিবে, এবং তাহা গর্দভধ্বনি (তুল্য)*। ৬। + যখন কোন দল তাহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন তাহা ক্রোধে খণ্ড খণ্ড হইবার উপক্রম হইবে, তাহার প্রহরিগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, "তোমাদের নিকটে কি ভয়প্রদর্শক উপস্থিত হন নাই" ? ৭। তাহারা বলিবে, "হাঁ, নিশ্চয় আমাদের জন্য ভয়প্রদর্শক আসিয়াছিলেন। ৮। + অনন্তর (তাহার প্রতি) আমরা অসত্যারোপ করিয়াছি, এবং বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর কিছুই অবতারণ করেন নাই ; তোমরা মহা পথ ভ্রান্তির মধ্যে বৈ নও"। ৯। এবং বলিবে, "যদি আমরা শুনিতাম অথবা বুঝিতাম তবে নরক-নিবাসীদিগের মধ্যে থাকিতাম না"। ১০। অনন্তর আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিবে, অবশেষে নরকনিবাসীদিগের জন্য অভিসম্পাত হউক। ১১। নিশ্চয় যাহারা আপন প্রতিপালককে গোপনে ভয় করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কার আছে। ১২। তোমরা আপনাদের বাক্য গোপন কর বা তাহা প্রকাশ কর, নিশ্চয় তিনি অন্তরের রহস্যজ্ঞ। ১৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি জানেন না ? এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞ। ১৪। (র, ১ ; আ, ১৪)

তিনি যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিনীত করিয়াছেন, অনন্তর তোমরা তাহার চতুর্দিকে চলিতে থাক, তাঁহার (প্রদত্ত) জীবিকা হইতে ভোগ কর, এবং তাঁহার দিকেই পুনরুত্থান হয়। ১৫। যিনি স্বর্গে আছেন তিনি যে (হে কাফেরগণ,) তোমাদিগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবেন তাহা হইতে কি তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছ ? অনন্তর অকস্মাৎ এই (পৃথিবী) তোলপাড় হইবে। ১৬। + যিনি স্বর্গেতে আছেন তিনি যে তোমাদের প্রতি প্রস্তরবর্ষী মেঘ প্রেরণ করিবেন তাহা হইতে কি তোমরা নিঃশঙ্ক হইয়াছ ? অনন্তর কেমন আমার ভয় প্রদর্শন অবশ্য জানিবে। ১৭। এবং সত্য-সত্যই তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারা অসত্যারোপ করিয়াছিল অবশেষে আমার শাস্তি কেমন হইয়াছিল ? ১৮। তাহারা কি আপনাদের উপর প্রসারিত ও সংকুচিতপক্ষ পক্ষিকুলকে দেখিতেছ না ? পরমেশ্বর ভিন্ন তাহাদিগকে (কেহ) ধারণ করিতেছে না নিশ্চয় তিনি সকল পদার্থের প্রতি দৃষ্টিকারী। ১৯। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য সৈন্য (পরিচালক হয়,) ঈশ্বর ভিন্ন তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবে, এ কে হয় ? ধর্মদ্রোহিগণ প্রতারণায় ভিন্ন নহে। ২০। যদি তিনি স্বীয় জীবিকা বন্ধ করেন, কে সেই ব্যক্তি যে তোমাদিগকে উপজীবিকা দান করিবে ? বরং তাহারা অবাধ্যতায় ও পলায়নে স্থিরতর। ২১। অনন্তর যে ব্যক্তি স্বীয় মুখের দিকে নত হইয়া (অধোমুখে) গমন করে সে অধিকতর পথ প্রাপ্ত না যে ব্যক্তি সরল

* যখন কাফেরদিগকে উপস্থিত করা যাইবে তখন নরক কোলাহল করিবে, এবং তাহার উচ্ছ্বাস হইতে থাকিবে। উচ্ছ্বসিত উষ্ণোদকস্থিত মাংসের ন্যায় নরক তাহাদিগকে এক বার উপরে তুলিবে ও এক বার নীচে নামাইবে। (ত, হো,)

পথে সোজা হইয়া গমন করে সে* ? ২২। তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তিনিই, যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, এবং তোমাদের নিমিত্ত চক্ষু ও কর্ণ এবং হৃদয় স্থাপন করিয়াছেন, তোমরা অল্পই ধন্যবাদ করিয়া থাক। ২৩। তুমি বল, তিনিই যিনি ধরাতলে তোমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার দিকে তোমরা একত্রীকৃত হইবে। ২৪। এবং তাহারা বলিয়া থাকে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কবে এই (কেয়ামতের) অঙ্গীকার (পূর্ণ) হইবে"। ২৫। বল, (এই) জ্ঞান ঈশ্বরের নিকটে ভিন্ন নহে, এবং আমি স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক বৈ নহি। ২৬। অনন্তর যখন তাহা নিকটবর্তী দেখিবে তখন কাফেরদিগের মুখ মলিন হইবে, এবং বলা হইবে, "যাহা তোমরা চাহিতেছিলে এই তাহা"। ২৭। তুমি বল, "তোমরা কি দেখিয়াছ যদি পরমেশ্বর আমাকে ও আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদিগকে বধ করেন, অথবা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, (প্রত্যেক অবস্থায়) কে ধর্মবিদ্রোহীদিগকে দুঃখজনক শাস্তি হইতে বাঁচাইবে† ? ২৮। বল, তিনিই পরমেশ্বর, আমরা তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি ও তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, অনন্তর তোমরা শীঘ্রই জানিবে সে কে যে, স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে আছে ? ২৯। বল, দেখিয়াছ কি, যদি তোমাদের জল শুষ্ক হইয়া যায় তবে কে স্রোতোজল তোমাদের নিকটে আনয়ন করিবে ? ৩০। (র, ২ ; আ, ১৬)

সূরা কলম‡

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

৫১ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

ন,$ লেখনীর ও যাহা লিখিত হয় তাহার শপথ§। ১। তুমি (হে মোহম্মদ,)

* অর্থাৎ কাফেরগণ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে দৃষ্টি করে না, অধোবদনে গমন করে, তাহারা প্রবঞ্চনার প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিশ্বাসিগণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া সরল পথে চলে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ বিশ্বাস ও একত্ববাদ ব্যতীত ঈশ্বরের শাস্তি হইতে তোমাদিগকে অন্য কিছুই বাঁচাইতে পারিবে না। (ত, হো,)

‡ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

$ ন, এই ব্যবচ্ছেদক বর্ণ ঈশ্বরের নামাবলীর কুঞ্জিকা। ইহা জ্যোতি ও সাহায্যদাতা এই দুই নামের প্রকাশক, এবং ঈশ্বরের রহমান নামের অন্তিম বর্ণ। কথিত হইয়াছে যে, ইহা সূরা বিশেষের নাম বা আলোকফলকের কিংবা স্বর্গস্থ প্রণালী বিশেষের নাম, বিশ্বাসীদিগের সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাহায্য দানের শপথ। এরূপ প্রসিদ্ধ যে, এই নুন (ন) মৎস্য-বিশেষের নাম, যাহার পৃষ্ঠোপরি পৃথিবী স্থাপিত। (ত, হো,)

§ প্রথমতঃ ঈশ্বর যাহা সৃজন করেন তাহা লেখনী, পরে মসীপাত্র সৃষ্টি করেন,

স্বীয় প্রতিপালকের দান সম্বন্ধে ক্ষিপ্ত নও*। ২। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অখণ্ড পুরস্কার আছে। ৩। এবং নিশ্চয় তুমি মহা চরিত্রবান। ৪। অনন্তর তুমি অচিরে দেখিবে ও তাহারা দেখিবে যে, তোমাদের মধ্যে কাহার সঙ্কটাবস্থা হয়। ৫+৬। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, যে ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে উত্তম জানেন এবং তিনি পথ প্রাপ্তদিগকে বিশেষ জানেন। ৭। অনন্তর তুমি মিথ্যাবাদীদিগের অনুগত হইও না। ৮। তাহারা ভালবাসে যে, যদি তুমি কোমল ব্যবহার কর, তবে তাহারাও কোমল ব্যবহার করিবে। ৯। এবং তুমি প্রত্যেক নীচ শপথকারী নিন্দাকারী কথার ছিদ্রান্বেষণে গমনকারী কল্যাণের প্রতিরোধকারী সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধী উদ্ধতদিগের অতঃপর জারজের, সে ধনশালী ও বহু পুত্রবান্ বলিয়া অনুগত হইও না†। ১০+১১+১২+১৩+১৪। যখন তাহার নিকটে আমার আয়াত সকল পঠিত হয় তখন সে বলে, "ইহা পূর্বতন উপাখ্যানাবলী"। ১৫। সত্বরই আমি নাসিকার উপর তাহাকে চিহ্নিত করিব। ১৬। নিশ্চয় যেরূপ উদ্যানস্বামীদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, আমি তাহাদিগকে সেরূপ পরীক্ষা করিয়াছি, (স্মরণ কর,) যখন তাহারা শপথ করিয়াছিল যে, অবশ্য প্রাতঃকালে তাহা উচ্ছিন্ন করিবে, এবং "এন্‌শায় আল্লা" (যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন) বলিতেছিল না‡। ১৭+১৮। অনন্তর তোমার প্রতিপালক হইতে

এই দূরের ও মসীপাত্র হইতে মসী গ্রহণ করিয়া লেখনী যাহা লিপি করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহার শপথ স্মরণ করিলেন। ঈশ্বরের লেখনী জ্যোতিষ্মতী জগদ্ব্যাপিনী শক্তি বিশেষ, লিপি প্রত্যাদেশ। (ত, হো,)

* অলিদের পুত্র মগয়রাব কথার উত্তরে এই উক্তি হইয়াছে। (ত, হো,)

† যখন হজরত এই আয়াত কোরেশদিগের সভায় পাঠ করিলেন, যে সকলে দোষের উল্লেখ হইয়াছে অলিদ তাহা নিজের চরিত্রে বিদ্যমান দেখিল, কিন্তু জারজ শব্দের বাচ্য হইতে পারে সে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল, "আমি কোরেশ দলপতি, আমার পিতা এক জন প্রসিদ্ধ লোক, কিন্তু জানি মোহম্মদ অসত্য বলে না, সে যে জারজ বলিল, ইহা কেমন করিয়া আপনার সম্বন্ধে আরোপ করিব"? সে এরূপ চিন্তা করিয়া উন্মুক্ত করবাল হস্তে মাতার নিকটে উপস্থিত হইল। অনেক ভয়প্রদর্শন করিলে পর জননী এরূপ বলিল যে, "তোমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীসহবাসের ক্ষমতা ছিল না তদীয় ভ্রাতৃষ্পুত্রগণ তাঁহার ধনের উত্তরাধিকারী হইবে এরূপ আশা করিতেছিল। তাহাতে আমার ঈর্ষা হইল, আমি অমুক দাসকে ক্রয় করিয়া আনয়ন করি ও তাঁহার সঙ্গে মিলিত হই, তুমি তাহারই সন্তান। তখন অলিদ হজরতের বাক্যের সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ লাভ করে। (ত, হো,)

‡ এয়মন দেশের অন্তর্গত সনা নামক প্রদেশে এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন, তাঁহার খোর্মা ইত্যাদি ফলের এক উদ্যান ছিল। তিনি সেই উদ্যানের ফল সংগ্রহ করিবার দিন দরিদ্রদিগকে ডাকিয়া আনিতেন, এবং তরুতলে এক শয্যা প্রসারণ করিতেন। হস্ত প্রসারণ করিয়া বৃক্ষের যে ফল ধরা যাইতে পারিত না, বায়ু যাহা নিক্ষেপ করিত, অথবা শয্যার দিকে যাহা পতিত হইত তিনি তাহা দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। আপন লভ্য ফলেরও দশ ভাগের এক ভাগ দীন-দুঃখীদিগকে দিতেন। সেই ধার্মিক পুরুষের পরলোক হইলে পর

এক ঘূর্ণ্যমান বায়ু (শাস্তি বিশেষ) সেই (উদ্যানের) উপর ঘুরিয়াছিল, এবং তাহারা নিদ্রিত ছিল। ১৯। পরে প্রাতঃকালে তাহা উচ্ছিন্ন হইল। ২০।+ অবশেষে প্রভাত হইলে তাহারা পরস্পরকে ডাকিতেছিল। ২১।+"যদি তোমরা কর্তনকারী হও তবে প্রভাতে স্বীয় ক্ষেত্রে গমন কর"। ২২। অনন্তর চলিয়া গেল ও তাহারা পরস্পর গোপনে বলিতেছিল যে, "অদ্য তোমাদের নিকটে কোন দরিদ্র তথায় প্রবেশ করিবে না"। ২৩+২৪। এবং প্রত্যূষে ক্ষমতাশালী (আপনাদিগকে মনে করতঃ) সেই সংকল্পের উদ্দেশ্যে চলিল। ২৫। অনন্তর যখন তাহারা তাহা দেখিল, বলিল, "নিশ্চয় আমরা বিভ্রান্ত। ২৬।+বরং আমরা বঞ্চিত"। ২৭। তাহাদের মধ্যস্থ ব্যক্তি বলিল, "আমি তোমাদিগকে কি বলি নাই যে, কেন তোমরা স্তব করিতেছ না"? ২৮। তাহারা বলিল, "আমাদের প্রতিপালকেরই পবিত্রতা, নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী হইয়াছি"। ২৯। অবশেষে তাহাদের একজন অন্য জনের নিকটে পরস্পর তিরস্কার করতঃ অগ্রসর হইল। ৩০। তাহারা বলিল, "হায়, আমাদের প্রতি আক্ষেপ, নিশ্চয় আমরা সীমালঙ্ঘনকারী হইয়াছি। ৩১। ভরসা যে, আমাদের প্রতিপালক এতদপেক্ষা উত্তম (উদ্যান) আমাদিগকে বিনিময় দান করিবেন, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে সমুৎসুক"। ৩২। এই প্রকার শাস্তি ; এবং নিশ্চয় পারলৌকিক শাস্তি (ইহা অপেক্ষা) গুরুতর, যদি তাহারা জানিত (ভাল ছিল)। ৩৩। (র, ১ ; আ, ৩৩)

নিশ্চয় ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে সম্পদের উদ্যান সকল আছে। ৩৪। অনন্তর আমি কি মোসলমানদিগকে পাপীদের তুল্য করিব? ৩৫। তোমাদের কি হইয়াছে (হে কাফেরগণ,) তোমরা কেমন আজ্ঞা করিতেছ? ৩৬। তোমাদের নিকটে কি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে তোমরা পাঠ করিয়া থাক? নিশ্চয় তাহাতে যাহা মনোনীত কর তাহা তোমাদের জন্য হয়। ৩৭+৩৮। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কি প্রতিজ্ঞা সকল আছে যে, কেয়ামতের দিন পর্যন্ত পঁহুছিবে? নিশ্চয় যাহা তোমরা নির্ধারণ করিয়া থাক তাহা তোমাদের জন্য হয়। ৩৯। তুমি তাহাদিগকে (হে মোহম্মদ,) জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের কে এ বিষয়ে প্রতিভূ*। ৪০। তাহাদের জন্য কি অংশী সকল আছে? অনন্তর উচিত যে, যদি তাহারা সত্যবাদী হয় তবে আপনাদের অংশীদিগকে উপস্থিত করে। ৪১। যে দিবস পদ হইতে আবরণ উন্মোচন করা যাইবে ও তাহারা যে প্রণামের দিকে আহূত হইবে তখন সমর্থ হইবে না†। ৪২।+তাহাদের চক্ষে কাতরতা হইবে,

---

তাঁহার পুত্রগণ পরস্পর বলিল, "সম্পত্তি অল্প পরিবার অধিক, পিতা যেরূপ করিয়াছেন আমরা তদ্রূপ আচরণ করিলে আমাদের জীবিকা সংকীর্ণ হইবে। প্রত্যূষে দরিদ্রগণ সংবাদ না পাইতেই আমরা উদ্যানে যাইয়া সমুদায় ছিঁড়িয়া আনিব"। তখন তাহারা শপথ করে। পরমেশ্বর এইরূপ বলেন। (ত, হো,)

* অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে এ বিষয়ে সমর্থ আছে যে, পরলোকে তাহা রক্ষা করিতে পারিবে? (ত, হো,)

† পদ হইতে আবরণ উন্মোচন করার অর্থ ঈশ্বরের সিংহাসনের প্রান্ত প্রদর্শন করা বা ঈশ্বরের প্রকাশ পাওয়া, অথবা সুকঠিন ও ভয়ানক ব্যাপার প্রকাশ পাইয়া পড়া। হজরত বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর সেই দিবস মহা জ্যোতি প্রদর্শন করিবেন, তিনি সিংহাসনের পদ প্রান্ত হইতে আলোক বিকীর্ণ করিবেন, সমুদায়

দুর্গতি তাহাদিগকে ঘেরিয়া লইবে এবং সত্যই প্রকৃত অবস্থায় তাহারা প্রণামের দিকে আহূত হইতেছিল। ৪৩। অনন্তর আমাকে ও যাহারা এই বাক্যকে অসত্য বলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, যে স্থান হইতে জানিতেছে না তথা হইতে সত্বরই অল্পে অল্পে আমি তাহাদিগকে টানিয়া লইব*। ৪৪। +এবং তাহাদিগকে অবকাশ দিব, নিশ্চয় আমার কৌশল দৃঢ়। ৪৫। তুমি কি তাহাদিগ হইতে পারিশ্রমিক চাহিতেছ ? অনন্তর তাহারা গুরুত্বের দণ্ডার্হ। ৪৬। তাহাদের নিকটে কি গুপ্ততত্ত্ব আছে, পরে তাহারা (তাহা) লিখিয়া থাকে? ৪৭। অনন্তর তুমি স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার জন্য ধৈর্য ধারণ কর, এবং মৎস্যাধিষ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায় হইও না, যখন সে প্রার্থনা করিয়াছিল তখন বিষাদপূর্ণ ছিল†। ৪৮। যদি তাহার এই জ্ঞান না থাকিত যে তাহার প্রতিপালকের কৃপা আছে তবে অবশ্য মরুভূমিতে সে নিক্ষিপ্ত হইত, এবং সে লাঞ্ছিত হইত। ৪৯। অনন্তর তাহার প্রতিপালক তাহাকে গ্রহণ করিলেন, পরে তাহাকে সাধুদিগের অন্তর্গত করিয়া লইলেন। ৫০। এবং নিশ্চয় যে, তোমাকে স্বীয় দৃষ্টিতে পদস্খলিত করিতে কাফেরগণ সমুদ্যত, যখন তাহারা কোরআন শ্রবণ করে বলিয়া থাকে যে, 'নিশ্চয় সে ক্ষিপ্ত"। ৫১। এবং উহা জগদ্বাসীদিগের জন্য উপদেশ ভিন্ন নহে। ৫২। (র, ২; আ, ৫২)

সূরা হাক্কা‡

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়

৫২ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কেয়ামত। ১। কি সেই কেয়ামত? ২। কিসে তোমাকে জানাইয়াছে কেয়ামত কিরূপ হয়? ৩। সমুদ ও আদ জাতি কেয়ামতের বিষয়ে অসত্যারোপ করিয়াছিল। ৪। অনন্তর কিন্তু সমুদ জাতি সীমাতিক্রান্ত নিনাদে মারা গেল। ৫। এবং কিন্তু আদ জাতি পরে সীমাতিক্রান্ত মহা বাত্যায় মারা গেল। ৬। সপ্ত রাত্রি অষ্ট দিবা মূলচ্ছেদনে (বিনাশ সাধনে) তাহাদের প্রতি উহা প্রবল ছিল, অনন্তর তুমি সেই জাতিকে তথায় ভূতলশায়ী দেখিতেছ যেন তাহারা শুষ্ক

বিশ্বাসী নরনারী তাহার উদ্দেশ্যে প্রণত হইবে, যাহারা পৃথিবীতে কপট ভাবে প্রণাম করিয়াছিল তাহারা মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে যখন তাহারা প্রণাম করিতে চাহিবে পারিবে না, তাহাদের পৃষ্ঠ বক্র হইবে না। (ত, হো,)

* "সত্বরই অল্পে অল্পে তাহাদিগকে আমি টানিয়া লইব," অর্থাৎ আমি ক্রমে তাহাদের প্রতি শাস্তি উপস্থিত করিব। (ত, হো,)

† মৎস্যাধিষ্ঠিত ব্যক্তি মহাপুরুষ ইয়ুনস। তিনি লোকের উৎপীড়নে অধৈর্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপ মৎস্যের গর্ভে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত সূরা ইয়ুনসে বিবৃত হইয়াছে। (ত, হো,)

‡ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

খোর্মাতরুর কাণ্ড*। ৭। অবশেষে তুমি কি তাহাদিগের কিছু অবশিষ্ট দেখিতেছ ? ৮। এবং ফেরওন ও তাহার পূর্বে যাহারা ছিল তাহারা এবং মোতফেক্কাতনিবাসিগণ পাপাচারে উপস্থিত হইয়াছিল। ৯। অনন্তর তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রেরিতকে অমান্য করিয়াছিল ; অবশেষে মহা আক্রমণে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয় যখন জল সীমা অতিক্রম করিল, তখন আমি তোমাদিগকে (তোমাদের পূর্বপুরুষদিগকে) নৌকায় আরোহণ করাইলাম যেন ইহাকে তোমাদের জন্য উপদেশস্বরূপ করি, এবং কোন স্মরণকারক কর্ণ স্মরণ রাখে। ১০ +১১ +১২। অনন্তর যখন সুর বাদ্যে একবার ফুৎকারে ফুৎকার করা হইবে, এবং পৃথিবী ও পর্বত শ্রেণী সমুত্থাপিত হইবে, তখন তাহারা একমাত্র বিচূর্ণনে বিচূর্ণীকৃত হইয়া যাইবে। ১৩+১৪। পরিশেষে সেই দিবস কেয়ামত সঙ্ঘটিত হইবে। ১৫।+এবং নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইবে, পরন্তু উহা সেই দিবস শ্লথ হইয়া পড়িবে। ১৬।+এবং দেবতারা ইহার প্রান্তভাগে থাকিবে. সেই দিবস (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রভুর সিংহাসন আট জনে আপনাদের উপর বহন করিবে†। ১৭। সেই দিবস তোমাদিগকে (হে লোক সকল,) সম্মুখে আনয়ন করা হইবে, তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয় গুপ্ত থাকিবে না। ১৮। অনন্তর কিন্তু যে, ব্যক্তিকে তাহার পুস্তক (কার্যলিপি) তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইয়াছে পরে তাহাকে বলা হইবে, "এস, এবং আমার (প্রদত্ত) কার্যলিপি পাঠ কর"। ১৯। (বলিবে,) "নিশ্চয় আমি মনে করিতেছিলাম যে, একান্তই আমি আপন হিসাবের সঙ্গে মিলিত হইবে"। ২০।+অনন্তর যাহার ফলপুঞ্জ সন্নিহিত সেই (সহজলভ্য) উন্নত স্বর্গোদ্যানে সে মনোমত জীবন যাপনে থাকিবে। ২১+২২+২৩। (বলা হইবে,) "অতীতকালে যাহা সম্পাদন করিয়াছ তজ্জন্য সুমিষ্ট পান-ভোজন কর"। ২৪। এবং কিন্তু যে ব্যক্তিকে তাহার পুস্তক (কার্যলিপি) তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইয়াছে, পরে সে বলিবে, "হায় ! আপন পুস্তক যদি আমাকে না দেওয়া হইত। ২৫+২৬। এবং আপন হিসাব কি না জানিতাম (ভাল ছিল)। ২৭। হায় ! যদি ইহা অন্তক হইত। ২৮। আমার সম্পত্তি আমা হইতে (শাস্তি) নিবারণ করিল না। ২৯। আমা হইতে আমার রাজত্ব বিলুপ্ত হইল"। ৩০। (বলা হইবে, "হে দেবগণ,) ইহাকে ধর, পরে গলবন্ধন ইহার গলে স্থাপন কর। ৩১।+তৎপর ইহাকে নরকে প্রবেশ করাও। ৩২।+তাহার পর যাহার দৈর্ঘ্য সত্তর হস্ত সেই শৃঙ্খলে বন্ধ করিয়া তাহাকে আনয়ন কর। ৩৩। নিশ্চয় সে মহা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। ৩৪।+এবং দরিদ্রকে আহার দানে প্রবৃত্তি

অর্থাৎ ভূতলে পতিত অন্তঃসারশূন্য ছিন্নমূল খোর্মাতরুর নিম্নভাগের ন্যায় তাহারা পড়িয়া আছে, সকলে উচ্ছিন্ন হইয়াছে। এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া অপর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে বাত্যা শেষ হইয়াছিল। (ত, হো,)

† এক্ষণ চারিজন ফেরেস্তার স্কন্ধে ঈশ্বরের সিংহাসন আছে, সে দিবস আট জনের প্রয়োজন হইবে। (ত, ফা,)
সেই দিবস পার্বত্য ছাগপশুর আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেস্তাগণ ঈশ্বরের সিংহাসন স্কন্ধে বহন করিবেন। তাহাদের পায়ের খুর হইতে জানুদেশ পর্যন্ত দূরতা এক স্বর্গ হইতে অপর স্বর্গের দূরতার তুল্য। দেবতারা আট শ্রেণীতে সেই সিংহাসন ধারণ করিবেন। (ত, হো,)

দান করিত না। ৩৫। অনন্তর অদ্য তাহার জন্য এ স্থানে কোন বন্ধু নাই। ৩৬। + এবং পীতবারি ব্যতীত পানীয় নাই। ৩৭। + পাপী লোক ব্যতীত তাহা পান করে না"। ৩৮। (র, ১ ; আ, ৩৮)

অনন্তর আমি তোমরা যাহা দেখিতেছ ও যাহা দেখিতেছ না তাহার শপথ করিতেছি। ৩৯ + ৪০। নিশ্চয় ইহা (কোরআন) মহা প্রেরিতের বাক্য। ৪১। + এবং উহা কবির কথা নহে, যাহা তোমরা বিশ্বাস করিতেছ তাহা অল্পই হয়। ৪২। এবং ভবিষ্যদ্বক্তার বাক্য নহে, যে উপদেশ গ্রহণ করিতেছ তাহা অল্পই হয়। ৪৩। নিখিল জগতের প্রতিপালক হইতে তাহা অবতারিত। ৪৪। এবং যদি (প্রেরিত পুরুষ) আমার সম্বন্ধে কোন কোন কথা রচনা করে তবে অবশ্য আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিব। ৪৫ + ৪৬। তৎপর অবশ্য তাহার হৃদয়ের শিরা ছিন্ন করিব। ৪৭। অনন্তর তাহা হইতে (শাস্তির) নিবারণকারী তোমাদের মধ্যে কেহ নাই, এবং নিশ্চয় ইহা (কোরআন) ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য উপদেশ হয়। ৪৮। নিশ্চয় আমি জানিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে অসত্যবাদিগণ আছে। ৪৯। এবং নিশ্চয় ইহা (কোরআন) ধর্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে আক্ষেপজনক হয়। ৫০। এবং নিশ্চয় ইহা ধ্রুব সত্য। ৫১। অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) স্বীয় মহা প্রভুর নামের স্তব কর। ৫২। (র, ২ ; আ, ১৪)

সূরা মেরাজ*

সপ্ততিতম অধ্যায়

৪৪ আয়াত, ২ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)

গৌরবান্বিত পরমেশ্বর হইতে যাহার কোন নিবারণকারী নাই ধর্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে সেই সংঘটনীয় শাস্তিবিষয়ে একজন জিজ্ঞাসা করিল। ১ + ২ + ৩। যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর হয়, সেই দিবস দেবগণ ও আত্মা তাঁহার দিকে সমুত্থান করিতে থাকে‡। ৪। + অনন্তর তুমি উত্তম ধৈর্যে ধৈর্যধারণ কর। ৫। নিশ্চয় তাহারা তাহা দূরে দেখিতেছে। ৬। + এবং আমি তাহা নিকটে দেখিতেছি। ৭। যে দিবস গগনমণ্ডল দ্রবীভূত তাম্রসদৃশ হইবে। ৮। এবং গিরিশ্রেণী বিচিত্র ঊর্ণা তুল্য হইবে। ৯। + এবং কোন আত্মীয় আত্মীয়ের (পাপের সংবাদ) জিজ্ঞাসা করিবে না। ১০। + পরস্পর তাহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হইবে,

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† কথিত আছে যে, এই জিজ্ঞাসু আবুজহল ছিল। সে কেয়ামতের শাস্তি সত্বর উপস্থিত করার জন্য হজরতের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কাফেরদিগের সম্বন্ধে এইরূপ দীর্ঘ হইবে। কেয়ামতের প্রান্তরে পঞ্চাশটি বিশ্রাম ও অবস্থিতি স্থান আছে। লোকদিগকে প্রত্যেক বিশ্রাম স্থানে সহস্র বৎসর রাখিয়া দিবে। (ত, হো,)

অপরাধিগণ অভিলাষ করিবে যে, যদি সেই দিবস শাস্তির বিনিময়ে আপন সন্তানকে ও আপন পত্নীকে এবং আপন ভ্রাতাকে ও আপন স্বগণকে যাহাকে (পৃথিবীতে) স্থান দিয়াছে দান করে। ১১+১২+১৩।+এবং ধরাতলে যাহারা আছে সমুদায়কে (বিনিময়স্বরূপ দান করে,) তৎপর তাহাকে মুক্তি দেয় । ১৪।+না না, নিশ্চয় উহা (নরক) শিখবান্ অগ্নি, শিরশ্চর্ম আকর্ষণ করিয়া থাকে* । ১৫+১৬।+যাহারা (ধর্মপথ হইতে) ফিরিয়া গিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে, এবং (পার্থিব সম্পত্তি) সংগ্রহ করিয়াছে, পরে (তাহা) বদ্ধ রাখিয়াছে, উহা তাহাদিগকে ডাকিয়া লয়। ১৭+১৮ । নিশ্চয় মনুষ্য ধৈর্যহীন সৃষ্ট হইয়াছে। ১৯। যখন তাহার প্রতি অকল্যাণ উপস্থিত হয় তখন সে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। ২০। এবং যখন কল্যাণ তাহার প্রতি উপস্থিত হয় তখন (তাহার) নিবারক হইয়া থাকে। ২১। উপাসকগণ, সেই যাহার স্বীয় উপাসনাতে দৃঢ়ব্রত, এবং যাহাদের সম্পত্তির মধ্যে প্রার্থী ও দরিদ্রের নিমিত্ত স্বত্ব নির্ধারিত আছে, যাহারা বিচারের দিবসকে সত্য বলিয়া থাকে, এবং সেই যাহারা আপন প্রতিপালকের শাস্তি হইতে ভীত, তাহারা ব্যতীত। ২২+২৩+২৪+২৫+২৬। নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি অনিবার্য। ২৭। এবং সেই যাহারা আপন ভার্যাদিগের সম্বন্ধে কিংবা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগকে অধিকার করিয়াছে সেই (দাসীদিগের সম্বন্ধে) ব্যতীত আপন জননেন্দ্রিয়ের সংরক্ষক (তাহারা ব্যতীত,) অনন্তর নিশ্চয় তাহারা ভৎসনার যোগ্য নহে। ২৮+২৯+৩০। অনন্তর যাহারা এতদ্ভিন্ন অভিলাষ করে, পরে ইহারাই তাহারা যে সীমালঙ্ঘনকারী। ৩১। এবং সেই যাহারা স্বীয় গচ্ছিত (সামগ্রীর) ও স্বীয় অঙ্গীকারের সংরক্ষক। ৩২। এবং সেই যাহারা আপন সাক্ষ্যদানে প্রতিষ্ঠিত। ৩৩। এবং সেই যাহারা আপন উপাসনার প্রতি অবধান করে। ৩৪। ইহারাই স্বর্গোদ্যান সকলে সম্মানিত। ৩৫। (র, ৩ ; আ, ৩৫)

অনন্তর কেন (হে মোহম্মদ,) ধর্মদ্রোহিগণ, তোমার সম্মুখে দলে দলে দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে ধাবমান✝? ৩৬+৩৭। তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি কামনা করে যে,সম্পদের উদ্যানে সমানীত হইবে? ৩৮। না না, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে যাহা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তাহারা জানে‡ ৩৯। অনন্তর আমি পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিপালকের নামে শপথ করিতেছি যে, নিশ্চয় আমি তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোক (তাহাদের স্থানে) পরিবর্তিত করিতে সমর্থ, এবং আমি কাতর নহি। ৪০+৪১। অনন্তর যে পর্যন্ত না তাহারা যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে সেই আপন দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে পর্যন্ত তাহাদিগকে নিরর্থক কার্য ও

---

* অগ্নিজিহবা দুই শত কি এক শত বৎসরের পথ হইতে কাফেরদিগের মস্তক আকর্ষণ করিবে। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, নরকানলের শিখা কাফেরদিগের তদ্রূপ টানিবে। (ত, হো,)

✝ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর অংশবাদিগণ হজরতের চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল যে, যদি মোহম্মদের বন্ধুগণ পারলৌকিক উদ্যানের আশা করে, আমরাও তাহাদের পূর্বে আশা পোষণ করিতেছি। এতদুপলক্ষে এই আয়াত হয়। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তাহার শুক্রযোগে সৃষ্ট হইয়াছে, শুক্রের সঙ্গে পবিত্র আধ্যাত্মিক জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। কলঙ্ক ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত না হইলে ও দেবচরিত্র লাভ না করিলে কেহ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। (ত, হো,)

ক্রীড়ামোদ করিতে ছাড়িয়া দাও। ৪২। যে দিন তাহারা কবর হইতে বেগে নির্গত হইবে যেন তাহারা কোন স্থাপিত লক্ষ্যের দিকে দৌড়িতেছে (বোধ হইবে)। ৪৩। + সেই দিন তাহাদের চক্ষু অভিভূত হইবে, দুর্গতি তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইবে, এই সেই দিন যাহা তাহাদিগকে অঙ্গীকার করা হইয়াছে। ৪৪। (র, ২ ; আ, ৯)

সূরা নূহা*

একসপ্ততিতম অধ্যায়

২৮ আয়াত, ২ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি)

নিশ্চয় আমি নূহাকে তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম, (বলিয়াছিলাম) যে, তুমি আপন দলকে তাহাদের প্রতি দুঃখকরী শাস্তি উপস্থিত হইবার পূর্বে ভয় প্রদর্শন কর। ১। সে বলিয়াছিল, "হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিমিত্ত স্পষ্ট ভয়প্রদর্শক, এই যে তোমরা ঈশ্বরকে অর্চনা করিও ও তাঁহাকে ভয় করিও, এবং আমার অনুগত হইও। ২ + ৩ + । + তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ সকল ক্ষমা করিবেন, এবং এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদিগকে (শাস্তি ও মৃত্যু হইতে) অবকাশ দিবেন, নিশ্চয় ঈশ্বরের নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হয়, যদি তোমরা জ্ঞাত থাক তবে (জানিবে) নিবারিত রাখা হয় না" । ৪ । সে বলিয়াছিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি আপন দলকে অহর্নিশি আহ্বান করিতেছি, পরন্তু আমার আহ্বানে পলায়ন করা ভিন্ন তাহাদের সম্বন্ধে (কিছুই) বৃদ্ধি করে নাই। ৫ + ৬। এবং নিশ্চয় আমি যখন তাহাদিগকে আহ্বান করিলাম যেন তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহারা স্বীয় অঙ্গুলি স্বীয় কর্ণে স্থাপন করিল ও স্বীয় বস্ত্র (আপনাদের উপর) পরিবেষ্টন করিল, এবং (বিদ্রোহিতায়) স্থিরতর হইল ও অহঙ্কার করিল। ৭। তৎপর নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলাম। ৮। তদনন্তর আমি তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম, এবং তাহাদিগকে গোপনে বলিলাম। ৯। + অনন্তর বলিলাম, স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল হন। । ১০। + তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বারিবর্ষণকারী আকাশ (মেঘ) প্রেরণ করিবেন। ১১। ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য দান করিবেন, এবং তোমাদের নিমিত্ত বহু উদ্যান ও তোমাদের নিমিত্ত বহু জল-প্রণালী উৎপাদন করিবেন। ১২। কি হইয়াছে যে, তোমরা গৌরবান্বিত পরমেশ্বরের প্রতি ভরসা স্থাপন করিতেছ না ? ১৩। এবং বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে বিভিন্ন প্রকার সৃজন করিয়াছেন। ১৪। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, ঈশ্বর কেমন করিয়া স্তরে স্তরে সপ্ত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন ? ১৫। + এবং সেই সকলের মধ্যে চন্দ্রমাকে প্রদীপ্ত করিয়াছেন ও দিবাকরকে দীপস্বরূপ করিয়াছেন। ১৬। এবং পরমেশ্বর তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে এক প্রকার উৎপাদনে উৎপাদিত

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

করিয়াছেন*। ১৭।+তৎপর তোমাদিগকে তন্মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, এবং তোমাদিগকে এক প্রকার বহিষ্করণে বহিষ্কৃত করিবেন। ১৮। এবং পরমেশ্বর তোমাদের জন্য ধরাতলকে শয্যা করিয়াছেন যেন তোমরা তাহার প্রসারিত পথ সকলে চলিতে থাক। ১৯+২০। (র, ১; আ, ২০)

নূহা বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তাহারা আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে, এবং যাহাদের সম্পত্তি ও যাহাদের সন্তান-সন্ততি ক্ষতি ভিন্ন তাহাদের পক্ষে বৃদ্ধি করে নাই সেই সকল লোকের অনুসরণ করিয়াছে৳। ২১। এবং তাহারা মহা প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চনা করিয়াছে। ২২। এবং পরস্পর বলিয়াছে, তোমরা কখনও স্বীয় উপাস্যদেবদিগকে পরিত্যাগ করিও না, ওদ্দ ও সোওয়া ইয়গূস এবং ইয়উক ও নস্রকে ছাড়িও না‡। ২৩। এবং সত্যই তাহারা বহুলোককে বিপথগামী করিয়াছে এবং বিপথ গমনে ভিন্ন তুমি অত্যাচারীদিগকে (হে পরমেশ্বর,) বর্ধিত করিও না"। ২৪। তাহাদের আপন পাপের জন্য তাহাদিগকে জলে ডুবান হইল, পরে অনলে প্রবেশ করান হইল, অবশেষে আপনাদের জন্য তাহারা পরমেশ্বরকে ব্যতীত সাহায্যকারী পাইল না। ২৫। এবং নূহা বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, ধরাতলে ধর্মদ্রোহীদিগের কোন আলয় পরিত্যাগ করিও না$ ২৬। নিশ্চয় যদি তুমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তবে তোমার দাসদিগকে তাহারা তাহারা বিপথগামী করিবে, এবং দুরাচার কাফের ভিন্ন জন্ম দান করিবে না। ২৭। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যে ব্যক্তি আমার আলয়ে বিশ্বাসী হইয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে ও (সমুদায়) বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীদিগকে ক্ষমা কর, এবং অত্যাচারীকে সংহার ভিন্ন বর্ধিত করিও না। ২৮। (র, ২ ; আ, ৮)

* অর্থাৎ ঈশ্বর তোমাদের আদি পুরুষ আদমের দেহরূপ বৃক্ষকে মৃত্তিকা হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন। (ত, হো,)

৳ নূহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সাধারণ লোকেরা স্থিরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের দলপতিগণ তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা করিল। তাহাতে তাহারা পূর্বাপেক্ষা কুক্রিয়াশীল হইল, এবং তাহাদের হিংসা ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি পাইল। (ত, হো,)

‡ ওদ্দ তদানীন্তন কালের পুরুষাকৃতি প্রতিমা বিশেষ ; সোওয়া নারীর আকৃতি প্রতিমা, ইয়গূস এক প্রকার প্রতিমা যে শার্দূলবৎ তাহার আকার ; ইয়উক অশ্বাকৃতি প্রতিমা ; নস্র প্রতিমূর্তি বিশেষ, তাহার আকার গৃধ্রসদৃশ। নূহীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সকল প্রতিমা পূজা করিত। পুনশ্চ কথিত আছে, উক্ত পাঁচ নামে পূর্বকালে পাঁচ জন সাধুপুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া লোকে পূজা করিত। (ত, হো,)

$ "কোন গৃহ পরিত্যাগ করিও না", অর্থাৎ কাহাকেও জীবিত রাখিও না। (ত, হো,)

সূরা জেন্ন*

দ্বা-সপ্ততিতম অধ্যায়

২৮ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে দৈত্যদিগের একদল তাহা শ্রবণ করিয়াছে, পরে তাহারা বলিয়াছে যে, "নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য কোরআন শুনিয়াছি†। ১।+উহা সরল পথের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে, অনন্তর আমরা তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং স্বীয় প্রতিপালকের সঙ্গে আমরা কখনও কাহাকে অংশী করিব না। ২।+এবং এই যে আমাদের প্রতিপালকের মহোচ্চতর মহিমা, তিনি কোন ভার্যা ও কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। ৩।+এবং এই যে আমাদের নির্বোধ লোকেরা ঈশ্বর সম্বন্ধে অতিরিক্ত বলিতেছিল। ৪।+এবং এই যে আমরা মনে করিতেছিলাম যে, মনুষ্য ও দৈত্য ঈশ্বরের প্রতি কখনও অসত্য বলে না। ৫।+এবং এই যে মানব মণ্ডলীর কয়েক ব্যক্তি দানবকুলের কয়েক জনের আশ্রয় লইতেছিল, পরে তাহাদের সম্বন্ধে উহা অবাধ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে‡। ৬।+এবং এই যে তাহারা মনে করিয়াছে যেমন তোমরা মনে করিয়াছ যে, ঈশ্বর কখনও কাহাকে প্রেরণ করিবেন না। ৭। এবং এই যে আমরা আকাশকে ধরিলাম, পরে তাহাকে দৃঢ় প্রহরী ও দীপ্ত তারকাবলী দ্বারা পূর্ণ পাইলাম$। ৮। এবং এই যে আমরা (ঈশ্বরবাণী) শ্রবণের জন্য তাহার স্থানে স্থানে বসিতেছিলাম, পরে যে ব্যক্তি শ্রবণ করে এক্ষণ সে আপনার জন্য লক্ষীকৃত দীপ্ত তাহা (উল্কাপিণ্ড) প্রাপ্ত হয়। ৯।+এবং এই যে আমরা বুঝিতেছি না যাহারা

---

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† ইতিপূর্বে সূরা আহকাফে উক্ত হইয়াছে যে, এক দল দৈত্য হজরতের নিকটে আসিয়া কোরআন শ্রবণপূর্বক বিশ্বাসী হইয়াছিল। কেহ বলে, তাহারা নয় জন ছিল, কেহ বলে সাত জন ছিল। তাহারা দৈত্য পরিবারের মধ্যে প্রধান এবং শয়তানের সাধারণ সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিল। তাহারা বিশ্বাসী হইয়া স্বজাতির নিকটে যাইয়া নানা কথা বলিতেছিল। ঈশ্বর তাহার সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো,)

‡ যখন কোন পথিক ভয়ঙ্কর প্রান্তরে উপস্থিত হইত, তখন বলিত, "দুষ্ট লোকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই প্রান্তরের স্বামী দৈত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি"। পথিকদিগের বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা তাহারা নিরাপদ হয়। এইরূপ আশ্রয় প্রার্থনায় দৈত্যদিগের অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছিল। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ ঈশ্বর যে উচ্চ স্বর্গে স্বর্গীয় দূতের সঙ্গে কথা কহেন, দৈত্যগণ তদুপরি আরোহণ করিয়া শুনিতে না পায় এ জন্য কতিপয় দেবতা প্রহরীরূপে নিযুক্ত আছেন, এবং দৈত্যদিগকে তাড়াইবার জন্য উল্কাপিণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হয়। (ত, হো,)

পৃথিবীতে আছে অমঙ্গল তাহাদিগকে পাইতে ইচ্ছা করিয়াছে, না, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি শুভ ইচ্ছা করিয়াছেন* । ১০ ।+এবং আমাদের মধ্যে কতিপয় সাধু আছে ও আমাদের মধ্যে কতিপয় এতদ্ভিন্ন ; আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায় হই । ১১ ।+ এবং এই যে, আমরা বুঝিয়াছি যে পৃথিবীতে কখনও ঈশ্বরকে পরাভূত করিতে পারিব না, এবং পলায়ন দ্বারা তাঁহাকে কখনও পরাভূত করিব না । ১২ ।+এবং এই যে আমরা যখন উপদেশ শ্রবণ করিলাম তখন তৎপ্রতি বিশ্বাসী হইলাম, অনন্তর যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পরে সে কোন ক্ষতি ও কোন অত্যাচারকে ভয় করে না । ১৩ ।+এবং এই যে আমাদের মধ্যে কতক মোসলমান ও আমাদের মধ্যে কতক অত্যাচারী, অনন্তর যে সকল ব্যক্তি মোসলমান হইয়াছে, পরে ইহারাই সরল পথের চেষ্টা করিয়াছে । ১৪ । কিন্তু অত্যাচারিগণ, পরে তাহারা নরকের জন্য ইন্ধন হয় । ১৫ ।+এবং (বল, হে মোহম্মদ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে যে মনুষ্য) যদি পথে দণ্ডায়মান হয় তবে আমি তাহাকে প্রচুর জল পান করাইয়া থাকি† । ১৬ ।+তাহাতে আমি তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করি, এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হয়, তিনি তাহার প্রতি কঠিন শাস্তি আনয়ন করেন । ১৭ ।+এবং এই যে ঈশ্বরেরই জন্য মন্দির, পরে (তথায়) ঈশ্বরের সঙ্গে তোমরা (অন্য) কাহাকে আহ্বান করিও না । ১৮ ।+ এবং এই যে যখন ঈশ্বরের দাস (মোহম্মদ) তাঁহাকে আহ্বান করিতে দণ্ডায়মান হয় তখন (দৈত্যগণ) ভিড় করিয়া তাহার উপর পড়িতে উদ্যত হইয়া থাকে । ১৯ । (র, ১ ; আ, ১৯)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) আমি আপন প্রতিপালককে আহ্বান করিতেছি এতদ্ভিন্ন নহে, এবং তাঁহার সঙ্গে কাহাকেও অংশী করি না । ২০ । বল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ক্লেশ দিতে ও (তোমাদের) কল্যাণ সাধন করিতে ক্ষমতা রাখি না । ২১ । বল, নিশ্চয় আমাকে ঈশ্বরের (শাস্তি) হইতে কেহ কখনও আশ্রয় দান করিবে না, এবং আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন আশ্রয় কখনও প্রাপ্ত হইব না । ২২ ।+কিন্তু ঈশ্বর হইতে (সংবাদ) প্রচার ও তাঁহার সংবাদ আনয়ন ভিন্ন (আমার কার্য) নহে, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আবাধ্যতাচরণ করে নিশ্চয় তাহার জন্য নরকাগ্নি আছে, সে তথায় নিত্যনিবাসী হইবে । ২৩ । এ পর্যন্ত যে, তাহাদিগকে যাহা অঙ্গীকার করা যাইতেছে যখন তাহারা তাহা দেখিবে তখন অবশ্য জানিবে যে, সহায় অনুসারে কে সমধিক দুর্বল এবং গণনায় অল্পতর ? ২৪ । তুমি বল, তোমাদিগকে যে (শাস্তির) অঙ্গীকার করা যাইতেছে তাহা কি নিকটে, অথবা তজ্জন্য আমার প্রতিপালক কিছু সময় নির্ধারিত করিবেন আমি তাহা জানি না‡ । ২৫ । তিনি রহস্যবিৎ, অনন্তর তিনি স্বীয়

* অর্থাৎ দীপ্ততারা কি পৃথিবীর লোককে দগ্ধ করিবার জন্য সঞ্চালিত হয় ? না, ঈশ্বর এই উপায়ে আমাদিগকে তাড়াইয়া মঙ্গল বিধান করিতে চাহেন । (ত, হো,)

† অর্থাৎ লোকে যদি ধর্মপথে—সরল পথে স্থির থাকে, তবে তাহাকে পরমেশ্বর প্রচুর সম্পদ প্রদান করেন ও অভয় দান করেন । (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়াত শ্রবণ করিয়া কাফেরগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, এই শাস্তির অঙ্গীকার কখন পূর্ণ হইবে ? তাহাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো,)

রহস্য বিষয়ে প্রেরিত পুরুষদিগের যাহাকে মনোনীত করেন তাহাকে ব্যতীত (অন্য) কাহাকেও জ্ঞাপন করেন না, পরে নিশ্চয় তিনি সেই (প্রেরিত পুরুষের) সম্মুখভাগে ও তাহার পশ্চাদ্ভাগে রক্ষক প্রেরণ করেন। ২৬ + ২৭। + তাহাতে তিনি জানেন যে, সত্যই তাহারা আপন প্রতিপালকের সংবাদাবলী পঁহুছাইয়াছে, এবং যে কিছু তাহাদের নিকটে আছে তিনি তাহা ঘেরিয়া আছেন, এবং প্রত্যেক বস্তু গণনায় আয়ত্ত করিয়াছেন*। ২৮। (র, ২ ; আ, ৯)

সূরা মোজ্জম্মেলো†

ত্রি-সপ্ততিতম অধ্যায়

২০ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে কম্বলাবৃত পুরুষ,‡। ১। +অল্পক্ষণ ব্যতীত রাত্রিতে দণ্ডায়মান থাক। ২। +তাহার (রাত্রির) অর্ধভাগ বা তাহার অল্প ন্যূন অংশ (নমাজে দণ্ডায়মান থাক)। ৩। অথবা তাহার উপর অধিক কর, এবং ধীর পাঠে কোরআন পাঠ কর। ৪। নিশ্চয় আমি এক্ষণ তোমার প্রতি গুরুতর বাক্য অবতারণ করিব$। ৫। নিশ্চয় রজনীতে (নমাজের জন্য) সমুত্থান ইহা সুখভঙ্গবশতঃ

* অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রেরিত পুরুষকে রহস্য জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। পরে শয়তানের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে দেবতাগণকে প্রহরী নিযুক্ত করেন, এবং নিজে যে প্রেরিত এ বিষয়ে ভুল না হয়, ইহাই প্রহরী নিয়োগের অন্যতর কারণ। অপর লোকদিগের জ্ঞানে ভুল হইতে পারে, প্রেরিত পুরুষের জ্ঞান সন্দেহশূন্য। (ত, ফা,)

† এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

‡ প্রেরিতত্ব লাভের পূর্বে হজরত যখন নামাজ পড়িতেন, তখন এক কম্বল দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিতেন। তাহার সহধর্মিণী খদিজা দেবী বলিয়াছেন যে, উহা দীর্ঘে চতুর্দশ হস্ত এক উত্তরীয় বস্ত্রস্বরূপ ছিল, তাহার অর্ধাংশ আমার মস্তকোপরি থাকিত, অপরার্ধ দ্বারা আপনাকে আবৃত করিয়া তিনি নমাজ পড়িতেন। পরমেশ্বর সেই বস্ত্রাবৃত মহাপুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমি সহজ কথা সকল বলিয়াছি। এক্ষণ নিষেধবিধি, বৈধাবৈধ ও দণ্ড-পুরস্কারের আজ্ঞা প্রদান করিব। যাহা কাফেরদিগের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা ও প্রতিপালন করা কঠিন হইবে। "তোমার প্রতি গুরুতর বাক্য অবতারণ করিব," অর্থাৎ গুরুতর প্রত্যাদেশ অবতারণ করিব। প্রত্যাদেশ হজরত কর্তৃক ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইত। স্বাভাবিক ধ্বনি ও বচন বর্ণাবলীর ন্যায় অনুভূত হইত না। আয়শা বলিয়াছেন যে, ভয়ানক শীতের সময় দেখিয়াছি যখন হজরতের প্রতি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইত, তখন তাহার

এবং ঠিক বাক্য উচ্চারণ প্রযুক্ত গুরুতর*। ৬। নিশ্চয় দিবাভাগে তোমার কার্যাভিনিবেশ বাহুল্য। ৭। এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর ও (সংসার হইতে) বিচ্ছিন্নরূপে তাঁহার দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়। ৮। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, অতএব তাঁহাকে কার্যসম্পাদকরূপে গ্রহণ কর। ৯। এবং তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তৎপ্রতি ধৈর্য ধারণ কর, এবং তাহাদিগকে উত্তম বর্জনে বর্জন কর। ১০। এবং আমাকে ও ধনবান্ মিথ্যাবাদী (কোরেশদিগকে) ছাড়, এবং তাহাদিগকে অল্প অবকাশ দাও†। ১১। নিশ্চয় আমার নিকটে বন্ধন সকল ও নরক আছে। ১২। + এবং কণ্ঠাবরোধক খাদ্য ও দুঃখজনক শাস্তি আছে। ১৩। সেই দিবস পৃথিবী ও গিরিশ্রেণী কম্পিত হইবে, এবং পর্বত সকল বিক্ষিপ্ত মৃত্তিকাস্তূপ হইয়া যাইবে। ১৪। নিশ্চয় আমি (হে মক্কাবাসিগণ,) যেমন ফেরওনের প্রতি প্রেরিতপুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ তোমাদের প্রতিও প্রেরিতপুরুষ তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যদাতা প্রেরণ করিয়াছি। ১৫। অনন্তর ফেরওন সেই প্রেরিত পুরুষকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল, পরে আমি তাহাকে কঠিন আক্রমণে আক্রমণ করিয়াছিলাম। ১৬। অবশেষে যদি তোমরা কাফের হইয়া থাক, তবে যে দিবস বালকদিগকে বৃদ্ধ করিবে, আকাশ যাহাতে বিদীর্ণ হইবে, কেমন করিয়া সেই দিবস তোমরা রক্ষা পাইবে? তাঁহার অঙ্গীকার কার্যে পরিণত হয়‡। ১৭ + ১৮। নিশ্চয় ইহাই উপদেশ, অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করিবে। ১৯। (র, ১ ; আ, ১৯)

নিশ্চয় (হে মোহম্মদ,) তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত হইতেছেন যে, তুমি ও তোমার এক দল সহচর রজনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ও তাহার অর্ধাংশ এবং তাহার এক-তৃতীয়াংশ (নমাজে) দণ্ডায়মান থাক, এবং ঈশ্বর দিবা-রাত্রি পরিমাণ করিয়া থাকেন, তিনি জানিয়াছেন যে, তোমরা কখনও তাহা ধারণ করিতে পার না, অতএব (অনুগ্রহপূর্বক) তিনি তোমাদের প্রতি ফিরিলেন, অনন্তর কোরআনের যাহা সহজ তাহা হইতে তোমরা পাঠ কর, তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন যে, অচিরে তোমাদের কেহ কেহ পীড়িত হইবে, অপর লোক ঈশ্বরের অনুগ্রহে (উপজীবিকা) অনুসন্ধান করতঃ

ললাটদেশ হইতে ঘর্মবিন্দু নির্গত হইত। তদ্রূপ প্রত্যাদেশ অবতরণের সময় যদি হজরত উষ্ট্রের উপর আরূঢ় থাকিতেন তবে উষ্ট্রের পদ বক্র হইয়া যাইত। তদবস্থায় উরুদেশে মস্তক অবনত করিয়া তিনি শয়ন করিতেন, তাহার উরু ভগ্ন হইবার আশঙ্কা হইত। (ত, হো,)

* রাত্রিতে নিদ্রা ও বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া উপসনা করা জীবনের পক্ষে কঠিন, এবং সেই সময় অন্য কোন গোলযোগ থাকে না, কোরআনের বচনসকল উচ্চারণে মনঃসংযোগ হয়, তজ্জন্য সেই নমাজের ফল অধিক, সুতরাং সেই উপাসনা গুরুতর।

† এই আয়াত অবতরণের কিয়ৎকাল পরেই বদরের যুদ্ধ সংঘটন ও কোরেশ দলপতিগণ নিধন হইয়াছিল। "আমাকে ও ধনবান্ কোরেশদিগকে ছাড়," অর্থাৎ কোরেশ প্রধান পুরুষদিগের কার্য আমার হস্তে অর্পণ কর। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ চিন্তা ও ভয়ে সেই দিবস বালকগণের কেশ শুভ্র হইয়া যাইবে, তাহাদের জীবনে বৃদ্ধত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে ও সেই দিবস আকাশ বিদীর্ণ হইবে। (ত, হো,)

পৃথিবীতে পর্যটন করিবে, এবং অন্য লোক ঈশ্বরের পথে সংগ্রাম করিতে থাকিবে, অতএব তাহার যাহা সহজ তাহা পাঠ কর, এবং নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং জকাত দান কর ও ঈশ্বরকে উৎকৃষ্ট ঋণে ঋণ দান কর, এবং তোমরা আপনাদের জীবনের জন্য যে কিছু কল্যাণ পূর্বে প্রেরণ করিবে তাহা ঈশ্বরের নিকটে প্রাপ্ত হইবে, তিনি কল্যাণ বিধানে ও পুরস্কার দানে শ্রেষ্ঠ ; এবং তোমরা ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় পরমেশ্বর ক্ষমাশীল দয়ালু। ২০। (র, ২; আ, ১)

সূরা মোদ্দসসের*

চতুঃ সপ্ততিতম অধ্যায়

৫৬ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

হে বস্ত্রাবৃত পুরুষ,† । ১ । + দণ্ডায়মান হও, পরে ভয় প্রদর্শন কর। ২ । + এবং আপন প্রতিপালককে পরে গৌরবান্বিত কর। ৩ । + এবং স্বীয় বস্ত্র-পুঞ্জকে পরে শুদ্ধ কর‡। ৪ । + এবং অশুদ্ধতাকে পরে দূর কর। ৫ । + এবং অধিক অভিলাষ করতঃ উপকার করিবে না। ৬ । + এবং স্বীয় প্রতিপালকের (আজ্ঞার) জন্য পরে ধৈর্য ধারণ কর। ৭ । অনন্তর যখন সূর বাদ্যে ফুৎকার করা হইবে, তখন এই সেই দিন যে কঠিন দিন, ধর্মদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে সহজ নয়। ৮ + ৯ + ১০ । আমাকে এবং যাহাকে আমি অসামান্য-রূপে সৃজন করিয়াছি ও যাহাকে প্রভূত ধন ও সমুপস্থিত বহু সন্তান প্রদান করিয়াছি, এবং যাহার জন্য (সম্পদ্ আধিপত্যের) শয্যা প্রসারণ করিয়াছি,

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† হজরত বলিয়াছেন, "এক সময়ে আমি পথ দিয়া চলিতেছিলাম, অকস্মাৎ আকাশ হইতে এক ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, উপরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম যে, যিনি হেরা-গহ্বরে আমাকে দেখা দিয়েছিলেন সেই দিব্যপুরুষ শূন্যমার্গে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দেখিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, বস্ত্র দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত কর। আমি এ বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, এমন সময়ে এইরূপ প্রত্যাদেশ হইল। এ স্থানে বস্ত্রাবৃত, প্রেরিতত্ব বসনে আবৃত এই অর্থও হয়। (ত, হো.)

‡ বস্ত্রপুঞ্জ শুদ্ধ করার অর্থ, বস্ত্রকে মালিন্যমুক্ত করা অথবা আরবের প্রধান পুরুষদিগের দীর্ঘ পরিচ্ছদের বিপরীত খর্ব পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, ইহাই তাহাদের আচরণ পরিত্যাগের প্রথম চিহ্ন। ধার্মিক লোকেরা পাঁচটি আধ্যাত্মিক পরিচ্ছদ ধারণ করেন, প্রেমের পরিচ্ছদ, তত্ত্বজ্ঞানের পরিচ্ছদ, একত্ববাদের পরিচ্ছদ, বিশ্বাসের পরিচ্ছদ, এসলাম ধর্মের পরিচ্ছদ। এই সকল পরিচ্ছেদকে নির্মল রাখার সম্বন্ধেও এই উক্তি হইতে পারে। (ত, হো,)

তাহাকে ছাড়িয়া দাও*। ১১ + ১২ + ১৩ + ১৪। তৎপর সে অভিলাষ করিতেছে যে, আমি অধিক দান করিব। ১৫। না না, নিশ্চয় সে আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে শত্রু হয়। ১৬। অচিরে আমি তাহাকে উপরে উঠাইব†। ১৭। নিশ্চয় সে ভাবিয়াছিল ও ঠিক করিয়াছিল। ১৮। + অনন্তর বিনষ্ট হউক, সে কেমন ঠিক করিয়াছে‡। ১৯। + তৎপর বিনষ্ট হউক, সে কেমন ঠিক করিয়াছে। ২০। + তাহার পর দৃষ্টি করিল। ২১। + তৎপর (কোরআনের বিষয়ে) মুখ বিরস করিল ও ললাট কুঞ্চিত করিল। ২২। + তাহার পর পিঠ ফিরাইল ও গর্ব করিল। ২৩। + পরে বলিল, "ইহা (ঐন্দ্রজালিক হইতে) অনুকৃত ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে। ২৪। + ইহা মানবীয় বচনাবলী ভিন্ন নহে"। ২৫। অচিরে আমি তাহাকে নরকে লইয়া যাইব। ২৬। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে (হে মোহম্মদ,) নরক কি হয়?, তাহা (কাহাকেও) অবশিষ্ট রাখে না ও ছাড়ে না। ২৭। মনুষ্যের প্রদাহক। ২৮। তৎপ্রতি ঊনবিংশ (অধ্যক্ষ)$। ২৯। এবং আমি দেবতাদিগকে ব্যতীত

---

* অলিদ মগয়রা হজরত হইতে সুরাবিশেষ শ্রবণ করিয়া স্বজনবর্গের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, "এক্ষণ মোহম্মদ হইতে যে বাণী শ্রবণ করিলাম, উহা মনুষ্য ও দৈত্যের বাক্য নহে। সেই কথার এমন একটি মাধুর্য ও লালিত্য এবং তেজ ও সৌন্দর্য আছে যে, অন্য কোন বাক্যের তাহা নাই, এই বচনই প্রবল হইবে, পরাস্ত হইবে না ও অবনতি স্বীকার করিবে না"। কোরেশগণ এতৎ শ্রবণে মনে করিল যে, অলিদ এস্লাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। অবশেষে আবুজহল তাহাকে নানা কথায় ভুলাইয়া আপনাদের অজ্ঞানতার পোষকতায় প্রবর্তিত করে। তাহাতে সে কোরআনকে কুহক বলে। হজরত এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হন। ঈশ্বর এতদুপলক্ষ্যেই এই সকল আয়াত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

† এক অত্যুচ্চ অগ্নিময় পর্বত আছে, পাপীদিগকে উক্ত পর্বতের চূড়ায় চড়াইয়া নিম্নে নিক্ষেপ করা হইবে। অথবা নরকে এক উচ্চ ভূমি আছে, তাহার উপর কেহ উঠিতে পারে না, অলিদকে অগ্নিময় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, পশ্চাদ্ভাগে যমদূতগণ অগ্নিময় মুদ্গরের প্রহার করিবে। অলিদের জন্য এই মহাশাস্তি নির্ধারিত। (ত, হো,)

‡ অলিদ কোরআনের প্রশংসা করিলে কোরেশগণ তাহাকে তিরস্কার করে। সে বলে, "মোহম্মদকে তোমরা ক্ষিপ্ত বলিয়া থাক, অথচ তোমরা নিশ্চয় জান তাহার পূর্ণ জ্ঞান আছে, সে দৈত্যাশ্রিত নহে। মনে করিতেছ যে, সে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা, কিন্তু সে জ্যোতির্বিদ্ ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় কথা বলে না। এবং মিথ্যাবাদী বলিয়া থাক, কিন্তু সে কখনও অসত্যবাদিতাদোষে দোষী হয় নাই। তোমরা তাহাকে কবি বলিয়া অনুমান কর, কিন্তু তাহার কথা কাব্য নহে"। ইহা শুনিয়া সকলে বলিল, "তুমিই ভাবিয়া দেখ যে, তাহাকে কি বলা যাইবে"। অলিদ মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল, "সে ঐন্দ্রজালিক"। তাহাতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

$ ইহুদিগণ নরকের অধ্যক্ষের সংখ্যা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাতে হজরত একবার দুই হস্তের সমুদায় অঙ্গুলি আর একবার নয়টি অঙ্গুলি প্রদর্শন করেন। এই ইঙ্গিতে ১৯ সংখ্যা হয়। তাহাতে ইহুদিগণ বলে, ইহা সত্য, আমাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতেও এরূপ লিখিত আছে।

নরকের স্বামী করি নাই, কাফেরদিগের পরীক্ষার জন্য ভিন্ন তাহাদের সংখ্যা (অল্প) করি নাই, তাহাতে গ্রন্থাধিকারিগণ প্রত্যয় করিবে, বিশ্বাসে বিশ্বাসিগণ বর্ধিত হইবে, এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে তাহারা ও বিশ্বাসিগণ সন্দেহ করিবে না, এবং তাহাতে যাহাদের অন্তঃকরণে রোগ আছে তাহারা ও কাফেরগণ বলিবে, "পরমেশ্বর এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কি ইচ্ছা করিয়াছেন"? এইরূপ ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ-ভ্রান্ত করিয়া থাকেন ও যাহাকে ইচ্ছা করেন পথ দেখাইয়া থাকেন,* এবং তোমার প্রতিপালকের সৈন্যকে (সাহায্যের জন্য প্রেরিত দেবসৈনাকে) তিনি ভিন্ন জানেন না, এবং ইহা লোকের জন্য উপদেশ ভিন্ন নহে। ৩০। (র, ১; আ, ৩০)

না না, চন্দ্রের শপথ। ৩১। এবং রজনীর শপথ যখন পিঠ ফিরায়। ৩২। এবং ঊষা কালের শপথ যখন প্রকাশ পায়। ৩৩। নিশ্চয় উহা (নরক) এক মহা-সামগ্রী। ৩৪। মনুষ্যের জন্য ভয়প্রদর্শক। ৩৫। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রসর হয় বা পশ্চাদ্‌গমন করে তাহার জন্য ভয়প্রদর্শক। ৩৬। দক্ষিণ দিকের লোক ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করিয়াছে তজ্জন্য (নরকে) বন্ধক থাকে। ৩৭+৩৮। তাহারা স্বর্গোদ্যান সকলে থাকিবে, অপরাধীদিগের সম্বন্ধে (অধ্যক্ষগণ) প্রশ্ন করিবে। ৩৯+৪০। "কিসে তোমাদিগকে নরকে আনয়ন করিল"? ৪১। তাহারা বলিবে, "আমরা উপাসকদিগের অন্তর্গত ছিলাম না। ৪২। এবং দরিদ্র-দিগকে ভোজ্য দান করিতাম না। ৪৩। এবং তার্কিকদিগের সঙ্গে তর্ক করিতাম। ৪৪। এবং যে পর্যন্ত না মৃত্যু আমাদের নিকটে উপস্থিত হইল সে পর্যন্ত বিচারের দিনকে মিথ্যা বলিতেছিলাম"। ৪৫+৪৬। অনন্তর শফাআৎকারীদিগের শফাআত তাহাদিগকে ফল বিধান করিবে না। ৪৭। পরে তাহাদের কি ছিল যে তাহারা উপদেশের অগ্রাহ্যকারী হইল? ৪৮। তাহারা যেন পলায়ক গর্দভ যে ব্যাঘ্র হইতে পলায়ন করিয়াছে। ৪৯+৫০। বরং তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছা করিতেছে যে, (তাহাদিগকে) প্রমুক্ত পুস্তক প্রদত্ত হয়†। ৫১+৫২। কখনই নয়, (দেওয়া হইবে না,) বরং তাহারা পরলোককে ভয় করিতেছে না। ৫৩। (কোরআন সম্বন্ধে বলে,) "নিশ্চয় ইহা কখনই উপদেশ নয়। ৫৪। অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা আবৃত্তি করুক"। ৫৫। এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করেন ব্যতীত তাহারা আবৃত্তি করে না, তিনি ক্ষমাশীল ও ভয়ার্হ। ৫৬। (র, ২; আ, ২৬)

---

* এই আয়াত শ্রবণ করিয়া আবুজহল কোরেশবন্ধুদিগকে ডাকিয়া বলিল, "শুন, ঊনিশ জনের অধিক লোক মোহম্মদের সহায় ও বন্ধু নাই, এবং নরকে প্রহরী নাই, তোমাদের এক জন কি তাহাদের দশ জনকে দূর করিতে পারিবে না"? তাহাতে আবুঅল্ আসদ বলিল যে, "আমি সতের জনকে পরাস্ত করিব, অবশিষ্ট দুই জনের জন্য তোমরা আছ"। (ত, হো,)

† অংশিবাদিগণ বলিত, হে মোহম্মদ, আমাদের জন্য এমন পুস্তক স্বর্গ হইতে আনয়ন কর, যাহাতে লিখা থাকিবে, "ঈশ্বর হইতে অমুকের জন্য ইহা আগত, সে যেন ইহার অনুসরণ করে"।

সূরা কেয়ামত*

পঞ্চ-সপ্ততিতম অধ্যায়

৪০ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় আমি কেয়ামতের দিন সম্বন্ধে শপথ করিতেছি। ১। + এবং নিশ্চয় (পাপের জন্য) ভর্ৎসনাকারী প্রাণ সম্বন্ধে আমি শপথ করিতেছি। ২। মনুষ্য কি মনে করিতেছে যে, আমি কখনও তাহার অস্থি সংগ্রহ করিব না ? ৩। বরং আমি তাহার অঙ্গুলীর শিরোভাগ ঠিক করিতে সক্ষম। ৪। বরং মনুষ্য ইচ্ছা করে যে, আপন সম্মুখস্থিত (কেয়ামতের) সম্বন্ধে অপরাধ করে। ৫। প্রশ্ন করে যে, "কখন কেয়ামতের দিন হইবে" ? ৬। অনন্তর যখন দৃষ্টি নিস্তেজ হইবে। ৭। +এবং চন্দ্রমা তমাসাবৃত হইবে। ৮। + রবি শশী সম্মিলিত হইয়া পড়িবে। ৯। + সেই দিন মনুষ্য বলিবে, "পলায়নের স্থান কোথায়" ? ১০। না না, কোন আশ্রয় নাই। ১১। তোমার প্রতিপালকের নিকটে (হে মোহম্মদ,) সেই দিন বিশ্রাম স্থান। ১২। সেই দিন মনুষ্যকে সে যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাতে রাখিয়াছে তাহা জ্ঞাপন করা হইবে†। ১৩। বরং মনুষ্য আপন জীবন সম্বন্ধে প্রমাণ। ১৪। এবং সে যদিচ স্বীয় আপত্তি সকল উপস্থিত করে, (তথাপি তাহা যে মিথ্যা আপত্তি বুঝিতে পারিবে)। ১৫। তৎসঙ্গে (কোরআনের সঙ্গে) আপন জিহ্বাকে (তুমি হে মোহম্মদ,) তাহা শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পরিচালিত করিও না‡। ১৬। নিশ্চয় আমার প্রতি তাহা (তোমার হৃদয়ে) সংগ্রহ করার ও পাঠের (ভার)। ১৭। অনন্তর যখন তাহা (স্বর্গীয় দূত) পাঠ করে, তখন তুমি (অন্তরে) তাহার পাঠের অনুসরণ করিও। ১৮। তৎপর নিশ্চয় আমার প্রতি তাহার ব্যাখ্যার (ভার)। ১৯। না না, বরং (হে কাফেরগণ,) তোমরা আশুকে (সংসারকে) ভালবাস। ২০। + এবং চরমকে (পরলোককে) পরিত্যাগ কর। ২১। সেই দিন কতক মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। ২২। + আপন প্রতিপালকের

* এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

† "যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে," অর্থাৎ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে সকল কার্য করিয়াছে। "যাহা পশ্চাতে রাখিয়াছে," যে ধন-সম্পত্তি পৃথিবীতে ফেলিয়া রাখিয়াছে, ইহা তাহারা বিদিত হইবে, এবং তজ্জন্য আক্ষেপ করিবে। অতএব অনুতাপাগ্নে পাপ সংহার করা আবশ্যক। দান-বিতরণ দ্বারা ধন-সম্পত্তি অগ্রে প্রেরণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তাহা স্থায়ী হইবে।। (ত, হো,)

‡ যখন জেব্রিল কোরআন অধ্যায়ন করিতেন, তাঁহার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হজরতও পড়িতেন। কোন কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া পড়িতে অক্ষম হইলে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।। তাহাতে পরমেশ্বর বলেন যে, সেই সময় পড়িবার প্রয়োজন নাই, শ্রবণ করা ও মনে ধারণ করা আবশ্যক। (ত, ফা,)

দিকে অবলোকনকারী হইবে। ২৩। এবং সেই দিন কতক মুখ আকুঞ্চিত ললাট হইয়া পড়িবে। ২৪। +তুমি মনে করিতেছ যে, তাহাদের প্রতি কোন বিপদ্ আনয়ন করা হইবে। ২৫। না না, যখন (সংসারের বিচ্ছেদে কাতর) প্রাণ কণ্ঠে পঁহুছিবে। ২৬। +এবং বলা হইবে "মন্ত্রবিৎ কে আছে"*? ২৭। +এবং (মুমূর্ষু) মনে করিবে যে, এই বিচ্ছেদ হয়। ২৮। +এবং চরণ চরণের সঙ্গে জড়াইয়া যাইবে। ২৯। +সেই দিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রস্থান। ৩০। (র, ১; আ, ৩০,)

পরে সে (কোরআন) প্রত্যয় করিল না ও উপাসনা করিল না†। ৩১। +কিন্তু অসত্যারোপ করিল, এবং ফিরিয়া গেল। ৩২। +তৎপর বিলাসগতিতে আপন পরিজনের নিকটে গেল। ৩৩। তোমার প্রতি আক্ষেপ, অবশেষে আক্ষেপ। ৩৪। +তৎপর তোমার প্রতি আক্ষেপ, অবশেষে আক্ষেপ‡। ৩৫। মনুষ্য কি মনে করে যে, নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। ৩৬। সে কি এক বিন্দু শুক্র নয়, যাহা গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে? ৩৭। তৎপর ঘনীভূত রক্ত হইয়াছে, পরে তিনি (হস্ত-পদাদি) সৃষ্টি করিয়াছেন, অবশেষে সুগঠিত করিয়াছেন। ৩৮ +পরে তাহা হইতে দ্বিবিধ নরনারী সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩৯। ইনি মৃতকে সঞ্জীবিত করার বিষয়ে কি সুক্ষম নহেন? ৪০। (র, ২; আ, ১০,)

সূরা দহর$

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়

৩১ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কালের মধ্যে কি এমন কোন এক সময় মনুষ্যের প্রতি উপস্থিত হইয়াছিল যে, কোন বস্তু উল্লিখিত হয় নাই§? ১। নিশ্চয় আমি মনুষ্যকে মিশ্রিত

* অর্থাৎ সেই ব্যক্তি উপস্থিত স্বর্গীয় দূতকে বলিবে যে, মন্ত্রাদি প্রয়োগে আরোগ্য দান করিতে পারে এমন কোন লোক কে আছে? মৃত্যুকালে সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও পরলোকে প্রবেশের ক্লেশ, অবিশ্বাসীর পক্ষে ঘটিবে। (ত, হো,)

† এ ব্যক্তি আবুজহল। (ত, হো,)

‡ এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর হজরত দেখিলেন যে, আবুজহল আনন্দে চলিয়া যাইতেছে, তিনি তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ "তোমার প্রতি আক্ষেপ" এরূপ বলিলেন। (ত, হো.)

$ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

§ এ স্থলে জিজ্ঞাসাসূচক শব্দ নিশ্চয়ার্থক। অর্থাৎ নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এক কাল উপস্থিত হইয়াছিল যে, সেই সময়ে কোন বস্তু উল্লিখিত হয় নাই। চল্লিশ বৎসর মক্কা ও তায়েফের মধ্যে লোকে শুক্র ও জলানিল মৃদণ্ডে এই

(স্ত্রী-পুরুষের) শুক্রযোগে সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহাকে পরীক্ষা করি, পরে তাহাকে শ্রোতা ও দ্রষ্টা করিয়াছি। ২। নিশ্চয় আমি তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছি, সে হয় কৃতজ্ঞ অথবা কৃতঘ্ন হইতেছে। ৩। নিশ্চয় আমি ধর্মদ্রোহীদিগের জন্য গলবন্ধন ও শৃঙ্খলপুঞ্জ এবং প্রজ্বলিত বহ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ৪। নিশ্চয় সাধুলোকেরা (পরলোকে) সেই পানপাত্র হইতে পান করিবে, যাহা কর্পূর প্রস্রবণের মিশ্রণ হয়, ঈশ্বরের ভৃত্যগণ তাহা হইতে পান করিবে, তাহারা (সেই প্রস্রবণকে) সঞ্চালনে (ইতস্ততঃ) সঞ্চালিত করিবে। ৫+৬। তাহারা সঙ্কল্প পূর্ণ করে ও যাহার অকল্যাণ পরিব্যাপক হয় সেই দিবসকে ভয় করিয়া থাকে*। ৭। এবং তাহারা দরিদ্রকে ও অনাথকে এবং বন্দীকে ভোজ্য উহার স্বীয় প্রয়োজন সত্ত্বে ভোজন করাইয়া থাকে। ৮। (বলে,) "ঈশ্বরের আনন উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার করাইতেছি এতদ্ভিন্ন নহে, তোমাদিগ হইতে কোন বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা ইচ্ছা করি না। ৯। নিশ্চয় আমরা সেই দুরূহ বিরস দিনে স্বীয় প্রতিপালক হইতে ভীত আছি"। ১০। অনন্তর পরমেশ্বর এই দিনের কাঠিন্য হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন ও তাহাদের প্রতি আনন্দ ও স্ফূর্তি সংযোজিত করিলেন। ১১। এবং তাহারা যে ধৈর্য ধারণ করিয়াছে তজ্জন্য স্বর্গোদ্যান ও কৌষেয় বস্ত্র তাহাদের বিনিময় হইবে। ১২। তথায় তাহারা সিংহাসন সকলের উপর উপাধানে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া থাকিবে, তথায় আতপ ও কঠিন শীত দেখিবে না। ১৩। (সেই উপবনের) ছায়া তাহাদের সম্বন্ধে সন্নিহিত ও তাহার ফলপুঞ্জ বাধ্যতায় বাধ্য থাকিবে। ১৪। এবং তাহাদের প্রতি রৌপ্যময় তৈজসপাত্র ও যে সকল সোরাহী কাচবৎ হয়, পরিবেশিত হইবে। ১৫। রজতের কাচ, (পানপাত্র দাতৃগণ) তাহা পরিমাণে পরিমিত করিয়াছে। ১৬। এবং তথায় পানপাত্র পান করান

চতুর্ভূত, যাহা দ্বারা দেহ সংগঠিত হয় বুঝিতে না, এবং জানিত না যে, তাহার নাম কি ও তদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কৌশলে কি উপকার হইয়া থাকে। (ত. হো,)

* একদা হজরত আপন প্রিয় জামাতা আলীর গৃহে উপস্থিত হইয়া দৌহিত্র হাসন ও হোসয়নকে পীড়িত দেখেন। তিনি প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমাকে বলিলেন যে, "তোমরা কোন সঙ্কল্প কর, তাহাতে তোমার পুত্রদ্বয় আরোগ্য লাভ করিবে"। তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন যে, তিন দিবস রোজা পালন করিবেন। ঈশ্বর কৃপায় হাসন ও হোসয়ন রোগমুক্ত হইলেন। তাঁহারা রোজা পালন করিলেন, প্রথম দিবস যখন আলী ও ফাতেমা ব্রতান্তে নিশামুখে কয়েক খানা রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন এক দরিদ্র আসিয়া খাদ্য প্রার্থী হয়। রুটিকা অধিক ছিল না, আলী নিজের অংশ সেই দুঃখীকে দান করিলেন, ফাতেমা প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ অংশ তাহাকে দিলেন। তাঁহারা শুদ্ধ জল পান করিয়া সেই রাত্রি যাপন করিলেন। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে যখন তাঁহারা ব্রতান্ত পারণা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন এক অনাথ আসিয়া খাদ্য প্রার্থনা করে। তাঁহারা সমুদায় অন্ন তাহাকে প্রদান করেন। তৃতীয় রজনীতে পারণার সময় এক বন্দী আসিয়া ভোজ্য প্রার্থনা করে, তাহাকে তাঁহারা সেই দিনের আহার্য প্রদান করেন। এতদুপলক্ষ্যে ঈশ্বর আয়াত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

হইবে তন্মধ্যে সলসাবিল নামাভিহিত শুণ্ঠির প্রস্রবণের মিশ্রণ হয়*। ১৭+১৮। এবং তাহাদের নিকটে বালক (ভৃত্য) গণ সর্বদা ঘুরিয়া বেড়াইবে, এবং যখন তোমরা তাহাদিগকে দেখিবে তখন তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত মুক্তাফল মনে করিবে। ১৯। যখন তুমি দৃষ্টি করিবে তৎপর ঐশ্বর্য ও মহারাজত্ব দর্শন করিতে পাইবে। ২০। তাহাদের উপর হরিদ্বর্ণ সোন্দোস আস্তবুরক বসনাবলী ও তাহারা রজতকঙ্কণে অলংকৃত হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে নির্মল সুরা পান করাইবেন†। ২১। (বলা হইবে,) "নিশ্চয় এই তোমাদের জন্য বিনিময় হইল, তোমাদের যত্ন আদৃত হইল"। ২২। (র, ১ ; আ, ২২)

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি (হে মোহম্মদ,) কোরআন ক্রমশঃ অবতারণে অবতারণ করিয়াছি। ২৩। অনন্তর স্বীয় প্রতিপালকের আজ্ঞার নিমিত্ত ধৈর্য ধারণ কর, এবং তাহাদিগের অন্তর্গত পাপী বা ধর্মবিদ্রোহী লোকদিগের অনুগত হইও না। ২৪। এবং প্রাতঃসন্ধ্যা আপন প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর। ২৫। এবং পরে রজনীর কিয়দংশ তাঁহাকে নমস্কার কর ও দীর্ঘ রজনী তাঁহাকে স্তব কর। ২৬। নিশ্চয় ইহারা সংসারকে প্রেম করে, এবং আপন পশ্চাদ্ভাগে গুরুতর দিবসকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ২৭। আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি ও তাহাদের দেহ গ্রন্থিকে দৃঢ় করিয়াছি, এবং যখন আমি ইচ্ছা করিব তখন তাহাদের সদৃশ (এক দল তাহাদের স্থলে) পরিবর্তনে পরিবর্তিত করিব ; ২৮। নিশ্চয় ইহা (কোরআন) উপদেশ হয়, অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক। ২৯। এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা ইচ্ছা করিতেছ না, নিশ্চয় ঈশ্বর জ্ঞানময় কৌশলময়। ৩০। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় অনুগ্রহের মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকেন, এবং অত্যাচারিগণের জন্য ক্লেশকরী শাস্তি প্রস্তুত আছে। র, ২ : আ, ৯,)

সূরা মোর্‌সলাত‡

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

৫০ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

মৃদুসঞ্চারিত (বায়ুর) শপথ। ১। + অনন্তর বেগে বেগবান্ (বায়ুর শপথ) । ২। + এবং (জলদজাল) বিকিরণে বিকিরণকারী (বায়ুর শপথ)। ৩। +

---

* শুণ্ঠি অর্থাৎ শুষ্ক আদ্রকের যোগে সুরা সুরস ও অধিক আনন্দজনক হইয়া থাকে। (ত, হো,)

† তহুর শব্দের অর্থ নির্মল গ্রহণ করা গিয়াছে। তহুর নামে স্বর্গীয় প্রস্রবণবিশেষও আছে, তাহার জলপানে ঈর্ষাদ্বেষ হইতে অন্তর নির্মুক্ত হয়, অথবা পানকারীর অন্তর হইতে ঈশ্বরবিরাগ ও বিষয়াসক্তির মলিনতা চলিয়া যায়। (ত, হো,)

‡ এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

অবশেষে বিয়োজনে বিয়োজক (বায়ুর শপথ)* । ৪ । অনন্তর কারণ প্রদর্শন অথবা ভয়-প্রদর্শনের জন্য উপদেশ অবতারণকারী (দেবগণের শপথ)। ৫ + ৬। + নিশ্চয় তোমরা যাহা অঙ্গীকৃত হইতেছ তাহা অবশ্য সংঘটনীয়। ৭। অনন্তর যখন তারকাপুঞ্জ নির্বাপিত হইবে। ৮। + এবং যখন গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইবে। ৯। + এবং যখন শৈলশ্রেণী উৎখাত হইবে। ১০। এবং যখন প্রেরিত পুরুষগণ (যথা সময়ে) সমবেত হইবে। ১১। (জিজ্ঞাসা করা যাইবে,) "কোন্ দিবসের জন্য (নক্ষত্রাদিকে) নিবৃত্ত রাখা হইয়াছে"? ১২। (তাহারা বলিবে,) "বিচার-নিষ্পত্তির দিনের জন্য"। ১৩। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে বিচার-নিষ্পত্তির দিন কি? ১৪। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ১৫। আমি কি পূর্বতন লোকদিগকে বিনাশ করি নাই? ১৬। তৎপর পরবর্তী লোকদিগকেও তাহাদের অনুগামী করিব। ১৭। আমি অপরাধীদিগের সঙ্গে এইরূপ করিয়া থাকি। ১৮। সেই দিবস অসত্যারোপকারী-দিগের জন্য আক্ষেপ। ১৯। আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট বারি (শুক্র) দ্বারা সৃজন করি নাই? ২০। অনন্তর তাহা এক দৃঢ় স্থানে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ (সময়) পর্যন্ত রাখিয়াছি। ২১ + ২২। অনন্তর পরিমাপ করিয়াছি, অবশেষে আমি উত্তম পরিমাণকারক। ২৩। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ২৪। আমি কি জীবিত ও মৃত ব্যক্তিগণের সংগ্রহকারী ধরাতলকে করি নাই† ? ২৫ + ২৬। + এবং তন্মধ্যে সমুন্নত গিরিশ্রেণী স্থাপন করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে সুরস বারি পান করাইয়াছি। ২৭। সেই দিবস অসত্যারোপকারী লোকদিগের জন্য আক্ষেপ। ২৮। (বলা হইবে,) "যাহার প্রতি তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলে সেই বস্তুর নিকটে যাও"। ২৯। ত্রিশাখাবিশিষ্ট (ধূমের) ছায়ার দিকে যাও, তাহা ছায়াপ্রদায়ক নহে, এবং তাহা জ্বলন্ত অগ্নি প্রশমিত করিবে না‡। ৩০ + ৩১। নিশ্চয় তাহা অট্টালিকা তুল্য (বৃহৎ) স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। ৩২। যেন তাহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী। ৩৩। সেই দিন অসত্যারোপকারীদিগেব জন্য আক্ষেপ। ৩৪। এই এক দিন যে তাহারা কথা বলিবে না। ৩৫। এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইবে না যে, পরে আপত্তি করে। ৩৬। সেই দিবস অসত্যারোপকারী-দিগের জন্য আক্ষেপ। ৩৭। (বলা হইবে), "এই বিচার-নিষ্পত্তির দিন, আমি তোমাকে ও পূর্বতন লোকদিগকে একত্রিত করিয়াছি। ৩৮। অনন্তর যদি তোমাদের প্রবঞ্চনা থাকে তবে আমার প্রতি প্রবঞ্চনা কর"। ৩৯। সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ৪০। (র, ১; আ, ৪০)

নিশ্চয় ধর্মভীরু লোকেরা যে ছায়া ও পয়ঃপ্রণালী এবং ফলপুঞ্জ অভিলাষ করিয়া থাকে তাহারা তাহার মধ্যে থাকিবে। ৪১ + ৪২। (বলা হইবে,)

---

* এই সকল বাক্য বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতিও প্রয়োজিত হইতে পারে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ পৃথিবী জীবিত লোকদিগকে পৃষ্ঠে ধারণ করে, মৃত ব্যক্তিদিগকে গর্ভে পোষণ করিয়া থাকে। (ত, হো,)

‡ নরকলোক হইতে তিনটি শাখা বহির্গত হয়, একটি জ্যোতির শাখা, তাহা বিশ্বাসীদিগের উপর ছায়া বিস্তার করে; অন্য একটি ধূমময় শাখা, তাহা কপট-দিগের উপর ছায়া দান করে: অপরটি জ্বলন্ত হুতাশনের শাখা, তাহা কাফের-দিগের উপর ছায়া প্রসারণ করিয়া থাকে।

"তোমরা যাহা (যে সৎকর্ম) করিতেছিলে তজ্জন্য সুমিষ্ট ভোজন ও পান কর" ৷ ৪৩ ৷ নিশ্চয় আমি এই প্রকার হিতকারী লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি ৷ ৪৪ ৷ সেই দিন অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ ৷ ৪৫ ৷ (বলা হইবে,) "অল্প ভক্ষণ কর ও ফলভোগ করিতে থাক, নিশ্চয় তোমরা অপরাধী" ৷ ৪৬ ৷ সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ ৷ ৪৭ ৷ এবং যখন তাহাদিগকে বলা যায়, "উপাসনা কর", তাহারা উপাসনা করে না ৷ ৪৮ ৷ সেই দিবস অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ ৷ ৪৯ ৷ অনন্তর এই (কোরআনের) পর কোন্ কথাকে তাহারা বিশ্বাস করিতেছে ? ৫০ ৷ (র, ২ ; আ, ১০)

সূরা নবা

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

অষ্টাসপ্ততিতম অধ্যায়

৪০ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ৷)

তাহারা কোন্ বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছে ? ১ ৷ যে বিষয়ে তাহারা বিরোধকারী সেই মহাসংবাদের বিষয়ে ৷ ২ ৷ ৩ ৷ না, না, শীঘ্র তাহারা (তাহা) জানিতে পাইবে ৷ ৪ ৷ তৎপর না, না, শীঘ্র জানিতে পাইবে ৷ আমি কি পৃথিবীকে শয্যা ও পর্বতশ্রেণীকে কীলকস্বরূপ করি নাই ? ৬+৭ ৷ +এবং তোমাদিগকে স্ত্রী-পুরুষ সৃজন করিয়াছি ৷ ৮ ৷ + এবং নিদ্রাকে তোমাদের বিশ্রাম করিয়াছি ৷ ৯ ৷ + এবং রজনীকে আবরণ করিয়াছি ৷ ১০ ৷ এবং দিবাকে জীবিকা অন্বেষণের কাল করিয়াছি ৷ ১১ ৷ এবং তোমাদের উপর দৃঢ় সপ্ত (স্বর্গ) নির্মাণ করিয়াছি ৷ ১২ ৷ এবং সমুজ্জ্বল দীপ (সূর্য) সৃজন করিয়াছি ৷ ১৩ ৷ এবং বারিবর্ষী বারিদজাল হইতে বারিবিন্দু বর্ষণ করিয়াছি ৷ ১৪ ৷ তাহাতে তদ্দ্বারা শস্যকণা ও উদ্ভিদ এবং পরিবেষ্টিত উদ্যান সকল নিঃসারিত করি* ৷ ১৫+১৬ ৷ নিশ্চয় বিচার-নিষ্পত্তির দিন একনির্ধারিত কাল হয় ৷ ১৭ ৷ যেদিবস সুরবাদ্যে ফুৎকার করা হইবে, তখন দলে দলে তোমরা (কবর হইতে) সমুপস্থিত হইবে ৷ ১৮ ৷ এবং আকাশ উন্মুক্ত হইবে, পরে বহু দ্বার হইয়া যাইবে ৷ ১৯ ৷ এবং পর্বত সকলকে চালিত করা হইবে, অনন্তর মরীচিকা (তুল্য) হইয়া যাইবে ৷ ২০ ৷ নিশ্চয় নিরয়লোক দুর্বিনীত লোকদিগের জন্য প্রতীক্ষাকারী প্রত্যাবর্তন ভূমি হইবে ৷ ২১+২২ ৷ তাহারা তথায় বহু যুগ স্থিতি করিবে ৷ ২৩ ৷ তথায় তাহারা পীত ও উষ্ণ বারি ব্যতীত কোন শৈত্য ও পানীয় আস্বাদন করিবে না ৷ ২৪+২৫ ৷ +সমুচিত বিনিময় দেওয়া যাইবে ৷ ২৬ ৷ নিশ্চয় তাহারা বিচারের আশা করিতেছিল না ৷ ২৭ ৷ +এবং আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি অসত্যারোপে অসত্যারোপ করিয়াছিল ৷ ২৮ ৷ এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে

---

* "পরিবেষ্টিত উদ্যান" অর্থাৎ বৃক্ষে বৃক্ষে জড়িত উদ্যান ৷ (ত, হো,)

লিপিযোগে আয়ত্ত করিয়াছি। ২৯। + (অসত্যারোপ করিয়াছিল,) অতএব (বলিব,) স্বাদ গ্রহণ কর, অনন্তর শাস্তি ব্যতীত তোমাদিগের প্রতি (কিছু) বৃদ্ধি করিব না। ৩০। (র, ১; আ, ৩০)

নিশ্চয় ধর্মভীরু লোকদিগের জন্য মনোরথসিদ্ধি। ৩১। উদ্যান সকল ও দ্রাক্ষাতরু সকল থাকিবে। ৩২। এবং সমবয়স্কা নবযুবতিগণ* ও পুনঃ পুনঃ পরিবেশন করিতেছে এরূপ পানপত্র থাকিবে। ৩৩+৩৪। তথায় তাহারা নিরর্থক বাক্য ও অসত্য শ্রবণ করিবে না। ৩৫। তোমার প্রতিপালক হইতে (হে মোহম্মদ,) দানের হিসাবানুসারে বিনিময় হয়। ৩৬। তিনি ভূলোক ও দ্যুলোকের এবং যাহা কিছু উভয়ের মধ্যে আছে তাহার প্রতিপালক, তিনি দাতা, তাঁহার (প্রতাপে) তাহারা তথা কহিতে পারিবে না। ৩৭। যে দিবস দেবগণ ও আত্মা সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইবে, তখন পরমেশ্বর যে ব্যক্তিকে অনুমতি করিবেন সে ব্যতীত কথা কহিবে না, এবং সে ঠিক বলিবে। ৩৮। সত্যই এই দিন, অনন্তর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে আপন প্রতিপালকের দিকে স্থান গ্রহণ করুক। ৩৯। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সন্নিহিত শাস্তি বিষয়ে ভয় প্রদর্শন করিলাম, যে দিবস মনুষ্য তাহার হস্ত যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে তাহা দর্শন করিবে, এবং কাফেরগণ বলিবে যে, "হায়! যদি আমি মৃত্তিকা হইতাম, (ভাল ছিল)"। ৪০। (র, ২; আ, ১০)

সূরা নাজেয়াত

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

ঊনআশীতিতম অধ্যায়

৪৬ আয়াত, ২ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কঠিনরূপে (কাফেরদিগের প্রাণ) আকর্ষণকারী (দেবগণের) শপথ। ১। + এবং (বিশ্বাসীদিগের প্রাণ) বহিষ্করণে বহিষ্কারক। ২। +এবং সন্তরণে সন্তরণকারক। ৩। +অনন্তর (আজ্ঞাপালনে সর্বোপরি) অগ্রগমনে অগ্রগামী। ৪। +অবশেষে কার্যের তত্ত্বাবধায়ক (দেবগণের শপথ)†। ৫। (স্মরণ কর,)

---

* স্বর্গে নারী ষোড়ব বর্ষীয়া, পুরুষ ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর্ষীয় হইবে। কেহ কেহ বলেন, নরনারী সকলেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর বয়স্কা হইবে। (ত, হো,)

† এক দেবতা আছেন যে, তিনি কাফেরদিগের শিরার ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের প্রাণ টানিয়া বাহির করেন। এক স্বর্গীয় দূত বিশ্বাসীদিগের শরীরের বন্ধন উন্মোচন করেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রাণ আনন্দে স্বর্গলোকের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু শারীরিক ক্লেশ ও রোগ যন্ত্রণা অন্য প্রকার, এ বিষয়ে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী তুল্য। এ স্থলে আত্মারই প্রসঙ্গ হইয়াছে। বিশ্বাসীর আত্মাই আনন্দে গমন

যে দিবস স্পন্দনকারী (পর্বতাদি) স্পন্দিত হইবে। ৬। অনুবর্তী তাহার অনুবর্তন করিবে*। ৭। সেই দিন বহু হৃদয় ত্রস্ত হইবে। ৮। তাহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যাইবে। ৯। তাহারা বলিতেছে, "যখন আমরা বিকৃত অস্থিপুঞ্জ হইয়া যাইব, তখন আমরা কি পূর্বাবস্থায় পরিণত হইব কি (পুনরুত্থিত হইব)" ? ১০+১১। তাহারা বলিল, "সেই সময় (বিচারস্থলে) ফিরিয়া আসা ক্ষতিজনক"। ১২। অনন্তর উহা এক চীৎকার এতদ্ভিন্ন নহে†। ১৩। অবশেষে অকস্মাৎ তাহারা সাহারাতে আসিবে‡। ১৪। তোমার নিকটে কি (হে মোহম্মদ,) মুসার বৃত্তান্ত উপস্থিত হয় নাই ? ১৫। (স্মরণ কর,) যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে তোয় নামক পুণ্য প্রান্তরে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। ১৬। "তুমি ফেরওনের নিকটে যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘনকারী। ১৭। অনন্তর বল, পবিত্র হওয়ার দিকে তোমার কি (অভিলাষ) আছে ; ১৮। এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করিব পরে তুমি ভয় পাইবে"। ১৯। অনন্তর ফেরওনকে সে যাহা অলৌকিকতা প্রদর্শন করিল। ২০। পরে সে অসত্যারোপ করিল ও অবাধ্য হইল। ২১। তৎপর দৌড়িয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। ২২। অনন্তর (লোক) সংগ্রহ করিল, পরে ডাকিল। ২৩। পরিশেষে বলিল, "আমি তোমাদের মহাপ্রতিপালক"। ২৪। অবশেষে পরমেশ্বর ঐহিক ও পারলৌকিক শক্তিতে তাহাকে ধরিলেন। ২৫। নিশ্চয় যাহারা আশঙ্কা করে তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে শিক্ষা আছে। ২৬। (র, ১ ; আ, ২৬)

সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি দৃঢ়তর, না স্বর্গলোক ? (পরমেশ্বর) তাহাকে নির্মাণ করিয়াছেন। ২৭। তিনি তাহার ছাদ সমুন্নত করিয়াছেন, অনন্তর তাহাকে ঠিক রাখিয়াছেন। ২৮। তাহার রাত্রিকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন, এবং তাহার ঊষা বাহির করিয়াছেন। ২৯। এবং ইহার পরে ভূতলকে প্রসারিত করিয়াছেন। ৩০। তাহা হইতে তাহার জল এবং তাহার তৃণক্ষেত্র বাহির করিয়াছেন। ৩১। এবং গিরিশ্রেণীকে তোমাদের ও তোমাদের গ্রাম্য পশুদিগের লাভের জন্য দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন। ৩২+৩৩। অনন্তর (স্মরণ কর,) যখন ঘোর বিপদ উপস্থিত হইবে। ৩৪। সে দিবস মনুষ্য (কার্যে) যাহা চেষ্টা করিয়াছে তাহা স্মরণ করিবে। ৩৫। এবং যে দর্শন করিতেছে তাহার জন্য নরকলোক প্রকাশিত হইবে। ৩৬। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করিয়াছে। ৩৭। এবং পার্থিব জীবনকে স্বীকার

করে। এক শ্রেণীর দেবতা আছেন যে, তাঁহারা আকাশে সন্তরণ করেন, অর্থাৎ উড্ডীয়মান হন। কোন আজ্ঞা হইলে তাহা পঁহুছাইবার জন্য এক অন্য অপেক্ষা বেগে অধিকতর অগ্রসর হন। ঈশ্বর তাঁহাদের শপথ করিলেন, কখন ইঁহাদের গুণ ও সৌন্দর্যাদিরও দিব্য করা হয়। (ত, হো,)

* এক সুরধ্বনির অনুসরণে আর এক সুরধ্বনি হইবে, দুই বার সুরধ্বনি হইলেই মৃত সকল জীবিত হইয়া কবর হইতে বাহির হইবে। (ত, হো,)

† অর্থাৎ এস্রাফিলের এক সুরধ্বনিতে কবরস্থ সমুদায় লোক জীবিত হইবে। (ত, হো,)

‡ জেরুজিলমের অদূরে রিহা নামক পর্বতের পার্শ্বে সাহেরা নামক এক স্থান আছে। সেই স্থানেই পুনরুত্থিত লোক সকল সমবেত হইবে। কথিত আছে যে, পরমেশ্বর তখন তাহাকে চল্লিশটি পৃথিবীর তুল্য বিস্তৃত করিবেন। (ত, হো,)

করিয়াছে। ৩৮। পরে নিশ্চয়ই সেই নরকলোক (তাহার) অবস্থিতি স্থান। ৩৯। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে দণ্ডায়মান হইতে ভয় পাইয়াছে, এবং চিত্তকে বিলাস-বাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, পরিশেষে নিশ্চয় সেই স্বর্গলোক (তাহার) অবস্থিতি স্থান। ৪০+৪১। কেয়ামতের বিষয় তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে যে, কখন তাহার সমুপস্থিত হইবে। ৪২। তাহার স্মরণ সম্বন্ধে (জ্ঞান-সম্বন্ধে) তুমি (হে মোহম্মদ,) কিসে আছ* ? ৪৩। তোমার প্রতিপালকের প্রতিই তাহার (জ্ঞানের) সীমা। ৪৪। যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তুমি তাহাদের ভয় প্রদর্শক এতদ্ভিন্ন নও। ৪৫। যে দিবস তাহারা উহা দর্শন করিবে যেন এক সন্ধ্যা বা প্রাতঃকাল ভিন্ন তাহারা (পৃথিবীতে) বিলম্ব করে নাই (মনে করিবে)। ৪৬। (র, ২ ; আ, ২০)

সূরা অবস

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

অশীতিতম অধ্যায়

৪২ আয়াত, ১ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সে মুখ বিরস করিল ও মুখ ফিরাইল। ১। +যেহেতু তাহার নিকটে এক অন্ধ উপস্থিত হইয়াছে†। ২। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে, সম্ভবতঃ সে শুদ্ধ হইবে ? ৩। অথবা উপদেশ গ্রহণ করিতেছে ; অনন্তর উপদেশদান তাহাকে উপকৃত করিতেছে ? ৪। কিন্তু যে ব্যক্তি নিরাকাঙ্ক্ষ, অবশেষে তুমি তাহার জন্য যত্ন করিতেছ। ৫+৬। এবং সে যে শুদ্ধ হয় না তাহাতে তোমার প্রতি অনুযোগ নাই। ৭। এবং যে ব্যক্তি তোমার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়াছে ও যে (ঈশ্বরকে) ভয় করিতেছে, অনন্তর তুমি তাহার সম্বন্ধে উপেক্ষা করিতেছ‡। ৮+৯+১০। না,

---

* আয়শা বলিয়াছিলেন যে, হজরত ইচ্ছা করিতেছিলেন কেয়ামত প্রকাশের সময় পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হন। তাহাতেই ঈশ্বর বলিলেন, তুমি কেয়ামতের জ্ঞানবিষয়ে কিসে আছ, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের অধিকারী তুমি নও। সাবধান তাহা জিজ্ঞাসা করিও না। (ত, হো,)

† একদা ওম্ম মকতুমের পুত্র আবদোল্লা হজরতের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন হজরত কোরেশ জাতীয় সম্ভ্রান্ত ধনী পুরুষদিগের নিকটে এস্‌লাম ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। উক্ত আবদোল্লা অন্ধ ছিলেন, তিনি জানিতে পারেন নাই যে, কীদৃশ লোক হজরতের নিকটে উপবিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া হজরতের কথা ভঙ্গ করেন, তজ্জন্য হজরত বিষণ্ণ হন, এবং মুখ বিরস করেন ও মুখ ফিরাইয়া লন। তাহাতে জেব্রিল এই আয়াত উপস্থিত করেন। (ত, হো,)

‡ যখন জেব্রিল এই আয়াত সকল পাঠ করিলেন, তখন হজরতের মুখ বিবর্ণ হইয়া

না, নিশ্চয়ই ইহা (কোরআনের আয়াত সকল) উপদেশ হয়। ১১। পরে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে সাধু মহাত্মা লেখকদিগের হস্তে (লিখিত) যে শুদ্ধ উন্নত সম্মানিত পুস্তিকাপুঞ্জে তাহা আবৃত্তি করুক। ১২+১৩+১৪+১৫+১৬। মনুষ্য বিনষ্ট হউক, কিসে তাহাকে বিদ্রোহী করিল ? ১৭। কোন্ পদার্থ হইতে তিনি তাহাকে সৃজন করিয়াছেন ? শুক্র দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তাহাকে নিয়মিত করিয়াছেন। ১৮+১৯। তৎপর (প্রসব হওয়ার) পথ তাহার পক্ষে সহজ করিয়াছেন। ২০। তৎপর তাহাকে মারিলেন, অবশেষে তাহাকে কবরে স্থাপিত করিলেন। ২১। তাহার পর যখন ইচ্ছা করিলেন তাহাকে বাঁচাইলেন। ২২। না, না, তিনি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সে তাহা সম্পাদন করে না। ২৩। অনন্তর মনুষ্য যেন স্বীয় অন্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ২৪। নিশ্চয় আমি বারি বর্ষণ করিয়াছি। ২৫। তৎপর ক্ষেত্রকে বিদারণে বিদারিত করিয়াছি। ২৬। পরে তন্মধ্যে শস্যকণিকা ও দ্রাক্ষা এবং সেও ও জয়তুন এবং খোর্মাতরু এবং ঘনপাদপ সন্নিবিষ্ট উদ্যান সকল এবং ফল ও তৃণ তোমাদের ও তোমাদের পশু সকলের লাভের জন্য আমি উৎপাদন করিয়াছি। ২৭+২৮+২৯+৩০+৩১+৩২। পরিশেষে যখন ঘোর নিনাদ হইবে। ৩৩। সেই দিবস লোক স্বীয় মাতা হইতে এবং স্বীয় পিতা হইতে ও স্বীয় ভার্যা হইতে ও স্বীয় পুত্র হইতে পলায়ন করিবে। ৩৪+৩৫+৩৬। সেই দিবস তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির এমন এক ভাব হইবে যে, তাহাকে (অন্যের সম্বন্ধে) নিশ্চিন্ত রাখিবে। ৩৭। সেই দিবস কতক আনন উজ্জ্বল হাস্যযুক্ত সহর্ষ থাকিবে। ৩৮+৩৯। এবং সেই দিবস কতক মুখ মণ্ডলের উপর মালিন্য হইবে। ৪০। কালিমা তাহাকে আচ্ছাদন করিবে। ৪১। ইহারাই তাহারা যে, দুরাচার কাফের। ৪২। (রু, ১ ; আ ৪২)

সূরা তক্‌ওয়ির

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

একাশীতিতম অধ্যায়

২৯ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন সূর্য আবৃত হইবে। ১। এবং যখন নক্ষত্রমণ্ডলী মলিন হইবে। ২। এবং যখন পর্বত শ্রেণী সঞ্চালিত হইবে। ৩। এবং যখন আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রী

যায়। তিনি আবদোল্লার পশ্চাতে ধাবিত হন ও তাঁহাকে ধরিয়া মন্দিরে লইয়া যান, বসিবার জন্য আপন চাদর আসন করিয়া দেন ও তাঁহার অন্তরকে প্রফুল্ল করেন। তৎপর যখন তাঁহাকে দেখিতেন, সম্মান করিতেন। তিনি দুইবার যুদ্ধযাত্রার সময় তাঁহাকে মদীনার খলিফার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (ত, হো,)

সকল পরিত্যক্ত হইবে*। ৪। এবং যখন আরণ্য পশু (হিংস্র-অহিংস্র) একত্রিত হইবে। ৫। +যখন সাগর সকল জমিয়া যাইবে। ৬।+এবং যখন জীবাত্মা সকল (সাধু সাধুর সঙ্গে অসাধু অসাধুর সঙ্গে) মিলিত হইবে। ৭। +এবং যখন জীবিত অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত (কন্যা)-দিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, "কোন্ অপরাধে হত হইয়াছ"† ? ৮+৯। এবং যখন কার্যলিপি সকল খোলা যাইবে। ১০। এবং যখন আকাশ উদ্ঘাটিত হইবে। ১১। এবং যখন নরক প্রজ্বলিত হইবে। ১২। +এবং যখন স্বর্গ সন্নিহিত করা যাইবে। ১৩। +তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা উপস্থিত করিয়াছে জ্ঞাত হইবে‡। ১৪। অনন্তর (দিবসে) লুক্কায়িত হয়, সূর্য রশ্মিতে বিশ্রাম স্থানে প্রস্থানকারী যে সকল নক্ষত্র তাহার শপথ করিতেছি। ১৫+১৬। রজনী যখন অন্ধকারাবৃত হয় তাহার (শপথ করিতেছি)। ১৭।+ঊষা যখন সমুদিত হয় তাহার (শপথ করিতেছি।)। ১৮।+যে নিশ্চয় উহা (কোরআন) সিংহসনাধিপতি (ঈশ্বরের) নিকটে পদস্থ আজ্ঞাবহ গৌরবান্বিত শক্তিশালী তৎপর বিশ্বস্ত প্রেরিত পুরুষের বাণী। ১৯+২০+২১। এবং তোমাদের বন্ধু ক্ষিপ্ত নহে। ২২। এবং সত্য-সত্যই সে তাহাকে (স্বর্গীয় দূত জেব্রিলকে) সমুজ্জ্বল গগনপ্রান্তে দেখিয়াছে। ২৩। এবং সে গুপ্ত বিষয়ে (প্রত্যাদেশে) কৃপণ নহে। ২৪। এবং তাহা (কোরআন) নিস্তাড়িত শয়তানের বাক্য নহে। ২৫।+অনন্তর তোমরা কোথায় যাইতেছ ? ২৬। তাহা বিশ্বের পক্ষে উপদেশ ভিন্ন নহে। ২৭।+ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চাহে যে সরল পথে চলে তাহার জন্য (উপদেশ ভিন্ন নহে)। ২৮। এবং বিশ্বপালক পরমেশ্বর ইচ্ছা না করিলে তোমরা (উপদেশ) ইচ্ছা কর না। ২৯। (র, ১ ; আ ২৯)

* আসন্নপ্রসবা উষ্ট্রী আরবীয় লোকদিগের বিশেষ আদরের সামগ্রী। কেয়ামতের সময়ে তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিবে। (ত, হো,)

† আরবীয় লোকেরা অর্থাভাবে প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া শিশু কন্যাদিগকে জীবিতাবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত করিত, পুনরুত্থান কালে সেই কন্যাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে যে, "তোমরা কি জন্য হত হইয়াছ"। তাহারা বলিবে, "অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে বধ করিয়াছে"। তাহাতে হত্যাকারী লাঞ্ছিত হইবে। (ত, হো,)

‡ অর্থাৎ তাহারা পৃথিবীতে যে সকল সদসৎ কর্ম করিয়াছে তাহার ফলভোগ করিবে। (ত, হো,)

সূরা এনফেতার

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়

১৯ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। ১। + এবং যখন নক্ষত্রপুঞ্জ পড়িয়া যাইবে*।
২। + এবং যখন সমুদ্র সকল সঞ্চালিত হইবে। ৩। + এবং যখন সমাধিপুঞ্জ
উৎখাত হইবে। ৪। + তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে ও পশ্চাৎ
রাখিয়া দিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবে। ৫। হে মনুষ্য, যিনি তোমাকে সৃষ্টি
করিয়াছেন, পরে তোমাকে সংগঠিত করিয়াছেন, অনন্তর তোমাকে ঠিক করিয়া
লইয়াছেন, যে আকারে তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন তোমাকে সংযোজিত করিয়াছেন,
তোমা সেই গৌরবান্বিত প্রতিপালকের সম্বন্ধে কিসে তোমাকে প্রবঞ্চিত করিল। ৬
+ ৭ + ৮। না না, বরং তোমরা কেয়ামত সম্বন্ধে অসত্যারোপ করিতেছ। ৯। +
এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতি গৌরবান্বিত লিপিকর সকল রক্ষক স্বরূপ আছে। ১০ +
১১। + তোমরা যাহা করিয়া থাক তাহারা জ্ঞাত হয়। ১২। নিশ্চয় সাধুলোকেরা
সম্পদের মধ্যে থাকিবে। ১৩। + এবং নিশ্চয় পাপাচারিগণ নরকে থাকিবে। ১৪।
+ বিচারের দিবস তাহারা তথায় উপস্থিত হইবে। ১৫। এবং তাহারা তথা হইতে
অন্তর্হিত হইবে না। ১৬। এবং কিসে তোমাকে (হে মনুষ্য,) জানাইয়াছে যে,
বিচারের দিন কি? ১৭। + তৎপর কিসে তোমাকে জানাইয়াছে বিচারের দিন
কি? ১৮। যে দিবস কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছুই ক্ষমতা রাখিবে
না, এবং যে দিবস ঈশ্বরের আজ্ঞাই থাকিবে। ১৯। (র, ১; আ, ১৯)

* নক্ষত্রাবলী ফানুসের ন্যায় স্বর্গের সম্মুখভাগে জ্যোতির শৃঙ্খলে লটকান আছে, সেই শৃঙ্খল দেবতাদিগের হস্তে রহিয়াছে। যখন স্বর্গবাসিগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে তখন তাহা তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে, এবং সেই তারকাপুঞ্জ ভূতলে পড়িয়া যাইবে। (ত, হো,)

সূরা তৎফিফ

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

ত্রয়োঽশীতিতম অধ্যায়

৩৬ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সেই অসম্পূর্ণ পরিমাণকারীদিগের প্রতি আক্ষেপ*। ১। + যাহারা (নিজের জন্য) লোকের সম্বন্ধে যখন (দ্রব্য) পরিমাণ করে, পূর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ২। এবং যখন তাহাদিগকে পরিমাণ করিয়া দেয়, অথবা তাহাদিগকে তুল করিয়া দেয় ক্ষতি করিয়া থাকে। ৩। এই সকল লোক কি মনে করে না যে, যে দিন লোক সকল নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের নিমিত্ত দণ্ডায়মান থাকিবে, সেই মহাদিনের জন্য তাহারা সমুত্থাপিত হইবে? ৪+৫+৬। না না, নিশ্চয় দুর্বৃত্তলোকদিগের কার্যলিপি সেজ্জিনেতে হইবে†। ৭। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে, সেজ্জিন কি? ৮। (তাহা) লিপিবদ্ধ এক পুস্তিকা হয়। ৯। সেই দিবস সেই অসত্যারোপকারীদিগের জন্য আক্ষেপ। ১০। + যাহারা বিচারের দিনের প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে। ১১। এবং প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপী ব্যক্তিরেকে তৎপ্রতি অসত্যারোপ করে নাই। ১২। + যখন আমার নিদর্শনাবলী তাহার নিকটে পড়া যায় তখন সে বলে, "(এ সকল) পূর্বতন কাহিনী"। ১৩। না না, বরং তাহারা যে আচরণ করিতেছিল তাহা তাহাদিগের অন্তরে কালিমা বদ্ধ করিয়াছে। ১৪। না না, নিশ্চয় তাহারা সেই দিবস স্বীয় প্রতিপালক হইতে লুক্কায়িত থাকিবে। ১৫। + তৎপর নিশ্চয় তাহারা নরকে প্রবেশ করিবে। ১৬। তাহার পর (তাহাদিগকে) বলা হইবে, "যাহার সম্বন্ধে তোমরা অসত্যারোপ করিতেছিলে ইহাই তাহা"। ১৭। না না, নিশ্চয় সাধুদিগের (কার্যলিপি) এল্লেয়িনে হইবে‡। ১৮। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে এল্লেয়িন কি? ১৯। (তাহা) লিপিবদ্ধ এক পুস্তিকা। ২০। সন্নিহিত (দেবগণ) তাহার দিকে উপস্থিত হয়$। ২১। নিশ্চয় সাধুলোকেরা সম্পদের মধ্যে থাকিবে। ২২। + তাহারা সিংহাসন সকলের উপর (বসিয়া) নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ২৩। + তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে সম্পদের স্ফূর্তি দর্শন

---

* মদীনানিবাসিগণ তৌল ও মাপে অতিশয় অপচয় করিত। হজরত মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া আসিবার সময় পথে এই সূরা অবতারিত হয়। (ত, হো,)

† সেজ্জিন শয়তান ও তাহার অনুচরদিগের নিবাসভূমি, অথবা শয়তান ও পাপীদিগের কার্যলিপি। (ত, হো,)

‡ উচ্চতম স্বর্গের স্থানবিশেষের নাম এল্লেয়িন, অথবা সাধুদিগের কার্যলিপি এল্লেয়িন। (ত, হো,)

$ অর্থাৎ উচ্চপদস্থ দেবগণ এল্লেয়িনকে অভ্যর্থনা করিবে। (ত, হো,)

করিবে। ২৪। মোহর আঁটা বিশুদ্ধ সুরা হইতে তাহাদিগকে পান করান হইবে। ২৫। (মোমের স্থলে) তাহার মোহর মৃগনাভি হইবে, এবং পরে ইহার মধ্যে উচিত যে, স্পৃহাকারিগণ স্পৃহা করে। ২৬। এবং তস্‌নিম হইতে তাহার মিশ্রণ। ২৭।+(উহা) এক প্রস্রবণ হয়, সন্নিহিত দেবগণ (তাহা হইতে বারি) পান করিয়া থাকে*। ২৮। নিশ্চয় অপরাধিগণ বিশ্বাসীদিগের প্রতি হাস্য করিতেছিল। ২৯। এবং যখন তাহারা (কাফেরগণ) তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইত তখন পরস্পর কটাক্ষপাত করিত। ৩০। এবং যখন স্বীয় পরিজনের নিকটে ফিরিয়া যাইত তখন সহর্ষে ফিরিয়া যাইত†। ৩১। এবং যখন তাহারা তাহাদিগকে (বিশ্বাসীদিগকে) দেখিত, বলিত যে, নিশ্চয় ইহারা বিপথগামী। ৩২। এবং তাহাদের প্রতি রক্ষক প্রেরিত হয় নাই। ৩৩। অনন্তর অদ্য বিশ্বাসিগণ ধর্মদ্রোহীদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে। ৩৪।+সিংহাসনোপরি (উপবিষ্ট হইয়া) নিরীক্ষণ করিতেছে (বলিতেছে)। ৩৫। কাফেরদিগকে কি তাহারা যাহা করিয়াছে তদনুরূপ বিনিময় দেওয়া হইয়াছে? ৩৬। (র ১; আ, ৩৬)

সূরা এন্‌শকাক

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

চতুরশীতিতম অধ্যায়

২৫ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। ১। এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের (আজ্ঞার) জন্য কর্ণার্পণ করিবে ও সে (আজ্ঞা শ্রবণের) উপযুক্ত হয়। ২। এবং যখন পৃথিবী আকৃষ্ট হইবে। ৩। এবং তন্মধ্যে যে কিছু আছে নিক্ষিপ্ত হইবে ও সে শূন্য হইয়া যাইবে। ৪।+এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের (আজ্ঞার) জন্য কর্ণপাত করিবে ও সে উপযুক্ত হয়। ৫। যখন হে মনুষ্য, নিশ্চয় তুমি আপন প্রতিপালকের

* তস্‌নিম এক জলপ্রণালীর নাম। সর্বোচ্চ স্বর্গ 'আর্শের' নিম্নদেশ হইতে বেহেশ্‌তে তাহার স্রোত নিপতিত হইয়া থাকে। তাহার জল বিশুদ্ধ ও বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট পানীয়। ঈশ্বরের সন্নিহিত দেবগণের প্রতি ঈশ্বরের অমিশ্র প্রেম, অতএব তাঁহাদের পানীয় অমিশ্র ও বিশুদ্ধ হয়। যাহাদের ঈশ্বর প্রেম সাংসারিক প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত, তাহাদের সুরা অন্য সুরা দ্বারা মিশ্রিত। (ত, হো,)

† একদিন মহাত্মা আলী কতিপয় মোসলমানের সঙ্গে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, কয়েক জন কপট লোক তাঁহাদিগকে দেখিয়া হাসিয়াছিল, এবং নয়নকোণে ইঙ্গিত করিয়াছিল, পরে বন্ধুদিগকে বলিয়াছিল, "আমাদের না মস্তক ইনি?" আলী ইহা শ্রবণ করিয়া মহা হাস্য করেন। তিনি হজরতের মস্‌জেদে উপস্থিত না হইতেই এই সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

প্রতি (সাক্ষাৎকারের জন্য) প্রযত্নে প্রযত্নবান্ হইবে, তাঁহার সাক্ষাৎকারী হইবে। ৬। অনন্তর কিন্তু যাহাকে তাহার দক্ষিণ হস্তে তাহার পুস্তক (কার্যলিপি) প্রদত্ত হইয়াছে, পরে অচিরেই তাহাকে সহজ বিচারে বিচারিত হইতে হইবে। ৭+৮] +এবং সে সহর্ষে স্বীয় পরিজনের দিকে ফিরিয়া যাইবে। ৯। কিন্তু যাহাকে তাহার পুস্তক তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে প্রদত্ত হইয়াছে, পরে অচিরেই সে মৃত্যুকে আহ্বান করিবে। ১০+১১। এবং নরকে পঁহুছিবে। ১২। নিশ্চয় সে (সংসারে) আপন পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। ১৩। নিশ্চয় সে মনে করিয়াছিল যে, (ঈশ্বরের দিকে) পুনরাগমন করিবে না। ১৪। সত্য বটে, নিশ্চয় তাহার প্রতিপালক তাহার বিষয়ে দর্শক ছিলেন। ১৫। অনন্তর আরক্তিম গগন-প্রান্তরে এবং রজনীর ও যে সমস্ত সংগ্রহ (রজনী) (গোপন) করে সেই সকলের এবং চন্দ্রমার যখন সে পূর্ণ হয় আমি শপথ করিতেছি যে, অবশ্য এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে তোমরা আরূঢ় হইবে। ১৬+১৭+১৮ +১৯। অনন্তর তাহাদের কি হইল যে, বিশ্বাস করিতেছে না ? ২০।+এবং যখন তাহাদিগের নিকটে কোরআন পঠিত হয় তাহারা প্রণাম করে না। ২১। বরং ধর্মদ্রোহিগণ অসত্যারোপ করে। ২২। এবং যাহা তাহারা মনে পোষণ করে, ঈশ্বর তাহা উত্তম জ্ঞাত। ২৩। অনন্তর তুমি (হে মোহম্মদ,) তাহাদিগকে দুঃখকর শাস্তির সংবাদ দান কর। ২৪।+কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে তাহাদের জন্য অক্ষুণ্ণ পুরস্কার আছে। ২৫। (র, ১ ; আ, ২৫)

সূরা বোরুজ

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

২২ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

বোরুজবযুক্ত আকাশের ও অঙ্গীকৃত দিবসের এবং উপস্থিত ও উপস্থাপিতের শপথ*। ১+২+৩।+ইন্ধনসমন্বিত অগ্নিকুণ্ডনিবাসিগণ মারা গিয়াছে†। ৪+৫।

* বোর্জ নভোমণ্ডলের দ্বাদশ অংশের এক অংশ। উপস্থিত ও উপস্থাপিত সাক্ষী ও সাক্ষ্য। একমতে উপস্থিত হজরত মোহম্মদ, উপস্থাপিত তাঁহার মণ্ডলী, অথবা উপস্থিত তাঁহার মণ্ডলী উপস্থাপিত অপর মণ্ডলী সকল, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। (ত, হো,)

† এয়মন দেশে জোনওয়াস নামক এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ঐন্দ্রজালিক অনুচর ছিল, তাহার প্রতি রাজা রাজ্যসংক্রান্ত বিশেষ কার্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সে বৃদ্ধাবস্থায় এক বালককে পোষ্যরূপে গ্রহণ করে, এবং তাহাকে আপন বিদ্যা শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হয়। বালক তাহাতে মনোযোগ বিধান না করিয়া একজন সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া সন্ন্যাস ধর্মে

+যখন তাহারা (রাজা ও অনুচরগণ) তাহার নিকটে বসিয়াছিল। ৬।+এবং বিশ্বাসীদিগের প্রতি যাহা করিতেছিল তাহারা তদ্বিষয়ে সাক্ষী ছিল। ৭। এবং স্বর্গ ও মর্ত যাঁহার রাজত্ব সেই পরাক্রান্ত প্রশংসিত পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বিষয় ব্যতীত তাহাদের অপরাধ ধরিল না, এবং ঈশ্বর সর্ববিষয়ে সাক্ষী। ৮ +৯। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী নরনারীগণকে সংকটাপন্ন করিয়াছে, তৎপর অনুতাপ করে নাই, পরে তাহাদের জন্য নরক দণ্ড ও তাহাদের জন্য দহন-শাস্তি আছে। ১০। নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালীপুঞ্জ প্রবাহিত হয়, তাহাদের জন্য সেই স্বর্গোদ্যান সকল আছে, ইহাই মহা মনোরথসিদ্ধি। ১১। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ কঠিন। ১২। নিশ্চয় তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেন, এবং দ্বিতীয় বার করিবেন। ১৩। এবং তিনি ক্ষমাশীল বন্ধু। ১৪। +তিনি সম্মানিত উচ্চতম স্বর্গের অধিপতি। ১৫। +তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহার বিধায়ক। ১৬। তোমার নিকটে কি (হে মোহম্মদ,) ফেরওন ও সমুদের সেনাবৃন্দের সংবাদ পঁহুছিয়াছে? ১৭ +১৮। বরং কাফেরগণ অসত্যারোপেই আছে। ১৯। এবং পরমেশ্বর তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া আবেষ্টনকারী। ২০। বরং সেই গৌরবান্বিত কোরআন (স্বর্গীয়লিপি) ফলকে সংরক্ষিত। ২১। ২২। (র, ১; আ ২২)

সূরা তারেক

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

ষড়শীতিতম অধ্যায়

১৭ আয়াত, ১ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আকাশের ও নিশায় আগমনকারীর শপথ। ১। + এবং কিসে তোমাকে (হে মোহম্মদ,) জানাইয়াছে যে, নিশায় আগমনকারী কি? ২। + তাহা সমুজ্জ্বল

উপদিষ্ট ও দীক্ষিত হয়। কিছু দিন পরে তাহা দ্বারা অনেক অলৌকিক কার্য প্রকাশ পায়। রাজা পৌত্তলিকতার পক্ষ ও একেশ্বরবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বালককে একেশ্বরবাদী জানিয়া নানা উপায়ে তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন। বালকের দৈববলপ্রযুক্ত প্রথমতঃ তিনি কিছুতেই তাহাকে হত্যা করিতে পারেন না। পরে বালক নিজেই নিহত হইতে প্রস্তুত হয়। রাজা তাহার নির্দেশিত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাকে নিধন করেন। কিন্তু রাজানুচরগণ বালকের দৈবশক্তি দেখিয়া তাহার অবলম্বিত ধর্মপথ আশ্রয় করে। রাজা তাহাতে ক্রুদ্ধ হন, এবং পর্বতপ্রান্তে কতকগুলি অগ্নিকুণ্ড করেন। স্বীয় অনুচরবর্গের প্রত্যেককে ধর্মমত জিজ্ঞাসা করিয়া যাহাদিগকে একেশ্বরবিশ্বাসী জানিতে পাইয়াছিলেন একে একে ক্রমশঃ তাহাদিগকে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। ঈশ্বর তাহারই সংবাদ দিতেছেন। (ত, হো,)

নক্ষত্র। ৩। এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, তাহার সম্বন্ধে (দেবতা) রক্ষক নাই। ৪। অনন্তর উচিত যে মনুষ্য দেখে যে, সে কিসের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ৫। বেগবান বারি দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। ৬।+তাহা (পুরুষের) পৃষ্ঠ এবং (নারীর) বক্ষোস্থির ভিতর হইতে নির্গত হয়। ৭। নিশ্চয় তিনি তাহার পুনর্বিধানে ক্ষমতাবান্। ৮। যে দিবস অন্তর্গুপ্ত সকল পরীক্ষিত হইবে। ৯। তখন তাহার (মনুষ্যের) কোন শক্তি ও কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। ১০। মেঘযুক্ত গগনমার্গের শপথ। ১১।+বিদার্য পৃথিবীর শপথ। ১২।+নিশ্চয় এই (কোরআন) সিদ্ধান্ত বাক্য। ১৩।+এবং তাহা অনর্থ বাণী নহে। ১৪। নিশ্চয় তাহারা ছলনায় ছলনা করিয়া থাকে। ১৫। এবং আমিও ছলনায় ছলনা করিয়া থাকি। ১৬। অনন্তর তুমি কাফেরদিগকে অবকাশ দান কর, কিছু কাল তাহাদিগকে অবকাশ দাও। ১৭। (র, ১; আ, ১৭)

সূরা আলা

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

১৯ আয়াত, ১ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি স্বীয় মহোচ্চ প্রতিপালকের নামের স্তব কর। ১। +যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে সংগঠিত করিয়াছেন। ২। +এবং যিনি নিয়মিত করিয়াছেন, অবশেষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ৩। +এবং যিনি শষ্প সমুদ্ভেদ করিয়াছেন। ৪। +পরে তাহাকে শুষ্ক ও মলিন করিয়াছেন। ৫। অচিরে আমি তোমাকে (হে মোহম্মদ,) পড়াইব, পরিশেষে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত বিস্মৃত হইবে না,* নিশ্চয় তিনি ব্যক্ত ও যাহা অব্যক্ত আছে জ্ঞাত আছেন। ৬+৭। এবং সহজ (ধর্মবিধির) জন্য তোমাকে আমি সাহায্য দান করিব। ৮। অনন্তর যদি কোরআনের উপদেশ ফলোপদায়ক হয় তবে উপদেশ দান করিতে থাক। ৯। যে ব্যক্তি ভয় পায় সে অচিরে উপদেশ গ্রহণ করিবে। ১০। +এবং সে-ই একান্ত হতভাগ্য যে মহানলে উপস্থিত হইবে, তাহা হইতে (সেই উপদেশ হইতে) দূরে থাকিবে। ১১+১২। তৎপর সে তন্মধ্যে মরিবে না ও বাঁচিবে না। ১৩। সত্যই যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়াছে সে মুক্তি পাইয়াছে। ১৪। এবং সে স্বীয় প্রতিপালকের

* যখন জেব্রিল আয়াত বা সূরা সহ হজরতের নিকটে অবতীর্ণ হইয়া তাহা পাঠ করিতেন, হজরতও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। জেব্রিল পাঠ সমাপ্ত না করিতেই হজরত ভুলিয়া বা যান এই ভয়ে প্রথম হইতে পড়িতেন। এজন্য পরমেশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন। এই আয়াতে হজরতের প্রতি এই শুভ সংবাদ আছে যে, যাহা আমি তোমাকে শিক্ষা দান করিব, তাহা তুমি ভুলিবে না, আমার আদেশে জেব্রিল তোমার শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকিবে। (ত, হো,)

নাম আবৃত্তি করিয়াছে, অনন্তর উপাসনা করিয়াছে। ১৫। বরং (হে হতভাগ্য লোক সকল,) সাংসারিক জীবন তোমরা অধিকার করিতেছ। ১৬। এবং পরলোক উৎকৃষ্ট ও সমধিক স্থায়ী। ১৭। নিশ্চয় ইহা পূর্বতন গ্রন্থ সকলে—এব্রাহিম ও মূসার গ্রন্থে (লিখিত আছে)। ১৮+১৯। (র, ১; আ, ১৯)

সূরা গাশিয়া

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

২৬ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তোমার নিকটে কি কেয়ামতের বৃত্তান্ত উপস্থিত হইয়াছে? ১। সেই দিবস কত মুখ বিমর্ষ হইবে। ২। (নরকের) কর্মচারিগণ পরিশ্রম করিবে। ৩। প্রজ্বলিত অনলে (কাফেরগণ) প্রবেশ করিবে। ৪। অত্যুষ্ণ প্রণালীর জল তাহাদিগকে পান করান হইবে। ৫। জরিয় ব্যতীত তাহাদের জন্য খাদ্য থাকিবে না*। ৬। + তাহা (দেহকে) পরিপুষ্ট করে না, এবং ক্ষুধা নিবারণ করে না। ৭। সেই দিবস কত মুখ স্ফূর্তিযুক্ত হইবে। ৮। +উন্নত স্বর্গে আপন (সৎকার্যের) যত্নেতে সন্তুষ্ট থাকিবে। ৯+১০। তুমি তথায় অনর্থ বাক্য শুনিতে পাইবে না। ১১। তথায় জলপ্রণালী প্রবাহিত। ১২। তথায় উচ্চ সিংহাসন সকল আছে। ১৩। +এবং জলপাত্র (সোরাহী) সকল স্থাপিত। ১৪। +এবং উপাধান সকল শ্রেণীবদ্ধ। ১৫। +এবং শয্যা সকল বিস্তৃত আছে। ১৬। অনন্তর তাহারা কি উষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি করিতেছে না যে, কেমন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে? ১৭। এবং আকাশের দিকে—কেমন উন্নমিত হইয়াছে? ১৮। এবং পর্বতশ্রেণীর দিকে—কেমন করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। ১৯। এবং পৃথিবীর দিকে—কেমন করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। ২০। অনন্তর তুমি উপদেশ দান কর, তুমি উপদেশ-দাতা, এতদ্ভিন্ন নহে। ২১। তুমি তাহাদের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ নও। ২২। +কিন্তু যে ব্যক্তি বিমুখ হইয়াছে, ও ধর্মদ্রোহী হইয়াছে, পরে পরমেশ্বর তাহাকে মহাদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২৩+২৪। নিশ্চয় আমার দিকে তাহাদের পুনর্মিলন। ২৫। +তৎপর নিশ্চয় আমার নিকটে তাহাদের বিচার। ২৬। (র, ১; আ, ২৬)

* এক প্রকার তৃণজাতীয় উদ্ভিদের নাম জরিয়, তাহা যখন সরস থাকে তখন আরব্য লোকেরা তাহাকে শব্রক বলে। উষ্ট্রাদি পশু উহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। শুষ্ক হইলে উক্ত উদ্ভিদকে জরিয় বলে, তখন কোন পশু তাহা স্পর্শও করে না। পরলোকে এই জরিয়ের আকারে আগ্নেয় বৃক্ষ হইবে। (ত, হো,)

সূরা ফজর

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

ঊননবতিতম অধ্যায়

৩০ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

ঊষা কালের ও দশ রজনীর ও যুগল ও একাকীর এবং যখন চলিয়া যায় সেই রাত্রির শপথ* ১+২+৩+৪। ইহার মধ্যে কি জ্ঞানবানের জন্য (জ্ঞানীর বিশ্বাস্য) শপথ আছে? ৫। এবং তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক স্তম্ভধারী সেই আদ এরমের প্রতি যাহার সদৃশ নগর সকল সৃষ্ট হয় নাই, কি করিয়াছিলেন†? ৬+৭+৮। সমুদ জাতির প্রতি যাহারা প্রান্তরে (আশ্রয়ের জন্য) প্রস্তর কাটিয়া লইয়াছিল ও কীলকধারী ফেরওনের প্রতি যাহারা নগর সকলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল, পরে তথায় অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল? ৯+১০+১১

অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মহরম মাসের প্রথম দিবসের ঊষার বা ঈদকোরবানের ঊষার শপথ, অথবা শুক্রবাসরীয় ঊষা ইত্যাদির শপথও হইতে পারে। জেলহজ্জার দশ রজনী যাহাতে হজব্রতের অঙ্গবিশেষ অরফা হইয়া থাকে, অথবা মহরমের প্রথম দশ যামিনী যাহা হইতে অশুরা নির্দিষ্ট, কিংবা রমজান মাসের শেষ দশ রাত্রি, শবে কদর যাহার মধ্যে আছে, অথবা শাবান মাসের মধ্য দশ রাত্রি যাহাতে শবে বরাত স্থিতি করে, তাহার শপথ। মান ও অপমান, ক্ষমতা ও কাতরতা, জ্ঞান ও মূর্খতা, বল ও দুর্বলতা, জীবন ও মৃত্যু, এ সমস্ত মানবসম্বন্ধীয় ভাব যুগল। অপমানশূন্য সম্মান, কাতরতাবিহীন ক্ষমতা, মূর্খতাহীন জ্ঞান, দুর্বলতাশূন্য বল, মৃত্যুহীন জীবন, এ সমস্ত ঐশ্বরিক ভাব একাকী, এই যুগল ও একাকীর শপথ। (ত, হো,)

এরম আদ জাতির এক সুপ্রসিদ্ধ মহা সমৃদ্ধ নগরের নাম। আদ নামক পুরুষের নামানুসারে তাহার বংশেরও নাম আদ হইয়াছে। আদের পুত্র শদাদ উক্ত এরম নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, শদাদ এক জন মহা পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তিনি নয় শত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। শদাদ পৃথিবীর নানা স্থান হইতে মণি-মুক্তা ও মূল্যবান্ ধাতু প্রস্তরাদি সংগ্রহপূর্বক সহস্র কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া তিন শত বৎসরে এই নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। নগর নির্মিত হইলে পর তিনি রাজধানী হইতে অনুচরবৃন্দ সহ তাহা দর্শন করিতে যাত্রা করেন। তখন পরমেশ্বর এক স্বর্গীয় দূত পাঠাইয়া দেন। তিনি এক মহা শব্দ করেন, তাহাতেই পথে মৃত্যু হয় ও এরম নগর অদৃশ্য হইয়া যায়। এরম নগরে যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রাসাদাদি ছিল তদ্রূপ কোন নগরে ছিল না। স্তম্ভধারীর অর্থ স্তম্ভযুক্ত পটমণ্ডপধারী, অর্থাৎ আদজাতি পটমণ্ডপে বাস করিত। (ত, হো,)

১২। + পরে তোমার প্রতিপালক তাহাদের প্রতি শাস্তির কশাঘাত করিয়াছিলেন। ১৩। + নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সংকেত স্থানে আছেন। ১৪। অনন্তর কিন্তু মনুষ্য, যখন তাহাকে তাহার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন. পরে তাহাকে সম্মানিত করেন ও তাহাকে সম্পদ্ দান করেন, তখন বলে. "আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন"। ১৫। এবং কিন্তু যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন, অনন্তর তাহার উপজীবিকা তাহার সম্বন্ধে খর্ব করেন, তখন সে বলিয়া থাকে, "আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করিয়াছেন"। ১৬। না না, বরং তোমরা অনাথকে সম্মান কর নাই। ১৭। +এবং দরিদ্রদিগকে আহার দানে প্রবৃত্তি দান করিতেছ না। ১৮। + এবং তোমরা প্রচুর ভোগে স্বত্ব ভোগ করিতেছ। ১৯। + এবং প্রভূত প্রেমে ধনকে প্রেম করিতেছ। ২০। না না. যখন ভূমণ্ডল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ২১। +এবং তোমার প্রতিপালক ও দেবগণ বহুশ্রেণীতে আগমন করিবেন। ২২। এবং সেই দিবস নরক আনয়ন করা হইবে, সেই দিবস মনুষ্য উপদেশ গ্রহণ করিবে. এবং কোথায় উপদেশ স্বীকারে (উপকার হইবে)। ২৩। সে বলিবে, "হায়! যদি আমি স্বীয় জীবনের জন্য পূর্বে (পুণ্যকর্ম) প্রেরণ করিতাম"। ২৪। অনন্তর সেই দিবস তাঁহার শাস্তির ন্যায় কেহ শাস্তি দান করিবে না। ২৫। +এবং তাঁহার বন্ধনের ন্যায় কেহ বন্ধন করিবে না। ২৬। (মৃত্যুকালে বিশ্বাসী আত্মাকে বলা হইবে,) "হে সুখী প্রাণ, তুমি প্রসন্নতা প্রাপ্ত, আপন প্রতিপালকের দিকে প্রসন্নভাবে ফিরিয়া যাও"। ২৭ + ২৮। (কেয়ামতের দিন বলা হইবে,) "অনন্তর আমার দাসবৃন্দের মধ্যে প্রবেশ কর। ২৯। এবং আমার স্বর্গলোকে প্রবেশ কর"। ৩০। (রু. ১; আ. ৩০)

সূরা বলদ

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

নবতিতম অধ্যায়

২০ আয়াত, ১ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আমি এই (মক্কা) নগরের শপথ করিতেছি। ১। + বস্তুতঃ তুমি (হে মোহম্মদ,) এই নগরের বৈধ হইবে*। ২। + এবং জন্মদাতার ও যাহা জাত হইয়াছে তাহার শপথ করিতেছি†। ৩। +সত্য-সত্যই আমি মনুষ্যকে কষ্টের

---

* অর্থাৎ মহাতীর্থ বলিয়া মক্কা নগরে যুদ্ধাদি করা যে অবৈধ ছিল, কিছু কালের জন্য তোমার সম্বন্ধে তাহা বৈধ হইবে। মক্কাতে যে হজরত জয়লাভ করিবেন তাহার এই অঙ্গীকার। (ত, হো,)

† "জন্মদাতা" হজরত মোহম্মদ এবং 'জাত" এব্রাহিম নামক তাঁহার পুত্র। এই দুয়ের শথপ। (ত, হো,)

ভিতরে সৃজন করিয়াছি*। ৪। সে কি মনে করে যে, তাহার উপর কোন ব্যক্তি কখনও ক্ষমতা পাইবে না? ৫। সে বলিয়া থাকে যে, আমি ধনপুঞ্জ ব্যয় করিয়াছি। ৬। সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই? ৭। আমি কি তাহার জন্য দুই চক্ষু ও এক জিহ্বা এবং অধরোষ্ঠ দ্বয় সৃষ্টি করি নাই? ৮+৯। এবং (সত্য ও অসত্য) দুই পথ তাহাকে প্রদর্শন করিয়াছি। ১০। অনন্তর সে কঠিন পথে আসিল না। ১১। এবং তোমাকে কিসে জানাইয়াছে যে, কঠিন পথ কি? ১২। গ্রীবা (দাসত্ব বন্ধন) মুক্ত করা। ১৩। অথবা ক্ষুধার দিন নিরাশ্রয় কুটুম্বকে বা ধূলিবিলুণ্ঠিত দীনহীনকে ভোজ্য দান করা। ১৪+১৫+১৬। তৎপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও পরস্পরকে সহিষ্ণুতা বিষয়ে উপদেশ দিয়াছে ও পরস্পরকে দয়া সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছে তাহাদের অন্তর্গত হওয়া। ১৭। ইহারাই সৌভাগ্যশালী। ১৮। এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে তাহারা দুর্ভাগ্য। ১৯। তাহাদের সম্বন্ধে অবরুদ্ধ অগ্নি হইবে†। ২০। (র, ১; আ, ২০)

সূরা শমস

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

একনবতিতম অধ্যায়

১৫ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

সূর্য ও তাহার কিরণের শপথ। ১। + এবং চন্দ্রের (শপথ) যখন তাহার (সূর্যের) অনুসরণ করে। ২। এবং দিবার (শপথ) যখন তাহাকে সূর্যকে) প্রকাশ করে। ৩। এবং রজনীর (শপথ) যখন তাহাকে আচ্ছাদন করে। ৪। এবং আকাশের ও যাহা তাহাকে নির্মাণ করিয়াছে (ঈশ্বরের) সেই (স্বরূপের) (শপথ)। ৫। + এবং ভূমণ্ডলের ও যাহা তাহাকে প্রসারিত করিয়াছে, তাহার (শপথ)। ৬। + এবং জীবনের ও যাহা তাহাকে সংগঠিত করিয়াছে তাহার (শপথ)। ৭। + পরিশেষে তাহার পাপ ও তাহার সাধুতা তিনি তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। ৮। সত্যই যে ব্যক্তি তাহাকে (প্রাণকে) বিশুদ্ধ করিয়াছে নিশ্চয় সে মুক্ত হইয়াছে। ৯। এবং সত্যই যে ব্যক্তি তাহাকে প্রোথিত করিয়াছে সে নিরাশ হইয়াছে। ১০। সমুদ জাতি আপন ঔদ্ধত্যবশতঃ অসত্যারোপ করিয়াছিল। ১১। যখন তাহাদের মহা হতভাগ্য ব্যক্তি সমুত্থান করিল, তখন ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ

* অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু ও জীবনে মনুষ্য নানা প্রকার কষ্ট পাইবে। (ত, হো,)

† বিচারের দিন পুণ্যবান্ লোকের দক্ষিণ পার্শ্বে ও পাপী লোকেরা বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবে। সেই বাম পার্শ্বস্থ পাপীদিগের জন্য অবরুদ্ধ অগ্নি থাকিবে। অর্থাৎ তাহাদিগকে যে অগ্নিময় নরকে দান করা হইবে তাহার দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করা যাইবে, তাহারা একবার যে তাহাতে প্রবেশ করিবে আর বাহির হইতে পারিবে না। (ত, হো,)

(সালেহ্) তাহাদিগকে বলিল, "ঈশ্বরের উষ্ট্রীকে (ছাড়িয়া দাও) ও তাহাকে জল পান করাও"।১২+১৩। অনন্তর তাহারা তাহার প্রতি অসত্যারোপ করিল, কে তাহাকে (উষ্ট্রীকে) (হত্যা করিতে) অনুসরণ করিল, অবশেষে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের অপরাধপ্রযুক্ত তাহাদের প্রতি মৃত্যু স্থাপন করিলেন, পরে তাহাদিগের প্রতি শাস্তি) তুল্য করিলেন। ১৪। +এবং তিনি তাহার প্রতিফল দানকে ভয় করেন না। ১৫। (র, ১; আ, ১৫)

সূরা লয়ল

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

[illegible] আল্লাহ্

২১ আয়াত, ১ রকু।

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

রাত্রির শপথ যখন (জগৎ) আচ্ছাদন করেন। ১।+এবং দিবার (শপথ) যখন প্রকাশিত হয়। ২। নর ও নারীকে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে সেই (ঈশ্বর-স্বরূপের শপথ)। ৩। +নিশ্চয় তোমাদের যত্ন (ক্রিয়ার ফল) বিভিন্ন হয়। ৪। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তি দান করিয়াছে ও ধর্মাচরণ করিয়াছে, এবং শ্রেয়কে সত্য জানিয়াছে ৫+৬। +পরে আমি অচিরেই তাহাকে আরামের জন্য সাহায্য দান করিব। ৭। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা করিয়াছে ও নিঃশঙ্ক হইয়াছে, এবং কল্যাণের প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, পরে আমি তাহাকে কষ্টদানের জন্য সহায়তা করিব। ৮+৯+১০। এবং যখন সে অধোমুখে পড়িবে তখন তাহা হইতে তাহার ধন (শাস্তি) কিছুই নিবারণ করিবে না। ১১। +নিশ্চয় আমার প্রতি (তাহার) পথ প্রদর্শনের (ভার)। ১২। এবং নিশ্চয় আমারই ইহলোক ও পরলোক। ১৩। অনন্তর শিখা বিস্তৃত করিতেছে (এমন) অগ্নির ভয় তোমাদিগকে প্রদর্শন করিলাম। ১৪। যে অসত্যারোপ করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে সেই মহাহতভাগ্য ব্যতীত তথায় (অন্যে) উপস্থিত হইবে না। ১৫।+১৬। এবং যে ব্যক্তি আপন ধন বিতরণ করে ও পবিত্র হয় সেই পরম ধার্মিককে অবশ্য সেই (অগ্নি) হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে। ১৭+১৮। এবং স্বীয় সমুন্নত প্রতিপালকের আনন অন্বেষণ ব্যতীত কোন ব্যক্তির জন্য বিনিময় দেওয়া যাইতে পারে (এমন) সম্পদ তাহার নিকটে নাই। ১৯+২০। এবং অবশ্য শীঘ্র সে সন্তুষ্ট হইবে*। ২১। (র, ১; আ, ২১)

---

* কাফের লোকেরা বলিয়াছিল যে, বেলালকে ক্রয় করিয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত করা বিষয়ে আবুবেকর বাধ্য ছিল। পরমেশ্বর এই আয়াত দ্বারা এ কথা খণ্ডন করিলেন। (ত, হো,)

সূরা জোহা

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

১১ আয়াত, ১ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

মধ্যাহ্ন কালের এবং যখন (জগৎ) আচ্ছাদিত করে রজনীর শপথ। ১। ২। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, এবং তোমাকে শত্রু স্থির করেন নাই*। ৩। এবং অবশ্য তোমার জন্য ইহলোক অপেক্ষা পরলোক কল্যাণকর হইবে। ৪। এবং অবশ্য শীঘ্র তোমার প্রতিপালক তোমাকে দান করিবেন, পরে তুমি সন্তুষ্ট হইবে। ৫। তোমাকে তিনি কি নিরাশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই? পরে আশ্রয় দান করেন নাই? ৬। এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছিলেন, পরিশেষে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ৭। এবং তিনি তোমাকে নির্ধন পাইয়াছিলেন, পরে ধনবান্ করিয়াছেন†। ৮। পরিশেষে কিন্তু নিরাশ্রয়ের প্রতি তুমি বল প্রয়োগ করিও না। ৯। কিন্তু প্রার্থীর প্রতি পরে ধমক দিও না। ১০। কিন্তু তোমার প্রতিপালকের দান পরে বর্ণন করিও। ১১। (র, ১ ; আ, ১১)

সূরা এনশরাহ

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

চতুর্নবতিতম অধ্যায়

৮ আয়াত, ১ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তোমার জন্য কি তোমার বক্ষঃস্থলকে আমি উন্মুক্ত করি নাই‡? ১। এবং

* কয়েক দিন প্রত্যাদেশ লাভ না করাতে হজরতের মন বিষণ্ন ছিল, কোন কার্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল না। তখন কাফেরগণ বলিতে লাগিল যে, ইহার প্রভু ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তৎপর সূরা অবতীর্ণ হয়। প্রথমতঃ উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন কালের পরে অপরাহ্ন বেলার শপথ হয়। অর্থাৎ বাহ্যেও ঈশ্বরের দুই শক্তি এবং অন্তরেও আলোক ও অন্ধকার হয়, উভয়ই ঈশ্বরের। ঈশ্বর অপেক্ষা কোন মনুষ্য অধিক ক্ষমতাবান্ নাই। (ত, ফা,)

† খদিজাদেবী যেমন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রচুর ধন ছিল। হজরতের সঙ্গে বিবাহ হইলে পর সমুদায় ধন-সম্পত্তি তিনি তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। (ত, ফা,)

‡ বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করা, অর্থাৎ বক্ষঃবিদীর্ণ করা। কথিত আছে যে, তাহা

আমি তোমা হইতে তোমার ভার যাহা তোমার পৃষ্ঠকে ভগ্ন করিয়াছে নামাইয়াছি। ২+৩। --এবং তোমার জন্য তোমার প্রসঙ্গ (প্রশংসা) উন্নমিত করিয়াছি। ৪। অনন্তর নিশ্চয় কষ্টের সহিত সুখ আছে। ৫। + নিশ্চয় কষ্টের সহিত সুখ আছে। ৬। পরে যখন তুমি অবসর গ্রহণ করিবে তখন (সাধনায়) পরিশ্রম করিও। ৭। এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি পরে অনুরক্ত হইও। ৮। (র, ১ ; আ, ৮)

সূরা তান

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়

৮ আয়াত, ১ রুকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তীন ও জয়তুন এবং তুর সিনিয়া ও এই নিরাপদ নগরের শপথ*। ১। ২+৩। সত্য-সত্যই আমি মনুষ্যকে অত্যুত্তম সংগঠনে সৃষ্টি করিয়াছি। ৪। তৎপর তাহাকে নীচ অপেক্ষা অধিক নীচে পরিণত করিয়াছি। ৫। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম সকল করিয়াছে তাহাদিগকে ব্যতীত, অনন্তর তাহাদের জন্য অক্ষুণ্ণ পুরস্কার আছে। ৬। অবশেষে ধর্ম (দণ্ড-পুরস্কারের বিধি প্রকাশ পাওয়ার) পর (হে মনুষ্য,) কিসে তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে? ৭। পরমেশ্বর কি আজ্ঞাপ্রচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আজ্ঞাপ্রচারক নহেন? ৮। (র, ১ ; আ, ৮)

দুইবার হইয়াছিল। একবার শৈশব কালে হজরত যখন আপন ধাত্রী মাতা হলিমার গৃহে ছিলেন, তখন একদিন প্রান্তরে স্বর্গীয় দূত বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরণ ভাগ প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার প্রেরিতত্ব লাভ হইলে পর মেরাজের দিন জেব্রিল ও মেকায়িল তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পরিষ্কার করেন, এবং হৃদয়কোষ বিশ্বাসজ্যোতিতে পূর্ণ করেন (ত, হো,)

* তীন অর্থাৎ আঞ্জির জয়তুন এই দুইটি বিশেষ ফল। আঞ্জির অতি পবিত্র ফল, সহজ পাচ্য সুরস ও ঔষধার্হ এবং অধিকতর লাভজনক। জয়তুন হইতে রুটিকার উপকরণ ও তৈল এবং ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এজন্য উহাকে উপাদেয় ফল বলে। অথবা তীন ও জয়তুন জেরুজিলমস্থ দুইটি মন্দিরের নাম। (ত, হো,)

সূরা অলক্

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

ষড়্‌নবতিতম অধ্যায়

১৯ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সেই তোমার প্রতিপালকের নামের প্রসাদে তুমি পাঠ
কর* । ১ । তিনি মনুষ্যকে ঘনীভূত শোণিতযোগে সৃজন করিয়াছেন । ২ । পাঠ
কর, এবং যিনি লেখনী যোগে (লিখিতে) শিক্ষা দিয়াছেন তোমার সেই প্রতিপালক
মহাগৌরবান্বিত । ৩+৪ । মনুষ্যকে তাহা শিক্ষা দান করিয়াছেন, যাহা সে জানিত
না । ৫ । না, না, নিশ্চয় মনুষ্য আপনাকে সম্পন্ন দেখিলে ঔদ্ধত্য করিয়া থাকে ।
৬+৭ । নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রতিগমন । ৮ । উপাসনা কালে
দাসকে যে নিবারণ করে তাহাকে তুমি কি দেখিয়াছ† ? ৯+১০ । দেখিয়াছ কি
তুমি সে যদি সৎপথে থাকে অথবা ধর্মবিষয়ে আদেশ করে । ১১+১২ । দেখিয়াছ
কি তুমি যদি অসত্যারোপ করে ও ফিরিয়া যায় । ১৩ । তিনি কি (তাহা)
জানেন নাই ? যেহেতু ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন । ১৪ । না না, যদি নিবৃত্ত না হয়

* একদা হজরত হেরা গহ্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, অথবা গিরিশিখরে দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গীয় দূত জেব্রিল তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, "হে মোহম্মদ পরমেশ্বর আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন. তুমি এই মণ্ডলী সম্বন্ধে ঈশ্বর নিয়োজিত ধর্মপ্রবর্তক" । ইহা বলিয়াই আদেশ করিলেন, "পড়" । হজরত কহিলেন, "আমি পাঠক নহি" । তখন তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন । জেব্রিল তাঁহাকে ধরিয়া হেলাইলেন, পরে বলিলেন, "পাঠ কর" । হজরত, "আমি পাঠক নহি" বলিলেন । এইরূপ তিন বার হইল । কেহ কেহ বলেন, জেব্রিল রত্ন-মাণিক্যখচিত একখানা গ্রন্থ স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হজরতের সম্মুখে ধারণ করিয়া পাঠ করিতে ক্রমশঃ তিন বার বলিয়াছিলেন । তাহাতে হজরত তদ্রূপ বলেন ও পরে অচেতন হন । তখন জেব্রিল তাঁহাকে ছাড়িয়া এই সকল আয়াত উচ্চারণ করেন । (ত, হো,)

† অর্থাৎ আবুজহল বলিয়াছিল যে, মোহম্মদকে উপাসনায় প্রণাম করিতে দেখিলে আমি তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিব । একদিন তিনি নমাজ পড়িতেছিলেন, কেহ যাইয়া তাহাকে সংবাদ দিল । সে দ্রুতগতি নিকটে আসিয়াই মলিন মুখে ও কম্পিত কলেবরে ফিরিয়া গেল । লোকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইল ? সে বলিল যে, আমি মোহম্মদের নিকটে এক গর্ত দেখিলাম, তাহাতে এক প্রকাণ্ড সর্প মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে । ইহা দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছি । এতদুপলক্ষ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় । (ত, হো,)

তবে আমি অবশ্য (তাহার) ললাটের (কেশ) টানিয়া ধরিব। ১৫।+সেই পাপী মিথ্যাবাদীর ললাট। ১৬। অনন্তর উচিত যে, সে আপন পারিষদদিগকে ডাকে। ১৭। সত্বর আমি নরকের দ্বারবানদিগকে ডাকিব। ১৮।+না না, তুমি তাহার অনুগত হইও না, এবং (ঈশ্বরকে) প্রণাম কর ও (তাঁহার) সান্নিধ্য-বর্ত্তী হও। ১৯। (র, ১; আ, ১৯)

সূরা কদর

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

৫ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় আমি তাহাকে (কোরআনকে) শবে কদর রজনীতে অবতারণ করিয়াছি*। ১। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে যে, শবে কদর কি? ২। শবে কদর সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৩। তাহাতে দেবগণ ও আত্মা সকল প্রত্যেক কার্যের জন্য আপন প্রতিপালকের আজ্ঞাক্রমে অবতরণ করে। ৪।+উহা উষার অভ্যুদয় পর্য্যন্ত কুশলময়। ৫। (র, ১; আ, ৫)

সূরা বনিয়ত

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

অষ্টানবতিতম অধ্যায়

৮ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

গ্রন্থাধিকারীদিগের অন্তর্গত কাফেরগণ এবং অংশিবাদিগণ যে পর্য্যন্ত না উজ্জ্বল প্রমাণ তাহাদের নিকটে উপস্থিত হয় সে পর্য্যন্ত (বিদ্রোহিতা হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। ১। ঈশ্বরের প্রেরিত (মোহম্মদ,) সে পবিত্র পুস্তিকা সকল পাঠ করিয়া থাকে। ২। +তন্মধ্যে অক্ষুন্ন লিপি সকল আছে। ৩। এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ

---

* শবে কদর বা লয়লতোল্ কদরের অর্থ সম্মানের রাত্রি। এই রজনীতেই কোরআন স্বর্গ হইতে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তজ্জন্য ইহার সম্মান। উহা রমজান মাসের সপ্তবিংশতি রজনী। এই রাত্রিতে উপাসনা-সাধনায় বিশেষ লাভ হয়। (ত, হো,)

প্রদান করা হইয়াছে তাহারা (ইহুদী ও ঈসায়িগণ) তাহাদের নিকটে উজ্জ্বল প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পর ভিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ৪। এবং এব্রাহিমের অনুসরণে ঈশ্বরকে তদুদ্দেশ্যে ধর্ম বিশুদ্ধ করতঃ অর্চনা করিতে এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ও জকাত দান করিতে ভিন্ন তাহাদিগকে আদেশ করা হয় নাই, ইহাই প্রকৃত ধর্ম। ৫। নিশ্চয় গ্রন্থাধিকারীদিগের মধ্যে যাহারা ধর্মদ্রোহী হইয়াছে তাহারা ও অংশিবাদিগণ নরকানলে থাকিবে, তথায় নিত্যবাস করিবে, ইহারাই তাহারা যে, অধম জীব। ৬ নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎক্রিয়া সকল করিয়াছে ইহারাই তাহারা যে, জীবশ্রেষ্ঠ। ৭। তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকটে নিত্য স্বর্গোদ্যান সকল হয়, যাহার নিম্ন দিয়া পয়ঃপ্রণালীপুঞ্জ প্রবাহিত হইয়া থাকে, তথায় তাহারা নিত্যবাসী হইবে, পরমেশ্বর, তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ও তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে, যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালককে ভয় করে তাহার সম্বন্ধেই ইহা হয়। ৮। (র, ১ ; আ, ৮)

সূরা জেলজালে

(মদীনাতে অবতীর্ণ)

ঊনশততম অধ্যায়

৮ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

(স্মরণ কর,) যখন ভূমি স্বীয় কম্পনে কম্পিত হইবে। ১। +এবং ভূমি স্বীয় ভারপুঞ্জ বাহির করিবে*। ২। +এবং মনুষ্য বলিবে ইহার কি হইল। ৩। সেই দিবস সে আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিবে†। ৪। +যেহেতু তোমার প্রতিপালক তাহাকে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। ৫। সেই দিবস মনুষ্য বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হইবে, তাহাতে তাহাদের কর্মপুঞ্জ (ক্রিয়ার ফল) তাহাদিগকে প্রদর্শন করা যাইবে ৬। অনন্তর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ কল্যাণ করে সে তাহা দর্শন করিবে। ৭। এবং যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ অকল্যাণ করে সে তাহা দেখিতে পাইবে। ৮। (র, ১ ; আ, ৮)

* কেয়ামতের কিয়ৎকাল পূর্বে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে তাহার ভিতরে স্বর্ণ-রজতাদি যাহা কিছু আছে সমুদায় বাহির হইয়া পড়িবে। তাহার কোন গ্রাহক থাকিবে না। (ত, হো,)

† অর্থাৎ বিচারের সময় পৃথিবী মনুষ্যের অপরাধ সকল বর্ণন করিবে। (ত, হো,)

সূরা আদিয়া

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

শততম অধ্যায়

১১ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

দ্রুতগামী অশ্ববৃন্দের শপথ*। ১। অনন্তর পদাঘাতে প্রস্তর হইতে অগ্নি উদ্গীরণকারী (অশ্বের)। ২। অবশেষে উষাকালে লুণ্ঠনকারী (অশ্বারূঢ়ের শপথ)। ৩। †পরিশেষে ঘোটবৃন্দ তখন (প্রাতঃকালে) ধূলী উৎক্ষেপ করে। ৪। অনন্তর তখন (বিপক্ষের) এক দলের ভিতর উপস্থিত হয়। ৫। নিশ্চয় মনুষ্য স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ৬। এবং নিশ্চয় সে এ বিষয়ে সাক্ষী। ৭। এবং নিশ্চয় সে ধনাসক্তিতে দৃঢ়। ৮। অনন্তর সে কি জানিতেছে না যে, কবরে যাহা আছে যখন তাহা সমুত্থাপিত হইবে? ৯। এবং যে কিছু হৃদয়ে আছে উপস্থিত করা যাইবে। ১০। নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালক সেই দিবস তাহাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে জ্ঞাতা। ১১। (র, ১; আ, ১১)

সূরা কারেয়া

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

একাধিকশততম অধ্যায়

১১ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আঘাতকারী (কেয়ামত)†। ১। আঘাতকারী কি? ২। এবং কিসে

---

* ওমার আনসারীর পুত্র মঞ্জরকে হজরত এক দল ধর্মবন্ধুসহ কেনানা পরিবারের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, উষাকালে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিবে, এবং অমুক দিবস ফিরিয়া আসিবে। মঞ্জর সসৈন্যে যাইয়া তদ্রূপ করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাগমনকালে এক বৃহৎ নদী পার হইতে অধিক বিলম্ব হয়। তাহাতে কপট লোকেরা পরস্পর বলিতে থাকে যে, সমুদায় সৈন্য দুস্তর প্রান্তরে মারা পড়িয়াছে, তাহাদের সংবাদ প্রদান করে এমন একটি লোকও অবশিষ্ট নাই। এতদুপলক্ষ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

† আঘাতকারী অর্থে কেয়ামত। সেই দিন আতঙ্কে লোকের চিত্ত আহত হইবে। (ত, হো,)

তোমাকে জানাইয়াছে যে, আঘাতকারী কি হয় ? ৩। যে দিবস মানবমণ্ডলী বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হইয়া যাইবে। ৪।+এবং পর্বতশ্রেণী ধুনিত পশুরোম সদৃশ হইবে। ৫। অনন্তর কিন্তু যে ব্যক্তির নিক্তি ভার হইবে, পরে সে সন্তোষের জীবনে থাকিবে। ৬+৭। এবং কিন্তু যে ব্যক্তির নিক্তি হাল্‌কা হইবে, পরে তাহার অবস্থানভূমি হাওয়িয়া হইবে। ৮+৯। কিসে তোমাকে জানাইয়াছে হাওয়িয়া কি ? ১০। তাহা প্রজ্বলিত হুতাশন। ১১। (র, ১ ; আ, ১১)

সূরা তকাসোর

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

৮ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যে পর্যন্ত না তোমরা (হে লোক সকল,) সমাধিক্ষেত্রে পঁহুছ, সে পর্যন্ত (ধন) বাহুল্যের (গর্ব) তোমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিল। ১+২। না না, অচিরেই তোমরা জানিতে পাইবে। ৩।+তৎপর না না, অচিরেই তোমরা জানিতে পাইবে। ৪।+না না, যদি তোমরা ধ্রুবতত্ত্ব জ্ঞাত হও তবে অবশ্য জহিম (নরকবিশেষ) দেখিবে। ৫+৬। তৎপর অবশ্য তাহাকে নিশ্চিত দৃষ্টিতে দেখিবে। ৭। তাহার পর সেই দিবস সম্পদ্‌ সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে*। ৮। (র, ১ ; আ, ৮)

সূরা অসর

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়

৩ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কালের শপথ†। ১। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎক্রিয়া সকল করিয়াছে,

---

* অর্থাৎ ধন-সম্পদে আসক্ত হইয়া তোমরা যে সাধন-ভজন হইতে বিরত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইবে ও তাহার বিচার হইবে। (ত, হো,)

† মহাত্মা আবুবেকরকে অবুল্‌ আশদ বলিয়াছিল, "আবুবেকর, তুমি পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে নিজের ক্ষতি করিয়াছ। তাহাতেই এই সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ত, হো,)

সত্যভাবে পরস্পরকে উপদেশ দিয়াছে, এবং ধৈর্যের সহিত পরস্পরকে উপদেশ দান করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত নিশ্চয় (অন্য) মনুষ্য ক্ষতির মধ্যে আছে। ২+৩। (র, ১ ; আ, ৩)

সূরা হমজা

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

চতুরধিকশততম অধ্যায়

৯ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

প্রত্যেক দোষোদ্ঘোষণকারী ও দোষকারীর প্রতি, যে ধন সংগ্রহ করিয়াছে ও তাহা গণনা করিষাছে আক্ষেপ*। ১+২। সে মনে করিয়া থাকে যে, তাহার ধন তাহাকে অমরত্ব দান করিবে। ৩। না না, অবশ্য সে হোতমাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৪। এবং কিসে তোমাকে জানাইয়াছে হোতমা কি হয়? ৫। তাহা ঈশ্বরের প্রজ্বলিত বহ্নি। ৬।+যাহা অন্তঃকরণে প্রবল হইবে। ৭। নিশ্চয় উহা (নরক) তাহাদেব সম্বন্ধে দীর্ঘ স্তম্ভে দ্বার অবরুদ্ধ হয়† । ৮+৯। (র, ১ ; আ, ৯)

সূরা ফীল

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

৫ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক গজস্বামীদিগের সম্বন্ধে কেমন

---

* শরিফের পুত্র আখ্নস, মগয়রার পুত্র অলিদের নিকটে হজরতের দোষ ঘোষণা করিত, অলিদও দোষ কীর্তন করিত, তাহাদের সম্বন্ধে পরমেশ্বর আয়াত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

† মোহম্মদীয় শাস্ত্রে ক্রমশঃ অষ্ট স্বর্গ ও সপ্ত নরকের নাম ও বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। ১ম খোলদ, ২য় দারস্সলাম, ৩য় দারোল্ করার, ৪র্থ অদন, ৫ম নয়িম, ৬ষ্ঠ মাওয়া, ৭ম অলিয়ন, ৮ম ফের্দওস—এই অষ্টবিধ স্বর্গ। ১ম জেহন্নম, ২য় নতি, ৩য় হোত্মা, ৪র্থ সয়ির, ৫ম সকর, ৬ষ্ঠ জহিম,

আচরণ করিয়াছিলেন* ? ১। তাহাদের চক্রান্তকে তিনি কি বিফলতার মধ্যে স্থাপন করেন নাই ? ২।+এবং তিনি তাহাদের প্রতি দলে দলে বিহঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩।+(সেই পক্ষিসৈন্য) তাহাদের প্রতি কর্দমজাত (ক্ষুদ্র) প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছিল। ৪।+পরে তাহাদিগকে (পশু) ভক্ষিত শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় করিয়াছিল। ৫। (র, ১ ; আ, ৫)

সূরা কোরেশ

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

ষড়ধিকশততম অধ্যায়

৪ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

কোরেশের সম্মিলন জন্য, তাহাদের সম্মিলন শীত-গ্রীষ্মে বিদেশযাত্রায়

৭ম হাবিয়া, এই সপ্ত নরক। এই সূরাতে নরক যে বাহিরে নয় অন্তরে, ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

* আবরহা নামক একজন দুর্দান্ত ঈসায়ী এয়মন রাজ্যের অধিপতি ছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া কাবামন্দির প্রদক্ষিণ ও তাহাকে বিশেষ সম্মান করে ইহা দেখিয়া তাহার মনে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সে কাবার গৌরব খর্ব করিবার জন্য মহামূল্য প্রস্তর দ্বারা এক পরম সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করে। পরে দেশ-দেশান্তরের লোক সকল তাহা দ্বারা বাধ্য হইয়া আসিয়া সেই মন্দিরকে গৌরব দান করিতে থাকে। কেননা বংশীয় এক ব্যক্তি মন্দিরের সেবাতে নিযুক্ত ছিল। সে একদিন রাত্রিতে উক্ত নব মন্দিরকে কোন দুষ্কর্ম দ্বারা কলঙ্কিত করে, এবং পলাইয়া যায়। এই বিবরণ সর্বত্র প্রচার হয়। তখন হইতে লোক সকল আর সেই মন্দিরকে সম্মান করিতে আসে না। আবরহা এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সে বহু সৈন্যদল ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী সঙ্গে করিয়া কাবামন্দির উৎখাত করার জন্য মক্কাভিমুখে যাত্রা করে। মক্কার নিকটে আসিয়াই পশ্বাদি লুণ্ঠন করিতে থাকে। মক্কার প্রধান প্রধান লোকেরা ভয়ে এক পর্বতের উপর যাইয়া আশ্রয় লয়। আবরহা সৈন্য সকল প্রথমতঃ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হস্তিযূথকে কাবামন্দিরের প্রতি প্রেরণ করে। হস্তিদল মধ্যে মহমুদ নামক হস্তী অত্যন্ত বলশালী ও বৃহৎকায় ছিল, সেই হস্তী মক্কা নগরের প্রাচীরের নিকটে যাইয়াই শিবিরাভিমুখে ফিরিয়া আইসে। হস্তিপক বহুচেষ্টা করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারে নাই। প্রধান মাতঙ্গ বিমুখ হইয়া চলিয়া আসিলে পর সমুদায় মাতঙ্গ বেগে পলায়ন করে। আবরহা এই ঘটনায় নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ দলে দলে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী আসিয়া আবরহার সেনাবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া প্রস্তর বর্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে সৈন্যকুল সমূলে বিনষ্ট হয়। (ত, হো,)

হইয়াছে*। ১+২। অনন্তর উচিত যে, তাহারা এই মন্দিরের প্রতিপালককে অর্চনা করে। ৩। তিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন ও ভয় হইতে নিঃশঙ্ক করিয়াছেন। ৪। (র, ১; আ, ৪)

সূরা মাউন

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

৭ আয়াত, ১ রকূ

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যে ব্যক্তি বিচারের দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করে, তুমি তাহাকে কি দেখিয়াছ? ১। অনন্তর এ সে, যে ব্যক্তি নিরাশ্রয়কে দুঃখ দেয়, এবং দরিদ্রকে ভোজ্যদানে প্রবৃত্তি দান করে না। ২+৩। অবশেষে সেই উপাসকদিগের সম্বন্ধে আক্ষেপ, সেই যাহারা স্বীয় উপাসনায় অমনোযোগী হইতেছেন। ৪+৫। সেই যাহারা কপটাচরণ করে। ৬।+এবং মাউন হইতে নিবৃত্ত থাকে‡। ৭। (র, ১; আ, ৭)

---

* কোরেশগণ বাণিজ্যার্থ দুই বার বিদেশে যাত্রা করিত। তাহারা শীত ঋতুতে এয়মনে গ্রীষ্ম ঋতুতে শামদেশে যাইত। লোকে তাহাদিগকে "আহলে হরম" অর্থাৎ কাবার চতুঃসীমাবর্তী লোক বলিত ও বিশেষ সম্মান করিত। কানানার পুত্র নজরের উপাধি কোরেশ ছিল, তদনুসারে আরবের যে ব্যক্তি নজরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিত সে-ই কোরেশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কোন কোন অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন যে মালেকের পুত্র নজরের পৌত্র ফহরের এই উপাধি ছিল। তাহাদের প্রতি যে সম্পদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য পরমেশ্বর এই সূরা প্রেরণ করিয়াছেন। (ত, হো,)

+ এই সূরার অর্ধাংশ কাফেরদিগের সম্বন্ধে ও অর্ধাংশ কপট লোকের সম্বন্ধে। দুরাত্মা আবজহল কেয়ামতে বিশ্বাস করিত না, তাহা মিথ্যা বলিত। কোন অনাথ নিরাশ্রয় তাহার নিকটে অন্ন-বস্ত্র প্রার্থনা করিলে তাহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার সম্বন্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহাও কথিত আছে যে, আবু সুফিয়ান এক উষ্ট্রের মাংস ভাগ করিতেছিল, একটি নিরাশ্রয় দুঃখী তাহার কিয়দংশ ভিক্ষা করে, তাহাতে সে তাহাকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করে। তদুপলক্ষ্যে এই আয়াত সমুত্তীর্ণ হয়। (ত, হো)

‡ মাউন সেই সকল গৃহসামগ্রী যদ্দ্বারা লোকে পরস্পরকে সাহায্য দান করিয়া থাকে, যথা—রন্ধন স্থালী, পানপাত্র, কুঠার, কোদালী ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, জল, অগ্নি, ও লবণ এই তিন সামগ্রী মাউন। (ত, হো,)

সুরা কওসর

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়

৩ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

নিশ্চয় তোমাকে আমি কওসর দান করিয়াছি*। ১। অনন্তর তুমি আপন প্রতিপালকের জন্য নমাজ পড় ও উষ্ট্র বলিদান কর। ২। নিশ্চয় তোমার যে শত্রু সে নিঃসন্তান হয়। ৩। (র, ১ ; আ, ৩)

সুরা কাফেরোণ

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

নবাধিকশততম অধ্যায়

৬ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি বল, হে কাফেরগণ,† । ১। তোমরা যাহাকে পূজা করিয়া থাক আমি

---

* একদা ওয়াইলের পুত্র আস, বনোসহমদ্বারের নিকটে হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করে, পরে হজরত চলিয়া যান, এবং আস মন্দিরে উপস্থিত হয়। কতিপয় কোরেশ প্রধান পুরুষ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলে ?" সে বলিল, "অপুত্রক ব্যক্তির সঙ্গে"। খদিজবাদেবীর গর্ভে তাহের নামক হজরতের এক পুত্র ছিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আসের উক্তি শ্রবণ করিয়া হজরতের অন্তর বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়। পরমেশ্বর তাহার সান্ত্বনার জন্য এই সুরা প্রেরণ করেন। কওসর শব্দের অর্থ বাহুল্য। অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে জ্ঞান ধর্মাদি স্বর্গীয় সম্পদ বহু পরিমাণে প্রদান করিয়াছি। অথবা কওসর সপ্তম স্বর্গস্থ পয়ঃপ্রণালী বিশেষ, তাহার কূল ও সোপানাদি স্বর্ণ-মাণিক্যখচিত, মৃত্তিকা সুগন্ধ, হিমশিলা অপেক্ষা শুভ্র। অপিচ কওসর স্বর্গস্থ এক মাসের পথব্যাপিনী বাপীবিশেষ। সেই সরোবরের জল দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক শুভ্র ও মৃগনাভি অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ। (ত, হো,)

† কতিপয় কোরেশ যথা, আবুজহল, আস ও অলিদ এবং অম্মিয়া প্রভৃতি আব্বাসের বাচনিক হজরতকে বলিয়া পাঠায় যে, তুমি এক বৎসর আমাদের

তাহাকে পূজা করি না। ২। এবং আমি যাঁহাকে অর্চনা করিয়া থাকি তোমরা তাঁহাকে অর্চনা কর না। ৩। এবং তোমরা যাহার পূজা কর আমি তাহার পূজক নহি। ৪। এবং আমি যাঁহাকে পূজা করি তোমরা তাঁহার পূজক নও। ৫। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম। ৬। (র, ১ ; আ, ৬)

সূরা নস্‌র

(মদীনাতে অবতীর্ণ)

দশাধিকশততম অধ্যায়

৩ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

যখন ঈশ্বরের সাহায্য উপস্থিত হইবে, এবং (মক্কা) জয় হইবে। ১।+তখন তুমি লোকদিগকে দলে দলে ঐশ্বরিক ধর্মে প্রবেশ করিতে দেখিবে। ২।+অতএব আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর ও তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্তনকারী। ৩। (র, ১ ; আ, ৩)

সূরা লহব

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

৫ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

আবুলহবের হস্ত বিনষ্ট হউক*। ১। তাহার ধন ও সে যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা তাহা হইতে (শাস্তি) কিছুই নিবারণ করে নাই। ২। অবশ্য সে এবং তাহার ভার্যা শিখাবিশিষ্ট অনলে উপস্থিত হইবে, তাহার গ্রীবাদেশে ইন্ধন উত্তোলক খোর্মা বল্কলের রজ্জু থাকিবে+। ৩+৪+৫। (র, ১ ; আ, ৫)

উপাস্য দেবতাদিগকে অর্চনা করিও। এই সংবাদ পঁহুছার সময়ই জেব্রিল আসিয়া এই সূরা উপস্থিত করেন। (ত, হো,)

* আবুলহব দুই হস্তে এক প্রস্তর উত্তোলন করিয়া হজরতের প্রতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতেই ঈশ্বর এই আয়াত প্রেরণ করেন। (ত, হো,)

+ আবুলহবের আলয় হজরতের আলয়ের নিকটে ছিল, তাহার স্ত্রী ওম্মজমিলা দিবাভাগে কাঁটা সংগ্রহ করিয়া রাখিত, রাত্রিতে যে পথ দিয়া হজরত গমনাগমন করিতেন সেই পথে তাহা বিকীর্ণ করিত, যেন হজরতের বসনপ্রান্তে বা চরণে কণ্টক বিদ্ধ হয়। হজরত নমাজের জন্য বাহিরে আসিয়া সেই কণ্টক সকল

সূরা এখলোস

(মক্কাতে অবতীর্ণ)

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়

৪ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

তুমি বল, (হে মোহম্মদ,) তিনি একমাত্র ঈশ্বর* । ১ । নিষ্কাম ঈশ্বর । ২ । তিনি জাত নহেন ও জন্মদানও করেন নাই । ৩ । এবং তাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তি নাই । ৪ । (র, ১ ; আ. ৪)

সূরা ফলক

(মদীনাতে অবতীর্ণ)

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

৫ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি ।)

তুমি বল, যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার অপকারিতা হইতে ও প্রথম রজনীর অন্ধকার যখন বিকীর্ণ হয় সেই অন্ধকারের অপকারিতা হইতে এবং গ্রন্থিমধ্যে কুহকস্ফারিণী নারীদিগের অপকারিতা হইতে এবং যখন বিদ্বেষ করে বিদ্বেষকারীর অপকারিতা হইতে আমি প্রাতঃকালের প্রতিপালকের নিকটে আশ্রয় লইতেছি† । ১+২+৩+৪+৫ । (র, ১ ; আ. ৫)

কুড়াইয়া লইতেন । ওম্মজমিলা এই পাপের জন্য নরকের ইন্ধন বহন করিবে । (ত, হো,)

* এক দল লোক হজরতকে বলিয়াছিল যে, "মোহম্মদ তোমার পরমেশ্বরের বর্ণনা কর, তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিব । তওরাতে তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়াছি । তুমি বল দেখি ঈশ্বর কি পদার্থ ? তিনি কি আহার পান করিয়া থাকেন, তিনি কাহার উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কে ?" তাহাতে পরমেশ্বর এই সূরা অবতারণ করেন । (ত, হো,)

† একজন ইহুদী বালক হজরতের সেবাতে নিযুক্ত ছিল । ইহুদী বংশীয় আসমের পুত্র লবয়কের কন্যাগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহার যোগে হজরতের চিরুণীর কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সে হজরতের নামের প্রভাবে তৎ সাহায্যে রজ্জুর উপর আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিতেছিল । হজরতকে জেব্রিল এই কথা জ্ঞাপন করেন । হজরত আলীকে পাঠাইয়া সেই রজ্জু আনয়ন করিয়াছিলেন । তাহাতে সে এগারটি গ্রন্থি স্থাপন করিয়াছিল । জেব্রিল এগারটি আয়াত পাঠ করেন, এগার গ্রন্থি সেই রজ্জু হইতে খুলিয়া যায় । (ত, হো,)

সূরা নাস

(মদীনাতে অবতীর্ণ)

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়

৬ আয়াত, ১ রকু

(দাতা দয়ালু পরমেশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইতেছি।)

তুমি বল, যে মনুষ্যের অন্তরে কুমন্ত্রণা দান করে আমি সেই দানব ও মানব জাতীয় লুক্কায়িত কুমন্ত্রণাদায়কের অপকারিতা হইতে সেই মনুষ্যের প্রতিপালক মনুষ্যের রাজা মনুষ্যের উপাস্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ১+২+৩+৪+৫+৬। (র, ১ ; আ, ৬)

—ঃ[০]ঃ—

হজরত মোহম্মদের প্রার্থনা

'হে ঈশ্বর, সমাধিমধ্যে আমার আতঙ্ক দূর কর, হে ঈশ্বর, মহাকোরআনের অনুরোধে আমাকে দয়া কর, এবং আমার জন্য (তাহাকে) নেতা ও আলোক এবং সদুপদেশ ও করুণাস্বরূপ কর। হে ঈশ্বর, তাহার যাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি তাহা স্মরণ করাইয়া দাও, ও তাহার যাহা আমি জানি না, তাহা আমাকে শিক্ষা দাও, এবং অহোরাত্র তাহার পাঠে আমাকে অধিকারী কর, হে নিখিল বিশ্বের পালক, তাহাকে আমার প্রমাণস্বরূপ কর"।

প্রতিষ্ঠাপত্র

(কয়েকজন মৌলবী সাহেবের লিপি)

TO THE AUTHOR OF THE BENGALI TRANSLATION OF THE QURAN, CALCUTTA.

REVD. SIR,

We the undersigned have most carefully and attentively read and compared with the original the first two parts of your valuable production, viz, the Bengali translation of the Quran, and our curiosity is not less excited to find it to be such a faithful and literal translation from a classic language as the Arabic—which varies so widely in its construction from all other languages of the world.

As we are Mohamedans by faith and birth, our best and hearty thanks are due to the author for his disinterested and patriotic effort and the great troubles he has taken to diffuse deep meaning of our Holy and Sacred religious book, the Quran, to the public.

The version of the Quran above quoted has been such a wonderful success that we would wish the author would publish his name to the public, to whom he has done such a valuable service, and thus gain a personal regard from the public.

Lastly in our humble and poor opinion we think that the book may be very useful, particularly to the Mohamedans, if the style could be rendered a little easier so as to be understood by the less erudite.

We have the honour to be,
REVD. SIR,
Your most obedient servants
AHMUD ULLAH,
Late Arabic Senior scholar of the Calcutta Madrashah,
ABDUL ALA,
ABDUL AZIZ.

CALCUTTA,
The 2nd. March, 1882.

(ইংরাজী পত্রের অনুবাদ)

কোরআন গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদক মহাশয়েষু,
কলিকাতা।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আমরা নিম্নলিখিত কয়জন সাবধানে ও সমনোযোগে আপনার বঙ্গ ভাষার কোরআনের অনুবাদ প্রথম দুই খণ্ড পাঠ করিলাম, এবং মূল গ্রন্থের সহিত আপনার মহামূল্য অনুবাদের তুলনা করিলাম। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি কিরূপে এতাদৃশ উদার আনুপূর্বিক প্রকৃত অনুবাদ করিতে সমর্থ হইলেন। বিশেষতঃ যখন আরব্যতুল্য পুরাতন ভাষা পৃথিবীর অন্য অন্য সকল ভাষা হইতে অতিশয় ভিন্ন।

আমরা বিশ্বাসে ও জাতিতে মোসলমান। আপনি নিঃস্বার্থভাবে জনহিত সাধনের জন্য যে, এতাদৃশ চেষ্টা ও কষ্ট সহকারে আমাদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের গভীর অর্থ প্রচারে সাধারণের উপকার সাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এ জন্য আমাদিগের অত্যুত্তম ও আন্তরিক বহু কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি দেয়।

কোরআনের উপরিউক্ত অংশের অনুবাদ এতদূরে উৎকৃষ্ট ও বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমাদিগের ইচ্ছা অনুবাদক সাধারণ সমীপে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন। যখন তিনি লোক মণ্ডলীর এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সেবা করিতে সুক্ষম্ হইলেন, তখন সেই সকল লোকের নিকটে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার উপযুক্ত সম্ভ্রম লাভ করা উচিত।

পরিশেষে আমাদিগের ক্ষুদ্র ও বিনীত বক্তব্য যে, আমরা বোধ করি এই পুস্তকের ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল করিতে পারিলে অল্প শিক্ষিত সাধারণ মোসলমানগণের বিশেষ উপকারী হইবে।

শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের সহিত আপনার বশীভূত ভৃত্য
আহমদোল্লা।

২রা মার্চ, ১৮৮২
কলিকাতা

কলিকাতা মাদ্রাসার ভূতপূর্ব উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তিধারী।
আবদোল্ আলা।
আবদোল আজিজ।

(ঢাকা হইতে প্রাপ্ত)

শ্রদ্ধেয় বাবু মহা গৌরবান্বিত গৌরবাভিজ্ঞ সর্বদা তাঁহার কৃপা হউক।
আকিঞ্চনরূপ উপহার প্রদানানন্তর নিবেদন এই—

বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত বকর সূরার দুই খণ্ড প্রশংসিত ও সম্মান্য কোরআন দীনের নিকটে সমাগত হইয়া পুরাতন বন্ধুতার সূত্রকে নবীভূত করিয়াছে। দীন ক্ষুদ্র জ্ঞানে মহাশয়ের অনুবাদ গৌরবান্বিত পুণ্যাত্মা শাহ্ আবদোল্ কাদেরের উর্দু অনুবাদের এবং তফ্‌সীর হোসেনীর অনুরূপ প্রাপ্ত। প্রকৃত পক্ষে মহাশয় এ বিষয়ে সমূহ গলদ্‌ঘর্ম পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ইহা আরব্য পারস্য ও উর্দু ভাষানভিজ্ঞ লোকদিগের উপদেশের কারণ হইয়াছে। পরমেশ্বর, পেগাম্বর ও তাঁহার মহামান্য সন্ততিগণের গৌরবানুরোধে অনুগ্রহকারী বন্ধুকে সরল পথ ও সত্য পথ প্রদর্শন করুন। ১০ই ফাল্গুন, ১২৮৮ সন।*

প্রার্থী—অলিমোদ্দিন আহম্মদ

মান্যবর শ্রীযুক্ত কোরআন শরীফ অনুবাদক মহাশয়
মান্যবরেষু—

মহাশয়ের বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত কোরআন শরীফ দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া অতি আহ্লাদের সহিত পাঠ করিলাম। এই অনুবাদ আমার বিবেচনায় অতি উত্তম ও শুদ্ধরূপে টীকা সহ হইয়াছে। আপনি তফ্‌সীর হোসেনী ও শাহ্ আবদোল্ কাদেরের তফ্‌সীর অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত টীকা লিখিয়াছেন এ জনের ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধিতে যে পর্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ করি যে, এ পর্যন্ত কোরআন শরীফের অবিকল অনুবাদ অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ হয় নাই, এবং আমি মনের অহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে, আপনি যে ধর্ম উদ্দেশ্যে যার পর নাই পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদ করিয়াছেন, ইহার ফল ঈশ্বর আপনাকে ইহ ও পরকালে প্রদান করুন। ইতি—সন ১২৮৮, ৬ই ফাল্গুন।

নিবেদক
শ্রী আবুয়ল্ মজফ্‌র আবদুল্লা

* ইহা পারস্য-পত্রের অনুবাদ। আমাদের যন্ত্রালয়ের পারস্য অক্ষরের অভাব হেতু মূল পত্র প্রকাশ করা যাইতে পারিল না।

(যশোহর কাজীপুর হইতে প্রাপ্ত)

শ্রীযুক্ত মৌলবী আফ্‌তারোদ্দিন সাহেবের পত্রাংশ।

বহুমানাস্পদ—

শ্রীযুৎ কোরআন অনুবাদক মহাশয় মান্যবরেষু --

মহাশয়,

আমরা আপনার ১ম ভাগ কোরআন প্রাপ্তান্তে পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। অনুবাদক মহাশয় যে প্রকার গুরুতর পরিশ্রম, যত্ন এবং ভূরি অর্থ ব্যয়ভার বহন স্বীকার করিয়া এতাদৃশ গ্রন্থ প্রচাররূপ কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহাতে আমরা যার পর নাই অহ্লাদিত ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। এই পুস্তকের বাঙ্গলা অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট ও প্রাঞ্জল এবং ইহা যে একটি উপাদেয় পদার্থ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ফল কথা, পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইলে কেবল অনুবাদক নয় দেশের বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির গৌরব বাড়িবে, সন্দেহ নাই। অনুবাদক মহাশয় এই গ্রন্থ প্রচার করিয়া দেশের একটি মহদভাব মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এ জন্য তিনি আজীবন প্রশংসার্হ থাকিবেন। দেশহিতৈষী মহোদয়গণের ইঁহাকে উৎসাহ প্রদান করা সর্বতোভাবে উচিত। ইনি অতি দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সাধারণের উৎসাহ ব্যতিরেকে ইহার কৃতার্থতা লাভ করা কঠিন।